সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

দ্বিতীয় খণ্ড

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
দ্বিতীয় খণ্ড

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

প্রকাশক
জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

বানান সমন্বয়
সুশীল কুমার মণ্ডল

কম্পিউটার বিন্যাস
ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রাকর
এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্য
৳ ৭৫০.০০

© পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

SANGBADPATRE BANGABANDHU: AGARTALA SARAJANTRA MAMLA: DITIO KHANDA
Chief Editor: Zafar Wazed
Published by Press Institute Bangladesh, 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 750 Taka. $10 Only
ISBN : 978-984-732-050-2
Phone : 9333403, 9330081-84, Fax : 880-02-8317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
দ্বিতীয় খণ্ড

প্রধান সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

উপদেষ্টা পরিষদ
আবেদ খান
চেয়ারম্যান
পিআইবি পরিচালনা বোর্ড

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ফায়জুল হক
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ), অতিরিক্ত দায়িত্ব
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

সম্পাদক
ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

আধেয় সংগ্রহ
দিনেশ মাহাতো

কম্পিউটার কম্পোজ
মো. ফরিদুল আলম
মো. আলমগীর হোসেন

যেসব পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে

আজাদ
সংবাদ
দৈনিক পাকিস্তান
দৈনিক পয়গাম
পাকিস্তান অবজারভার
মর্নিং নিউজ

মুখবন্ধ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের নানা তথ্য সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। এসব তথ্য সংবাদপত্র থেকে তুলে এনে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ। 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে গ্রন্থাকারে এই তথ্যগুলো সংরক্ষণের জন্য ধারাবাহিকভাবে সাল অনুযায়ী খণ্ড আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত করে বিচার শুরু করে। মামলাটিকে সরকারিভাবে নামকরণ করা হয়েছিল: 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যের বিচার'। মামলায় আসামি করা হয় ৩৫ জনকে। প্রধান আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৮ সালের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত করে প্রেসনোট জারি করা হয়। মামলার শুনানি শুরু হয় ১৯ জুন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই শুনানি চলে প্রায় নয় মাস। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের সরকার বাধ্য হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তরা মুক্তি পান।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মোকাবিলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সংবাদপত্রেও এই সংক্রান্ত বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট তথ্যের বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। তাই আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি এবং প্রাসঙ্গিক সংবাদ-বিবরণীগুলো আলাদা করে 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের দুটি খণ্ড প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতোমধ্যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এর শিরোনাম: 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রথম খণ্ড'। ঐ খণ্ডের ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোনাম: 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : দ্বিতীয় খণ্ড'।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৯৬৮ সালের জুন থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত উক্ত মামলা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

দ্বিতীয় খণ্ডের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা সম্পর্কিত প্রতিবেদন। এছাড়া বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবী সংবলিত কিছু প্রতিবেদনও রয়েছে। সব সংবাদপত্র সবদিন আদালতের দৃশ্যপট এবং জবানবন্দী বা জেরার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেনি। কোনও সংবাদপত্র আংশিক, কোনও সংবাদপত্র বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছে। তাই আমরা এ ধরনের খবরের ক্ষেত্রে একই দিনে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন তুলে ধরেছি।

কয়েকটি ব্যতিক্রমী খবরও রয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডে। প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার বিয়ে সম্পন্ন হয় ১৯৬৮ সালের ১৭ নভেম্বরে। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রথম কন্যার বিয়ের খবরটি জানতে পারেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি অবস্থায়। বিয়ে উপলক্ষে পরিবারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে মিষ্টি পাঠানো হয়। ১৮ নভেম্বর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তাকে মিষ্টি গ্রহণের অনুমতি দেন। খবরটি ১৯ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে লেখা হয়:

> *ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ, রহমান শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁহার (শেখ মুজিবের) কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কিছু মিষ্টি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষিত হইবার পর তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবকে এই মিষ্টি দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, গত রবিবার শেখ মুজিবের প্রথমা কন্যার রুসমত অনুষ্ঠিত হয়। (দৈনিক পয়গাম, ১৯ নভেম্বর ১৯৬৮)*

১৯৬৯ সালের ২৮ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধু তাঁর জবানবন্দী প্রদান করেন। জবানবন্দীতে বঙ্গবন্ধু এই মামলার 'ষড়যন্ত্র'কে তথাকথিত অভিহিত করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে মিথ্যা বলে বর্ণনা করেন। জবানবন্দীতে বঙ্গবন্ধু জানান যে, তাঁর উপর নির্যাতন চালানো, তাকে ও আওয়ামী লীগকে হেয়প্রতিপন্ন করা এবং ছয়দফা দাবী আদায়ের আন্দোলনকে দমন করার জন্যই এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর জবানবন্দীতে আরো উল্লেখ করেন যে, এই মামলা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের একটি ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শোষণ-নির্যাতন অব্যাহত রাখার চক্রান্ত করছে। ২৯ জানুয়ারি এই বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

> *রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেন, যে নির্যাতন ও*

নিপীড়ন চলিয়া আসিতেছে, এই মামলা উহারই চরম অধ্যায়। ইহা কায়েমী স্বার্থবাদী শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য বর্ত্তমান শাসকচক্রের একটি ষড়যন্ত্রও বটে। 'পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে আলাদা করার জন্য আমি কখনও কিছু করি নাই। এবং আমি কখনও সশস্ত্র বাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমান বাহিনীর কোন বা অন্য কাহারও সহিত পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই নাই। আমি নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন: শুধুমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালানোর জন্য, আমার এবং আমার পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন ও অসম্মান করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবী অর্থাৎ ৬-দফা কর্মসুচীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে দাবাইয়া রাখার জন্য এবং সকল ক্ষেত্রে বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষা করার জন্যই এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে আমাকে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হইয়াছে।

তিনি বলেন: এই আদালতে আসার পূর্বে আমি কখনও লেঃ কামাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতানউদ্দীন আহমেদ, কামাল উদ্দীন আহমেদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ এবং সশস্ত্র, নৌ ও বিমান বাহিনীর অন্যান্য লোককে দেখি নাই। মন্ত্রী থাকাকালে আমার অফিসিয়াল কাজের মাধ্যমে মেসার্স আহমেদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও কে, এম, শামসুর রহমান-এই তিনজন সি, এস, পি অফিসারকে আমি জানিতে পারি। ঐ সময় তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে কাজ করিতেছিলেন। তবে, আমি তাঁহাদের সহিত রাজনীতি বা কোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কখনও কোন কথা বলি নাই।

এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন: আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কখনও বিশ্বাস করি না। আমি দেশের উভয় অংশের প্রতি ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম এবং ৬-দফা কর্মসুচীতে উহা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেশের জন্য আমি যা ভাল মনে করি সর্বদাই তা নিয়মতান্ত্রিক সীমারেখার মধ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ করি। তৎসত্ত্বেও শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক আমাকে নির্যাতিত হইতে হয়। এই শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল আমার এবং আমার পার্টির উপর নির্যাতন চালাইয়া পাকিস্তানী জনগণকে, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের উপর তাঁহাদের শোষণ স্থায়ী করিতে চায়। মহামান্য আদালতের সম্মুখে আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, এই মামলায় প্রতিশোধ মূলকভাবে তাঁহাকে জড়িত করা হইয়াছে। (সংবাদ, ২৯ জানুয়ারি ১৯৬৯)

বঙ্গবন্ধু যখন এই জবানবন্দী প্রদান করেন তখন তাঁর মুক্তি ও পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সারা পূর্ব বাংলায় ব্যাপক গণআন্দোলন চলছে। ব্যাপক দমন-নিপীড়নের পরও গণআন্দোলন এগিয়ে চলে। আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য নির্বিচারে গুলীবর্ষণ, গণহত্যা, গণগ্রেফতার চললেও সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে অটল থাকে। এই উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দি অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গুলিতে নিহত হন। পরের দিন সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়:

ইন্টার সার্ভিসেস জনসংযোগ দফতরের তরফ হতে জানান হয়েছে যে, গতকাল ভোরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গুলিবিদ্ধ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক রাত ৯-০০ মিঃ কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ..... রাজেউন)। এপিপি এ সংবাদ পরিবেশন করে। পূর্ববতী খবরে বলা হয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আহত অভিযুক্ত ব্যক্তি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও সার্জেন্ট জহুরুল হক গতকাল সকালে প্রহরীদের পরাভূত করে পালাবার চেষ্টা করলে জখম হন। খবরে প্রকাশ, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক বুকে আঘাত পেয়েছেন। তিনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত না হলেও সন্তোষজনকভাবে তার অবস্থার উন্নতি ঘটছে। চতুর্দশ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু'জন অভিযুক্ত গতকাল সকালে প্রহরীদের আঘাত করেন এবং তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা চালান। (দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)

অবশেষে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। মুক্তি দেয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অভিযুক্ত সকল ব্যক্তিকে। পরের দিন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করার ফলে শেখ মুজিবর রহমানসহ অভিযুক্ত সকল ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব 'আগরতলা মামলা' সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সও বাতিল করে দিয়েছেন। শেখ মুজিবর রহমান বর্তমানে তাঁর ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে অবস্থান করছেন। বেলা দেড়টায় এই খবর পাওয়া যায়। ১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি নং এমআরও ৫৯ (আর) ৬৮ বলে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবের রহমান ও অন্যান্যদের মামলা শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী শুনানী হয়। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল। (সংবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)

'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর মত এই খণ্ডের কাজ করতে গিয়েও দেখা গেছে, সেই সময়ের অনেক সংবাদপত্রই সংরক্ষিত নেই। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, পুরোনো দিনের অনেক সংবাদপত্র একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। অনেক সংবাদপত্র পাওয়া গেছে আংশিক। সংরক্ষিত নেই সব কপি। অক্ষত নেই অনেক সংবাদপত্রের সব পৃষ্ঠা। যে কারণে আমাদের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও সব খবর ও তথ্য পুরোটা তুলে আনতে পারিনি। যেখানে যতটুকু পাওয়া গেছে, যেভাবে পাওয়া গেছে, তা আমরা যত্নের সঙ্গে এই গ্রন্থে সংযুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছি। আমাদের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে– এমন দাবি আমরা করতে পারব না।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে আমরা সংবাদপত্রের ভাষা ও বানান অবিকল রেখেছি। বাক্যগঠন বা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি। তথ্যের মধ্যবর্তী অংশ বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্য বা প্যারা অস্পষ্ট থাকলে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার কোনো অংশ না পাওয়া গেলে সেখানে আমরা ... চিহ্ন ব্যবহার করেছি। বঙ্গবন্ধুর নামের বানান একেক সংবাদপত্রে একেক রকম আছে, আমরা তা হুবহু রেখেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বানান সমন্বয় ও কম্পিউটার বিন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া সময়মতো কাজ শেষ করা দুরূহ ছিল।

'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ গ্রন্থের এই খণ্ড প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের সময় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজনে কারও কাছে নতুন কোনো দলিল বা তথ্য থাকলে তা আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংযুক্ত করব। সবার মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করতে চাই।

এই গ্রন্থটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশ করা হলো।

১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

সূ | চি | প | ত্র

অক্টোবর ১৯৬৮	১৩
নভেম্বর ১৯৬৮	২৪১
ডিসেম্বর ১৯৬৮	৪৯১
জানুয়ারি ১৯৬৯	৫৭৭
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	৫৮২
নির্ঘণ্ট	৫৮৯

সংবাদ

১৪ই অক্টোবর ১৯৬৮

এক মাস বিরতির পর আজ বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

এক মাস বিরতির পর অদ্য (সোমবার) পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে "ষড়যন্ত্র মামলা" হিসাবে অভিহিত 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের' মামলার শুনানী পুনরারম্ভ হইবে। ছয়জন রাজসাক্ষী ও একজন সরকারী সাক্ষী মোট ৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা গ্রহণের পর গতমাসের ১৩ তারিখ এক মাসের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অবকাশ ঘোষণা করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, নৌ-বাহিনীর একজন কম্যাণ্ডার ও তিনজন সি-এস-পি অফিসারসহ মোট ৩৫ জনের বিচার চলিতেছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে "ভারতের সাহায্য-সহযোগিতায় সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাইয়া পাকিস্তানের একটি অংশকে (পূর্ব পাকিস্তান) কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের" অভিযোগ আনয়ন করা হয়। পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানের নেতৃত্বে গঠিত এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অপর দুইজন বিচারপতি হইলেন বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমূল হাকিম।

এই ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি হইলেন জনাব মঞ্জুর কাদের। আসামীপক্ষে জনাব আবদুস সালাম খান ও জনাব আতাউর রহমান খানসহ প্রায় ৫০ জন আইনজীবী রহিয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

১৪ই অক্টোবর ১৯৬৮

অদ্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তৃতীয় দফা শুনানী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অদ্য (সোমবার) হইতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তৃতীয় দফা শুনানী শুরু হইবে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব মুজিবর রহমান খান ও বিচারপতি জনাব মুকসুমুল হাকিম সমবায়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এ মামলার বিচার চলিতেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর এই মামলার দ্বিতীয় দফা শুনানী এক মাসের জন্য মুলতবী ঘোষিত হয়।

দ্বিতীয় দফা শুনানীকালে ৬জন রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম লেঃ মোজাম্মেল, কামালুদ্দীন, আমির হোসেন

মিয়া, ডাঃ সাইদুর রহমান, সাবেক ফ্লাইট লেঃ পি আই এ-এর চট্টগ্রাম জেলা ম্যানেজার মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ, ক্যাপ্টেন শামসুদ্দীন ও ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়ার সাক্ষ্য ও জেরা গ্রহণ করা হয়। ইহাদের মধ্যে দুই নম্বর সাক্ষী কামালুদ্দীন বৈরী ঘোষিত হন এবং তাঁহাকে আদালত অব্যাহতি দেন।

এই মামলায় শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অভিযুক্ত ও তাঁহার সহিত আরও ৩৪ জন অভিযুক্ত রহিয়াছেন।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী হইতেছেন সাবেক পররাষ্ট্র উজির জনাব মঞ্জুর কাদের ও বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান।

Pakistan Observer

15th October 1968

State vs. Sheikh Mujib and Others : Two witnesses examined

(By A Staff Correspondent)

The deposition of the eighth prosecution witness and seventh approver Corporal Jamaluddin Ahmed in the case State Versus Sheikh Mujibur Rahman and Others concluded on Monday when the Special Tribunal resumed hearing of the case after a month's recess at the Dacca cantonment. The court rose for the day when the examination-in-chief of the 9th witness and 8th approver Corporal Sirajul Islam was in progress.

The Special Tribunal is headed by Mr. Justice S. A. Rahman and Mr. Justice M. R. Khan and Mr. Justice Moksumul Hakim are the other two members.

The examination-in-chief was conducted by Prosecution Counsel Mr.T.H.Khan, Mr. Abdus Salam Khan, Khan Bahadur Naziruddin, Khan Bahadur Ismail, Mr. Fazlul Karim, Mr. Nurul Alam, Molla Jalaluddin and Viquarul Islam Chowdhury cross-examined the witness Corporal Jamaluddin Ahmed.

During the examination in chief witness-approver Corporal Jamaluddin Ahmed gave out that he joined Pakistan Air Force as an ordinary recruit in 1959 and he was trained in PAF Kohat. Later after the training was over, he was posted at PAF Karachi and worked there till he came to Dacca on transfer in July, 1963. In Dacca he stayed at Domestic Camp of the PAF.

Corporal Jamaluddin said that he knew Sargeant Shamsul Huq, a colleague of his in the Air Force and while in Dacca at the end of December 1965 or in the beginning of January, 1966, he went to Sergeant Shamsul Huq's room in the Domestic Camp in

Block Number 16 and found and unknown person there. He said that Sergeant Shamsul Huq introduced the stranger to him as Leading Seaman Sultanuddin. He said that at the very meeting they talked about he disparty between East and West Pakistan. He added that sultanuddin told them that an organization .....

সংবাদ

১৫ই অক্টোবর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

রাজসাক্ষী কর্পোরাল জামালুদ্দীনের জেরা সমাপ্ত :

কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জবানবন্দী শুরু

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

দীর্ঘ এক মাস বিরতির পর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে ষড়যন্ত্র মামলা'র শুনানী গতকাল (সোমবার) পুনরায় শুরু হইলে ৮নং সরকারী সাক্ষী ও রাজসাক্ষি কর্পোরাল জামালুদ্দীন আহমদের জবানবন্দী ও জেরা সমাপ্ত হয় এবং রাজসাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জবানবন্দী অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন গতকল্যকার মত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

গতকাল সোমবার সকাল নয়টায় বিচারপতি জনাব এম, এ জামালের নেতৃত্বে বিচারপতি জনাব এম, আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল শ্রমিক সমবায় গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব অন্যান্যের মামলার শুনানী শুরু হইলে সরকারী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদিরের উপস্থিতিতে জনাব এইচ, খান সরকারী সাক্ষী কপোরাল জালালুদ্দীন আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জবানবন্দীর পর বাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন ও খান বাহাদুর ইসমাইলসহ ৫ জন কৌসুলি সরকারী সাক্ষী ও রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।

জামালুদ্দীন আহমদের জবানবন্দী

ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী প্রদানকালে রাজসাক্ষী জনাব জামালুদ্দীন আহমদ বলেন যে, তাঁহার পিতার নাম বশিরুদ্দীন, পাবনা জেলার বরমপুর গ্রামে তাঁহাদের বাড়ী। তাঁহার বয়স ২৬ বছর। সাক্ষী বলেন, "১৯৫৯ সালে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে আমি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করি। আমার ট্রেনিং হয় কোয়াটে। ট্রেনিংয়ের পর আমি পি,এ,এফ এর .... নিযুক্ত হই।

সেখানে আমি ছিলাম নয় মাস। তারপর আমি বদলি হই মৌরীপুরে । ১৯৬০ সালের জুন মাস পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম। ১৯৬৩ সালের জুলাই

মাসে আমি ঢাকা বদলি হই। সেসময় আমি পি, এ, এফ- এর ঢাকায় ডমিষ্টিক কাম্পে ছিলাম। আমি সার্জেন্ট শামসুল হককে চিনি। তখন তিনি একজন কর্পোরাল ছিলেন মাত্র। সেসময় আমরা একটি বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য। নৌ-বাহিনীর অফিসার লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এই দলের নেতা। আমি তাদের কাছ থেকে আরও জানতে পারি যে, সংগঠনকে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে ভারত সরকারকে সম্মত করতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সফল হয়েছেন। সুলতানউদ্দীন সার্জেন্ট শামসুল হক ও আমাকে এই আন্দোলনের বিষয় বিমান বাহিনীর লোকজনের মধ্যে প্রচার করতে বলেন।

এই সময় সুলতানউদ্দীনকে সনাক্ত করার জন্য সাক্ষীকে বলা হয়। সাক্ষী অভিযুক্তদের 'ডকে'র নিকট গিয়া অভিযুক্তদের দিকে তাকাইয়া বলেন, "আমি তাকে একবার মাত্র দেখেছি– তাই তাকে সনাক্ত করতে সমর্থ নই।"

সাক্ষী তাঁহার জবানবন্দীতে আরও বলেন, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি না। ১৯৬৬ সালের মে মাসে আমি ঢাকা হতে করাচী বদলি হই। সেখানে ট্রেনিং গ্রহণ করি। ট্রেনিং-এর পর আমাকে মৌরপুরে নিযুক্ত করা হয়। এর আগে এস. এ. সি. মাহফুজুল বারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ঢাকা হতে কোরাঙ্গীক্রিকে বদলির সময় মাহফুজুল বারী পি. এ. এফ এর ড্রিগ রোডস্থ দফতরে কাজ করতেন। তখন সেখানে আমি যেতাম ১৯৬৬ সালে জুলাই অথবা আগষ্ট মাসে একবার আমি তাঁর কাছে যাই। পথে তিনি আমাকে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহর আবিসিনিয়া লাইনস্থ কোয়ার্টারে নিয়ে যান। সেখানে মাহফুজুল বারী ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। লেঃ সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের অগ্রগতির বিষয় জানতে চান। এ প্রশ্নে আমি হকচকিয়ে যাই। এ অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমি বলি যে, আমি একবার মাত্র সার্জেন্ট শামসুল হকের সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন অন্য একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

সাক্ষী আরও বলেন, "আমি সার্জেন্ট আবদুল জলিলকে চিনি। ১৯৬৭ সালের মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে একদিন কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম সার্জেন্ট আবদুল জলিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৬৭ সালের মে মাসে আমি শহরে যাই। সেসময় কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ও সার্জেন্ট শামসুদ্দীন একটি ট্যাক্সীতে করে সেখানে আসেন তখন রাস্তায় যানবাহনের ভীড় থাকায় তখন ট্যাক্সী ধীরে ধীরে চলছিল। আমি হাত নাড়তেই তাঁরা ট্যাক্সী থামান। তাঁরা টেক্সীতে করে আমাকে সার্জেন্ট আবদুল জলিলের কোয়ার্টারে নিয়ে যান। সেখানে আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, সার্জেন্ট শামসুল হক,

এস,এ, সি মাহফুজুল বারী ও মাহবুবুদ্দীন চৌধুরীকে দেখতে পাই। সেখানে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ বলেন যে, আমরা ক্ষুদ্র অস্ত্র পাব তাই তার ব্যবহার পদ্ধতিও আমাদের জানা উচিত।

সাক্ষী বলেন যে, পি, ডব্লিউ ৪/১ চিহ্নযুক্ত যে সকল হাতবোমা দেখান হল সেটি সেদিন মফিজুল্লাহ দেখান। তারপর সেখান থেকে আমি চলে আসি।

সাক্ষী তাঁহার জবানবন্দীতে আরও বলেন, "১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক ডিউটিতে আমি পি,এ,এফ-এর ঢাকা অফিসে যাই। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক সাবেক সার্জেন্ট লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর কোয়ার্টারে নিয়ে যান। ১৯৬৩ সালের জুলাই হইতে ১৯৬৬ সালের মে পর্যন্ত ঢাকা অফিসে থাকাকালে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। সাবেক সার্জেন্ট লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর বাসায় সার্জেন্ট ফজলুল হক আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। শুনে আমি ভীত হই। দু'মিনিট পরই সে স্থান আমি পরিত্যাগ করি। এরপর সেই বৈঠকে কি আলোচনা হয় তা আমি জানি না। আমি মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর বাসায় ওয়ারেন্ট অফিসার এক্স-ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক, জাকির আহমদ ও সার্জেন্ট মালিককে দেখতে পাই।

সাক্ষী কর্পোরাল জামালুদ্দীন আহমদ বলেন যে, ঢাকার অন্ধ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল মালেককে চিনি না। আমি তার বাসাতেও যাই নি।

সাক্ষী কর্পোরাল জামালুদ্দীন আহমদ অতঃপর আদালতকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তিনি কখনো বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন না।

দৈনিক পাকিস্তান

১৫ই অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী জামালউদ্দিনের জেরা সমাপ্ত ও

সিরাজুল ইসলামের জবানবন্দী আরম্ভ

(স্টাফ রিপোর্টার)

একমাস বিরতির পর গতকাল সোমবার বিচারপতি জনাব এস এ রহমান, বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকীমকে নিয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আট নম্বর স্বাক্ষী ও সাত নম্বর একরারী স্বাক্ষী কর্পোরাল জামালউদ্দিন আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়। এছাড়া মামলার নয় নম্বর স্বাক্ষী ও আট নম্বর

একরারী স্বাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জবানবন্দী শুরু হয়। কিন্তু তার জবানবন্দী গ্রহণ অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় গতকালকের মত আদালতের কার্যকাল মুলতবী থাকে। আজ পুনরায় আদালতের অধিবেশন বসলে কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের অসমাপ্ত জবানবন্দী গ্রহণ শুরু হবে। বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব টি এইচ খান গতকাল একরারী স্বাক্ষী কর্পোরাল জামাল উদ্দিন আহমদ ও সিরাজুল ইসলামের জবানবন্দী গ্রহণ পরিচালনা করেন।

অপরপক্ষে কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হলে গতকাল বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, মোল্লা জালাল উদ্দিন, জনাব নূরুল আলম ও জনাব ভি আই চৌধুরী স্বাক্ষীকে জেরা করেন।

গতকাল মামলার শুনানীর শুরুতেই ৭নং একরারী সাক্ষী কর্পোরাল জামালউদ্দীনের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব টি হোসেন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করান।

প্রঃ–আপনি কখন পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন?

উ–১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে একজন সাধারণ রিক্রুট হিসেবে আমি বিমান বাহিনীতে যোগ দেই।

প্র–আপনি কোথায় ট্রেনিং গ্রহণ করেন?

উ–কোহাটে আমি বিমান বাহিনীর মূল ট্রেনিং গ্রহণ করি। ট্রেনিং সমাপ্তির পর বিমান বাহিনীর করাচীস্থ কোরাঙ্গী কেন্দ্রে আমাকে নিয়োগ করা হয়। সেখানে আমি নয় মাস ছিলাম। তারপর আমি মৌরীপুরে বদলী হয়ে যাই।১৯৬৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম। সেখান হতে ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে আমি ঢাকা বদলি হয়ে আসি।

প্রঃ–ঢাকায় আপনি কোথায় থাকতেন?

উঃ–ঢাকায় আমি বিমান বাহিনীর ডোমেস্টিক ক্যাম্পে থাকতাম।

প্রঃ–সার্জেন্ট শামসুল হককে কি আপনি চেনেন?

উঃ–হ্যাঁ।

প্রঃ–কিভাবে তাকে চেনেন?

উঃ–আমরা উভয়েই একত্রে কাজ করতাম এবং ঢাকা ক্যাম্পে তিনিও থাকতেন।

এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলী সার্জেন্ট শামসুল হককে সনাক্ত করতে বললে সাক্ষী কাঠগড়ায় শামসুল হককে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

প্রঃ–ঢাকায় শামসুল হকের সাথে কি আপনার প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হত?

উঃ–আমরা উভয়েই একত্রে কাজ করতাম এবং প্রায়ই কথাবার্তা বলতাম।

প্র–আপনি নৌ-বাহিনীর লিডিং সীমেন সুলতানউদ্দীন আহমদকে চেনেন?
উ–হ্যাঁ।
প্রঃ– তার সঙ্গে আপনার কখন সাক্ষাৎকার ঘটে?
উঃ– ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে অথবা ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে একদিন আমি সার্জেন্ট শামসুল হকের কক্ষে গমন করি। তিনি ১৬নং ব্লকে বাস করতেন। সেখানে পৌঁছার পর আমি একজন লোককে সার্জেন্ট শামসুল হকের সঙ্গে কথা বলতে দেখি। সার্জেন্ট শামসুল হক উক্ত ব্যক্তিকে নৌবাহিনীর সুলতানউদ্দীন আহমদ বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।
প্রঃ–তাদের মধ্যে কি সম্পর্কে কথাবার্তা হচ্ছিল?
উঃ–পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বৈষম্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ব্যাপারে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা সুলতানউদ্দীন উল্লেখ করেন। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে। এইসব কথাবার্তা শুনে আমি অবাক হই। তাদের উভয়ের নিকট হতে আমি জানতে পারি যে, তারা কোন বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য, নৌবাহিনীর কম্যান্ডার লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। আমি তাদের কাছ থেকে আরও জানতে পারি যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ সাহায্যদানের ব্যাপারে ভারত সরকারকে রাজী করিয়েছেন। সুলতানউদ্দীন আমাকে ও সার্জেন্ট শামসুল হককে বিমান বাহিনীর লোকদের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ প্রচারের জন্য বলেন।

বাদীপক্ষের কৌঁসুলী এই পর্যায়ে লিডিং সীমেন সুলতানউদ্দীনকে সনাক্ত করতে বললে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে বলেন যে, তিনি সুলতানউদ্দীনকে মাত্র একবার দেখেছেন কাজেই তাঁকে সনাক্ত করতে পারবেন না।

প্রঃ–লেঃ মোয়াজ্জমকে আপনি চেনেন?
উঃ–আমি তার নাম শুনেছি।
সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালে ঢাকা হতে আমাকে করাচীতে বদলী করা হয়। বিমান বাহিনীর কোরাঙ্গী কেন্দ্রে আমাকে নিয়োগ করা হয়।
প্রঃ–আপনি মাফুজল বারীকে চিনেন?
উ–এসএসি মাফজুল বারীকে আমি চিনি। আমরা উভয়েই একই কেন্দ্র হতে একত্রে রিক্রুট হই এবং একত্রে ট্রেনিং গ্রহণ করি। ট্রেনিং-এর পর আমি মৌরীপুরে নিযুক্ত হই এবং তিনি অন্য একটি কেন্দ্রে নিযুক্ত হন। ঢাকা হতে যখন আমি করাচী বদলী হই তখন মাফুজল বারী বিমান বাহিনীর ড্রিগ রোড

কেন্দ্রে কাজ করতেন। ট্রেনিং গ্রহণের সময় ড্রিগ রোডে মাফুজল বারীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতাম।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের জুলাই বা আগস্ট মাসে একদিন আমি তার বাসায় যাই। আমরা উভয়ে কেনা-কাটার জন্য বের হই। কেনাকাটা করতে যাওয়ার পথে তিনি আমাকে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লার বাসায় নিয়ে যান। আমাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

এই সময় সাক্ষীকে মাফুজল বারীকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন,মফিজুল্লার বাসায় পৌঁছার পর কোন প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেই মফিজুল্লা আমার নিকট হতে জানতে চান যে,পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন কতদূর এগিয়েছে। এই প্রশ্নে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। এইরূপ একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য আমি বলি যে,ঢাকায় একদিন জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে সার্জেন্ট শামসুল হককে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে আমি শুনেছি মাত্র। এই সময় ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী সঠিকভাবে তাকে শনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, আমি সার্জেন্ট আবদুল জলিলকেও চিনি। ১৯৬৭ সালের মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে তার সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি তখন পিএএফ-এর ড্রিগ রোডের ডোমেস্টিক ক্যাম্পে থাকতেন। একদিন যখন আমি মফিজুল্লার নিকট রওয়ানা হই তখন একখানা ট্যাক্সিযোগে কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ও সার্জেন্ট শামসুদ্দীনকে যেতে দেখি। ট্যাক্সি তখন আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। তাদের দেখে আমি হাত তুলি। তারা ট্যাক্সি থামায়। আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে সার্জেন্ট জলিলের ক্লেটন রোডস্থ কোয়ার্টারে গিয়ে তারা পৌঁছে। সেখানে পৌঁছে আমি মফিজুল্লা, সার্জেন্ট শামসুল হক, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, এসএসি মাফুজুল বারী ও মাহবুবউদ্দীন চৌধুরীকে দেখতে পাই।

সার্জেন্ট শামসুল হক আমাকে আন্দোলন সম্পর্কে কিছু খবরাখবর প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে চলছে। মফিজুল্লা বলেন, আমরা সামান্য কিছু অস্ত্র পাচ্ছি। এগুলো চালান শিক্ষা করা উচিত। তিনি পকেট হতে একটা ভুয়া হাতবোমা বের করে তা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা দেখান।

এই সময় সাক্ষীর হাতে একটা ভুয়া হাতবোমা প্রদান করা হলে সাক্ষী বলেন, এটাই হচ্ছে সেই ভূয়া হাতবোমা যা তাকে দেখান হয়েছিল।

এই সময় আবদুল জলিলকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষীর কাঠগড়ার নিকট গিয়ে জলিলকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। তারপর তিনি মাহবুবউদ্দীনকেও সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

প্রঃ– এরপর আর কোন বৈঠক হয়েছিল?
উঃ–এরপর আমি সেখান হতে চলে যাই। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে টেম্পোরারী ডিউটিতে আমাকে ঢাকা পাঠান হয়। ১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাসে একদিন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক আমাকে প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর নিকট নিয়ে যান। ফজলুল হকের সাথে আমার আগেই পরিচয় হয়েছিল।

মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরীর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। এসব শুনে আমি ভয় পেয়ে যাই। দু'মিনিট পর আমি উক্ত স্থান ত্যাগ করি। সেখানে তারপর আর কি আলোচনা হয় তা আমি জানি না। প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক, ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমদ এবং সার্জেন্ট খালেককেও মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর বাসভবনে দেখা যায়। সার্জেন্ট ফজলুল হককে সনাক্ত করার জন্য এই সময় সাক্ষীকে বলা হয়। তিনি তখন আবদুর রাজ্জাককে দেখিয়ে দেন। তারপর যখন তাকে ফজলুল হককে সনাক্ত করতে বলা হয় তখন তিনি সঠিকভাবে তাঁকে সনাক্ত করেন।
প্রঃ–ঢাকার অন্ধ ইনস্টিটিউটের আবদুল মালেককে আপনি চেনেন?
উঃ–আমি তাকে চিনি না তার নিকটও আমি গমন করিনি।
এরপর আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি কখনও নিজে উক্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিনি।
এরপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন।
প্রঃ–১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল একথা কি আপনি জানেন?
উঃ–হ্যাঁ।
প্রঃ–কখন এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
উঃ–সেপ্টেম্বর মাসে।
প্রঃ–তখন আপনি কোথায় ছিলেন?
উঃ–আমি তখন বিমান বাহিনীর ঢাকা কেন্দ্রে ছিলাম।
প্রঃ–কোন মাসে এবং কোন তারিখে ওয়ার সার্ভিসের ইমারজেন্সির অবসান ঘটে আপনার মনে আছে?
১৯৬৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী এই জরুরী অবস্থার অবসান ঘটেছে একথা কি আপনি জানেন?
উ–আমি বলতে পারব না।

স্বাক্ষী আরও বলেন, জরুরী অবস্থায় আমরা বিমান বাহিনীর টেকনিশিয়ানরা শিফটে ডিউটি করতাম।
প্র–১৯৬৫ সালের অক্টোবরে আপনি দৈনিক কত ঘণ্টা ডিউটি করতেন?
উ–৬ হতে ৮ ঘণ্টা।
প্র–তার আগে কত ঘণ্টা ডিউটি করতেন?
উ–তখনও ৬ ঘণ্টা ডিউটি করতাম।
প্র–যুদ্ধ যখন চলছিল তখন কত ঘণ্টা কাজ করতেন?
উ–ভোর রাত তিনটায় ডিউটিতে যেতাম এবং দিনের ১২টা একটা পর্যন্ত ডিউটিতে থাকতাম।
প্র–তখন কি আপনারা সবসময় সতর্ক থাকতেন?
উ–আমাদের তখন সবসময় ক্যাম্পে থাকতে হত।
প্র–কতদিন পর্যন্ত আপনাদের এভাবে ক্যাম্পে থাকতে হয়েছে?
উ–আমার যতদূর মনে পড়ে অক্টোবর পর্যন্ত এই নিয়ম চালু ছিল।
প্র–পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধাবস্থার অবসান কখন ঘটে?
উ-আমি যুদ্ধাবস্থা কি তা জানি না। আমি যুদ্ধবিরতি জানি।
প্র–যুদ্ধবিরতি কিভাবে হল?
উ– জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতির নির্দেশ প্রদান করে।
প্র–১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আপনি কোথায় ছিলেন?
উ–আমি পি এ এফ-এর ঢাকা কেন্দ্রে ছিলাম।
প্র–আপনি বলেছেন যে, সার্জেন্ট শামসুল হকও ঢাকায় ছিলেন। আপনারা কি একই ভবনে থাকতেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কয়টি কক্ষ ছিল ঐ ভবনে?
উ–৮টি।
প্র–অন্যান্য কক্ষেও কি লোক থাকত?
উ–হ্যাঁ।
প্র–তারা কি সকলই পশ্চিম পাকিস্তানী ছিলেন?
উ-পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় প্রদেশের লোকই ছিলেন।
প্র–একটি কক্ষে একজন লোক থাকতো না একাধিক থাকতো?
উ–প্রতিটি কক্ষে ১০/১২ জন থাকতেন।
প্র–উক্ত কক্ষের আয়তন কত বড়?
উ–আনুমানিক ১৩/১৪ ফুট চওড়া এবং ২০ ফুট লম্বা হবে। প্রতি কক্ষে দুই সারিতে খাট পাতা থাকতো।

প্র–সার্জেন্ট শামসুল হক ও আপনি কি একই কক্ষে থাকতেন?
উ–না, আলাদা কক্ষে।
প্র–আপনি কোন সময়ে শামসুল হকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য তার কক্ষে যেতেন?
উ–বিকেল সাড়ে ছ'টায় বা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়। ঐ সময় আমি বা শামসুল হকের কারুই ডিউটি থাকতো না।
প্র–ঢাকায় আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন আছে?
উ–না।
প্র–আপনাদের কি শহরে গমনের অনুমতি দেয়া হত?
উ-১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় আমাদের শহরে গমনের অনুমতি দেয়া হত।
প্র–সুলতানউদ্দিন শামসুল হকের কক্ষে কতক্ষণ ছিলেন?
উ–প্রায় দু'ঘণ্টা । তিনি সাড়ে ৮ বা ৯টা পর্যন্ত ছিলেন।
প্র–আপনাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ–হ্যাঁ। আমি পুলিশের নিকট জবানবন্দী দিয়েছি।
প্র–আপনি যখন জবানবন্দী দেন তখন পুলিশ অফিসার কি সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে নিয়েছিলেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনি ইংরেজী না বাংলায় জবানবন্দী দিয়েছিলেন?
উ– ইংরেজীতে।
প্র–কে আপনার জবানবন্দী নিয়েছিলেন?
উ–ইন্সপেক্টর সিরাজুল ইসলাম।
প্র–তিনি কোথাকার লোক?
উ–তিনি পূর্ব পাকিস্তানী।
প্র–আপনাকে ইংরেজীতে জবানবন্দী দিতে কে বলেছিলেন?
উ–আমি পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, ইংরেজীতে না বাংলায় কোন ভাষায় আমি জবানবন্দী দেব। পুলিশ অফিসার ইংরেজীতে দিতে বলেন।
প্র–আপনি কি আপনার জবানবন্দী পরে পড়ে ছিলেন?
উ–পুলিশ অফিসার তা আমাকে পড়ে শোনান।
প্র–আপনি বলেছেন যে, সুলতানউদ্দিনকে শামসুল হকের সঙ্গে একদিন মাত্র আপনি কথা বলতে দেখেছেন। তারা কি স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন না ফিস ফিস করে বলেছিলেন?
উ–তারা স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন তবে ধীরে ধীরে বলেছেন।

প্র–তারা যখন পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছিলেন তখন শোষণের কোন উচ্চারণ দিয়েছিলেন কি?
উ–বৈষম্যর কথা যখন আলাপ করছিলেন তখন সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শিল্পে অনগ্রসরতার কথা বলেন।
প্র–তারা যে বৈষম্যের কথা আপনাকে বলেছিলেন তা কি আপনি সঠিক বলে মনে করেন?
উ–আমি জানি যে, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।
প্র–শিল্পের ব্যাপারে তারা কোন নজীর দিয়েছিলেন?
উ–পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পের সংখ্যা কম বলে তারা উল্লেখ করেন।
প্র–আপনি কি মনে করেন একথা সত্য?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনি তাদের এই মতবাদ যখন বিশ্বাস করেননি তখন কি একথা অন্য কাউকে বলেছিলেন?
উ–আমি কোন অফিসারকে একথা জানাইনি।
প্র–আপনি কি জানতেন যে, তখন ঢাকায় সিনিয়র বাঙ্গালী অফিসাররা নিযুক্ত ছিলেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–তাদের কারুর সঙ্গে আপনি দেখা-সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উ–না। আমি অন্য কারুর কাছেও এই ব্যাপারটি বলিনি। আমি এই বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করিনি। আমি মনে করেছি যে, এটা সম্ভব নয়।
প্র–বিমান বাহিনীর সঙ্গে নৌবাহিনীকে জড়ানোর জন্যই আপনি মিছামিছি সুলতানউদ্দিনের নাম উল্লেখ করেছেন একথা কি সত্য?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–১৯৬৬ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে আপনি কোরাঙ্গীতে ছিলেন বলেছেন। শহর হতে কোরাঙ্গী ক্রীক কতদূরে অবস্থিত?
উ–করাচী সদর হতে ৭/৮ মাইল হবে।
প্র–ড্রিগ রোড ক্যাম্প কতদূরে?
উ–করাচী সদর হতে ৪/৫ মাইল দূরে অবস্থিত।
প্র–কোরাঙ্গী ক্রিক হতে আপনি কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন তাই না?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কোরাঙ্গী ক্রিক হতে ড্রিগ রোডের দূরত্ব কত?
উ–১১/১২ মাইল।

প্র–কোরাঙ্গীতে বাঙ্গালী যুবকরাও থাকত কি?
উ–হ্যাঁ।
স্বাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমি ড্রিগ রোডে প্রথম মাফুজুল বারীর সাথে দেখা করি। তারপর কেনাকাটা করতে যাই। ঐদিন রোববার ছিল।
প্র–আপনি কখন ড্রিগ রোডে পৌঁছেন?
উ–সকাল সাড়ে ১০টা/১১টার সময়।
সাক্ষী বলেন, আমি কোরাঙ্গী হতে আমার অন্য কোন সহকর্মীকে কেনাকাটা করতে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে যেতে বলিনি।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, ক্যাম্প হতে বাইরে যাওয়ার ও প্রত্যাবর্তনের একটা রেজিস্টার রাখা হয়। আমি যখনই বাইরে যেতাম এবং ফিরে আসতাম তা রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতাম।
প্র–আপনি কোনদিন কেনাকাটার জন্য গিয়েছিলেন তার একটা আনুমানিক তারিখ বলতে পারেন?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–কোরাঙ্গী হতে সদর কোন দিকে?
উ–কোরাঙ্গীর উত্তর-পশ্চিমে সদর অবস্থিত।
প্র–সদর হতে ড্রিগ রোড কোন দিকে অবস্থিত?
উ–সদর হতে উত্তর-পূর্বদিকে ড্রিগ রোড অবস্থিত।
প্র–কোরাঙ্গী হতে ড্রিগ রোড কোন দিকে অবস্থিত?
উ–কোরাঙ্গী হতে ড্রিগ রোড যেতে হলে সদর হয়ে যেতে হয়।
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, এর আগে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাকে তিনি চিনতেন না।
প্র–মফিজুল্লার কোয়ার্টারে যে সভা হবে এ সম্পর্কে আগে মাফুজুল বারী আপনাকে কোন কিছু বলেছিলেন কি?
উ–না।
সার্জেন্ট জলিলের বাসায় সভার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।
সাক্ষী বলেন, মফিজুল্লার বাসায় আমাকেই প্রথম কথা বলতে বলা হয়।
প্র–অন্যান্য সকলে বসা থাকা অবস্থায় আপনি উক্ত বাসা ত্যাগ করেন। সকলের আগেই আপনি চলে যান–তাই না?
উঃ–শামসুল হকের নিকট হতে ঢাকায় আমি যা শুনেছি তা বলার পর মফিজুল্লা বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। মাফুজুল বারী আমার সঙ্গে চলে যান।

প্রঃ–তখন সময় কত?
উঃ–তখন রাত প্রায় সাড়ে ৮টা। সেখান হতে আমি কোরাঙ্গী ক্রিকে ফিরে যাই। কোরাঙ্গী যখন পৌঁছি তখন রাত সোয়া দশটা। আমার প্রত্যাবর্তনের সময় রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সাক্ষী আরও বলেন, আমি ড্রিগ রোডে কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের কোয়ার্টারে গমন করি। তার সাথে আমার আগেই চেনা-জানা ছিল। কোহাটে আমরা একত্রে প্রথম ট্রেনিং গ্রহণ করি।
প্রঃ–আপনি এইসব শোনার পর সিরাজুল ইসলামকে কি বলেছিলেন যে, এই ধরনের অসম্ভব কাজকর্ম চলছে?
উঃ–না। বলিনি।
প্রঃ– প্রতি বছর কি আপনাদের রিফ্রেশারস কোর্স ট্রেনিং দেয়া হয়?
উ–না। প্রথম ট্রেনিংয়ের সময় হাতবোমাসহ ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র চালনা আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়। এরপর আমাদের নিজ নিজ কাজকর্ম সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়া হয়। আমাদের নিজস্ব কাজ সম্পর্কিত ট্রেনিংয়েও রাইফেল ও হাল্কা মেশিনগান চালনা সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়া হয়।
প্রঃ–সার্জেন্ট জলিলের বাসায় বৈঠকে যেতে আপনি ট্যাক্সি না বেবীট্যাক্সিযোগে গিয়েছিলেন?
উঃ–ট্যাক্সিযোগে সদর বাসস্টেশনে পৌঁছার পর ট্যাক্সিযোগে গমন করি। আমি ড্রিগ রোড ক্যাম্প হতে সদর বাসস্টেশনে আগমন করি। তখন আমি ঐ ক্যাম্পে থাকতাম। মাফুজুল বারীও তখন আমার সঙ্গে একই কক্ষে থাকতেন।
প্রঃ–আপনি সার্জেন্ট শামসুদ্দীনকে চেনেন?
উঃ–হ্যাঁ। তবে ট্যাক্সিতে সাক্ষাতের আগে চিনতাম।
প্রঃ– তারা ট্যাক্সি করে কি ঘটনাক্রমে সেখানে এসেছিল না আগে হতেই এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল?
উঃ–ঘটনাক্রমে তারা এসেছিলেন।
প্র–আপনি কি পুলিশের কাছে একথা বলেছিলেন যে, তখন খুব ভিড় ছিল এবং ট্যাক্সি ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল?
উ–না।
প্রঃ–তারা কি আপনাকে বলেছিল যে, তারা একটা সভায় যোগ দিতে যাচ্ছে?
উ–না। তাঁরা শুধু বলেছিল যে, তারা এক বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছে। সেখানে পৌঁছে, আমি বুঝতে পারলাম যে একটা সভা হবে।

প্র–সার্জেন্ট জলিল কি ব্যারাকে থাকত না পৃথক বাড়ীতে থাকত?
উঃ-তিনি একটা আলাদা কোয়ার্টারে থাকতেন। এটা বড় একটা দালানের একটা অংশ। সেখানে মোট চারটি কোয়ার্টার ছিল।
প্রঃ–উক্ত কোয়ার্টারে ছাদ টালির ছাদ না সিমেন্টের?
উঃ–আমি তা লক্ষ্য করিনি।
প্রঃ–সভা কখন শুরু হয়?
উঃ–ছয়টা সাড়ে ছয়টায়।
প্রঃ–ঐদিন কি রোববার ছিল?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–এইবার আপনার বাইরে গমন ও প্রত্যাবর্তন কি রেজিস্টারে লেখা হয়েছিল?
উ–আমি তা রেকর্ড করেছি কিনা মনে নেই।
প্র–রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ না করলে কি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়?
উ–হ্যাঁ।
প্র-এরূপ কোন অভিযোগ কি আপনার বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল?
উ–না।
প্র–এইবার আপনার বাইরে গমন ও প্রত্যাবর্তন কি রেজিস্টারে লেখা হয়েছিল?
উ–আমি তা রেকর্ড করেছি কিনা মনে নেই।
প্র–রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ না করলে কি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়?
উ–হ্যাঁ।
প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি কোন বৈঠকেই যোগ দেননি এবং মিথ্যা কাহিনী বলছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
সাক্ষী আরো বলেন, সভায় আমি যা দেখেছি তাতে আমি বিরক্তি বোধ করেছি।
প্র–আপনি বলেছেন যে, সুলতানউদ্দিন ও সার্জেন্ট শামসুল হককে ভারতীয় সাহায্য লাভ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন। একথা কি আপনি পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে বলেছেন?
উ–আমার মনে পড়ছে না। (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র–এই হাতবোমটিই যে আপনাকে প্রদর্শন করা হয়েছিল তা আপনি কি করে সনাক্ত করলেন?
উ–হাতবোমটি দেখেই আমি ১৯৬৮সালের জানুয়ারী মাসে সাময়িক সনাক্ত করতে পেরেছি।

প্র–একথা কি সত্য যে, ১৯৬৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী করাচীর ড্রিগ রোডে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়?
উ–একথা সত্য নয়। গ্রেফতারের পর ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে আমাকে করাচী নেয়া হয়।
প্র–মাসের কোন সময়ে আপনাকে করাচী নেয়া হয়েছিল?
উ–প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে।
প্র–আপনাকে আদৌও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নেওয়া হয়েছিল কি?
উ–ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যে মাত্র একবার আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নেয়া হয়।
প্র–মামলার ব্যাপারে কি আপনি তখন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন জবানবন্দী করেছিলেন?
উ–জী না।
এক প্রশ্নের জবাবে স্বাক্ষী বলেন যে, তাঁকে করাচী নেবার আগেই তিনি পুলিশের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন। করাচীতে তাঁকে দু'মাস রাখা হয়েছিল। সেখানে তিনি এংলিং রোডস্থ পিএএফ-এর দফতরে ছিলেন। একটি কামরায় তাঁকে আটক রাখা হয়।
প্র–এই দু'মাসের মধ্যে আপনাকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?
উ–জী না।
প্র–আপনাকে কেন দু'মাস আটক রাখা হয়েছিল সেটা আপনি কি জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ–সন্দেহ করে আমাকে আটক রাখা হয়েছিল।
প্র–আপনাকে কে ঢাকা নিয়ে এসেছিলেন?
উ–ওয়ারেন্ট অফিসার ওসমানী।
প্র–ঢাকা আসার পর আপনাকে কোথায় রাখা হয়েছিল?
উ–বিমান বাহিনীর তেজগাঁও দফতরে। এটা ঢাকা কেন্টনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত।
এক প্রশ্নের জবাবে একরারী স্বাক্ষী কর্পোরাল জামালউদ্দিন বলেন যে, আটক রাখা অবস্থায় তাঁকে বাইরের কোন ব্যক্তির সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তবে একবার তার ভাই তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। কোন মাসে তিনি সাক্ষাত করেছিলেন তা তাঁর মনে নেই।
প্র–করাচীতে ১৯৬৭ সালের মে মাসে ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমদ অথবা সার্জেন্ট জলিল অথবা হালিমের সাথে আপনার কি কোন সাক্ষাত হয়েছিল?
উ– জী না।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা

এরপর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল একরারী স্বাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–ভুয়া হাত বোমাটি সনাক্ত করার জন্যে আপনার কোন টি আই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি?

উ–জী না।

প্র–আপনি কি কোন অপরাধ করেছিলেন যে, আপনাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল?

উ–আমি অপরাধ করেছি কিনা সে বিচার আমি করতে পারি না। তবুও আমি ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।

প্র–লেঃ শরীফ আপনার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–স্বীকারোক্তি করার জন্যে কবে আপনি মনস্থ করেছিলেন?

উ–১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে।

প্র–সেসময়ে আপনাকে কোথায় রাখা হয়েছিল?

উ–কুর্মীটোলায়।

প্র–স্বীকারোক্তি করার কথা আপনি কাউকে কি বলেছিলেন?

উ–ওয়ারেন্ট অফিসার ওসমানীকে বলেছিলাম।

প্র–ক'বার বলেছিলেন?

উ–দু'তিন বার।

এই পর্যায়ে তাঁর বক্তব্য সংশোধন করে স্বাক্ষী বলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করার জন্যে তিনি ওসমানীকে বলেছিলেন। প্রথম দু'বারের অনুরোধে তিনি কোন সাড়া দেননি।

ফজলুল করিম

এখানেই খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা শেষ হয় এবং বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব ফজলুল করিম স্বাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–ঢাকার বিমান বাহিনীর কোন সেকসানে আপনি নিযুক্ত ছিলেন?

উ–ইলেকট্রিক সেকশনে।

প্র–ফ্লাইট সার্জেন্ট শামসুল হক কোন সেকশনে ছিলেন?

উ–ইঞ্জিন সেকশনে।

প্র–একথা কি সত্য যে, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে সার্জেন্ট সামসুল হক পিএএফ ক্যাম্পের ২নং ব্লকে ছিলেন, ১৬নং ব্লকে নহে।

উ–একথা সত্য নয়। তিনি ১৬ নম্বর ব্লকেই ছিলেন।

প্র–এল, এস, সুলতানউদ্দিনের সাথে আপনার সাক্ষাতের সময় তার পরনে কি ছিল?

উ–বেসামরিক পোসাক।

প্র–পিএএফ-এর ডোমেস্টিক ক্যাম্পে কর্মচারীদের আত্মীয়-স্বজন কি রাত্রে থাকতে পারে?

উ–রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত থাকতে পারে। এর বেশী থাকতে গেলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়।

প্র–সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে এল এস সুলতানউদ্দিন ছাড়া আর কেউ ছিলেন কি?

উ–জী না।

এক প্রশ্নের জবাবে স্বাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি করাচী ড্রিগ রোডে ছিলেন। সেসময়ে ফ্লাইট সার্জেন্ট শামসুল হক সেখানে কার্যরত ছিলেন।

প্র–সার্জেন্ট জলিলের বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠকের আগে আপনি ফ্লাইট সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–সার্জেন্ট শামসুল হক কি করাচীতে আপনার সাথে একই ব্লকে বসবাস করতেন?

উ–আমার তা মনে নেই।

প্র–সার্জেন্ট শামসুল হককে কখন করাচী বদলি করা হয়েছিল?

উ–তা আমার জানা নেই।

প্র–সার্জেন্ট শামসুল হক ছাড়া সার্জেন্ট জলিলের বাসায় বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে বলার জন্যে আপনাকে আর কেউ অনুরোধ করেছিলেন কি?

উ–তা আমার স্মরণ নেই।

প্র–কোন সময়ে আপনি স্কোয়াড্রন লীডার মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরীর বাসায় গিয়েছিলেন?

উ–সঠিক সময় আমার মনে নেই।

তবে সম্ভবতঃ বিকেল সাড়ে ছটায়।

প্র–একথা কি সত্য যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে চাকুরীর আগে আপনি সার্জেন্ট শামসুল হককে চিনতেন?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–একথা কি সত্য যে, সার্জেন্ট জলিল করাচীর ক্লেটন রোডে ছিলেন না?

উ–একথা সত্য নয়। তিনি সেখানে ছিলেন।

মোল্লা জালালউদ্দীন

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী মোল্লা জালালউদ্দিন স্বাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–একথা কি সত্য যে, সাবেক স্কোয়াড্রন লিডার এম হোসেন চৌধুরীর বাসায় কোন বৈঠক হয়নি এবং আপনিও অনুরূপ কোন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি সার্জেন্ট রাজ্জাককে মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করেছেন?

উ–একথা সত্য নয়।

নুরুল আলম

এই পর্যায়ে মোল্লা জালালউদ্দিনের জেরা শেষ হলে এডভোকেট নূরুল আলম স্বাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

উ–আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে বিএ ডিগ্রী লাভ করি।

প্র–চাকুরীতে থাকাকালে কি আপনি বিএ পরীক্ষা দিয়েছিলেন?

উ–কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমি বিএ পরীক্ষা দেই।

প্র–আপনাদের বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশা সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছিল কি?

উ–সার্জেন্ট মফিজ উল্লাহর বাসায় ও সার্জেন্ট শামসুল হকের কামরায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

প্র–সে দুর্দশা কি?

উ–চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা ও শিল্প-কারখানার সংখ্যাল্পতা।

প্র–এটা কি সত্য যে, আপনি কখনও সার্জেন্ট মফিজ ও জলিলের বাসায় যাননি?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–একথা কি সত্য যে, মামলায় ঘটনার সাথে জড়িত জায়গাগুলো পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে আপনাকে করাচী নেয়া হয়েছিল?

উ–একথা সত্য নয়।

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব ভি আই চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে স্বাক্ষী বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, সনাক্তকরণের জন্যে মাহবুবউদ্দিনের সাথে তাকে সাক্ষাৎ করানো হয়েছিল।

৮নং একরারী স্বাক্ষী

এখানেই ৭নং একরারী স্বাক্ষী কর্পোরাল জামালউদ্দিনের জেরা সমাপ্ত হয়। অতঃপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৮নং একরারী স্বাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল

ইসলামের জবানবন্দী গ্রহণ শুরু হয়। বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান জবানবন্দী গ্রহণ পরিচালনা করেন।

আদালতে শপথ গ্রহণ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৮নং একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম বলেনঃ ১৯৫৯ সালে আমি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করি। কোহাটে ট্রেনিং গ্রহণ শেষে আমাকে পিএএফ-এর করাচীর ড্রিগ রোডের কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয়। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি সম্ভবত সেখানে মোতায়েন ছিলাম।

টি এইচ খান–আপনি কি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহকে চিনতেন?

সাক্ষী–১৯৬৬ সালের মার্চ/এপ্রিল মাস থেকে আমি সার্জেন্ট মফিজউল্লাকে চিনি।

টি এইচ খান–তার সাথে আপনার পরিচয় হল কিভাবে?

সাক্ষী–ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ ড্রিগ রোডস্থ পিএএফ-এর অফিসের একাউন্টস সেকশনে ছিলেন। আমি সে স্টেশনে অন্য ইউনিটে চাকুরীরত ছিলাম। আমার একাউন্টস তদারক করার জন্যে আমি মাঝে-মধ্যে তার সাথে সাক্ষাৎ করতাম।

১৯৬৬ সালের মে মাসে আমার একাউন্টস চেক করার জন্যে আমি একদিন সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর নিকট যাই। তিনি তখন আমাকে চা পানের জন্যে অনুরোধ করে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসুচী সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করেন। আমাদের আলোচনা অফিসের পার্শ্ববর্তী ক্যান্টিনেই হচ্ছিল। এছাড়া তিনি পাকিস্তানের দুই প্রদেশের বৈষম্য সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, আওয়ামী লীগ অথবা অন্য কোন দলের কর্মসূচীই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে না। আমাদের ন্যায্য দাবী আদায় করতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এজন্যে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে পরে আমাকে জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর আমি সেখান থেকে চলে আসি।

এই পর্যায়ে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

টিএইচ খান–এরপর কি হল মহামান্য আদালতকে বলুন।

সাক্ষী–এরপর আমি আন্দোলন সম্পর্কে আমার বন্ধু মাহফুজুল বারী, সার্জেন্ট জলিল ও জনাব মাহবুবউদ্দিনের সাথে আলোচনা করি।

এবার সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগরায় মাহবুবউদ্দিন, সার্জেন্ট জলিল, মাহফুজুল বারীকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

টি এইচ খান– আপনারা কি কোন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন?

সাক্ষী– কিছুদিন পর আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে আমাকে কিছু জানানোর জন্যে সার্জেন্ট মফিজউল্লাহকে অনুরোধ করি। আমার অনুরোধে সার্জেন্ট

মফিজউল্লাহ তার বাসভবনে এক বৈঠক ডাকলেন। সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। করাচীর আবিসিনিয়া লাইনে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মোসাররফ হোসেন, কর্পোরাল জামাল উদ্দিন, মাহফুজুল বারী, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ ও আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। সে বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সদ্য করাচীতে বদলী হয়ে আসা কর্পোরাল জামালউদ্দিন আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেছিলেন যে, আন্দোলন ভালভাবে অগ্রসর হচ্ছে এবং সিনিয়র অফিসার ও কিছু রাজনৈতিক নেতা আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। এছাড়া নৌ-বাহিনীর অফিসার লেঃ মোয়াজ্জম হোসেনের নেতৃত্বে আন্দোলন ভালভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া সে বৈঠকে সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ বৈষম্য সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেন। এরপর আমরা বৈঠক শেষ করে চলে যাই।

টি এইচ খান– আপনাকে কি কোন নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো?

সাক্ষী– আমি সার্জেন্ট মফিজউল্লাহকে বলেছিলাম যে, আমি শীঘ্রই ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাবো বলে আশা করি এবং তখন আমি আন্দোলন সম্পর্কে লোকজনের সাথে আলাপ করব। তখন সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ আমাকে সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করেন। এতে আমি রাজী হই।

এই পর্যায়ে আদালতের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে পুনরায় আদালতের অধিবেশন শুরু হবে।

দৈনিক পয়গাম

১৬ই অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী গতকল্য (মঙ্গলবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শুরু হইলে ৮ নম্বর সরকারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের পূর্বদিনের অসমাপ্ত জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় এবং পরে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁহাকে জেরা করিতে শুরু করেন। জনাব সালাম খানের জেরা চলিতে থাকাকালেই গতকল্যকর মত অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। অদ্য (বুধবার) সকালে আবার জেরা শুরু হইবে।

সকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শুনানী আরম্ভ হইলে সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ,খান প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদিরের পক্ষে সাক্ষীকে তাঁহার পূর্বদিনকার জবানবন্দীর সূত্র ধরাইয়া দেন। অতঃপর তাহার প্রশ্নের জবাবে

সাক্ষী ৮টি সভাসহ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। পূর্বদিনের জের টানিয়া সরকারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, ১৯৬৬ সালের শেষভাগে তিনি ছুটিতে করাচী হইতে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং তাহার কুমিল্লাস্থ স্বগ্রামে অবস্থান করেন।

তিনি ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একবার গ্রাম হইতে ঢাকা আসেন এবং করাচী হইতে আগত ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহর সহিত বিমানবন্দরে সাক্ষাৎ করেন বলিয়া তিনি জানান। সরকারী সাক্ষী বলেন যে, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহর ঢাকা আগমনের পর ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের দোকানে ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা হয়। সভায় ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক, সার্জেন্ট শামসুল হক এবং তিনি যোগদান করেন। তিনি বলেন যে, সভায় এছাড়াও দুই-এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষী বলেন যে, সভায় সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ এই মর্মে মত প্রকাশ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের কল্যাণ ও দুই অঞ্চলের বৈষম্য অবসানের জন্য "আমাদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আন্দোলন করা উচিত।" সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ সভায় আরও জানান যে, তিনি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং তিনি (মোয়াজ্জেম) জানাইয়াছেন যে, আন্দোলনের কাজ ভালই চলিতেছে।

সাক্ষী বলেন যে, তাহার ছুটি শেষ হওয়ার পর তিনি ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে করাচী প্রত্যাবর্তন করেন। সার্জেন্ট মফিজুল্লাহও পরের মাসেই করাচী প্রত্যাবর্তন করেন।

সাক্ষী জানান যে, ইহার পরে করাচীতে লেঃ এম, এম, রহমানের কারসাজস্থ বাড়ীতে একটি সভা হয়। তাঁহাকে (সাক্ষীকে) জানান হয় যে, লেঃ এম, এম, রহমান করাচীতে আন্দোলন দেখাশুনা করিতেছেন। লেঃ এম, এম, রহমান এই সভায় (তাঁহার বাসভবনে অনুষ্ঠিত) বলেন যে, তিনি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সহিত সংযুক্ত আছেন এবং লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম পূর্ব পাকিস্তানে বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছেন। লেঃ রহমান সভায় আরও বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান হইতে কিছু নির্দেশ পাইয়াছেন।

এবং করাচীতে সেই মোতাবেক কাজ চালাইয়া যাইবেন। সাক্ষী বলেন যে, সভায় লেঃ রহমান আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং আন্দোলন সম্পর্কে বন্ধুদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের (বন্ধুদের) মনোভাব জানিবার চেষ্টা করারও নির্দেশ দেন।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি ছাড়াও ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন ও জনাব মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী এই সভায় যোগদান করেন।

সরকারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম তাহার দীর্ঘ জবানবন্দীতে আরও প্রকাশ করেন যে, পূর্বোক্ত সভার ১৫/১৬ দিন পরে করাচীতে সার্জেন্ট জলিলের বাসায় আরও একটি সভা হয়। ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, সার্জেন্ট জলিল, সার্জেন্ট শামসুল হক, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন, সার্জেন্ট মাহফুজুল বারী এবং আরও কতিপয় লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় বলা হয় যে, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অতএব পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে তিনি ভাল ধারণা দিতে পারিবেন। অতঃপর সার্জেন্ট শামসুল হক বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কাজ ভালই চলিতেছে এবং লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম ইহা সংগঠিত করিতেছেন। সার্জেন্ট শামসুল হক সভায় জানান যে, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম ভারত ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের সহিত সাহায্য লাভের জন্য যোগাযোগ করিয়াছেন। সাক্ষী বলেন যে, পূর্বোক্ত সাহায্য কথার অর্থ হইতেছে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা। তিনি বলেন যে, সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ তাঁহাদের (সভায় উপস্থিত সদস্যদের) ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার নির্দেশ দেন। সভায় তিনি কিভাবে হাতবোমা ব্যবহার করিতে হয় তাহাও দেখান। এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে একটি ডামি হাতবোমা (আলামত হিসাবে ট্রাইব্যুনালে রক্ষিত) দিলে তিনি বলেন যে, সভায় প্রদর্শিত হাতবোমাটি এইটির অনুরূপ।

সরকারী সাক্ষী বলেন যে, ইহার পরে তিনি লেঃ এম, এম, রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত অপর একটি সভায়ও যোগদান করেন। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জুন মাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষী ছাড়াও সার্জেন্ট শামসুদ্দিন, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী ও মাহফজুল বারীও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় লেঃ এম, এম, রহমান জানান যে, তাঁহাদের দলে আর কোন নূতন সদস্য রিক্রুট না করার জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তান হইতে নির্দেশ পাইয়াছেন। লেঃ রহমান বলেন যে, অধিক তাড়াহুড়া করিলে সব ফাঁস হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

এই সভায় সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ পার্টির জন্য করাচীতে কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব দেন।

সাক্ষী সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, এই সভার পরে খুব সম্ভব ১৯৬৭ সালের জুন মাসে লেঃ রহমান পূর্ব পাকিস্তান চলিয়া যান। পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বলেন যে, সেখানে বিপ্লবী দলের কাজ ভালভাবে চলিতেছে না। লেঃ রহমান জানান যে, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হয়ত দলের তহবিল তছরুপ করিয়াছেন। তাই এখন তিনি (মোয়াজ্জেম)

আর নিষ্ঠাবান কর্মীদের ব্যাপারে উৎসাহী নহেন। লেঃ রহমান আরও জানান যে, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম আর কোন নূতন সদস্য রিক্রুট না করার নির্দেশ দিয়াছেন।

সাক্ষী অতঃপর আরও একটি সভার বিবরণদান করেন। অন্যতম আসামী মাহবুবুদ্দিন চৌধুরীর করাচীর বাসভবনে সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। লেঃ রহমান, পাইলট অফিসার মীর্জা এস, এম, আলী, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, চৌধুরী জয়নুল আবেদিন, সার্জেন্ট কাশেম ও আরও ২/১ জন লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, এই সভায় আসামী এল, এস, সুলতানউদ্দিনকে বিপ্লবী দলের অন্যান্যের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। সুলতানউদ্দিন অতঃপর সভায় বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে আত্মত্যাগের স্পিরিটের অভাব রহিয়াছে। সাক্ষী জানান যে, সুলতানউদ্দিন সভায় বলেন যে, তিনি (সুলতান) কিউবার বিপ্লব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তিনি জানেন বিপ্লবের জন্য কতখানি আত্মত্যাগী মনোভাব থাকা আবশ্যক।

এই পর্যায়ে সুলতানউদ্দিন তাঁহাদের আদর্শে চূড়ান্ত আত্মত্যাগের প্রস্তুতি প্রকাশের জন্য সকলকে শপথ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। অবশ্য তখন আর শপথ গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া সাক্ষী জানান।

কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম অতঃপর আরও একটি সভার বিবরণ প্রকাশ করেন। পূর্বোক্ত সভার ১২/১৫ দিন পরে মাহবুবুদ্দিনের বাসভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় লেঃ রহমান বলেন যে, যেহেতু বর্তমানে কোন নেতা নাই, সুতরাং লেঃ রউফ করাচীতে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করিবেন।

সভায় বিপ্লবী দলের প্রতি সৎ ও অনুগত থাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক শোষণ হইতে মুক্ত করা ও সমৃদ্ধিশালী পূর্ব পাকিস্তান গড়িয়া তোলার জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকা এবং দলের নেতার আদেশ মানিয়া চলার শপথ গ্রহণ করান হয়। সাক্ষী বলেন যে, লেঃ রউফ এই শপথ গ্রহণ করান।

সাক্ষী বলেন যে, সভায় তাহাকে দলের জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং নূতন সদস্য রিক্রুট করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ ও সার্জেন্ট জহুরকেও অনুরূপ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া সার্জেন্ট জহুরকে পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল সফর করিয়া তাহাদের আদর্শে বিশ্বাসী পূর্ব পাকিস্তানীদের সহিত যোগাযোগ করিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। সাক্ষী বলেন যে, তিনি প্রায় ১২ জনকে তাহাদের দলভুক্ত করেন।

সরকারী সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের জুলাই অথবা আগষ্ট মাসে লেঃ রউফ সার্জেন্ট জলিলের করাচীর বাসায় আর একটি সভা আহ্বান করেন।

এই সভায় সিদ্ধান্ত করা হয় যে, দলের জন্য করাচীতে আর কোন নূতন সদস্য রিক্রুট করা হইবে না। পক্ষান্তরে, সকলকে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়া বিপ্লবী আন্দোলন গড়িয়া তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সাক্ষী বলেন যে, এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে লেঃ রউফ, লেঃ রহমান ও মাহবুবুদ্দিন, তিনি (সাক্ষী) স্বয়ং এবং আরও কয়েক ব্যক্তি ১৯৬৭ সালের শেষভাগে পূর্ব পাকিস্তান চলিয়া আসেন। তিনি বলেন যে, লেঃ রউফের সহিত এক বৈঠকের পরে দলের অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে এ, ডি, আর রহমানের সহিত চট্টগ্রাম যাইতে বলা হয়। তিনি বলেন যে, সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি চট্টগ্রাম গমন করেন এবং সেখান হইতে ১৫০ টাকা সংগ্রহ করেন। ইহা ছাড়াও তিনি দলের জন্য আরও ৬০০ টাকা সংগ্রহ করেন।

ইতিপূর্বে এক পর্যায়ে সরকারী সাক্ষী বলেন যে, ঢাকা অবস্থানকালে তিনি একবার এল, এস, সুলতানউদ্দিনের অসুখ দেখার জন্য তাহার (সুলতান) মগবাজারের বাসভবনে গমন করেন এবং সেখানে তিনি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে দেখিতে পান।

সাক্ষী বলেন যে, গ্রেফতারের পূর্বপর্যন্ত তিনি এই বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী তিনি ঢাকা আসেন এবং ঐদিনই করাচী গমন করেন। একই দিন করাচী হইতে তাহাকে গ্রেফতার করা হয় বলিয়া তিনি জানান। জবানবন্দীর বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুল হক, লেঃ এম, এম, রহমান, এল, এস, সুলতানউদ্দিন আহমদ, সার্জেন্ট জহুরুল হক, লেঃ রউফ প্রমুখ আসামীকে ডকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। একমাত্র সার্জেন্ট রাজ্জাককে তিনি সনাক্ত করিতে ব্যর্থ হন এবং বলেন যে, তাহাকে তিনি একদিন মাত্র দেখিয়াছেন।

সালাম খানের জেরা

জনাব টি, এইচ, খানের জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে জেরা করিতে শুরু করেন। জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহার (সাক্ষীর) ছুটি শেষ হইয়া গেলে তিনি করাচীর উদ্দেশে ঢাকা আগমন করিয়া খবরের কাগজে দেখিতে পান যে, কয়েকজন আসামীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। এই পর্যায়ে জনাব সালাম খান জিজ্ঞাসা করেনঃ এই গ্রেফতারের খবর দেখিয়া আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল?

উত্তরঃ আমি প্রথমে ভয় পাইয়া যাই। কারণ আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, আমাকেও গ্রেফতার করা হইতে পারে।

প্রশ্নঃ আপনি পত্রিকায় কাহার কাহার গ্রেফতারের সংবাদ দেখিতে পান?

উত্তরঃ সুলতানউদ্দিন, ডঃ সাইদুর রহমান, ক্যাপ্টেন মতিয়র রহমান, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, আহমেদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও আরও কয়েক ব্যক্তির গ্রেফতারের সংবাদ কাগজে দেখিতে পাই।

প্রশ্ন: আপনি কি ইহাদের সকলকে চেনেন?

উত্তর: আমি সকলকে চিনি না, তবে নাম শুনিয়াছি।

প্রশ্ন: এইসব ব্যক্তিদের কেন গ্রেফতার করা হইয়াছিল আপনি জানেন?

উত্তর: আমি জানিতে পারি যে, ইহাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে গ্রেফতার করা হয়।

প্রশ্ন: করাচী যাওয়ার ক'দিন পূর্বে আপনি এইসব জানিতে পারেন?

উত্তর: ৪/৫ দিন পূর্বে।

প্রশ্ন: করাচী যাওয়ার পথে ঢাকা আসিয়া আপনি আপনাদের দলের কাহারো সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: আপনি গ্রেফতারের পূর্বপর্যন্ত এই বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন?

উত্তর: ছিলাম।

প্রশ্ন: আপনি কি জানিতেন যে, দলের আরও কেহ কেহ আছেন–যাহারা গ্রেফতার হন নাই?

উত্তর: আমি জানিতাম না।

প্রশ্ন: সেই সময় পর্যন্ত গ্রেফতার হন নাই, দলের এমন কোন লোকের নাম বলিতে পারেন?

উত্তর: আমি মনে করিতে পারিতেছি না।

প্রশ্ন: ঢাকা আসিয়া আপনি কাপ্টেন রাজ্জাকের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: সেই সময় মাহবুবুদ্দিন ঢাকা ছিলেন। আপনি কি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিয়াছিলেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: আপনি তখন কাহারো সহিত দেখা করেন নাই?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: আপনি একাদিক্রমে বৎসরে কতদিন ছুটি ভোগ করিতে পারেন?

উত্তর: ১২০ দিন।

প্রশ্ন: ছুটিতে আসার আবেদন করিয়া আপনি কতদিন ছুটি পাইয়াছিলেন?

উত্তর: ৩০ দিন।

প্রশ্ন: আপনি কতদিনের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন?
উত্তর: আমার মনে নাই।
প্রশ্ন: ১৯৬৭ সালে আপনি চাকুরী হইতে ডিসচার্জ হওয়ার আবেদন পেশ করিয়াছিলেন?
উত্তর: ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে সম্ভবতঃ এইরূপ আবেদন করিয়াছিলাম, তবে তাহা মঞ্জুর হয় নাই।
প্রশ্ন: আপনি কেন ডিসচার্জ হইতে চাহিয়াছিলেন?
উত্তর: এই ষড়যন্ত্রের কাজ করার জন্য। এছাড়া, আমার বাবার অসুস্থতাও একটা কারণ।
প্রশ্ন: এই কাজে আপনার পরিণতি কি হইতে পারে, তাহা জানিতেন?
উত্তর: জানিতাম যে, আমাকে হত্যা করা হইতে পারে বা আমার বিজয় হইতে পারে। তবে গ্রেফতারের আশঙ্কা করি নাই।
প্রশ্ন: আপনি কি সউদী আরবে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন?
উত্তর: না।
প্রশ্ন: আপনার প্রথম ছুটি কোন্ তারিখে শেষ হয়?
উত্তর: আমার মনে নাই।
প্রশ্ন: প্রথমে আপনার কয়দিন ছুটি মঞ্জুর হয়?
উত্তর: ৬০ দিন। পরে উহা আবার বাড়ান হয়।
প্রশ্ন: আপনি কখন ঢাকা আসেন এবং কখন আবার চাকুরীতে যোগদান করেন?
উত্তর: সম্ভবতঃ ২৮শে বা ২৯শে ডিসেম্বর ছুটিতে আসি এবং ১৫ই বা ১৬ই মার্চ আবার ফিরিয়া যাই।
প্রশ্ন: দুই মাসের অতিরিক্ত যে কয়দিন ছুটি ভোগ করেন, তাহা কি ১৯৬৬ সালের পাওনা হইতে কাটা হয়?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের ছুটি হইতে আপনি পূর্বেই কিছু ছুটি ভোগ করেন?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: ৬৭ সালের পাওনা হইতে আপনি পূর্বেই কতদিন ছুটি ভোগ করেন?
উত্তর: আমি বলিতে পারি না।
প্রশ্ন: আপনাকে কোথা হইতে গ্রেফতার করা হয়?
উত্তর: করাচী পি, এ, এফ, রেকর্ড অফিস হইতে।
প্রশ্ন: আপনার জানামতে করাচীতে আপনাদের সংস্থার অন্য কোন লোক ছিল?
উত্তর: ছিল।
প্রশ্ন: করাচীতে মোট কতজন দলে রিক্রুট করা হইয়াছে?
উত্তর: আমি জানি না।

প্রশ্ন: আপনি করাচী গিয়া আপনার রিক্রুট করা কোন সদস্যের সহিত দেখা করিয়াছেন?
উত্তর: না।
প্রশ্ন: আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি বলেন নাই যে, আপনি ১ শতেরও বেশী ব্যক্তিকে রিক্রুট করিয়াছেন?
উত্তর: হয়ত বলিয়া থাকিতে পারি।
প্রশ্ন: আপনি পূর্ব পাকিস্তানে কাহাকেও রিক্রুট করিয়াছেন?
উত্তর: না।
প্রশ্ন: আপনি করাচীতে যাঁহাদের রিক্রুট করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম বলিতে পারেন?
উত্তর: আমার রিক্রুট করা ব্যক্তিদের মধ্যে আমি জেড, এ, চৌধুরী, ক্যাপ্টেন আফতাব, কর্পোরাল শাহাবুদ্দিন, এস, এ, সি, খান, ফজলুর রশিদ, জনাব মোশারফ, সার্জেন্ট হোসেন ও এল, এ, সি, হকের নাম মনে করিতে পারিতেছি।
প্রশ্ন: ইহাদের কেহ কি মৌরীপুরে নিযুক্ত ছিলেন?
উত্তর: কেহ কেহ ছিলেন।
প্রশ্ন: মৌরীপুরে কে কে ছিলেন?
উত্তর: কর্পোরাল আফতাব, জেড, এ, চৌধুরী মৌরীপুরে থাকিতেন। কর্পোরাল শাহাবুদ্দিন ও কর্পোরাল খান ড্রিগ রোডে থাকিতেন।
প্রশ্ন: ড্রিগ রোডের অন্য কাহারও নাম মনে আছে?
উত্তর: ড্রিগ রোডের আরও রিক্রুট আছেন; কিন্তু আমার এখন নাম মনে নাই।
প্রশ্ন: আপনি আপনার রিক্রুট করা সদস্যদের নাম টুকিয়া রাখিয়াছিলেন?
উত্তর: রাখি নাই।
প্রশ্ন: আপনি এই রিক্রুটদের নাম নেতাদের নিকট জানাইয়াছিলেন?
উত্তর: মুখে জানাইয়াছিলাম। আমার উপস্থিতিতে তাঁহারা উক্ত নামগুলি নোট করেন নাই।
জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সরকারী সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকালে তিনি পুলিশের নিকট বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, পুলিশ অফিসারসহ অপর কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনি (সাক্ষী) জবাব দেন।
প্রশ্ন: ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লার নিকট যখন এই সংগঠনের কথা শুনিতে পান, তখন আপনার কেমন মনে হইয়াছিল?
উত্তর: আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছি। সাক্ষী আরও বলেন যে, তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৈষম্য বিলোপ করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রশ্ন: বিচ্ছিন্ন করার জন্য আপনি কি পদ্ধতির প্রস্তাব করিয়াছিলেন?
উত্তর: সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে।
প্রশ্ন: বিপ্লবের জন্য কি ধরনের অস্ত্রের প্রয়োজন আপনার জানা আছে?
উত্তর: যেহেতু আমি প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলাম না, সেহেতু ঠিক কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা দরকার তাহা আমি জানি না।
প্রশ্ন: কখন হইতে বিদ্রোহ শুরু করার কথা?
উত্তর: তাহা আমি জানি না। কারণ, এই সম্পর্কে আমাকে কিছু জানান হয় নাই।
প্রশ্ন: বিপ্লবের জন্য কতজন লোক দরকার বলিতে পারেন?
উত্তর: আমি জানি না। সাক্ষী বলেন যে, বিপ্লব কিভাবে পরিচালনা করা হইবে, কোন সভায়ই তাহা আলোচিত হয় নাই।

এই পর্যায়ে অধিবেশন অদ্য (বুধবার) সকাল ৯টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

দৈনিক পাকিস্তান
১৬ই অক্টোবর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
সিরাজুল ইসলামের জবানবন্দী সমাপ্ত : জেরা শুরু
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আট নম্বর একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয় এবং বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরা অসমাপ্ত থাকে। বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব টি এইচ খানের পরিচালনায় একরারী সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত হলে, বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে জেরা করেন। কিন্তু তার জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন গতকালকের মত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

আজ বুধবার সকালে পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হবে।

গতকাল মঙ্গলবার আগরতলা মামলার শুনানী শুরু হলে ৮নং একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম তার পূর্বদিনের অসমাপ্ত জবানবন্দী প্রদান করেন। বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করান।

প্র–ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর আপনি সার্জেন্ট শামসুল হকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কি?

উ–হ্যাঁ, ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা ১৯৬৭ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে আমি ঢাকায় সার্জেন্ট শামসুল হকের সঙ্গে পিএএফ

স্টেশনে দেখা করি। শামসুল হক আমাকে বলেন যে, তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছেন। তিনি বলেছিলেন, আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করার পর আমাকে তিনি পরে জানাবেন। তখন আমি বাড়ী রওয়ানা হয়ে যাই।

এই পর্যায়ে অভিযুক্ত সার্জেন্ট শামসুল হককে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী সঠিকভাবে তাঁকে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী আরো বলেন যে, তিনি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে চেনেন। তখন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে বলেন, ঢাকা পিএএফ স্টেশনে মাত্র একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আমি তাঁকে সনাক্ত করতে পারব না।

প্র–আপনি কতদিন পর্যন্ত ছুটিতে ছিলেন?

উ–সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ১০ই মার্চ পর্যন্ত।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বিমানবন্দরে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লার সাথে আমার দেখা হয়। এস এ সি মাফুজুল বারীর নিকট হতে আমি এক পত্র পাই। উক্ত পত্রে বলা হয় যে, মফিজুল্লা ঢাকা আসছেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে ঢাকা বিমান বন্দরে দেখা করতে বলা হয়।

প্র–মফিজুল্লা আপনাকে কিছু বলেছিলেন?

উ–তিনি আমাকে বলেন যে, প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের দোকানে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, আমাকে উক্ত বৈঠকে যোগদান করতে বলা হয়। সকাল ৯/১০টার দিকে সভা বসে। আমি ঐ বৈঠকে যোগদান করি। উক্ত বৈঠকে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, সার্জেন্ট শামসুল হক, রাজ্জাক এবং আরও ২/১ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মফিজুল্লা সভায় বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের কল্যাণের জন্য আমাদের উচিত বৈষম্য দূর করা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জোরদার করা। তিনি জানান যে, তিনি করাচীতে বড় ভাই লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে কথা বলেছেন। আন্দোলন ভালভাবেই এগিয়ে চলছে।

প্র–আপনি প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁকে আপনি সনাক্ত করতে পারবেন? সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে বলেন যে, তিনি একবারমাত্র রাজ্জাককে দেখেছেন, কাজেই তাঁকে সনাক্ত করতে পারবেন না। সাক্ষী বলেন, আমি ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে করাচী প্রত্যাবর্তন করি। মফিজুল্লাও ১৯৬৭ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে করাচী পৌঁছান। মফিজুল্লা আমাকে বলেন, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদও আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য। নৌ-বাহিনীর লেঃ রহমানও আমাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্য। মফিজুল্লা, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন ও মাহবুবউদ্দিন চৌধুরীকে লেঃ রহমানের বাংলোতে দেখা করার জন্য নিয়ে

আসতে বলেন। আমি সার্জেন্ট শামসুদ্দিনকে আনার জন্য মৌরীপুর গমন করি। ট্যাক্সিতে মফিজুল্লাসহ আমরা লেঃ রহমানের বাংলোতে পৌঁছি। মফিজুল্লা লেঃ রহমানের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ঐ বৈঠকে অন্য কোন লোক উপস্থিত ছিলেন কিনা তা আমার মনে নেই।

লেঃ রহমান আমাদের জানান যে, বড় ভাই লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। মোয়াজ্জেম হোসেন পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন গড়ে তুলবেন। মোয়াজ্জেম হোসেন তাকে আরও বলেছেন যে, আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি জানাবেন। লেঃ রহমান বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেন এবং আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ঐ আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ করে আমাদের মনোভাব জানার জন্য তিনি আমাদের বলেন। তারপর আমাদের এটা শেষ হয়।

সাক্ষীকে লেঃ এম এম রহমানকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি সঠিকভাবে তাঁকে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী সিরাজুল ইসলাম বলেন, ঐ একই মাসে সার্জেন্ট জলিলের কোয়ার্টারে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগের বৈঠকের ১৫/১৬ দিন ধরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে মফিজুল্লা, সার্জেন্ট জলিল, শামসুল হক, সার্জেন্ট শামসুদ্দীন, মাফুজুল বারী এবং আমি যোগদান করি। এছাড়াও আরও কতিপয় ব্যক্তি বৈঠকে যোগদান করেন।

উক্ত বৈঠকে মফিজুল্লা বলেন যে, সার্জেন্ট শামসুল হক সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান হতে ফিরে এসেছেন। তিনি সেখানে আন্দোলন কেমন চলছে সে সম্পর্কে কিছু বলবেন। সার্জেন্ট সামসুল হক বলেন, তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে চলছে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তা সংগঠন করছেন। তিনি আরও বলেন, মোয়াজ্জেম হোসেন আশা করছেন যে, ভারত ও অন্যান্য কতিপয় বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে তিনি সাহায্য পাবেন। তিনি অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য পাবেন। তিনি অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য পাবো বলে আশা করছেন। মফিজুল্লা আমাদেরকে ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখে নিতে বলেন। তিনি বলেন, প্রয়োজনের সময় এটা কাজ দেবে।

তিনি আমাদের একটি ভুয়া হাতবোমা দেখিয়ে তার ব্যবহার প্রদর্শন করেন। এরপর আমরা উক্ত স্থান ত্যাগ করি।

এই সময় সাক্ষীর হাতে একটি ভূয়া হাতবোমা প্রদান করা হলে সাক্ষী বলেন, মফিজুল্লা এই রকম একটা হাতবোমা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমাদের দেখিয়েছিলেন। ঐ বৈঠকে অন্য কেহ কোন কথা বলেননি।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে লেঃ এম এম রহমানের বাংলোতে আমি আরেকটি বৈঠকে যোগদান করি। উক্ত বৈঠকে সার্জেন্ট

শামসুদ্দীন, মফিজুল্লা, মাহবুবউদ্দীন চৌধুরী, মাফুজুল বারী ও আমি যোগদান করি। উক্ত বৈঠকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি আমাদের কোন সুনির্দিষ্ট খবর দেননি। তিনি বলেন, দলের নিকট হতে তিনি এই মর্মে একটি বার্তা পেয়েছেন যে, আর কোন লোক যেন দলভুক্ত না করা হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তান হতে কিছু খবর পাবেন বলে আশা করছেন। যদি না পান তবে তিনি নিজেই যাবেন। শামসুদ্দীন তখন পূর্ব পাকিস্তান যাবার পথে। তিনি তাকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে দেখা করে আমাদের খবর জানাতে বলেন।

মফিজুল্লা বলেন যে, তারা করাচীতে কিছু তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

এরপর সার্জেন্ট শামসুদ্দীন ১৯৬৭ সালের জুন মাসে লেঃ রহমানের নিকট এক বার্তা পাঠান। লেঃ রহমান পূর্ব পাকিস্তান গমন করেন এবং তারপর করাচী ফিরে আসেন। আমি ও মফিজুল্লা তার বাংলোতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি বলেন, সংগঠন পূর্ব পাকিস্তানে ভালভাবে চলছে না। বোধহয় লেঃ মোয়াজ্জেম দলীয় তহবিল তছরূপ করেছেন। কাজেই নিঃস্বার্থ কর্মী সম্পর্কে তার আর কোন আগ্রহ নেই। তিনি বলেন, লেঃ মোয়াজ্জেম আর কোন কর্মী দলভুক্ত না করার জন্য তাকে বলেছেন।

সুলতানউদ্দীন পূর্ব পাকিস্তান হতে ফিরে আসার পর সম্ভবতঃ জুলাই মাসে মাহবুবউদ্দীন চৌধুরীর বাসভবনে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে লেঃ রহমান, পাইলট অফিসার ইসহাক, এস এম আলী, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লা, জয়নাল, সার্জেন্ট কাসেম এবং আমি নিজে যোগদান করি। সম্ভবতঃ আরও দু'একজন এই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।

এই বৈঠকে সুলতানউদ্দীন বলেন, একটা বিপ্লবের জন্য যে মনোভাব ও উদ্যমের দরকার তা পূর্ব পাকিস্তানে নেই। তিনি বলেন, তিনি কিউবার বিপ্লবের কথা জেনেছেন। এর জন্য কি পরিমাণ ত্যাগের দরকার তা তিনি জানেন। তিনি আমাদেরকে জীবন বিসর্জন দানের জন্য শপথ নিতে বলেন। কিন্তু উক্ত বৈঠকে কোন শপথ নেয়া হয়নি। এরপর সভা ভঙ্গ হয়।

সাক্ষীকে অভিযুক্ত সুলতানউদ্দীন আহমদকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি তাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম বলেন, এই সভায় ১২ হতে ১৫ দিন পর মাহবুবউদ্দীন চৌধুরীর কোয়ার্টারে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে আমি যোগদান করি। এছাড়া মফিজুল্লাহ, শামসুল হক, মাহবুবউদ্দীন, এস এম আলী, জয়নুল, চৌধুরী জয়নাল আবেদীন, মাফুজুল বারী, লেঃ রহমান ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি যোগদান করেন।

এই বৈঠকে লেঃ রহমান আমাদেরকে করাচীতে দল সংগঠন করতে বলেন। তিনি বলেন, আমাদের যখন কোন নেতা নেই তখন লেঃ রউফই হবে আমাদের নেতা। আমাকে মৌরীপুর এলাকা হতে সদস্য দলভুক্ত ও অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হয়। মফিজুল্লাকে ড্রিগ রোড এলাকা হতে সদস্যভুক্ত করা ও তহবিল সংগ্রহের ভার দেয়া হয়। সার্জেন্ট জহুরকে কোরাঙ্গী এলাকা হতে অর্থ সংগ্রহ করতে বলা হয়। জহুরকে পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে গিয়ে সেখানে অবস্থানকারী পূর্ব পাকিস্তানী যারা আমাদের আদর্শে আস্থা স্থাপন করতে পারে এরূপ লোকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে বলা হয়। আমরা এই বৈঠকে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা দলের প্রতি অনুগত থাকব এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সমৃদ্ধিশালী করবো এবং ভবিষ্যৎ শোষণ বন্ধ করার জন্য আমাদের প্রাণ বিসর্জন দেব। লেঃ রউফ এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সাক্ষীকে সার্জেন্ট জহুরকে শনাক্ত করতে বলা হলে তিনি অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে দেখিয়ে বলেন, ইনিই হচ্ছেন সার্জেন্ট জহুর। এরপর সাক্ষী লেঃ রউফকে সঠিকভাবে শনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে আমি প্রায় একডজন সদস্য দলভুক্ত করি। আমরা আমাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে লেঃ রহমানের নিকট রিপোর্ট প্রদান করতাম। রউফ আমাকে আর লোক দলভুক্ত না করার জন্য বলেন।

সাক্ষী বলেন, সর্বশেষ বৈঠকে রউফ, লেঃ রহমান, মফিজুল্লা, জয়নুল আবেদীন, চৌধুরী জয়নাল আবেদীন, সিদ্দিকুর রহমান, শাহাবুদ্দীন, আফতাব, সার্জেন্ট জলিল ও আমি যোগদান করি। আরও কতিপয় ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন।

এই বৈঠকে রউফ বলেন, আমরা করাচীতে আর কোন সদস্য দলভুক্ত করব না। তিনি বলেন, আমরা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পূর্ব পাকিস্তান যাচ্ছি। সভায় স্থির করা হয় যে, যারা পূর্ব পাকিস্তান যেতে পারবেন তাদের বলে যাওয়া উচিত। তারপর আমি, মাহবুব উদ্দিন, লেঃ রউফ ও লেঃ রহমান পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসি।

সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ২৮শে নবেম্বর আমি ছুটিতে যাই এবং ঢাকা আগমন করি। ঢাকায় আমি শুক্রাবাদে আমার জনৈক বন্ধুর বাসায় উঠি। মাহবুব উদ্দিন চৌধুরীও ঢাকায় আসেন এবং আমার সাথে ২ দিন অবস্থান করেন।

সাক্ষী বলেন, শুক্রাবাদে আমি জনাব মালেকের বাসায় থাকতাম। তিনি একজন সমাজকর্মী এবং অন্ধ ইনস্টিটিউটে কাজ করতেন। লেঃ রউফও এই বাসায় আগমন করেন এবং ঢাকায় একটি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের বিষয় আলোচনা করেন।

আমাকে চট্টগ্রাম গিয়ে এ ডি আর রহমানের সঙ্গে দেখা করে অর্থ সংগ্রহ করতে বলা হয়। আমি চট্টগ্রাম গিয়ে তার নিকট হতে দেড়শ' টাকা সংগ্রহ করি। এছাড়াও আমি আন্দোলনের জন্য ৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করি।

সাক্ষী বলেন, আমি ১৯৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী করাচী ফিরে যাই।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গেও আমার দেখা হয়। মগবাজারে আমি অসুস্থ সুলতানউদ্দিন আহমদকে দেখতে গেলে সেখানে স্টুয়ার্ড মুজিব ও লেঃ মোয়াজ্জম হোসেনকে দেখি। সাক্ষী এরপর অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় স্টুয়ার্ড মুজিব ও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে সঠিকভাবে শনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, আমি এই সংগঠনের একজন সদস্য ছিলাম। আমাকে ১৯৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী করাচীতে মৌরীপুরে গ্রেফতার করা হয়। আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করি এবং আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। আমি তা গ্রহণ করি।

সালাম খানের জেরা

এরপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন।

প্র–আপনি কোন তারিখে গ্রেফতার হয়েছেন?

উ–১৫ই জানুয়ারী।

প্র–পূর্ব পাকিস্তানে অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ খবর কি আপনি এখানে থাকতে জানতেন?

উ–আমি সংবাদপত্রে দেখেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সাক্ষী বলেন, করাচী গমনের পূর্বে এখানে সুলতানউদ্দীন, সাইদুর রহমান, লেঃ মতিউর রহমান, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব রুহুল কুদ্দুস, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান ও আরও কতিপয় ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন বলে আমি জানতে পেরেছিলাম।

প্র–অন্যান্য আর যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের আপনি চিনতেন?

উ–আমি তাদের চিনতাম না। তাদের নাম শুনেছি। আমি তখন গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম। আমি সংবাদপত্রে উক্ত খবর দেখেছি।

প্র–আপনি জানতে পেরেছেন যে, ঐ সকল ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে তাই না?

উ–হ্যাঁ।

প্র–উক্ত ব্যক্তিরা যে ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার কারণে গ্রেফতার হয়েছেন একথা কি আপনাকে কেউ বলেছে না সংবাদপত্র মারফত জেনেছেন?
উ–সংবাদপত্রে এই ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
প্র–সংবাদপত্র মারফত কখন আপনি এই খবর জেনেছেন?
উ–করাচী গমনের চার-পাঁচ দিন পূর্বে আমি এই খবর জেনেছি।
প্র–করাচী গমনের উদ্দেশ্যে ঢাকা আসার পর আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্যের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কি?
উ–না।
প্র–আপনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে কি সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন?
উ–আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলাম।
প্র–তখন ঢাকায় এমন কোন সদস্য ছিলেন কি যিনি গ্রেফতার হননি?
উ–আমি জানি না।
প্র–দলের যে সমস্ত সদস্যদের আপনি চিনতেন তারা সকলেই কি গ্রেফতার হয়েছিলেন?
উ–আমি বলতে পারব না।
প্র–এই গ্রেফতারের পর আপনি কি রাজ্জাকের সাথে দেখা করেছিলেন?
উ–করাচী গমনের জন্য যখন আমি ঢাকা আগমন করি তখন রাজ্জাকের সাথে আমি দেখা করিনি। মাহবুবউদ্দীনকে খুঁজে বের করারও কোন চেষ্টা আমি করিনি।

সাক্ষী আরও বলেন যে, রউফের সঙ্গেও তিনি তখন ঢাকায় দেখা করার চেষ্টা করেননি।

প্র–এই গ্রেফতারের খবর জানার পর আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?
উ–আমি ভীত হয়ে পড়ি এবং নিজেও গ্রেফতার হতে পারি বলে আমার সন্দেহ জাগে।
প্র–আপনি সর্বোচ্চ কতদিনের ছুটি পেতে পারেন?
উ–একত্রে ১২০ দিনের ছুটি পেতে পারি। এক বছরে আমি মোট ৬০ দিন আর্নলীভ পাই।
প্র-ঢাকা আসার সময় আপনি কত দিনের ছুটি চেয়েছিলেন?
উ–বাড়ী আসার জন্য আমাকে ৩০ দিনের ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তবে কত দিনের ছুটির জন্য আবেদন করেছিলাম তা বলতে পারব না।
প্র–কোন তারিখ হতে আপনার ছুটি শুরু হয়েছিল?
উ–২৮-১১-৬৭ তারিখে আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করি। সম্ভবতঃ তার একদিন পূর্বে আমার ছুটি শুরু হয়েছিল।

সাক্ষী জেরার জবাবে আরও বলেন, আমার ছুটি শেষ হবার পর ১৯৬৮ সালে যত ছুটি পাব তা মঞ্জুর করার জন্য আমি আবেদন করি। কিন্তু আমাকে দশ দিনের ছুটি দেয়া হয়। তারপর আমি বিনাছুটিতে অবস্থান করি।

সাক্ষী বলেন, করাচী গমনের জন্য বিমানে সীট না পাওয়ায় আমি যেতে পারিনি। নির্ধারিত তারিখের ২/৩ দিন পরও আমি সীট পাইনি। আমি ১৯৬৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়ীতে ছিলাম।

প্র–আপনি চাকুরী হতে অব্যাহত লাভের জন্য কোন আবেদন করেছিলেন?
উ–সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে আবেদন করেছিলাম।
প্র–কি কারণে অব্যাহতি চেয়েছিলেন?
উ–পার্টির কাজ করার জন্য। এছাড়া বাড়ীতেও আমার কতিপয় পারিবারিক সমস্যা ছিল। আমার পিতা অসুস্থ ছিলেন।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, ঢাকায় আমি অন্যান্যদের সঙ্গে তখন দেখা করতে চাইনি এজন্য যে, তারাও হয়ত ভয় পেয়ে থাকবে।
প্র–আপনি যখন এই দলে যোগ দেন তখন কি একথা চিন্তা করেননি যে, আপনাদের চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে?
উ–আমি যখন যোগ দেই তখন ভাবিনি যে, আন্দোলন ব্যর্থ হবে। আমি মনে করেছি যে, আমরা সফল হব নতুবা মরব।
প্র–আপনি সউদী আরবে কোন চাকুরীর জন্য আবেদন করেছিলেন কি?
উ–না।

সাক্ষী বলেন, কোন তারিখে আমার ছুটি শেষ হয়েছে তা আমি বলতে পারব না। আমি অফিসার কম্যান্ডিং এর নিকট ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির দরখাস্ত প্রেরণ করি তবে তারিখ আমার মনে নেই। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। তারপর ১৯৬৮ সালের জানুয়ারীতে তারবার্তা প্রেরণ করি।

সাক্ষী আরও বলেন যে, আমি ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরেও ২ মাসের ছুটিতে এসেছিলাম। আমি ৬০ দিনের ছুটিতে আসি।

পরে ছুটি বাড়ানো হয়। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আমি ছুটিতে ছিলাম। দু'মাসের বেশী এই যে ছুটি আমাকে দেয়া হয়েছিল তা ১৯৬৭ সালের যে ছুটি পাওনা হবে তা থেকে আগাম দেয়া হয়েছে।

প্র–১৯৬৬-৬৭ সালের পাওনা ছুটি হতে কতদিন বেশী আপনি ছুটি ভোগ করেছিলেন?
উ-বলতে পারব না।
প্র–আপনাকে কোথা হতে গ্রেফতার করা হয়?
উ–করাচীর পি এ, এফ, রেকর্ড অফিস হতে।

প্র–আপনাদের দলভুক্ত লোক যাদের আপনি চেনেন এরূপ লোকজন কি তখন সেখানে ছিলেন?
উ–করাচীতে এরূপ লোক তখন ছিলেন।
সাক্ষী বলেন, "করাচীতে কত লোক দলভুক্ত করা হয়েছে আমি জানি না। আমি প্রায় এক ডজন লোক দলভুক্ত করি।"
প্র–করাচী গমনের পর আপনি যাদের দলভুক্ত করেছিলেন তাদের কারুর সাথে বা অন্য কোন বন্ধুর সাথে আপনারা দেখা করেছিলেন কি?
উ–না।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে আপনি বলেছেন যে, আপনি একশ' লোক দলভুক্ত করেছেন তা কি সত্য?
উ–সম্ভবতঃ বলেছি।
প্র–আপনি যে এক ডজন লোক দলভুক্ত করেছেন তাদের নাম বলুন।
উ–জে, টি চৌধুরী, কর্পোরাল আফতাব, কর্পোরাল শাহাবুদ্দিন, এস,এ,সি, খান, কর্পোরাল রশীদ, জনাব বশারত (উনি একজন বেসামরিক ব্যক্তি), সার্জেন্ট হোসেন, এল, এস, হক। বাকীদের নাম আমার মনে পড়ছে না।
প্র–আপনি তাদের ঠিকানা জানেন কি?
উ–এদের কয়েকজন মৌরীপুরে কাজ করেন। এবং কয়েকজন ড্রিগ রোডে কাজ করেন। হক, আফতাব ও জে, টি চৌধুরী মৌরীপুরে থাকেন। শাহাবুদ্দিন ও কর্পোরাল খান ড্রিগ রোডে থাকেন। আমি আরও কতিপয় লোক দলভুক্ত করেছি। তাদের নাম ভুলে গেছি।
প্র–আপনি যাদের দলভুক্ত করেছেন তাদের নাম লিখে নিয়েছিলেন কি?
উ–না। আমি দলের নেতার নিকট যাদের দলভুক্ত করতাম তাদের কথা জানতাম। তিনিও নাম নোট করে নিতেন না। আমাকে মৌরীপুর লোক দলভুক্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।
প্র–আপনি বলেছেন যে, ১৯৬৮ সালের ১৪ জানুয়ারী পর্যন্ত আপনি গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। তার পূর্বে একটানা কতদিন আপনি বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন?
উ–৫/৬ দিন হবে।
প্র–লোকজন গ্রেফতারের খবর আপনি বাড়ীতে শুনেছিলেন না ঢাকায় এসে জেনেছেন?
উ–গ্রামের বাড়ীতে জেনেছি। সম্ভবতঃ বাড়ী ত্যাগ করার এক সপ্তাহ আগে আমি সংবাদপত্র পাঠ করে জেনেছি।
সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের ৯/১০ তারিখে আমি ধরপাকড়ের খবর জানতে পেরেছি। আমি ধৃত কতিপয় ব্যক্তির নাম জানতে পারি। তবে তাদের আমি চিনতাম না।

প্র–আপনি চিনতেন না এরূপ যেসব ব্যক্তি তখন গ্রেফতার হয়েছেন তাদের নাম বলুন।
উ–জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস, মানিক চৌধুরী, বিধান এরা তখন গ্রেফতার হয়েছেন।
প্র–৯ই ও ১০ই ডিসেম্বর তাদের গ্রেফতারের খবর দেখেছেন বলে আপনি বলেছেন। কিন্তু এটা ভুল খবর।
উ–আমি তাদের নাম কাগজে দেখিনি। করাচী রওয়ানা হওয়ার ৪/৫ দিন পূর্বে আমি তাদের নাম দেখতে পাই। ৯ই ও ১০ই ডিসেম্বর আমি চট্টগ্রাম গমন করি।

জয়নাল আবেদীন আমাকে গ্রেফতারের খবর দেন। চট্টগ্রামে আমার সাথে চৌধুরী জয়নাল আবেদীনের এ ডি আর রহমান ও জয়নুল আবেদীনের দেখা হয়। জয়নাল আবেদীন আমাকে বলেন যে, রমিজ ও আরও কতিপয় নেতা গ্রেফতার হয়েছেন।

আমি মনে করেছি যে, আমরা সকল অপর এক প্রশ্নের জবাবে স্বাক্ষী বলেন যে, ঢাকা থেকে তিনি করাচী গিয়ে জানতে পারেন যে, সেখানেও কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ, সামসুল হক ও এস এ, সি বারীর গ্রেফতারের কথা শুনেছেন।
প্র–আপনি কি এদের কারও বাসস্থানে গিয়েছিলেন?
উ– সময় ছিল না বলে এরা যেসব ব্লকে থাকতেন আমি সেখানে যেতে পারিনি।
প্র–আপনাকে কখন গ্রেফতার করা হয়?
উ–১৯৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী সকাল ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে।
প্র–আপনাকে গ্রেফতার করার আগেই কি আপনি তাঁদের গ্রেফতার সংবাদ শুনেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–আপনি কখন গিয়ে করাচী পৌঁছেছিলেন?
উ–১৯৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী ভোর সাড়ে ৩টায়।
প্র–করাচী গিয়ে আপনি কারও সাথে দেখা করেছিলেন?
উ–সেদিন সকাল ছ'টায় আমি মাহবুবউদ্দিনের সাথে সাক্ষাত করেছি।
প্র–আপনাকে কোথায় গ্রেফতার করা হয়েছিল?
উ–আমার অফিস থেকে।

এক প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, গ্রেফতারের পর তাঁকে বিমান বাহিনীর গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। যে অফিসার তাঁকে গ্রেফতার করেছিলেন তিনি তাঁর নাম জানেন না। বিমান বাহিনীর গোয়েন্দা অফিসটি একটি বড় অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত।

প্র–বিমানবাহিনীর গোয়েন্দা অফিসে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র-কত ঘণ্টা যাবত আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?
উ–আমাকে সেখানে ৩ দিন রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই জিজ্ঞাসবাদ কোন কোন সময় আধঘণ্টা আবার কোন কোন সময় ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলত।
প্র–সেখানে আপনাকে কিসে ঘুমাতে দেওয়া হয়েছিল?
উ–একটি চারপায়াতে আমাকে ঘুমাতে দেওয়া হয়েছিল।
প্র–সেখানে কি ঘুমাবার জায়গা ছিল?
উ–সেখানে ঘুমাবার জন্যে একটি কামরা ছিল।
প্র–আপনি কি সেখান থেকে বাইরে যেতে পারতেন?
উ–একটি বদ্ধ কামরায় আমাকে আটক রাখা হয়েছিল।
এক প্রশ্নের জবাবে স্বাক্ষী বলেন যে, বিমানবাহিনীর গোয়েন্দা অফিস থেকে করাচীর ইন্দোর রোডস্থ ২ নম্বর পি এন এস ফ্ল্যাটে নেয়া হয়। সেখানে রিক্রুটিং অফিস অবস্থিত। এর আগে তিনি কখনও রিক্রুটিং অফিসে যাননি।
প্র–সেখানে আপনাকে কতদিন রাখা হয়েছিল?
উ–ছ'সাত দিন।
প্র–আপনাকে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কি?
উ–জী না।
প্র–রিক্রুটিং অফিস থেকে আপনাকে কোথায় নেওয়া হয়?
উ–সেখান থেকে আমাকে পুনরায় পিএএফ গোয়েন্দা অফিসে নেওয়া হয়। অতঃপর ঢাকা আনার জন্যে টিএ নেয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে মৌরীপুর অফিসে নেওয়া হয়।
প্র–আপনাকে কখন ঢাকা আনা হয়েছিল?
উ–১৯৬৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী বিমান বাহিনীর পাহারায় আমাকে ঢাকা আনা হয়।
প্র–ঢাকা আনার আগে আপনাকে কদিন যাবৎ পিএএফ গোয়েন্দা অফিসে রাখা হয়েছিল?
উ–৩/৪ দিন।
প্র–গোয়েন্দা অফিসে অন্য কোন লোক ছিল?
উ-পিএএফ গোয়েন্দা অফিসার ছাড়া আমার সঙ্গে সেখানে আর কেউ ছিল না।
প্র–ঢাকা এনে আপনাকে কোথায় রাখা হয়েছিল?
উ–কুর্মিটোলায় তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি সেলে।

এক প্রশ্নের জবাবে স্বাক্ষী বলেন যে, সেলে তিনি একাই ছিলেন তবে প্রয়োজন মত তাঁকে বের হবার অনুমতি দেওয়া হত।
প্র–ঢাকায় আপনাকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?
উ–কুর্মিটোলা থাকাকালে আমি পুলিশের নিকট ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে জবানবন্দী দেই।
প্র–সামরিক বাহিনীর কোন অফিসার কি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ–পুলিশ আমার জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় কজন সামরিক কর্মচারী আমাকে প্রশ্ন করেছেন। এছাড়া অপর কয়েক ব্যক্তিও আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তবে আমি তাঁদের কাউকে চিনি না।
প্র–আপনাকে কি কোন লিখিত জবানবন্দী দেওয়া হয়েছিল?
উ–জী না।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করার সময় আপনাকে কি কোন লিখিত জবানবন্দী দেওয়া হয়েছিল?
উ–জী না।
জেরার জবাবে স্বাক্ষী বলেন যে, পুলিশের নিকট জবানবন্দী করার সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন। এভাবেই তিনি জবানবন্দী করেন। তবে তাঁকে জবানবন্দীর কোন কপি সরবরাহ করা হয়নি।
প্র-পুলিশের নিকট জবানবন্দী করার কতদিন পর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন?
উ–১৫ দিন পর।
প্র–ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর সাথে আপনার কথোপকথনের যে বর্ণনা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দিয়েছিলেন তা কি এখন সঠিক অনুরূপভাবে বলতে পারবেন?
উ–জী না। অনুরূপ শব্দ সমষ্টি দিয়ে বলতে পারব না।
স্বাক্ষী এ সম্পর্কিত অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজ উল্লাহর সাথে তাঁর কথোপকথনের যে বর্ণনা তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দিয়েছিলেন আদালতেও তাই বলেছেন। তবে দুটোর মধ্যে শব্দ সমষ্টির বিভিন্নতা আছে।
প্র–আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী কি আপনার জানা ছিল?
উ–জী না।
প্র–এ সম্পর্কে আপনি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ–জী না। তবে ৬-দফার মধ্যে কেবল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সম্পর্কিত দফাটি আমার স্মরণ আছে।

প্র–পুলিশের নিকট আপনি কোন ভাষায় জবানবন্দী করেছিলেন?
উ–তাঁদের প্রশ্নের ভাষা অনুযায়ী আমি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় উত্তর দিয়েছি।
প্র–আপনার প্রশ্নের উত্তর পুলিশ কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছে?
উ–তা আমি জানি না। কারণ আমাকে তা দেখানো হয়নি।
প্র–আপনাদের ক্যান্টিনে কারা যেতে পারতেন?
উ–অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীরা।
প্র–ক্যান্টিনে কত লোক বসতে পারতো?
উ–ক্যান্টিনে দুটি কি একটি বেঞ্চ ও একটি টেবিল ছিল। তবে কোন চেয়ার ছিল না।
প্র–ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর সাথে কথোপকথনের সময় আপনারা কি বসেছিলেন না দাঁড়িয়েছিলেন?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–আপনাদেরকে কে চা পরিবেশন করেছিল?
উ–একটি বয়।
প্র–ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর সাথে চা পান করার সময় ক্যান্টিনে কত লোক ছিল?
উ–তা আমার স্মরণ নেই। তবে সেখানে অন্য লোক ছিল।
প্র–ক্যান্টিনে কি কোন কাউন্টার ছিল?
উ–জী না।
প্র–তখন ক্যান্টিনে অন্য কোন পূর্ব পাকিস্তানী ছিলেন?
উ–আমি তা বলতে পাচ্ছিনে।
প্র-সেবারই কি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ আন্দোলন সম্পর্কে আপনার সাথে প্রথম আলোচনা করেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–আন্দোলন সম্পর্কে শুনে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?
উ–আমি আনন্দিত হয়েছিলাম।
প্র–আপনি কি মুগ্ধ হয়েছিলেন?
উ– আনন্দিত ও মুগ্ধ শব্দ দুটির অর্থ একই।
এক প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী বলেন যে, দুই প্রদেশের মধ্যে সামরিক বাহিনীতে বৈষম্য সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। বস্তুতঃ বৈষম্য বলতে তিনি বুঝেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে অধিক শিল্প-কারখানা রয়েছে এবং সামরিক বাহিনীতেও পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা বেশী। এছাড়া কেন্দ্রীয় রাজধানী সেখানে অবস্থিত বলে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাও অধিক।

প্র-কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার ফল কি হয়েছে?
উ–দু' অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান থাকায় কেন্দ্রীয় রাজধানীতে বেশী অর্থ সরবরাহ হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান অধিক উন্নত হয়েছে।
প্র–আপনারা কি করতে চেয়েছিলেন?
উ–বৈষম্য দূর করার জন্যে আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলাম। এরপর আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে উন্নত করতে চেয়েছিলাম।
প্র–কিভাবে আপনারা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতেন?
উ–বিপ্লবের মাধ্যমে।
প্র–বিপ্লব বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?
উ–সেনাবাহিনীর কর্মচারী হিসাবে বিপ্লব বলতে আমি সশস্ত্র বিপ্লব বুঝি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, অস্ত্র সংগ্রহ ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যোগাড় করে আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলাম। তবে তিনি বিপ্লবের প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন না। কাজেই কি ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করা হত তা তিনি জানেন না।
প্র–কি ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন আপনি মনে করেন?
উ–বিপ্লবের জন্যে কি ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করা হত তা আমাকে বলা হয়নি।
প্র–কখন বিপ্লব শুরু করা হত?
উ–কখন এবং কিভাবে বিপ্লব শুরু করা হত এর বিস্তারিত পরিকল্পনা আমি জানতাম না। তবে বিপ্লব সফল হবে বলে আমাকে বলা হয়েছিল।
প্র–বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে কত লোক রিক্রুট করার প্রয়োজন ছিল?
উ–আমি তা জানি না। এছাড়া বিপ্লব কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কেও আমাদের বৈঠকে কিছু আলোচনা হয়নি।
প্র–মাহবুবউদ্দিনের সাথে আপনার পরিচয় কখন থেকে?
উ–১৯৬১ সাল থেকে।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, মাহবুবউদ্দিন প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী। তবে তিনি কোন ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলেন বলে আমি জানি না। এছাড়া তাঁকে সামরিক বাহিনীতে কবে রিক্রুট করা হয়েছিল এবং তিনি কত বছর চাকুরী করেছিলেন তাও তিনি জানেন না।
প্র–আপনার সাথে পরিচয় হওয়ার সময় মাহবুবউদ্দিন কি চাকুরীতে ছিলেন?
উ–জী না।
প্র–কিভাবে তাঁর সাথে আপনার পরিচয় হল?
উ–আমার পরিচিত তাঁর কয়েকজন আত্মীয়ের মাধ্যমে মাহবুবউদ্দিনের সাথে আমার পরিচয় হয়।

প্র–করাচীতে মাহবুবউদ্দিন কোথায় থাকতেন?
উ–বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন।
প্র–১৯৬৬ সালের মে মাসে মাহবুবউদ্দিন কোথায় থাকতেন?
উ–করাচীর পূর্ব জাহাঙ্গীর রোডে এবং সেখানেই তাঁর সাথে আমি সাক্ষাৎ করি।
প্র-সে বাড়ীর নম্বর কত ছিল?
উ–২৮/৫ নম্বর। এই বাড়ীতে তিনি তাঁর এক বন্ধুর সাথে থাকতেন। তবে সে বাড়ীতে কোন পরিবার থাকত না।
প্র–সে বাড়ীতে আপনাদের কোন বৈঠক হয়েছিল কি?
উ–জী না।
প্র–তবে মিটিং কোথায় হয়েছিল?
উ–আমি যেসব মিটিং-এর কথা বলেছি তা মার্টিন কোয়ার্টার্স-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
প্র–ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ কোথায় থাকতেন?
উ–আবিসিনিয়া লাইনে। একটি ব্লকের অংশে এই বাড়ীটি স্বতন্ত্র ছিল।
প্র–সেই ব্লকে কতটি কামরা ছিল?
উ–তা আমার স্মরণ নেই। বাড়ীটির টিনের ছাদ ছিল। তবে এতে কতটি দেয়াল ছিল তাও আমি জানিনে।
প্র–সেই বিল্ডিং-এ কোন কড়িডোর ছিল কি?
উ–জী না।
প্র–মফিজউল্লাহর সাথে ক্যান্টিনে কথোপকথনের কত মাস পরে তাঁর বাড়ীতে বৈঠক হয়েছিল?
উ–তিন মাস পরে।
প্র–জামাল উদ্দিনের সাথে আপনার পরিচয় কোন সাল থেকে?
উ–১৯৫৯ সালে কোহাটে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়।
প্র–আপনি কি সাবেক কর্পোরাল আমীর হোসেনকে চেনেন?
উ–চাকুরীতে থাকাকালে আমি তাঁকে চিনতাম।
প্র–কোন সালে আপনি তাঁকে দেখেছেন?
উ–১৯৬২ সালে করাচীর ড্রিগ রোডে তাঁকে আমি দেখি। পিএএফ-এ চাকুরী করার সময় সম্ভবতঃ ১৯৬৪ সালে শেষবারের মত তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। বিমান বাহিনীর চাকুরী ছাড়ার পর তাঁকে আমি আর দেখিনি।
প্র–এরপর আপনি কি আমীর হোসেনের নাম শুনেছেন?
উ–আমীর হোসেনের নামের মত আমি অনেক লোকের নামই শুনেছি।

প্র–সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কে প্রথম আলোচনা করেছিলেন?
উ–কর্পোরাল জামান উদ্দিন।
প্র–বিপ্লব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন?
উ–তিনি বলেছিলেন যে, সার্জেন্ট শামসুল হক ঢাকায় লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও আমীর হোসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবের জন্য কাজ করছেন।
প্র–জামাল উদ্দিন বিস্তারিতভাবে কি বলেছিলেন?
উ–আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি। এছাড়া আমরাও তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, আমীর হোসেন আন্দোলনে ছিলেন এটা বলার জন্য আগেই তাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আমীর হোসেন আন্দোলনে ছিলেন কিনা তা তিনি জানেন না।
জেরার এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান প্রশ্ন করেনঃ
প্র–'মুভমেন্ট/অরগেনাইজেশন' এই রূপ লেখা থেকে আপনি কি বোঝেন?
উ–এইরূপ লেখা দ্বারা দুটো শব্দের একই অর্থ বোঝায়।
প্র–'একসেপটেড/এডপটেড' লেখা দেখে আপনি কি বোঝেন?
উ–এখানেও দুটো শব্দই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমি বুঝি।
এখানেই জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা অসমাপ্ত থাকে। আজ বুধবার পুনরায় তাঁর জেরা শুরু হবে।

সংবাদ

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাজসাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জেরা অব্যাহত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বুধবার) ঢাকার কুর্মিটোলা সিগন্যাল মেস-এ 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যে'র ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান রাজসাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরা শেষ করেন। কৌসুলি সালাম খান ছাড়াও এইদিন বিবাদীপক্ষের খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন, জনাব আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, ডঃ আলীম আল রাজী, জনাব জুলমত আলী, জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী ও জনাব ফজলুল করীম রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।

জেরা অসমাপ্ত থাকিতেই বিশেষ কার মত মুলতবী ঘোষণা করা ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন গতকল্য– হয়।

সালাম খানের জেরা

প্রঃ আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহর বাসায় যে বৈঠক হয়, তা মে মাসের এক মাস পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উঃ আমার স্মরণ নেই।

প্রঃ যদি বলি জুন মাসে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহর কোন বাসা আবিসিনিয়া লাইনে ছিল না, তার জন্যেই আপনি আদালতে এখন বৈঠকের তারিখ জুনের পরিবর্তে সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর বলিতেছেন?

উঃ আমি অনুরূপ বিবৃতি পুলিসের নিকট দিয়েছিলেম কিনা আমার মনে নেই।

জনাব সালাম খানের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, তিনি মফিজুল বারীর নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছেন, উহা তাহার সংগে নাই। সাক্ষী বলেন, চিঠিখানি আমার গ্রামের বাড়ীতে নাই, সম্ভবতঃ চিঠিখানি আমি পেয়েছিলাম ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। রাজ্জাকের দোকান কোথায় তা শামসুল হক আমাকে ঠিকানা দেয়।

প্রঃ রাজ্জাকের সঙ্গে আপনাকে ও সার্জেন্ট মফিজুল্লাহকে পরিচয় করিয়ে দেয়?

উঃ সার্জেন্ট শামসুল হক।

প্রঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে আপনি কি এক্স-সার্জেন্ট রাজ্জাকের দোকানে অনুষ্ঠিত সভা প্রসঙ্গে আপনি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে 'বড় ভাই' বলে উল্লেখ করেছিলেন?

উঃ আমার তা' মনে নেই।

প্রঃ রাজ্জাকের দোকান কিসের?

উঃ ঔষধের। শহরের দিকে যাবার পথে দোকানটা রাস্তার বাঁদিকে। দোকানের পিছনে একটি ষ্টোর রুম আছে।

প্রঃ আপনাদের বৈঠক কোথায় হত?

উঃ সেই ষ্টোর রুমে।

প্রঃ সেখানে কোন ঔষধের বাক্স অথবা বোতল দেখেছেন?

উঃ মনে নেই।

প্রঃ ঐ দোকানের পাশে আর কোন দোকান আছে?

উঃ জী হ্যাঁ, আছে।

প্রঃ আপনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তারা ছাড়া বৈঠকে কেউ আছে?

উঃ তা' থাকতে পারে।

প্রঃ ঐ সভায় আপনাদের আন্দোলনের জন্য যারা পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করছে তাদের কারো নাম উল্লেখ করা হয়েছিল?

উঃ মনে নেই।

প্রঃ সেসময় লেঃ মোয়াজ্জেম কোথায় ছিলেন?

উঃ তা বলতে পারি না। তবে মফিজুল্লাহ বলেছিল যে, করাচীতে তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন।

প্রঃ লেঃ রহমানের বাসায় বৈঠকের জন্য মাহবুবুদ্দীনকে কখন আনতে গেলেন?

উঃ ৪টা হতে সাড়ে চারটা হবে।

সাক্ষী আরও বলেন, "তাঁকে আনার জন্য আমি মিল এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।"

প্রঃ 'গেটে'র রেজিষ্টারে আপনার নাম আছে?

উঃ মনে নেই।

প্রঃ আপনি কি গেট পাশ ছাড়া ঢুকেছিলেন? না গেট পাশ নিয়ে?

উঃ মনে নেই।

সাক্ষী এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, লেঃ রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত সভায় আন্দোলনের সহিত জড়িত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মীদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। বিপ্লবী সংস্থা তখন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করিয়াছিল কিনা, তিনি উহা জানেন না। তিনি বলেন যে, এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাব্য দিন এবং মাসও তিনি জানিতেন না।

প্রঃ সার্জেন্ট জলিলের বাসায় যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তা মে মাসের কোন সপ্তাহে?

উঃ আমি বলতে পারি না।

প্রঃ সার্জেন্ট জলিলের বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠককালে হাতবোমা দেখান হয়েছিল, একথা কি আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন?

উঃ আমি মনে করতে পারছি না।

প্রঃ সার্জেন্ট জলিলের বাড়ীতে যাওয়ার ট্যাক্সী ভাড়া কে দিয়েছিল?

উঃ মনে নেই।

প্রঃ দ্বিতীয়বার আপনি কোন বৈঠকে যান?

উঃ যদ্দুর আমার মনে পড়ে, কারসাজ এলাকায় লেঃ রহমানের বাড়ীতে আমি দ্বিতীয়বারের মত বৈঠকে যোগদান করি। আমি যাদের নাম বলেছি, বৈঠকে তাঁরা ছাড়াও আরও ২/১ জন লোক হয়ত সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রঃ তারা কারা বলতে পারেন?

উঃ মনে করতে পারছি না।

প্রঃ সভাস্থলে কিভাবে আপনি গিয়েছিলেন?
উঃ সম্ভবতঃ কিছুটা বাসে, কিছুটা পায়ে হেঁটে।
প্রঃ যাদের নাম আপনি বলেছেন, সেখানে গিয়ে আপনি তাদের সকলকে দেখতে পান?
উঃ জী হ্যাঁ।
প্রঃ লেঃ রহমান ২৯শে এপ্রিল হতে ১৮ই মে পর্যন্ত করাচীর বাইরে ছিলেন একথা ঠিক?
উঃ আমি জানি না।

কৌঁসুলির অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সার্জেন্ট শামসুদ্দীন লেঃ রহমানকে যে তারবার্তা প্রেরণ করেন উহা তিনি কখনো দেখেন নাই। লেঃ রহমানের বাসায় দ্বিতীয় দফা বৈঠকের পরে কোন নতুন সদস্য ভর্তি করা হয় নাই।
সাক্ষী বলেন যে, লেঃ রহমান সুলতানউদ্দীনের আগে ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসেন।
প্রঃ মাহবুবুদ্দীনের বাসায় প্রথম সভা হয় কখন?
উঃ জুলাইয়ের প্রথম ভাগে; সম্ভবতঃ ১০ই জুলাই।
প্রঃ ঢাকা থেকে ফেরার পর সুলতানউদ্দীনের সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা হয় কোথায়?
উঃ উল্লিখিত সভায়।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ঐ সভায় তিনি পাইলট অফিসার মীর্জাকে দেখিতে পান। তবে আন্দোলন সম্পর্কে সেবার তার সঙ্গে আমার কোন আলাপ হয়নি।
প্রঃ ঐ সভার আগে আপনি এস, এম, আলীকে দেখেছেন?
উঃ আমার মনে নেই। সার্জেন্ট কাসেম, জয়নাল ও চৌধুরী জয়নুল আবেদীনের ব্যাপারেও আমার একই উত্তর।
প্রঃ কোন ডাইরী বা অন্য কোন কিছুতে এঁদের নাম আপনি লিখে রেখেছেন?
উঃ জী না।
প্রঃ এই মামলার ব্যাপারে এঁদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ যদি বলি বিমান বাহিনীর সহিত নৌবাহিনীকে জড়িত করার জন্যেই আপনি ঐ সভায় যোগদানকারী হিসাবে সুলতানউদ্দীনের নাম উল্লেখ করেছেন?
উঃ এ কথা সত্য নয়।

এক প্রশ্নের জবাবে কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, মাহবুবুদ্দীনের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে দ্বিতীয় সভা কয়েকদিন পর অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল কিনা, উহা তাহার স্মরণ নাই। সাক্ষী

বলেন যে, মাহবুবুদ্দীনের বাড়ীতে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠানের খবর তাহাকে কে দিয়াছিল,তাহা তিনি জানেন না,তাছাড়া সে সভায় তিনি একা গিয়াছিলেন, না অন্য কারো সঙ্গে গিয়েছিলেন উহা তাহার মনে নাই।
সাক্ষী বলেন যে, সেই বৈঠকে তিনি লেঃ রউফের সঙ্গে মিলিত হন। সভা রবিবার কিম্বা অন্য কোন দিন অনুষ্ঠিত হয় কিনা উহা তাহার মনে নাই।
প্রঃ সেসময় লেঃ রউফ কোথায় থাকতেন?
উঃ জানি না।
প্রঃ জয়নুল অথবা চৌধুরী জয়নুল আবেদীন সেসময় কোথায় ছিলেন?
উঃ তাও জানি না।
সাক্ষী প্রশ্নের জবাবে জানান যে, নেতা নির্বাচিত না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে লেঃ রউফকে নেতা নির্বাচিত করা হয়। সাক্ষীও তাহাকে নেতা বলিয়া মানিয়া নেয়।
প্রঃ দলের চাঁদা ও অন্যান্য বাবদ টাকা কার কাছে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?
উঃ সে রকম কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। আমি যে চাঁদা আদায় করতাম তা লেঃ রহমানের কাছে দিতাম।
প্রঃ একটি টেকনিক্যাল স্কুল খোলার জন্য কত টাকা দরকার?
উঃ সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই।
প্রঃ সভায় আপনারা যে শপথ নেন, তা' কখন লেখা হয়?
উঃ সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়। ২/৩ জন সদস্য যৌথভাবে লেখাটি তৈরী করেন।
প্রঃ শপথের বাংলা অর্থ মনে আছে?
উ ঃ নেই।
প্রঃ সার্জেন্ট জলিলের বাড়ীতে যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তা কোন সময় হয়েছিল?
উঃ ঠিক তারিখ ত মনে নেই, তবে যদ্দুর মনে পড়ে জুলাই মাসে।
প্রঃ সার্জেন্ট জলিলের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে সার্জেন্ট শামসুদ্দীনও উপস্থিত ছিলেন, এ কথা কি আপনি পুলিসের নিকট বলেছিলেন?
উঃ আমার মনে পড়ছে না।

এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী বলেন যে, এই সভার আগেই তিনি কর্পোরাল আফতাবকে চিনিতেন। সাক্ষী বলেন যে, কার্যতঃ তিনিই কর্পোরাল আফতাবকে তাঁহার দলভুক্ত করেন। তবে তিনি ঐ সভা ছাড়া অন্য কোন সভায় যোগ দিয়াছিলেন কিনা তিনি উহা স্মরণ করিতে পারিতেছে না।
প্রঃ ১৯৬৩ ও ১৯৬৭ সালে চাকুরী হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আপনি আবেদন করেছিলেন?
উঃ জী করেছিলাম।

প্রঃ ১৯৬৩ সালে আপনি এই আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন?
উঃ জী না।

কৌসুলির এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বৈঠকে লেঃ রহমান যখন বলেন যে, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পার্টির তহবিলের অপব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বলা হয়; কিন্তু সেই বৈঠকে এই একথা বলা হয় নাই যে, কি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল অথবা তহবিলের কি পরিমাণ অর্থ তসরুপ করা হইয়াছিল।

প্রঃ আচ্ছা, ইহার পর, অর্থাৎ এই তথ্য প্রকাশের পর কি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন দলের আর নেতা থাকিবেন না?
উঃ জ্বী না, এ সব কিছু বলা হয়নি। বৈঠকে এই তথ্য প্রকাশের ফলে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আর দলের নেতা থাকা, উচিত নহে বলিয়া এমন কোন কথা বলা হয় নাই।

প্রঃ এরপর লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে বা আপনাদের সংস্থা হতে তাঁকে অপসারণ করতে আপনি কোন চেষ্টা করেননি?
উঃ জ্বী না, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য অথবা তাঁকে সংস্থা থেকে অপসারণের জন্য আমি কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করিনি।

প্রঃ আপনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে আপনার নেতা বলে স্বীকার করতেন?
উঃ জী না, আমি তাঁকে আমার নেতা বলে স্বীকার করতাম না।

প্রঃ তহবিল তসরুপের গুজব সম্পর্কে আপনি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে কোন কথা বলেননি?
উঃ বৈঠকের পর তাহার সহিত অবশ্যি আমার দেখা হয়েছে; কিন্তু তহবিল তসরুপের গুজব অথবা তহবিলের ব্যবহার সম্পর্কে আমি তাঁকে কোন কথা বলিনি।

কৌসুলির অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সংস্থার তহবিল তসরুপ করে তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পছন্দ করিবেন না। তিনি বলেন যে, সংস্থার জন্য সংগ্রহকৃত সকল অর্থের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন।

প্রঃ সুলতানউদ্দীনের বাসভবনে আন্দোলন সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছিল কি?
উঃ জী হ্যাঁ, সুলতানউদ্দীনের বাসভবনে আন্দোলন সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছিল এবং সুলতানউদ্দীনের বাসভবনে সেই আলোচনাতেই অর্থাৎ সেখানেই লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সহিত আমার দেখা হয়।

প্রঃ তহবিল তসরুপ গুজব সম্পর্কে সুলতানউদ্দীন কিছু জানতেন কিনা?
উঃ সুলতানউদ্দীন নিজে এ বিষয়টি জানতেন, কারণ যে বৈঠকে তহবিল তসরুপের বা তহবিল অপব্যবহারের কথা ওঠে সেই বৈঠকে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন।

প্রঃ আপনি কি এ ব্যাপারে সুলতানউদ্দীনের সঙ্গে কোন আলোচনা করেছিলেন?
উ ঃ জী হ্যাঁ, ইতিপূর্বে তহবিল তসরুপের ব্যাপারে আমি সুলতানউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম।

কৌসুলির এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তহবিল সম্পর্কে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সহিত আলোচনা করার বিষয়টি লেঃ রউফ ও লেঃ রহমানের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, প্রথম বৈঠকে লেঃ রহমান তহবিল তসরুপের প্রশ্নটি তোলেন। সেখানে সুলতানউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন না।কিন্তু তাহার পরবর্তী বৈঠকে তহবিল তসরুপের প্রশ্নটি যখন তোলা হয় সুলতানউদ্দীন তাহাতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রঃ কোন্ বৈঠকে এই বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল বলতে পারেন কি?
উঃ আমি স্মরণ করতে পারছি না যে, কোন্ বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল। একটি বৈঠক ছাড়া অন্য কোন বৈঠকে তহবিল তসরুপের প্রশ্নটি উত্থাপন করার বিষয়ে এই আদালতে উল্লেখ করতে আমি হয়ত ভুলে গিয়েছিলাম।

প্রঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ইতিপূর্বে প্রদত্ত আপনার জবানবন্দীতে আপনি কি তহবিল তসরুপের প্রসঙ্গে কেবলমাত্র একটি বৈঠকের কথাই উল্লেখ করেন নাই?
উঃ ইতিপূর্বে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত আমার জবানবন্দীতে তহবিল তসরুপের প্রসঙ্গে কেবলমাত্র একটি বৈঠকের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম কিনা, আমি তা মনে করতে পারছি না। আমি এ-ও মনে করতে পারছি না যে, পুলিসের কাছে দেওয়া আমার জবানবন্দীতে আমি একথা উল্লেখ করেছি কিনা।

প্রঃ সিদ্দিকুর রহমান বলে আপনি কোন ব্যক্তিকে চেনেন কিনা?
উঃ সংস্থার এক বৈঠকে আমি কেবলমাত্র একবারই আসি। সিদ্দিকুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে দেখেছি।

প্রঃ তিনি কি করেন?
উঃ তিনি কি করেন তা আমি জানি না।

প্রঃ তিনি কি বাঙ্গালী?
উঃ তিনি বাংলা বলেন, তবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানী না পশ্চিম পাকিস্তানী তা আমি জানি না।

প্রঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ইতিপূর্বে প্রদত্ত আপনার জবানবন্দীতে আপনি বলেছেন যে, সংস্থার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আপনি চট্টগ্রামে জনাব এ, ডি, রেজাউর রহমান নামক এক ব্যক্তির নিকটে যান, এ কি সত্যি?

উঃ আমি স্মরণ করতে পারছি না যে, ইতিপূর্বে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে আমি একথা বলেছি কিনা যে, জনাব এ, ডি রেজাউর রহমানের নিকট হইতে পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁর সঙ্গে একসাথে চট্টগ্রামে যাই এবং সেখানে তাঁর কাছ হতে ১৫০ টাকার মত পাই।

প্রঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়?

উ ঃ আমি সুলতানউদ্দীনের বাসায় যখন যাই তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং তখনই প্রথমবারের ন্যায় তাহার সাথে আমার দেখা হয়।

সাক্ষী বলেন, আমি চট্টগ্রামে যাওয়ার আগে না পরে সুলতানউদ্দীনের বাসভবনে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সংগে আমার দেখা হয় আমি তা মনে করতে পারছি না।

সাক্ষী বলেন, সংগ্রহ করা অর্থ আমি করাচীতে গিয়ে লেঃ এম, এম, রহমানের হাতে দিয়ে দিই। মোট ৬৫০ টাকা আমি তাকে দিই এবং চট্টগ্রাম হতে আমি যে ১৫০ টাকা সংগ্রহ করেছিলাম, তা আমি নিজে খরচ করি।এই টাকা আমি লেঃ এম, এম, রহমানকে দিতে পারিনি; কারণ, ধরপাকড়ের জন্য আমি এমন কাউকে পাইনি, যার হাতে টাকাটা পৌঁছে দেওয়া যায় এবং সেই জন্যেই উক্ত অর্থ আমার কাছেই থেকে যায়।

সাক্ষী বলেন, চট্টগ্রাম হতে আমি সোজা আমার গ্রামের বাড়ীতে চলে যাই। আমি ঢাকায় আসিনি। যেদিন আমি করাচী যাচ্ছিলাম সেই দিনই আমি গ্রাম থেকে ঢাকায় আসি। সেসময় লেঃ রহমান ও লেঃ রউফ কোথায় ছিলেন আমি তা জানতাম না।

প্রকৃতপক্ষে খবরের কাগজের মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে, লেঃ রহমান গ্রেফতার হয়েছেন।

প্রঃ তিনি কবে গ্রেফতার হন বলে আপনি জানতে পারেন?

উঃ আমার করাচী যাওয়ার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন।

প্রঃ সেটা কবে?

উঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে। সেসময় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম। সেসময়ে গ্রেফতারের বিষয়ে আমি কোন কিছু জানতাম না। চট্টগ্রামে পৌঁছে আমি গ্রেফতারের বিষয় জানতে পারি।

প্রঃ খবরের কাগজে আপনি কখন তাঁদের গ্রেফতারের খবর জানতে পারেন?

উঃ জানুয়ারী মাসে আমি গ্রেফতারের খবর সংবাদপত্রে দেখতে পাই। অর্থ সংগ্রহের জন্য আমি চট্টগ্রামে আর কারও সঙ্গে দেখা করিনি।

সাক্ষী বলেন, ১৪ই জানুয়ারী আমি আমার গ্রামের বাড়ী হতে ঢাকায় আসি এবং ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারী রাত্রে আমি করাচী রওয়ানা হই।

কৌঁসুলির আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সুলতানউদ্দীনের বাসভবনে আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে দেখতে পাই। আমি সঠিক তারিখের কথা উল্লেখ করতে পারছি না। আমি চট্টগ্রাম যাওয়ার পূর্বেই এই সাক্ষাৎকার ঘটে।

সাক্ষী বলেন, মাহবুবুদ্দীনের গৃহে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে সার্জেন্ট শামসুল হকও উপস্থিত ছিলেন। একথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে আমি বলেছি কিনা, তা আমার মনে পড়ছে না।

প্রঃ জাহাঙ্গীর রোড কোথায় বলতে পারেন?

উঃ ক্লিটন কোয়ার্টাসের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

প্রঃ গ্রেফতারের পর আপনাকে কি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল?

উঃ একথা ঠিক নয় যে, আটক থাকাকালে আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিলো।

প্রঃ আটক থাকাকালে আপনার নিকট হতে জবানবন্দী আদায়ের জন্য কতিপয় অফিসার কি আপনার উপর নির্যাতন চালিয়েছে বা আপনাকে মারধর করেছে?

উঃ জী না, একথা সত্য নয়।

প্রঃ টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আপনি কবে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন?

উঃ টাকা সংগ্রহের জন্যে আমি কবে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম,তা আমার মনে নেই। সম্ভবতঃ ১২ই অথবা ১৩ই ডিসেম্বরে আমি গ্রেফতারের খবর জানতে পারি।

সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমি চট্টগ্রামে যাওয়ার আগেই লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সংগে সাক্ষাৎ করি, কিন্তু তার তারিখ আমার ঠিক মনে নেই। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর।

দৈনিক পয়গাম

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জেরা অব্যাহত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গতকল্য (বুধবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হইলে ৮ নম্বর রাজসাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জেরা

দ্বিতীয় দিনের মত অব্যাহত থাকে। বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানসহ মোট ৮জন আইনজীবী পরপর তাঁহাকে জেরা করেন এবং জেরা চলাকালেই গতকল্যকার মত অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। অদ্য (বৃহস্পতিবার) শুনানী শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ আবার তাঁহাকে জেরা করিবেন।

ভারতের অস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান, ৩জন সি, এস, পি, অফিসার–জনাব রুহুল কুদ্দুস, জনাব আহমেদ ফজলুর রহমান ও খান শামসুর রহমান এবং লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমসহ মোট ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচার চলিতেছে।

পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান (চেয়ারম্যান), ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে লইয়া এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইয়াছে।

গতকল্য (বুধবার) সকালে ক্যান্টনমেন্ট সিগন্যালস মেসে প্রকাশ্য শুনানী শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান পূর্বদিনের জের টানিয়া ৮ নম্বর সরকারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে জেরা করিতে শুরু করেন। জনাব খান তাহাকে বিভিন্ন সভা এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ

প্র: আপনি কথিত সভার পূর্বে ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের দোকান চিনিতেন?
উত্তর: না, চিনিতাম না।
প্রশ্ন: আপনি সেখানে সভায় যোগদান করিলেন কি করিয়া?
উ: সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ আমাকে ঠিকানা দেন এবং আমি একাই সেখানে গমন করি।
প্র: সভায় আপনাকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়?
উ: সার্জেন্ট শামসুল হক, সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ ও আমাকে সার্জেন্ট রাজ্জাকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।
প্রশ্ন: করাচী হইতে আগত সার্জেন্ট মফিজুল্লাহর সহিত বিমানবন্দরে দেখা করার জন্য কোন্ তারিখে আপনি গ্রামের বাড়ী হইতে রওয়ানা হন?
উ: আমার ঠিক মনে নাই।
প্র: ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে রাজ্জাকের দোকানে অনুষ্ঠিত সভা প্রসঙ্গে আপনি কি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমকে বড় ভাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন?
উ: আমার মনে নাই।

প্র: পুলিশের নিকট?
উ: তাহাও মনে নাই।
প্র: রাজ্জাকের দোকানটি কিসের?
উ: ঔষধের।
প্র: দোকানটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কত?
উ: আনুমানিক ১০×১২ ফুট। দোকানের পিছনে আর একটি ষ্টোররুম আছে। এই রুমেই আমরা বৈঠকে বসি। এই রুমটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আনুমানিক ৮×৪ ফুট। এই রুমে একটি বেঞ্চ- ১/২টি ড্রাম ছিল।
প্রশ্ন: এই দোকানের পাশে আর কোন দোকান আছে?
উত্তর: আছে।
প্রশ্ন: এই সভায় পূর্ব পাকিস্তানে যাহারা বিপ্লবী সংঘে কাজ করেন, তাহাদের মধ্যে কাহারও নাম উল্লেখ করা হইয়াছিল কি?
উত্তর: আমার মনে নাই।
প্র: সভায় সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ কি বলিয়াছিলেন?
উ: তিনি বলেন যে, তাঁহার (মফিজুল্লাহ) সহিত করাচীতে বড় ভাই লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের আলোচনা হইয়াছে।
প্র: কথিত বিপ্লব কিভাবে শুরু করা হইবে তাহা আপনি জানিতেন?
উ: না। জানিতাম না।
প্র: কোন্ তারিখে বা মাসে বিপ্লব শুরু হইবে তাহা জানিতেন?
উ: না।
প্র: ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে সার্জেন্ট জলিলের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় হাতবোমা পরিচালনা পদ্ধতি প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন?
উ: আমার মনে নাই।
প্র: সার্জেন্ট জলিলের বাসায় সভায় যোগদানের জন্য যাওয়ার সময় ট্যাক্সী ভাড়া কে পরিশোধ করেন?
উ: আমার স্মরণ নাই।
প্র: আপনি বলিয়াছেন, সার্জেন্ট জলিলের বাসভবন ক্লেটন কোয়াটার্সে। তাহা কি ক্লেটন রোডের নিকটে?
উ: ক্লেটন রোডের নিকটে কিনা আমার জানা নাই।
প্র: লেঃ এম, এম, রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় কি আপনি একাই গিয়াছিলেন?
উ: আমার যতদূর মনে পড়ে আমি একাই গিয়াছিলাম।
প্র: সেখানে কিসে গিয়াছিলেন?
উ: কতকাংশ বাসে এবং অবশিষ্ট অংশ পায়ে হাঁটিয়া।

প্র: সেখানে পৌঁছিয়া কি আপনি অন্যদের উপস্থিত দেখিতে পাইয়াছেন?
উ: হয়ত দেখিয়াছি।
প্র: ক্যাপ্টেন রহমানের গৃহে যে সভা হয়, তাহা মাসের কোন্ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা আপনার মনে আছে কি?
উ: কোন্ সপ্তাহে সঠিক বলিতে পারিব না।
প্র: সভায় অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু সেই অর্থ কাহার নিকট জমা দেওয়ার কথা হয়?
উ: সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। তবে জমা দেওয়ার জন্য কাহাকেও নির্দিষ্ট করিয়া ঠিক করা হয় নাই।
প্র: আপনি কাহার কাছে জমা দেন?
উ: আমি অভিযুক্ত লেঃ এম, এম, রহমানের নিকট টাকা জমা দেই।
প্র: আপনি আপনাদের নেতা অভিযুক্ত লেঃ রউফের নিকট অর্থ জমা দেন নাই কেন?
উ: কারণ, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি নাই।
প্র: তখন লেঃ রউফ কোথায় ছিলেন?
উ: সম্ভবতঃ করাচীতে।
প্র: আপনি কি একবারেই সংগৃহীত সমস্ত অর্থ লেঃ এম, এম, রহমানকে দিয়াছিলেন?
উ: একাধিকবারে।
প্র: আপনি লেঃ রউফের সহিত দেখা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন?
উ: সম্ভবতঃ করি নাই।
প্র: একটি টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে কত টাকা লাগে?
উ: আমি বলিতে পারি না।
প্র: কথিত শপথনামা আপনারা কোথা হইতে পান?
উ: সভায় বসিয়াই লেখা হয় এবং পাঠ করা হয়।
প্র: আপনি বাংলায় সেই শপথ এখন হুবহু বলিতে পারেন?
উত্তর: এখন হুবহু বলিতে পারি না।
প্রশ্ন: ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের সময় আপনার নিকট বাংলায় শপথনামা লেখা ছিল?
উ: ছিল না।
প্রশ্ন: ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের সময় আপনি কি শপথনামা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ইহা মূল বাংলার অনুবাদ?
উ: আমার স্মরণ নাই।

প্রশ্ন: তাহার নিকট শপথনামার যেনংরাজী অনুবাদ বলিয়াছেন, তাহা এখন মনে আছে?
উত্তর: মনে করিতে পারিতেছি না।
প্রশ্ন: আপনি কি শপথনামা মুখস্থ বলিয়াছিলেন?
উত্তর: না, কেবল মর্মার্থ বলিয়াছি।
প্রশ্ন: আপনি কয়বার বিমানবাহিনী হইতে ডিসচার্জ হওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন?
উ: দুইবার। একবার ১৯৬৩ সালে এবং আর একবার ১৯৬৭ সালে।
প্র: ১৯৬৩ সালে কি আপনি এই ষড়যন্ত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন?
উ: না।
এক পর্যায়ে জনাব সালাম খান অভিযুক্ত লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের তহবিল তসরুপ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে, সভায় তসরুপ সম্পর্কে আলোচনাকালে আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ বলা হইয়াছে কিনা। জবাবে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ এম, এম, রহমান কেবল তসরুপের কথা বলিয়াছেন, পরিমাণ উল্লেখ করেন নাই।
প্র: ইহার পর লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হয়?
উ: না।
প্র: আপনি কি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে নেতা মানিতেন?
উ: না।
প্র: অর্থ আত্মসাৎ প্রসঙ্গে যে সভায় কথা হয়,তাহার পরে কি আপনি কখনো মোয়াজ্জেমের সহিত দেখা করিয়াছেন?
উ: করিয়াছি।
প্র: এই সাক্ষাৎকালে আপনি তাহাকে (মোয়াজ্জেম) তহবিল তসরুপের গুজব সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?
উ: না, করি নাই।
প্র: উক্ত সভার পর আপনি ক'বার তাহার সহিত দেখা করেন?
উ: মাত্র একবার।
প্র: সাক্ষাৎকালে আপনি তসরুপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কেন করেন নাই?
উ: ঘটনাক্রমে আমাদের দেখা হয়। আর কিছু জিজ্ঞাসা করা আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
প্র: আপনি কি চান যে, কেহ এই অর্থ আত্মসাৎ করুক?
উ: আমি তাহা পছন্দ করি না।
প্র: আপনি কি পছন্দ করিতেন?
উ: আমি মনে করি যে, পার্টির তহবিল যথার্থ কাজে ব্যয় হওয়া উচিত।

প্র: অভিযুক্ত সুলতানউদ্দিনের গৃহে যখন আপনি যান, তখন কি বিপ্লব সম্পর্কে কোন কথাবার্তা হয়?
উ: আলোচনা হয়।
প্র: অর্থ আত্মসাতের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য কাহাকেও বলিয়াছেন?
উ: লেঃ রহমান ও লেঃ রউফের উপর লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের সহিত এই বিষয় আলাপ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।
প্র: একথা কি সত্যি নয় যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত আপনার বিবৃতি পূর্বেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল?
উ: না।
এই পর্যায়ে জনাব সালাম খান তাঁহার জেরা শেষ করেন এবং খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে জেরা করিতে শুরু করেন। জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁহার মাতৃভাষা বাংলা এবং সাধারণতঃ তিনি বাংলায়ই কথা বলেন। তবে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তিনিনংরাজীতে বিবৃতি প্রদান করেন। কারণ, ইংরাজীই সরকারী ভাষা। খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিনের পর খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ শরীফ তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া যান। ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে আর একজন সাদা পোশাকপরা লোক আসিতেন। তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক কি-না তাহার জানা নাই। সাক্ষী বলেন যে, বিবৃতিদানের পর তাহাকে সামরিক হেফাজতে লইয়া যাওয়া হইবে তাহা তিনি জানিতেন।
অতঃপর জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী জানান যে, গ্রেফতারের পর হইতেই তিনি সামরিক হেফাজতে আছেন। তবে গতমাসে তাহার অসুস্থা দাদীকে দেখার সুযোগদানের নিমিত্ত কেবল ৩ দিনের জন্য তাহাকে বাড়ী যাইতে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি বলেন যে, আটককারী কর্তৃপক্ষই তাহাকেই এই অনুমতি দেন। জনাব আতাউর রহমান খানের সংক্ষিপ্ত জেরার পর ডঃ আলিম-আল-রাজী সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনি কি বিবাহিত?
উঃ আমি অবিবাহিত।
প্রঃ করাচীতে আপনি কোথায় থাকিতেন?
উঃ বিমান বাহিনীর ব্যাচেলার কোয়াটার্সে।
প্রঃ এই ব্যাচেলরস কোয়াটার্স হইতে বাহিরে যাইতে হইলে কি রেজিষ্টারে নাম লিখিয়া যাইতে হয়?
উঃ হ্যাঁ, এই রকম নিয়ম আছে।
প্রঃ এই ব্যাচেলার কোয়াটার্সকে কি লিভিং ইন কোয়ার্সও বলা হয়?
উঃ হ্যাঁ, বলা হয়।

প্রঃ আপনি কথিত সকল সভায় যোগদানের জন্য এই কোয়াটার্স হইতে বাহিরে যাওয়ার সময় কি রেজিষ্টারে নাম রেকর্ড করিয়াছিলেন?
উঃ আমি নিশ্চিত নই, তবে যতদূর মনে পড়ে আমি রেকর্ড করিয়াছি।
প্রশ্নঃ কর্পোরাল র‍্যাঙ্কে আপনার পদোন্নতি লাভ করিতে আপনি কি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন?
উঃ না।
প্রঃ আপনার পদোন্নতি কি সাধারণ নিয়মমাফিক হইয়াছে?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ কখনো কোন পশ্চিম পাকিস্তানী সুপিরিয়র অফিসার কি আপনার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন?
উঃ আমার মনে পড়ে না।
প্রঃ কুর্মিটোলা পাঞ্জাব মেসে আটককালে অবিরাম হৈ চৈ করিয়া কি আপনাকে নির্যাতন করা হইয়াছে?
উঃ না।
প্রঃ তাহা হইলে কি আপনি রাত্রে ভালভাবে ঘুমাইতে পারিয়াছেন?
উঃ না। আমি স্বাভাবিকভাবে ঘুমাইতে পারি নাই। কেননা, আমার কোন মশারী ছিল না বা ঘরে কোন বাতিও ছিল না।

সাক্ষী বিবাদী কৌঁসুলীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আরও জানান যে, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তাঁহার বিবৃতি রেকর্ড করিতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। সেখানে তাঁহাকে পানি সরবরাহ করা হয়। তবে এই পানি বিশুদ্ধ পানীয় কি ঔষধ মিশ্রিত পানীয় তাহা তাহার মনে নাই। তিনি আরও বলেন যে, সভায় বিপ্লবীদের যে শপথ গ্রহণ করানো হয় তাহাতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কথা ছিল না। ঢাকার শুকরাবাদে কোন সভা হয় নাই বলিয়া বিবাদী কৌঁসুলী বলিলে তিনি বলেন যে, একথা সত্য নহে। বিবাদী কৌঁসুলীর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য বলিতে তিনি বুঝেন যে, পাকিস্তানের অর্জিত অর্থের প্রাপ্য অংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় না। তিনি বলেন যে, তিনি করাচী ইসলামিয়া কলেজে অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ঐ কলেজে ভর্তি হন। তবে এইজন্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন অনুমতি গ্রহণ করা হয় নাই। তিনি জানান যে, তিনি কেবল রবিবার সকালে ক্লাসে যোগদান করিতেন। ঐদিন বাহিরে যাইতে কর্তৃপক্ষের অনুমতির দরকার হয় না।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি নিজে তাহার বাসভবনে কোন সভা আহ্বান করেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ বিপ্লবী সংঘকে ২৫ টাকা দিয়া থাকিতে পারেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, গ্রেফতারের পূর্বে তিনি মাসে ২০০ টাকা

বেতন পাইতেন। ডঃ রাজীর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন যে, গ্রেফতারের পূর্বে ১৯৬৭ সালের ২৮শে নভেম্বর ছুটিতে পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়া তিনি ঢাকায় ৪/৫ দিন অবস্থান করেন এবং তাহার পর দেশের বাড়ীতে গমন করেন। এই পর্যায়ে ডঃ রাজী জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনার পিতা কি জীবিত আছেন?
উঃ হ্যাঁ, আছেন।
প্রশ্নঃ তিনি কি খুব বৃদ্ধ?
উঃ না, তত বৃদ্ধ নহেন।
প্রঃ বাড়ীতে যাওয়ার পরে তিনি কি আপনার সহিত আপনার বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা বলিয়াছিলেন?
উত্তরঃ বাবা সাধারণতঃ এইসব ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলেন না।
প্রঃ আপনি নিজে কিছু বলিয়াছেন?
উঃ এই বিপ্লবী সংগঠনে যোগদান করার পর আমি বিবাহ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করি নাই। তাই এখনও অবিবাহিত রহিয়াছি।
প্রঃ বিমান বাহিনীতে কার্যকাল কখন হইতে কখন?
উঃ সকাল ৭টা হইতে দেড়টা পর্যন্ত এবং কোন কোন সময় ২টা পর্যন্ত।
প্রঃ এ কথা কি সত্য নয় যে, আপনি যে শপথের কথা বলিয়াছেন, তাহা আসলে আজগুবি ও মিথ্যা?
উঃ না, আপনার বক্তব্য সত্য নয়।
প্রঃ একথা কি সত্য নয় যে, (অভিযুক্ত) মাহবুবুদ্দিনের বাসভবনে কোন সভাই হয় নাই এবং লেঃ রউফও কোনদিন তাহাতে যোগদান করেন নাই?
উঃ না, সত্য নয়।
এই পর্যায়ে জনাব ফজলুল করীম সাক্ষীকে জেরা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনি কখন হইতে সার্জেন্ট শামসুল হককে চিনেন?
উঃ ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরের পূর্বে আমি তাঁহাকে চিনিতাম না।
প্রঃ আপনি তাহার সহিত কিভাবে প্রথম পরিচিত হন?
উঃ আমি ছুটিতে পূর্ব পাকিস্তানে যাইতেছি, এই কথা জানাইলে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ আমাকে ঢাকায় সার্জেন্ট শামসুল হকের সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করেন।
প্রঃ (অভিযুক্ত) সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ কি আপনাকে কোন পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন?
উঃ আমার মনে নাই।
প্রঃ তাহা হইলে আপনি (অভিযুক্ত) সার্জেন্ট শামসুল হকের সহিত কোন ভিত্তিতে দেখা করিলেন?
উঃ তিনিও (শামসুল হক) আমাদের সংগঠনের সদস্য, আমাকে এই নিশ্চয়তা দেওয়ায় আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে দ্বিধা করি নাই।

প্রঃ আপনি ঢাকায় তাহার সহিত কোথায় দেখা করেন?
উঃ ঢাকাস্থ বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে।
প্রশ্নঃ কখন?
উঃ অপরাহ্নে।
প্রঃ আপনি কখন তাঁহার সহিত দেখা করেন?
উঃ ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে।
প্রঃ ইহার পরে আবার কখন তাঁহাকে দেখেন?
উঃ সার্জেন্ট রাজ্জাকের আওলাদ হোসেন মার্কেটের দোকানে অনুষ্ঠিত সভায়।
প্রঃ বিপ্লবের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের বিষয় আপনি কখন প্রথম জানিতে পারেন?
উঃ ১৯৬৭ সালের সে মাসে সার্জেন্ট জলিলের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায়।
প্রঃ তখন আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়?
উঃ আমি আনন্দিত হই।
প্রঃ ভারত হইতে কি কি শর্তে অস্ত্র লাভ করা যাইবে সার্জেন্ট শামসুল হককে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?
উঃ না, জিজ্ঞাসা করি নাই।
প্রঃ ভারত ছাড়াও অন্য কোন দেশ হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া সার্জেন্ট শামসুল হক বলিয়াছেন, এই মর্মে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি বলিয়াছিলেন?
উঃ আমি মনে করিতে পারিতেছি না।
প্রঃ পুলিশের নিকট?
উঃ তাহাও মনে নাই।
এই পর্যায়ে জনাব বদরুল হায়দর চৌধুরী জেরা করিতে শুরু করেন। তাহার প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সার্জেন্ট জহুরুল হক মাহবুবুদ্দিনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন নাই, একথা সত্য নয়। তিনি আরও বলেন যে, আটক থাকাকালে তাহাকে সার্জেন্ট জহুরুল হকের ফটো দেখান হয় নাই এবং মিথ্যা করিয়াও তিনি তাহাকে (জহুরুল) সনাক্ত করেন নাই।
অতঃপর জনাব জুলমত আলী খান জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনি কি এখনও বিশ্বাস করেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমেই কেবল পূর্ব পাকিস্তানের সমৃদ্ধি বিধান করা সম্ভব?
উঃ না, আমি আর তাহা মনে করি না।
প্রঃ আপনি কি এখনও বিশ্বাস করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে?
উঃ হ্যাঁ, করি।
প্রঃ আপনি জানেন কি যে, বৈষম্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে?
উঃ আমি এ সম্পর্কে অবহিত নই।

প্রঃ বৈষম্য অবসানের জন্য আপনি কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী?
উঃ আমি মনে করি যে, আবেদন ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বৈষম্য দূর করা যাইতে পারে এবং সেই ব্যবস্থায়ই ইহা দূর করা উচিত।
প্রঃ আপনি যখন স্বীকারোক্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন কি জানিতেন যে, আপনাকে ক্ষমা করা হইতে পারে?
উঃ না, জানিতাম না।
প্রঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের কতদিন পূর্বে আপনি স্বীকারোক্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?
উঃ ২০ দিন।
প্রঃ আপনি কেন স্বীকারোক্তি করার সিদ্ধান্ত নিলেন?
উঃ আমি মনে করিয়াছি যে, এইরূপ বেআইনী সংগঠনের সহিত আর জড়িত থাকা ঠিক নয়; তাই স্বীকারোক্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

এই পর্যায়ে গতকল্যকার মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়। অদ্য (বৃহস্পতিবার) ৮ নম্বর রাজসাক্ষী সিরাজুল ইসলামকে জেরা করা হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান
১৭ই অক্টোবর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
একরারী সাক্ষী সিরাজুল ইসলামের জেরা অব্যাহত
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবারও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আট নম্বর একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জেরা অসমাপ্ত থাকে।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে তাঁর পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরা শুরু করেন এবং চা-বিরতির পরও তার জেরা অব্যাহত থাকে।

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব আতাউর রহমান খান, ডঃ আলীম-আল-রাজী, জনাব ফজলুল করীম, ব্যারিস্টার বদরুল হায়দার চৌধুরী ও জনাব জুলমত আলী একরারী সাক্ষীকে জেরা করেন। জনাব জুলমত আলীর জেরা শেষ হলে আদালতের কার্যকাল গতকালকার মত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হলে বিবাদীপক্ষের আরও দু'একজন কৌসুলী একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে জেরা করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সি এস পি অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস খান, শামসুর রহমান ও নৌবাহিনীর লেঃ কম্যান্ডার জনাব মোয়াজ্জেম হোসেনসহ ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতের সাহায্য ও সমর্থনে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ করা হয়েছে।

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানকে চেয়ারম্যান এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে সদস্য করে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই মামলার বিচার করছেন।

গতকাল বুধবার আগরতলা মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ৮নং একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে পুনরায় জেরা শুরু করেন।
প্র–আপনি আদালতে জবানবন্দীতে বলেছেন যে, মফিজুল্লার বাসভবনে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি আপনি একথা বলেছেন যে, মে মাসের একমাস পর উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়?
উ–আমার মনে নেই (ঐরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে)।
প্র–একথা কি সত্য যে, মফিজুল্লা ১৯৬৬ সালের জুন হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আবিসিনিয়া লাইনে থাকতেন না বলেই আপনি এরূপ কথা বলেছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–পুলিশের নিকট কি আপনি বলেছেন যে, মে মাসের এক মাস পরে আবিসিনিয়া লাইনে সভা অনুষ্ঠিত হয়?
উ–আমার মনে পড়ছে না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি এসএসি মাফুজুল বারীর নিকট হতে আমার গ্রামের বাড়ীর ঠিকানায় একখানা পত্র পাই। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে উক্ত পত্র পেয়েছি।
প্র–আপনি রাজ্জাকের দোকান চিনতেন?
উ–দোকান কোন জায়গায় অবস্থিত তা আমি আগে থেকে জানতাম না। আমাকে ঠিকানা দেয়া হয়েছিল এবং আমি নিজেই খোঁজ করে সেখানে গিয়েছি। সার্জেন্ট শামসুল হক আমাকে উক্ত ঠিকানা দিয়েছেন।

সাক্ষী বলেন, মফিজুল্লা এই সভা ডেকেছিলেন। বিমানবন্দরে তার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে আমি কোন চিঠিপত্র বা খবর মফিজুল্লার নিকট হতে পাইনি।

সাক্ষী বলেন, সভায় সার্জেন্ট শামসুল হক সার্জেন্ট মফিজুল্লা ও আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্র–এই বৈঠকে যোগদানের জন্য আপনি কোন তারিখে আপনার গ্রামের বাড়ী ত্যাগ করেন?
উ–তারিখ আমার মনে নেই।
প্র–আপনি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট 'বড়ভাই' শব্দটি উল্লেখ করেছিলেন?
উ–লেঃ মোয়াজ্জেমকে 'বড়ভাই' বলে ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট বর্ণনা করেছি কিনা তা মনে পড়ছে না (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র–রাজ্জাকের কিসের দোকান ছিল?
উ–ঔষধের দোকান।
প্র–দোকানটি কি রাস্তার পাশে অবস্থিত?
উ–হ্যাঁ।
প্র–দোকান ঘরটি কত বড়?
উ–১২x১০ ফুট। এর পেছনে আরেকটি কক্ষ ছিল। তার আয়তন সম্ভবতঃ ৮x৪ ফুট। উক্ত রুমে একটি বেঞ্চ ও একটি বা দুটি ট্রাঙ্ক ছিল। দোকানের উভয় পাশে আরও দোকানপাট ছিল।
প্র–আপনারা কয়েকজন ছাড়াও আরও কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বলে আপনি উল্লেখ করেছেন। এই কতিপয়ের সংখ্যা কত?
উ–একজন বা দু'জন হতে পারে।
তাদের নাম আমার মনে নেই।
প্র–১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্জাকের বাড়ীতে যে সভা হয় উক্ত সভায় আপনাদের সংগঠনের অন্যান্য কর্মীদের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল কি?
উ–আমার মনে পড়ছে না।
জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন, ঐ সময় লেঃ মোয়াজ্জেম কোথায় ছিলেন তাও আমি জানতাম না। মফিজুল্লা বলেছিলেন যে, করাচীতে লেঃ 'এম'-এর সাথে তাদের আলোচনা হয়েছে। মফিজুল্লা ও আমি একত্রে করাচী যাইনি।
প্র–লেঃ রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে 'কতিপয়' ব্যক্তির উপস্থিতির কথা আপনি বলেছেন– তাদের নাম বলতে পারবেন?
উ–তাদের নাম মনে নেই।
প্র–উক্ত বৈঠকে যোগদানের জন্য ট্যাক্সিযোগে আপনারা কে কে গিয়েছিলেন?
উ–আমি সার্জেন্ট শামসুদ্দীন ও মফিজুল্লা।
প্র–বৈঠক কখন শুরু হয়েছিল?
উ-বিকেল চারটা অথবা সাড়ে চারটায়। বৈঠকে যোগদানের জন্য আমি মাহবুবউদ্দীনকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছি। তবে তার জন্য গেটপাস নিয়েছি কিনা তা মনে নেই।

প্র–এই সভায় আপনি বড় ভাইয়ের উল্লেখ করেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের এবং পুলিশের নিকট একথা বলেছিলেন কি?
উ–এই বৈঠক প্রসঙ্গে মোয়াজ্জেমকে বড়ভাই বলে উল্লেখের কথা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট বলেছি কিনা আমার মনে নেই। (এরূপ রেকর্ড নেই)।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, লেঃ রহমানের কারসাজের বাসায় সভায় যোগদান করতে এসে সেখানে আমি মফিজুল্লাকে দেখেছি একথা পুলিশের নিকট বলেছি কিনা তা আমার মনে নেই (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র–লেঃ রহমানের বাসভবনের সভায় পূর্ব পাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে কত লোক আপনাদের সংগঠনের জন্য কাজ করছেন তার উল্লেখ করা হয়েছিল কি?
উ–না।
সাক্ষী জেরার জবাবে আরও বলেন, দল কোন এ্যাকশন শুরু করবে কিনা এবং তার জন্য সম্ভাব্য দিন ও মাস সম্পর্কে আমাকে কিছু জানান হয়নি। সাক্ষী বলেন, মে মাসের কোন তারিখে সার্জেন্ট জলিলের বাসায় সভা হয়েছিল তা আমি বলতে পারব না।
প্র–হাতবোমা সম্পর্কে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন কিছু উল্লেখ করেছিলেন?
উ–আমার মনে পড়ছে না। (এরূপ কোন কিছু লিপিবদ্ধ নেই)।
প্র–জলিলের বাসায় বৈঠকে যোগদানের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া কে প্রদান করেছিলেন?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–১৯৬৭ সালে কারসাজে লেঃ রহমানের বাসায় দ্বিতীয় যে বৈঠক হয় তাতে যোগদানের জন্য আপনি একা গিয়েছিলেন?
উ–আমার যতদূর মনে পড়ে আমি একাই গিয়েছিলাম।
উক্ত সভায় যোগদানকারী যাদের নাম উল্লেখ করেছি তারা ছাড়া আরও যে ২/১ জন যোগ দিয়েছেন তাদের নাম আমার মনে নেই। আমি সম্ভবতঃ কিছুটা পথ বাসে চড়ে এবং কিছু পথ হেঁটে গিয়েছিলাম। সম্ভবতঃ আমি ওখানে পৌঁছে মফিজুল্লা, শামসুদ্দীন, মাহবুবউদ্দীনকে সেখানে উপস্থিত দেখেছি।
প্র–লেঃ রহমানের বাসায় প্রথম বৈঠক '৬৭ সালের মে মাসের কোন সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–তা মনে নেই।
প্র–একথা কি সত্য যে, লেঃ রহমান ২৯/৪ হতে ১৮/৫ তারিখ পর্যন্ত করাচীতে ছিলেন না। সেজন্যই আপনি সপ্তাহের উল্লেখ করছেন না?
উ–এই বক্তব্য ঠিক নয়।

প্র–লেঃ রহমানের নিকট সার্জেন্ট শামসুদ্দীন যে তারবার্তা প্রেরণ করেছিল তা আপনি দেখেছেন?
উ–না।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, লেঃ রহমানের বাসভবনে দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আর কোন কর্মী দলভুক্ত করা হয়নি। লেঃ রহমান সুলতানউদ্দীনের আগে ঢাকা হতে করাচী ফিরে আসেন।
সাক্ষী বলেন, মাহবুবউদ্দীনের বাসভবনে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তা জুলাই মাসের প্রথম ভাগে সম্ভবতঃ ১০ই জুলাই-এর আগে অনুষ্ঠিত হয়।
প্র–সুলতানউদ্দীনের সাথে আপনার কখন প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে?
উ–উক্ত সভায়।
প্র–আপনি এস এম আলী, মীর্জা সার্জেন্ট কাসেম ইত্যাদি ব্যক্তির সভায় যোগদানের উল্লেখ করেছেন। তাদের সঙ্গে কি আপনার উক্ত বৈঠকের আগে কখনও দেখা হয়েছিল?
উ–কতিপয় ব্যক্তির সাথে প্রথম বৈঠকে দেখা হয় এবং কয়েকজনের সাথে আগে দেখা হয়েছিল। পাইলট ....সাথে আমার ড্রিগ রোডস্থ পিএএফ কেন্দ্রে দেখা হয়। তার সঙ্গে আন্দোলন সম্পর্কে আমার কোন কথা হয়নি। এস এম আলী, জয়নাল, চৌধুরী জয়নাল আবেদীন বা সার্জেন্ট কাসেমের সঙ্গে আমার আগে দেখা হয়েছিল কিনা তা মনে নেই। এইসব ব্যক্তিদের নাম আমি কোন ডায়েরীতে নোট করিনি। এদের সঙ্গে আমার পরে আর দেখা হয়নি।
প্র–মাহবুবউদ্দীনের বাসভবনে দ্বিতীয় যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাতে এমন কোন আলোচনা হয়েছিল কি যে, পরে আরেকটি সভা হবে?
উ-আমার মনে নেই।
প্র–দ্বিতীয় বৈঠকের খবর আপনাকে কে দিয়েছিলেন?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–আপনার সঙ্গে বৈঠকে যোগদানের জন্য কেউ গিয়েছিলেন?
উ–আমার মনে নেই।
সাক্ষী জেরার জবাবে আরও বলেন, লেঃ রউফকে আমি ঐ সভায়ই প্রথম দেখি। তার আগে তাকে কখনও দেখিনি। সভা বিকেল পাঁচটায় শুরু হয় এবং প্রায় দু'ঘণ্টা চলে। ঐদিন রোববার ছিল না ওয়ার্কিং ডে ছিল তা মনে নেই। ঐ সময় লেঃ রউফ বা জয়নাল বা চৌধুরী জয়নাল আবেদীন কোথায় থাকতেন তা আমি জানতাম না।
প্র–আন্দোলনের নেতা হিসেবে রউফের নাম কে প্রস্তাব করেন?
উ–লেঃ এস এম রহমান।
এতে কেউ আপত্তি তোলেননি। আমিও তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছি।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, দলের জন্য যে অর্থ আদায় করা হবে তা কার নিকট জমা দেয়া হবে এটা স্থির করা হয়নি। আমি যে অর্থ আদায় করেছি তা লেঃ রহমানের নিকট জমা দিয়েছি। মাহবুবউদ্দীনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকের পর এই অর্থ জমা দেই। লেঃ রউফের নিকট আমি টাকা জমা দেইনি। সম্ভবতঃ তিনি তখন করাচীতে ছিলেন না। আমি রহমানের নিকট অনেকবার অর্থ প্রদান করেছি।
প্র–একটা টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য কত টাকা দরকার তা আপনি বলতে পারেন?
উ–না।
প্র–আপনাদের শপথ বাংলা না ইংরেজীতে লেখা হয়েছিল?
উ–বাংলায়। এই শপথ একসঙ্গে ২/৩ জন মিলে তৈরী করেন এবং তা পাঠ করা হয়। শপথে যে বাংলা লেখা ছিল তার সঠিক শব্দ এখন আমি মনে করতে পারছি না। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তির সময় শপথের বাংলার ইংরেজী তরজমা আমাকে দেয়া হয়নি।
প্র–আপনি তা অনুবাদ করে কিছুটা বলতে পারবেন?
উ–আমি ইংরেজী তরজমা হুবহু বলতে পারব না। আমি তার মোটামুটি অর্থ বলেছি।
প্র–সার্জেন্ট জলিলের বাসায় দ্বিতীয় বৈঠক কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–আমার মনে হয় জুলাই মাসে।
প্র–সার্জেন্ট শামসুদ্দীন এই সভায় কি হাজির ছিলেন?
উ–আমার মনে পড়ছে না। শামসুদ্দীন উপস্থিত ছিলেন একথা পুলিশের নিকট বলেছি কিনা মনে নেই (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র–একথা কি সত্য যে, ঐ সময় সার্জেন্ট শামসুদ্দীন করাচী ছিলেন না বলে আপনি তার পরবর্তী কর্পোরাল শাহাবুদ্দীনের নাম বলেছেন?
উ–এই বক্তব্য ঠিক নয়।
প্র–আপনি কর্পোরাল আফতাবকে চেনেন?
উ–উক্ত বৈঠকের আগেই আমি তাকে চিনি। আন্দোলনের ব্যাপারে তার সাথে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে। আমিই তাকে দলভুক্ত করি। তিনি এই বৈঠকে বা অন্য কোন বৈঠকে যোগদান করেছেন কিনা তা আমার মনে নেই।
প্র-আপনি চাকুরী হতে অব্যাহতি লাভের জন্য কখন কখন আবেদন করেছিলেন?
উ–সম্ভবতঃ একবার ১৯৬৩ সালে এবং আরেকবার ১৯৬৭ সালে।
প্র–আপনি কি ১৯৬৩ সালের পূর্ব হতে এই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?
উ–না।

জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন, কত টাকা আন্দোলনের জন্য আদায় হয়েছে বা লেঃ মোয়াজ্জেম কত টাকা তছরূপ করেছেন তা আমাকে জানান হয়নি। লেঃ মোয়াজ্জেম কর্তৃক তহবিল তছরূপের খবর প্রকাশের পর তাকে নেতৃত্ব হতে অপসারণ করা সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয়নি। আমি তাকে নেতা বলে মেনে নেইনি এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবও করিনি।

সাক্ষী বলেন, ঐ বৈঠকের পর তার সাথে আমার দেখা হয়। তহবিল তছরূপের গুজব সম্পর্কে বা কত অর্থ সংগৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে তাকে কোন কিছু আমি বলিনি। তার সঙ্গে আমার একবারই মাত্র দেখা হয়েছে। তখন সময় ছিল সন্ধ্যেবেলা। দৈবক্রমেই তার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তাকে এ ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা আমার কর্তব্যের মধ্যে নয়। টাকা-পয়সা তছরূপের ব্যাপারটি আমার মনঃপূত হয়নি। টাকা যথাযথভাবে ব্যয় হউক এটাই আমি চেয়েছিলাম।

প্র–সুলতানউদ্দীনের বাসভবনে মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আপনার যখন দেখা হয় তখন সেখানে কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উ–হ্যাঁ।

প্র–সুলতানউদ্দীন কি তহবিল তছরূপের খবর জানতেন?

উ–হ্যাঁ।

সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, মগবাজারের বাসায় সাক্ষাৎকারের আগেও সুলতানউদ্দীন তহবিল তছরূপের ব্যাপারটি জানতেন। এ ব্যাপারে লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব ছিল লেঃ রউফ ও লেঃ রহমানের ওপর। লেঃ রহমান যে বৈঠকে তহবিল তছরূপের খবর প্রকাশ করেন উক্ত সভায় সুলতানউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে তহবিল তছরূপের ব্যাপারটি একাধিক বৈঠকে যে আলোচিত হয়েছে সেকথা বলতে ভুলে গেছি।

প্র–সিদ্দিকুর রহমান কে, তিনি কি করেন?

উ–তার সাথে একবারই মাত্র সভায় আমার দেখা হয়। তিনি কি করেন আমি জানি না।

প্র–তিনি কি পূর্ব পাকিস্তানী না পশ্চিম পাকিস্তানী?

উ–তিনি বাংলায় কথা বলেন। তবে পূর্ব পাকিস্তানী না পশ্চিম পাকিস্তানী তা বলতে পারব না।

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একথা বলেছিলেন যে, রেজাউর রহমানের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহের জন্য আপনি তারই সাথে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?

উ–আমার মনে নেই। প্রকৃতপক্ষে আমি তার সঙ্গেই চট্টগ্রাম যাই এবং তার নিকট হতে ১৫০ টাকা নিয়ে আসি।

প্র–পুলিশের নিকট কি রেজাউর রহমানের সঙ্গে চট্টগ্রাম গমনের কথা আপনি বলেছেন?

উ–আমার মনে নেই (এইরূপ কোন রেকর্ড নেই)।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, সুলতানউদ্দীনের বাসায় তাকে যখন দেখতে যাই তখনই স্টুয়ার্ড মুজিবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। চট্টগ্রাম গমনের আগে না পরে এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল তা আমার মনে নেই।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে লেঃ রহমান সম্ভবতঃ পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। তবে তিনি কোথায় ছিলেন তা বলতে পারব না।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, আমি করাচীতে লেঃ রহমানের নিকট টাকা-পয়সা প্রদান করেছি। শেষবার ৬৫০ টাকা দিয়েছি। চট্টগ্রামে আমি যে ১৫০ টাকা আদায় করি তা আমি নিজে খরচ করেছি। ধরপাকড়ের কারণে কারুর সঙ্গে আমি দেখা করতে পারিনি বলে এই টাকা আমি খরচ করি।

সাক্ষী বলেন, চট্টগ্রাম হতে আমি আমার গ্রামের বাড়ী ফিরে যাই। যেদিন আমি করাচী রওয়ানা হই সেদিনই ঢাকা এসেছি। ঐ সময় লেঃ রহমান এবং রউফ কোথায় ছিলেন তা আমি বলতে পারব না। আমি করাচী গমনের পূর্বে লেঃ রহমানের গ্রেফতারের সংবাদ জেনেছি।

প্র–ধরপাকড়ের খবর আপনি প্রথম কখন জানতে পারেন?

উ–১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে থাকাকালে প্রথম জানতে পারি। লেঃ রহমান চট্টগ্রামে গ্রেফতার হন। জানুয়ারী মাসে আমি সংবাদপত্রে গ্রেফতারের খবর দেখতে পাই। অর্থ আদায়ের জন্য চট্টগ্রামে আমি আর অন্য কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি।

প্র–করাচীতে মাহবুবউদ্দীনের সঙ্গে যখন আপনার সাক্ষাৎ হয় তখন তার নিকট উক্ত ১৫০ টাকা আপনি প্রদান করেছিলেন কি?

উ–না।

প্র–সুলতানের বাসায় লেঃ মোয়াজ্জেম ও স্টুয়ার্ড মুজিবের সঙ্গে আপনার কোন তারিখে দেখা হয়েছিল?

উ–সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

প্র–আপনি মোয়াজ্জেমকে কি বলেছিলেন যে, আপনি অর্থ আদায় করতে চট্টগ্রাম যাবেন?

উ–না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, করাচী গমনের জন্য আমার রিটার্ন টিকিট ছিল। পিআইএ'র কুমিল্লা অফিসে আমি আমার করাচী গমনের তারিখ এনডোর্স করিয়েছি। তবে করাচী গমনের কতদিন আগে তা বলতে পারব না।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি আপনি বলেছিলেন যে, মাহবুবউদ্দীনের বাসায় বৈঠকে সার্জেন্ট শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন?
উঃ–আমার মনে নেই (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র–একথা কি সত্য যে, আটক থাকাকালে আপনার নিকট হতে যে অফিসার বিবৃতি নিতে চেয়েছেন তারা আপনার ওপর দৈহিক অত্যাচার করতেন?
উ–এ বক্তব্য ঠিক নয়।
প্র–আন্দোলনের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে কোন তারিখে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?
উ–তা আমার মনে নেই।
প্র–চট্টগ্রাম থাকাকালে আপনি গ্রেফতারের কথা শুনেছিলেন কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে আপনার তখন সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ–চট্টগ্রাম যাওয়ার আগেই। সাক্ষাতের তারিখ সম্ভবতঃ ৬ই অথবা ৭ই ডিসেম্বর হবে।
প্র–এ কথা সত্য যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনার জবানবন্দী আগে থেকেই তৈরী করা ছিল এবং জবানবন্দীতে লিখিত শব্দগুলো আপনার নয়।
উ–এ কথা সত্য নয়।
এখানেই বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা সমাপ্ত হয়। এরপর খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র–আপনার মাতৃভাষা কি?
উ–বাংলা।
প্র–কোন ভাষায় কথা বলতে আপনি ভালবাসেন?
উ–বাংলা ভাষায়।

ডঃ আলীম আল-রাজী

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরা এখানেই শেষ হয়। অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী ডঃ আলীম আল-রাজী সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র–আপনি কি অবিবাহিত?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–করাচীতে আপনি কোথায় বসবাস করতেন?
উ–পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বেচেলর কোয়ার্টাসে।
প্র–সেখানে কোয়ার্টার থেকে আসা-যাওয়ার সময় আপনাদের কি রেজিস্টারে নাম লিখতে হতো?
উ–জী হ্যাঁ। গার্ড রুমের রেজিস্টারে নাম লিখার প্রচলিত নিয়ম ছিল।

প্র–আপনি কোয়ার্টারে আসা ও বাইরে যাওয়ার সময় নাম রেজিস্টারী করতেন?
উ–এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। সম্ভবতঃ লিখেছি।
প্র–আন্দোলনের বৈঠকে যাওয়া-আসা করার সময়ও কি আপনি রেজিস্টারে নাম লিখেছিলেন?
উ–সম্ভবতঃ লিখেছি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বিমান বাহিনীর নন কমিশন্ড র‍্যাঙ্কে ফ্লাইট সার্জেন্টের উপরের পদগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ওয়ারেন্ট অফিসার ও মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার। আর কমিশন্ড র‍্যাঙ্কে যথাক্রমে পাইলট অফিসার, ফ্লাইং অফিসার, ফ্লাইং সার্জেন্ট, স্কোয়াড্রন লিডার, উইং কম্যান্ডার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন ইত্যাদি।
প্র–বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে পিএএফ-এর কোন পদস্থ অফিসারের সাথে আপনি আলোচনা করেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র-বিমান বাহিনীর সর্বোচ্চ কোন র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানী অফিসার আছেন?
উ–উইং কম্যান্ডার পর্যন্ত।
প্র–কর্পোরাল পদে উন্নীত হতে আপনাকে কোন বেগ পেতে হয়েছিল কি?
উ–জী না। স্বাভাবিকভাবেই আমার পদোন্নতি হয়েছে।
প্র–বিমান বাহিনীর পদস্থ পশ্চিম পাকিস্তানী কোন অফিসার আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন কি?
উ–আমার তা স্মরণ নেই।
প্র–তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টে থাকার সময় কোন গোলযোগে আপনার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছিল কি?
উ–জী না। তবে আমি ঠিকভাবে ঘুমাতে পারিনি।
প্র–আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল কিসে?
উ–মশারী ও লাইট না থাকায়।
প্র–সেখানে আপনি খাবার পানি পেতেন কোথায়?
উ–প্রয়োজনের সময় গার্ডকে বললে এনে দিত।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করার দিন আপনাকে কি ধরনের নাশতা দেওয়া হয়েছিল?
উ–নিত্যদিনের মত পুরি ও চা।
প্র–আপনার জবানবন্দী রেকর্ড করতে ম্যাজিস্ট্রেটের কত ঘণ্টা সময় লেগেছিল?
উ–এক ঘণ্টা।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেট কোথায় বসে জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন?
উ–ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসের একটি রুমে বসে।
প্র–আপনাকে তখন চা খেতে দেওয়া হয়েছিল কি?
উ–চা দেওয়া হয়েছিল কিনা আমার মনে নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নেওয়ার আগে পানি চাইলে আমাকে এক গ্লাস পানি খেতে দেওয়া হয়।
প্র–সেসময় আর কিছু খেয়েছিলেন কি?
উ–তা আমি জানি না।
প্র–আপনাকে চাঙ্গা করার জন্যে পানির সাথে ঔষধ দেওয়া হয়েছিল কি?
উ–পানির স্বাদ স্বাভাবিক কি ঔষধ মিশ্রিত ছিল তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে জলিলের বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে জলিল উপস্থিত ছিলেন–একথা আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন কি?
উ–তা আমার স্মরণ নেই (রেকর্ডে তা নেই)।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, মার্টিন কোয়াটার্স-এর বৈঠকে আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল?
উ–আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)।
প্র–আন্দোলনের জন্যে আপনি ১৪ জন সদস্য সংগ্রহ করেছেন এ কথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে বলেছিলেন কি?
উ–তা আমার স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা আছে)।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাসে মালেকের শুক্রাবাদস্থ বাড়ীতে আপনি থেকেছেন?
উ–আমার তা মনে পড়ছে না। (রেকর্ডে তা নেই।)
সাক্ষী বলেন যে, পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে একথা তিনি বলেছিলেন কি না তাও তার স্মরণ নেই।
প্র–পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে আপনারা শপথ গ্রহণ করেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–এ কথা কি সত্য যে, মালেকের বাসায় আপনাদের কোন বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয়নি?
উ–এ কথা সত্য নয়। এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হচ্ছে এ কথা বলে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, পাকিস্তানের আয়ের ন্যায্য অংশ পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হচ্ছে না।
প্র–আপনি কোথায় পড়েছেন?
উ-করাচীর ইসলামিয়া কলেজে। আমার পাঠ্য বিষয় ছিল অর্থনীতি।
প্র–কোন সালে আপনি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন?
উ–১৯৬৪ সালে।

প্র–এজন্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছিলেন কি?
উ–জী না।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ কলেজে প্রতি রোববার আমি ক্লাশ করতাম। সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ক্লাশ চলত। রোববার কোয়ার্টার থেকে বাইরে যেতে আমাদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হত না। কিন্তু গার্ডরুমে রেজিস্টারে নাম লিখলেই চলত। সেসময় বাইরে যেতে ও আসতে রেজিস্টারে নাম লিখেছি কিনা তা আমার মনে নেই।
প্র–আপনাদের কোয়ার্টারে আন্দোলনের কোন বৈঠক হয়েছিল কি?
উ–জী না।
প্র–আন্দোলনের জন্যে আপনি চাঁদা দিয়েছিলেন কি?
উ–বিশ, পঁচিশ টাকা দিয়েছি।
প্র–আপনার বেতন কত ছিল?
উ–গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে মাসে ২০০ টাকা বেতন ছিল।
প্র–আপনি কি করাচী ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সভ্য ছিলেন?
উ–জী না।
প্র–১৯৬৭ সালের ২৮শে নবেম্বর ছুটিতে এসে আপনি কোথায় ছিলেন?
উ–করাচী থেকে এসে আমি ৩/৪ দিন ঢাকায় ছিলাম। তারপর আমি বাড়ী যাই।
ডঃ আলীম আল-রাজীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমার পিতা জীবিত আছেন। তিনি খুব বেশী বুড়ো নন। বাড়ীতে গেলে তিনি আমার বিয়ের কথা উত্থাপন করেননি।
প্র–আপনি বিয়া করেননি কেন?
উ–আন্দোলনে যোগদানের পর আমি বিয়ে করা ঠিক মনে করিনি।
প্র–বিমান বাহিনীতে আপনার অফিস ডিউটি ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত ছিল?
উ–সাধারণতঃ সকাল ৭টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। কোন কোন সময় ২টা পর্যন্ত অফিসের সময় ছিল।
প্র–কোন স্কুলে আপনি লেখাপড়া করেছেন?
উ–আমাদের গ্রামের স্কুলে।
প্র–এটা কি সত্য যে, আপনার জবানবন্দী কাল্পনিক ও মিথ্যা?
উ–এ কথা সত্য নয়।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, মাহবুবউদ্দীনের বাসায় কোন বৈঠক হয়নি এবং লেঃ রউফ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না?
উ–এ কথাও সত্য নয়।
এখানেই ডঃ রাজীর জেরা সমাপ্ত হয় এবং জনাব ফজলুল করিম সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে আপনি সার্জেন্ট শামসুল হককে চিনতেন?
উ–জী না।
প্র–সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে আপনার পরিচয় হল কিভাবে?
উ–ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসার সময় ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।
প্র–সার্জেন্ট শামসুল হকের নিকট মফিজউল্লাহ আপনার কোন পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন কি?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–তাহলে কি করে আপনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন?
উ–আমি জানতাম যে, সার্জেন্ট শামসুল হক ষড়যন্ত্রের সদস্য। সেজন্যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আমি শঙ্কা করিনি।
প্র–তাঁর সাথে কোথায় সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উ–ঢাকাস্থ পিএএফ কোয়ার্টারে বিকেলের দিকে সাক্ষাৎ করি।
প্র–সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ আসার ক'দিন আগে আপনি ঢাকা এসেছিলেন?
উ–দু'-তিনদিন আগে।
প্র–১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাস ও ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আপনি সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি?
উ–১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্জাকের আওলাদ হোসেন মার্কেটস্থ দোকানে সাক্ষাৎ করি।
প্র–রাজ্জাকের বাসার বৈঠক কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–১৯৬৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত জলিলের বাসার বৈঠকেই কি আপনি অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য লাভের কথা প্রথম কথা শুনেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র-এই কথা শুনে আপনার কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কি?
উ–এই সংবাদ শুনে আমি খুশী হয়েছি।
প্র–অস্ত্র সাহায্যের শর্ত সম্পর্কে শামসুল হককে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–জবানবন্দী রেকর্ড করার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি সে কামরা থেকে বাইরে গিয়েছিলেন কি?
উ–জি না।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করার কতদিন আগে আপনি স্বীকারোক্তি করার মনস্থ করেছিলেন?
উ–২০দিন আগে।

প্র- সেসময়ে আপনাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে বলে আপনি জানতেন কি?
উ–জী না।
প্র– কেন আপনি স্বীকারোক্তি করার মনস্থ করেছিলেন?
উ–আমি যখন বুঝতে পেরেছি যে, বিদ্রোহ করার কোন অধিকার নেই তখন স্বীকারোক্তি করার জন্যে মনস্থ করি।
প্র-সার্জেন্ট শামসুদ্দীনের সাথে আপনি পাঞ্জাব রেজিমেন্ট মেসে ছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–এ কথা কি সত্য যে, আপনার জবানবন্দীর ঘটনা মিথ্যা?
উ–এ কথা সত্য নয়।

গতকাল এখানেই একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জেরা অসমাপ্ত থাকে। আজ পুনরায় বিবাদীপক্ষের কৌসুলী তাঁকে জেরা করবেন।

সংবাদ

১৮ই অক্টোবর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

রাজসাক্ষী মোহাম্মদ গোলাম আহমদের জবানবন্দী ও জেরা :
কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জেরা সমাপ্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যে'র ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ১০ নম্বর সরকারী তথা ৯ নম্বর রাজসাক্ষী পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী মোহাম্মদ গোলাম আহমদের জবানবন্দী গৃহীত হয়। গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী ও জনাব নুরুল আলম ৮ নম্বর রাজসাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে জেরা করেন এবং উক্ত রাজসাক্ষীর জেরা গতকাল শেষ হয়।

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ৯ নম্বর রাজসাক্ষী মোহাম্মদ গোলাম আহমদ তাঁহার জবানবন্দীতে বলেনঃ

আমার নাম মোঃ গোলাম আহমদ, পিতা মোঃ আবদুল জব্বার, বয়স ২৫ বৎসর, জাতি মুসলমান, গ্রাম জাফরাবাদ, থানা মাদারীপুর, জেলা ফরিদপুর।

আমি চট্টগ্রাম থেকে ১৯৫৮ সালে রেটিং হিসেবে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে যোগ দিই। করাচীতে "পি এন এস বাহদূর-এ ট্রেনিং গ্রহণ করি। ট্রেনিং শেষ হলে আমাকে ১৯৬০ সালে সমুদ্রগামী জাহাজ পি এন এস টুগ্রিল নিয়োগ করা হয়।

আমি সে জাহাজে আড়াই বছর কাজ করি । তবে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আমি করাচীতেই কাজ করতে থাকি। আমি করাচী থাকাকালেই ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, লিডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং নূর মোহাম্মদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। এরা তিনজনই নৌবাহিনীর লোক। তাঁরা প্রায়ই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের আধিক্য প্রভৃতি প্রশ্নসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। (সাক্ষী সঠিকভাবে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এল এস সুলতানউদ্দীন আহমদ ও এল, এস নূর মোহাম্মদকে সনাক্ত করেন)। আমি যাদের নাম বলেছি তাঁরা ছাড়াও করাচীতে থাকাকালে আমার সাথে আরও বহু পূর্ব পাকিস্তানীর দেখা হয়েছে কিন্তু তাঁরা এখানে কেউ উপস্থিত নেই।

এছাড়া ১৯৬৪-৬৫ সালে জাহাঙ্গীর রোডে প্রাক্তন কর্পোরাল আমীর হোসেনের সাথেও আমার দেখা হয়। জাহাঙ্গীর রোডেই তিনি বাস করতেন।

আমীর হোসেন ফরিদপুর সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আমাকে জাহাঙ্গীর রোডে ফরিদপুর সমিতির অফিসে নিয়ে যেতেন আর সেথায় আমীর হোসেনের সাথে আমার দেখা হয়। আমি সমিতির ব্যাপার ছাড়া আর কোন বিষয়ে আমীর হোসেনের সাথে আলাপ করিনি।

১৯৬৪ সালের শেষদিকে কিম্বা ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান করাচীতে আমাকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে তাঁরা একটা বিপ্লবী সংস্থা গঠন করবেন এবং তিনি আমাকে এই সংস্থায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান।

১৯৬৬ সালে আমি সেনাবাহিনী থেকে মুক্তি পাই। সেনাবাহিনী থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে আমি পূর্ব পাকিস্তানে আসি। আমি প্রথমেই আমার গাঁয়ের বাড়ীতে যাই। গ্রামে থাকাকালেই ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি ছুটিতে চট্টগ্রাম থেকে এখানে এসেছিলেন। আমরা দুইজনে একই গাঁয়ের লোক। আমাকে বেকার দেখে তিনি আমাকে ঢাকা যেয়ে গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্প ঢাকা-এর ম্যানেজার হিসাবে কার্যরত প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদের সাথে দেখা করার পরামর্শ দেন।

আমি ঢাকায় এসে তাঁর সাথে গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পে দেখা করলে তিনি আমাকে ১০০/৩ আজিমপুর রোড ঠিকানায় 'সাইকী' নামে একটি বাড়ীর ঠিকানা দেন। তিনি আমাকে সেখানেই থাকতে বলেন। আমি সে বাড়ীতে গেলে সেখানে সুবেদার আশরাফ আলী খানের সাথে দেখা হয়। সেখানেই তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা। আমি সেই বাড়ীতেই বাস করতে থাকি। (সাক্ষী সঠিকভাবে

কাঠগড়ায় প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদকে সনাক্ত করেন)। আমি ঢাকাস্থ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি থেকে চিঠিপত্র, খবর ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্যে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের অধীনে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতাম।

ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান প্রায়ই আমি যে বাড়ীতে থাকতাম সেখানে আসতেন এবং একদিন লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনও সে বাড়ীতে আসেন।

আমি যখন ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের অধীনে ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতাম, তখন আমাকে একমাত্র রাহা খরচা ছাড়া আর কোন পয়সাই দেয়া হত না। আর সেই জন্যেই আমি আর একটা চাকুরীর তালাশ করছিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি বহু অফিসে যাতায়াত করেছি। তবে আমার ভাগ্যে কোন অফিসেই চাকুরী জোটে নাই।

এরপর ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসের শেষদিকে চট্টগ্রামে যাই। সেখানে থাকাকালে আমি ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে নেভাল ফ্লিট ক্লাবে থাকি। আমি তথায় থাকাকালে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও নেভাল ফ্লিট ক্লাবে আসতো। এখান থেকে একদিন ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আমাকে জুবিলী রোডে 'এ্যাঙ্কোরেজ' নামে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ীতে নিয়ে যান। আমি প্রথমে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে আমার চাকুরী সম্বন্ধে আলাপ করি।

তিনি আমাকে প্রাক্তন ফ্লাইট লেঃ রমিজের সাথে দেখা করার উপদেশ দেন। আমি চট্টগ্রামে তাঁর অফিসে দেখা করতে যাই। সেটা হচ্ছে জুবিলী রোডে পি আই এ অফিস। জনাব রমিজ আমাকে কতগুলি অফিসের ঠিকানা দেন। আমিও সে অফিসগুলিতে যাই। তবে শেষ পর্যন্ত কোন অফিসেই আমার চাকুরী হয় না।

একদিন ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ফ্লিট ক্লাবে আমার সাথে দেখা করে আমাকে জানান যে, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে 'এ্যাঙ্কোরেজ' এ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। আমি সেখানে যেয়ে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে ঢাকার নায়েব সুবেদার আশরাফ আলী খানের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। নায়েব সুবেদার আশরাফ আলী খান সেসময় ষ্টেশন রোডে হানিফিয়া বোর্ডিংয়ে বাস করছিলেন। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমার মাধ্যমে আশরাফ আলী খানকে জানান যে, তিনি পূর্বে যে রকম করেছেন সে রকমভাবে টাকা-পয়সার জন্যে লোক পাঠিয়ে প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা যেন প্রকাশ না করেন। তাঁকে বলতে বলা হয় যে, তাঁর প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই যেন টাকার জন্যে আসেন। আমি ঢাকায় এসে আশরাফ আলী খানকে খবর দেই। এটা বোধ হয় ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস হবে। (সাক্ষী সঠিকভাবে কাঠগড়ায়

লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে সনাক্ত করেন)। আমি ঢাকায় হানিফিয়া বোর্ডিংয়ে কয়েকদিন থাকি। এরপর আমি চট্টগ্রামে ফিরে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে খবর দেয়া হয়েছে বলে জানাই। এটা বোধ হয় ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে হবে।

কয়েকদিন পর ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে দিয়ে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আবার আমাকে দেখা করার জন্যে খবর দেন। এবারে তিনি আমাকে কর্ণফুলীর অপরদিকে এক জায়গায় গিয়ে কয়েকজন চোরাচালানীর সাথে যোগাযোগ করতে বলেন, কারণ তাঁর ভারত থেকে কিছু চোরাচালানী জিনিস আনার প্রয়োজন ছিল। এইজন্যে আমাকে চোরাচালানীদের ঘাঁটিতে যেতে হত। আমি উল্লিখিত জায়গায় যাই; কিন্তু চোরাচালানীরা আমাকে সি আই ডি বলে সন্দেহ করায় আমি কাজে সফল হতে পারি না। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে বিষয়টি জানাই।

আমি ১৯৬৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত কিম্বা ডিসেম্বরের গোড়ার দিক পর্যন্ত চট্টগ্রামে থাকি। খুব সম্ভব ১৯৬৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর আমি ঢাকায় ফিরে আসি। আমি এখানে ফিরে ওয়াজির আলী ইণ্ডাষ্ট্রিজ গ্রুপে চাকুরী নিয়ে কাজ করতে থাকি। সে অফিসটা হচ্ছে ঢাকার মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকায়। আমি এই ইণ্ডাষ্ট্রির আলী অটোমোবাইল শাখায় যোগ দেই। আলী অটোমোবাইলে কাজ করার সময় ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের জি, সি, ও এবং এন সি ও দের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত রাখিতে বলেন। আমি একাজ করতে স্বীকৃত হই। আমি সেই সব তথ্য জোগাড় করে লিখিতভাবে তাঁকে দেই। এটা সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী কিম্বা ফেব্রুয়ারী মাসে হবে। সাক্ষী পুনরায় বলেন যে, তিনি এইসব তথ্য জোগাড় করে ঢাকায় ডাঃ খালেকের বাড়ীতে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে দেন। এটা বোধহয় ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী কিম্বা ফেব্রুয়ারীতে হবে। এই সময়ে আমি ঢাকার এয়ারপোর্ট রোডে পাক মোটরস-এ বাস করছিলাম।

লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে তথ্য সরবরাহ করার দু'তিন মাস পূর্ব আমি বাসা বদল করি। আমি কিছুকাল মগবাজার এলাকায় বাস করি এবং ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে আমি ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে বাসা বদল করে যাই। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এই বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও জনাব আলী রেজা ভারতে গেছেন। আমি এ বাড়ীতে এসে প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদ, সুবেদার জালালউদ্দীন আহমদ, হাবিলদার দলিলউদ্দীন ছাড়াও লুৎফুল হুদা কন্ট্রাক্টরের দেখা পাই। আমি ছাড়া ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর

রহমানও এই বাড়ীতে থাকতেন। (সাক্ষী সঠিকভাবে ডকে প্রাক্তন হাবিলদার দলিলউদ্দীনকে সনাক্ত করেন)। এই বাড়ীতে বাস করছে বলে আমি যে ক'জন লোকের নাম করেছি তাঁরা ছাড়াও প্রাক্তন ফ্লাইট লেঃ রমিজ, সুবেদার শামসুল হক এবং ডাঃ খুরশীদ বলে অপর কয়জন লোকও বাস করতেন। জনাব আলী রেজাও মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। (আর কারুর নাম স্মরণ করতে পারেন কিনা বলে কৌসুলির এক প্রশ্নের উত্তরে কিছুক্ষণ চিন্তা করে সাক্ষী বলেন যে, তিনি আর কারুর নাম স্মরণ করতে পারছেন না)। এই সমস্ত লোক এ বাড়ীতে বৈঠক করে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করবেন।

১৯৬৭ সালের মার্চ কিম্বা এপ্রিল মাসে ঢাকায় চাকুরীর খোঁজে থাকাকালে একদিন আমি ডাঃ খালেকের ধানমণ্ডীর বাড়ীতে লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছে যাই। আমি তাঁর কাছে আমাকে একটা চাকুরী যোগাড় করে দিতে বলি। দর্শনা সীমান্তে একটি দোকান খোলার জন্য সে আমার নিকট প্রস্তাব প্রদান করেন। বাণী ও তথ্য সংগ্রহ করাই এই দোকান খোলার অভিপ্রায় বলিয়া সে আমার নিকট উল্লেখ করে। কিন্তু কোথা হইতে এই বাণী ও তথ্য সংগ্রহ হইবে সে সম্পর্কে সে আমাকে কিছু উল্লেখ করে নাই। আমি তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই।

সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ার ছেড়ে যাই। এই মামলায় আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় এবং তাহা গ্রহণ করি।

দৈনিক পয়গাম

১৮ই অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জেরা সমাপ্ত

রাজসাক্ষী গোলাম আহমদের জবানবন্দী শেষ : জেরা শুরু

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী গতকল্য (বৃহস্পতিবার) পুনরায় শুরু হইলে ৮ নম্বর রাজসাক্ষীর অসমাপ্ত জেরা শেষ করা হয় এবং ৯ নম্বর রাজসাক্ষী মোহাম্মদ গোলাম আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। ৯ নম্বর রাজসাক্ষীর জেরা চলাকালেই গতকল্যকার মত অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়।

জনাব মঞ্জুর কাদিরের উপস্থিতিতে অন্যতম সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান রাজসাক্ষী গোলাম আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। রাজসাক্ষীর নামপরিচয় পেশের পর জনাব টি, এইচ, খান জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনি কখন নেভিতে যোগদান করেন?

উঃ ১৯৫৮ সালে, চট্টগ্রামে।
প্রঃ কোথায় আপনার ট্রেনিং হয়?
উঃ করাচীতে পি, এন, এস বাহাদুরে।
প্রঃ পরে আপনাকে কোথায় নিয়োগ করা হয়?
উঃ পি, এন, এস তোঘ্রিলে।
প্রঃ সেই জাহাজে আপনি কতদিন কাজ করেন?
উঃ আড়াই বৎসর।
প্রঃ নেভিতে থাকাকালে করাচীতে কতদিন ছিলেন?
উঃ ১৯৫৮ হইতে ১৯৬৬ পর্যন্ত।
প্রশ্নঃ করাচীতে অবস্থানকালে কাহারো সহিত আপনার বন্ধুত্ব হয়?
উত্তরঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এল, এস, সুলতানউদ্দিন ও এল, এস, নূর মোহাম্মদের সহিত বন্ধুত্ব হয়।
প্রঃ তাহারা কোন কথাবার্তা বলিতেন?
উঃ তাহারা বৈষম্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিতেন এবং বলিতেন যে, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারের সংখ্যা বেশী।

এই পর্যায়ে সাক্ষী ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সুলতানউদ্দিন ও নূর মোহাম্মদকে ডকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। অতঃপর জনাব টি, এইচ, খান আবার জিজ্ঞাসা করেনঃ এছাড়া আপনি আর কাহারো সহিত করাচীতে দেখা করিয়াছিলেন?
উঃ অনেকের সহিত করিয়াছি কিন্তু তাহারা এখন এখানে নাই।
প্রঃ ১৯৬৪/৬৫ সালে কাহারো সহিত দেখা করিয়াছিলেন?
উঃ করাচীর জাহাঙ্গীর রোডে প্রাক্তন কর্পোরাল আমীর হোসেনের সহিতও দেখা করি।
প্রশ্নঃ কি পটভূমিতে আমীর হোসেনের সহিত আপনার দেখা হয়, মাননীয় বিচারপতিদের তাহা বলিবেন কি?
উঃ আমীর হোসেন করাচীস্থ ফরিদপুর সমিতির যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমাকে সেখানে নিয়া যান।
প্রঃ সেখানে কি আলাপ-আলোচনা হয়?
উঃ সমিতির কথাবার্তা ছাড়া কোন রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয় নাই।
প্রঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিব কখনো আপনাকে কিছু বলেন?
উঃ ১৯৬৪ সালের শেষে বা ১৯৬৫ সালের প্রথমভাগে ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমাকে বলেন যে, তাহারা একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছেন। তিনি আমাকেও দলে যোগ দিতে বলেন।

প্রঃ আপনি কি করেন?
উঃ আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হই।
প্রঃ আপনি কখন চাকুরী হইতে অব্যাহতি লাভ করেন?
উঃ ১৯৬৬ সালে।
প্রঃ আপনি কখন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন?
উঃ ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে।
প্রঃ পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়া কি করেন?
উঃ প্রথমে গ্রামের বাড়ীতে যাই।
প্রঃ গ্রামের বাড়ীতে অবস্থানকালে কাহারো সহিত দেখা হয়?
উঃ হ্যাঁ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবের সহিত দেখা হয়। তিনিও তখন চট্টগ্রাম হইতে ছুটিতে বাড়ী আসেন। আমাদের দুইজনেরই বাড়ী একই স্থানে।
প্রঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিব আপনাকে কিছু বলেন?
উঃ তিনি আমাকে ঢাকা গিয়া গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদের সহিত দেখা করিতে বলেন।
প্রঃ আপনি কি করেন?
উঃ আমি ঢাকায় সামাদের সহিত দেখা করি।
প্রঃ সামাদ আপনাকে কি বলে?
উঃ তিনি আমাকে 'সাইকী' নামের একটি বাড়ীর ঠিকানা দেন।
প্রঃ সাইকী কোথায়?
উঃ আজিমপুর রোড হইতে প্রায় ১ শত গজ দূরে।
প্রঃ সেখানে আপনি কি দেখিতে পান?
উঃ সেখানে আমি সুবেদার আশরাফ আলী খানের সাক্ষাৎ পাই।
প্রঃ আগে কখনো তাহাকে দেখিয়াছেন?
উঃ না, এই প্রথমবার তাহাকে দেখি।
প্রঃ তারপর?
উঃ অতঃপর আমি সেই বাড়ীতে বাস করিতে থাকি।
এই পর্যায়ে রাজসাক্ষী সঠিকভাবে প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদকে সঠিকভাবে ডকে সনাক্ত করেন।
প্রঃ সাইকীতে অবস্থানকালে আপনি কি করিতেন?
উঃ আমি ষ্টুয়ার্ট মুজিবর রহমানের সংবাদবহন ও সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলাম।
প্রঃ সেখানে কে কে আসিতেন?
উঃ ষ্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান সেখানে আসিতেন। একদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমও আসিয়াছিলেন।

প্রঃ সংবাদবাহক হিসাবে নিযুক্ত থাকাকালে আপনাকে কত বেতন দিত?
উঃ বেতন না, কেবল রাহা খরচ দিতেন। সেইজন্য আমি চাকুরীর সন্ধানে ছিলাম।
প্রঃ চাকুরীর সন্ধানে আপনি কোন অফিসে গিয়াছেন?
উঃ অনেক অফিসে গিয়েছি।
প্রঃ আপনি কোন চাকুরী পাইয়াছিলেন?
উঃ না।
প্রঃ তারপর?
উঃ তারপর আমি ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে চট্টগ্রাম গমন করি।
প্রঃ সেখানে আপনি কোথায় থাকিতেন?
উঃ ষ্ট্রাণ্ড রোডস্থ নৌ-ঘাঁটি ক্লাবে থাকিতাম।
প্রশ্নঃ সেখানে আপনার সহিত কাহারো দেখা হয়?
উঃ একদিন ষ্টুয়ার্ট মুজিব সেখানে আসেন এবং আমাকে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের নিকট লইয়া যান।
প্রঃ কোথায় লইয়া যান?
উঃ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের বাসভবন এঙ্কোরেজে। ইহা জুবিলি রোডে অবস্থিত।
প্রঃ তাঁহার সহিত কোন কথা বলেন?
উঃ আমি প্রথমে আমার চাকুরীর প্রসঙ্গে কথা বলি।
প্রঃ তিনি কি বলেন?
উঃ তিনি আমাকে ফ্লাইট লেঃ রমিজের সহিত দেখা করিতে বলেন এবং আমি তাঁহার সহিত (রমিজ) চট্টগ্রাম পি, আই, এ অফিসে দেখা করি।
প্রশ্নঃ রমিজ কি করেন?
উত্তরঃ তিনি আমাকে দুইটি অফিসের ঠিকানা দেন এবং আমি সেখানে গমন করি। তবে আমি কোন চাকুরী পাই নাই।
প্রঃ ইহার পর কিছু হয়?
উঃ অতঃপর একদিন ষ্টুয়ার্ট মুজিব আমার নিকট আসেন এবং বলেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম আমাকে তাঁহার (মোয়াজ্জেম) সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন। সেই কথামত আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের বাসভবন এঙ্কোরেজে গমন করি।
প্রঃ সেখানে মোয়াজ্জেম কিছু বলেন?
উঃ তিনি (মোয়াজ্জেম) আমাকে ঢাকা যাইতে বলেন এবং নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খানের সহিত হোটেল হানাফিয়ায় যোগাযোগ করিতে বলেন।
প্রঃ আর কিছু?
উঃ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম আমাকে আশরাফ আলী খানকে জানাইতে বলেন যে, তিনি (আশরাফ) যেন গোপনীয়তা ভঙ্গ না করেন। কারণ, ইতিপূর্বে আশরাফ

আলী খান ২/৩ হাজার টাকার জন্য চট্টগ্রামে লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আরও জানাইতে বলেন যে, টাকার দরকার হইলে তিনি (আশরাফ) যেন স্বয়ং আসেন।
প্রঃ আপনি কি করেন?
উঃ আমি খুব সম্ভব ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা যাই এবং আশরাফ আলী খানকে একথা জানাই।
এই পর্যায়ে ডকে তিনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।
প্রঃ ঢাকা আপনি কতদিন ছিলেন এবং তারপর কি করেন?
উঃ আমি ঢাকায় হোটেল হানাফিয়ায় ৩/৪ দিন আহার করি এবং তারপর চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে জানাই যে, আশরাফ আলী খানকে তাহার সংবাদ পৌঁছাইয়াছি।
প্রঃ কোন সময়?
উঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষভাগে।
প্রঃ ইহার পরে কিছু হয়?
উঃ ইহার দুইদিন পরে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম ষ্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমানকে খবর দেন এবং এইবার আমাকে কর্ণফুলী এলাকায় একটি চোরাচালানী আখড়ায় যাইয়া কিছু লোকের সহিত যোগাযোগ করিতে বলেন।
প্রঃ আপনি কি করেন?
উঃ আমি সেই অনুযায়ী চোরাচালানীদের আখড়ায় যাই। কিন্তু আমি সফল হইতে পারি নাই। কেননা, তাহারা আমাকে সি, আই, ডি'র লোক বলিয়া সন্দেহ করে। তাই আমি ফিরিয়া আসি।
প্রঃ আপনি চট্টগ্রামে কতদিন ছিলেন?
উঃ ১৯৬৬ সালের নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের প্রথম পর্যন্ত।
প্রঃ ঢাকা কখন আসেন?
উঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে।
প্রঃ ঢাকায় কি কিছু করিতেন?
উঃ আমি ওয়াজির আলী গ্রুপ অব ইণ্ডষ্ট্রীজে একটি চাকুরী পাই। এই অফিসটি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত। এখানে আমি আলী অটো মোবাইল সেকশনে যোগদান করি। এখানে চাকুরী করা কালেই ষ্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমানের সাথে আমার দেখা হয়।
প্রঃ তিনি কিছু বলেন?
উঃ তিনি আমাকে সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে বলেন এবং আমি ইহাতে সম্মত হই।
প্রঃ আপনি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন?
উঃ আমি সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া তাঁহার নিকট প্রদান করি।

প্রঃ কোন সময় এইগুলি দেন?
উঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে।
প্রঃ এইগুলি কাহার নিকট প্রদান করেন?
উঃ ঢাকায় ডঃ মালেকের বাসায় বসিয়া লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের হাতে দেই।
প্রঃ তখন আপনি কোথায় থাকিতেন?
উঃ এয়ারপোর্ট রোডে পাক মোটর্সে।
প্রঃ এরপর সবসময়ই এখানে ছিলেন?
উঃ না। তথ্য সরবরাহের কয়েকদিন পরই আমি পাক মোটর্স হইতে মগবাজারে বাসা বদল করি। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসেও আমি আর একবার ১৩, নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে বাসা বদল করি।
প্রঃ সেখানে থাকাকালে কিছু জানিতে পারেন?
উঃ জনৈক লুৎফুল হুদা সেখানে থাকিতেন। তিনি আমাকে বলেন যে, ষ্টুয়ার্ট মুজিব ও আলী রেজা অস্ত্রশস্ত্র লাভের জন্য ভারতে গিয়াছেন।
প্রঃ সেখানে আর কাহাকেও দেখিতে পান?
উঃ হ্যাঁ, প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদ, সুবেদার জালালউদ্দিন, কন্ট্রাক্টর লুৎফুল হুদা, ষ্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান ও দলিলউদ্দিনকে সেখানে দেখিতে পাই।

এই পর্যায়ে সাক্ষী সাবেক হাবিলদার দলিলউদ্দিনকে অভিযুক্ত ডকে সনাক্ত করেন। তিনি বলেন যে, এছাড়া প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট রমিজ, সুবেদার শামসুল হক ও ডঃ খুরশীদ (ক্যাপ্টেন খুরশীদ তখন নেভিতে চাকুরী করিতেন) সেখানে আগমন করিতেন। আলী রেজাও সেখানে আসিতেন।
প্রঃ এছাড়া কেহ আসিতেন?
উঃ আমি অন্য কোন নাম স্মরণ করিতে পারিতেছি না।
প্রঃ তাঁহারা কি করিতেন?
উঃ তাঁহারা আলাপ-আলোচনা করিতেন।
প্রঃ আপনি আলোচনায় যোগদান করতেন না?
এই প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী বলেন যে, তিনি যোগদান করিতেন না। কেননা, তিনি মনে করিতেন যে, তিনি এখনও অনেক কাঁচা। এই সময় জনাব টি, এইচ, খানের অনুরোধে রাজসাক্ষী গোলাম আহমেদ, ক্যাপ্টেন খুরশীদউদ্দিন, রিসালদার শামসুল হক ও মোঃ আলী রেজাকে ডকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।
প্রঃ ইহা ছাড়া আপনি কিছু জানেন?
উঃ ১৯৬৭ সালের মার্চ- এপ্রিল মাসে আমি ডঃ মালেকের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের সহিত দেখা করি এবং তাহাকে চাকুরীর জন্য বলি। তিনি আমাকে দর্শনা সীমান্তে একটি দোকান খোলার পরামর্শ দেন।

প্রঃ ইহাতে আপনি কি করেন?
উঃ আমি তাহার সুপারিশ মানিয়া লইতে পারি নাই।
তিনি বলেন যে, অতঃপর ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ১৩, নম্বর গ্রীন স্কোয়ার ত্যাগ করেন এবং পরে আমি গ্রেফতার হই। গ্রেফতারের পর আমাকে ক্ষমা করা হয়।

সালাম খানের জেরা

জনাব টি, এইচ, খানের জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান রাজসাক্ষীকে জেরা করিতে শুরু করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনাকে কি পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ কোন তারিখে ?
উঃ আমার মনে নাই।
প্রঃ আপনি কোন তারিখে গ্রেফতার হন?
উঃ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭ সালে।
প্রঃ কোথা হইতে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়?
উঃ আমার মগবাজারের ভাড়া বাড়ী হইতে।
প্রঃ কে সেই বাড়ীটি ভাড়া নিয়াছিল?
উঃ ষ্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান।
প্রঃ সেই বাড়ীতে কি আপনি একাই থাকিতেন?
উঃ সামাদ ও জালালউদ্দিন আহমেদও আমার সহিত থাকিতেন।
প্রশ্ন ঃ আপনি মগবাজারে থাকাকালে সাইকি ও ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারের কি অবস্থা ছিল?
উত্তর ঃ তখন আমরা উহা খালি করিয়া আসি।
প্রশ্নঃ মগবাজারে আপনি কখন ছিলেন?
উত্তরঃ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে।
প্রশ্নঃ মগবাজারের বাড়ীর নম্বর কত?
উত্তরঃ ৫৪৩, নয়াটোলা।
প্রশ্ন ঃ বাড়ীর মালিক কে ছিলেন?
উত্তরঃ গরিবুল্লাহ নামে এক ভদ্রলোক।
প্রঃ তাহার সহিত কোনদিন দেখা করিয়াছেন?
উঃ করিয়াছি।
প্রঃ বাড়ীর ভাড়া কত?
উঃ ১৪০ টাকা।

প্রঃ কয়টি কক্ষ?
উঃ ২টি।
প্রঃ সেখানে দলের কোন সভা হইয়াছে?
উঃ না।
প্রঃ সার্জেন্ট শামসুদ্দিন নামে আপনি কাহাকেও চিনেন?
উঃ না, চিনি না।
প্রঃ অন্য কাহাকে?
প্রঃ সাইকী নামীয় বাড়ীর সম্মুখে কোন পরিচয়ফলক আছে?
উঃ 'PSYcHE' নাম লেখা আছে।
প্রঃ কি রকম ভাবে লেখা?
উঃ বাড়ীর গায়ে ছাপান কিংবা খোদাই করা।
প্রঃ সাইকি ত্যাগ করার পর কখনো সেখানে আর গিয়াছেন?
উঃ সাবেক কর্পোরাল সামাদের সহিত দেখা করার জন্য একবার গিয়াছি।
প্রঃ কখন?
উঃ ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে।
প্রঃ আপনাকে কাহারা গ্রেফতার করেন–পুলিশ, না মিলিটারী?
উঃ বেসামরিক পুলিশ সকালে আমাকে গ্রেফতার করে।
প্রঃ গ্রেফতারের পর আপনাকে কোথায় লইয়া যায়?
উঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে।
প্রঃ গ্রেফতারের পর হইতে আপনাকে কোথায় রাখা হইয়াছে?
উঃ এখন পর্যন্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আছি।
প্রঃ আপনাকে কখনও রাজারবাগে নেয় নাই?
উঃ একবার নিয়াছিল।
প্রঃ কখন?
উঃ গ্রেফতারের দুইদিন পরে।
প্রঃ আপনাকে সেখানে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছিল?
উঃ হ্যাঁ, এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে উহার জবাব দিতে থাকি।
প্রঃ আপনার উত্তর কি পুলিশ লিখিয়া নিয়াছে?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ আপনাকে কখনো ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নেওয়া হইয়াছিল?
উঃ ক্ষমা প্রার্থনার জন্য একবার নেওয়া হইয়াছিল।
প্রঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নেওয়ার পূর্বে আপনি ক্ষমা প্রদর্শনের কথা জানিতেন?
উঃ ৩/৪ দিন আগে এ বিষয় জানিতে পারি।

প্রঃ কে আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যায়?
উঃ লেঃ শরীফ।
প্রঃ তখন কি আপনি জানিতেন যে, আপনাকে ক্ষমা করা হইতে পারে?
উঃ না।
প্রঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া আপনি কি করেন?
উঃ ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে প্রশ্ন করিলে আমি জবাবে বিবৃতিদান করি।
প্রশ্নঃ ম্যাজিষ্ট্রেট তখন কি করেন?
উঃ ম্যাজিষ্ট্রেট তখন কিছু লিখিতেছিলেন।
প্রঃ তিনি কি লিখিতেছিলেন?
উঃ আমি প্রশ্নের যে জবাব দিতেছিলাম, তাহা তিনি লিখিয়া লইতেছিলেন।
প্রঃ আপনাকে কি কখনো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়া হয়?
উঃ না।
প্রঃ ক্যান্টনমেন্টে আপনার কক্ষে কি আপনি একাই ছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আপনার মগবাজারের বাসা হইতে কি আপনি একাই গ্রেফতার হন?
উঃ ষ্টুয়ার্ট মুজিব, সামাদ ও জালালউদ্দিন আহমেদও একই সময় একই স্থান হইতে গ্রেফতার হন।
প্রঃ সকলকে কি একত্রেই গ্রেফতার করিয়া লইয়া যাওয়া হয়?
উঃ আমাকে একা লইয়া যায়। আমি সর্বশেষে বাড়ী ছাড়িয়া যাই। আমি তখন এত ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম যে, কিছুই দিশা করিতে পারি নাই।
প্রঃ অন্যান্যকে গ্রেফতার করিয়া কোথায় নেওয়া হয়?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ তাহাদের কি গাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়?
উঃ আমি ঘরের মধ্যে ছিলাম, তাই দেখি নাই।
প্রঃ আপনাকে যাহারা গ্রেফতার করেন, তাহাদের মধ্যে পুলিশ ছিল?
উঃ একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন।
প্রঃ অন্যরা?
উঃ আর সবাই সাদা পোশাকে ছিলেন, তাই চিনতে পারি নাই।
প্রঃ সবাই সাদা পোশাকে ছিলেন?
উঃ বেসামরিক পুলিশ বাহিনী ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন।
প্রঃ সাদা পোশাক পরা কতজন লোক ছিলেন?
উঃ ১৬/১৮ জন হইতে পারে, তবে আমি তখন খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম, তাই ঠিক সংখ্যা বলিতে পারিব না।
প্রশ্নঃ রাজারবাগে আপনি রাত্রে কখনো ছিলেন?
উঃ না।

প্রঃ গ্রেফতারের পরে আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়?
উঃ গ্রেফতারের পরেই আমি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সবকিছু প্রকাশ করার কথা চিন্তা করিতে থাকি।
প্রঃ কেন সে রকম চিন্তা করেন?
উঃ কারণ আমি মনে করিয়াছিলাম যে, ইহা বেআইনী।
প্রঃ গ্রেফতারের পরে রাজারবাগ নেওয়া হইলে সেখানে পুলিশের নিকট কোন বিবৃতি দিয়াছিলেন?
উঃ না।
প্রঃ রাজারবাগে কি আপনার উপর পুলিশ নির্যাতন করে নাই?
উঃ ইহা সত্য নয়।
প্রঃ একথা কি সত্য নয় যে, আপনি পুলিশের অভিরুচি অনুযায়ী বিবৃতি দিয়াছেন?
উঃ না, একথা সত্য নয়।
প্রঃ এখন আপনি কোথায় থাকেন?
উঃ কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে।
প্রঃ কোথায়?
উঃ একটি কক্ষে।
প্রঃ কোন্ জায়গায়?
উঃ অবস্থান আমি জানি না।
প্রঃ সেই জায়গাটা কি কোন বাড়ী, না ব্যারাক?
উঃ ব্যারাক।
প্রঃ আশরাফ আলী খান ও জালালউদ্দিন আহমেদও সেখানে থাকেন, একথা জানেন কি?
উঃ না।
প্রঃ রাজারবাগ ছাড়া আপনাকে কোথাও নেওয়া হয় নাই?
উঃ হ্যাঁ, হইয়াছে।
প্রঃ কোথায়?
উঃ স্থানটির নাম আমি জানি না।
প্রঃ এই স্থানটিতে আপনাকে দিনে নেওয়া হয়, না রাত্রে?
উঃ কখনো দিনে ও কখনো রাত্রে।
প্রঃ গ্রেফতারের কতদিন পরে আপনাকে সেই জায়গায় নেওয়া হয়?
উঃ কয়েক মাস পরে।
প্রঃ এখানে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?
উঃ না।

প্রঃ এখানে কি করা হয়?
উঃ লেঃ শরীফ সাদা পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তির নিকট আমাকে লইয়া যান এবং এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি যাহা জানি তাহা বলিতে বলেন।
প্রঃ আপনি কি করেন?
উঃ আমি সেই অনুযায়ী বিবৃতি দান করি।
প্রশ্নঃ সেখানে অন্য কেউ ছিল?
উঃ এই দুইজন ছাড়া কেউ ছিল না।
প্রঃ বিবৃতি দানের উদ্দেশ্যে আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করার জন্য কাহাকেও বলিয়াছেন?
উঃ না।
প্রঃ আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?
উঃ আমি ম্যাট্রিক পাশ।
প্রঃ এ কথা কি ঠিক যে, আপনি কাহারও নিকট কোন বিবৃতি দেন নাই?
উত্তরঃ হ্যাঁ, ঠিক।
প্রশ্নঃ একথা কি সত্য নয় যে, গ্রেফতারের পর আপনি কয়েকদিনের জন্য মুক্তি পান এবং পরে আবার আপনাকে লইয়া আসা হয়?
উঃ না, সত্য নয়।
প্রঃ গ্রেফতারের পরে আপনি বাড়ী যান নাই?
উঃ না।
প্রঃ ক্ষমা প্রদর্শনের পূর্বে আপনাকে কেহ বলে নাই যে, আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করা হইবে না?
উঃ না, বলেন নাই।
প্রঃ আপনি মেজর হাসানকে চিনেন?
উঃ চিনি না।
প্রঃ মেজর নাসেরকে?
উঃ তাঁহাকেও চিনি না।
এই পর্যায়ে সাক্ষী আবার বলেন যে, আমি মেজর নাসেরকে লেঃ শরীফের সহিত দেখিয়াছি।
প্রঃ ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নেওয়ার পূর্বে ও পরে মেজর নাসের ও লেঃ শরীফ আপনার সহিত দেখা করেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ একথা কি সত্য নয় যে, পুলিশের নিকট বিবৃতিদানের পূর্বে আপনাকে একটি লিখিত বিবৃতি সরবরাহ করা হইয়াছিল?
উঃ একথা সত্য নয়।

প্রঃ আপনি পাকিস্তান নেভির লেঃ মোজাম্মেল হোসেনকে চিনেন?
উঃ হ্যাঁ, চিনি।
প্রঃ আমীর হোসেনের সহিত আপনার কোন কথা হইয়াছে?
উঃ না।
প্রঃ আপনি কি পুলিশের নিকট বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, সুলতানউদ্দিন, আমীর হোসেন ও নূর মোহাম্মদ আপনাকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন সম্পর্কে বলিয়াছেন?
উঃ হ্যাঁ, বলিয়াছি।
প্রঃ পুলিশ যে বিবৃতি প্রস্তুত করে, তাহা আপনি দেখিয়াছেন?
উঃ না।
প্রঃ সেই বিবৃতি আপনাকে পড়িয়া শুনান হয়?
উঃ না।
প্রঃ আপনি আমীর হোসেনের সহিত কতবার দেখা করেন?
উঃ অনেকবার। আনুমানিক ১০/১৫ বার।
প্রঃ আপনি সাইকীতে আশরাফ আলী খানের সহিত দেখা করিয়াছেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ ষ্টুয়ার্ট মুজিবের সহিত যখন মাদারীপুরে দেখা হয়, তখন কি এই দলের বিষয় আলাপ করেন?
উঃ হ্যাঁ, করি।
প্রঃ ষ্টুয়ার্ট মুজিব তখন বিস্তারিত কিছু বলেন নাই?
উঃ পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে কি পরিকল্পনায় বিচ্ছিন্ন করা হইবে, সে সম্পর্কে তিনি (মুজিব) বিস্তারিত কিছু বলেন নাই। কেবল বলিয়াছেন যে, একটি সশস্ত্র বিপ্লব করা হইবে।
প্রশ্নঃ আপনি জানিতে চাহেন নাই?
উত্তরঃ ষ্টুয়ার্ট মুজিব আমাকে বিস্তারিত বলিবেন।
প্রঃ পরে বলিয়াছেন?
উঃ না।
প্রঃ আপনি কখন হইতে কখন এই আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন?
উঃ ১৯৬৪ সাল হইতে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।
প্রশ্নঃ এই সময়ের মধ্যেও আপনাকে কেহ সশস্ত্র বিপ্লবের বিস্তারিত কিছু বলেন নাই?
উঃ না।
প্রঃ আপনাকে পাকিস্তান নেভি হইতে কেন বরখাস্ত করা হয়?
উঃ একটি কোর্সে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হই, সেইজন্য আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

প্রঃ অব্যাহতি দেওয়া হয়, না ডিসচার্জ করা হয়?
উঃ কর্তৃপক্ষ আমাকে ডিসচার্জ করেন।
প্রঃ একথা কি সত্য নয় যে, আপনাকে অসন্তোষজনক কাজের জন্য (unsatisfactory work) ডিসচার্জ করা হয়?
উঃ না, সত্য নয়।
প্রঃ আপনি কি পুলিশের নিকট বলেন নাই যে, আপনাকে অসন্তোষজনক কাজের জন্য ডিসচার্জ করা হইয়াছে?
উঃ না, বলি নাই। (অনুরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে।)
প্রঃ করাচীতে অবস্থানকালে আপনি কোন কোন পূর্ব পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারকে চিনিতেন?
উঃ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম, লেঃ কম্যাণ্ডার চৌধুরী ও লেঃ মোজাম্মেলকে (সকলেই নৌবাহিনীর) চিনিতাম।
প্রঃ করাচীতে থাকাকালে ইহাদের একজনের সহিতও এই আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই?
উঃ না।
প্রঃ ১৯৬৬ সালের মার্চ-এপ্রিলে মোয়াজ্জেম হোসেনের পদমর্যাদা কি ছিল?
উঃ লেফটেন্যান্ট।
প্রঃ করাচীতে অবস্থানকালে আপনি কখনো লেঃ মোয়াজ্জেমের বাড়ীতে গিয়াছেন?
উঃ না।
প্রঃ করাচীতে থাকাকালে এই দলের নেতা কে, সে কথা আপনাকে কেহ বলিয়াছেন?
উঃ না।
প্রঃ আপনি কতদিন বেকার ছিলেন?
উঃ আমি ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে ঢাকা আসি এবং তখন হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত আমার কোন চাকুরী ছিল না।
প্রঃ আপনি করাচীতে নৌ-বাহিনীর হাসপাতালে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের সহিত কখন দেখা করেন?
উঃ ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর বা ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে।
প্রঃ আপনি কি সুন্দর আলী ও আশরাফ আলীর ব্যবসার অংশীদার ছিলেন?
উঃ কখনো না।
প্রঃ চট্টগ্রামে আপনার চাকুরী হইয়াছিল না?
উঃ ১৯৬৬ সালে নভেম্বরের শেষভাগে বা ডিসেম্বরের প্রথমভাগে ফৌজদারহাটে পাইলট ইন্ডাষ্ট্রিতে আমার চাকুরী হইয়াছিল।

প্রঃ আপনি সেখানে কতদিন চাকুরী করেন?
উঃ ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৬৬) পর্যন্ত।
প্রঃ একথা কি সত্য নয় যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম তাহার চট্টগ্রামস্থ বাসা 'এঙ্কোরেজ'-এ ছিলেন না?
উঃ একথা সত্য নয়।
প্রঃ ষ্টুয়ার্ট মুজিবের কথামত লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের সহিত দেখা করিলে তিনি আপনাকে কি বলেন?
উঃ তিনি (মোয়াজ্জেম) আমাকে ঢাকা গিয়া আশরাফ আলী খানের সহিত দেখা করিতে বলেন।
প্রঃ কি উদ্দেশ্যে দেখা করিতে বলেন, তাহাও তো আপনাকে বলিয়াছেন?
উঃ হ্যাঁ, উদ্দেশ্যও বলিয়াছেন।
প্রঃ মোয়াজ্জেম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকে কি আপনি খুব গোপনীয় বলিয়া মনে করেন?
উঃ হ্যাঁ, করি।
প্রঃ আপনার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া আশরাফ আলী খান কি কথিত ২/৩ হাজার টাকার জন্য চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন?
উঃ বস্তুতঃ তিনি চট্টগ্রামে যান নাই। তিনি প্রাক্তন হাবিলদার সুন্দর আলীকে পাঠাইয়াছিলেন।
প্রঃ আপনার নিকট হইতে মোয়াজ্জেমের নির্দেশ পাওয়ার পর কি সুবেদার আশরাফ আলী খান দলের কাজ করিয়াছেন?
উঃ না।
প্রঃ এই সংবাদ আপনি আশরাফ আলীর নিকট কখন পৌঁছান?
উঃ ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।
প্রঃ সেসময় ঢাকায় আপনি কোথায় থাকিতেন?
উঃ হোটেল হানাফিয়ায়।
প্রঃ হোটেল হানাফিয়ার রেজিষ্ট্রারে আপনার নাম রেকর্ড করিয়াছিলেন?
উঃ আমার যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে আমি হোটেল হানাফিয়ায় আমার নাম রেকর্ড করিয়াছিলাম।
প্রঃ আপনি কথিত চোরাচালানীদের আখড়ায় কয়বার গিয়াছিলেন?
উঃ একবার মাত্র।
প্রঃ একথা আপনি ষ্টুয়ার্ট মুজিবকে বলিয়াছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আপনি কি সেখানে একাই গিয়াছিলেন?
উঃ পাকিস্তান নেভির মাসুদুর রহমানও গিয়াছিলেন।

প্রঃ সেখানে আপনি কি করিয়াছিলেন?
উঃ মাসুদুর রহমান এক ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করেন এবং আমি তাহা দেখি।
প্রঃ ভারত হইতে কি দ্রব্য চোরাচালান করিয়া আমদানী করা হইবে, তাহা আপনি জানিতেন?
উঃ আমাকে তাহা বলা হয় নাই।
প্রঃ আপনি যখন সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহে নিযুক্ত, তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দলের আরও লোক ছিল, একথা জানিতেন?
উঃ না।
প্রঃ সেই সময় সার্জেন্ট সামসুল হক, ক্যাপ্টেন নজমুল হুদা ও ক্যাপ্টেন আলী ঢাকা বি ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন, একথা আপনি জানিতেন?
উঃ না।
প্রঃ আপনি সামরিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কি করেন?
উঃ আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকারী দুইজন লোকের সহিত যোগাযোগ করি এবং তাহারা আমাকে এন, সি, ও জে, সি, ও-এর সংখ্যা জানান।
প্রঃ এই দুই ব্যক্তি কে?
উঃ তাহাদের নাম আমি জানি না।
প্রঃ লুৎফুল হুদা কি এই দলের সদস্য ছিলেন?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ভারতে গমন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার এবং ইহা গোপন রাখা উচিত বলিয়া কি আপনি মনে করেন?
উঃ হ্যাঁ, করি।
প্রঃ চট্টগ্রাম ফ্লিট ক্লাবে অবস্থানকালে আপনি সেখানে আপনার নাম রেকর্ড করাইয়াছেন?
উঃ না।
প্রঃ ষ্টুয়ার্ট মুজিব কখন আপনাকে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের সহিত দেখা করিতে বলেন?
উঃ ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে।
প্রঃ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও ষ্টুয়ার্ট মুজিব ছাড়া আর কেহ এই সংগঠনে জড়িত আছে বলিয়া জানিতেন?
উঃ এছাড়া একমাত্র রিসালদার শামসুল হক দলে ছিলেন বলিয়া জানিতাম।
প্রশ্নঃ দর্শনায় দোকান দেওয়ার ব্যাপারে কি আলোচনা হয়?
উত্তরঃ তখন বলা হয় যে, আমাকে বেতন দেওয়া হইবে।

প্রঃ কখন এই আলোচনা হয়?
উঃ ১৯৬৭ সালের মার্চ-এপ্রিলে ঢাকায় ডঃ খালেকের বাসায়।
প্রঃ আপনার বেতন কত স্থির হয়?
উঃ বেতন ঠিক করা হয় নাই।
প্রঃ আপনি পুলিশের নিকট কি একথা বলেন নাই যে, আপনার বেতন ২৫০ টাকা ঠিক করা হইয়াছিল? (অনুরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)।
উঃ আমি বলি নাই।
প্রঃ আপনি কয়বার চট্টগ্রাম গমন করেন?
উঃ দুইবার।
প্রঃ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের সহিত আপনি দুইবার সাক্ষাৎ করেন। তাহা কি একা একাই?
উঃ উভয়বারই ষ্টুয়ার্ট মুজিব আমার সঙ্গে ছিলেন।
প্রঃ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় দ্বিতীয়বার কখন যান?
উঃ ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে।
প্রঃ আপনি পুলিশের নিকট কি বলেন নাই যে, আপনি ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় যান? (অনুরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)
উঃ না।
প্রঃ আপনি করাচী হইতে ঢাকা কবে আসেন?
উঃ ১৯৬৬ সালের ১৬ই অথবা ১৭ই আগষ্ট।
প্রঃ বিমানে না জাহাজে?
উঃ জাহাজে।
প্রঃ আবার কখন চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান?
উঃ ৬৬ সালের আগষ্ট মাসের শেষভাগে।
প্রঃ ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হানাফিয়া হোটেলে কয়দিন ছিলেন?
উঃ ৪/৫ দিন।
প্রঃ ঢাকায় আপনার কোন আত্মীয় নাই?
উঃ না।
এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে হোটেল হানাফিয়ার রেজিষ্ট্রার দেওয়া হয়। সাক্ষী সেপ্টেম্বর মাসের রেকর্ড খুঁজিয়া বলেন যে, তিনি তাহার নাম বাহির করিতে পারিতেছেন না।
প্রঃ হোটেলটি কোথায় অবস্থিত?
উঃ ঢাকা ফুলবাড়িয়া ষ্টেশনের নিকটে।
প্রঃ নেভি হইতে চলিয়া আসার সময় আপনি কোন ডিসচার্জ পত্র পাইয়াছেন?
উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ নেভিতে আসামী খুরশীদের সহিত আপনার সম্পর্ক কি ছিল?
উঃ তিনি আমার চিকিৎসক ছিলেন।
প্রঃ একথা কি সত্য নয় যে, আপনাকে স্বাস্থ্যগত কারণে নেভি হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে?
উঃ না, সত্য নয়।
এই পর্যায়ে প্রথমে বিচারপতি ও পরে সাক্ষীর হাতে সাক্ষীর সার্ভিস বুক দেওয়া হয়। সাক্ষী পড়িয়া বলেন যে, আমি দেখিতেছি যে, স্বাস্থ্যগত কারণে আমাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।
প্রঃ এই সম্পর্কে আপনাকে কেহ কিছু বলিয়াছেন?
উঃ ডঃ খুরশীদ স্বয়ং আমাকে বলেন যে, স্বাস্থ্যগত কারণে তোমার চাকুরী যাইবে।
জনাব সালাম খানের জেরা শেষ হইলে বিবাদীপক্ষের খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ পি, এন, এস তোঘ্রিলে ১৯৬২ হইতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কার্যরত এম, এ, কুদ্দুস নামের কোন লীডিং সীম্যানকে আপনি চিনেন?
উঃ না।
প্রঃ আপনি চট্টগ্রাম ফ্লিট ক্লাবে তাহার সহিত কখনও দেখা করেন নাই?
উঃ না।
প্রঃ ৯/১২/৬৭ হইতে ১১/৫/৬৮ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আপনাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নেওয়া হয় কি?
উঃ না।
প্রঃ এই সময়ের মধ্যে লেঃ শরীফ আপনার সহিত দেখা করিয়াছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ লেঃ শরীফ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আপনি কি করিয়াছিলেন?
উঃ আমি সম্মত হই। তবে আমাকে ৯/১২/৬৭ হইতে ১১/৫/৬৮ পর্যন্ত কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নেওয়া হয় নাই।

এই পর্যায়ে গতকল্যকার মত শুনানী মুলতবী ঘোষণা করা হয়। অদ্য (শুক্রবার) আবার শুনানী শুরু হইবে।

সিরাজুল ইসলামের জেরা

ইতিপূর্বে গতকল্য ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে পূর্ববতী রাজসাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের অসমাপ্ত জেরাও শেষ করা হয়। জনাব নূরুল

আলম ও জনাব ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী এই পর্যায়ে ৮ নম্বর রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।

জনাব নূরুল আলমের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সার্জেন্ট জলিলের নিকট তিনি বিপ্লবী ভাষাদর্শ কখন ব্যক্ত করেন, তাহা তাহার মনে নাই, তবে তাহা ১৯৬৬ সালের জুন মাসে হইতে পারে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৮ই অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী সিরাজুল ইসলামের জেরা ও

গোলাম আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আট নম্বর একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জেরা সমাপ্ত হয় এবং দশ নম্বর সাক্ষী ও নয় নম্বর একরারী সাক্ষী নৌ-বাহিনীর সাবেক রেটিং গোলাম আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত হয়।

বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব টি এইচ খানের পরিচালনায় নয় নম্বর একরারী সাক্ষী জনাব গোলাম আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ও খান বাহাদুর ইসমাইল তাঁকে জেরা করেন।খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা অসমাপ্ত অবস্থায় গতকাল আদালতের কার্যকাল মূলতবী ঘোষণা করা হয়।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব এস এম নূরুল আলম ও জনাব ভিখারুল ইসলাম কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে জেরা করেন। তাদের জেরা সমাপ্তির মাধ্যমেই মামলার আট নম্বর একরারী সাক্ষী কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের জেরা সমাপ্ত হয়।

সাক্ষী গোলাম আহমদ বলেন যে, তার বাড়ী ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর থানায় জাফরাবাদ গ্রামে। তিনি বলেন, আমি ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রাম হতে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে রেটিং হিসেবে যোগদান করি। করাচীতে পিএনএস বাহাদুরে আমি ট্রেনিং গ্রহণ করি। তিনি টাকার জন্য লোক পাঠিয়ে ট্রেনিং-এর পর আমাকে ১৯৬০ সালে পিএনএস তুঘ্রিলে নিয়োগ করা হয়। আমি আড়াই বছর উক্ত জাহাজে চাকুরী করি। আমি ১৯৫৮ সাল হতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত করাচীতে ছিলাম। করাচীতে অবস্থানকালে নৌবাহিনীর স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, লিডিং সীমেন সুলতানউদ্দীন ও নূর মোহাম্মদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। তারা রাজনীতি সম্পর্কে এবং পূর্ব ও পশ্চিম

পাকিস্তানের বৈষম্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অধিকসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার আছেন। এসব বৈষম্যের কথা বলতেন।

এই পর্যায়ে সাক্ষীকে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সুলতানউদ্দীন ও নূর মোহাম্মদকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে তাদের সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, করাচীতে পূর্ব পাকিস্তানী অনেক সীমেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাদের কেউ এখানে নেই। করাচীতে এক্স-কর্পোরাল আমীর হোসেনের সঙ্গে ১৯৬৪-৬৫ সালে জাহাঙ্গীর রোডে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে । তিনি তখন সেখানে বাস করতেন।

সাক্ষী বলেন, আমীর হোসেন ফরিদপুর সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। স্টুয়ার্ড মুজিবও সেখানে বাস করতেন। জাহাঙ্গীর রোডে সমিতির অফিসে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হত। ফরিদপুর সমিতি সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া আমীর হোসেনের সঙ্গে আমার অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা হয়নি। ১৯৬৪ সালের শেষভাগে অথবা ১৯৬৫ সালের শুরুতে স্টুয়ার্ড মুজিব আমাকে একদিন বলেন যে, তারা একটা বিপ্লবী দল গঠন করছেন। এই দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করা। তারা আমাকেও এই সংগঠনে যোগ দিতে বলেন। আমি তাদের দলে যোগ দিতে সম্মত হই।

১৯৬৬ সালে আমি নৌবাহিনী ত্যাগ করি। আমি তারপর সরাসরি আমার গ্রামের বাড়ী চলে যাই। এই সময় স্টুয়ার্ড মুজিব চট্টগ্রাম হতে ছুটিতে বাড়ী আসেন এবং মাদারীপুরে তার সাথে আমার দেখা হয়। মুজিব আমাকে ঢাকা গিয়ে প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, সামাদ ঢাকার গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। আমি গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পে গিয়ে সামাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে 'সাইকি' ১০০/৩ আজিমপুরের ঠিকানা প্রদান করেন এবং সেখানে আমাকে থাকতে বলেন। আমি তার বাসায় গমন করি। সেখানে সুবেদার আশরাফ আলী খানের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার সঙ্গে এটাই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এরপর আমি ঐ বাড়ীতে বসবাস করতে শুরু করি।

এই পর্যায়ে সাক্ষীকে এক্স-কর্পোরাল সামাদকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে সঠিকভাবে সামাদকে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, আমি স্টুয়ার্ড মুজিবের মাধ্যমে বার্তাবহ হিসেবে কাজ করতে শুরু করি। ঢাকায় সেনাবাহিনী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি।

স্টুয়ার্ড মুজিব এই বাসায় আসা-যাওয়া করতেন। একদিন লেঃ মোয়াজ্জেমও সেখানে আসেন।

বার্তাবহ হিসেবে কাজ করার সময় আমাকে শুধুমাত্র একটা ভাতা দেয়া হত। আমি একটা সুবিধাজনক চাকুরীর খোঁজ করছিলাম। এ ব্যাপারে আমি অনেক অফিসে যাই। কিন্তু কোথাও কোন চাকুরী পাইনি।

তারপর ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের শেষভাগে আমি চট্টগ্রাম গমন করি। সেখানে স্ট্রান্ড রোডে নেভাল ফ্লীট ক্লাবে আমি থাকতাম। স্টুয়ার্ড মুজিবও সেখানে আসতেন। একদিন মুজিব আমাকে লেঃ মোয়াজ্জমের বাসভবন জুবিলি রোডে অবস্থিত 'এ্যাঙ্কোরেজে' নিয়ে যান। আমি মোয়াজ্জেম হোসেনকে আমার চাকুরীর কথা বলি। তিনি আমাকে এম এস রমিজের সঙ্গে দেখা করার জন্য বলেন। আমি চট্টগ্রাম পিআইএ অফিসে গিয়ে এম এস রমিজের সাথে সাক্ষাৎ করি। জনাব রমিজ আমাকে কয়েকটি অফিসের ঠিকানা প্রদান করেন। আমি উক্ত অফিসসমূহে গিয়েছিলাম কিন্তু কোন চাকুরী পাইনি। একদিন মুজিব ফ্লীট ক্লাবে আমাকে বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে ডেকেছেন। আমি তার এ্যাঙ্করেজের বাসায় গমন করি। তিনি আমাকে ঢাকায় হানিফিয়া বোডিংয়ে গিয়ে নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খানের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে বলেন যে, আমি যেন আশরাফ আলী খানকে একথা বলি যে, সংগঠনের গোপনীয়তা ফাঁস করে দিচ্ছেন। টাকার দরকার হলে তিনি যেন নিজে এসে টাকা নিয়ে যান। আমি ঢাকা এসে আশরাফ আলী খানকে এই বার্তা পৌঁছে দেই। সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ ব্যাপারে আমি ঢাকা আসি। এই সময় সাক্ষীকে লেঃ মোয়াজ্জমকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি তাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী গোলাম আহমদ বলেন, আমি ঢাকায় হানিফিয়া বোডিংয়ে কয়েকদিন অবস্থান করার পর চট্টগ্রাম ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে দেখা করে তাকে জানাই যে, তার বার্তা আমি পৌঁছে দিয়েছি। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সম্ভবতঃ শেষভাগে আমি চট্টগ্রাম ফিরে যাই।

ক'দিন পর লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে ডেকে পাঠান। সেখানে স্টুয়ার্ড মুজিবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে কর্নফুলি গিয়ে চোরাচালানকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে বলেন। তিনি বলেন, সেখানে চোরাচালানীদের ডিপো আছে। তিনি আমাকে যে গ্রামের ঠিকানা দেন সেখানে আমি গমন করি। আমি এ ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে পারিনি। কারণ চোরাচালানীরা আমাকে সিআইডি'র এজেন্ট বলে সন্দেহ করে। আমি

লেঃ মোয়াজ্জেমকে এ খবর প্রদান করি।আমি ১৯৬৬ সালের নবেম্বর বা ডিসেম্বরের শেষভাগ পর্যন্ত অবস্থান করি। সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর আমি ঢাকা ফিরে আসি। এখানে এসে আমি ওয়াজীর আলী ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রুপে চাকুরী নেই। এই গ্রুপের আলী অটো মোবাইলসে আমি চাকুরী নেই। ১৯৬৭ সালের প্রথম ভাগে ঢাকায় স্টুয়ার্ড মুজিবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন আমি আলী অটো মোবাইলসে চাকুরী করি। তিনি আমাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের জেসিও, এনসিও সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেন। আমি উক্ত তথ্য সংগ্রহ করে তাকে লিখিতভাবে প্রদান করি। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে এই তথ্য প্রদান করি।

সাক্ষী পুনরায় বলেন, আমি এই তথ্য লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রদান করি। ডঃ খালেকের বাসভবনে গিয়ে তাকে এই তথ্য দিই। ৬৭ সালের জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসেই এই তথ্য তার নিকট প্রদান করি।

ঢাকায় আমি এয়ারপোর্ট রোডে পাক মোটরস-এ থাকতাম। তারপর আমি বাসা বদল করে মগবাজারে যাই। সেখানে আমি কিছুকাল বাস করি। ৬৭ সালের জুলাই মাসে আমি ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে বাস করতে শুরু করি। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। জনৈক লুৎফুল হুদাও সেখানে বাস করতেন। লুৎফুল হুদা আমাকে বলেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিব এবং আলী রেজা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য ভারতে গেছেন। আমি সেখানে এক্স-কর্পোরাল সামাদ, সুবেদার জে ইউ আহমদ, হাবিলদার দলিলউদ্দীনকে দেখতে পাই। স্টুয়ার্ড মুজিবও সেখানে থাকতেন।এই পর্যায়ে সাক্ষী হাবিলদার দলিলউদ্দীনকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।সাক্ষী বলেন, এখানে এক্স-ফ্লাইট লেঃ রমিজ, সুবেদার শামসুল হক এবং ডাক্তার খুরশীদকেও দেখেছি। ডঃ খুরশীদ নৌ-বাহিনীতে ছিলেন। তিনি এখানে আসতেন। আলী রেজাও এখানে আসতেন।সাক্ষীকে তখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আর কোন ব্যক্তি সেখানে আসতেন কিনা। সাক্ষী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন যে, আমার মনে পড়ছে না।

সাক্ষী বলেন, এইসব ব্যক্তি একত্রিত হয়ে কি সব আলোচনা করতেন। আমাকে আলোচনায় শামিল হতে দেওয়া হত না। কাজেই তারা কি আলোচনা করতেন তা বলতে পারব না। আমি মনে করতাম যে, গোপনীয় বিষয় আলোচনায় যোগদানের পক্ষে আমার বয়স খুবই কম।

সাক্ষীকে ডাক্তার খুরশীদকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি ক্যাপ্টেন খুরশীদউদ্দীন আহমদকে শনাক্ত করে বলেন, ইনিই ডাঃ খুরশীদ। তারপর সুবেদার শামসুল হককে সনাক্ত করতে বলা হলে রিসালদার শামসুল হককে দেখিয়ে বলেন, ইনিই হচ্ছেন সুবেদার শামসুল হক। আলী রেজাকে সনাক্ত

করতে বলা হলে তিনি অনেকক্ষণ অভিযুক্তদের কাঠগড়ার কাছে ঘুরে ফিরে দেখে শেষ পর্যন্ত আলী রেজাকে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে আমি যখন ঢাকায় চাকুরীর সন্ধান করছিলাম তখন একদিন ডাঃ খালেকের ধানমন্ডির বাসভবনে লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি তাকে চাকুরীর কথা বলি। তিনি আমাকে দর্শনা সীমান্তের নিকট একটি দোকান খোলার পরামর্শ দেন। তিনি আমাকে খবরবার্তা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সেখানে দোকান খুলতে বলেন। কোথা হতে খবরবার্তা সংগ্রহ করতে হবে তা বলেননি। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইনি।

বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করেন যে, কেউ আপনাকে কোন দোকান খুলতে বলেছিলেন কিনা তখন সাক্ষী উক্ত দোকান খোলার কথা জানান।

সাক্ষী বলেন, সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে আমি গ্রীন স্কোয়ার ত্যাগ করি। আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় এবং আমি তা গ্রহণ করেছি। সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাকে জেরা শুরু করেন।

প্র-আপনাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?

উ-হ্যাঁ, তবে কোন সময় তা মনে নেই।

প্র-আপনি কখন গ্রেফতার হন?

উ-১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর।

প্র-কোথা হতে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়?

উ-মগবাজার হতে।

প্র-ওটা কার বাড়ী?

উ-ওটা একটা ভাড়াটিয়া বাড়ী।

আমি ঐ সময় সেখানে থাকতাম।

সাক্ষী বলেন, প্রকৃতপক্ষে স্টুয়ার্ড মুজিব এই বাড়ী ভাড়া দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও থাকতেন এবং আরও ২ ব্যক্তি সেখানে থাকতেন।

প্র-আপনি যখন মগবাজারে থাকতেন তখন কি ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে পার্টির অফিস ছিল?

উ- পার্টি ১৩, গ্রীন স্কোয়ার তখন ছেড়ে দেয়।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর আমি মগবাজারে থাকতাম। ১লা ডিসেম্বর হতে ৫৪৩ নয়াটোলা, মগবাজারে আমি বাস করতে শুরু করি।

প্র-বাড়ীর মালিক কে ছিলেন?

উ- জনৈক অলিউল্লা। আমি প্রতি মাসে ১৪০ টাকা ভাড়া দিতাম। ঐ বাড়ীতে ২টি কক্ষ ছিল। জামালউদ্দিন আহমদও এখানে থাকতেন। এই বাড়ীতে সিরাজুল ইসলামের সঙ্গেও আমার দেখা হয়। মগবাজারের বাড়ীতে কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি।

প্র-১৩, গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ী কে ভাড়া করেছিলেন?

উ-আমি যতদূর জানি কন্ট্রাক্টর লুৎফুল হুদা।

এই বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন।

এরপর সাক্ষীকে ইংরেজীতে সাইকি (পিএসওয়াইসিএইচই) বানান করতে বলা হলে তিনি শুদ্ধভাবে তা বানান করেন। তিনি বলেন, কোন 'সাইকি' মুদ্রিত কোন লিখবার কাগজ আমি কখনও দেখিনি। ঐ বাড়ীর গেটে 'সাইকি' শব্দটি খোদাই করা ছিল। উক্ত বাড়ী ত্যাগ করার পর ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে একবার আমি এক্স-কর্পোরাল সামাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ঐ বাড়ীতে যাই।

প্র-আপনাকে কে গ্রেফতার করেছিল?

উ-বেসামরিক পুলিশ।

প্র-কোন সময়?

উ-সকাল বেলায়।

প্র-তারপর আপনাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?

উ-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে।

প্র-সেখানে আপনাকে কতদিন রাখা হয়?

উ-তখন থেকেই আজ পর্যন্ত আমি সেখানেই আছি।

সাক্ষী বলেন, আমার গ্রেফতারের কয়েকদিন পর আমাকে একবার রাজারবাগ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমি যা জানি তা পুলিশের নিকট বলেছি।

প্র-আপনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল?

উ-হ্যাঁ, তবে যে অফিসার আমাকে প্রশ্ন করেন তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন কিনা আমি জানি না। আমাকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে যাওয়ার ৩/৪ দিন পূর্বে লেঃ শরীফ আমাকে জানান যে, আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে।

প্র-আপনি ক্ষমা চেয়েছিলেন কি?

উ-লেঃ শরীফ আমাকে বলেন যে, আমি যদি বিবৃতি দেই তবে আমাকে ক্ষমা করা হবে। শরীফের সঙ্গে যখন আমার কথা হয় তখন আমি জানতাম না যে, আমাকে ক্ষমা করা হবে।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে প্রশ্ন করেন আমি তখন বিবৃতি প্রদান করি। তিনি তা নোট করেন। আমি তার প্রশ্নের জবাবদানকালে তাকে লিখতে দেখি। তবে তিনি কি লিখছিলেন তা বলতে পারব না।

প্র-আপনাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নেয়া হয়েছিল কি?

উ-না।

প্র-আপনার সঙ্গে ক্যান্টনমেন্টে আর কোন কোন ব্যক্তিকে আনয়ন করা হয়?

উ-আমাকে একাই আনা হয়।

প্র-আপনাকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন মগবাজার হতে আর কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি?

উ-ঐ সময় সামাদ, স্টুয়ার্ড মুজিব ও জে ইউ আহমদকেও সেখান হতে একই দিনে গ্রেফতার করা হয়।

প্র-আপনাদের সকলকে কি একই গাড়ীতে করে তুলে নেয়া হয়েছিল না পৃথক পৃথক গাড়ীতে করে তুলে নেয়া হয়?

উ-আমাকে একটা পিক-আপে করে একা তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। উক্ত বাড়ী হতে আমাকেই সর্বশেষে নেয়া হয়। অন্যান্যদের কোথায় নেয়া হয় তা আমি বলতে পারব না। তাদের কিভাবে নেয়া হয় তাও বলতে পারব না। আমি তখন কক্ষের ভিতরে ছিলাম। কতিপয় পুলিশসহ একজন পুলিশ অফিসার কক্ষে ছিলেন।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, সাদা পোশাক পরিহিত ১৬/১৭ জন লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বেসামরিক পুলিশ ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন না। এদের মধ্যে একজন অফিসারের সাথে আমার পরে দেখা হয়েছিল। তাকে আমার কাছে অফিসার বলে মনে হয়েছে। তিনি সাধারণ পোশাক পরিহিত ছিলেন।

প্র-রাজারবাগে আপনাকে রাত কাটাতে হয়েছিল কি?

উ-না।

সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, গ্রেফতারের পর হতেই আমি যা জানি তা প্রকাশ করার কথা চিন্তা করছিলাম। গ্রেফতারের পর হতে রাজারবাগে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়ে আমি কোন বিবৃতি দেইনি।

প্র-আপনাকে পুলিশ রাজারবাগে নির্যাতন করেছিল কি?

উ-না।

প্র-একথা কি সত্য যে, পুলিশ আপনাকে যা বলতে বলেছে আপনি তাই বলেছেন?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-আপনাকে বর্তমানে কোথায় রাখা হচ্ছে?

উ-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ব্যারাকের একটি কামরায়। ব্যারাকটির অবস্থান আমি বলতে পাচ্ছি না।

প্র-সুবেদার আশরাফ আলী ও জালালউদ্দিন আহমদকে সেখানে রাখা হচ্ছে কি?

উ-আমি তা জানি না।

প্র-রাজারবাগ ছাড়া আপনাকে আর কোথাও নেয়া হয়েছিল কি?

উ-রাজারবাগ ছাড়াও আমাকে আরও কয়েকটি জায়গায় নেয়া হয়। এসব জায়গা আমি চিনি না।

প্র-কোন সময়ে আপনাকে এসব জায়গায় নেয়া হয়?

উ-কোন কোন সময় রাত্রে আবার কোন কোন সময় দিনে নেয়া হয়।

প্র-কখন আপনাকে এসব জায়গায় নেয়া হয়?

উ-আমার গ্রেফতারের কয়েক মাস পরে।

প্র-এসব জায়গায় আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কি?

উ-জী না।

প্র-আপনার সাথে এসব জায়গায় যাওয়ার সময় কে কে ছিলেন?

উ-লেঃ শরীফ ও সাদা পোসাক পরিহিত অপর এক ব্যক্তি।

প্র-লেঃ শরীফ আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ। তিনি সাদা পোষাক পরিহিত ব্যক্তির নিকট আন্দোলন সম্পর্কে আমি যা জানি এবং করেছি তা বলার জন্যে অনুরোধ করেছেন।

প্র-আপনার সাথে কোন পুলিশ অফিসার ছিলেন কি?

উ-লেঃ শরীফ ও সাদা পোশাকের ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না।

প্র-আপনাকে কখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?

উ-গ্রেফতারের ১৫/২০ দিন পরে।

প্র-জবানবন্দী করার উদ্দেশ্যে আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করার জন্যে আপনি বলেছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

উ-আমি ম্যাট্রিকুলেট।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন?

উ-এ কথা সত্য নয়।

প্র-একথা কি সত্য যে,গ্রেফতারের কিছুদিন পর আপনাকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং পুনরায় আপনাকে ফিরিয়ে আনা হয়?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-গ্রেফতারের পর আপনি কি বাড়ী গিয়েছিলেন?

উ-জী না।

প্র-ক্ষমা প্রদর্শনের আগে আপনাকে কি একথা বলা হয়েছিল যে, অপর ৩ ব্যক্তিসহ আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং আপনাদের বিরুদ্ধে কোন চার্জসিট দেয়া হবে না?
উ-একথা আমি শুনিনি।
প্র-আপনি মেজর হাসান ও মেজর নাসেরকে চিনেন কি?
উ-আমি তাকে চিনি না।
পরে সাক্ষী আবার বলেন যে, মেজর নাসেরকে তিনি চেনেন এবং লেঃ শরীফসহ মেজর নাসের তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন ।
প্র-লেঃ শরীফ ও মেজর নাসের কবে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উ-আমাকে পুলিশের কাছে নেওয়ার আগে এবং পরে।
প্র-একথা কি সত্য যে, পুলিশের নিকট জবানবন্দী করার আগে আপনাকে তৈরী একটা জবানবন্দী দেখানো হয়েছিল?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-নৌবাহিনীর লেঃ মোয়াজ্জম হোসেনকে কি আপনি চিনতেন?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-পুলিশের তৈরী জবানবন্দী আপনি দেখেছেন কি?
উ-জী না।
প্র-জবানবন্দী আপনাকে পড়ে শোনান হয়েছিল কি?
উ- জী না।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আমীর হোসেনের সাথে তাঁর বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে। সম্ভবতঃ ১০/১৫ বার সাক্ষাৎ হয়েছে। 'সাইকি' হাউসে সুবেদার আশরাফ আলীর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

প্র-স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমানের সাথে মাদারীপুরে সাক্ষাৎ হলে আপনি তাঁর সাথে কিছু আলোচনা করেছিলেন কি?
উ-দলীয় ব্যাপারে আলোচনা করেছি।
প্র-পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনাটি কি ছিল?
উ-পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার বিস্তারিত পরিকল্পনাটি স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান আমাকে বলেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান বিপ্লব সম্পর্কে পরে তাঁর সাথে আলোচনা করবেন বলে বলেছিলেন। কিন্তু পরে আর কোন আলোচনা করেননি।

প্র-কোন সাল থেকে আপনি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?
উ-১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।

প্র-এই সময়ের মধ্যে বিপ্লবের বিস্তারিত পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনাকে কেউ কিছু বলেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনাকে কি নৌ-বাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল?
উ-আমাকে নৌ-বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। কারণ আমি ট্রেনিং কোর্সে যেতে রাজী হইনি।
প্র-আপনাকে অযোগ্যতার অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছিল কি?
উ-'মানানসই নই' বলে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
প্র-একথা কি সত্য নয় যে, অসন্তোষজনক কাজের জন্যে আপনাকে বরখাস্ত করা হয়?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে,অসন্তোষজনক কাজের জন্যে আপনাকে বরখাস্ত করা হয়?
উ-একথা আমি পুলিশের নিকট বলিনি।
(রেকর্ডে তাই আছে)।
প্র-করাচী থাকাকালে নৌবাহিনীর কোন কোন পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারকে আপনি চিনতেন?
উ-লেঃ মোয়াজ্জম, লেঃ কম্যান্ডার চৌধুরী ও লেঃ মোজাম্মেলকে চিনতাম।
প্র-এদের কাউকে আপনি আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-১৯৬৬ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের পদমর্যাদা কি ছিল?
উ-লেফটেন্যান্ট।
প্র-করাচীতে থাকাকালে আপনি কি তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন?
উ-জী না।
প্র-আন্দোলনের নেতা কে, এটা করাচীতে আপনাকে কেউ বলেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি কতদিন বেকার ছিলেন?
উ-১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে আমি ঢাকা আসি এবং সে বছরের নবেম্বর পর্যন্ত আমি বেকার ছিলাম।
প্র-নৌবাহিনীর করাচী হাসপাতালে আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি?
উ-১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমি তাঁর সাথে নৌবাহিনীর করাচী হাসপাতালে সাক্ষাৎ করি।

জেরার জবাবে সাক্ষী গোলাম আহমদ বলেন যে, তিনি লুঙ্গর আলী ও আশরাফ আলীর সাথে কোন ব্যবসায় অংশীদার ছিলেন না। ১৯৬৬ সালের নবেম্বর মাসে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটের পাইলট ইন্ডাস্ট্রিজে তিনি চাকুরী পান। সে বছরের ২৫ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি চাকুরী করেন।

প্র-চট্টগ্রামে লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

উ-১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়।

প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর 'এ্যাঙ্কারেজ' বাসায় ছিলেন না?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-লেঃ মোয়াজ্জেম তখন আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?

উ-লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে সুবেদার আশরাফ আলী খানের সাথে দেখা করে–পার্টির গোপন উদ্দেশ্য জানাতে বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, এটা গুপ্ত দল।

প্র-সংবাদ পেয়ে আশরাফ আলী চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-আশরাফ আলী তখন কি করেছিলেন?

উ-তিনি সুবেদার লুঙ্গর আলীকে চট্টগ্রাম পাঠিয়েছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সংবাদ দেয়ার পর সুবেদার আশরাফ আলী আর দলের কোন কাজ করেননি। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি তাকে সংবাদ দেই।

প্র-১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হানিফিয়া হোটেলের রেজিস্টার বইতে আপনি নাম লিখেছিলেন কি?

উ-যদ্দুর মনে পড়ে আমি লিখেছিলাম।

প্র-ক'বার আপনি চোরাচালানীদের আড্ডায় গিয়েছিলেন?

উ-মাত্র একবার।

প্র-এ কথা আপনি স্টুয়ার্ড মজিবকে জানিয়েছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-চোরাচালানীদের আড্ডায় যাওয়ার সময় আপনার সাথে অন্য কেউ ছিলেন কি?

উ-নৌ-বাহিনীর মাসুদুর রহমান ছিলেন।

প্র-সেখানে আপনি কার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?

উ-মাসুদুর রহমান একজন লোকের সাথে যোগাযোগ করেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম।

প্র-ভারত থেকে সেখানে কি কি জিনিস চোরাচালানে আমদানী করা হত?

উ-আমি তা জানি না।

প্র-১৯৬৬ সালের নবেম্বর/ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আন্দোলনের কোন সদস্য ছিলেন কি?

উ-আমি তা জানি না।

প্র-সেসময়ে সার্জেন্ট শামসুল হক, সার্জেন্ট ফজলুল হক, ক্যাপ্টেন আলীম, ক্যাপ্টেন নজমুল হুদা কি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন?

উ-আমার তা জানা নেই।

প্র-১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তথ্য সংগ্রহের জন্যে আপনি কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কি?

উ-দু'জন লোকের সাথে যোগাযোগ করেছি।

প্র-লুৎফুল হুদা দলের সদস্য ছিলেন কি?

উ-আমি তা জানি না।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ভারতের নিকট অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য চাওয়া বিপজ্জনক বলে তিনি মনে করতেন এবং এ ব্যাপার গোপন রাখা উচিত।

প্র-চট্টগ্রামের ফ্লিট ক্লাবে থাকার সময় সেখানে নাম এনট্রি করেছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোন সপ্তাহে স্টুয়ার্ড মজিব আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে দেখা করার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন?

উ-মাসের শেষদিকে।

প্র-স্টুয়ার্ড মুজিব ও লেঃ মোয়াজ্জম ছাড়া চট্টগ্রামে আন্দোলনের সাথে জড়িত অন্য কাউকে আপনি চিনতেন কি?

উ-রিসালদার শামসুল হককে চিনতাম।

প্র-দর্শনা সীমান্তে দোকান খোলার জন্যে আপনাকে পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল কি?

উ-পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু এর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

প্র-এ কথা কোথায় আলোচনা করা হয়েছিল?

উ-ডাঃ খালেকের বাড়ীতে। ১৯৬৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে।

প্র-পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে আপনাকে মাসে আড়াইশ' টাকা দেওয়ার কথা হয়েছিল– এ কথা বলেছিলেন কি?

উ-জী না। (রেকর্ডে তাই আছে)।

প্র-আপনি মোট ক'বার চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?

উ-দু'বার। স্টুয়ার্ড মজিব দুবারই আমার সাথে যাননি।

প্র-দু'বারই আপনি লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ। স্টুয়ার্ড মুজিব এসব সাক্ষাতকারের সময় আমার সাথে ছিলেন।

প্র-কোন মাসে এবং কোথায় আপনি দ্বিতীয়বার লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন?
উ-১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে এবং তাঁর বাড়ীতে।
প্র-আপনি কি পুলিশের কাছে একথা বলেছিলেন যে, সেপ্টেম্বর মাসে লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে আপনার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ-আমি তা বলিনি। (রেকর্ডে তাই আছে)।
প্র-করাচী থেকে কোন তারিখে আপনি ঢাকা এসেছিলেন?
উ-১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ১৬/১৭ তারিখে জাহাজযোগে।
প্র-তখন চট্টগ্রাম থেকে কোন তারিখে ঢাকা আসলেন?
উ-একদিন পর।
প্র-তারপর আবার কবে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?
উ-১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের শেষদিকে।
প্র-হানিফিয়া হোটেলে কোন মাসে এবং কতদিন ছিলেন?
উ-১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৪ থেকে ৭ দিন ছিলাম।
প্র-ঢাকাতে আপনার কোন আত্মীয় থাকেন?
উ-জী না।

এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনস্থ হানিফিয়া হোটেলের ১৯৬৬ সালের রেজিস্টার দিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর নাম রেজিস্টারী এনট্রি থেকে বের করতে অনুরোধ করেন।

একরারী সাক্ষী জনাব গোলাম আহমদ রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট এনট্রিসমূহ দেখে বলেন, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হানিফিয়া হোটেলে আমার নাম এনট্রি দেখছি না।

প্র-বরখাস্ত করার সময় নৌ-বাহিনী থেকে আপনাকে কোন চিঠি দেওয়া হয়েছিল?
উ-লেটার অব ডিচার্জ দেওয়া হয়েছিল।
প্র-নৌবাহিনীতে অভিযুক্ত খুরশীদ আপনার চিকিৎসক ছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
জেরার এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে নৌবাহিনীর একটি সার্ভিস বই দিয়ে জনাব আবদুস সালাম খান প্রশ্ন করেনঃ
প্র-এটা কি বই?
উ-আমার সার্ভিস বুক।
প্র-এটাতে কি লেখা আছে?
উ-এই বইয়ের ১৭ পাতায় মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে আমাকে 'বোর্ড আউট' করা হয়েছে বলে লেখা আছে।

প্র-এ ব্যাপারে ডাঃ খুরশীদ আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?
উ-তিনি আমাকে মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে বোর্ডেড আউট করা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন।

এখানেই বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা সমাপ্ত হয়। এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল একরারী সাক্ষী জনাব গোলাম আহমদকে জেরা করেন।

প্র-১৯৬৩/৬৫ সালে পিএনএস'র তুগরীলে এম এ কুদ্দুস নামে কোন লিডিং সিম্যানকে আপনি চিনতেন কি?
উ-জী না।
প্র-তাঁর সাথে চট্টগ্রামে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের ১১ই মের মধ্যে আপনাকে জবানবন্দী করার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নেওয়া হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-এই সময়ের মধ্যে লেঃ শরীফের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?
উ-অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে।
প্র-এসব সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?
উ-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করার জন্যে প্রস্তাব করেছিলেন।
প্র-আপনি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-এই সময়ের মধ্যে আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নেওয়া হয়েছিল কি?
উ-জী না।

এখানেই বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা অসমাপ্ত থাকে।

আজ শুক্রবার পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হলে খান বাহাদুর ইসমাইল পুনরায় তার অসমাপ্ত জেরা আরম্ভ করবেন।

সংবাদ

১৯শে অক্টোবর ১৯৬৮

রাজসাক্ষী মোহাম্মদ ইউসুফকে 'বৈরী' ঘোষণাঃ
ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে দৈহিক নির্যাতনের অভিযোগঃ
প্রদত্ত জবানবন্দী মিথ্যা বলিয়া স্বীকার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ষড়যন্ত্র মামলার আর একজন সরকারী তথা রাজসাক্ষীকে বাদীপক্ষ " বৈরী" (হষ্টাইল) ঘোষণা করিয়াছেন।

গতকল্য (শুক্রবার) কুর্মিটোলা সিগন্যাল মেস-এ 'ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন চলাকালে সরকারপক্ষের কৌসুলি জনাব টি, এইচ, খান সরকারী তথা ১০ নম্বর রাজসাক্ষী আবুল বাসার মোহাম্মদ ইউসুফকে "বৈরী" বলিয়া ঘোষণার জন্য ট্রাইব্যুনালের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সাক্ষী গতকল্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী করার মাঝখানে এক পর্যায়ে ভাঙ্গিয়া পড়েন ও সাক্ষীর কাঠগড়ায় বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতে শুরু করেন এবং বলেন যে, আলোচ্য ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি এতক্ষণ যাহা বলিয়াছেন উহা সর্বৈব মিথ্যা এবং পুলিসের ভয়েই তিনি এইসব কথা বলিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন যে, তাহার উপর দৈহিক নির্যাতন করা হইয়াছে এবং তিনি সেসব কাহিনীই ব্যক্ত করিতে চান।

ঠিক এই সময়ে সরকারপক্ষের কৌসুলি জনাব টি, এইচ খান তাঁহাকে "বৈরী" সাক্ষী বলিয়া ঘোষণার জন্য ট্রাইব্যুনালের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই আবেদন মঞ্জুর করিলে সরকারী কৌসুলি "বৈরী" হিসাবে জনাব এ, বি, এম, ইউসুফকে জেরা করিতে শুরু করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের এই 'ষড়যন্ত্র মামলায়' অপর একজন সরকারী সাক্ষী কামালুদ্দীনকেও ইতিপূর্বে "বৈরী" ('হস্টাইল') বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই লইয়া আলোচ্য ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারপক্ষ এ যাবৎ দুইজন সাক্ষীকে "বৈরী" বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

'বৈরী' ঘোষিত সাক্ষী মোহাম্মদ ইউসুফের জবানবন্দী

১০ নম্বর রাজসাক্ষী এবং সরকারপক্ষের কৌসুলির অনুরোধক্রমে "বৈরী সাক্ষী" (হোষ্টাইল) বলিয়া ঘোষিত জনাব আবুল বাসার মোহাম্মদ ইউসুফ গতকল্য (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেনঃ

আমার নাম এ, বি, এম ইউসুফ। আমি মুন্সী মোহাম্মদ আলীর পুত্র। আমি মুসলমান। বরিশাল জেলায় মঠবাড়িয়া থানার মিঠাখালি গ্রামে আমার বাড়ী।

(সাক্ষী এ বি এম ইউসুফ বলেন, তিনি ইংরেজী বেশ বুঝিতে পারেন; কিন্তু ইংরেজী ভাষায় তিনি তাঁহার কোন বক্তব্যকে প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন। বিশেষ আদালতের সহকারী রেজিষ্টার জনাব আতিয়ার রহমানকে দোভাষীর ভূমিকা গ্রহণের জন্য নির্দেশ করা হয় এবং তিনি শপথ নেন যে, তিনি একান্ত বিশ্বস্ততার সহিত ও নির্ভুলভাবে তরজমা করিবেন।

অতঃপর সাক্ষী এ, বি, এম ইউসুফ তাঁহার জবানবন্দীতে বলেনঃ একজন নার্সিং অর্ডালি হিসাবে ১৯৪৪ সালে আমি সেনাবাহিনীতে যোগদান

করি। দেশ বিভাগের পর আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করি। দেশ বিভাগের পর আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া আমি করাচী, কোয়েটা পোর্ট, আন্দামান, দামান ও আফগান সীমান্তের নিকট কোয়েটার কাছাকাছি সিলাবাদে কাজ করিয়াছি। আমি হাসপাতালে কাজ করিতাম। ১৯৬২ সালে পেন্সন লাভ করিয়া আমি সামরিক বাহিনীর চাকুরী হইতে চলিয়া আসি। অবসরগ্রহণের পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ডিসপেনসারি তে কম্পাউণ্ডার হিসাবে আমি চাকুরী গ্রহণ করি। মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে আমি সেখানে চাকুরী করিতাম। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কাছেই, জামালপুর নামক পল্লীতে আমি থাকিতাম। এ,টি এম সামাদকে আমি ছেলেবেলা হইতেই চিনিতাম। কারণ আমরা একই গ্রামের মানুষ। তিনি আমার মামাও বটেন।

১৯৬৬ সালে আমি যখন ক্যান্টনমেন্ট ডিসপেনসারীতে কম্পাউণ্ডারের চাকুরী করিতাম তখন এ বি এম সামাদ একদিন আমার বাড়ীতে আসেন। একবার সামাদ যখন আমার বাড়ীতে আসেন তখন তিনি পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য সম্পর্কে আলাপ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পাট রফতানী করিয়া দেশের মোট শতকরা ৯০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইয়া থাকে অথচ পূর্ব পাকিস্তানের পাট রফতানী হইতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মাত্র এক-চতুর্থাংশ পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় করা হইয়া থাকে। সৈন্যবাহিনীতে বৈষম্যের বিষয়েও তিনি আলাপ করেন। সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে বৈষম্যের বিষয়েও তিনি আলাপ করেন। ইহার পর সামাদ বলেন; আমরা পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিব। সামাদ আমাকে জানায় যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সকলে এবং প্রাক্তন সৈনিকগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন এবং এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। আমি উহাতে যোগদান করিতে সম্মত হই। আমি বলিয়াছিলাম যে, এই আন্দোলনের সংগঠনের জন্য আমি চেষ্টা চালাইতে প্রস্তুত। পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহণ সংস্থার কেরানী মুজিবুর রহমানকে আমি চিনি। তিনি আমার প্রতিবেশী বটেন। কেরানী মুজিবুর রহমানের সহিত আমার কোন রকম আলোচনা হয় নাই। সাক্ষী সঠিকভাবে ডকে এ, বি, এম সামাদকে সনাক্ত করেন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীর আগেও আমি এ,বি, এম সামাদকে দেখিয়াছি, কেননা তিনি নৌবাহিনীতে ছিলেন। ১৯৬৬ সাল হইতে কেরানী মুজিবুর রহমানকে আমি দেখিতেছি। এই আন্দোলন সম্পর্কে সুবেদার আশরাফ আলী খানের সহিত আলোচনা করি। এ,বি, এম সামাদের সহিত

আলোচনার এক অথবা দুই দিন পর সুবেদার আশরাফ আলী খানের সহিত আমার এই আলোচনা হয়। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে আমি এই আলোচনা করি।

ইহার এক সপ্তাহ পরে সুবেদার আশরাফ আলী খানের সহিত ঢাকার নিউ মার্কেটের নিকটে আমি এ বি এম সামাদের বাসায় গমন করি। আমরা সেখানে গিয়াছিলাম এ, বি, এম সামাদকে দেখিতে। নিউ মার্কেটের গেটের কাছাকাছি তাহার সহিত সুবেদার আশরাফ আলী খান ও আমার দেখা হয় এবং তিনি আমাদের হোটেল আরজুতে নিয়ে যান। হোটেল আরজুতে প্রাক্তন কর্পোরাল আমির হোসেনের সহিত আমাদের দেখা হয়। আমির হোসেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য লইয়া আমাদের সহিত আলোচনা করেন। তিনি আমাদের জানান যে, নদীপথে তাহারা ভারত হইতে সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ আনিতেছেন। তিনি আমাদের জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সকল সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ সংস্থার সদস্যদের প্রয়োজন হইবে।

সাক্ষী আবুল বাসার মোহাম্মদ ইউসুফ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুনরায় বলিতে শুরু করেনঃ

"আমার উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয় এবং আমি সেই সব নির্যাতনের কাহিনী প্রকাশ করতে চাই। ১৭ই ডিসেম্বর আমার রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেসময় লেঃ শরীফ আমার কাছে আসেন, তিনি একটি ডাইরী বই নেন এবং সেই ডাইরী বই থেকে তিনি কতকগুলি নাম পড়েন। তখন আমি তাঁকে বলি যে, এইসব নাম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না এবং আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে, এসব নাম সম্পর্কে আমিতো কিছুই জানি না। অতএব এ বিষয়ে তিনি কেন আমার পীড়াপীড়ি করছেন। এরপর তিনি আমায় প্রশ্ন করেন যে, আমি প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদকে চিনি কিনা। আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, "হ্যাঁ আমি তাঁকে চিনি। তিনি পেট্রোল পাম্পে কাজ করেন এবং আমি তাকে চিনি।" তখন তিনি বলেন, তাহলে তুমি কেন বললে যে, "তুমি জান না"। তারপর একটা "ডাণ্ডা" নিয়ে তিনি আমার ওপর দৈহিক নির্যাতন চালান। আমাকে নীচে শূইয়ে দিয়ে একটা রুলার নিয়ে তিনি আমার পায়ে মারতে থাকেন।

এরপর আমার গুহ্যদ্বারে রুলার ঢোকানো হয়। আমার হাত দিয়ে আমি আমার গুহ্যদ্বার হতে রুলার খুলিয়া ফেলি এবং একবার দেশলাই ছিনাইয়া নিয়া আত্মহত্যা করতে উদ্যত হই। এরপর তিনি আমায় প্রশ্ন করেন শেখ মুজিবুর রহমান, আহমদ ফজলুর রহমান সিএসপি, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, শামসুর রহমান সি,এস,পি, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মানিক চৌধুরীকে

আমি চিনি কিনা? এর উত্তরে আমি বলি, এঁদের কাউকেও আমি চিনি না এবং এদের কাউকেই আমি কোন দিন দেখিনি। এরপর আর এক ব্যক্তি আসেন এবং এই ব্যক্তির নাম আমি জানি না। এই ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেন "আন্দোলনে কোন্ কোন্ সি এস পি অফিসার জড়িত।"

(এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান আদালতের অবগতির জন্য জানান যে, সাক্ষী মোহাম্মদ গোলাম আহমদ আদালতে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। সাক্ষী গোলাম আহমদকে দাঁড়াইতে বলা হয় এবং তাহাকে প্রশ্ন করা হয় যে, সে কাঁদিতেছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমি কাঁদিতেছি না)।"

এরপর সাক্ষী এ, বি, এম ইউসুফ বলেন, পুলিস অফিসারদের কাঁধে ভর দিয়ে আমি বাথরুমে যেতাম।

১৭ই ফেব্রুয়ারীতে একজন মেডিক্যাল অফিসার আসেন এবং আমাকে টেরামাইসিন ট্যাবলেট, নোভালজিন ট্যাবলেট, কোরেক্স সিরাপ প্রেসক্রাইব করেন এবং আমাকে ভবিষ্যতে বিরক্ত যেন না করা হয় এবং আমাকে যেন ঘুমাইতে দেওয়া হয় সেজন্য তিনি অন্যান্য ব্যক্তিকে অনুরোধ করেন। এরপর আমাকে তিন দিন ঘুমাইতে দেওয়া হয় এবং দুধ পানের অনুমতি দেওয়া হয়।

এরপর ডি এস পি জনাব ইয়াসিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি বাড়ী যেতে চাই কিনা। আমি এর উত্তরে বলি, আমার জন্য একটি বেবীট্যাক্সী ভাড়া করা হলেই আমি বাড়ী যেতে পারি। তখন আমাকে ছয় পৃষ্ঠার একটা বিবৃতিতে বা জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করতে বলা হয় এবং আমাকে বলা হয়, জেল হতে আমার জিনিসপত্র নিয়ে আসা হলে পরের দিনেই আমাকে বাড়ী যেতে দেওয়া হবে। পরের দিন ২৮ তারিখে আমায় জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৮ তারিখে এক অর্ডারে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে আমাকে ২ মাসের জন্য আটক করা হয়। আমার সেই আটকাদেশ পত্রটি আমার কাছে নেই। অফিসে সেই আটকাদেশ পত্রটি আমি জমা দিয়েছি। বর্ত্তমানে আমি যেখানে আটক আছি সেই ১৬নং এফ, এফ, লাইনে আমি আমার আটকাদেশ পত্রটি জমা দিয়েছি। ২৮ তারিখে আটকাদেশপত্র লাভের পর জেল হতে আমি আমার স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখি। সেই চিঠিতে আমি আমার স্ত্রীকে জানাই যে, আমার মুক্তির ব্যাপারে আমি এডভোকেট জনাব আতাউর রহমান খানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। কিন্তু আমার স্ত্রীকে লেখা সেই চিঠির কোন জওয়াব আমি পাই নি এবং সেই জন্যে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হোম সেক্রেটারীর কাছে আমি একটি চিঠি পাঠাই। ১৮ই জানুয়ারীতে আমাকে এফ,এফ লাইসেন্সে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে

১৬নং এফ, এফ লাইসেন্সে আমাকে রাখা হয় । সেখানের একটা কক্ষে আমায় রাখা হয়। সেই কক্ষের দরজা-জানালা ও ভেন্টিলেটর সবই বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আমি অনুরোধ জানাই যে, আমি শ্বাসরুদ্ধ বোধ করছি, অতএব জানালা আর ভেন্টিলেটর খুলে দেওয়া হোক কিন্তু তা খুলে দেওয়া হয়নি। পরদিন সকালে আমাকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তাদের অনুরোধ করি এবং তাঁতে তারা বলেন যে, সেই মুহূর্তে আমাকে বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। তাঁহারা বলেন, আমার পালা এলে আমাকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হবে তার আগে নয়। একঘণ্টা পরে আমার পালা যখন এলো আমার হাত বেঁধে দেওয়া হয় এবং বাথরুমে যেতে আমাকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ দৌড় করানো হয়। বাথরুম থেকে ফেরার সময়েও আমাকে আধ মাইল দৌড় করানো হয়।

এর এক সপ্তাহ পরে মেজর নাসের আমার কাছে এলে আমি তাঁকে আমার কক্ষের বন্ধ জানালা ও ভেন্টিলেটার খুলে দেওয়ার অনুমতি দানের অনুরোধ করি। মেজর নাসের তখন জানালাগুলো খুলে দিতে বলেন এবং এরপর মাত্র একটা জানালা খুলে দেওয়া হয়। আমি মেজর নাসেরকে জানাই যে, আমার একটার বেশী পরার কাপড় নেই। মেজর নাসের এতে আমার কাপড়ের জন্যে দরখাস্ত করতে বলেন। তিনি আমার কাপড়ের একটা তালিকা লিখে দিতে বলেন।

এর এক মাস ১০ দিন পরে আমাকে আমায় কাপড় দেওয়া হয়। এরপর আমার বাড়ী থেকে আমার অন্যান্য কাপড়পত্র আনা হয়। এরপর ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে একজন পূলিস অফিসার আমার সাথে দেখা করেন। পুলিস অফিসার একটা কাগজে আমার বাংলা ও ইংরেজী হস্তাক্ষর গ্রহণ করেন এবং এস, বি অফিসে গৃহীত জবানবন্দী দেখান। আমি তাঁকে বলি যে, আমার উপর দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে আমার কাছ হতে এই জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। আমি তাঁকে আরও জানাই যে, এসব বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি তখন আমাকে বলেন, "আমি দেখবো এবং আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবো।"

২৩শে মে তারিখে এই স্থানে একজন এ ডি এম-এর কাছে আমাকে আনা হয়। এ ডি এম আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আমি জড়িত কিনা। আমি তাঁকে জানাই যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলতে কি বোঝায় আমি তাই বুঝি না। এবং এ ডি এম আমাকে প্রশ্ন করেন যে, প্রাক্তন সৈনিকের আন্দোলনে আমি জড়িত কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে, "হ্যাঁ আমি জড়িত।" প্রাক্তন সৈনিকদের আন্দোলন বলতে আমি বুঝেছিলাম যে, আমাকে প্রাক্তন সৈনিকদের মধ্যে টানা হইয়াছে আর এই জন্যেই আমি বলেছিলাম যে, আমি প্রাক্তন সৈনিক আন্দোলনে

জড়িত। তখন এ, ডি, এম আমাকে একটা ফর্ম সই করিতে বলেন এবং আমি তাতে সই করেছি। সেই ফর্মে কি আছে তা জানিনে। সেটা ছিল ছোট টাইপ করা একটি ফর্ম। এরপর সেখান থেকে আমাকে এফ এফ লাইসেন্সে নিয়ে আসা হয়। তারপর ১৪ই অক্টোবরে আমাকে ডিভিশন মেসে আনা হয়। সেখানে আমাকে প্রদত্ত জবানবন্দী বলে যেতে বলা হয়। সেই জবানবন্দী আমার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হয়। একজন অফিসার আমাকে একথা বলেছিলেন; কিন্তু আমি জানি না তিনি কে এবং কি তার পদমর্যাদা। (সাক্ষী স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদালতে এই বিবৃতি দেন)।

সংবাদ

১৯শে অক্টোবর ১৯৬৮

জেরার জবাবে–

গতকল্য (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে ১০ নম্বর রাজসাক্ষী এ, বি, এম ইউসুফকে "বৈরী সাক্ষী" (হোষ্টাইল) বলিয়া ঘোষণার পর সরকারপক্ষের কৌসুলি জনাব টি, এইচ, খান আদালতের অনুমতিক্রমে তাহাকে জেরা করিতে শুরু করেন। জেরার জবাবে "বৈরী সাক্ষী" জনাব এ, বি, এম ইউসুফ বলেনঃ

লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম কোন থানা এলাকার লোক তা আমার জানা নেই; কিন্তু তাঁর বাড়ী যে বরিশাল জেলায় তা' আমি জানি। এ,বি,এম সামাদ আর আমি একই থানা এলাকার লোক। আমার চাচার শালা বলে, তিনি সম্পর্কে আমার মামা হন।

প্রঃ আপনি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে চেনেন?

উ ঃ না, আমি তাঁকে চিনি না।

প্রঃ আপনি হাবিলদার আজিজুল হককে চেনেন?

উঃ না, আমি তাকে চিনি না।

প্রঃ আপনি খন্দকার নাজমুল হুদাকে চেনেন?

উঃ না, আমি তাঁকে চিনি না।

প্রশ্নঃ আপনি তাজুল ইসলামকে চেনেন?

উঃ হ্যাঁ, আমি তাঁহাকে চিনি।

প্রশ্ন ঃ সে কোন্ থানা এলাকার লোক?

উঃ তিনি কোন্ থানা এলাকার লোক তা আমার জানা নেই।

প্রশ্নঃ আপনি ভাণ্ডারিয়া থানা চেনেন?

উঃ হ্যাঁ চিনি, তবে আমি কোন দিন সেখানে যাইনি।

প্রশ্ন ঃ ই পি আর টি সি'র কেরানী মুজিবুর রহমান আপনার কাছে বিপ্লবের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছিলেন?
উঃ না, একথা সত্য নহে।
প্রশ্ন ঃ আপনি ই পি আর টি সি'র কেরানী মুজিবুর রহমানকে সাথে করে নিউ মার্কেটের গেটে কি সামাদের সাথে দেখা করেন নি?
উঃ না, একথা সত্য নহে। আদতে এরকম কোন সাক্ষাৎই হয়নি।
প্রশ্নঃ আপনি আরজু হোটেল চেনেন?
উঃ না, আমি আরজু হোটেল চিনিও না, সেখানে কোন দিন যাইওনি।
প্রঃ সামাদ আপনাকে ৪০টা টাকা দিয়েছিলেন?
উ ঃ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কাজেই টাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।
প্রঃ সামাদ আপনাকে টাকা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বান্তকরণে ও সততার সঙ্গে কাজ করতে বলেছিলেন?
উঃ না, সামাদ আমাকে এরকম কোন কিছু বলেননি।
প্রশ্ন ঃ আপনি সামাদের কাছে প্রতিষ্ঠানের নয়া সদস্যদের নামের একটা তালিকা দিয়েছিলেন?
উঃ না, আমি তাঁর কাছে এরকম কোন তালিকা দিইনি।
প্রশ্নঃ আপনাকে প্রতিষ্ঠানের জন্যে কুর্মিটোলা আর জয়দেবপুর থেকে নয়া সদস্য সংগ্রহের ভার দেয়া হয়েছিল?
উঃ না, একথা সত্য নয়, আমাকে কেউ এরকম কাজ করতে বলেন নি, আর এরকম কাজও আমি কোন দিন করিনি।
প্রশ্নঃ আপনি তাজুল ইসলামের সাথে দেখা করে তাঁকে প্রতিষ্ঠানের সদস্য করেছিলেন?
উঃ তাঁর সাথে কোন যোগাযোগও করিনি কিম্বা তাঁকে প্রতিষ্ঠানের সদস্যও করিনি।
প্রশ্ন ঃ আপনি সামাদের দাওয়াতে ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে মহাখালীতে এক সভায় যোগ দিয়েছিলেন কি?
উঃ না, আমি ওরকম কোন সভায় যোগ দিইনি।
প্রশ্নঃ আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমকে চেনেন?
উঃ না, আমি তাঁকে চিনি না, আমি খালি সামাদকে চিনি।
প্রশ্নঃ আপনি আলোচ্য সময়ে ছুটিতে ছিলেন কি?
উঃ না, আমি সেসময় কোন ছুটি নিই নি। আপনি অফিসের খাতাপত্র দেখলেই সেটা জানতে পারবেন। আমি ওরকম কোন সভায়ও যাইনি, আর লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে কোন মানচিত্র কিম্বা ডাইরীও দেখাননি।

প্রশ্ন ঃ ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকার ফার্মগেটের সভার কথা আপনার মনে আছে?
উঃ না, এরকম কোন সভার কথা আমার জানা নেই। আর আমি তাতে যোগও দিইনি।
এ,বি, এম,সামাদ.... হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, আমীর হোসেন মিয়া, প্রাক্তন সুবেদার এ কে এম তাজুল ইসলাম, সার্জেন্ট শামসুল হক, নায়েব-সুবেদার আশরাফ আলী খান, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এস, এম, সুলতানউদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, এ, বি, খুরশীদ এবং রিসালদার শামসুল হকের সাথে আমিও ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলাম বললে ভুল বলা হবে।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি ইংরেজী জানেন?
উঃ হ্যাঁ, আমি ইংরেজী জানি, তবে ইংরেজীতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি না। আমি ইংরেজী জানি এবং ইংরেজীতে মনের ভাবও প্রকাশ করতে পারি; কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি বলে ভান করছি কথাটা ভুল।
আমার আত্মীয় সামাদ ও তাজুল ইসলামকে সাহায্য, আর অতীতের সহকর্মীদের উপকারের জন্যে আমি মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছি বললে ভুল বলা হবে। আমি আজ যে অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছি সেটা মিথ্যে বললে ভুল বলা হবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৯শে অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

গোলাম আহমদের জেরা সমাপ্ত : একরারী সাক্ষী ইউসুফকে বিরূপ সাক্ষী ঘোষণা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে দশ নম্বর একরারী সাক্ষী আবুল বসার মোহাম্মদ ইউসুফকে সরকারপক্ষ বিরূপ সাক্ষী বলে ঘোষণা করেন এবং সরকারী কৌঁসুলী সাক্ষীকে জেরা করেন।
একরারী সাক্ষী এ বি এম ইউসুফ প্রথমে এই মামলার অভিযুক্তরূপে গ্রেফতার হন এবং পরে একরারী সাক্ষীরূপে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বে এই মামলায় সরকারপক্ষের ৩ নম্বর সাক্ষী জনাব কামালউদ্দিনকে বিরূপ সাক্ষীরূপে ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে তিনি একরারী সাক্ষী ছিলেন না।

গতকাল জবানবন্দী গ্রহণের এক পর্যায়ে একরারী সাক্ষী জনাব এ বি এম ইউসুফ হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলতে শুরু করেন এই মামলার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, এর আগে আদালতে এতক্ষণ জবানবন্দী হিসেবে যা কিছু বলেছেন তা সব মিথ্যে।

তখন সরকারীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান তাকে বিরূপ সাক্ষীরূপে ঘোষণার জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রার্থনা জানান, ট্রাইব্যুনাল তা গ্রহণ করে একরারী সাক্ষীকে বিরূপ ঘোষণা করেন।

এর আগে গতকাল নয় নম্বর একরারী সাক্ষী গোলাম আহমদের জেরা শেষ হয়। আবার বিরূপ সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের পর মামলার বার নম্বর সাক্ষী ও এগার নম্বর একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট আবদুল হালিমের জবানবন্দী গ্রহণ ও বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরা চলে। তার জেরা শেষ হওয়ার আগেই আগামী সোমবার পর্যন্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যকাল মুলতবী রাখা হয়।

গতকাল মামলার শুনানীর শুরুতে বাদীপক্ষের বিরূপ ঘোষিত সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীন তার যে জীপ পুলিশ মামলার ব্যাপারে আটক করেছে তা তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট এক লিখিত আবেদন পেশ করেন। জনাব কামালুদ্দীনের পক্ষে তাঁর কৌসুলী জনাব মোহাম্মদউল্লা এই আবেদন পেশ করার পর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির বলেন যে, উপযুক্ত মুচলেকা প্রদান করে জীপ ছাড়িয়ে নিতে কোন বাধা নেই। তবে মামলার ব্যাপারে প্রয়োজনমত জীপ হাজির করা হবে এই নিশ্চয়তা দিলেই জীপ ফেরত দেয়া হবে।

এরপর কামালুদ্দীনের কৌসুলী কামালুদ্দীনকে জীপ দেওয়ার কথা বললে আদালত জানতে চান যে, কার নিকট হতে জীপ আটক করা হয়েছে। তখন কামালের কৌসুলী জানান যে, জীপটি ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের নিকট বন্ধক ছিল। আদালত নির্দেশ দেন যে, প্রয়োজনমত জীপ হাজির করা হবে এই মুচলেকা দিলে জীপ যার নিকট হতে আটক করা হয়েছে তাকে ফেরত দেয়া হবে।

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল তার অসমাপ্ত জেরা শুরু করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী গোলাম আহমদ বলেন, আমি এম এ কুদ্দুসকে ১৯৬০ সালের মে মাস হতে চিনি। তিনি আমার সাথে পিএনএস তুঘ্রিলে কাজ করেছেন। চট্টগ্রাম জাহাজে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

প্র-মগবাজারের বাসা আপনি কখন ভাড়া নেন?

উ-১৯৬৭ সালের ১লা ডিসেম্বর।

প্র-সুবেদার জে ইউ আহমদকে চোরাচালানের অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছে– একথা কি আপনি জানেন?

উ-না।

কে বি ইসমাইলের জেরা শেষ হলে জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, গোলাম কিবরিয়া আমার বড় ভাই। তিনি কলকাতা ট্রাম কোম্পানীতে চাকুরী করতেন।

প্র-তিনি বর্তমানে কি করেন?

উ-তিনি বর্তমানে গ্রামের বাড়ীতে অবসর জীবনযাপন করছেন।

প্র-তিনি কি কখনও দেশরক্ষা বাহিনীতে চাকুরী করেছিলেন?

উ-না।

প্র-আপনাকে সংগঠনের কোন গোপনীয় বিষয় কি জানান হয়েছিল?

উ-না।

প্র-আপনি ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে কখন থেকে বসবাস করতে শুরু করেন?

উ-জুলাই মাসে। তারিখ বলতে পারব না। তবে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে সেখানে বসবাস করতে শুরু করি।

প্র-লুৎফুল হুদাকে আপনি কখন হতে চেনেন?

উ-গ্রীন স্কোয়ারে সাক্ষাতের আগে আমি লুৎফুল হুদাকে চিনতাম না। আলী রেজার সাথেও গ্রীন স্কোয়ারে আমার প্রথম দেখা হয়। গ্রীন স্কোয়ারে যাওয়ার চারদিন পর আলী রেজার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি স্টুয়ার্ড মুজিবকে জিজ্ঞেস করি যে, এই ভদ্রলোক কে? মুজিব বলেন যে, ইনি হচ্ছেন আলী রেজা। তার সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি।

প্র-একথা কি সত্য যে, ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে ক্যাপ্টেন খুরশীদউদ্দীন ও আলী রেজার সাথে আপনার কোন সময়ই দেখা হয়নি?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনাকে গ্রেফতারের পর ক্যান্টনমেন্ট বাজারের নিকট একটি বাংলোতে আশরাফ আলী খান, জে ইউ আহমদ, লুৎফুল হুদা, লুন্দোর আলীর সাথে আপনাকে একত্রে রাখা হয়েছিল?

উ-আমাকে সেখানে কিছুকাল রাখা হয়েছিল। সেখানে আমি আশরাফ আলী খান, লুন্দোর আলী, জে ইউ আহমদকেও থাকতে দেখেছি। লুৎফুল হুদাকে আমি দেখিনি। ঐ বাংলোতে আমাকে ২/৩ মাস রাখা হয়। তাদের সেখানে কতদিন রাখা হয়েছিল তা আমি জানি না। আমি তাদের একদিন কক্ষ হতে বের হয়ে আসতে দেখেছি।

প্র-আপনাকে কি তাদের পাশের কক্ষে রাখা হয়েছিল?
উ-তাদের কক্ষ হতে ৩/৪ কক্ষ দূরে রাখা হয়েছিল। মাঝখানের কক্ষগুলোতে প্রহরী থাকত। ঐ বাংলোতে কোন মাস হতে আমাকে রাখা হয় তা বলতে পারব না।
প্র-আলী অটোমোবাইলসে আপনার কাজের সময় কি ছিল?
উ-সকাল সাড়ে আটটা হতে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত।
প্র-আপনি ওভারটাইম করতেন কি?
উ-হ্যাঁ।
প্র-ওভারটাইম করলে কতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করতে হত?
উ-রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত। তিন-চার মাস আমি একাধারে ওভারটাইম করি।
প্র-আপনি সেখানে কোন মাস হতে কোন মাস পর্যন্ত কাজ করেছিলেন?
উ-১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই চাকুরীতে যোগদানের এক মাস পর হতেই আমি ওভারটাইম করতে শুরু করি।
জনাব আতাউর রহমান খানের জেরা শেষ হলে জনাব জুলমত আলী খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

জুলমত আলী খান

প্র-চাকুরী হতে অব্যাহতি লাভের পর আপনি যখন করাচী হতে বাড়ী আসেন তখন কতদিন বাড়ীতে ছিলেন?
উ-প্রায় এক সপ্তাহ। তারপর আমি ঢাকা আগমন করি।
প্র-ঢাকায় কতদিন অবস্থান করেন?
উ-৬/৭ দিন। আমি তখন "সাইকি"তে ছিলাম।
প্র-তারপর কোথায় যান?
উ-তারপর গ্রামের বাড়ী ফিরে যাই।
প্র-এরপর?
উ-বাড়ী ৬/৭ দিন থাকার পর আমি আবার ঢাকা ফিরে আসি। তারপর চট্টগ্রাম যাই। চট্টগ্রাম যাওয়ার পূর্বে ঢাকায় আমি একদিন ছিলাম।
প্র-পুলিশের নিকট কি আপনি বলেছিলেন যে, আমীর হোসেন ফরিদপুর সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন?
উ-একথা বলেছি কিনা তা আমার মনে নেই (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র-পুলিশের নিকট কি আপনি একথা বলেছিলেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিব আপনাকে সমিতির অফিসে নিয়ে যান সেখানে আমীর হোসেনের সাথে আপনার দেখা হয়?
উ-আমার মনে হয় আমি বলেছি।

প্র-পুলিশের নিকট কি আপনি বলেছিলেন যে, মোয়াজ্জেমের পরামর্শ অনুযায়ী পিআইএ অফিসে গিয়ে রমিজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?
উ-আমার মনে হয় বলেছি (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র-প্রকৃতপক্ষে আপনি আপনার বিবৃতিতে পুলিশের নিকট রমিজের কথা উল্লেখও করেননি?
উ-আমি উল্লেখ করেছি।
প্র-পুলিশের নিকট কি আপনি বলেছিলেন যে, তথ্য সংগ্রহের কাজ বার্তাবহ হিসেবে কাজ করার সময় আপনাকে স্টুয়ার্ড মুজিব কনভেন্স বাবদ অর্থ দিতেন?
উ-আমার মনে নেই (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র-আপনি বর্তমানে যেখানে বাস করেন সেখানে আগে আমীর হোসেন থাকতেন একথা কি সত্য?
উ-না। বর্তমানে আমি যেখানে আছি এক মাস হতেই এখানে বাস করছি।
প্র-মেজর হাসান কি সেখানে থাকেন?
উ-না।
প্র-মেজর নাসের কি এখানে থাকেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-তার সাথে কি আপনার রোজ দেখা হয়?
উ-হ্যাঁ।

নূরুল আলম

জনাব জুলমত আলীর জেরা সমাপ্তির পর এম এম নূরুল আলম সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-আপনি আদালতে বলেছেন যে, আপনি ও স্টুয়ার্ড মুজিব উভয়েই জাফরাবাদ গ্রামের অধিবাসী। কিন্তু বস্তুতপক্ষে একথা মিথ্যা।
উ-স্টুয়ার্ড মুজিব ঘাটমাঝি গ্রামের অধিবাসী। জাফরাবাদ হতে ঘাটমাঝি গ্রাম ৩/৪ মাইল দূরে।
প্র-আপনাকে পাইলট ইন্ডাস্ট্রিজ হতে অপসারণের জন্য বরখাস্ত করা হয় একথা কি সত্য?
উ-একথা সত্য নয়। আমি সেখান হতে পদত্যাগ করি।
সাক্ষী আরও বলেন, আমি এই ষড়যন্ত্রের একজন সভ্য ছিলাম ।একথাও সত্য নয় যে, পুলিশ আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছে সেইমত আমি বলেছি।

এ মালেক

জনাব নূরুল আলমের পর জনাব আবদুল মালেক সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-গ্রেফতারের পূর্বে আপনি লেঃ শরীফকে চিনতেন?
উ-না।

প্র-চট্টগ্রামে আপনি নৌবাহিনীর ঘাঁটি কখনও পরিদর্শন করেছিলেন?
উ-হ্যাঁ।
সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, লেঃ শরীফকে আমি সেখানে কখনও দেখিনি এবং তিনি যে সিকিউরিটি অফিসার সেকথাও জানি না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার সাথে রিসালদার শামসুল হকের কখনও দেখা হয়নি এবং তিনি কখনও এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন না?
উ-একথা সত্য নয়।
সাক্ষী বলেন, ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে একবার মাত্র শামসুল হকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। গ্রীন স্কোয়ারে আমি এক মাসেরও বেশী সময় ছিলাম।
প্র-কোন সময় রিসালদার শামসুল হকের সাথে আপনার দেখা হয়?
উ-১৯৬৭ সালের জুলাই বা আগস্ট মাসে সন্ধ্যেবেলায়।
প্র-একথা কি সত্য যে, তদন্তকারী অফিসারদের নির্দেশে আপনি রিসালদার শামসুল হককে মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, তদন্তকারী অফিসাররা আপনাকে শামসুল হকের ফটো দেখিয়েছেন এবং তা দেখে আপনি তাকে এখানে শনাক্ত করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি কি পুলিশকে বলেছিলেন যে, আপনি মগবাজারে বসবাস করতেন?
উ-আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি একথা উল্লেখ করেছি (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র-আপনি ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে ছিলেন না একথা কি সত্য?
উ-সত্য নয়।
প্র-একথা কি আপনি জানেন যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে সুবেদার শামসুল হক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন এবং জয়দেবপুরে তাকে নিযুক্ত করা হয়?
উ-আমি এরূপ কাউকে চিনি না।
প্র-আপনি রিসালদার শামসুল হককে সুবেদার শামসুল হক বলে শনাক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এরা দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি। এটা ঠিক কিনা?
উ-এটা ঠিক নয়। আমি রিসালদার শামসুল হককেই সুবেদার বলে জানতাম।

বিরূপ একরারী সাক্ষী

গোলাম আহমদের জেরা সমাপ্ত হওয়ার পর ১০নং একরারী সাক্ষী এ বি এম ইউসুফকে জবানবন্দীদানের জন্য সাক্ষীর কাঠগড়ায় আনয়ন করা হয়। এই সাক্ষীকে পরে বিরূপ বলে ঘোষণা করা হয়। বিরূপ ঘোষিত হওয়ার আগে তার জবানবন্দী ছিল নিম্নরূপঃ তার বয়স ৪৫ বছর, পিতার নাম মুনসী মোহাম্মদ আলী খান। তার বাড়ী বরিশাল জেলার মঠবাড়ীয়া থানার মিঠাখালি গ্রামে।

শপথ গ্রহণের পর বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান তার জবানবন্দী গ্রহণ করতে গেলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ইংরেজী জানেন না। তিনি বলেন, আমি ইংরেজী বুঝতে পারি তবে তা প্রকাশ করতে পারি না।

বিচারপতি এস এ রহমান একজন মোতারজেম নিযুক্ত করার জন্য বলেন। টি এইচ খান নিজেই মোতারজেমের কাজ করার প্রস্তাব করায় বিচারপতি এস এ রহমান বলেন, আপনি বাদীপক্ষের কৌসুলী। আপনি কিভাবে একাজ করবেন। এরজন্য একজন নিরপেক্ষ লোক দরকার। বিচারপতি এস এ রহমান তখন পরবর্তী সাক্ষী নিয়ে আসতে বললে টি এইচ খান জানান যে, তাতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে।

শেষে ট্রাইব্যুনালের পেশকার মোতারজেমের কাজ করার প্রস্তাব দিলে তাকে শপথ গ্রহণ করান হয়।

সাক্ষী এ বি এম ইউসুফ বলেন, আমি ১৯৪৪ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করি। আজাদী লাভের পর আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেই। আমি করাচী, কোয়েটা, পোর্টএডেন, দামন, সিলাবা বন্দরে ছিলাম। আমি হাসপাতালে চাকুরী করতাম। জাহাজে নয়। ১৯৬২ সালে আমি পেনশন নিয়ে অবসরগ্রহণ করি। তারপর আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ডিসপেনসারীতে কম্পাউন্ডারের কাজ গ্রহণ করি। এখানে আমার বেতন ছিল মাসিক ১৫০ টাকা। আমি মোহাম্মদপুরে বাস করতাম। আমি এ বি এম সামাদকে চিনি। তিনি আমার গ্রামবাসী। ছোটকাল হতেই তাকে চিনি। সম্পর্কে তিনি আমার মামা। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সামাদ আমার বাসায় আসেন তখন আমি কম্পাউন্ডার হিসেবে এই ডিসপেনসারীতে কাজ করি। সামাদ যখন আমার বাসায় আসতেন তখন দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যেকার বৈষম্যের কথা বলতেন।
প্র-তার একটা উদাহরণ দিতে পারেন?
উ-সামাদ বলেন যে, পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার শতকরা ৯০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের পাট হতে আয় হয় আর তার ৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র এখানে ব্যয় করা হয়। তিনি সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রেও বৈষম্যের কথা বলেন। তারপর সামাদ বলেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হতে আলাদা করব।

সামাদ বলেন যে, পাকিস্তানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ও প্রাক্তন সেনাবাহিনীর সকল কর্মচারী একত্রিত হয়েছে। সামাদ আমাকে এতে যোগ দিতে বলেন এবং আমি এতে রাজী হই। আমি বলি যে, আমি সংগঠন করার জন্য প্রস্তুত আছি।

সংবাদ

২০শে অক্টোবর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

সার্জেন্ট হালিমের জবানবন্দী ও শুক্রবারের জেরার বিরবণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গত শুক্রবার রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার বৈরী সাক্ষী এ, বি, এম ইউসুফের জেরা শেষ হইলে অন্যতম সরকারী কৌসুলি জনাব টি, এইচ, খান ১১ নম্বর রাজসাক্ষী সার্জেন্ট আবদুল হালিমের জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

প্রঃ আপনি কখন বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন?

উঃ ১৯৫০ সালে সাধারণ রিক্রুট হিসাবে।

প্রঃ কোথায় আপনার ট্রেনিং হয়?

উঃ কোহাটে।

প্রঃ ট্রেনিং-এর পরে কোথায় পোষ্টিং হন?

উঃ পি এ এফ ড্রিগ রোড ক্যাম্পের মেইনটেইনেন্স ইউনিটে।

তিনি বলেন যে, করাচী হইতে তাঁহাকে ট্রেনিং-এর জন্য অন্যত্র প্রেরণ করা হয় এবং ১৯৫৬ সালে পুনরায় করাচীতে বদলী করা হয়।

প্রঃ তারপর?

উঃ অতঃপর ১৯৬০ সালে আমাকে পেশোয়ারে বদলী করা হয়।

প্রঃ পেশোয়ার হইতে?

উঃ পেশোয়ার হইতে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি পি এ এফ ঢাকায় যোগদান করি।

প্রঃ ঢাকায় আপনি কোথায় থাকিতেন?

উঃ মগবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে।

প্রঃ তখন আপনার পদমর্যাদা কি ছিল?

উ ঃ কর্পোরাল।

প্রঃ ঢাকায় আপনার সহিত প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের কখনো দেখা হয়?

উঃ হ্যাঁ, প্রাক্তন পি, এ, এফ কর্মচারী হিসাবে তিনি ঢাকা পি,এ,এফে আসিতেন এবং সেখানে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয়।

প্রঃ আপনি তাঁহাকে কখন প্রথম দেখেন?

উঃ সম্ভবতঃ ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে।

প্রঃ তিনি (রাজ্জাক) কিছু আলাপ করিতেন?

উঃ প্রায়ই তিনি বৈষম্য ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিমাতাসুলভ আচরণের কথা বলিতেন।

প্রঃ তখন সার্জেন্ট রাজ্জাক কি করিতেন?

উঃ আওলাদ হোসেন মার্কেটে তাঁহার দোকান ছিল।

প্রঃ কিসের দোকান?

উঃ ঔষধের।

প্রঃ এই সময় অন্য কাহারো সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়?

উ ঃ এই ব্যাপারে ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক ছাড়া আর কাহারো সহিত দেখা হয় নাই।

প্রঃ আপনি ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমেদকে চিনেন?

উ ঃ হ্যাঁ।

প্রঃ কিভাবে, তাহা বলিবেন কি?

উঃ আমি যখন পি এ এফ ঢাকায় চাকুরী করি, তখন তিনিও এখানে চাকুরী করিতেন, অবশ্য ভিন্ন বিভাগে।

প্রঃ আপনি জাকির আহমেদকে নিয়া রাজ্জাকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ কবে?

উঃ ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে।

প্রঃ তখন কি ঘটে?

উঃ তখন ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক আমাদের মনিপুরী পাড়ায় একটি বাড়ীতে লইয়া যান।

প্রঃ মনিপুরী পাড়ার সেই বাড়িটি রাজ্জাকের দোকান হইতে কত দূরে?

উঃ প্রায় ২ ফালং।

প্রঃ তারপরে কি ঘটে?

উঃ মনিপুরী পাড়ার সেই বাড়ীতে যাওয়ার সময় ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও সার্জেন্ট শামসুল হকের সহিত দেখা হয় এবং আমরা একত্রে সেই বাড়ীতে যাই।

প্রঃ সেই বাড়ীতে কোন কথাবার্থা হয়?

উঃ সেই বাড়ীতে বসিলে প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি বর্ণনা করেন।

প্রঃ রাজ্জাক আর কিছু বলেন নাই?

উঃ রাজ্জাক আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন না হইলে খাদ্য-বস্ত্র সমস্যার সমাধান হইবে না। এই পর্যায়ে রাজসাক্ষী প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক ও সার্জেন্ট ফজলুল হককে আসামীদের ডকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

প্রঃ মনিপুরা পাড়ার যে বাড়ীতে সভা হয়, সেই বাড়ীটি কাহার?

উঃ সার্জেন্ট রাজ্জাকের কোন আত্মীয়ের।

প্রঃ আপনি সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাসা চিনেন?
উঃ আমি তাঁহার বাসায় গিয়াছি।
প্রঃ যে বাড়ীতে সভা হয় সেই বাড়ী হইতে সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাড়ী কত দূর?
উঃ ৭/৮ শত গজ।
প্রঃ ইহার পরে অন্য কোন সভা হয়?
উঃ ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর বাসায় আর একটি সভা হয়।
প্রঃ আপনি কি করিয়া জানেন?
উঃ আমি উহাতে যোগদান করি।
প্রঃ সেই সভায় কি কথা হয়?
উঃ ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমেদের তখন অবসরগ্রহণের সময় হইয়াছিল। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী তাহাকে চাকুরীর ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন।
প্রঃ এই সভার খবর পান কেমন করিয়া?
উঃ সার্জেন্ট রাজ্জাক আমাকে তারিখ ও সময় জানান। তারিখ আমার মনে নাই। তবে সন্ধ্যার পরে সভা হয়।
প্রঃ আপনি কি সেখানে একাই যান?
উঃ আমি ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমেদের সহিত সেখানে যাই।
প্রঃ সেখানে গিয়া কি দেখিতে পান?
উঃ সেখানে প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী, ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক, সার্জেন্ট ফজলুল হক ও কর্পোরাল জামালউদ্দিনকে উপস্থিত দেখিতে পাই।
প্রঃ সেখানে কোন কথা হয়?
উঃ স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর ব্যস্ততা ছিল। তাই তিনি সরাসরি বৈষম্য ও পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলেন।
উঃ তিনি বলেন যে, আমরা ভাগ্যবান। ভারত আমাদের এই বিপ্লবে সাহায্য দিবে অবশ্য কেমন করিয়া ভারত সাহায্য দিবে, তাহা তিনি বলেন নাই।
প্রঃ তাহার কথায় আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়?
উঃ আমরা সকলে এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য তাহার কথায় সম্মত হই এবং তৎপর চলিয়া যাই। তিনি বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২২শে জুন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

সার্জেন্ট হালিমের জেরা

জনাব টি, এইচ, খানের জবানবন্দী শেষ হইলে জনাব আবদুস সালাম খান তাহাকে জেরা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ এখন আপনাকে কোথায় রাখা হইয়াছে?
উঃ তেজগাঁও পি এ এফ ক্যাম্পে।

প্রঃ সেখানে কি মুক্ত আছেন, না বন্দী?
উঃ বন্দী।
প্রঃ এই ক্যাম্প কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের সর্ব দক্ষিণ সীমা হইতে কত দূর?
উঃ ৩ মাইল।
প্রঃ সেখানে সাক্ষী বা আসামীদের আর কেহ থাকেন?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ আপনি সেখানে কখন হইতে আছেন?
উঃ ১৯৬৮ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে।
প্রঃ আপনি বিপলবী সংগঠনে কাজ করার জন্য কি মনিপুরী পাড়ার সভায়ই সম্মত হন না তাহার পূর্বে?
উঃ তাহার পূর্বেও রাজ্জাকের সহিত আলোচনাকালে আমি ইহাতে সম্মত হই।
প্রঃ কোন সময়?
উঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জুন-জুলাই মাসে।
প্রঃ কোথায় বসিয়া আপনি প্রথম সম্মত হন?
উঃ স্থান মনে নাই।
প্রঃ আপনি পুলিসের নিকট কবে বিবৃতি দেন?
উঃ ১৯৬৮ সালের মে মাসে।
প্রঃ রাজ্জাকের সহিত আপনি যে দলের কাজ করিতে সম্মত হন, তাহা পুলিসের নিকট বলিয়াছেন?
উঃ আমার মনে নাই।
প্রঃ আপনি কি মনিপুরি পাড়ার সভায় শেষ পর্যন্ত ছিলেন?
উঃ হ্যাঁ। এবং সকলের সহিত একত্রেই বাহির হইয়া আসি।
প্রঃ আপনি কি পুলিসের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন নাই যে, সভায় কথাবার্তায় আপনি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা অনুভব করেন এবং মনে করেন যে, ইহা জাতীয় স্বার্থের পথে ক্ষতিকর? এবং আপনি ও জাকির হোসেন সভা ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া বাহির হইয়া আসেন?
(এরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)
উঃ আমার মনে নাই।

দৈনিক পয়গাম
২২শে অক্টোবর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

এগার নম্বর রাজসাক্ষী সার্জেন্ট আবদুল হালিমের জেরা সমাপ্তির মাধ্যমে গতকল্য (সোমবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল রাজসাক্ষীসহ মোট বারজন বাদী সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা সমাপ্ত হয়।

ইহাদের মধ্যে সরকারপক্ষ ট্রাইব্যুনালের অনুমতিক্রমে দুইজনকে বৈরী ঘোষণা করেন এবং জেরা করেন। এই দুইজন হইতেছে বাদী সাক্ষী কামালউদ্দিন আহমেদ ও ১০ নম্বর রাজসাক্ষী এ,বি,এম, ইউসুফ।

সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান (চেয়ারম্যান), বিচারপতি এম, আর, খান ও বিচারপতি মকসুমুল হাকিমকে লইয়া গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচার চলিতেছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, সি, এস, পি অফিসার জনাব আহমেদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান শামসুর রহমান এবং নৌবাহিনীর লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনসহ মোট ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতের অস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের দায়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে।

গতকল্য (সোমবার) সকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ৪৫মিনিট স্থায়ী অধিবেশনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সর্বশেষ রাজসাক্ষী সার্জেন্ট হালিমের অসমাপ্ত জেরা শেষ হয়। ইতিপূর্বে গত শুক্রবার বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান রাজসাক্ষীকে জেরা করেন। গতকল্যকার অধিবেশনে বিবাদীপক্ষের জনাব আতাউর রহমান খানসহ ৪ জন আইনজীবী রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ আপনাকে এই মামলা উপলক্ষে গ্রেফতারের পর কখনো করাচীতে নেওয়া হয়?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ করাচী হইতে কখন ঢাকায় ফিরাইয়া আনা হয়?

উঃ ১৯৬৮ সালের মে মাসে।

প্রঃ আপনি বলিতে পারেন, 'INDOCTRINATION' শব্দের অর্থ কি?

উঃ ইহার অর্থ, আমি মনে করি 'INJURIOUS'। অবশ্য ইহাতে এমন কিছু বুঝায় না যাহাতে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

প্রঃ বিবৃতিতে 'INDOCTRINATION' শব্দে আপনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

উঃ ইহার মাধ্যমে আমি 'রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কিছু' বুঝাইতে চাহিয়াছি।

প্রঃ 'EXPLOITATION' অর্থ কি?

উঃ ইহার অর্থ কোন জিনিসকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া।

প্রঃ 'ALIEN ' শব্দের অর্থ কি?

উঃ আমি ইহার অর্থ বুঝি না।

এই পর্যায়ে বিবাদী কৌসুলী উল্লেখ করেন যে, রাজসাক্ষীর একটি বিবৃতিতে 'ALIEN EXPLOITATION' কথার উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রঃ বিবৃতি দিলে ক্ষমা করা হইবে বলিয়া কেহ আপনাকে বলিয়াছেন?

উঃ না।

প্রঃ আপনি কি স্বেচ্ছায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দেন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ জাকির আহমেদের সহিত আপনার কখন দেখা হয়?

উঃ রাজ্জাকের দোকানে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদানের জন্য আমি জাকির আহমেদকে পি, এ, এফ, গার্ডরুম হইতে লইয়া যাই।

প্রঃ প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর বাড়ীতে কোন তারিখে সভা হয়?

উঃ সভার তারিখ আমার মনে নাই।

প্রঃ একথা কি সত্য নয় যে, তাহার বাসায় কোন সভাই হয় নাই?

উঃ না, সত্য নয়।

প্রঃ করাচীতে পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে?

উঃ না, করাচীতে পুলিশ বা ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই।

সর্বশেষে জনাব জুলমত আলী খান রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ 'PRUDENT' শব্দের অর্থ কি?

উঃ 'WISE'.

প্রঃ আপনাকে যে পুলিশ অফিসারটি জিজ্ঞাসাবাদ করেন তিনি কি বাংলা ভাষাভাষী?

উঃ আমি জানি না।

প্রঃ আপনি জানিতে চেষ্টা করেন নাই?

উঃ না।

প্রারম্ভে ৯ নম্বর রাজসাক্ষী গোলাম আহমেদ ও বৈরী ঘোষিত ১০ নম্বর রাজসাক্ষী এ, বি, এম ইউসুফ তাহাদের জবানবন্দী ও জেরার রেকর্ড সংশোধন করেন।

সার্জেন্ট হালিমের জেরা সমাপ্ত হইলে সকাল সাড়ে ৯টায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়। অদ্য (মঙ্গলবার) সকালে আবার শুনানী শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২২শে অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সর্বশেষ একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট আবদুল হালিমের জেরা সমাপ্ত হয়। গতকাল সাক্ষীকে বিবাদীপক্ষের

কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, মোল্লা জালালউদ্দিন ও জনাব জুলমত আলী খান জেরা করেন।

এ পর্যন্ত এই মামলায় ১১জন একরারী সাক্ষীসহ মোট ২২জন সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা সমাপ্ত হয়েছে।

উক্ত ১২জন সাক্ষী হচ্ছেন লেঃ মোজাম্মেল হক, কামালউদ্দিন আহমদ, এক্স-কর্পোরাল আমীর হোসেন মিয়া, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন, ডাঃ সাইদুর রহমান, এম এস রমিজ, ক্যাপ্টেন আবদুল আলিম ভুঁইয়া, কর্পোরাল জামালউদ্দিন, কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম, গোলাম আহমদ, এ বি এম ইউসুফ ও সার্জেন্ট আবদুল হালিম। কামালুদ্দিন আহমদ ব্যতীত বাকী সকলেই একরারী সাক্ষী। সাক্ষী কামালউদ্দিন ও একরারী সাক্ষী এ বি এম ইউসুফকে বৈরী ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল ট্রাইব্যুনালের এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হয়। শুনানীর শুরুতেই বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষী আবদুল হালিমকে জেরা করেন।

প্র-এক্সপ্লয়টেশন শব্দের অর্থ কি আপনি বলতে পারেন?

উ-দ্রব্যাদি একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া।

প্র-এলায়েন শব্দের অর্থ কি?

উ-আমি এর অর্থ জানি না।

প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট একথা বলেছিলেন যে, জনৈক এক্স-স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী বলেছেন, "ইস্ট পাকিস্তান আন্ডার এলায়েন এক্সপ্লয়টেশন?"

উ-আমার মনে নেই।

প্র-'ইনডকট্রিনেশন' শব্দের অর্থ কি?

উ-"ইনজুরিয়াস"।

প্র-এই 'ইনজুরি' সারাতে হলে কোন ডাক্তারী চিকিৎসার দরকার আছে কি?

উ-ডাক্তারী চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে এটা সে ধরনের কিছু নয়।

প্র-এটা কিভাবে সারান হয়ে থাকে?

উ-এর দ্বারা আমি বুঝি রাষ্ট্রের পক্ষে 'ইনজুরিয়াস' কোন কিছু।

এখানেই জনাব আতাউর রহমান খানের জেরা শেষ হয়। এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-গ্রেফতারের পর পুলিশের নিকট জবানবন্দী প্রদান পর্যন্ত আপনাকে কোথায় রাখা হয়েছিল?

উ-গ্রেফতারের পর আমাকে নিরাপত্তা পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়। তারপর সেনাবাহিনীর হেফাজতে নিয়ে আসা হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দেড় মাস রাখার পর আমাকে করাচী প্রেরণ করা হয়। সেখানে আমাকে সিকিউরিটি এলাকায় রাখা হয়।

প্র-ক্যান্টনমেন্টে দেড় মাস আটক থাকাকালে আপনাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?

উ-না।

প্র-ক্যান্টনমেন্টে আপনাকে কোন সময় আটক রাখা হয়েছিল?

উ-১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

প্র-লেঃ শরীফকে আপনি চিনেন?

উ-না। তবে সামরিক বাহিনীর অনেক অফিসারই ক্যান্টনমেন্টে আমাদের ওখানে এসেছিলেন।

প্র-আপনি কি ঐ সমস্ত অফিসারদের বলেছিলেন, আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিতে চান?

উ-না।

প্র-কোন অফিসার আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিতে বলেছিলেন কি?

উ-না।

প্র-করাচীতে আপনাকে কোন মাসে ফিরিয়ে আনা হয়?

উ-১৯৬৮ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে।

প্র-তারপর আপনাকে কোথায় রাখা হয়?

উ-পিএএফ-এর হেফাজতে।

প্র-করাচীতে আপনাকে কোন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?

উ-না।

প্র-কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সেখানে আপনাকে হাজির করা হয়েছিল কি?

উ-না।

প্র-আপনাকে পুলিশ কখন জিজ্ঞাসাবাদ করেন?

উ-১৯৬৮ সালের ১১ই মে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রথম বারের মত জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

প্র-আপনি ক্ষমা চান কিনা একথা আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল?

উ-আমাকে কেউ এ কথা বলেননি, বরং আমিই একথা ওয়ারেন্ট অফিসার ওসমানীকে বলেছিলাম। তিনি এই বিষয়টি মেজর হাসানকে জানান।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে যাওয়ার ১০/১৫ দিন আগে ওসমানীর সঙ্গে আমার কথা হয়।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা শেষ হলে মোল্লা জালালউদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-আপনি আদালতে বলেছেন যে, জাকির আহমদকে আপনি রাজ্জাকের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন। কোথা হতে আপনি তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উ-পিএএফ গার্ড রুম হতে।

প্র-তখন সময় কত?
উ-সূর্যাস্তের পূর্বে আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। দশ হতে পনের মিনিটের মধ্যে আমরা সেখানে পৌঁছি।
প্র-আপনারা সেখানে কিভাবে গিয়েছিলেন?
উ-বাসযোগে।
প্র-রাজ্জাকের বাড়ী পাকা দালান না টিনের ঘর তা বলতে পারেন?
উ-পাকা বাড়ী।
প্র-তাতে কতগুলো কক্ষ আছে?
উ-বলতে পারব না।
প্র-বাড়ীর মালিকের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?
উ-না।
প্র-ঐ বাড়ী যে রাজ্জাকের এক আত্মীয়ের বাড়ী তা আপনাকে কে বলেছিল?
উ-রাজ্জাক নিজেই বলেছিলেন।
প্র-ঐ এলাকায় রাজ্জাকের কোন আত্মীয় থাকেন কিনা তা আপনি জানেন কি?
উ-না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি ঐ সভায় যোগদান করেননি এবং এরূপ কোন সভাও সেখানে অনুষ্ঠিত হয়নি?
উ-এ কথা সত্য নয়।
প্র-এক্স-স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর বাড়ীতে কোন তারিখে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ-তারিখ মনে নেই।
প্র-একথা কি সত্য যে, সেখানে কোন বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয়নি এবং আপনিও এরূপ কোন বৈঠকে যোগ দেননি?
উ-একথা সত্য নয়।
মোল্লা জালালুদ্দিনের জেরা সমাপ্ত হওয়ার পর জনাব জুলমত আলী খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-'প্রুডেন্ট' শব্দের অর্থ কি?
উ-'প্রুডেন্ট' শব্দের অর্থ হচ্ছে ওয়াইজ।
প্র-আপনাকে যে পুলিশ ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তিনি কি বাঙ্গালী অফিসার ?
উ-আমি তা বলতে পারব না।
প্র-জাকির আহমদের নিকট গমনের পূর্বে কি আপনি রাজ্জাকের দোকানে গিয়েছিলেন?
উ-না। রাজ্জাকের বাড়ীতে আমি অন্য একদিন গিয়েছিলাম।

প্র-কতবার তার বাড়ীতে গিয়াছিলেন?
উ-তা মনে নেই।
তবে ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গিয়েছি। দিন বা সপ্তাহ মনে নেই।
প্র-মনিপুরপাড়ার বৈঠকের পূর্বে কি আপনি রাজ্জাকের আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?
উ-না।
প্র-উক্ত বৈঠকের খবর আপনাকে কে বলেছিলো?
উ-রাজ্জাক নিজেই বলেছিল।
প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট বলেছিলেন যে, মনিপুরপাড়া গমনের পথে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক এবং সার্জেন্ট শামসুদ্দিনের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?
উ-হ্যাঁ, বলেছিলাম। (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)
প্র-পুলিশের নিকট কি আপনি বলেছিলেন যে, রাজ্জাক প্রায়ই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ মনোভাবের কথা বলতেন?
উ-আমি একথা বলেছি। (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)
প্র-আপনি মালিবাগে কখন বাসা ভাড়া নেন?
উ-১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে।
প্র-সেখানে আপনি কতদিন ছিলেন?
উ-১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।
প্র-আপনার এই বাড়ীতে রাজ্জাকের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?
উ-না।
প্র-পুলিশের নিকট মালীবাগে আপনার বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন কি?
উ-আমার মনে নেই(এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, এক্স-স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর বাড়ীর বৈঠকের পর আমরা সকলে উক্ত স্থান ত্যাগ করি।

সাক্ষীর জেরা শেষ হওয়ার পর বৈরী ঘোষিত একরারী সাক্ষী এ বি এম ইউসুফকে এই আদালতে তার বিবৃতি বাংলা তরজমা করে শোনান হয়। তার বিবৃতি অধিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছে বলে তিনি জানান এবং তাতে স্বাক্ষরদান করেন। গতকাল সোমবার শুনানীর শুরুতে একরারী সাক্ষী গোলাম আহমদও তার জবানবন্দী এবং জেরার বিবরণ পাঠ করে দু'একটি সংশোধনের পর তাতে স্বাক্ষর করেন।

সংবাদ

২৩শে অক্টোবর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

সরকারী সাক্ষী সাবেক লেঃ কম্যাণ্ডার শহীদুল হকের জবানবন্দী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (মঙ্গলবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলায় ১৪নং সরকারী সাক্ষী সাবেক লেঃ কম্যাণ্ডার শহীদুল হক (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদার কর্মচারী) তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, গত ১৯৫৬ সালের জুন মাসে একজন স্বেচ্ছাসেবী রিজার্ভ অফিসার হিসাবে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীতে সক্রিয় সার্ভিসে ছিলেন। তিনি বলেন, পি এন এস হিমালয়ে দুই মাসের প্রাথমিক ট্রেনিং গ্রহণের পর তিনি মাইন স্যুইপার পি এন এস ঢাকায় নিযুক্ত হন এবং সেখানে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি কাজ করেন। তিনি বলেন, সে সময়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন।

সাক্ষী লেঃ কম্যাণ্ডার শহীদুল হক বলেন, ১৯৬০ সালের জুন মাসে তিনি চাকুরী হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

সাক্ষী শহীদুল হক বলেন, উক্ত একই বছরে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদার সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিরাপত্তা তথা প্রশাসনিক অফিসারের পদে নিযুক্ত হন এবং সেখানে তিনি ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করিয়াছেন। ইহার পর ইপিওয়াপদার ডিরেক্টরেট অব ষ্টোর এণ্ড মুভমেন্টের অধীনে একজন প্রশাসনিক অফিসারের পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময় তিনি ঢাকার চাকূরী করিতেন। ইহার পর করাচীতে পি এন এস মুখতারে বার্ষিক ... ট্রেনিংয়ের জন্য তাঁহাকে নিয়োগ করা হয়।

তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরে তিনি করাচীতে পৌঁছান কিন্তু পরের দিন সকালেই যুদ্ধ শুরু হয়।

সাক্ষী শহীদুল হক বলেন, যুদ্ধের সময় তিনি পি এন এস মূখতারে ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে তাহাকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি করা হয়। তিনি বলেন, খূলনার একটি লঞ্চে তাহাকে কম্যাণ্ডিং অফিসারের পদে নিয়োগ করা হয়। এবং সেখান হইতে ১৯৬৫ সালের অক্টোবরের শেষদিকে অথবা নভেম্বরের প্রথম দিকে তাঁহাকে চট্টগ্রাম নৌ ঘাঁটিতে বদলি করা হয়। সাক্ষী বলেন, সীম্যান খুরশীদ সেসময়ে সেখানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে পড়ে।

সাক্ষী তাঁহার জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, সীম্যান খুরশীদ ও লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। তাঁহারা

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের কথা বলেন, এবং বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদকে শোষণ করা হইতেছে। তাঁহারা কখনও কখনও নৌ অফিসারদের মেসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

সাক্ষী শহীদুল হক বলেন, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে কোন একদিনে তাঁহার পরিবার তথায় আসেন এবং সেসময়ে তিনি জামাল খান রোড এলাকায় ইপিওয়াপদার রেষ্ট হাউসে তিনি বলেন যে, একসময় অভিযুক্ত ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমার সঙ্গে 'শোষণের' ব্যাপারে আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, "১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কোন একসময় আমি মিসকা হোটেলে যাই, সেখানে আমি এক কাপ চা খাচ্ছিলাম। এমন সময় ষ্টুয়ার্ড মজিব ও খুরশীদ সেখানে আসেন এবং আমাকে তাদের কোন নেতার সঙ্গে হোটেলের একটি রুমে দেখা করতে বলেন। আমি তাঁদের অনুরোধে সম্মত হয়ে তাদের সঙ্গে যাই।"

সাক্ষী শহীদুল হক বলেন যে, তাঁহাদের একজন আমীর হোসেন মিয়ার সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, সেখানে তাঁহারা জানান যে, পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে তাঁহারা একটি পার্টি গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা জানান যে, সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠন ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পশ্চাতে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও কতিপয় বড় ব্যবসায়ীর সমর্থন রহিয়াছে। বাদীপক্ষের সাক্ষী শহীদুল হক বলেন যে, তাহারা জানান যে, প্রস্তাবিত বিপ্লবের জন্য ভারত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করিবে। তাহারা জনৈক ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানের নাম করেন। তাঁহারা জানান যে, নূরুজ্জামান ইহার জন্য কাজ করিতেছে। তাঁহারা সাক্ষীকে এ দলে যোগদান করিতে বলেন কিন্তু তিনি উহাতে অস্বীকৃতি জানান।

সরকারী সাক্ষী সাবেক লেঃ পুনরায় ঢাকায় ইপি ওয়াপদায় তাঁহার পূর্বনির্ধারিত চাকুরীতে যোগদান করেন।

তিনি বলেন যে, ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের কোন একসময়ে রশিদ এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিব ঢাকায় তাঁহার অফিসে আসে এবং তাঁহাকে তাহাদের সংগঠনে যোগ দিতে বলে। কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন বলিয়া সাক্ষী উল্লেখ করেন।

সাক্ষী আরও বলেন যে, ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে ষ্টুয়ার্ড মুজিব, খুরশিদ এবং সম্ভবতঃ সুলতানউদ্দিন ও সাক্ষীর ঢাকাস্থ বাসভবনে আগমন করে এবং সাক্ষীকে তাহাদের পার্টির জন্য কাজ করার অনুরোধ জানায়। সাক্ষী বলেন, এই সময়েও তিনি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

সাক্ষী বলেন, সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের মে মাসে ষ্টুয়ার্ড মুজিব লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গৃহে আসেন। তাহারা পূর্বোক্ত বিষয় লইয়াই আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাহাদের সংগঠনে যোগদানের জন্য সাক্ষীকে অনুরোধ জানান। কিন্তু এইবারও তিনি অস্বীকৃতি জানান বলিয়া সাক্ষী জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন।

সাক্ষী শহীদুল হক বলেন, সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের মে মাসে অভিযুক্ত ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাহার অফিসে আসে এবং সুন্দরবন এলাকার মধ্যদিয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ চোরাচালানের উদ্দেশ্যে একটি মোটর লঞ্চযোগে তাহার সহিত যাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানায়।

ইহাতে সাক্ষী ভীষণ রাগিয়া যান এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন। সাক্ষী বলেন যে, অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের কাহারো সহিত সম্ভবতঃ ইহাই তাহার শেষ সাক্ষাৎ।

সাক্ষী বলেন যে, বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে এইসব লোকেরা যাহা বলাবলি করিত তাহাতে তিনি কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেন না বিধায় তিনি এ-সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট কোন রিপোর্ট করেন নাই। সাক্ষী বলেন, তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ পাগলামি মনে করিতেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৩শে অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

মোশাররফ হোসেনের জেরা সমাপ্ত ও শহীদুল হকের জেরা শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তের নম্বর সাক্ষী বিমান বাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ হোসেনের সাক্ষ্য ও জেরা শেষ হয় এবং নৌবাহিনীর সাবেক লেঃ কম্যান্ডার শহীদুল হকের সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত হয়। সাক্ষী শহীদুল হকের জেরা অসমাপ্ত অবস্থায় গতকাল ট্রাইব্যুনালের কার্যকাল মূলতবী ঘোষণা করা হয়।

আজ বুধবার পুনরায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন বসালে সাক্ষী শহীদুল হকের অসমাপ্ত জেরা শুরু হবে।

গতকাল বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান, জনাব মোসাররফ হোসেন ও জনাব শহীদুল হকের সাক্ষ্যগ্রহণ পরিচালনা করেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিন, জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব ফজলুল করীম ও জনাব জুলমত আলী তের নম্বর সাক্ষীকে জেরা করেন। মামলার চৌদ্দ নম্বর সাক্ষী লেঃ কম্যান্ডার শহীদুল

হককে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিনের জেরা অসমাপ্ত অবস্থায় গতকাল আদালতের কার্যকাল শেষ হয়।

গতকাল মামলার শুনানীর শুরুতে বাদীপক্ষের অন্যতম সাক্ষী ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ হোসেন শেখের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষ্যগ্রহণ করেন।

মোশাররফ হোসেন শেখ বলেন, তার পিতার নাম জালালউদ্দীন আহমদ শেখ। তিনি ফরিদপুর জেলার পূর্ব নিজরা গ্রামের অধিবাসী। সাক্ষী বলেন, ১৯৫৯ সালে আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট হিসেবে পিএফএ যোগদান করি। কোহাটে ট্রেনিং শেষ করার পর কোহাটেই আমাকে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬২ সালে আমাকে পিএএফ মালীর ক্যান্ট'এ বদলী করা হয়। ১৯৬৪ সালের শুরুতে আমাকে পিএএফ কোরাঙ্গীতে বদলী করা হয়। বিমান বাহিনীতে সেখানে আমি শিক্ষাদানের কাজ করি। কোরাঙ্গীতে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লা, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন, সুলতানউদ্দিন আহমদ ও আরও কতিপয় ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়। আরও কতিপয় ব্যক্তির নাম আমার এখন মনে নেই।

১৯৬২ অথবা ৬৩ সালে কোহাটে থাকাকালে মফিজুল্লার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। করাচীতে থাকাকালে আমি কোরাঙ্গী ক্রীক এলাকায় বসবাস করতাম। মফিজুল্লার নামে যে কোয়ার্টার বরাদ্দ করা হয়েছে আমি পরিবার নিয়ে সেখানে থাকতাম। মফিজুল্লা উক্ত কোয়ার্টারে থাকতেন না।

এই সময় সাক্ষীকে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় সঠিকভাবে মফিজুল্লাকে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন ও জনাব সুলতানউদ্দিন ঐ কোয়ার্টারে আসতেন। মফিজুল্লা মাঝে মাঝে আসতেন। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন এক সময়ে একদিন মফিজুল্লা, ফজলুল হক, শামসুদ্দিন, সুলতানউদ্দিন ও আরও কতিপয় ব্যক্তি যাদের কথা এখন আমি মনে করতে পারছি না, আমার কোয়ার্টারে আগমন করেন। তারা পূর্ব পাকিস্তানের দূরবস্থা ও পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার কথা বলেন। তারা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যদিয়ে পৃথক করা হবে। তারা আরও বলেন, নৌ-বাহিনীর একজন অফিসারের নেতৃত্বে এ ব্যাপারে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। তারা উক্ত অফিসারের নাম বলেননি। আমি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করিনি এবং এ সম্পর্কে আমার মতামতও প্রকাশ করিনি। এরপর আমরা সকলে উক্ত স্থান ত্যাগ করি।

এই সময় সাক্ষীকে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি সঠিকভাবে তাকে সনাক্ত করেন। তারপর সুলতানউদ্দিনকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী বলেন, আমি পারব না।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে কচ্ছের রান গোলযোগের দেখা দেয়। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়। তখন আমরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ি। এদের কারুর সঙ্গে তখন আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

১৯৬৬ সালের নবেম্বর মাসে আমি করাচীর জ্যাকব লাইনে বাসা নিয়ে বসবাস করতে শুরু করি।১৯৬৬ সালের জুলাই অথবা আগস্ট মাসে এসএসি বারী আমাকে সার্জেন্ট মফিজুল্লার সাথে আবিসিনিয়া লেইনে দেখা করতে বলেন।

সেখানে গিয়ে আমি সিরাজুল ইসলাম, জামালউদ্দিন, নুর মোহাম্মদ ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তিকে দেখতে পাই। কর্পোরাল জামালউদ্দিন আন্দোলনের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এই আলোচনায় আমি কোন আগ্রহ প্রকাশ করিনি।

এরপর ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লার সাথে আমার আর দেখা হয়নি।

সাক্ষীকে এসএসি মাফুজুল বারীকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি সঠিকভাবে তাকে সনাক্ত করেন। তারপর নুর মোহাম্মদকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি বলেন, আমি পারব না।

জ্যাকুব লাইনের বাসায় কোন কিছু ঘটেনি।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের নবেম্বর মাসে আমাকে কোরাঙ্গী ক্রীক এলাকায় একটি বাড়ী দেওয়া হয়। এখানে ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসের কোন এক সময়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক, সার্জেন্ট শামসুল হক আমার নিকট আসেন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার আন্দোলনে আমাকে সাহায্য করতে বলেন। তারা আমাকে আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন। এতে তেমন কোন উৎসাহ বা আগ্রহ দেখা দেয়নি। আমি তাদেরকে আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলি।

সাক্ষীকে সার্জেন্ট জহুরুল হককে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি তাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। সার্জেন্ট শামসুল হককে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী বলেন, তাকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

সাক্ষী বলেন, আমি এই সমস্ত কথাবার্তা কারুর নিকট প্রকাশ করিনি। এদের জন্য আমার ভয় হয়েছিল বলেই প্রকাশ করিনি।

সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন তাকে জেরা করেন।

প্র-আপনি কি জানতেন যে, এইসব ব্যক্তি জঘন্য অপরাধ করছেন?

উ-এরা অপরাধ করছেন কি করছেন না তা আমি নির্ধারণ করতে পারিনি। আমি তাদের কথাগুলিকে ফালতু কথাবার্তা বলে গ্রহণ করি।

প্র-আপনি কি জানে যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে এ ধরনের ফালতু কথাবার্তা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার?

উ-পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে এ ধরনের ফালতু কথাবার্তা সাধারণ ব্যাপার কিনা তা আমি জানি না।

এরপর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব জহিরউদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন। এই মামলায় জনাব জহিরুদ্দিন গতকালই প্রথম জেরা করেন।

প্র-এই মামলার ব্যাপারে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি?

উ-না।

প্র-আপনি কি এখনও চাকুরীতে বহাল আছেন?

উ-হ্যাঁ, আমি পিএএফ কোরাঙ্গীতে নিযুক্ত আছি।

প্র-এই মামলায় সাক্ষ্যদানের জন্য আপনি কোন শমন পেয়েছেন?

উ-হ্যাঁ।

প্র-কখন?

উ-৩/৪ মাস আগে।

প্র-কোন তারিখে সাক্ষী দিতে হবে সে কথা কি শমনে বলা হয়েছিল?

উ-শমনে শুধুমাত্র বলা হয় যে, এই মামলার ব্যাপারে আমাকে সাক্ষ্যদান করতে হবে। এতে কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।

প্র-আপনি কোন তারিখে ঢাকা এসেছেন?

উ-টেম্পোরারী ডিউটি উপলক্ষে তিন সপ্তাহ পূর্বে আমি ঢাকায় এসেছি।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, দুই সপ্তাহ পূর্বে আমি একটা নোটিশ পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে, এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমাকে আদালতে উপস্থিত হতে হবে।

প্র-কোথায় আপনি এই নোটিশ পেয়েছেন?

উ-বিমান বাহিনীতে এই নোটিশ আমি পেয়েছি। কে নোটিশ নিয়ে গিয়েছেন তা জানি না।

প্র-আবিসিনিয়া লাইন হতে জ্যাকব লাইন দূরত্ব কত?

উ-৩/৪ মাইল।

প্র-কোরাঙ্গী হতে কোন সময় আবিসিনিয়া লাইন যান?

উ-সকাল ৮টা/৯টায় আমি ঐ বৈঠকে অনুমান আধ ঘণ্টা ছিলাম। আমি যখন বৈঠক ত্যাগ করি তখনও বৈঠক চলছিল।

প্র-আপনি পুলিশের নিকট কোন বিবৃতি দিয়েছেন?
উ-১৯৬৮ সালের মে মাসে পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশ আমার জবানবন্দী রেকর্ড করেন। পুলিশ ঢাকায় আমার জবানবন্দী নেন। একবারই পুলিশ আমার নিকট আসেন। ঢাকায় আমি যখন টেম্পোরারী ডিউটিতে ছিলাম তখন পুলিশ জবানবন্দী গ্রহণ করেন।
সাক্ষী বলেন, এক মাস বা তারও আগে আমি টেম্পোরারী ডিউটিতে এখানে এসেছি। তেজগাঁও পিএএফ ক্যাম্পে আমি অবস্থান করি।
প্র-এখানে আপনি কি ধরনের কাজ করেন?
উ-শিক্ষাদানের কাজ।
প্র-আপনাকে কি নিয়মিত অফিস করতে হয় এবং নির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব পালন করতে হয়?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনি যে কাজ করেন পি এ এফ এর রেকর্ডে তা রেকর্ড করা হয় কি?
উ-তা আমি বলতে পারব না।
প্র-করাচীতে অবস্থানকালে আপনাকে এই মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাস করেছিলেন?
উ-না।
সাক্ষী বলেন, আমি করাচীতে কোন জবানবন্দী প্রদান করিনি। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৪ সালে মফিজুল্লার কোয়ার্টারে যে বৈঠক হয় তা এক ঘণ্টা চলে। সভার পর সকলেই চলে যান। আমি ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগ অথবা ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে কোরাঙ্গীর বাসা ত্যাগ করি।
প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট এ কথা বলেছেন যে, এই সমস্ত আলাপ-আলোচনা শুনে আপনি ভয় পান এবং শীগগিরই ঐ বাড়ী ত্যাগ করে জ্যাকব লেনের বাড়ীতে চলে যান?
উ-হ্যাঁ।

সাক্ষীর এই জবাবে আদালত জানতে চান যে, তিনি আদালতে বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে অথবা ৬৭ সালের জানুয়ারীতে উক্ত বাড়ী ত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় শীঘ্র বাড়ী ত্যাগ করলেন কিভাবে? এর জবাবে সাক্ষী বলেন, প্রকৃতপক্ষে ৬৪ সালের ডিসেম্বর অথবা ৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমি উক্ত বাড়ী ত্যাগ করি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, অফিসার কম্যান্ডিং-এর নিকট মৌখিক অনুমতি নিয়ে আমি মফিজুল্লার নামে বরাদ্দ বাড়ীতে বসবাস করি। মফিজুল্লা তখন সার্জেন্ট মেসে থাকতেন। তিনি সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। তিনি আমার সঙ্গে এই বাড়ীতে কখনও ছিলেন না। আমি ঐ কোয়ার্টারে

আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিসহ বাস করতাম। সেখানে অন্যান্য অফিসারও তাদের কোয়ার্টারে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাস করতেন। এক বাসার মহিলা ও শিশুরা অন্য বাসায় আসা-যাওয়া করত।
প্র-সার্জেন্ট মেস ঐ কোয়ার্টার হতে কত দূরে অবস্থিত?
উ-সিকি মাইল।
প্র-সার্জেন্ট মেসে কোন মহিলা বা শিশু থাকত?
উ-না।
প্র-মফিজুল্লা কখন করাচীতে তার পরিবার নিয়ে আসেন?
উ-আমি বলতে পারব না।
প্র-মফিজুল্লার নামে বরাদ্দ কোয়ার্টারে আপনি কেন থাকতেন এ ব্যাপারে সরকারীভাবে কোন তদন্ত হয়েছিল কি এবং মফিজুল্লাকে এজন্য কোন চাপ দেওয়া হয়েছিল কি?
উ-আমি জানি না।
প্র-একথা কি সত্য যে, মফিজুল্লা উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট অভিযোগ করেছিলেন যে, আপনি বে-আইনীভাবে তার কোয়ার্টার দখল করে রয়েছেন এবং তিনি আপনাকে পরে সেখান হতে বের করে দেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি উক্ত কোয়ার্টার ত্যাগ করার পর মফিজুল্লার বাড়ীতে গিয়েছিলেন?
উ-উক্ত কোয়ার্টার ত্যাগ করার পরও আমি সার্জেন্ট মেস অথবা আবিসিনিয়ার লাইনের বাড়ীতে মফিজুল্লার সঙ্গে দেখা করেছি। মফিজুল্লার আবিসিনিয়া লাইনে বাড়ীতে কতবার গিয়েছি তা বলতে পারব না।
প্র-মফিজুল্লা কোরাঙ্গী হতো কখন আবিসিনিয়া লাইনে বাসা বদল করেন?
উ-বলতে পারব না।
স্বাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, কোরাঙ্গী হতে ড্রিগ রোডে মফিজুল্লাকে যখন বদলী করা হয় তখন তিনি কোথায় থাকতেন আমি বলতে পারব না। আমি ড্রিগ রোডে তার সাথে অফিসের সময়ে দেখা করতাম। কোরাঙ্গী হতে ড্রিগ রোডের দূরত্ব প্রায় ৮ মাইল।
সাক্ষী বলেন, কোরাঙ্গীতে যখন আমি ছিলাম তখন আমার অফিসের সময় ছিল সকাল ।
৭টা হতে বেলা ২টা।
প্র-১৯৬৪ সালে কোন দিন কোরাঙ্গী ক্রীকে বৈঠক হয়েছিল?
উ-দিন আমার মনে নেই। তবে সকাল ৯ টায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মফিজুল্লার যে বাড়ীতে আমি থাকতাম উক্ত কোয়ার্টারেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্র-দ্বিতীয় বৈঠকের খবর আপনাকে কে দিয়েছিল?
উ-এস এ সি বারী আমাকে মফিজুল্লার সাথে দেখা করতে বলেন। সেখানে গিয়ে আমি সভায় যোগ দেই। সভা অনুষ্ঠানের কথা আমাকে কেউ বলেননি। ঐদিন সকাল ৭টায় বারী আমার বাসায় আসেন। আমি তখন আবিসিনিয়া লেনে থাকতাম। সেখানে গিয়ে আমি লোকজন দেখতে পাই। আধঘণ্টা থাকার পর আমি চলে আসি। সম্ভবত ঐদিন রোববার ছিল।
প্র-আপনি কি সংবাদপত্র পড়ে থাকেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-এই মামলার খবর আপনি জানেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-শামসুদ্দিন এই মামলার একজন সাক্ষী তা আপনি জানতেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-শামসুদ্দিনের সাথে আপনার পরিচয় ছিল কি?
উ-না। ১৯৬৪ সালের বৈঠকে প্রথম আমি তাকে দেখি।
প্র-শামসুদ্দিনকে আপনি কিভাবে চিনলেন?
উ-ফজলুল হক অথবা মফিজুল্লা শামসুদ্দীনকে দেখিয়ে আমাকে বলেন যে, ইনি হচ্ছেন সার্জেন্ট শামসুদ্দিন।
প্র-আবিসিনিয়া লেনে যে দ্বিতীয় বৈঠক হয় তাতে কে কে আলোচনায় অংশ নেন?
উ-জামালুদ্দিন ও সিরাজুল ইসলাম। তবে সিরাজুল ইসলাম আগে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন কিনা তা আমি জানি না।
প্র-নুর মোহাম্মদকে বক্তৃতা করতে আপনি শুনেননি, তাই না?
উ-আমি বলতে পারব না। আমি সভা ত্যাগ করার সময় কে আলোচনা করছিলেন তা আমি বলতে পারব না, সিরাজুল ইসলাম এবং জামালুদ্দিন কতক্ষণ আলোচনা করছিলেন তা বলতে পারব না।
প্র-পুলিশের নিকট কি আপনি বলেছিলেন যে, সিরাজুল ইসলাম ঐ বৈঠকে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন?
উ-হ্যাঁ, বলেছিলাম। (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র-প্রথম বৈঠকের পূর্বে সংবাদপত্র মারফত বা অন্য কোনভাবে আপনি বৈষম্যের কথা জানতেন কি?
উ-হ্যাঁ, জানতাম।
প্র-সুলতানউদ্দিনকে আপনি কোন সভায় বা কোথাও দেখেনি–একথা কি সত্য?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি নূর মোহাম্মদকেও কোন সভায় বা কোথাও দেখেননি?
উ-একথাও সত্য নয়।

প্র-একথা কি সত্য যে,তদন্তকারী অফিসারদের ইঙ্গিতে আপনি সুলতানউদ্দিন ও নুর মোহাম্মদের নাম উল্লেখ করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
এরপর জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-আপনি কখন ওয়ারেন্ট অফিসার হন?
উ-১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে।
প্র-তার উপরের পদ কি?
উ-মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার।
প্র-ওয়ারেন্ট অফিসার কি কমিশন পদ?
উ-ওয়ারেন্ট অফিসার জুনিয়ার কমিশনড অফিসার।
প্র-আপনি বলেছেন, ১৯৬৪ সালের বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করার কথা আলোচনা হয়। কে কে এই আলোচনায় অংশ নেন?
উ-সভায় উপস্থিত সকলেই একের পর এক আলোচনায় অংশ নেন।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক যে আলোচনায় অংশ নেন আমি পুলিশের নিকট হয়ত স্পষ্টভাবে একথা বলিনি।
প্র-আলোচনা শুনে আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং আপনি ভাব প্রকাশ করে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন কি?
উ-আমার এতে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।
প্র-সার্জেন্ট মফিজুল্লা কি সার্জেন্ট মেসে একা একটি কক্ষে থাকতেন?
উ-হ্যাঁ। আমি মাসে ২/১ বার তার সাথে সেখানে দেখা করতে যেতাম। আমি যখন তার নিকট যেতাম তখন অন্য কেউ সেখানে যেত কিনা তা বলতে পারব না।

আমি সার্জেন্ট শামসুদ্দিনকে সার্জেন্ট মেসে মফিজুল্লার সাথে দেখা করতে দেখিনি বা মফিজুল্লার কোয়ার্টারে ফজলুল হককেও যেতে দেখিনি। মফিজুল্লার সাথে আমার চাকুরী ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হত। তিনি কখনও আমার কোয়ার্টারে আসতেন এবং আমিও তার কোয়ার্টারে যেতাম। আমি মফিজুল্লার কোয়ার্টার ত্যাগ করার পর তিনি একা ঐ কোয়ার্টারে গিয়ে উঠেন না পরিবার নিয়ে উঠেন তা বলতে পারব না। মফিজুল্লা জ্যাকব লেনেও আসতেন। তিনি তার পরিবার নিয়ে আসার পর আমার পরিবার-পরিজন তার বাসায় যেতেন এবং তার পরিবারের সদস্যরাও আমার বাসায় আসতেন। জ্যাকব লাইনে আমার বাসায় সার্জেন্ট ফজলুল হক আসেননি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৪ সালের বৈঠকের ২/৩ সপ্তাহ পর আমি মফিজুল্লার কোয়ার্টার ত্যাগ করি। আমি মনে করেছি যে, সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। একাউন্ট সেকশনে আমার সাথে মফিজুল্লার প্রায়ই দেখা হত।

কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করিনি। আমি মফিজুল্লাকে বলি যে, এ ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই, সুতরাং এ নিয়ে তার কোন কথা বলা উচিত নয়। এরপর তিনি আর কখনও এ বিষয়ে কথা বলেননি।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, সংবাদপত্রে আমি দেখতে পেয়েছি যে, এই মামলার ব্যাপারে কতিপয় ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর বা ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমি এ খবর দেখতে পাই। আমি গ্রেফতার হতে পারি এরূপ কখনও আশঙ্কা করিনি। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া এই ব্যাপার নিয়ে কারুর সঙ্গে আমি কখনও আলোচনা করিনি। আমার সাথে ১৯৬৫ সালে ফজলুল হকের শেষ সাক্ষাৎ হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি করাচীতে ছিলেন কিনা আমি জানি না।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং একরারী সাক্ষীদের সমর্থনে সাক্ষ্যদানের জন্য আপনাকে চাপ দেয়া হয়, আপনি তাতে রাজী হলে পর মুক্তি দেওয়া হয়?

উ-একথা সত্য নয়।

১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বৈঠক সম্পর্কে আমার কোন কথা হয়নি। জহুরুল হকের সাথে প্রথম আমার কোহাটে সাক্ষাৎ হয়। শামসুল হকের সঙ্গে প্রথম কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল তা বলতে পারব না।

প্র-সার্জেন্ট জহুরুল হক বৈষম্য বা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা করেননি?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-আপনি কি ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করেছেন?

উ-ঐ সময় আমার বিয়ের পাকা কথা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় বিয়ে হয়নি।

প্র-একথা কি সত্য যে, ছাত্রাবস্থায় আপনি বিয়ে করেন এবং আপনার লেখাপড়ার ব্যয় আপনার শ্বশুর বহন করেন? আপনার একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে?

উ-একথা সত্য নয়।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ হোসেন শেখ বলেন যে, শৈশবে একজন বালিকার সাথে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু সে বালিকার নাম তিনি জানেন না । সে বালিকার পিতা জনাব রোকনউদ্দিন গোপালগঞ্জের অধিবাসী।

প্র-সেসময়ে আপনার বয়স কত ছিল?

উ-সাত/আট বছর।

প্র-এরপর আপনি আর বিয়ে করেছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ। ১৯৬৪ সালে আমি আবার বিয়ে করি।

প্র-আপনার প্রথম স্ত্রী ভরণপোষণের ভাতা দাবী করে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ। ১৯৬৪ সালে ভরণপোষণের ভাতা দাবী করে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু আমি সে বিয়েকে স্বীকার করিনি।

প্র-প্রথম স্ত্রীর পক্ষে আপনার কোন সন্তান আছে কি?

উ-একটি শিশুসন্তান আছে। কিন্তু সেটা দৈবাৎ হয়ে গেছে।

এই পর্যায়ে বিচারপতি জনাব এস এ রহমান দৈবাৎ কি করে শিশুসন্তান হল জানতে চাইলে সাক্ষী বলেনঃ এটা একটা দুর্ঘটনা মহামান্য আদালত। এজন্যে আমি দুঃখীত।

প্র-শিশু আর তার মা উভয়ের জন্যে কি ভাতা দাবী করা হয়েছিল?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-এ ব্যাপারে মহকুমা হাকিমের সমন পেয়ে আপনি কি করেছিলেন?

উ-স্ত্রীর তালাকনামা এসডিও'র নিকট পাঠিয়ে দিয়েছি। পিএএফ-এর মাধ্যমে তালাকনামা পাঠানো হয়েছিল।

প্র-এ কথা কি সত্য যে, আপনি তাদের ভরণপোষণের টাকা দিয়েছিলেন?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি টাকা দিয়ে তাদেরকে মামলা থেকে বিরত থাকার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-আপনার প্রথমা স্ত্রী ও তা পক্ষের শিশুটির নাম কি?

উ-তাদের নাম আমি জানি না।

প্র-সর্বশেষ কখন শিশুর মাতার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?

উ-যদ্দুর মনে পড়ে ১৯৫৭ সালে।

প্র-ভরণ-পোষণের ভাতা দাবী করে মামলা করার সময় শিশুটির বয়স কত ছিল?

উ-আট-নয় বছর।

পরে সাক্ষী আবার বলেন যে, শিশুটির বয়স তখন ছিল ৫/৬ বছর। এছাড়া শিশুটি মেয়ে ছিল বলে তিনি আদালতে জানান।

প্র-এবার মেয়েটির নাম বলতে পারবেন কি?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাক্ষী বলেনঃ তার নাম নার্গিস।

প্র-শেষ বারের মত আপনি কোথায় তাকে দেখেছিলেন?

উ-তার মায়ের বাসায় ১৯৫৭ সালে।

প্র-এবার মেয়েটির মায়ের নাম স্মরণ করে দেখুন তো?

উ-তার নাম আমার মনে পড়ছে না।

কিছুক্ষণ পরে সাক্ষী আবার বলেনঃ তার নাম হাফিজা।

প্র-শেষবার মেয়েটিকে দেখার জন্যে গেলে তার জন্যে আপনি কোন উপহার নিয়েছিলেন কি?
উ-মনে পড়ে না।
প্র-স্ত্রী হাফিজাকে দেখতে গেলে আপনি কতদিন সেখানে ছিলেন?
উ-অধিকক্ষণ আমি সেখানে ছিলাম না। যেদিন গিয়েছি, সেদিনই আবার ফিরে এসেছি।
প্র-হাফিজার ভরণ-পোষণ আপনি করেছিলেন কি?
উ-জী না। আমার পিতা তার ভরণপোষণের খরচ দিতেন।
প্র-আপনার পিতা এখনও কি আপনার স্ত্রী হাফিজার ভরণপোষণ করছেন?
উ-সম্ভবত করছেন।
প্র-এটা কি সত্য যে, মেয়ের নার্গিস নামটি আপনার দেয়া?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-হাফিজাকে আপনার স্ত্রী বলে আপনার পিতা স্বীকার করেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-১৯৫৭ সালে হাফিজা আপনার বাড়িতে এসেছিলেন কি?
উ-কখনও না।
প্র-'দৈবাৎ' হওয়া শিশুটির জন্ম কোথায় হয়েছিল?
উ-হাফিজার, পিতার বাড়িতে।
প্র-সেসময় আপনি হাফিজার বাপের বাড়ীতে ছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-হাফিজাকে বিয়ে করেননি–একথা বলে আপনি কি আদালতে মিথ্যা কথা বলেননি?
উ-জী না।
প্র-আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কি?
উ-কনিকা।
প্র-কনিকার সাথে বিয়ের আগে হাফিজার গর্ভে আপনার একটি মেয়ে আছে একথা প্রকাশ করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ, করেছিলাম।
প্র-বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সাক্ষ্যদানের জন্যে আপনি কিভাবে আসলেন?
উ-পিএএফ-এর মোটর গাড়ীতে আমাকে লিফট দেওয়া হয়েছে।
প্র-আপনাকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হবে একথা আপনাকে কে বলেছিলেন?
উ-একজন নন-কমিশন্ড অফিসার।

এরপর ব্যারিস্টার বদরুল হায়দার চৌধুরী সাক্ষী জনাব মোশাররফ হোসেনকে জেরা করেন।

প্র-সার্জেন্ট জহুরুল হককে আপনি কবে থেকে চেনেন?
উ-১৯৬০ সাল থেকে।
প্র-কোহাটে থাকাকালে আপনারা এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে সার্জেন্ট জহুরুল হক ও অন্যান্যরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করলে আপনি কি খুশী হয়েছিলেন?
উ-আমি বিশেষ খুশী হইনি। আমার মনোভাব স্বাভাবিক ছিল।
প্র-আপনি তাদের চা-পানের আপ্যায়িত করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনাদের কথাবার্তার সময় অন্য কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি জহুরুল হককে মিথ্যা মামলায় জড়িত করছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
ব্যারিস্টার বদরুল হায়দারের জেরা শেষ হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব ফজলুল করীম সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসের পরে সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে সার্জেন্ট শামসুল হকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-তাদের সাথে আপনার সাক্ষাতের পর তাঁরা আপনার সাথে কি রকম ব্যবহার করেছিলেন?
উ-তারা এমন ব্যবহার করলেন যেন আমি তাঁদের কেউ নই।
প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট বলেছিলেন যে, তাঁরা আপনাকে বয়কট করেছেন এবং 'স্মারকলিপি' বলে চিহ্নিত করেছেন?
উ-জী হ্যাঁ।
এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব জুলমত আলী সাক্ষীকে জেরা করতে শুরু করেন।
প্র-কর্মরত অবস্থায় আদালতে সাক্ষ্য দিতে হলে আপনাকে ইউনিফরম পরে থাকার নিয়ম আছে কি?
উ-জী হ্যাঁ। নিয়ম তাই।
প্র-আপনি কি এখন কর্তব্যরত আছেন?
উ-আমি কর্তব্যরত আছি বলে মনে হয় না।

প্র-তেজগাঁও পিএএফ অফিসে আপনার কাজের সময় কখন?
উ-সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা ।
প্র-আজ সকালে আপনি কি অফিসে রিপোর্ট করেছিলেন?
উ-জী না। আমি 'ডিউটি রিপোর্ট' করিনি।
প্র-তাহলে আপনি কি কাজ করতে অনুপস্থিত?
উ-আমি আদালতে সাক্ষ্য দিতে রাজি বলে অফিস সুযোগ দিয়েছে।
জেরার জবাবে সাক্ষী অপর কাউকে যে, একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের নিকট তিনি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন। তিনি আদালতে আসার জন্যে অফিস থেকে কোন রিলিজ অর্ডার নেননি।
প্র-আপনি কি কর্পোরাল আবদুল হাইকে চেনেন?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-তিনি কি আপনার একজন বন্ধু?
উ-না, তিনি আমার পরিচিত।
প্র-কর্পোরাল আবদুল হাইকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের তালিকায় আপনার কোন বন্ধুর নাম দেখেছিলেন কি?
উ-সার্জেন্ট জহুরুল হকের নাম দেখেছি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৪ সালে তার দখলীকৃত সে বাসায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে তিনটি কামরা ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বৈঠকখানা। বৈঠকখানার রুমটি রাস্তার দিকেই অবস্থিত ছিল। বসত এলাকায় অবস্থিত ছিল বলে সে রাস্তায় যানবাহন চলাচলের ভিড় ছিল না।
প্র-১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন সপ্তাহে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ-তা আমার সঠিক মনে নেই।
প্র-বৈঠকের সংবাদ আপনাকে কে দিয়েছিলেন?
উ-কেউ দেননি। সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ কয়েকজন অতিথি আসবেন বলে আমাকে জানিয়েছিলেন।
প্র-বৈঠকে আপনারা কি চা-পান করেছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-কোরাঙ্গী থেকে বিমান বাহিনীর কোন লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনাকে আটক অবস্থায় আদালতে হাজির করা হয়েছে বলে আপনি ইউনিফরম পরে আসতে পারেননি?
উ-একথা সত্য নয়।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
এখানেই আগরতলা মামলার তের নম্বর সাক্ষী পিএএফ-এর ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ হোসেনের জেরা সমাপ্ত হয়। অতঃপর মামলার চৌদ্দ নম্বর সাক্ষী নৌবাহিনীর সাবেক লেঃ কম্যান্ডার শাহীদুল হকের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ পরিচালনা করেন।
বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার চৌদ্দ নম্বর সাক্ষী বলেন যে, তার নাম শাহীদুল হক। কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানায় তার বাড়ী।তার বর্তমান বয়স ৩৬ বছর।
আদালতে শপথ গ্রহণ করে নৌবাহিনীর সাবেক লেঃ কম্যান্ডার শাহীদুল হক বলেনঃ ১৯৫৬ সালে ভলান্টিয়ার রিজার্ভ অফিসার হিসেবে আমি পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে যোগদান করি। ১৯৬০ সালের জুন মাস পর্যন্ত আমি নৌ-বাহিনীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলাম। ১৯৫৬ সালে পি এন এস হিমালয়াতে আমি দুমাস ট্রেনিং গ্রহণ করি। এরপর আমাকে পিএনএস ঢাকাতে মোতায়েন করা হয়। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আমি পিএনএস ঢাকাতে চাকুরী করেছি। সেসময়ে আমি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম। তারপর আমাকে মেইল অফিসার পদে করাচীতে বদলী করা হয়। ১৯৫৮ সালে আমি পিএনএস তুগরীলে বদলী হই। অবশ্য এর আগে আমাকে পিএনএস ঝেহলামে মোতায়েন করা হয়েছিল। এরপর আমি পিএনএস জুলফিকার-এ ছিলাম।
বি এইচ খানঃ ১৯৬০ সালে আপনি কোথায় ছিলেন?
শাহীদুল হকঃ ১৯৬০ সালে পহেলা জুন আমি বেসামরিক জীবনে ফিরে আসি। এই বছর আগস্ট মাসে আমি ইপি ওয়াপদার সিদ্দিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে সিকিউরিটি কাম এডমিনিসট্রেটিভ অফিসার পদে নিযুক্ত হই। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আমি এই পদে বহাল ছিলাম। অতঃপর আমাকে ইপি ওয়াপদার স্টোর এন্ড মুভমেন্ট ডিরেক্টরেটে এডমিনিসট্রেটিভ পদে নিয়োগ করে ঢাকায় মোতায়েন করা হয়। ১৯৬৫ সালে আমাকে একই বিভাগে ডেপুটি ডিরেক্টর পদে উন্নীত করা হয়।
টি এইচ খানঃ তারপর কি হল মহামান্য আদালতকে বলুন।
শাহীদুল হকঃ ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর করাচীতে পিএনএস মোক্তারে আমাকে রিফ্রেসার ট্রেনিং কোর্সে ডাকা হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমি করাচী পৌঁছি। পরদিন সকালে আমি পিএনএস মোক্তারে রিপোর্ট করি। ইতিমধ্যে ভারতের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়।

টি এইচ খানঃ যুদ্ধ শুরু হলে পরে আপনাকে কোথায় মোতায়েন করা হয়?
শাহীদুল হকঃ যুদ্ধের সময় আমি পিএনএস মোক্তারে ছিলাম এবং আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলী করা হয়। সম্প্রতি ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে খুলনায় একটি লঞ্চে আমি কম্যান্ডিং অফিসার ছিলাম। অক্টোবরের শেষভাগে অথবা নবেম্বরে আমাকে চট্টগ্রাম নেভাল বেইসে বদলী করা হয়।
টি এইচ খানঃ নেভাল বেইসে আপনাকে কি কাজ করতে হত?
শাহীদুল হকঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় আমি অফিসার 'অব দি ডে' পদে নিযুক্ত ছিলাম। সেসময়ে এবল সিম্যান খুরশীদও সেখানে মোতায়েন ছিলেন। এখানে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এ এস খুরশীদ, এল এস সুলতানউদ্দিনের সাথে আমার পরিচয় হয়। তারা আমার সাথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণ করা সম্পর্কে আলোচনা করতেন।
টি এইচ খানঃ তাঁরা অন্য কিছু আলোচনা করতেন কি?
শাহীদুল হকঃ ১৯৬৫ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আমি নেভাল অফিসার্স মেসে ছিলাম। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমার পরিবার চট্টগ্রাম গিয়ে আমার সাথে বসবাস করতে থাকেন। আমি গিয়ে ইপি ওয়াপদার রেস্ট হাউসে উঠি। রেস্ট হাউসটি চট্টগ্রামের জামাল খান রোডে অবস্থিত। এল এস খুরশীদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার বাসায় আসেন এবং বৈষম্যের ব্যাপারে আলোচনা করতে শুরু করেন। তাঁরা আর কিছু আলোচনা করেছিলেন কিনা আমার মনে নেই। তবে তাদের মধ্যে অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়েছে।
টি এইচ খানঃ তারপর কি হল মহামান্য আদালতে বলুন?
শাহীদুল হকঃ অতঃপর আমার পরিবার ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়ে আমি পুনরায় নেভাল বেইসের অফিসার্স মেসে বসবাস করতে থাকি। স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমানও সেই মেসে ছিলেন, স্টুয়ার্ড হিসেবে তিনি আমার নিকট প্রায়ই আসতেন এবং বৈষম্যের বিষয় আলোচনা করতেন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কোন একসময় আমি চা-পানের জন্যে হোটেল মিসকাতে যাই। তখন স্টুয়ার্ড মজিবুর আর এ এস খুরশীদ এসে তাঁদের দলের একজন নেতার সাথে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করেন। তখন তাদের সাথে আমি মিশকা হোটেলের একটি কামরায় যাই। সেখানে আমীর হোসেন মিয়া নামে এক ব্যক্তির সাথে তাঁরা আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন।
টি এইচ খানঃ সেখানে আপনারা কিছু আলোচনা করেছিলেন কি?
শাহীদুল হকঃ সেখানে তাঁরা একটি একটি দল গঠন করেছেন বলে আলোচনা করেন। এছাড়া দলের নেতা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেও তাঁরা

প্রকাশ করেন। তবে বৈঠকে স্টুয়ার্ড মুজিব, না আমীর হোসেন আলোচনা করেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তাঁরা আরও বলেছিলেন, শেখ মজিবর রহমানের মত নেতার সমর্থন তাদের পেছনে আছে। এছাড়া কতিপয় ব্যবসায়ীও তাদেরকে সাহায্য করছেন। তাঁরা এটাও আলোচনা করেছিলেন যে, এই প্রস্তাবিত বিপ্লবে ভারত অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে। ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান নামক এক ব্যক্তি তাদের সঙ্গে কাজ করছেন বলেও তারা জানান। এরপর তারা আমাকে দলে যোগদানের জন্যে অনুরোধ জানান। আমিও তা প্রত্যাখ্যান করি।

এই পর্যায়ে সাক্ষী সাবেক লেঃ কম্যান্ডার অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় স্টুয়ার্ড মজিব, এল এস সুলতানউদ্দীন ও এ এস খুরশীদকে সনাক্ত করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গতকল্য (বুধবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে ১৪ নম্বর বাদীসাক্ষী নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন লেঃ কঃ শাহিদুল হকের অসমাপ্ত জেরা ১৫ নম্বর বাদীসাক্ষী কন্ট্রাক্টর আবু শামস লুৎফুল হুদার জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়। লুৎফুল হুদার জেরা চলাকালেই গতকল্যকার মত অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়।

গতকল্য (বুধবার) অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিন, আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, মীর্জা গোলাম হাফিজ ও এডভোকেট আবদুল্লাহ পরপর ১৪ নম্বর বাদীসাক্ষী লেঃ কঃ শাহিদুল হককে জেরা করেন। জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি এই সংস্থায় যোগদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত বা দীক্ষিত করেন নাই।

তিনি বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, খুরশীদ বা আমীর হোসেন মিয়ার কথাবার্তাকে তিনি গুরুত্ব দেন নাই। তিনি বলেন যে, হোটেল মিশকায় ষ্টুয়ার্ড মুজিব, আমীর হোসেন মিয়া ও খুরশীদ ১৯৬৬ সালের বর্ষাকালের জুলাই/আগষ্ট মাসে বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, চাকুরীরত অবস্থায় এইরূপ সাক্ষী না দিলে চাকুরীর ক্ষতি হইতে পারে একথা সত্য নয়।

জেরার শেষ পর্বে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সাক্ষী শাহিদুল হককে জিজ্ঞাসা করেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন যখন তাহার সহিত দেখা করিয়া

তাহাদের দলে যোগদান করার অনুরোধ জানান, তখনও কি তিনি ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নাই? উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তখনও ইহা তাহার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় নাই।

লেঃ কঃ শাহিদুল হকের জেরা শেষ হইলে অন্যতম সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান ১৫ নম্বর বাদী-সাক্ষী আবু শামস লুৎফুল হুদার জবানবন্দী গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদারী করেন।

প্রঃ আপনি পি আই এ'র জনাব রমিজউদ্দিনকে চেনেন?

উঃ হ্যাঁ, চিনি।

প্রঃ কোথায় আপনি তাহাকে প্রথম দেখেন?

উঃ ১৯৬৬ সালে হোটেল খাইয়ামে চা পানের সময় একদিন তাহার সহিত আমার পরিচয় হয়।

প্রঃ সেসময় আপনি কি করিতেন?

উঃ ব্যবসা করিতাম।

প্রঃ রমিজের সহিত পরে আপনার বন্ধুত্ব হয়?

উঃ হ্যাঁ। রমিজের সহিত আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এবং আমি ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায়ই তাহার বাসায় যাইতাম।

প্রঃ তাহার বাসা কোথায় ছিল?

উঃ পাঁচলাইশ।

প্রঃ পাঁচলাইশের সেই বাড়ীতে কাহাকেও যাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন?

উঃ হ্যাঁ। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, খান শামসুর রহমান, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও পি আই এ'র আনোয়ার সেই বাসায় মাঝে মাঝে যাইতেন।

প্রঃ সেখানে আপনি আর কিছু দেখিয়াছেন?

উঃ হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম, ষ্টুয়ার্ড মুজিব ও এ, বি, খুরশীদকে রমিজের সহিত কথাবার্তা বলিতে দেখিয়াছি।

প্রঃ সেখানে কি আলোচনা হয়?

উঃ আমাকে সেই আলোচনায় যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই; কেননা আমি খুব ছোট ছিলাম। সেইজন্য তাঁহারা কি আলোচনা করিতেছিলেন, তাহা আমি জানি না।

এই পর্যায়ে সাক্ষী ষ্টুয়ার্ড মুজিব ও লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে ডকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন; কিন্তু খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও এ,বি, খুরশীদকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

প্রঃ চট্টগ্রাম হইতে আপনি কোন দিন ঢাকা আসিয়াছেন?

উঃ ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে আমি একবার ঢাকা আসি।

প্রঃ ঢাকায় আপনি কোথায় অবস্থান করেন?

উঃ রমিজের মোহাম্মদপুরের বাড়ীতে।

প্রঃ সেখানে কতদিন ছিলেন?

উঃ ৫/৬ দিন।

প্রঃ সেখানে কিছু দেখিয়াছেন?

উঃ একদিন ক্যাপ্টেন মোতালিব, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম, কে, এম, এস, রহমান, ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন আলীম ও রমিজকে সেখানে সমবেত হইতে দেখি। তবে আমাকে তাহাদের বৈঠকে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই।

প্রঃ আপনি কি করিয়াছেন?

উঃ রমিজ আমাকে চা-এর ব্যবস্থা করিতে বলেন এবং আমি নিকটবর্তী বাজার হইতে প্যাষ্ট্রি ও কেক কিনিয়া আনি, তবে সে দোকানটি এখন ভুলিয়া গিয়াছি।

এই পর্যায়ে সাক্ষীকে ক্যাপ্টেন মোতালিবকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে তিনি বলেন যে, আমি এখন তাহাকে চিনিতে পারতেছি না।

প্রঃ রমিজ আপনাকে ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কথা বলেন?

উঃ হ্যাঁ, ১৯৬৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে রমিজ আমাকে ঢাকায় ব্যবসায় শুরু করিতে বলেন।

প্রঃ আর কিছু বলেন নাই?

উঃ তিনি আরও বলেন যে, তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

প্রঃ ইহার পর আপনি কি করেন?

উঃ অতঃপর ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে আমি ঢাকা চলিয়া যাই। রমিজের মোহাম্মদপুরের বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রঃ সেখানে কিছু দেখিতে পান?

উঃ আমার ঢাকা আসার ২/১ দিন পরে ক্যাপ্টেন মোতালিব, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম, ষ্টুয়ার্ড মুজিব সেখানে উপস্থিত হন। এছাড়া অন্য কেহ আসিয়াছিলেন কিনা, আমার মনে নাই।

প্রঃ এই বৈঠকে কি আলোচিত হয়?

উঃ রমিজ আমাকে জানান যে, এই বৈঠকে দলের জন্য তহবিল সংগ্রহের বিষয় আলোচিত হয়।

প্রঃ আর কি বলেন?

উঃ রমিজ আরও বলেন যে, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, রমিজের নিকট উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ মওজুদ থাকিবে এবং তিনি উহা দিয়া কাজকর্ম চালাইবেন।

প্রঃ ইহার পরে কি হয়?
উঃ পরদিন রমিজ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের নিকট প্রেরণ করেন।
তিনি (মোয়াজ্জেম) তখন ঢাকায়ই ছিলেন।
প্রঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিব কি করেন?
উঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিব ২৫ হাজার টাকা লইয়া আসে।
প্রঃ তারপর?
উঃ পরদিন রমিজ ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে আমাকে (সাক্ষী) ৫ হাজার টাকা দিতে নির্দেশ দেয়, মুজিব আমাকে টাকা দেয় এবং আমি তাহা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জিন্নাহ এভেন্যু শাখায় জমা রাখি।
প্রঃ আর কি সিদ্ধান্ত হয়?
উঃ দলের সার্বক্ষণিক কর্মীদের জন্য একটি বাড়ীভাড়া করারও সিদ্ধান্ত করা হয়।
প্রঃ বাড়ীভাড়া করা হয়?
উঃ হ্যাঁ। তদনুযায়ী আমার নামে ১৩ নম্বর গ্রীণ স্কোয়ার ভাড়া নেওয়া হয়। আমি নিজেই গিয়া এই বাড়ী ভাড়া করি।
প্রঃ ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে কে কে থাকিতেন?
উঃ জলিলুদ্দিন, সামাদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, জালালউদ্দিন আহমেদ ও আমি সেখানে থাকিতাম।
প্রঃ এই বাড়ীতে কেহ আসিত বলিয়া আপনি দেখিয়াছেন?
উঃ রিসালদার শামসুল হক, এল, এস সুলতানউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মোতালিব ও লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম সেখানে আসিতেন।
এই পর্যায়ে সাক্ষী দলিলউদ্দিন ও এ, এম সামাদকে ডকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন; কিন্তু রিসালদার শামসুল হককে সনাক্ত করিতে বলা হইলে তিনি বলেন যে, তাঁহাকে মাত্র একবারই দেখিয়াছি; এখন মনে করিতে পারিতেছি না।
প্রঃ ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে কোন সভা হয়?
উঃ ১৯৬৭ সালের জুন মাসে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম, দলিলউদ্দিন, সামাদ, শামসুল হক, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, পিআই এ-র আনোয়ার হোসেন ও রমিজ এখানে এক বৈঠকে মিলিত হন। সুলতানউদ্দিনও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
প্রঃ আপনি সভায় উপস্থিত ছিলেন?
উঃ না। আমাকে সভায় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় নাই। রমিজ আমাকে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলেন এবং কোন আগন্তুক আসে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখিতে বলেন।
প্রঃ আপনি তখন গাড়ী চালাইতে জানিতেন?
উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ গাড়ীতে আপনি কোথাও গিয়াছিলেন?
উঃ ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার সিদ্দিকুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে লইয়া ফরিদপুরে গমন করি।
প্রঃ কি নিয়া যান?
উঃ ফরিদপুরের ডি, সির কাছে লিখিত একখানা চিঠি লইয়া।
প্রঃ চিঠিতে কি লেখা ছিল আপনি জানেন?
উঃ হ্যাঁ। চিঠিখানি খুব সম্ভব একখানা খোলা খামে ছিল। খামের উপরে কোন ঠিকানা ছিল না। আমি চিঠিখানি পড়িয়াছিলাম।
প্রঃ চিঠির বিষয়বস্তু কি ছিল?
উঃ চিঠিতে লেখা ছিল যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব নৌ-বাহিনী ছাড়িয়া পালাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে যেন গ্রেফতার করা না হয়–সেই অনুরোধ জানান হইয়াছিল।
প্রঃ ফরিদপুরে গিয়া কি হয়?
উঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমার উপস্থিতিতে চিঠিখানি ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার জনাব সিদ্দিকুর রহমান সি, এস, পি'র নিকট অর্পণ করেন।
প্রঃ সেই চিঠিখানির কি হইয়াছে?
উঃ তাহা আমি জানি না।
এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে একখানি ফটোষ্ট্যাট কপি ও উহার নেগেটিভ দেওয়া হইলে সাক্ষী বলেন যে, ইহা সেই চিঠিখানিরই ফটোষ্ট্যাট কপি ও উহার নেগেটিভ।
প্রঃ ইহা কোথায় ছিল?
উঃ ফরিদপুর যাওয়ার পূর্বে ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমার উপস্থিতিতে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার 'আর্ট অন ফটোগ্রাফ' হইতে সেই চিঠিখানির ফটোষ্ট্যাট কপি করান।
প্রঃ সেই ফটোষ্ট্যাট কি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নিকট ছিল?
উঃ তাহা আমি জানি না।
প্রঃ তারপর?
উঃ পুলিশ এই ব্যাপারে আমার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আমি এই সম্পর্কে বলি এবং পুলিশ আমাকে উহার ফটোষ্ট্যাট কপি সংগ্রহ করিতে বলেন। তদনুযায়ী আমি সেই দোকানে যাই এবং ৫টাকা দিয়া ফটোষ্ট্যাট কপি সংগ্রহ করি ও উহা পুলিশের নিকট জমা দেই। পরে সিজার লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
প্রঃ আপনি যে নেগেটিভটি পুলিশের নিকট জমা দিয়েছিলেন এইটি কি সেইটিই?
উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারের ভাড়া কে দিত?
উঃ রমিজের নির্দেশে ষ্টুয়ার্ড মুজিব কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত ৫ হাজার টাকা হইতে আমি বাড়ীর ভাড়া পরিশোধ করিতে থাকি।
এই পর্যায়ে সাক্ষী হাতে একখানি চেক ও উহার কাউন্টার ফয়েল দিলে তিনি বলেন যে, তিনি ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে কিছু টাকা দেন। ইহা তাহারই চেক ও কাউন্টার ফয়েল। নিচের স্বাক্ষরও তাহারই।
প্রঃ ফরিদপুরে আপনারা কেমন করিয়া গিয়াছিলেন?
উঃ ইবিএ ৯৫৯১ নম্বর হিলম্যান গাড়ীতে।
প্রঃ গাড়ীখানি কাহার?
উঃ আমি জানিতাম যে, গাড়ীখানি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম কিনিয়াছেন।
প্রঃ ফরিদপুরে যাইতে কে গাড়ী চালায়?
উঃ আমি।
প্রঃ গাড়ীটি আপনারা কোথায় পাইলেন?
উঃ গাড়িটি ষ্টুয়ার্ট মুজিবের হেফাজতে দিলে এবং রমিজ আমাকে ষ্টুয়ার্ট মুজিবকে লইয়া ফরিদপুর যাইতে বলেন।
প্রঃ গাড়ীটি কোথায় রাখা হইত?
উঃ ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে।
প্রঃ গাড়ীটি কি কাজে ব্যবহৃত হইত?
উঃ আমি আমার ব্যবসার কাজে মাঝে মাঝে ব্যবহার করিতাম। ষ্টুয়ার্ড মুজিবের হেফাজতে ইহা ছিল। তাহারা তাহাদের কাজে ব্যবহার করিতেন। তাহাদের নিজস্ব ড্রাইভার ছিল।
প্রঃ আপনি ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে কতদিন ছিলেন?
উঃ ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
প্রঃ আপনি এছাড়া কি করেন?
উঃ ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার মনে হয় যে, কিছু সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটিতে যাইতেছে। তাই আমি বিবাহ করিব–এই অজুহাতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলি এবং তাহারা বাড়ী ত্যাগ করেন।
প্রঃ ঢাকা হইতে আপনি আর কোথাও কখনো গিয়াছেন?
উঃ ১৯৬৭ সালের মে মাসে ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমাকে লইয়া চট্টগ্রাম গমন করেন। সেখানে পৌঁছিয়া আমরা উভয়েই আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করি। এই সময় ষ্টুয়ার্ড মুজিব ১০ হাজার টাকা লইয়া আসেন এবং আমাকে জানান যে, মানিক চৌধুরীর নিকট হইতে তিনি এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।
প্রঃ এই টাকা কি জন্য আনা হয়?
উঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমাকে জানান যে, সংগঠনের জন্য এই টাকা আনা হইয়াছে।

প্রঃ তারপরে আপনি কি করেন?
উঃ পরদিন বিমানযোগে আমরা ঢাকা চলিয়া আসি। এই টাকা ষ্টুয়ার্ড মুজিব খুব সম্ভব তাহার একাউন্টে জমা রাখেন। অবশ্য তিনি কি করিয়াছেন, আমি তাহা দেখি নাই। আসলে তিনি আমার উপস্থিতিতে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেন নাই।
প্রঃ ক্যাপ্টেন মোতালিব সম্পর্কে কিছু জানেন?
উঃ রমিজ একদিন বলেন যে, তিনি পেশোয়ার গমনের জন্য ক্যাপ্টেন মোতালিব ও তাহার পরিবারের জন্য ধারে বিমানের টিকিট দেন।
প্রঃ ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে আর কিছু হয়?
উঃ ১৯৬৭ সালের মে মাসে গোলাম আহমেদ নামক একব্যক্তি ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে অবস্থান করিতে শুরু করেন।
প্রঃ এই সময় কেহ এখানে আসিতেন?
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ গ্রীন স্কোয়ারে কিছু শুনিয়াছেন?
উঃ ১৩ নম্বর গ্রীন রোডে অবস্থানকালে আমি পরোক্ষভাবে শুনিতে পাই যে, দলিলউদ্দিনকে কম্যান্ডো ট্রেনিং প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং জালালউদ্দিন আহমেদ ও সামাদকে যথাক্রমে ইপিআর ও বিমান বাহিনীর মধ্য হইতে সদস্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।
প্রঃ ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে অন্য কোন গাড়ী দেখিয়াছেন?
উঃ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম একখানি মস্কোভিচ গাড়ীতে সেখানে আসিতেন।
প্রঃ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম এই গাড়ীখানা কবে কিনিয়াছেন?
উঃ ১৯৬৭ সালের মে মাসে রমিজ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বিপ্লবী সংগঠনের পক্ষ হইতে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। তবে মস্কোভিচ গাড়ীখানি তিনি কেমন করিয়া কিনিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই।

জনাব টি, এইচ, খানের জবানবন্দী শেষ হইলে খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন ও জহিরুদ্দীন সাক্ষীকে জেরা করেন। জনাব জহিরুদ্দীনের জেরা চলাকালেই গতকল্যকার মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। অদ্য (বৃহস্পতিবার) আবার শুনানী শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান
২৪শে অক্টোবর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
শাহীদুল হকের জেরা সমাপ্ত : লুৎফুল হুদার জেরা শুরু
(স্টাফ রিপোর্টার)
গতকাল বুধবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার চৌদ্দ নম্বর সাক্ষী নৌ-বাহিনীর সাবেক লেঃ কম্যান্ডার শাহীদুল হকের জেরা সমাপ্ত হয়

এবং পনর নম্বর সাক্ষী জনাব লুৎফুল হুদার জবানবন্দী গ্রহণ শেষে জেরা অসমাপ্ত থাকে।

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব জহীরুদ্দিন সাক্ষী জনাব লুৎফুল হুদাকে জেরা করতে থাকলে গতকালকের মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

ইতিপূর্বে গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনের শুরুতে জনাব জহীরুদ্দিন লেঃ কম্যান্ডার শাহীদুল হককে তাঁর অসমাপ্ত জেরা শেষ করেন। অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, মীর্জা গোলাম হাফিজ ও জনাব আবদুল্লাহ সাক্ষীকে জেরা করেন।

গতকাল মামলার শুনানীর শুরুতে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিন সাক্ষী শাহীদুল হককে পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরা শুরু করেন।

প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট বলেছেন যে, মিশকা হোটেলে যখন চা পান করছিলেন তখন ঘটনাক্রমে এ বি খুরশীদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়?

উ-আমার মনে নেই। আমি সেখানে একা গিয়েছিলাম।

প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন খুরশীদ ও স্টুয়ার্ড মুজিব আপনার নিকট এসে করাচী হতে আগত তাদের একজন নেতার সাথে দেখা করতে বলেন এবং তারা আপনাকে আরো জানায় যে, তিনি হোটেল মিশকায় অবস্থান করছেন। আপনি এতে রাজী হন এবং হোটেল মিশকায় গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন?

উ-আমার মনে নেই।

প্র-হোটেল মিশকায় ভারত হতে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আনয়নের কথা শুনে কি আপনি এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন?

উ-এসব কথাবার্তাকে আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিশ্বাস করিনি।

সাক্ষী জেরার জবাবে আরও বলেন, হোটেল মিশকায় সাক্ষাতের পূর্বেই আমি সুলতানউদ্দিনকে চিনতাম।

প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট বলেছেন যে, হোটেল মিশকায় গমনের পর সুলতানউদ্দিনের সাথে আপনার দেখা হয়েছে?

উ-এরূপ বলেছি বলে আমার মনে হয় না।

প্র-এই সংস্থায় যোগদানের জন্য আপনি কোন ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করেছেন?

উ-না।

প্র-আপনি কাউকে এই দলের আদর্শে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন?

উ-কখনও না।

সাক্ষী আরও বলেন, ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানের সঙ্গে আমার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি।

প্র-মিশকা হোটেলে আপনি যে আলোচনা শুনেছেন তা নিয়ে আপনার কোন সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করেছেন কি?

উ-না। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি তাই আলোচনাও করিনি।

প্র-খুরশীদ যখন চাকুরী ত্যাগ করে তখন তার চাকুরীর মেয়াদ কত বছর হয়েছিল?

উ-আমি জানি না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, স্টুয়ার্ড মুজিব ও তার অন্যান্য সহকর্মীরা ওয়ার্কিং ডে'তে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করত। বিবাদী কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, হতে পারে যে, তারা একদিন সকাল ৯টায় ডিউটিতে যেতেন এবং পরদিন সকাল ৯টায় ডিউটি হতে অব্যাহতি পেতেন। সাক্ষী আবার বলেন, স্টুয়ার্ডদের বেলায় তারা একদিন সকালে ডিউটিতে যান এবং পরদিন সকাল ১০টায় ফিরে আসেন।

সাক্ষী বলেন, স্টুয়ার্ডরা যদি উপকূলে ডিউটিতে যায় তবে তা খাতায় এনট্রি করা হয়। রেটিংদের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ঐ দিনের যিনি অফিসার তিনি লীডিং সীমেন পর্যন্ত সকলকে ডিউটিতে যাবার আগে পরীক্ষা করেন যে, তারা ঠিকমত পোশাক পরিবর্তন করেছে কিনা। তাদের আইডেনটিটি কার্ডও পরীক্ষা করা হয়।

প্র-ওয়ার ইমার্জেন্সি হতে আপনাদের কখন মুক্তি দেওয়া হয়?

উ-তাসখন্দ ঘোষণার পর।

প্র-ওয়ার ইমারর্জেন্সির অবসান ঘোষণার জন্য কোন সিগন্যাল দেওয়া হয়েছিল কি?

উ-আমার জানা নেই।

সাক্ষী শাহিদুল হক বলেন, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার সময়ও অফিসারদের ডিউটির পর বাইরে যেতে দেওয়া হত। ছুটি মঞ্জুর করিয়েও তারা ছুটিতে যেতে পারতেন।

প্র-আপনাকে স্টুয়ার্ড মুজিব ও খুরশীদ মিশকা হোটেলে তাদের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। তখন আপনি তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কি যে, উনি কিশের নেতা?

উ-না।

প্র-উক্ত নেতার পদমর্যাদা সম্পর্কে দেখা করার আগে কোন প্রশ্ন তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?

উ-না।

প্র-তার নাম কি সে কথা দেখা করার আগে জানতে চেয়েছিলেন কি?
উ-না।
প্র-কোন প্রকার চিন্তাভাবনা না করে আপনি কেন এই নগণ্য ব্যক্তিদের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন?
উ-তিনি কি বলেন তা শুনার জন্য আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি। পরে কি হবে তা চিন্তা করিনি।
প্র-আমির হোসেন মিয়া সম্পর্কে আপনি কি ধারণা লাভ করলেন?
উ-অন্যান্যদের সম্পর্কে আমার যে ধারণা জন্মেছিল তার সম্পর্কেও সে ধারণা জন্মেছে।
প্র-আমির হোসেন মিয়া কি আপনাকে তাদের সংস্থায় যোগ দিতে বলেছিলেন?
উ-না।
প্র-খুরশীদ চাকুরী হতে অব্যাহতি পাওয়ার পর তার সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?
উ-কখনও হয়নি।
প্র-চাকুরী ছাড়ার পর খুরশীদ ব্যবসা শুরু করেছিল এ কথা কি আপনি জানেন?
উ-না।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমার পরিবার চট্টগ্রামে আমার সাথে মিলিত হয়। ঐ মাসের শেষ ভাগেই তারা চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন।
সাক্ষী বলেন, স্টুয়ার্ড মুজিব ও খুরশীদ ওয়াপদা রেস্ট হাউসে কোন সময় আমার সাথে দেখা করেছে তা সঠিক আমার মনে নেই।
প্র-চট্টগ্রামে অফিসারদের মেসে কেউ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন কি?
উ-না।
সাক্ষী পুনরায় বলেন, স্টুয়ার্ড মুজিব ছাড়া অন্য কেউ অফিসারদের মেসে আসতেন না। সে আমার নিকট আসত এবং কথাবার্তা বলত।
সাক্ষী বলেন, এই সমস্ত আলোচনা সত্ত্বেও উপরস্থ কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি জানান প্রয়োজন বলে আমি মনে করিনি।
প্র-মিশকা হোটেলে কোন কাউন্টার ও টেলিফোন আছে কি?
উ-হয়ত থাকতে পারে। এই হোটেল ভবনটি একটা বহুতলাবিশিষ্ট ভবন। মোট কয়তলা তা বলতে পারব না। আমির হোসেনের সাথে কোন রুমে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তা আমার মনে নেই। কোন তলায় উক্ত রুম তাও মনে নেই। তবে ডাইনিং রুমের ওপর উক্ত রুম অবস্থিত।

প্র-একথা কি সত্য যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৬ সালের মে মাসে কখনও ঢাকায় ছিলেন না?
উ-এ কথা সত্য নয়। তিনি ঢাকায় ছিলেন।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের কোন তারিখে স্টুয়ার্ড মুজিব, খুরশীদ ও সুলতানউদ্দিন ঢাকায় আমার সাথে দেখা করেছিল তা বলতে পারব না। তবে ঐদিন ছিল ঈদের দিন।
প্র-মোয়াজ্জেমের সাথে আপনার প্রথম কখন সাক্ষাৎকার ঘটে?
উ-আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৩ সালে আমি যখন পিএনএস জাহাঙ্গীরে রিফ্রেসারস ট্রেনিং নিচ্ছিলাম তখন তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। তিনি তখন পিএনএস আলমগীরে ছিলেন। ১৯৬৬ সালের পর তার সাথে আবার আমার দেখা হয়। তার সাথে প্রথম যখন সাক্ষাৎকার ঘটে তখন আমি একজন লেফটেন্যান্ট ছিলাম এবং তিনিও লেফটেন্যান্ট ছিলেন।
প্র-১৯৬৩ সালের কোন মাসে তার সাথে আপনার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল?
উ-অক্টোবর/নবেম্বর মাসে।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, খুরশীদ, মুজিব ও সুলতান ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে কখনও ঢাকা আগমন করেননি?
উ-এ কথা সত্য নয়।

আতাউর রহমান খান

এরপর জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর কখন আপনাকে চট্টগ্রামে বদলী করা হয়?
উ-অক্টোবরের শেষভাগে অথবা নবেম্বরের প্রথম ভাগে।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, চট্টগ্রামে অফিসারস মেসে স্টুয়ার্ড মুজিব যখন আসত তখন শোষণ ও বৈষম্যের কথা বলত। বৈষম্যের কথা বলার সময় কোন নির্দিষ্ট উদাহরণ দেয়নি।
সাক্ষী বলেন, আমি আমির হোসেন মিয়ার নেতৃত্ব সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়নি। তারা আমাকে বলেছিল যে, নেতৃত্ব মোয়াজ্জেমের ওপর ন্যস্ত রয়েছে।
প্র-শেখ মুজিবর রহমানকে কি আপনি আগে চিনতেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-নেতৃত্ব বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?
উ-নেতৃত্ব বলতে আমি বুঝি পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার জন্য সেনাবাহিনীর একদল সংগ্রামী লোককে সংগঠিত করা।
প্র-আপনি কি নিজেকে দলের নেতৃত্বের জন্য যোগ্য মনে করেছিলেন?
উ-না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, বোধহয় আমি পুলিশকে বলেছি যে, আমির হোসেন মিয়া সবকিছু ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, দাবী-দাওয়া যদি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পূরণ না হয় তবেই এই ব্যবস্থা নেয়া হবে।
প্র-নিয়মতান্ত্রিক উপায় বলতে আপনি কি বুঝেন?
উ-আইনসংগত রাজনৈতিক উপায়।
প্র-কোন সময় বিপ্লবী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এরূপ কোন সময় তারা উল্লেখ করেছিলেন কি?
উ-তারা বলেছিলেন যে, বর্ষাকালে ১৯৬৭ সালের জুলাই অথবা আগস্ট মাসে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাক্ষী বলেন, শেষবার যখন স্টুয়ার্ড মুজিব আমার অফিসে আসে আমি তাকে বের করে দেই। কারণ সে ভারত হতে চোরাচালানের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আনার জন্য আমার নিকট লঞ্চের জন্য চাপ দিচ্ছিল।
প্র-আপনি কি তার এইসব কথাবার্তাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন?
উ-না।
প্র-এই মামলার ব্যাপারে আপনাকে কি গ্রেফতার করা হয়েছিল কি?
উ-না।
প্র-১৫-৪-৬৮ তারিখের পূর্বে আপনাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উ-না।
প্র-পুলিশ আপনাকে কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করে?
উ-আমার অফিসে। পুলিশ আমার অফিসে এসেছিল।
প্র-আপনার নিকট পুলিশ আসতে পারে এরূপ আশা করেছিলেন?
উ-না।
প্র-পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে আপনি কি এই মামলা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন?
উ-হ্যাঁ, সংবাদপত্রে আমি কতিপয় ব্যক্তির গ্রেফতারের খবর দেখতে পাই।
প্র-পুলিশের নিকট জবানবন্দী দেওয়ার সময় আপনি কোন নোট দেখে তা বলেছিলেন কি?
উ-না। আমি পুলিশকে বলেছি, তারা নোট করে নিয়েছে। আমার জবানবন্দী নিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

খান বাহাদুর ইসমাইল

এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-আপনি এই বিষয়টি কেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করেননি তা কি পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিল?
উ-না।

মীর্জা গোলাম হাফিজ

এরপর মীর্জা গোলাম হাফিজ সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-আপনি এখন কোথায় চাকুরী করেন?
উ-আমি বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান এডিসির মুভমেন্ট এ্যান্ড স্টোরেজ-এর ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত আছি।
প্র-আপনার বর্তমান মাসিক বেতন কত?
উ-মূল বেতন মাসে ১৪০০ টাকা, এছাড়া অন্যান্য ভাতা পাই।
প্র-কখন আপনি এডিসিতে যোগ দেন?
উ-১৯৬৮ সালের ১লা মার্চ।
প্র-আপনি যখন ওয়াপদা ত্যাগ করেন তখন আপনার বেতন কত ছিল?
উ-মাসিক ৯৫০ টাকা মূল বেতন ছিল।
প্র-মিশকা হোটেলে আপনাকে কে বলেছিল যে, জনৈক ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানও আমাদের সঙ্গে কাজ করছে?
উ-আমার মনে নেই।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি মিশকা হোটেলে ঐদিন আদৌ যাননি এসব ব্যক্তিদের সঙ্গেও দেখা করেননি?
উ-একথা সত্য নয়।

আবদুল্লাহ

তারপর জনাব এম আবদুল্লাই সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-একথা কি সত্য যে, চাকুরীতে থাকাকালে আপনার ওপর চাপ দেয়া হয়েছে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য এবং সাক্ষ্য না দিলে চাকুরী হতে অপসারণের হুমকি দেয়া হয়?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, এইসব ঘটনা ঘটেনি বলেই আপনি কোন রিপোর্ট করেননি?
উ-একথা সত্য নয়।

জনাব আবদুল্লাহর জেরা সমাপ্ত হবার পর আদালত সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিব যখন লেঃ মোয়াজ্জেমকে সঙ্গে করে আপনার সাথে দেখা করেন তখনও কি আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমকে নগণ্য ব্যক্তি বলে গণ্য করেন। সাক্ষী বলেন যে, তিনি তাকেও নগণ্য বলে বিবেচনা করেন।

লুৎফুল হুদার সাক্ষ্য

শহীদুল হকের জেরা সমাপ্তির পর বাদীপক্ষের অপর সাক্ষী এ এস, লুৎফুল হুদা সাক্ষ্যদান করেন। লুৎফুল হুদা বলেন, আমি একজন ব্যবসায়ী এবং কন্ট্রাক্টর। ১৯৬২ সাল হতে একাজে নিযুক্ত আছি। আমি পিআইএ'র চট্টগ্রাম

অফিসের ডিস্ট্রিক ম্যানেজার এস এম রমিজকে চিনি। চট্টগ্রামে বসবাস করার সময় তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি চট্টগ্রামে ব্যবসা করছিলাম। রমিজের সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তিনি তখন পাঁচলাইশে থাকতেন। আমি রমিজের বাসায় কেএমএস রহমান, স্টুয়ার্ড মুজিব, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, আনোয়ার হোসেনকে মাঝে মাঝে আসতে দেখেছি। রমিজের বাসায় তার সাথে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিব ও এ বি, খুরশীদকে আলোচনা করতেও আমি দেখেছি। তাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি কারণ খুব ছোট ছিলাম। তারা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে তা আমি বলতে পারব না।

এই সময় সাক্ষীকে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে সনাক্ত করতে বলা হয়। তিনি মুজিবকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। তারপর কেএমএস রহমান ও এ বি, খুরশীদকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী বলেন, আমি পারব না। তবে লেঃ মোয়াজ্জেমকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে ঢাকা আগমন করি। আমি ঢাকায় রমিজের সাথে মোহাম্মদপুরস্থ ফ্ল্যাটে উঠি। ৬/৭ দিন ঢাকায় ছিলাম। একদিন ক্যাপ্টেন মোতালেব, মোয়াজ্জেম হোসেন, রমিজ, কেএমএস রহমান, ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন আলিম ও ক্যাপ্টেন হুদাকে সেখানে একত্রিত হতে দেখি। রমিজ তাদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু তাদের সাথে আমাকে বসতে দেওয়া হয়নি। রমিজ আমাকে কিছু খাবার আনতে পাঠান। আমি নিকটস্থ বাজার হতে প্যাস্ট্রি ও কেক নিয়ে আসি। সেখানে কি আলোচনা হয়েছে তা আমাকে কেউ বলেননি।

এই সময় সাক্ষীকে বলা হয়, ক্যাপ্টেন আলমকে সনাক্ত করার জন্য। সাক্ষী বলেন, আমি তাকে সনাক্ত করতে পারব না কারণ তাকে অল্পক্ষণের জন্য মাত্র দেখেছি। সাক্ষীকে তারপর ক্যাপ্টেন মোতালেবকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে বলেন, আমি মোতালেবকেও সনাক্ত করতে পারব না।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের নবেম্বর বা ডিসেম্বর রমিজ আমাকে ঢাকায় স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সঙ্গে ব্যবসা করতে বলেন।

তিনি বলেন, তারা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার চেষ্টা করছেন। ১৯৬৭ সালে আমি ঢাকা চলে আসি। রমিজের মোহাম্মদপুরের ফ্ল্যাটে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ২/১ দিন পর সেখানে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মোতালেব, লেঃ মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড মুজিব তাতে যোগ দেন।

রমিজ আমাকে বলেন যে, ব্যবসার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করার প্রশ্ন সভায় আলোচিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, রমিজের নিকট একটা মোটা অর্থ দেওয়া হবে এবং আমার তত্ত্বাবধানে উক্ত অর্থ দিয়ে স্টুয়ার্ড মুজিবসহ ব্যবসা শুরু করা হবে। পরদিন রমিজ স্টুয়ার্ড মুজিবকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট পাঠান, স্টুয়ার্ড মুজিব মোয়াজ্জেমের নিকট হতে ২৫ হাজার টাকা এনে আমার সামনে রমিজকে প্রদান করেন। পরদিন রমিজ আমাকে ৫ হাজার টাকা প্রদান করেন।

আমি উক্ত টাকা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলে জমা দেই।

সভায় আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আমার ও দলের কর্মীদের থাকার জন্য একটা বাড়ী ভাড়া নেয়া হবে।

এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে বাদীপক্ষের কৌসুলী টি এইচ খান কিছু কাগজপত্র প্রদান করলে সাক্ষী বলেন, আমি যে ৫ হাজার টাকা জমা দিয়েছি এটা তারই কাউন্টার ফয়েল। বাকিটা ব্যাঙ্কারের রশিদ।

তারপর ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে আমার নামে একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়। আমি নিজেই বাড়ী ভাড়া নেই।

এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর হাতে কিছু দলিলপত্র প্রদান করলে সাক্ষী তা দেখে বলেন, এটা হচ্ছে বাড়ী ভাড়া নেওয়ার দলিল, আমার নামে এই দলিল করা হয়। আমি এখানে আমার দস্তখত দেখতে পাচ্ছি। এই দলিলে স্টুয়ার্ড মুজিবরেরও স্বাক্ষর আছে। আমি তার স্বাক্ষর চিনি। তবে তিনি আমার সম্মুখে স্বাক্ষর করেননি। কয়েক মাস পর লেঃ মোয়াজ্জেম স্টুয়ার্ড মুজিবের নামে বাড়ী ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। তখন আমার নাম দলিল হতে কেটে দেওয়া হয়। কে কেটেছে তা আমি জানি না।

সাক্ষী বলেন, এই দলিল পুলিশ আমার উপস্থিতিতে আটক করেননি।

পুলিশ কর্তৃক দ্রব্যাদি আটকের তালিকা দেখান হলে সাক্ষী বলেন, এই তালিকায় আমি আমার স্বাক্ষর দেখতে পাচ্ছি। এতে বাড়ী ভাড়ার দলিলের উল্লেখ আছে।

এই তালিকা পড়ে সাক্ষী বলেন, বাড়ী ভাড়ার দলিল আমার উপস্থিতিতে আটক করা হয়েছে। এই দলিল পুলিশ বাড়ীওয়ালার ভাই এ কে ফজলুল হকের নিকট হতে আটক করেছে।

১৩, গ্রীন স্কোয়ারে দলিলউদ্দিন, সামাদ, স্টুয়ার্ড মুজিব, জে ইউ আহমদ ও আমি নিজে থাকতাম।

রিসালদার শামসুল হক, সুলতানউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মোতালেব, লেঃ মোয়াজ্জেম, পিআইএ'র আনোয়ার হোসেনকে এই বাড়ীতে মাঝে মাঝে আমি আসতে দেখেছি।

সাক্ষীকে দলিলউদ্দিনকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী সঠিকভাবে তাকে সনাক্ত করেন। তিনি সামাদকেও সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। শামসুল হককে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী বলেন, আমি তাকে মাত্র একবার দেখেছি সুতরাং তাকে সনাক্ত করতে পারব না।

লুৎফুল হুদা বলেন, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে গ্রীন স্কোয়ারে একটি বৈঠক হয়। লেঃ মোয়াজ্জেম, দলিলউদ্দিন, সামাদ, শামসুল হক, স্টুয়ার্ড মুজিব, পিআইএ'র আনোয়ার হোসেন ও এম এস রমিজ যোগ দেন। আমাকে এই বৈঠকে থাকতে দেওয়া হয়নি।

সাক্ষী পুনরায় বলেন, জে ইউ আহমদ এবং এল এস সুলতানউদ্দিনও সভায় যোগ দেন। রমিজ আমাকে বাইরের দিকে নজর রাখতে বলেন, কোন বিপদ আসে কিনা তা লক্ষ্য রাখার জন্য।

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে আমি স্টুয়ার্ড মুজিবসহ ফরিদপুর যাই। সেখানে ডিসি সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে যাই। কে এমএস রহমান স্টুয়ার্ড মুজিবের নিকট একখানা পত্র দেন। আমি পত্রখানা খুলে পড়েছি। আমার যতদূর মনে পড়ে একটা খামে পত্র দেওয়া হয়। তাতে কোন ঠিকানা লেখা ছিল না।

এই সময় বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীকে পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী কে বি ইসমাইল আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, পত্রখানা আদালতে প্রমাণ না করার পূর্বে তার বিষয় প্রকাশ করা যায় না। আদালত তখন পত্রখানা হাজির করতে বললে বাদীপক্ষের কৌসুলী বলেন, পত্রের ফটোস্ট্যাট কপি ও তার নেগেটিভ আছে। যতদূর আমি জানি, মূল পত্রখানা পাওয়া যায়নি। আদালত কৌসুলীকে মূল পত্র হাজির করতে বলেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৫শে অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

লুৎফুল হুদার জেরা সমাপ্ত ও জালালউদ্দীনের জবানবন্দী শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষী জনাব লুৎফুল হুদার জেরা সমাপ্ত হয় এবং প্রাক্তন সুবেদার জালালউদ্দিন আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ শুরু হয়ে তা অসমাপ্ত অবস্থায় গতকাল ট্রাইব্যুনালের কার্যকাল মূলতবী ঘোষণা করা হয়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিন, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব আতাউর রহমান খান, মীর্জা গোলাম হাফিজ ও জনাব জুলমত আলী গতকাল সাক্ষী লুৎফুল হুদাকে জেরা করেন।

আজ শুক্রবার পুনরায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলে সুবেদার জে,ইউ, আহমদের অসমাপ্ত সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে। গতকাল মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিন সাক্ষী লুৎফুল হুদাকে তার অসমাপ্ত জেরা শুরু করেন।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তা রেকর্ড করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কি আপনার বাড়ী গিয়েছিলেন?

উ–না। আমি সিগন্যাল মেসে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হই। সেখানে আমার বিবৃতি রেকর্ড করা হয়।

প্র–আপনাকে সেখানে কে নিয়ে যান?

উ–সামরিক বাহিনীর কতিপয় অফিসার আমাকে সেখানে নিয়ে যান।

প্র-এই বিবৃতি রেকর্ডের জন্য কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল কি?

উ–না।

প্র–বিবৃতি রেকর্ড করার পূর্বে এই সমস্ত সামরিক বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

উ–না।

সাক্ষী বলেন, এই অফিসাররা সকাল প্রায় ১১টার সময় আমার বাড়ী এসে আমাকে নিয়ে যান। আমার বাড়ীতে তারা আমাকে একথা বলেননি যে, আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিতে হবে। সিগন্যাল মেসে আসার পর তারা আমাকে জানান যে, আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়ে বিবৃতি দিতে হবে।

প্র–বিবৃতিদানের সময় ঐ কক্ষে আর কে কে ছিলেন?

উ–আমি শুধু ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখতে পেয়েছি।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে চিনলেন কি করে?

উ–সামরিক বাহিনীর অফিসাররা আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন।

প্র–আপনার বিবৃতি রেকর্ড করার সময় উক্ত কক্ষে কেউ ছিলেন?

উ–না।

প্র–বিবৃতিদানের পূর্বে আপনি শপথ নিয়েছিলেন কি?

উ–আমার মনে নেই।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি ঘটনা বলে যাই ম্যাজিস্ট্রেট তা রেকর্ড করেন। আমি ঘটনা বিবৃতি করার সময় তিনি আমাকে কোন প্রশ্ন করেননি।

প্র–আপনি ইংরেজী না বাংলায় বিবৃতি দিয়েছিলেন?

উ– ইংরেজীতে।

প্র–এস এন টি বলতে কি বুঝায়?

উ–আমি জানি না।

প্র–এ এম সি বলতে আপনি কি বুঝেন?
উ–আর্মী মেডিক্যাল কোর।
প্র–'কমান্ডো' কি?
উ–আমি বলতে পারব না।
প্র–১৩, গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীটি কত বড়?
উ–উক্ত বাড়ীতে পাঁচটি কক্ষ আছে।
প্র–চট্টগ্রামে আপনি কোথায় থাকতেন?
উ–১০৯, মমিন রোডে।
প্র–স্টুয়ার্ড মুজিবও কি সেখানে থাকতেন?
উ– না।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, উহা কখনও স্টুয়ার্ড মুজিবের ঠিকানা ছিল কিনা আমার জানা নেই।
এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর ১৩, গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ী ভাড়ার দলিল প্রদান করে তার প্রতি সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সাক্ষী বলেন, এই দলিলে স্টুয়ার্ড মুজিবের ঠিকানা বলে চট্টগ্রামের ১০৯, মমিন রোডের উল্লেখ রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে আমার ঠিকানা। আমার নাম কেটে যখন মুজিবের নাম দলিলে বসান হয় তখন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়নি।
প্র–গ্রীন স্কোয়ারের পুরা বাড়ীটা কি আপনার দখলে ছিল?
উ–তিনটি কামরা আমার দখলে ছিল।
প্র–আপনি কি পুলিশের নিকট বলেছেন যে, ১৩, গ্রীন স্কোয়ারের দুটি কামরা আপনি পার্টির নিকট হতে ভাড়া নিয়েছেন?
উ– আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা আছে)।
প্র–বাড়ী ভাড়ার রসিদ কার নামে দেয়া হত?
উ–আমি বাড়ীভাড়া দিতাম। কোন রসিদ দেয়া হত না। বাড়ীর মাসিক ভাড়া ছিল ২৯০ টাকা।
প্র–আপনি কি নগদ টাকায় ভাড়া শোধ করতেন না চেক দিতেন?
উ–কখনো নগদ, কখনো চেক দিতাম।
প্র–চেক মারফত ভাড়া শোধের কোন কাউন্টার ফয়েল আপনি দেখাতে পারবেন?
উ–পুলিশ আমার কতিপয় চেকবই আটক করেছে। আমার কাছে বর্তমানে যেসব চেক-বই আছে তাতে ভাড়া শোধের চেকের কোন কাউন্টার ফয়েল নেই।
প্র–আপনি ত রমিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার মোহাম্মদপুরের বাড়ী ত খালি থাকত। আপনি সেখানে থাকলেন না কেন?
উ–উক্ত ফ্ল্যাটে কখনও রমিজের ভাই থাকতেন, কখনও তার স্ত্রী থাকতেন।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি কোন সময়ই ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে ছিলেন না?
উ–একথা সত্য নয়।
সাক্ষী বলেন, একথাও সত্য নয় যে, আমি কখনও উক্ত বাড়ীর কোন ভাড়া দেইনি।
প্র–একথা কি সত্য যে, দলিলে আপনার নামের স্থলে মুজিবের নাম পুলিশের ইঙ্গিতে বসান হয়েছে?
উ–সত্য নয়।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের নিকট একথা বলেছিলেন যে, গ্রীন স্কোয়ারের ভাড়ার দলিল প্রথমে আপনার নামে পরে স্টুয়ার্ড মুজিবের নামে করা হয়?
উ–হয়ত বলেছি (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে যে আসবাবপত্র ছিল তা আমি ক্রয় করেছি। পুলিশ তা আটক করেনি বা আমিও তাদের এগুলোর কথা বলিনি।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জেম কোন মাসে হিলম্যান গাড়ী কিনেছেন?
উ– কোন মাসে কোথা হতে এবং কত টাকা দামে কিনেছেন তা আমি জানি না। এই গাড়ী প্রথমে কোথায় রেজিস্ট্রি করা হয়েছে তাও বলতে পারব না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জেম যে, এই গাড়ী কিনেছেন একথা আপনি জানলেন কি করে?
উ–স্টুয়ার্ড মুজিব আমাকে একথা বলেছেন।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছেন যে, আপনার উপস্থিতিতে লেঃ মোয়াজ্জেম রমিজকে বলেছেন যে, তিনি হিলম্যান ও মস্কোভিচ গাড়ী কিনেছেন?
উ–হ্যাঁ, বলেছি।
প্র–তাহলে আদালতে কেন বলেছেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিব আপনাকে মোয়াজ্জেমের এই গাড়ী কেনার কথা বলেছেন?
উ–আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যা বলেছি তাও সত্য এবং এখানে যা বলেছি তাও সত্য।
প্র–আপনি বর্তমানে কোথায় থাকেন?
উ–মালীবাগে।
প্র–সেখানে কবে বাসা নিয়েছেন?
উ–১৯৬৮ সালের জুন মাসে আমি ১৩, গ্রীন স্কোয়ার হতে বাসা বদল করি।
প্র-পুলিশ আপনাকে কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উ–১৩, গ্রীন স্কোয়ারে থাকার সময়।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি জনাব আহসান উল্লার নিকট গমন করি এবং তাকে আমার এই বাসা বদলের খবর জানাই। পুলিশ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

প্র–জনাব আহসান উল্লার পদ কি?

উ–তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি এস পি।

প্র-তিনি যে ডি এস পি একথা কি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি বলেছেন?

উ–না। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি একজন পুলিশ অফিসার। পরে তার সাথে যখন আমার আরো ২/৩ বার দেখা হয় তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করে তার পদমর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারি।

প্র–পুলিশের নিকট চূড়ান্ত বিবৃতিদানের পর কতবার তার সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?

উ–আমার মনে নেই।

প্র–এইসব সাক্ষাৎকারে আপনাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল?

উ–সুনির্দিষ্ট তেমন কিছু নয়। তিনি আমার কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করেন।

প্র–আপনি কি জানেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট রমিজের বিবৃতিও রেকর্ড করেছেন?

উ–আমি জানি না।

প্র–একথা কি সত্য যে, রমিজ ও অন্যরা যে বিবৃতি দিয়েছে পুলিশ আপনাকে মাঝে মাঝে তা অবহিত করিয়েছে যেন এসব বিবৃতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে আপনি বিবৃতি দিতে পারেন?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–আপনি গতকাল আদালতে কিভাবে এসেছেন?

উ–সেনাবাহিনীর গাড়ীতে এবং ঐ গাড়ী করেই আমি ফিরে গেছি।

প্র–উক্ত গাড়ীতে আর কে কে ছিলেন?

উ–শুধুমাত্র ড্রাইভার।

সাক্ষী বলেন, আগে এই ড্রাইভার একজন অফিসারকে নিয়ে আমার বাড়ী এসেছেন। ২/৩ দিন আগে আমার বাড়ীতে যে পুলিশ অফিসার এসেছিলেন তাকে আমি চিনি না।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি এখনও তাদের হেফাজতে আছেন?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের যে সভার কথা আপনি বলেছেন তা কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উ–তারিখ মনে নেই।

প্র–কোন সময় অনুষ্ঠিত হয়?

উ–বেলা ২টা বা ৩টায়।

প্র–সভা কতক্ষণ চলে?

উ–প্রায় আধঘণ্টা।

প্র–১৯৬৭ সালের মার্চের বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উ-মোহাম্মদপুরে।

প্র–দিন, তারিখ বলতে পারেন?

উ–আমার মনে নেই।

প্র–কোন সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উ–সঠিক সময় মনে নেই। প্রায় ৬টায় সন্ধ্যার পর এই সভা হয়েছিল।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের জুন মাসের বৈঠকের দিন, তারিখ বা সময় আমার মনে নেই। ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে এই সভা হয়। মাসের কোন অংশে বৈঠক হয়েছিল তাও বলতে পারব না।

৬৭ সালের মার্চের বৈঠকের কতদিন আগে আমি ফরিদপুর গিয়েছিলাম তাও বলতে পারব না।

সাক্ষী আরও বলেন, একথা সত্য নয় যে, তদন্তকারী অফিসারদের ইঙ্গিতে আমি এই মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছি।

প্র–ফরিদপুর যেতে কয়টি ফেরী পার হয়েছিলেন?

উ–একটি।

খান বাহাদুর ইসমাইল

এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেট কি আপনার নিকট হতে সকল ঘটনা যাচাই করে জেনে নিয়েছিলেন?

উ–না।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হিসাবে হাজিরা করা হয়েছিল?

উ–এ কথা সত্য নয়।

আতাউর রহমান খান

এরপর জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–রমিজের সাথে আপনার কখন প্রথম দেখা হয়?

উ–১৯৬৫ সালে খৈয়াম রেস্টুরেন্টে প্রথম দেখা হয়।

প্র–তিনি কি নিয়মিত সেখানে আসতেন এবং আপনি কি নিয়মিত যেতেন?

উ–তিনি আসতেন কিনা জানি না, তবে আমি যেতাম।

প্র–তার সাথে আপনার কিভাবে প্রথম আলাপ হল?

উ–আমরা পাশাপাশি আসনে বসা ছিলাম। তিনি আমার নিকট সিগারেট চান। তিনি নিজেকে পিআইএ'র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার হিসেবে পরিচয় দেন।

প্র–প্রথম পরিচয়ের কতদিন পর আপনি তার কাছ থেকে কন্ট্রাক্ট পান?
উ–তিন মাস পর ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম কন্ট্রাক্ট পাই।
প্র–তার বাসায় আপনি কখন থেকে যেতে শুরু করেন?
উ–১৯৬৬ সালের শেষভাগে। আমাদের প্রথম পরিচয়ের এক বছর পর তিনি আমার বাসায় আসেন।
প্র–তার নিকট হতে আপনি কয়টি কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন?
উ–৫/৬টি।
প্র–এতে মোট কত টাকার কাজ হয়েছিল?
উ–ছয়, সাত হাজার টাকা।
প্র–আপনি 'সাত রং সমিতি' সম্পর্কে কিছু জানেন?
উ–হ্যাঁ। আবদুর রহমান তালুকদার এই সমিতির সম্পাদক। আমি যে ঠিকানায় থাকতাম সেখানে এই সমিতির অফিস অবস্থিত।
প্র–আপনি কি কখনও চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন?
উ–না।
প্র–আপনি শিল্পী 'তারান্নুম'কে চেনেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–তিনিও কি ঐ একই ভবনে থাকতেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–একথা কি সত্য যে, রমিজ এবং কতিপয় কাস্টমস অফিসার সেখানে আসতেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–চট্টগ্রামে আপনার অফিস কোথায় ছিল?
উ–১২০, কোরবানীগঞ্জে।
প্র–আপনি কি কোরবানীগঞ্জে থাকতেন?
উ–কখনও থাকতাম না।
প্র–আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কি নাম ছিল?
উ–এসোসিয়েটেড এজেন্সি।
প্র–ইলিয়াস চৌধুরী কি এই ফার্মের পার্টনার ছিলেন?
উ–না। তিনি এই ফার্মের একজন প্রোপ্রাইটার ছিলেন।
তারপর সাক্ষী আবার বলেন, ইলিয়াস চৌধুরী কো-প্রোপ্রাইটার ছিলেন। কিন্তু আমিই ব্যবসা চালাতাম।
প্র–কে এর মূলধন যুগিয়েছেন?
উ–তিনি কোন অর্থ নিয়োগ করেননি। আমিই এর মূলধন যুগিয়েছি। আমি এই ফার্মে ২০ হাজার টাকা নিয়োগ করেছি।

প্র–কোন সালে এই ফার্ম স্থাপন করা হয়?
উ–১৯৬৩ সালে।
প্র–আপনি কি এক্ষেত্রে সব টাকা নিয়োগ করেছিলেন?
উ–না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু করে অর্থ নিয়োগ করেছি। ব্যাংক হতে আমি মাঝে মাঝে টাকা উঠাতাম।
সাক্ষী বলেন, ন্যাশনাল এ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে আমার একাউন্ট ছিল।
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, আমি জহির ফিশিং ট্রেডিং এজেন্সির অর্ডারে এসোসিয়েটেড এজেন্সির মাধ্যমে ৩ বেল নাইলন টোরাইল আমদানীর জন্য ইনভেন্ট করি।
প্র–একথা কি সত্য যে, কাস্টমস জহির ট্রেডিং এজেন্সির নিকট হতে শুল্কবাবদ ৩৬ হাজার ৮শ' ৮১ টাকা ৬৫ পয়সা অতিরিক্ত আদায় করে। পরে উক্ত অর্থ ফেরত আনার জন্য আপনি জহির ট্রেডিং এজেন্সির প্রোপ্রাইটার ফজল করিম নামে স্বাক্ষর দিয়ে কাস্টমসের নিকট হতে উক্ত টাকার চেক গ্রহণ করেছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি ফজল করিম নামে স্বাক্ষর করে অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাঙ্কে একটি পত্র পাঠিয়েছেন এবং উক্ত পত্রে এসোসিয়েটেড এজেন্সির নামে যে সমস্ত চেক দেয়া হবে তা গ্রহণ করতে বলেছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
এরপর সাক্ষীর হাতে কৌসুলী একটা পত্র দিলে সাক্ষী তা দেখে বলেন, এটা আমার বা ইলিয়াস চৌধুরী স্বাক্ষর নয়।
সাক্ষী বলেন, আমার চাচার নাম আলতাফ হোসেন। তিনি কাস্টমস এর সিনিয়র এ্যাডভাইজার। তিনি চট্টগ্রামে থাকেন।
সাক্ষী বলেন, জহির ফিসিং এজেন্সির ফজল করিমের নামে একটা চেক ইস্যু হয়েছে একথা সত্য। উক্ত চেক আমি নিয়ে তা ভাঙ্গিয়ে টাকা নিয়েছি একথা সত্য নয়।
প্র–একথা কি সত্য যে, সেন্ট্রাল পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করেছে?
উ–সত্য।
প্র–উক্ত মামলা এখনও বিচারাধীন রয়েছে?
উ–সত্য।
প্র–আপনাকে এ ব্যাপারে গ্রেফতার করা হয়েছিল একথা কি সত্য?
উ-হ্যাঁ, সত্য।

প্র–পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৪১০, ৪২০,৪৬৮ ও ১২০-খ ধারা অনুসারে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে একথা কি সত্য?
উ–হ্যাঁ, সত্য।
প্র–একথা কি সত্য যে, পুলিশ অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাঙ্কে আপনার একাউন্ট হতে ১৯ হাজার টাকা আটক করেছে।
উ–সত্য।
প্র–একথা কি সত্য যে, পুলিশের হাত হতে মুক্তি পেলে ফজল করিমকে উক্ত টাকা ব্যাঙ্ক হতে উঠাবার জন্য আপনি ও ইলিয়াস লেটার অব অথরিটি দিয়েছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–আপনার দুটি পাসপোর্ট একটি ন্যাশনাল ও একটি ইন্টারন্যাশনাল আছে এবং পুলিশ দুটিই আটক করেছে একথা কি সত্য?
উ–সত্য।
প্র–একথা কি সত্য যে, পুলিশ আপনার ১২/১৪টি আমদানী লাইসেন্স আটক করেছে?
উ–সত্য নয়।
প্র–সিদ্দিকুর রহমানের সাথে আপনারা ফরিদপুরে কোথায় দেখা করেছেন?
উ–তার অফিসে।
সাক্ষী বলেন, সিদ্দিকুর রহমান সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দেন। আমরা ঐদিনই ঢাকা ফিরে আসি। আমরা তার কামরায় বসেছিলাম। স্টুয়ার্ড মুজিব সাধারণ পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। তার পরণে ছিল শার্ট ও প্যান্ট। আমার পোশাকও তাই ছিল।
প্র–স্টুয়ার্ড মুজিব নৌ-বাহিনী ত্যাগ করেছে এ খবর আপনি কখন জানলেন?
উ–ফরিদপুর যাওয়ার তিন মাস পর।
সাক্ষী আবার বলেন, ফরিদপুর যাওয়ার সময়ই জেনেছি।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, আমি গাড়ী চালাতে জানি বলেই ফরিদপুর স্টুয়ার্ড মুজিবের সাথে গিয়েছিলাম। ফরিদপুর যাবার ২ দিন আগে রমিজ আমাকে সেখানে যাওয়ার কথা জানান।
যে পত্র আমরা নিয়ে গিয়েছি তা হাতের লেখা। কোন লেটার হেডে তা লেখা হয়নি। ফরিদপুর যাওয়ার ২/৩ দিন আগে স্টুয়ার্ড মুজিব চিঠির ফটোস্টেট কপি তৈরী করান। ফটোস্টেট কপির অর্ডার দেওয়া ও ডেলিভারী নেওয়ার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি মূল পত্র দেখেছি।
স্টুয়ার্ড মুজিব পত্রের ফটোস্টেট কপি কেন করেছেন সে কথা বলেননি এবং আমিও তাকে জিজ্ঞেস করিনি।

প্র–আপনি কি পুলিশের বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, আপনি নিগেটিভ এনেছেন?
উ–না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, স্টুডিও হতে নিগেটিভ নিয়ে আসার জন্য স্টুয়ার্ড মুজিবের নিকট হতে আমি কোন লেটার অব অথরিটি নেইনি। ফটোগ্রাফার আমার নিকট প্রয়োজনীয় ক্ষমতাপত্র দাবী করেননি।

মীর্জা গোলাম হাফিজ

এরপর মীর্জা গোলাম হাফিজ সাক্ষীকে জেরা করেন।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। 'কেয়া ফার্নিচার' একটি মেয়ের নামে নামকরণ করা হয়েছে। তবে কোন নির্দিষ্ট মেয়ের নামে এর নামকরণ হয়নি। একথা ঠিক নয় যে, আমার বাবা তার মেয়ের নামে এই দোকান খুলেছেন ও আমাকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন এবং তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমি দোকান আত্মসাৎ করেছি। আমার চাচার ৪টি মেয়ে আছে। তাদের কারুর নাম কেয়া নয়।

জুলমত আলী

এরপর জনাব জুলমত আলী খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি ও স্টুয়ার্ড মুজিব বিমানে করে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম। ঢাকা বিমান বন্দরে আমার পরিচিত কোন ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি, তবে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে হয়েছে।

কোন মাসের কোন তারিখে চট্টগ্রাম গিয়েছি বলতে পারব না। চট্টগ্রাম হতে আসার সময় বিমান বন্দরে রমিজের সাথে আমার দেখা হয়নি। রমিজ যখন আমাকে ঢাকায় ব্যবসা শুরু করতে বলেন, তখন আমি চট্টগ্রামের ব্যবসা বন্ধ করে দেই।

চট্টগ্রামে ১০৯, মমিন রোডে আমার বন্ধু থাকত। এটা তাদেরই বাড়ী। চট্টগ্রামে আমার নামে কোন ভাড়াবাড়ী নেই বা নিজেরও কোন বাড়ী নেই।

১৯৬৭ সালের মে মাসে আমি স্টুয়ার্ড মুজিবের সাথে চট্টগ্রাম যাইনি একথা সত্য নয়।
প্র–একথা কি সত্য যে, মানিক চৌধুরী দশ হাজার টাকা দিয়েছে বলে স্টুয়ার্ড মুজিব আপনাকে কখনও বলেননি?
উ–একথা সত্য নয়। তিনি আমাকে টাকা দেখিয়েছেন।
প্র–একথা কি সত্য যে, স্টুয়ার্ড মুজিব আন্দোলনের জন্যে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে বলে আপনাকে বলেননি?
উ–একথা সত্য নয়।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি স্টুয়ার্ড মুজিবের সাথে বিমানে চট্টগ্রাম যাননি বা সেখান থেকে ঢাকা আসেননি?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–একথা কি সত্য যে, ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে এ বি খুরশীদ চট্টগ্রামে ছিলেন না?
উ– একথা কথা সত্য নয়। তিনি সেখানে ছিলেন। সঠিক তারিখ আমি বলতে পারছি না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ইফতেখার আহমদকে তিনি ১৯৬৭ সাল থেকে চেনেন। মীর্জা রমীজের বাসায় তার সাথে সাক্ষীর প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং ইফতেখার মীর্জা রমীজকে ডেড বলে সম্বোধন করেন।
জনাব জুলমত আলীর জেরা শেষ হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুল মালেক সাক্ষীকে জেরা করেন। তাঁর একটি মাত্র প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, রিসলদার শামসুল হক আন্দোলনের কোন বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন না একথা সত্য নয়। এছাড়া রিসালদার শামসুল হককে তদন্তকারী অফিসারের পরামর্শে তিনি এই মামলায় জড়িত করছেন না।

আবদুল্লাহ

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুল্লা সাক্ষী জনাব লুৎফুল হুদাকে জেরা করেন।
প্র–আপনি ব্যবসায়ী পরিবারের লোক কি?
উ–জী না।
প্র–আপনি পড়ালেখা ছেড়ে দিয়েছেন কেন?
উ–আমি প্রথমে আই কম ও পরে আই এস সি পরীক্ষায় ফেল করি সেজন্য।
প্র–মীর্জা রমীজের বাসায় কোন সূত্রে থাকতেন?
উ–বন্ধু হিসেবে।
প্র–আপনি খুবই ছোট একথা আপনাকে কেউ বলেছেন কি?
উ–এ কথা আমাকে কেউ বলেননি। বৈঠকে যোগ দিতে আমাকে দেয়া হবে না কারণ আমি খুবই ছোট একথা আমি নিজেই চিন্তা করেছি।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মীর্জা রমীজ ও তাঁর মধ্যে বাধ্যবাধকতামূলক কোন দায়িত্ব ছিল না। তাঁর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মীর্জা রমীজ সাক্ষীকে নিমন্ত্রণ করতেন।
প্র–আপনি আন্দোলনের সদস্য ছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–কেন আপনি দলের জন্যে ব্যবসা করতে রাজী হয়েছিলেন?
উ–ব্যবসার আধাআধি লাভ আমাকে দেয়া হবে এজন্যে।

প্র–মীর্জা রমীজকে কখন গ্রেফতার করা হয়েছিল?
উ–আমি তা জানি না। সংবাদপত্রে আমি সে খবর দেখেছি।
প্র–গ্রেফতারের পর থেকে আজ পর্যন্ত মীর্জা রমীজের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে কি?
উ–জী না।
প্র–আন্দোলনে আপনি জড়িত ছিলেন বলে পুলিশ আপনাকে বলেছিল কি?
উ–জী না। অন্য কেউ আমাকে তা বলেনি।
প্র–মীর্জা রমীজের কাছ হতে পুলিশের মারফত আপনি কোন সংবাদ পেয়েছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসার আগে পার্শ্ববর্তী কামরায় একজন সামরিক অফিসারের সাথে আপনি বসেছিলেন কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–এই সামরিক অফিসার কি আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়েছিলেন?
উ–জী না।
প্র–এই অফিসারটি কে?
উ–তিনি মেজর হাসান।
প্র–তাঁকে আপনি কি করে চেনেন?
উ–আমি তাঁকে আগেও দেখিছি।
প্র–একথা কি সত্য যে, মেজর হাসান-ই আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়েছিলেন?
উ–এ কথা সত্য নয়।
এখানে তার সাক্ষ্য শেষ নয়।

দৈনিক পাকিস্তান

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

জালালউদ্দীনের জেরা সমাপ্ত ও আনোয়ার হোসেনের জবানবন্দী গৃহীত

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গতকাল শুক্রবার সুবেদার জালালউদ্দীনের জেরা শেষ হয় এবং সরকারপক্ষের ১৭নং সাক্ষী পিআইএ'র টেলিফোন অপারেটর আনোয়ার হোসেনের জবানবন্দী গৃহীত হয়।

বিচারপতি জনাব এস এ রহমান, বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকীমকে নিয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সপ্তাহ-

ক্রান্তিক বিরতি ও বিপ্লব দিবসের ছুটি শেষে আগামী মঙ্গলবার সকালে পুনরায় অধিবেশনে মিলিত হলে ১৭নং রাজসাক্ষীর জেরা শুরু হবে।

গতকাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলে সাক্ষী সাবেক সুবেদার জালালউদ্দিন আহমদ তার পূর্বদিনের অসমাপ্ত জবানবন্দী শেষ করেন।

সাক্ষী বলেন, ধানমন্ডীর বাসা হতে মগবাজারের বাসায় যাওয়ার আগে করাচী হতে জনৈক অফিসার সেখানে আগমন করেন। তার নাম রউফ। তিনি এই সংগঠনের সদস্য কিনা তা আমি জানি না । তাছাড়া আমি নতুন আর কাউকে সেখানে দেখিনি।

মগবাজারে যখন বাস করতে শুরু করি তখন জনৈক কর্পোরাল সিরাজুল হক বা সিরাজুল ইসলামকে সেখানে আমি দেখেছি। আমাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তিনি বলেন, সব কিছুই ঠিক আছে। এছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি বিবৃতি দিয়েছি।

খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিনের জেরা

সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন তাকে প্রথম জেরা করেন।

প্র–ফেনীর হোটেল ডেনোফা হতে ডাক বাংলোর দূরত্ব কত?

উ–এক ফালং।

প্র–এই হোটেল বা ডাকবাংলো হতে যেখান দিয়ে তারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে তার দূরত্ব কত?

উ–১১/১২ মাইল।

প্র–রাস্তায় যেখানে আপনারা অপেক্ষা করেছিলেন, সেখান হতে যে স্থান দিয়ে তারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে তার দূরত্ব কত?

উ–প্রায় ৩০০ গজ।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, সীমান্ত অতিক্রমের সময় রাত ছিল। যে জায়গা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করা হয় সেখানে কি হচ্ছিল তা আমরা দেখতে পাইনি।

কে বি ইসমাইলের জেরা

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের জন্য আপনি নিজে গেছেন না আপনাকে কেউ এসে নিয়ে গিয়েছিল?

উ–একখানা জীপ এসে আমাকে তুলে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করে।

প্র–জীপে ড্রাইভার ব্যতীত অন্য কোন লোক ছিল?

উ–হ্যাঁ। একজন অফিসার ছিলেন। তিনি বেসামরিক পোশাকে সজ্জিত ছিলেন।

প্র–তিনি কি পুলিশ অফিসার না সামরিক অফিসার?

উ–তা আমি বলতে পারব না।

প্র–আপনাকে কেন অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে কথা কি তিনি আপনাকে বলেছিলেন?

উ–আমাকে বলা হয় যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমাকে একটা বিবৃতি দিতে হবে।

প্র–আপনি কি ঐ জীপে করেই ফিরে আসেন?

উ–আমি অন্য জীপে ফিরে আসি। এই সময়ও আমার সঙ্গে একজন অফিসার ছিলেন যে অফিসার আসার সময় আমার সঙ্গে ছিলেন ইনি সেই অফিসার কিনা তা বলতে পারব না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, এই অফিসার আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন এবং আমি একটি বিবৃতি প্রদান করব বলে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান।

এখানে খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা শেষ হয়।

জহিরুদ্দিনের জেরা

এরপর জনাব জহিরুদ্দিন সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন।

প্র–আপনি বর্তমানে কোথায় থাকেন?

উ–ক্যান্টনমেন্ট বাজারে। মেজর আসলামের বাড়ীতে একটি ছোট্ট কামরায় আমি থাকি। বিগত জানুয়ারী হতে আমি এখানে থাকছি।

প্র–আপনাকে কোন তারিখে গ্রেফতার করা হয়?

উ–১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর। গ্রেফতারের পর আমাকে ক্যান্টনমেন্ট বাজারে রাখা হয়।

সাক্ষী বলেন, সেনাবাহিনীর অফিসাররা গোলাম আহমদ, সাবেক নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী এবং সুন্দর আলীকেও এখানে নিয়ে আসেন।

প্র–আপনি এই বাজারে মেজর নাসেরকে দেখেছেন?

উ–আমি মেজর আসলামকে চিনি।

প্র–তিনি কি দীর্ঘাকৃতি?

উ–হ্যাঁ।

প্র–তার গায়ের বর্ণ ফর্সা?

উ–হ্যাঁ।

প্র–তার গোঁফ আছে এবং মাথায় টাক আছে?

উ–হ্যাঁ।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, গ্রেফতারের পর আমাকে ক্যান্টনমেন্ট বাজারের বাংলোতে এক মাস রাখা হয়। তারপর আমি মেজর আসলামের বাসায় বসবাস করতে শুরু করি। আমাকে মেজর আসলামের বাসা হতে বাইরে যেতে দেয়া হয়। আমি এখনও সেখানেই থাকি। বাজারের যে বাংলোতে আমরা প্রথমে ছিলাম সেখানে মেজর আসলাম আমাদের সাথে দেখা করতে যাননি। এই বাংলোতে যে সমস্ত অফিসার আমাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন তাদের নাম আমি বলতে পারব না।

প্র–মেজর আসলামের বাসা কোথায় অবস্থিত?

উ–ক্যান্টনমেন্ট বাজারে।

প্র–আপনাকে সামরিক অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?

উ–না।

প্র–পুলিশ অফিসাররা আপনাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?

উ–আমাদের কাছে কেউ আসেননি। আমাকে ও গোলাম আহমদকে থার্ড পাঞ্জাব অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গোলাম আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। আমাদের সেখানে মাত্র একদিন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্র–গোলাম আহমদকে আপনার সম্মুখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কি?

উ–না। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে তিনি আমাকে জানান।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, এর একদিন পর আমাকে রাজারবাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি বোর্ডের সামনে আমাকে হাজির করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এই বোর্ডে ৩/৪ জন লোক ছিলেন। আমাকে সকাল ৮টায় সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি। আমার দ্বিতীয়বার চাকুরী হতে বরখাস্ত হওয়া সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হয়। তারা আমাকে প্রায় দুইঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারপর আমাকে ফেরত পাঠান হয়।

প্র–আপনাকে রাজারবাগে কয়বার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

উ–মাত্র একবার। রাজারবাগে বোর্ডের সদস্যরা বেসামরিক পোশাকে ভূষিত ছিলেন।

প্র–এইসব সদস্যদের নাম আপনি বলতে পারবেন?

উ–স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুর রহমান, মেজর রহমান এবং পুলিশের জনৈক ব্যক্তি। তার নাম আমি জানি না।

সাক্ষী জেরার জবাবে আরও বলেন, ক্যান্টনমেন্ট বাজারের বাংলোতে আসার একদিন পর থার্ড পাঞ্জাব অফিসে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এক ঘণ্টারও বেশী আমি সেখানে ছিলাম।

প্র–আপনি ধূমপান করেন কি?

উ–হ্যাঁ।

প্র–আপনি কি এখন বেকার?

উ–হ্যাঁ।

প্র–বর্তমানে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কে করছেন?

উ–মেজর আসলাম আমাকে খাওয়ান এবং মাসে ৩০ টাকা করে দেন। আমি তার দুটি সন্তানকে বাংলা শিখাই। এজন্যই আমাকে খাওয়া ও ৩০ টাকা দেয়া হয়।

প্র–আপনি যখন ক্যান্টনমেন্ট বাজারের বাংলো ছেড়ে মেজর আসলামদের বাসায় যান গোলাম আহমদ কি তখন সেখানে ছিলেন?

উ–হ্যাঁ।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, সুন্দর আলী এবং আশরাফ আলীকেও বাজারের বাংলো হতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, ক্যান্টনমেন্ট বাজারের বাংলোতে থাকাকালে আমাদের শুধুমাত্র খাবার দেয়া হত। কোন প্রকার পকেট খরচা দেয়া হত না।

প্র–আশরাফ আলী ও সুন্দর আলীকে কতবার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

উ–আমি থাকাকালে তাদের ঐ বাংলো হতে ৪/৫ বার নিয়ে যাওয়া হয়। গোলাম আহমদকে ২/৩ বার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্র–ক্যান্টনমেন্ট বাজারের বাংলোতে আপনাদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা কে করতেন?

উ–আমি জানি না।

প্র–এই বাংলোতে থাকাকালে আই এস আই-এর ক্যাপ্টেন সাদেককে আপনি দেখেছেন কি?

উ–হ্যাঁ।

প্র–আপনাদের এই বাংলোতে সিগারেট দেয়া হত?

উ–না।

প্র–সিগারেট পেতেন কোথায়?

উ–বাবুর্চি দিত।

তিনি সামরিক বাহিনীর লোক কিনা তা বলতে পারব না।

অন্যান্য প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী বলেন, আমাকে যখন রাজারবাগে বোর্ডের নিকট হাজির করা হয় তখন বোর্ড আমাকে একথা বলেনি যে, আমি যেন বরখাস্ত হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা না করি এবং আমাকে চাকুরী দেয়া হবে। ক্যান্টনমেন্ট বাজারের বাংলোতেও কেউ আমাকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দেননি।

সাক্ষী বলেন, একথা সত্য নয় যে রাজারবাগ বোর্ডে আমাকে বলা হয় যে, এই মামলায় সাক্ষী দিলে আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হবে। অন্য কোথাও এ ধরনের আশ্বাস দেয়া হয়নি।

আমি যখন ক্যান্টনমেন্ট বাজারের বাংলো ত্যাগ করি তখন আমাকে একজন অফিসার বলেন যে, আমি মুক্ত। আমি স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারি।

প্র–আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তির কোন আদেশ দেয়া হয়েছে কি?

উ–না।

সাক্ষী বলেন, আমি মুক্ত একথা যে অফিসার আমাকে বলেছেন তার নাম আমি জানি না।

প্র–আপনাকে প্রথম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয় না প্রথম পুলিশের নিকট হাজির করা হয়?

উ–আমার মনে হয় প্রথম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়।

১৯৬৮ সালের এপ্রিলের কোন এক সময়ে পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারিখ আমার মনে নেই।

প্র–এম এস রমিজ যে এই মামলার একজন সাক্ষী একথা কি আপনি জানেন?

উ–হ্যাঁ।

প্র–রমিজকে যেদিন পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আপনাকেও কি সেদিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?

উ–আমি বলতে পারব না।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনাকে রমিজের বিবৃতির কপি দেখান হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিবৃতি দিতে বলা হয়?

উ–সত্য নয়।

সাক্ষী বলেন, আমি যখন মেজর আসলামের বাড়ীতে থাকি তখন পুলিশ আমাকে একদিন সকাল ৮ টায় রাজারবাগে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে ২ ঘণ্টা রাখা হয়।

আমি মেজর হাসানকে চিনি না। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আমি ঢাকায় আমার উকিলের বাসায় তার বৈঠকখানায় কয়েকদিন অবস্থান করি। আমি এক সপ্তাহেরও বেশী ছিলাম। আমার মনে হয় মাসের প্রথম ভাগে ছিলাম।

প্র–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি বলেছিলেন যে, আপনি জুন মাসে আপনার উকিলের বাসায় অবস্থান করছিলেন?

উ–না। পুলিশের নিকটও আমি একথা বলিনি।

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, আপনার উকিলের বাসায় অবস্থানকালে ২জন ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা করতে আসেন এবং মোতালেব লিখিত একটা চিরকুট তারা আপনাকে দেন?

উ–আমার মনে নেই। (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছেন যে, আপনি মোতালেবের নিকট হতে পত্র পেয়ে ১৯৬৭ সালের মে মাসে ঢাকা আসেন এবং ১৩ গ্রীন স্কোয়ারে গিয়ে তার সাথে দেখা করেন?

উ–আমার মনে নেই। (এরূপ রেকর্ড আছে)

মোতালেবের পত্র অনুযায়ী ঢাকা এসেছি এবং তার নির্দেশমত নিউ মার্কেট হতে ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে গেছি একথা পুলিশের নিকটও বলেছি বলেও মনে পড়ছে না। (এরূপ রেকর্ড আছে)

সাক্ষী বলেন, ক্যাপ্টেন মোতালেব ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুমিল্লা হাসপাতালে ছিলেন, তিনি ২-৫-৬৭ তারিখ হতে ৯-৫-৬৭ তারিখ পর্যন্ত কুমিল্লা ছিলেন কিনা জানি না এবং সেখান হতে ঢাকায় পাঠান হয় কিনা বা ১০ই মে হতে ৩১শে মে পর্যন্ত ঢাকায় সামরিক হাসপাতালে ছিলেন কিনা তাও জানি না।

একথা সত্য নয় যে, তদন্তকারী অফিসারদের নির্দেশে আমি আমার ঢাকা আগমনের সময় মে হতে জুন মাসে পরিবর্তন করেছি।

লেঃ মোয়াজ্জেম প্রতিদিন গ্রীন স্কোয়ারে আসতেন এবং আমাদের সাথে কথা বলতেন একথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা পুলিশের নিকট বলেছি কিনা মনে নেই।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে মোতালেব পেশোয়ার রওয়ানা হয়ে যান। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি পেশোয়ার যান। আমার মনে হয় তিনি ১৬/১৭ই জুন রওয়ানা হন।

সাক্ষী বলেন, চট্টগ্রামে সুবেদার মেজর খুরশীদের সাথে আমার দেখা হয়েছে এবং আমি তাকে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বলেছি এবং উত্তরে তিনি কিছুই জানেন না বলে বলেছেন একথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছি কিনা মনে নেই। (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)

সাক্ষী বলেন, আমি সুবেদার তাজুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং তিনি ঢাকা আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন একথা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট আমি বলেছি কিনা মনে নেই।

যশোরে হাবিলদার ওবায়েদুল হকের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছি কিন্তু তার দেখা পাইনি একথা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট বলেছি কিনা মনে নেই। (এরূপ রেকর্ড নেই)

সেখান হতে চুয়াডাঙ্গা গেছি সুবেদার মেজর আবদুর রবের সঙ্গে দেখা করার জন্য একথা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট বলেছি কিনা তাও মনে নেই।

ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত জবানবন্দীতে ১৯৬৬ সালের ৬ই জুলাই সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করা সম্পর্কে সাক্ষী বলেন, আমি দলের কাজে ১৯৬৭ সালের জুনে সফরে গিয়েছি এবং জুলাই মাসে ফিরে এসেছি। ১৯৬৬ সালের নয়। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আমি সফর শুরু করি। তারিখ মনে নেই।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের ৭ই জুলাই ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে বৈঠকের কথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছি কিনা তা মনে নেই।

প্র-আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে, লেঃ রহমান করাচী থেকে আসার পর ১৯৬৭ সালের জুন মাসের বৈঠকে যোগদান করেন?

উ–এরূপ বলেছি বলে আমি মনে করি না। (রেকর্ডে তাই আছে)

প্র–একথা কি সত্য যে, ১৯৬৭ সালের ৭ই জুলাই লেঃ রহমান করাচী থেকে আসেন এবং এর আগে তিনি করাচী ছিলেন।

উ–একথা সত্য।

প্র–পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে আপনি কি বলেছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষের দিকে তের নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে লেঃ মোয়াজ্জেমের আহ্বানে এক বৈঠক হয় এবং লেঃ মতিয়ার রহমান তাতে যোগদান করেন?

উ-তা বলেছি বলে আমি মনে করি না। (রেকর্ডে তাই আছে)

প্র–তের নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বৈঠকের নির্দিষ্ট তারিখ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছিলেন কি?

উ–আমার তা মনে পড়ছে না। (রেকর্ডে নাই)

প্র–একথা কি সত্য যে, পুলিশের নির্দেশে আপনি আদালতে জুন মাসের পরিবর্তে ৭ই জুলাই তের নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলছেন, কারণ ৭ই জুলাই লেঃ রহমান করাচী থেকে ঢাকা এসেছেন বলে তাঁর সার্ভিস রেকর্ডে আছে?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের ৮ই জুলাই প্রতিনিধিদের ভারত যাওয়ার কথা ছিল?

উ–আমার তা স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে আপনি একথা বলেছিলেন কি?

উ–এটাও আমার মনে পড়ছে না। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনি একথা কি বলেছিলেন যে, ভারতে যাওয়ার সীমান্ত পথ সম্পর্কে আপনার মতামত চাওয়া হয়েছিল এবং আপনি মোফামিয়ার কথা সুপারিশ করেছিলেন?

উ–আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র-এই মর্মে আপনি পুলিশের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন কি?

উ–তাও আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, সীমান্ত অতিক্রম করার তারিখ ৮ই জুলাই থেকে ১২ই জুলাই পরিবর্তন করা হয়েছিল?

উ–আমি তা স্মরণ করতে পাচ্ছি না। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–উপরোক্ত জবানবন্দী আপনি পুলিশের নিকট করেছিলেন কি?

উ–তাও আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, তারা ৮ই জুলাই আপনাকে ফেনী পাঠিয়ে দেন এবং প্রতিনিধিদলের সীমান্ত অতিক্রম করার প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলেন?

উ–আমার মনে হয় বলেছি। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র-এই কথা আপনি পুলিশের নিকট বলেছিলেন কি?

উ-আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একথা বলেছিলেন যে, প্রতিনিধিদল ১১ ও ১২ই জুলাইর মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করবে এবং তাঁরা আপনাকে ফেনীতে প্রতিনিধিদের থাকার ও তাদের জন্যে ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন?

উ–তা আমার স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে একথা বলেছিলেন কি?

উ–তাও আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, তাঁদের কথামত আপনি ফেনী গমন করেন এবং ডিনোফা হোটেলে প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করেন?

উ–বলেছি বলে আমার মনে পড়ে। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে কি তা বলেছিলেন?

উ–আমার মনে পড়ছে না। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আপনি একথা বলেছিলেন কি যে, তারপর আপনি তাদেরকে হোটেলে নিয়ে যান এবং তাঁরা আপনার কাছে ট্রান্সপোর্টের কথা জিজ্ঞেস করেন?

উ–আমার তা স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র-উপরের জবানবন্দী পুলিশের নিকট করেছিলেন কি?
উ-আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আপনি একথা বলেছিলেন কি যে, স্টুয়ার্ড মুজিব মীর্জা রমিজকে ফেনী থেকে চট্টগ্রামে টেলিফোন করেছিলেন এবং রমিজ ফেনী আসতে সম্মত হয়েছেন?
উ–আমার মনে হয় আমি তা বলেছি। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–পুলিশের নিকট তা বলেছিলেন কি?
উ–তা আমার স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনার জবানবন্দীতে আপনি আদৌ ডিনোফা হোটেলের কথা উল্লেখ করেছিলেন কি?
উ–আমার মনে হয় আমি উল্লেখ করেছি। (স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ নেই)
প্র–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একথা বলেছিলেন কি যে, ১২/১৩ই জুলাই রাত্রে মীর্জা রমিজ একমাত্র দলিলউদ্দীন ছাড়া আপনাদের সকলকে ফেনী সীমান্ত এলাকায় নিয়ে যান?
উ–আমার তা মনে নেই। (রেকর্ডে তাই আছে)
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আপনি বলেছিলেন কি যে, মোকামিয়াতে মীর্জা রমিজ আপনাদেরকে নামিয়ে দিয়ে আসেন?
উ–আমার মনে হয় আমি তা বলেছি। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–এই মর্মে পুলিশের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন কি?
উ–আমার তা মনে পড়ছে না। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আপনি পথ দেখিয়ে দিলে স্টুয়ার্ড মুজিব ও আলী রেজা ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়ি অতিক্রম করেছিল-একথা বলেছিলেন কি?
উ–তা আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–একথা পুলিশের নিকট বলেছিলেন কি?
উ–তা আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই।)
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, অন্ধকারের মধ্যে প্রথমবার সীমান্ত অতিক্রম করতে গিয়ে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন ও তখন আপনি তাদের বলেন যে, যাওয়ার পথ বের করতেই হবে এবং তখন তারা আবার যায়?
উ–আমার তা স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–পুলিশের কাছে এই কথা বলেছিলেন কি?
উ–তাও আমার স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা নেই)

প্র–তাঁরা ফ্ল্যাশ লাইট নেড়ে সীমান্ত অতিক্রম করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন–একথা আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন কি?
উ–আমার মনে হয় বলেছি। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–একথা পুলিশের নিকট বলেছিলেন কি?
উ–তা আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–লরীতে করে আপনারা ফেনী ফিরে এসেছেন একথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন কি?
উ–আমার তা স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–একথা পুলিশের নিকট বলেছিলেন কি?
উ–তাও আমার মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–তারা ফিরে এলেন কিনা তা জানার জন্যে আপনারা সীমান্তে গিয়েছিলেন একথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন কি?
উ–আমি তা মনে করতে পাচ্ছি না। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–পুলিশের নিকট তা বলেছিলেন কি?
উ–তাও আমার স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন যে, আপনি আর সামাদ পরের রাত্রে ডিনোফা হোটেলে ফিরে যান এবং তারপর দিনরাত্রে আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিব হোটেলে ফিরে আসেন?
উ–আমার তা স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা আছে)
প্র-পুলিশের নিকট আপনি কি বলেছিলেন যে, পরদিন সকালে আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিব বরিশাল যান?
উ–আমি তা বলিনি। (রেকর্ডে তাই আছে)
প্র–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একথা বলেছিলেন কি যে, ২/৩ দিন পর তাঁরা তের নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে ফিরে আসেন এবং স্টুয়ার্ড মুজিব চীৎকার করে বলেন, সরকারের নিকট সব ফাঁস হয়ে গেছে এবার সবাই বাড়ী চলে যাও। এরপর সবাই চলে যায় এবং আপনি আর লুৎফুল হুদা সেখানে থাকেন?
উ–আমার তা মনে নেই। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–উপরোক্ত জবানবন্দী আপনি পুলিশের নিকট করেছিলেন কি?
উ–তাও আমার মনে পড়ছে না। (রেকর্ডে তা নেই)
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনি একথা বলেছিলেন কি যে, একমাস পর স্টুয়ার্ড মুজিব ও সামাদ তের নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে ফিরে আসেন?
উ–আমি তা বলেছি। (রেকর্ডে তা নেই)

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ক্যাপ্টেন মোতালিব বিলোনিয়াতে তাঁর ইউনিট পরিদর্শনকালে তিনি তাঁকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। সেখানে জমাদার আখতার হোসেন ও জমাদার আবদুল গফুর মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য লোকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন তবে তিনি তাঁদের নাম মনে করতে পাচ্ছেন না। এছাড়া টেবিলের পার্শ্বে তখন সেন্ট্রি দাঁড়ানো ছিল।

প্র–একথা কি সত্য যে, এই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে আপনাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঘটনা সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি কখনও তের নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে ছিলেন না?

উ–একথা সত্য নয়।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর বাড়ী খুলনা শহর থেকে ৫/৬ মাইল দূরে। একথা সত্য নয় যে, তিনি এই মামলার ঘটনার ব্যাপারে খুলনা যাননি এবং বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

এখানেই জনাব জহিরুদ্দিনের জেরা সমাপ্ত হয়। এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জুলমত আলী তাঁকে জেরা করেন।

জুলমত আলী

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, গত দু'বছর ৪ মাস যাবত তিনি বেকার। বকেয়া বেতন ও ভাতা থেকে তিনি মাসে আড়াইশ' টাকা পান। ফেনীতে তিনি কোন বাড়ী কেনেননি। সেখানে ভাড়াটে বাড়ীতে তার পরিবার থাকে।

প্র-ক্যান্টনমেন্ট বাজারের প্রথম বাংলোতে আপনি লুৎফুল হুদা, মহসীন ও আনোয়ার হোসেনকে দেখেছিলেন কি?

উ–জী না।

দৈনিক পয়গাম

২৭শে অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তিনদিন বিরতির পর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গতকল্য (মঙ্গলবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হইলে ১৭ নম্বর বাদীসাক্ষী চট্টগ্রাম পি, আই, এ-র টেলিফোন অপারেটর আনোয়ার হোসেনের জেরা সমাপ্ত হয়। একই দিন ট্রাইব্যুনালে আরও দুইজন বাদী সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। এই দুইজন হইতেছেন ১৮ নম্বর বাদী সাক্ষী সার্জেন্ট রজব হোসেন ও ১৯ নম্বর বাদী সাক্ষী প্রাক্তন ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমেদ।

ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে জাকির আহমেদের জেরা চলাকালেই গতকল্যকার মত অধিবেশন মুলতবী ঘোষিত হয়।

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, ৩জন সি, এস, পি অফিসার ও নৌ-বাহিনীর একজন লেঃ কম্যাণ্ডারসহ মোট ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতের অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান (চেয়ারম্যান), বিচারপতি এম, আর, খান ও বিচারপতি মকসুম-উল-হাকিমকে লইয়া এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইয়াছে।

আনোয়ার হোসেনের জেরা

গতকল্য (মঙ্গলবার) ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে জেরা করেন। পরে খান বাহাদুর ইসমাইল ও জুলমত আলী খানও তাঁহাকে জেরা করেন।

প্রঃ এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আপনি কখনো আপনার 'বস' মীর্জা রমীজের নিকট কিছু জানিতে চাহিয়াছেন?

উঃ না।

প্রঃ আপনাকে নিয়া রমীজ যখন ফেনী গিয়াছিলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের যখন আগরতলার পথে ভারতীয় সীমান্তে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন তখনও কি আপনি এই সম্পর্কে কিছু জানিতেন না?

উঃ না।

প্রঃ মীর্জা রমীজের নির্দেশে আপনি যখন পেশোয়ার গিয়া ক্যাপ্টেন মোতালিবকে "কোন আগরতলা বৈঠকের সাফল্যের" সংবাদ দিলেন তখনও কি কাহারো নিকট জানিতে চাহেন নাই যে, এইসব কি হইতেছে?

উঃ না।

প্রঃ আপনি পি, আই, এ-র কর্মচারী ইউনিয়নদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ কর্মচারীদের হইয়া আপনাকে কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিতে হইত?

উঃ হ্যাঁ। তবে আমি মীর্জা রমীজের ব্যক্তিগত কিছু কাজও করিতাম।

প্রঃ আপনি কি জানেন না যে, এই কথা জানিলে ইউনিয়নের অন্যান্য সদস্য আপনাকে সন্দেহ করিত?

উঃ না, আমি জানি না।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন না যে, আপনি পি, আই, এ-র জেলা ম্যানেজারের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করিয়া দিলে কর্মচারীরা আপনাকে 'দালাল' বলিতে পারে?

উঃ না।

প্রঃ আপনি কি মীর্জা রমীজের ব্যক্তিগত কাজ করা খুব সম্মানজনক মনে করিতেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ রমীজ কি আপনার প্রতি কখনো আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছে?
উঃ না।
এক পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর ছুটির দরখাস্তের একটি অংশ পাঠ করিয়া শোনান এবং বলেন যে, ইউনিয়নের কাজকর্মের জন্যই তিনি (সাক্ষী) পেশোয়ার গিয়াছিলেন। উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ছুটির দরখাস্তে তিনি হয়ত অনুরূপ কথা লিখিয়া থাকিতে পারেন। জনাব জুলমত আলী খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, চট্টগ্রাম পি, আই, এ, অফিসের টেলিফোনটি হস্তচালিত (Manual)। তিনি বলেন যে, চট্টগ্রাম পি, আই, এ-র অপারেটর কক্ষটি বেড়া দিয়া অন্যান্য সেকশন হইতে আলাদা রাখা হইয়াছে এবং ইহা সংরক্ষিত এলাকা।

সার্জেন্ট রজব হোসেনের জবানবন্দী

আনোয়ার হোসেনের জেরা শেষে সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান ১৮ নম্বর বাদী সাক্ষী সার্জেন্ট রজব হোসেনের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৪৮ সালে এয়ারম্যান হিসাবে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। কোহাটে ৬ মাস তাহার প্রাথমিক ট্রেনিং হয়। অতঃপর কারিগরি লাইনে এক বৎসরের ট্রেনিং-এর জন্য তাহাকে পিএএফ, ড্রিগ রোড, করাচীতে বদলি করা হয়। পরে তাহাকে পি এ এফ, রিসালপুরে বদলি করা হয় এবং সেখানে তিনি ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত চাকুরী করেন। সাক্ষী বলেন যে, রিসালপুরের পরে তাহাকে পিএএফ ঢাকায় বদলি করা হয় এবং ১৯৬৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন। অতঃপর তাহাকে আবার পিএএফ চাকলালা বদলি করা হয়।
প্রঃ এই মামলার সহিত জড়িত এই সময়কার কোন ঘটনা আপনি জানেন?
উঃ ১৯৬৭ সালে চাকলালায় অবস্থানকালে একদিন আমি কমনরুমে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখিতেছিলাম। এই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে খবর দেয় যে, আমার একজন মেহমান আসিয়াছে। মেহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি (মেহমান) নিজকে সার্জেন্ট জহুর বলিয়া পরিচয় দেন।
প্রঃ আপনার সাথে তাহার কোন কথাবার্তা হয়?
উঃ অতঃপর জহুর আমাকে একাকী দূরে একটি গাছের নীচে লইয়া যায় এবং জানায় যে, সার্জেন্ট শামসুল হক তাহাকে (জহুর) তাহার (সাক্ষী) সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন।

প্রঃ সার্জেন্ট জহুর আর কি বলিয়াছে?
উঃ সার্জেন্ট জহুর বলেন যে, অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং তাহারও (সাক্ষী) "সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে" পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তাহাদের দলে যোগদান করা উচিত।
প্রঃ আপনি কি বলেন?
উঃ জবাবে আমি বলি যে, আমি এইসব ব্যাপারে জড়িত হইতে চাই না। এই কথায় জহুর রাগান্বিত হইয়া উঠে এবং আমার ও তাহার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এই পর্যায়ে জহুর আমাকে বলে যে, এই কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে আমার সমগ্র পরিবার ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। জহুর আমাকে এই ব্যাপারে আরও ভাবিয়া দেখারও নির্দেশ দেয়।

রজব হোসেনের জেরা

জবানবন্দী শেষ হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাহাকে জেরা করেন।
প্রঃ আপনি এইসব কথা ইতিপূর্বে কাহারো নিকট আর প্রকাশ করিয়াছেন?
উঃ ১৯৬৮ সালের মে মাসে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে আমি ইহা কাহাকেও বলি নাই।
প্রঃ কোথায় পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে?
উঃ ঢাকায়। আমি বার্ষিক ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলাম। সেই সময় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকে তলব করে।
প্রঃ পুলিশ যখন সার্জেন্ট জহুরের সহিত আপনার কথাবার্তা সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন আপনার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল?
উঃ আমি একটু আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম।
প্রঃ আপনি কি এইসব কথা বাধ্যতামূলকভাবে পুলিশের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আপনি সার্জেন্ট জহুরের নিকট হইতে শোনার পর কখনো সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্পর্কে কাহারো নিকট কিছু জানিতে চাহিয়াছেন?
উঃ না। কেননা, আমি ইহাতে আগ্রহী ছিলাম না।
প্রঃ সার্জেন্ট জহুরের সহিত আপনার যখন কথা হয়, তখন আপনার পরিবার কোথায় ছিল?
উঃ পূর্ব পাকিস্তানে।
প্রঃ সার্জেন্ট শামসুল হক সিনিয়র, না আপনি সিনিয়র?
উঃ সার্জেন্ট শামসুল হকের পদোন্নতি আগে হয়। সুতরাং তিনি সিনিয়র। ঢাকায় থাকাকালে আমরা দুইজনই কর্পোরাল ছিলাম। পরে শামসুল হকের পদোন্নতি হয় এবং আমি তাহার অধীনে কাজ করি।

প্রঃ একথা কি সত্য নয় যে, সার্জেন্ট শামসুল হকের পদোন্নতি আপনার পূর্বে হয় বলিয়া তাহার প্রতি আপনার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়?
উঃ না, সত্য নয়।
প্রঃ আপনি কখন সার্জেন্ট পদে উন্নীত হন?
উঃ ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।
সাক্ষী রজব হোসেন ইতিপূর্বে জবানবন্দীদানকালে সার্জেন্ট শামসুল হককে ডকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। কিন্তু সার্জেন্ট জহুরকে সনাক্ত করিতে না পারিয়া বলেন যে, তাঁহাকে একবার অল্প সময়ের জন্য মাত্র দেখিয়াছেন।

জাকির আহমদের জবানবন্দী

সার্জেন্ট রজব হোসেনের জবানবন্দী শেষ হইলে জনাব টি, এইচ, খান পরবর্তী বাদী সাক্ষী প্রাক্তন ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জবানবন্দীদানকালে সাক্ষী জাকির আহমেদ বলেন যে, পি এ এফ ঢাকায় অবস্থানকালে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সার্জেন্ট হালিম একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, অবসরগ্রহণের পরে তিনি কি করিবেন। ১৯৬৮ সালের প্রথমভাগেই তাঁহার (সাক্ষীর) অবসরগ্রহণের কথা।
প্রশ্নঃ উত্তরে আপনি কি বলেন?
উঃ আমি বলি যে, এই সম্পর্কে আমি এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নাই।
প্রঃ অতঃপর সার্জেন্ট হালিম কি বলেন?
উঃ সার্জেন্ট হালিম আমাকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারীদের সহিত যোগাযোগ করিতে বলেন। তিনি ভাল ভাল কাজ পাইয়াছেন এবং তাহারা তাহাকে (সাক্ষী) সাহায্য করিবেন। এক পর্যায়ে সার্জেন্ট হালিম নিজেই আমাকে প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়ার কথা বলেন।
প্রঃ তারপর কিছু জানেন?
উঃ এই কথার প্রায় ১ সপ্তাহ পরে সার্জেন্ট আমাকে সার্জেন্ট রাজ্জাকের মনিপুরী পাড়ার বাড়ীতে লইয়া যায়।
প্রঃ আপনি কিভাবে সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাড়ীতে গিয়াছিলেন?
উঃ সার্জেন্ট হালিম আমাকে আওলাদ হোসেন মার্কেটের একটি স্থানে অপেক্ষা করিতে বলেন। সেখান হইতে তিনি আমাকে সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাড়ীতে লইয়া যান।
প্রঃ এই পর্যায়ে অন্য কাহারো সহিত আপনার দেখা হয়?
উঃ পথে সার্জেন্ট শামসুদ্দিন ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের সহিত আমার দেখা হয় এবং সকলে একত্রে সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাড়ী যাই।

প্রঃ সার্জেন্ট রাজ্জাক তখন কোথায় ছিলেন?
উঃ তিনি বাড়ীতেই ছিলেন।
প্রঃ সেখানে কোন কথা হয়?
উঃ হ্যাঁ। প্রথমে সার্জেন্ট হালিম আমাকে রাজ্জাকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। পরে আমরা সকলে চা পান করি। ইহার পরেই কথাবার্তা শুরু হয়।
প্রঃ কি কথা হয়?
উঃ সার্জেন্ট হালিম আমার অবস্থা বলেন। তিনি বলেন যে, আমার অবসরগ্রহণের সময় হইয়াছে; সুতরাং আমাকে সাহায্য করা দরকার। উত্তরে রাজ্জাক বলেন যে, বর্তমানে বৈষম্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের পক্ষে কোন ব্যবসা শুরু করা বা চাকুরী পাওয়া খুবই কঠিন।
প্রঃ আর কোন কথা হয়?
উঃ সার্জেন্ট রাজ্জাক আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ও বৈষম্যের অবসানের উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদের ভালভাবে সংগঠিত করিতেছেন। তবে ইহা কিভাবে করা যাইবে তাহা তিনি বলেন নাই। পরে একজনে ইহা কিভাবে করা যাইবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সার্জেন্ট রাজ্জাক জানান যে, একজন অফিসারের এই ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, তিনি সেই অফিসারের সহিত সকলকে পরিচয় করাইয়া দিবেন। অতঃপর সভা শেষ হইয়া যায়।
প্রঃ ইহার পরে কোন সভা সম্পর্কে জানেন?
উঃ এই সভার প্রায় ১ সপ্তাহ পরে প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর মোমেনশাহী রোডের বাসায় আমরা আবার মিলিত হই।
প্রঃ সেখানে কে কে উপস্থিত ছিলেন?
উঃ সার্জেন্ট হালিম, রাজ্জাক, ফজলুল হক, জামালউদ্দিন ও আমি সভায় উপস্থিত ছিলাম।
প্রঃ এখানে কোন কথাবার্তা হয়?
উঃ সভায় স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী একই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আমাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য আমাদের বিপ্লবীদলে যোগদান করা ও ইহাকে সংগঠিত করা উচিত। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী আরও বলেন যে, আমরা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের খপ্পর হইতে বাহির হইয়া পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হইবে না।
প্রঃ এইসব কথাবার্তা আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটায়?
উঃ বিমান বাহিনীতে চাকুরীরত একজন কর্মচারী হিসাবে আমি এই কথাবার্তা পছন্দ করি নাই। তাই সভায় কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি।

প্রঃ সভায় অন্য কেহ কিছু বলিয়াছেন?
উঃ তাহা আমার স্মারণ নাই।
প্রঃ এইসব কথা আপনি আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন?
উঃ হ্যাঁ। উক্ত সভার প্রায় এক সপ্তাহ পর ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে আমি উইং কম্যান্ডার আশফাক মিয়ার নিকট লিখিতভাবে এই সম্পর্কে এক গোপন রিপোর্ট পেশ করি।

ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমদের জবানবন্দীশেষে অল্পক্ষণের জন্য বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাহাকে জেরা করেন। জেরা চলাকালেই গতকল্যকার মত অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। অদ্য (বুধবার) আবার শুনানী শুরু হইবে।

সংবাদ

২৯শে অক্টোবর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

আজ পুনরায় শুনানী শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা, ২৮শে অকটোবর (পিপিআই)।– তিনদিন বিরতির পর আগামীকল্য পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যের মামলার শুনানী শুরু হইবে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানের সভাপতিত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এই অধিবেশনে সরকারী সাক্ষী প্রাক্তন কর্পোরাল আনোয়ার হোসেনের জেরা রেকর্ড করা হইবে।

গত শুক্রবার সাক্ষীর জবানবন্দী সমাপ্ত হয়।

দৈনিক পাকিস্তান

২৯শে অক্টোবর ১৯৬৮

আজ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আবার শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

তিনদিন বিরতির পর আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা হতে পুনরায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হবে।

গত শুক্রবার এক্স-কর্পোরাল পিআইএ'র টেলিফোন অপারেটর আনোয়ার হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর আদালতের অধিবেশন শেষ হয়। আজ বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলীরা উক্ত সাক্ষীকে জেরা করবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৩০শে অক্টোবর ১৯৬৮

আনোয়ার হোসেনের জেরা সমাপ্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষী পিআইএ'র টেলিফোন অপেরেটার আনোয়ার হোসেনের জেরা সমাপ্ত হয়। এছাড়া মামলার অপর দু'জন সাক্ষী পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক সার্জেন্ট রজব হোসেন ও সাবেক ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। জনাব জাকির আহমদের জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় গতকালকের জন্যে আদালতের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়।

আজ বুধবার পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হলে জনাব জাকির আহমদের জেরা শুরু হবে।

গতকাল বাদীপক্ষের অন্যতম কৌঁসুলী জনাব বি এইচ খান সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ পরিচালনা করেন। বিবাদীপক্ষের জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব জুলমত আলী ও জনাব ফজলুল করীম সাক্ষীদের জেরা করেন।

গতকাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান বাদীপক্ষের সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে জেরা করেন।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের জন্য আপনি নিজে গিয়েছিলেন– না আপনাকে কেউ সেখানে নিয়ে গেছে?

উ–চর্তুদশ ডিভিশনের মেস হতে আমাকে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে আসেন।

প্র–আপনি নিজ হতেই বিবৃতি দিয়েছেন কি?

উ–লেঃ শরীফ আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে যান। আমি তাঁকে বিবৃতি দেব বলে জানিয়েছিলাম তখন তিনি আমাকে নিয়ে যান।

প্র–কোন তারিখে বিবৃতি দিয়েছেন?

উ–১৯৬৮ সালের ১লা মার্চ।

প্র–আপনি কোথায় এবং কখন গ্রেফতার হন?

উ–১৯৬৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে আমি গ্রেফতার হই।

প্র–আপনাকে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয় তখন কি আপনি জানতে পেরেছেন যে, এম এস রমিজও গ্রেফতার হয়েছেন?

উ–হ্যাঁ।

প্র–আপনি পুলিশের নিকটও বিবৃতি দিয়েছেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–এম এস রমিজ যেদিন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দেন সেদিনই আপনাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উ–আমি বলতে পারব না।
প্র– আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিতে কে বলেছিল?
উ–কেউ বলেননি।
প্র–একথা কি সত্য যে, পুলিশ আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিতে বলেছে?
উ–সত্য নয়।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের পর আপনাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?
উ–সামরিক হেফাজতে।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের পর আপনি কি বাড়ী গিয়েছেন?
উ–না।
তারপর সাক্ষী নিজ থেকে বলে যে, পরে আমি ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাড়ী যাই। আমাকে তখন বাড়ী যেতে দেয়া হয় এবং আমি ৪ দিনের জন্য গিয়েছিলাম।
সাক্ষী বলেন, আমি ফিরে এসে ডিভিশনাল মেসে থাকতে শুরু করি।
প্র–এটা কি অফিসারদের মেস?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনি যখন বিমান বাহিনীতে ছিলেন তখন কি অফিসার ছিলেন?
উ–না।
প্র–এম এস রমিজের ব্যক্তিগত কাজ করা কি আপনার চাকুরীর অঙ্গ?
উ–না। আমি নিজ থেকেই এই কাজ করতাম।
প্র–আপনার পিআইএ'র ইউনিয়নের সদস্যরা কি এ খবর জানতেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের ব্যক্তিগত কাজ করতেন বলে ইউনিয়নের সদস্যরা আপনাকে সন্দেহ করতেন কি?
উ–তারা সন্দেহ করতেন কিনা তা আমি জানি না।
প্র–তারা আপনাকে মালিকের দালাল মনে করতেন কিনা?
উ–আমি বলতে পারব না।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, এম এস রমিজ যখন আমাকে তার নিজের ব্যক্তিগত কাজ করতে বলতেন তখন আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করতাম। তাকে কোন বিপদমুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলে বন্ধু হিসেবে আমি খুশি হবো।

সাক্ষী বলেন, এম এস রমিজ আমাকে কোন রকম খাতির করেননি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, জনাব রমিজ যখন চট্টগ্রামে গ্রেফতার হন তখন আমি আমার গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম। আমি ১৯৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে ফিরে আসি। চট্টগ্রামে আসার পর আমি জনাব রমিজের গ্রেফতারের খবর জানতে পেরেছি।

বাড়ীতে থাকাকালে পিআইএ'র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারেরর নিকট হতে আমি তারবার্তা পেয়েছি। উক্ত তারবার্তায় আমাকে কাজে যোগদানের জন্য বলা হয়েছে।

চট্টগ্রামে পৌঁছে আমি জনাব রমিজের বাসায় গমন করি। আমি তাঁর মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করি। সেসময় তাঁর স্ত্রী সেখানে ছিলেন না। তাঁর মাতা আমাকে কোন নির্দেশ দেননি। চট্টগ্রামে আর কে কে গ্রেফতার হয়েছিলেন তা আমি জানতে পারিনি।

সাক্ষী বলেন, আমি তখন ছুটিতে ছিলাম। ছুটি হতে ফিরে এসে আমি অফিসে কাজে যোগ দেই। আমি কতদিনের ছুটিতে ছিলাম তা বলতে পারব না।
প্র–জনাব রমিজের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আপনার কোন আলাপ হয়েছিল?
উ–না।
সাক্ষী বলেন, কুমিল্লা সি এম এইচ এ গমন, ঢাকার মোহাম্মদপুরে রমিজের ফ্ল্যাটে গমন, ১৩ গ্রীন স্কোয়ারে গমন, আলী রেজা ও মানিক চৌধুরীকে পিআইএ'র টিকিট প্রদান এই সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকলেও আমি কোন সময়ই এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারিনি। এদের সঙ্গে চলাফেরা ও মেলামেশার সময় আমি কখনও এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারিনি।
প্র–আপনি যখন পেশোয়ারে গিয়ে মোতালেবকে বলেন যে, আগরতলা বৈঠক সফল হয়েছে তখন কাউকে একথার অর্থ কি জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ–না।
প্র–আপনি যখন ফেনীতে ডেনোফা নামক হোটেলে এতগুলো লোককে দেখতে পান তখনও কি তাদের এ সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি?
উ– না।
প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রমিজের বিবৃতির সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে পুলিশের নিকট বিবৃতি দিয়েছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–বিমান বাহিনীতে আপনার স্বাভাবিক চাকুরীর মেয়াদ কত বছর ছিল?
উ–৯ বছর।

সাক্ষী বলেন, ৯ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমাকে পুনরায় কাজ করার জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। বিমান বাহিনীতে চাকুরীর সর্বনিম্ন মেয়াদ ১০ বছর নয়–৯ বছর।

সাক্ষী বলেন, কুমিল্লার ক্যাপ্টেন মোতালেবকে আমি যে ৫শ' টাকা দিয়েছি উক্ত টাকা ব্যতীত জনাব রমিজের নিকট হতে আর কারুর জন্য কোন অর্থ নিয়ে যাইনি। এর আগে ক্যাপ্টেন মোতালেবকে আমি চিনতাম না।

জনাব রমিজ আমাকে কুমিল্লা গমনের জন্য পিআইএ'র টিকেট দেন। কুমিল্লা হতে আমি ট্রেনে চট্টগ্রাম ফিরে যাই। এই সফরের বিমান ভাড়া ও ট্রেনের ভাড়া আমি নিজে বহন করেছি।

প্র–আপনি কতক্ষণ কুমিল্লায় ছিলেন?

উ–প্রায় দেড় ঘণ্টা।

সাক্ষী বলেন, কুমিল্লা যাওয়ার সময় ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের নিকট হতে আমি মৌখিক অনুমতি নিয়েছি। পেশোয়ার ও ঢাকা গমনের জন্য আমি সরকারীভাবে ছুটি নিয়েছি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, কুমিল্লায় দেড় ঘণ্টা অবস্থানকালে ক্যাপ্টেন মোতালেব ব্যতীত আর কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি এবারই প্রথমবারের মত কুমিল্লা সি এম এইচ পরিদর্শন করি। কুমিল্লা হতে রিকসাযোগে আমি মোতালেবের নিকট গমন করি। আমি যখন তার কাছে যাই তিনি তখন হাসপাতালে হাঁটছিলেন। তাকে বিছানায় শয্যাগত দেখিনি। তার কক্ষে গিয়ে আমি তার নিকট টাকা দেই। আমি যখন তাকে টাকা দেই তখন অন্য কেউ সেখানে ছিলেন কিনা বলতে পারব না। আমি একথা কারুর কাছে বলিনি। এটা যে একটা গোপনীয় ব্যাপার তাও আমি জানতাম না।

প্র–আপনি যে কুমিল্লা যাচ্ছেন একথা আপনার কোন সহকর্মীর নিকট বলেছিলেন?

উ–অন্যান্য সহকর্মীরা জানতেন যে, আমি বিমানবন্দরে যাচ্ছি। জনাব রমীজও আমাকে বলেননি যে, এটা একটি গোপনীয় বিষয়।

সাক্ষী বলেন, কুমিল্লা যাওয়া-আসার জন্য আমি যে অর্থব্যয় করেছি তা জনাব রমিজের জন্য শ্রদ্ধাবশতঃ ব্যয় করেছি।

এই পর্যায়ে বিচারপতি এস এ রহমান বলেন, এই ব্যক্তিকে একজন সহচর (একমপ্লিস) ব্যতীত অপর কিছুই গণ্য করা যায় না। কাজেই তাকে এত জেরা করার কোন দরকার নেই।

জনাব সালাম খান বলেন যে, তিনি তার জেরা সংক্ষেপ করবেন।

প্র–মুসলমানের পক্ষে মদ্যপান করা কি আপনি পছন্দ করেন?

উ–না।

প্র–মদ্যপান করে এরূপ লোককে আপনি পছন্দ করেন?

উ–না।

প্র–আপনি কি জানেন যে, জনাব রমিজ একজন সাংঘাতিক রকমের মদ্যপায়ী?

উ–হ্যাঁ, জানি।

প্র–জনাব রমিজ যে মেয়েমানুষের কাছে যেতেন তা কি আপনি জানেন?

উ–আমি জানি না।

প্র–একথা কি সত্য যে, কুমিল্লা যাওয়ার বিষয়টি গোপনীয় একথা না জেনে আপনার কুমিল্লা যাওয়ার কাহিনী ভিত্তিহীন?

উ–একথা সত্য নয়।

সাক্ষী বলেন, আমি কখনও অফিসের কাজে এবং কখনও সঙ্গদানের জন্য জনাব রমিজের মোহাম্মদপুরস্থ ফ্ল্যাটে যেতাম।

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একথা বলেছেন যে, ১৯৬৭ সালের প্রথমদিকে ফেব্রুয়ারী অথবা এপ্রিল মাসে স্টুয়ার্ড মুজিব, লেঃ মোয়াজ্জেম ও আলী রেজাকে জনাব রমিজের চট্টগ্রামস্থ অফিসে আসা-যাওয়া করতে দেখেছেন?

উ–আমি বলতে পারব না (এরূপ রেকর্ড নেই)

সাক্ষী বলেন একথা সত্য নয় যে, চট্টগ্রামে লেঃ মোয়াজ্জেমকে আমি জনাব রমিজের সাথে দেখা করতে দেখিনি।

প্র–১৯৬৭ সালের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে লেঃ মোয়াজ্জেম কোথায় থাকতেন তা আপনি জানেন?

উ–আমি জানি না।

প্র–তিনি ঐ সময় কোথায় নিযুক্ত ছিলেন তা জানতেন?

উ–না।

প্র–লেঃ মোয়াজ্জেম ১৯৬৭ সালের ১০ই মার্চ হতে বরিশালে নিযুক্ত ছিলেন একথা কি আপনি জানেন?

উ–আমি জানি না।

প্র–স্টুয়ার্ড মুজিব ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী হতে এপ্রিল পর্যন্ত কোথায় কাজে নিযুক্ত ছিলেন তা আপনি জানেন?

উ–জানি না।

প্র–স্টুয়ার্ড মুজিব ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে কোথায় থাকতেন তা আপনি জানেন?

উ–জানি না।

প্র–১৯৬৭ সালের জুন মাসে আপনি যখন জনাব রমিজের সাথে ঢাকা আসেন তখন যে সমস্ত ব্যক্তির সাথে দেখা হয়েছে বলে আদালতে বলেছেন, এরা ব্যতীত আর কোন লোকের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল কি?

উ–বাহারুল হক নামে আমার চাচাত ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে জনাব রমিজ বেলা ১টা হতে ৩টার মধ্যে আমাকে ফোন করে তার সাথে দেখা করতে বলেন। তিনি বলেন যে, আমাকে তার সাথে যেতে হবে। চট্টগ্রামের বাইরে তার সাথে যেতে হবে একথা ফোনে আমাকে বলেননি। ঐদিন কিবার ছিল তা আমি বলতে পারব না।

সাক্ষী বলেন, আমি দৈনিক সাড়ে ৭ ঘণ্টা কাজ করি। পিআইএ'র চট্টগ্রাম অফিসে ৫ জন টেলিফোন অপারেটার আছেন। আমিও অন্যান্য সকল অপারেটার একটি কক্ষে কাজ করি। সাধারণতঃ ২/৩ জন অপারেটার একত্রে ডিউটিতে থাকেন। বিকেলের দিকে যখন কাজ হালকা হয়ে আসে তখন একজন ডিউটিতে থাকেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি বেলা সাড়ে তিনটায় রমিজের বাসায় গিয়েছি। ৫টার পর আমরা ফেনী রওয়ানা হই। আমি এর আগে আর ফেনী যাইনি। রেল স্টেশন হতে হোটেল ৩/৪শ গজ দূরে অবস্থিত। হোটেল ও রেল স্টেশন এক রাস্তার পাশে অবস্থিত নয়। রেল স্টেশন প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত নয়।

সাক্ষী বলেন, আমি ট্রেনে ভ্রমণকালে বহুবার এই রেল স্টেশন অতিক্রম করেছি। যখন ট্রেনে এই স্টেশন অতিক্রম করতাম তখন জানতাম না যে, হোটেল ট্রেন হতে দেখা যায়।

প্র–আপনারা যে স্টাফ কারে এসেছিলেন তা লগ বইতে এনট্রি করা হয়েছিল কি?

উ–আমি জানি না।

সাক্ষী বলেন, আমরা রাত সাড়ে ৮টা হতে সাড়ে ৯ টার মধ্যে ফেনী পৌঁছি। ফেনীতে বিজলী বাতি আছে। হোটেলটি একটা দ্বিতল বাড়ীতে অবস্থিত। আমি হোটেলের সাইনবোর্ড দেখেছি কিনা মনে নেই।

আমরা চট্টগ্রাম হতে সরাসরি ফেনী চলে আসি, পথে কোথাও থামিনি। হোটেলের কামরায় এইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। জনাব রমিজ যখন উক্ত কক্ষ ত্যাগ করেন তখন তাদের সাথে আমি খোশগল্প করি। তারা আমাকে উক্ত কক্ষ হতে চলে যেতে বলেননি।

ঐ হোটেলে তখন ২জন বেয়ারা ছিল। উক্ত হোটেলের রুহুল আমিন নিয়াজিকে আমি চিনি না।

১৯৬৮ সালের মে মাসে আমাকে টি আই প্যারেডের সম্মুখীন হতে হয়। দু'জন লোক এসেছিলেন আমাকে শনাক্ত করার জন্য। তাদের আমি চিনি না। তারা উক্ত হোটেলের বেয়ারা কিনা তাও বলতে পারব না। তাদের একজন আমাকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। আমাকে ঐ হোটেলে পরে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

সাক্ষী বলেন, রাত আড়াইটার সময় জনাব রমিজ হোটেলে আসেন। একজন কেউ আমাকে ঘুম হতে জাগিয়ে দেন। আমি জেগে উঠে জনাব রমিজকে সেখানে দেখতে পাই।

সাক্ষী বলেন, ঐসব ব্যক্তিদের পথে নামিয়ে দেবার জন্য আমরা যখন গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিলাম তখন জনাব রমিজ ও অন্যান্যদের মধ্যে কোন কথা হয়নি।

প্র–আপনার কি শুকনা ফলের ব্যবসা আছে?

উ–না।

এরপর কৌসুলী জনাব সালাম খান সাক্ষীর হাতে ক্যাপ্টেন মোতালেবের আইডেনটিটি কার্ড প্রদান করে তাতে কি লেখা আছে পড়তে বলেন। সাক্ষী বলেন, তাতে লেখা আছে যিনি এটা পাবেন তিনি নিকটস্থ ডাক বাক্সে ফেলে দেবেন।

সাক্ষী বলেন, জনাব রমিজ কর্তৃক প্রদত্ত ক্যাপ্টেন মোতালেবের আইডেনটিটি কার্ড দিয়ে আসার জন্য আমি পেশোয়ার গিয়েছি এরূপ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছি কিনা মনে নেই। (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)

প্র–পুলিশের নিকট বলেছেন?

উ–মনে নেই (রেকর্ড নেই)।

সাক্ষী বলেন, পেশোয়ারে ক্যাপ্টেন মোতালেবের সঙ্গে তার বাসায় আমার সাক্ষাৎ হয়। অন্য কোন বাঙ্গালী অফিসারের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হয়নি। তিনি মোলড রোডে বাস করতেন।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, বিমান বাহিনীতে চাকুরী করার সময় আমি পেশোয়ার গিয়েছিলাম।

প্র–পেশোয়ার যাওয়ার জন্য আপনি কি কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়েছিলেন?

উ–তা আমার মনে নেই। আমি পেশোয়ারে মোতালেবের বাসায় দুই দিন অবস্থান করি।

প্র–পেশোয়ারে অবস্থানকালে আপনি মোতালেবকে এসব ব্যাপার সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?

উ–না।

প্র–আলী রেজাকে কেন এই টিকিট দেয়া হয়েছে তা আপনি জানতেন?

উ–না। আলী রেজাকে এ ব্যাপারে আমি কোন প্রশ্নও করিনি।

আমি যখন এই টিকিট দেয়ার জন্য ঢাকা আসি তখন অন্য কারুর সাথে আমার দেখা হয়নি।

সাক্ষী বলেন, ধারে টিকিট কাউকে দেয়া হলে তা খাতায় লেখা হয় কিনা আমি জানি না। পিআইএ'তে ধারে টিকিট ইস্যু করার ব্যাপারে ডিস্ট্রিক্ট

ম্যানেজার বা যাকে অথারিটি দেয়া হয় তাকে সই করতে হয়। ঐ সময় পিআইএ এরূপ একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, আগে ভ্রমণ করুন পড়ে ভাড়া শোধ করুন।

সাক্ষী বলেন, আমি যখন আলী রেজার টিকিট নিয়ে যাই তখন সই করেছি কিনা মনে নেই।

মানিক চৌধুরীকে দেয়া ধারে টিকিটটি বইতে লেখা হয়েছে কিনা আমি জানি না। একথা ঠিক নয় যে, মানিক চৌধুরীকে কোন টিকিটই ইস্যু করা হয়নি। জনাব রমিজ যখন মানিক চৌধুরীর টিকেট আমাকে দেন তখন উক্ত কক্ষে আর কে ছিলেন তা আমি বলতে পারব না। আমি ডিউটিতে থাকাকালে জনাব রমিজের কক্ষে গিয়েছিলাম।

সাক্ষী বলেন, উক্ত টিকিটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানিক চৌধুরীর সাথে আমার কোন কথা হয়নি।

আমি টেলিফোন রুমে বসে ছিলাম। মানিক চৌধুরী এসে বলেন যে, আমি আনোয়ার হোসেন কিনা। উক্ত টিকিট রিটার্ন টিকিট ছিল কিনা বলতে পারব না।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, আমি যখন ঢাকা গিয়ে ক্যাপ্টেন মোতালেবের নিকট কুমিল্লা যাই তখন তিনি বলেন যে, তিনি এক হাজার টাকা ঋণ চেয়েছিলেন ৫শ' টাকা নয়।

সাক্ষী বলেন, ৬৮ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে সিগন্যাল মেসে আমার ছবি নেয়া হয়। চট্টগ্রাম হতে ১৯৬৭ সালের ২৭শে অথবা ২৮শে ডিসেম্বর আমাকে ঢাকা আনা হয় এবং রাজারবাগে নেয়া হয়।

আমি সামরিক হাজতে একটি কক্ষে বাস করতাম। তার পাশে আরও কক্ষ আছে। তাতে কারা থাকেন আমি জানি না। আমি হাজতে থাকাকালে মেজর নাসের এবং লেঃ শরীফ আমার সাথে দেখা করতেন। আমার রুম নম্বর হচ্ছে, ৮/এ, সার্জেন্ট শের আলী বাজ এই রুমে থাকতেন কিনা তা আমি জানি না।

প্র–আপনার গ্রেফতারের পরই আপনাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয় কি?

উ–আমি জানি না।

আমাকে ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জানান হয় যে, আমাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমাকে পরে চাকুরীতে বহাল করা হয়েছে।

সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমাকে ৬৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বরখাস্ত করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২৯শে আগস্ট চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। পুনর্বহাল ১৭-১২-৬৭ তারিখ হতে কার্যকরী করা হয়।

প্র–আপনি পেশোয়ার যাওয়ার জন্য ছুটির দরখাস্তে লিখেছেন যে, ইউনিয়নের সভায় যোগ দিতে যাচ্ছেন, একথা সত্য কি?

উ–হয়ত তা বলেছি।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা

এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দেবেন একথা লেঃ শরীফকে কি উপলক্ষে বলেছিলেন?

উ–লেঃ শরীফ আমাকে বলেন যে, আমি কোন বিবৃতি দেব কিনা। তখন আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিতে রাজী হই।

জুলমত আলী খান

এরপর জনাব জুলমত আলী খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, পিআইএ'র চট্টগ্রাম অফিসের টেলিফোন ম্যানুয়েল সিস্টেমে চলে। টেলিফোন অপারেটারদের অফিস সংরক্ষিত এলাকা। একটি বারান্দা দ্বারা এই কক্ষটিকে অফিস হতে পৃথক করা হয়েছে।

মানিক চৌধুরীর টিকেট দেয়ার দিন আমি ইউনিয়ন সম্পর্কে কথা বলার জন্য জনাব রমিজের কক্ষে যাই। আমি তখন বোর্ডে ছিলাম। কি রিলিফে ছিলাম তা বলতে পারব না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, প্রতি সিফটে একজন টেলিফোন অপারেটর কাজ করেন। এক্সচেঞ্জে কাজ করার সময় তিনি রুমের দরজা বন্ধ করেন না।

প্র-পিআইএ'র টিকেটে মানিক চৌধুরী কবে ঢাকা যাবেন আপনি তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–টিকেটটি আপনি নিজে দেখেছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–টিকেটের মেয়াদ কতদিন ছিল?

উ–একবছর।

প্র-সে সময়ের ঢাকা-চট্টগ্রাম বিমান চলাচলের সময়সূচী আপনার মনে আছে কি?

উ–জী না।

এখানেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার স্বাক্ষী পিআইএ'র চট্টগ্রাম শাখার টেলিফোন অপারেটর জনাব আনোয়ার হোসেনের জেরা সমাপ্ত হয়। অতঃপর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জনাব রজব হোসেনের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়।

রজব হোসেনের সাক্ষ্য

জনাব রজব হোসেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক কর্মচারী। তাঁর বর্তমান বয়স ৩৮ বছর। ঢাকাস্থ ৩৭ নম্বর আরামবাগে তাঁর নিবাস।

আদালতে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের পর তিনি বলেনঃ ১৯৪৮ সালের ১৬ আগস্ট শিক্ষার্থী হিসাবে আমি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করি। পিএএফ-এর কোহাট স্টেশনে আমাকে ছ'মাসের ট্রেনিং দেয়া হয়

এবং ট্রেনিং শেষে আমাকে পিএএফ-এর ড্রিগ রোডস্থ স্টেশনে টেকনিক্যাল ট্রেনিংএ পাঠানো হয়। এক বছরব্যাপী টেকনিক্যাল ট্রেনিং শেষে রিক্রিয়েশনের জন্যে আমাকে মারী হিলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে আমাকে রিসালপুর পিএএফ স্টেশনে মোতায়েন করা হয়।

১৯৫৩ সাল পর্যন্ত আমি রিসালপুরে ছিলাম। অতঃপর ১৯৬৫ সালে আমাকে পিএএফ-এর ঢাকা স্টেশনে বদলী করা হয়। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি ঢাকা ছিলাম। পরে ঢাকা থেকে আমাকে চাকলালা বদলী করা হয়।

জনাব রজব হোসেন তাঁর সাক্ষ্যে বলেনঃ চাকলালা থাকাকালে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রে আমি টেলিভিশন দেখছিলাম। সেসময়ে একজন লোক এসে আমাকে কাণে কাণে বললেন, আমার একজন মেহমান বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

আগন্তুক ভদ্রলোক তাঁর নাম সার্জেন্ট জহুর বলে আমাকে জানান। তিনি আমাকে এক কোণায় নিয়ে বললেন, আমি যেন সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে দেখা করি। সার্জেন্ট শামসুল হক সেসময়ে ড্রিগ রোডে মোতায়েন ছিলেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ঢাকা পিএএফ স্টেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চাকুরী করার সময় থেকে আমি সার্জেন্ট শামসুল হককে চিনতাম।

অতঃপর স্বাক্ষী বলেনঃ সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে সাক্ষাৎ করার কথা বলে সার্জেন্ট জহুর আমার নিকট বৈষম্যের কথা বলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে তাঁদের দলে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেন। আমি এইসব ব্যাপারে জড়িত হতে অসম্মতি প্রকাশ করি এবং এ ব্যাপারে আমাকে অনুরোধ না করার জন্যে বলি। এতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং আমাদের মধ্যে বাক বিতণ্ডা হয়। অতঃপর এ ব্যাপার সম্পর্কে অন্য কাউকে কিছু না বলার জন্যে তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। আমাকে হুমকি দেয়া হয় যে, আমি যদি এসব কথা প্রকাশ করি তাহলে আমার পরিবারসহ নির্মূল করা হবে। তারপর তিনি সেখান থেকে চলে যান।

এই পর্যায়ে সার্জেন্ট জহুরুল হককে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকটে গিয়ে বলেনঃ আমি সার্জেন্ট জহুরকে সনাক্ত করতে পাচ্ছি না। কারণ তাকে আমি মাত্র একবার ক্ষণিকের জন্যে দেখেছি।

অতঃপর সার্জেন্ট সামসুল হককে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় তাঁকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী রজব হোসেন বলেনঃ এই ঘটনার পর এসব ব্যাপারে আমি অন্য কারও নিকট আর প্রকাশ করিনি।

এখানেই জনাব রজব হোসেনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁকে জেরা করেন।

সালাম খানের জেরা

প্র–পুলিস আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে অন্য কাউকে আপনি এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছিলেন কি?

উ–জী না।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, সার্জেন্ট জহুরের পুরা নাম তিনি জানেন না। তিনি তাঁকে (সাক্ষীকে) সার্জেন্ট জহুর বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন।

প্র–কমন রুমে টেলিভিশন দেখার জন্যে তখন কত লোক জড়ো হয়েছিলেন?

উ–১৫/২০ জন।

প্র–সার্জেন্ট জহুরের আগমন সংবাদ আপনাকে কে দিয়েছিলেন?

উ–আমার রুমমেটদের একজন দিয়েছিলেন।

প্র–টেলিভিশন রুমে অন্য কোন বাঙ্গালী সার্জেন্ট ছিলেন কি?

উ–আমি তা জানি না।

প্র–আপনার ব্যারাকে অন্য কোন বাঙ্গালী সার্জেন্ট ছিলেন কি?

উ–একজন কি দু'জন ছিলেন। এঁদের একজনের নাম সার্জেন্ট খান। অপরজন নতুন এসেছিলেন। আমি তাঁর নাম বলতে পাচ্ছি না।

প্র–অন্য কাউকে এই ঘটনা বলেননি কেন?

উ–ঘটনা বলতে আমার বাধোবাধো ঠেকছিল।

প্র–পুলিশ আপনাকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আপনি বিস্মিত হয়েছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–পুলিশ কোথায় আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?

উ-পিএএফ এর ঢাকা স্টেশনে ।

প্র-সেসময়ে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কি?

উ–আমি তা জানি না।

প্র–কখন পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?

উ–১৯৬৮ সালের মে মাসে।

প্র–জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আপনাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা হয়েছিল কি?

উ–জী না। বার্ষিক ছুটি উপলক্ষে আমি বাড়ী আসলে আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

প্র–ঘটনার সাথে আপনি জড়িত আছেন বলে পুলিশ আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?

উ–জী না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সংবাদপত্রে তিনি সার্জেন্ট জহুর ও সার্জেন্ট সামসুল হকসহ অন্যান্যদের গ্রেফতারের সংবাদ পড়েছেন। চাকলালাতে তিনি এই সংবাদ পাঠ করেন। এরপর তিনি তাঁদের কোন খবরাখবর নেননি।

প্র–এ ব্যাপারে অন্য কাউকে বলেননি কেন?

উ–এসব ঘটনার কোন প্রমাণ ছিল না। এছাড়া আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

প্র–তাহলে পুলিশের নিকট জবানবন্দী করলেন কেন?

উ–যেহেতু আমি বলতে বাধ্য তাই বলেছিলাম।

প্র–এই মামলায় সাক্ষ্য দেয়ার কথা পুলিশ আপনাকে বলেছিল কি?

উ–জী না। জবানবন্দী নিয়েই পুলিশ আমাকে ছেড়ে দেয়।

প্র–জবানবন্দী না দিলে আপনাকে গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ হুমকি দিয়েছিল কি?

উ–জী না।

প্র–বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব আছে কিনা এ সম্পর্কে অন্য কোন বাঙ্গালী অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?

উ–জী না। কারণ এ ব্যাপারে আমি উৎসাহী ছিলাম না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁকে বারান্দায় নিয়ে এসব কথা বলা হয়েছিল। কথা শেষ হলে তিনি ব্যারাকে ফিরে যান। ব্যারাকে সার্জেন্ট খান, সার্জেন্ট হোসেন ও সার্জেন্ট রহমান তাঁর রুমমেট ছিলেন।

প্র–তখন আপনার পরিবার কোথায় ছিল?

উ–পূর্ব পাকিস্তানে।

এখানেই জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা শেষ হয়। অতঃপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে একটি মাত্র প্রশ্ন করেন।

খান বাহাদুর ইসমাইল

প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট একথা বলেছিলেন যে, ঘটনা সম্পর্কে ভয়ে আপনি অন্য কাউকে কিছু বলেননি?

উ– জী, হ্যাঁ বলেছি। (রেকর্ডে তা নেই)।

ফজলুল করিম

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব ফজলুল করীম সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–আপনাকে কখন সার্জেন্ট পদে উন্নীত করা হয়?

উ–১৯৬৭ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারী।

প্র–চাকুরীতে সার্জেন্ট শামসুল হক কি আপনার সিনিয়র ?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার আগে তাঁর পদোন্নতি হয়েছিল বলে আপনি দুঃখীত হয়েছিলেন?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–তাঁর প্রতি আপনি কি ইর্ষা পোষণ করতেন?

উ–জী না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ঢাকা পিএএফএ কাজ করার সময় জনাব শামসুল হকও তাঁরই মত কর্পোরাল ছিলেন। পরে জনাব শামসুল হক সার্জেন্ট পদে উন্নীত হন।

এই পর্যায়ে জনাব রজ্জব হোসেনের জেরা শেষ হয় এবং মামলার অন্যতম সাক্ষী পিএএফ-এর সাবেক ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

জাকির আহমদের সাক্ষ্য

সাবেক ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির আহমদের বাড়ী নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া থানায়। তাঁর বয়স ৪৪ বছর। বর্তমানে তিনি পাকিস্তান সরকারের ফসল সংরক্ষণ বিভাগে চাকুরী করছেন।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে জনাব জাকির আহমদ বলেনঃ ১৯৬৮ সালে ওয়ারেন্ট অফিসার হিসাবে আমি পাকিস্তান বিমান বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করি। অবসর গ্রহণের সময় আমি পিএএফ-এর ঢাকা হেডকোয়ার্টারে নিযুক্ত ছিলাম। ১৯৬৪ সালের নবেম্বর মাস থেকে অবসরগ্রহণ কাল পর্যন্ত আমি ঢাকাতেই মোতায়েন ছিলাম। এখানেই সার্জেন্ট আবদুল হালিমের সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি পিএএফ এর ঢাকা কেন্দ্রের একাউন্টস বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। আমার একাউন্টস এর ব্যাপারে তাঁর নিকট আমি যেতাম।

সাক্ষী জাকির আহমদ বলেন, ১৯৬৭ সালের অক্টোবর/নবেম্বর মাসে চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণের পর আমি কি করব তা তিনি জানতে চান। আমি তখন তাঁকে বলি যে, এ ব্যাপারে আমি এখনও কোন সিদ্ধান্ত করিনি। অতঃপর তিনি আমাকে কয়েকজন সাবেক সামরিক কর্মচারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। তিনি আমাকে সাবেক সার্জেন্ট রাজ্জাকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার আশ্বাস দেন। সার্জেন্ট রাজ্জাক তখন আওলাদ হোসেন মার্কেটে ঔষধের দোকান করতেন। এক সপ্তাহ পরে তিনি আমাকে আওলাদ হোসেন মার্কেটে যেতে অনুরোধ করেন। সেখানে সার্জেন্ট রাজ্জাকের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। তাঁর কথামত, আমি আওলাদ হোসেন মার্কেটের একটি মসজিদের নিকট যাই। সার্জেন্ট হালিম সেখানেই ছিলেন। তারপর তিনি আমাকে আওলাদ হোসেন মার্কেটের

সন্নিকটস্থ একটি বাড়ীতে নিয়ে যান। এলাকাটি মনিপুরীপাড়া বলে সার্জেন্ট হালিম আমাকে জানান। মনিপুরীপাড়ার সে বাড়ীটিতে যাবার পথে সার্জেন্ট শামসুদ্দিন ও সার্জেন্ট ফজলুল হকের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা দু'জনে আমাদের সাথে সে বাড়ীতে যান। বাড়ীতে পৌঁছে আমরা সার্জেন্ট রাজ্জাককে সেখানে দেখতে পাই। সার্জেন্ট হালিম তখন সার্জেন্ট রাজ্জাকের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা সেখানে বসে পড়ি এবং সার্জেন্ট রাজ্জাক আমাদেরকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। সার্জেন্ট হালিম আলোচনা উত্থাপন করে বলেন যে, আমার অবসরগ্রহণের সময় হয়ে এসেছে এবং আমার একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করা দরকার।

সাক্ষী আরও বলেনঃ এর উত্তরে রাজ্জাক বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের পক্ষে ব্যবসা করা ও চাকুরী করা বিশেষ অসুবিধাজনক। আঞ্চলিক বৈষম্যই এই জন্যে দায়ী। তিনি ব্যবসা ও চাকুরী-চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের উদাহরণ প্রদান করেন। তারপর তিনি বলেন যে, বৈষম্য দূর করার জন্যে তাঁরা সংগঠন গড়ে তুলছেন। তবে কিভাবে বৈষম্য দূর করা হবে সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি।

সাক্ষ্যদানের এই পর্যায়ে সাক্ষী জাকির আহমদ অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় সাবেক সার্জেন্ট রাজ্জাক ও সার্জেন্ট ফজলুল হককে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

আজাদ

৩১শে অক্টোবর ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্য্যক্রম চ্যালেঞ্জ মামলাঃ
১০ই ডিসেম্বর রীট আবেদনের শুনানী ধার্য্য

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ গতকাল বুধবার জনাব শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কার্য্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করিয়া পেশকৃত রীট আবেদনটির শুনানী আগামী ১০ই ডিসেম্বর ধার্য্য করিয়াছেন।

ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি, এ, সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে উক্ত বিশেষ বেঞ্চ গঠিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গতকাল উক্ত রীট মামলাটি শুনানীর দিন ধার্য্যের জন্য হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ কর্তৃক শ্রবণীয় মামলার তালিকাভুক্ত হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত জনাব শেখ মুজিবর রহমানের কৌঁসুলী জনাব এম এ ইসলাম উক্ত মামলাটি আগামী ১০ই ডিসেম্বর তারিখে শুনানী করার প্রার্থনা জানান। উপরোক্ত প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটির শুনানী উক্ত তারিখে ধার্য করা হয়।

উল্লেখ্য যে, জনাব শেখ মুজিবর রহমানের প্রধান কৌঁসুলী মিঃ টমাস উইলিয়ামস গত আগষ্ট মাসে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান, বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মুকসুমূল হাকিম সমবায়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমীপে বিচারাধীন শেখ মূজিবর রহমান ও অন্যন্যাদের বিরুদ্ধে আনীত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত বিচারাধীন মামলাটির কার্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া ঢাকা হাইকোর্টে এক রীট আবেদন পেশ করেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার ও মেজর নাসেরকে কারণ দর্শাইবার নির্দ্দেশ দিয়া রুল জারি করা হয়। অতঃপর হাইকোর্টের শরৎকালীন ছুটি হওয়ায় মামলাটি ৩০শে অকটোবর তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্যের জন্য হাইকোর্টের শ্রবণীয় মামলার তালিকাভুক্ত হয়।

উপরোক্ত মামলায় আইনের গূঢ় প্রশ্ন জড়িত থাকায় উহা বিচারের জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তিনজন বিচারপতি সমবায়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আবেদনকারী জনাব শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে মিঃ টমাস উইলিয়ামসের উক্ত মামলার সওয়াল-জবাব করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

Pakistan Observer

31th October 1968

Confidential report

Witness says he did not mention it to police

(By A Staff Correspondent)

Prosecution witness ex-warrant Officer Zakir Ahmed, who is now an employee in the Plant Protection Department, on Wednesday told the Special Tribunal trying the case State Versus Skeikh Mujib and Others at Dacca Cantonment that he did not mention in his statement to the police that he had submitted to wing Commander Ashfaq Mia a confidential report about the activities of some persons for separating. East Pakistan from the Centre through an armed revolt. The witness said this in reply to a question by the defence counsel Khan Bahadur Mohammad Ismail.

(In his exmination-in-chief the witness said that he had submitted a confidential report to the Wing Commander).

The Special Tribunal, which consists of Mr. Justice S. A. Rahman, as Chairman and Mr. Justice M. R. Khan and Mr.Justice Muksumul Hakim as members recorded the evidence of prosecution witness Mr.K.G.Ahmed (Kazi Giasuddin Ahmed).The examination-in-chief of prosecution witness Mohammad Mohsin was being recorded when the court rose for the day. The day's proceedings began with the examination of the witness Zakir Ahmed by defence counsel Mr. Abdus Salam Khan. In reply to a question the witness said that prior to submitting the report to the Wing Commander, he did not mention about the separatist activities to anybody else.

He said that he had direct access to the Wing Commander. He said that he had submitted the report one week after the meeting at Monipuripara and during the week he tried to contact the Wing Commander but could not find an opportunity as the Wing Commander was busy. Abdus Salam Khan (A.S. K.) : Did you try to meet him in his house?

Zakir Ahmed (Z. A) : No, I am not supposed to visit an officer's house.

Morning News

31th October 1968

Mujib wanted to form a revolutionary party, deposes witness Mohsin

(By Our Staff Reporter)

The Special Tribunal hearing Agartala conspiracy case yesterday concluded the recording of the evidence of the prosecution witnesses, ex-Warrant Officer Zaker Ahmed and businessman-industrialist, Mr.K.G. Ahmed.

The examination-in-chief of the next prosecution witness Mr.Mohammad Mohsin, a businessman and contractor by profession, was also concluded. The Court rose for the day immediately after the examination-in-chief of Mr. Mohammad Mohsin was recorded. He will be cross-examined by the defence counsels today.

The three-member Special Tribunal, headed by former Chief Justice of Pakistan, Mr. Justice S.A. Rahman, is trying Awami League leader, Shiekh Mujibur Rahman, three senior

civil servants, a Naval Commander and 30 others for conspiring to separate East Pakistan from the Centre by armed revolt with arms and funds to be supplied by India.

The chief prosecution counsel, Mr. Manzur Quader, in the very beginning of the session told the Tribunal that out of the 230 listed witnesses about 150 might be examined and 70 to 80 witnesses would be tendered. The Tribunal has so far recorded the evidence of 20 witnesses including 11 approvers.

Mr. Mohammad Mohsin in his examination-in-chief said that 6 or 7 days before his arrest in May 1966 Sheikh Mujibur Rahman had told him that he might be arrested and added that he will form a revolutionary party making it such that if one person was arrested, the others would carry on the programme.

The prosecution witness said that in October 1966, one Mr. Murad, who was connected with the group, had asked him to contribute Rs. 2 to 3 Lakhs for the purchase of arms and ammunition from India or Indonesia. He said he had turned out the man from his house because of his "absurd word". He said on earlier occasion he had contributed to the Awami League party fund.

K.G. AHMED

Earlier prosecution witness Mr. K.G. Ahmed in his cross-examination deposed that in December 1965 at a meeting held at the residence of accused Mr. Ahmed Fazlur Rahman in Karachi, Mr. Rahman upheld the boldness of Sheikh Mujibur Rahman for his struggle to save the prestige of East Pakistan. He had also discussed the economic policy of the government. He had said that Without economic freedom the fate of East Pakistan would not be changed.

Mr. K. G. Ahmed said Lt.Com. Moazzem Hossain while leaving the meeting had requested him to put a word to the Commander-in-Chief of the Navy for his transfer to East Pakistan on compassionate grounds. He said in a meeting of the National Shipping Corporation in October 1965 he talked to the Navy Chief for Lt. Com. Moazzem Hossain's transfer to East Pakistan. He said but the C-in-C Navy expressed his inability to transfer him to East Pakistan on account of emergency in the country.

The Prosecution Witness, Mr. K.G. Ahmed, in reply to a defence counsel's question said he was never a member of

an organisation which aimed at separating East Pakistan from West Pakistan. He did not also promise any financial help to any such organisation. He denied the defence counsel's suggestion that another prosecution witness, Mr. Amin Hossain, had collected funds from him for any such purpose. He also said he did never promise any job to any of the party workers of any revolutionary movement.

In response to a question from Khan Bahadur Nazir Ahmed the prosecution witness said that it was not correct that Lt. Sharif had told him that he was an important member of the revolutionary organisation and that he had also agreed to collect subscription for the same.

Morning News

31th October 1968

Mujib's petition : Hearing fixed for Dec-10

(By Our High Court Correspondent)

The petition of Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1 in the case of State vs Sheikh Mujibur Rahman and others challenging the legality of the trial of the case by Special Tribunal came up for hearing before a Special Bench of the Dacca High Court yesterday.The Special Bench consisted of Mr. Justice B.A. Siddiky, the Chief Justice, Mr. Justice Salahuddin and Mr. Justice A. Hakim.

The Special Bench fixed the date of the hearing on December 10, 1968.

The petition was moved on behalf of Sheikh Mujibur Rahman before a Division Bench comprising the Chief Justice and Mr. Justice A. Hakim on August 5, 1967, by Mr. Thomas William, a Queen's Counsel.

Upon that petition the Division Bench had issued a rule on the Government of Pakistan and others to show cause as to why the proceedings now pending before the Special Tribunal should not be declared to have been made without any lawful authority.

Mr. Kamal-uddin Hossain, Deputy Attorney General, assisted by Kazi Shafiuddin Ahmed, appeared for the respondents.

Mr. Asrarul Hossain, Advocate General of East Pakistan also appeared for the respondents.

Mr. Amirul Islam appeared on behalf of the petitioner.

সংবাদ

৩১শে অক্টোবর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা সংক্রান্ত রুলনিসি :

আগামী ১০ই ডিসেম্বর শুনানীর দিন ধার্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

'ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার' ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানসহ ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনকারী অর্ডিন্যান্সের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া ঢাকা হাইকোর্টে পেশকৃত রীট আবেদনক্রমে পাকিস্তান সরকার ও অপর দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে রুলনিসি জারী হইয়াছে উহার শুনানী ১০ই ডিসেম্বর শুরু হইবে।

ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি, এ, সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ এবং বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চ গতকাল শুনানীর উপরোক্ত তারিখ নির্ধারণ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস গত ৫ই আগষ্ট ঢাকা হাইকোর্টে এক রীট আবেদন পেশ করিয়া উপরোক্ত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন।

সরকারপক্ষে ডেপুটি এটর্নী জেনারেল জনাব কামাল হোসেন এ্যামিকাস কিউরিরূপে এডভোকেট জেনারেল আসয়ারুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম।

সংবাদ

৩১শে অক্টোবর ১৯৬৮

২১ নম্বর সরকারী সাক্ষী মোহাম্মদ মোহসীনের জবানবন্দী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (বুধবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ২১ নম্বর সরকারী সাক্ষী মোহাম্মদ মোহসীন নিম্নোক্ত জবাবন্দী প্রদান করেন।

আমার নাম মোঃ মোহসীন। পিতার নাম মরহুম মৌলভী তসিমুদ্দিন আহমদ। আমার বয়স ৪৮ বৎসর। আমি বিশ্বাসে মুসলমান। খূলনার কোতওয়ালী থানায় মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্ক রোডের বাসিন্দা।

আমি একজন কন্ট্রাকটর এবং ব্যবসায়ী। আমার বার্ষিক আয় প্রায় এক লাখ টাকা। শেখ মুজিবর রহমানকে আমি চিনি (সাক্ষী)। শেখ মুজিবর রহমানকে ডকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। আমি ১৯৪৩ সনে কলিকাতায় বাকের হোষ্টেলে জনাব রুহুল কুদ্দুসের রুমে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি।

জনাব রুহুল কুদ্দুস আমার সম্পর্কিত ভাই। আমার ব্যবসায়ের ব্যাপারে আমি কখনও শেখ মূজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। বেঙ্গল মিউচুয়্যাল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি বীমা কোম্পানী চালু করার জন্য আমি শেখ মুজিবর রহমানকে ১০ হাজার টাকার একটি চেক দিয়াছি। আমি উক্ত কোম্পানীর একজন ডিরেকটর ছিলাম। আমি হোটেল ইডেন চিনি। ১৯৬৬ সনে হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের একটি সভা হয় এবং উক্ত সভায় ৬-দফা কর্মসূচী পাস করা হয়। ২/৩ দিন পর শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি তাহাকে ঐ সভায় খরচ মিটানোর জন্য ২ হাজার টাকা দিয়াছি। ইহার পর অনেক বার আমি স্বেচ্ছায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি তাঁহার বাড়ীতে যাই। আমাকে দেখিয়া তিনি আমাকে পাশের কক্ষে নিয়া যান এবং আওয়ামী লীগের জন্য টাকা চান। আমি বলিলাম যে, আমার সাথে টাকা নাই। আমি পরে পাঠাইয়া দিব । তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার পর রাস্তায় একজন লোকের সাথে আমার দেখা হয় । তিনি তাঁহার হাতে টাকা দেওয়ার অনুরোধ করেন। লোকটি কে আমি তাহা জানি না। তিনি রাস্তায় দণ্ডায়মান অপর একটি লোকের কাছে টাকা দিতে বলেন।এই দুইজনের একজনকেও আমি চিনি না। ইহার পর আমার গাড়ীতে আমি আমার বাড়ী আসি। ইহার ২/৩দিন পর তাহাদের একজন আমার কাছে আসেন। তিনি ২ হাজার টাকা চান। আমি তাঁহাকে মাত্র ৫শত টাকা দেই। আমি লোকটির নাম জানি না। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করি নাই। মাত্র ৫ শত টাকার ব্যাপার। সেই জন্য নাম জিজ্ঞাসা করি নাই। টাকা লইয়া লোকটি চলিয়া যায়। ২/৩ মাস পর লোকটি আবার আসিয়া টাকা চায়। আমি তাহাকে ২শত টাকা দেই। এইবার লোকটি জানায় যে, তাহার নাম মুরাদ। মুরাদ নামক লোকটিকে একবার গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পে দেখিয়াছি। জনাব এ এফ রহমানও সেখানে ছিলেন। তাহারা কি করিতেছিলেন জানি না।

শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতার হওয়ার ৬/৭ দিন আগে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছি। তখন ছিল ১৯৬৬ সনের মে মাস।

তিনি আমার সাথে তাহার ৬ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি গ্রেফতার হইতে পারেন। তবে তিনি জানান, তিনি একটি বিরোধী দল গঠন করিবেন এবং উহাকে এমনভাবে চালাইবেন যাহাতে একজন গ্রেফতার হইলে অপরজন কর্মসূচী চালাইয়া যাইতে পারেন। ইহার পর মুরাদকে অন্য কোথাও দেখি নাই। (ডকে মুরাদকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে সাক্ষী ডকের কাছে যান। অভিযুক্তদের পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং শেষে বলেন তাকে খুঁজে বের করার মত অবস্থা এখন আমার নেই)।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমি একটি বিবৃতি দিয়াছি। জনাব রুহুল কুদ্দুসের অফিস রুমে মুরাদকে একবার দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে নাই। মিসেস শেখ মুজিবর রহমান বাহির হইতে যে দুই লক্ষ টাকার আশা করিয়াছিলেন তাহা পাইয়াছেন কিনা জনাব রহুল কুদ্দুস তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়া আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলিয়াছি কিনা তাহা আমার মনে নাই। (জনাব ইসমাইল এই প্রশ্নে এই মর্মে আপত্তি জানান যে, তাঁহার পূর্ববর্তী বিবৃতিতে এই মামলায় বাস্তব প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যায় না। এই আপত্তির সংক্ষিপ্ত জবাবে বলা হয় যে, ইহাকে বাস্তব প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হইতেছে না। সাক্ষীকে তাঁহার পূর্ববর্তী বিবৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যাহাতে সম্ভব হইলে তিনি একটি ঘটনা স্মরণ করিতে পারেন।

জনাব আবদুস সালাম খান এই মর্মে ইহারও আপত্তি জানান যে, এই বিরুদ্ধ উক্তি টানিয়া আনার কোন ভিত্তি নাই)। ইহার পর শেখ মূজিবর রহমানের বাড়ী গিয়াছি কিনা মনে নাই। ইহার ২/৩ দিন পর শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী গিয়া উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মিসেস শেখ মজিবর রহমান) জবাব দেন নাই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলিয়াছি কিনা আমার মনে নাই।

(১৯৬৬ সনের অক্টোবরে মূরাদের সাক্ষাৎ সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত বিবৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সাক্ষী বলেন, "আমি সেটা ভুলে গেছি")।

ইহা সত্য যে, ১৯৬৬ সনের অক্টোবরে 'মুরাদ' আমার কাছে আসিলে তৃতীয় কিস্তি হিসাবে আমি তাঁহাকে ২ হাজার টাকা দেই। তখন তিনি বলেন যে, ভারত অথবা ইন্দোনেশিয়া হইতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয় করার জন্য তিনি ২/৩ লাখ টাকা চান। এই অসম্ভব কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বাহির করিয়া দেই। ঐ সময় আমার ড্রাইভার আবুল হাশেম উপস্থিত ছিল। 'মুরাদ' আমাকে কখনও তাঁহার আসল নাম বলে নাই। (সাক্ষী ডকে জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব এ, এফ, রহমানকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন)।

সংবাদ

৩১শে অক্টোবর ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সরকারী সাক্ষী বিশিষ্ট
ব্যবসায়ী কে জি আহমদের জবানবন্দী ও জেরা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (বুধবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার ২০ নম্বর সরকারী সাক্ষী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব কে, জি, আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। জবানবন্দী শেষে বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলিগণ তাঁহাকে জেরা করেন।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের গতকল্যকার অধিবেশনে ২১ নম্বর সরকারী সাক্ষী কন্ট্রাক্টর ও ব্যবসায়ী জনাব মোহাম্মদ মোহসিনের জবানবন্দীও গৃহীত হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ আগামীকল্য তাঁহাকে জেরা করিবেন।

সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মনজুর কাদির গতকল্য (বুধবার) ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, আলোচ্য ষড়যন্ত্র মামলায় যে ২৩০ জনকে সাক্ষীর তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রায় ১৫০ জনকে আদালতে হাজির করিয়া জবানবন্দী লওয়া হইতে পারে এবং ৭০ হইতে ৮০ জন সাক্ষীকে শুধু আদালতে হাজির করা হইবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এ যাবৎ ১১জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২০ জন সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের জেরাও করা হইয়াছে। একুশ নম্বর সরকারী সাক্ষী এখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় রহিয়াছেন।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান ১১ নম্বর সরকারী সাক্ষী জাকের আহমদকে পুনরায় জেরা করিতে শুরু করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৩১শে অক্টোবর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ওয়ারেন্ট অফিসার জাকির ও কে জি আহমদের জেরা সমাপ্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৯ নম্বর সাক্ষী পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক ওয়ারেন্ট অফিসার জনাব জাকির আহমদের জেরা সমাপ্ত হয়। এছাড়া মামলায় সরকারপক্ষের ২০ নম্বর সাক্ষী জনাব কে জি আহমদের জবানবন্দী ও জেরা শেষ হয় এবং ২১ নম্বর সাক্ষী জনাব মোহাম্মদ মহসীনের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়। এরা দু'জনই ব্যবসায়ী।

আজ বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ জনাব মোহাম্মদ মহসীনকে জেরা করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, ষড়যন্ত্র মামলার মোট ২শ ৩০ জন সাক্ষীর মধ্যে দেড়শ' জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে। বাকী সাক্ষীদের বাদ দেয়া হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ যাবৎ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এগারজন একরারী সাক্ষীর জবানবন্দীসহ মোট বিশ জন সাক্ষীর

সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। গতকাল একুশ নম্বর সাক্ষী জনাব মহসীনের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়েছে। আজ তাকে জেরা করা হবে।

গতকাল আগরতলা মামলার শুনানীর শুরুতে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষী জাকির আহমদের পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরা শুরু করেন।

প্র–পুলিশের নিকট আপনি কি বলেছেন যে, স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর বাড়ীতে পৌঁছার পর আপনি জামালউদ্দিনকে সেখানে দেখতে পেয়েছেন?

উ–আমার মনে নেই (এরূপ রেকর্ড আছে)।

প্র–ঐ বৈঠকে প্রথম কোন বিষয়ে আলোচনা হয়?

উ–দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। আমার চাকুরীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। চৌধুরী আমার জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করার বিষয়সহ বৈষম্য সম্পর্কেও আলোচনা করেন। এই আলোচনা আধ ঘণ্টা চলে। ভবিষ্যতে কি করা হবে সে সম্পর্কে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়নি। আমরা সকলেই সভার পর উক্ত স্থান ত্যাগ করি।

প্র-আপনি রাজ্জাক, ফজলুল হক, জামালুদ্দিন ও অন্যান্য যারা বৈঠকে ছিলেন তাদের কাউকে একথা কখনও বলেছিলেন কি যে, এই ধরনের আলোচনা বাঞ্ছনীয় নয়?

উ–না।

প্র–আপনার কম্যান্ডিং অফিসার আশফাক ব্যতীত অন্য কারুর কাছে আপনি এই সভা দুটির কথা বলেছেন কি?

উ–না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, উইং কম্যান্ডার আশফাকের অফিস পিএএফ হেড কোয়ার্টারে অবস্থিত। যে ভবনে আমি কাজ করি তার অফিস সে ভবনে নয়–অন্য ভবনে। আমার অফিস হতে তার অফিসের দূরত্ব প্রায় ৩০ গজ। তিনি অফিসারদের মেসে থাকতেন। ঢাকা বিমান বন্দরেরর নিকট এই মেস অবস্থিত। অফিস হতে তার বাসস্থানের দূরত্ব প্রায় সোয়া মাইল। তার অধীনে অন্য কোন অফিসার নেই। একজন পিএ উইং কম্যান্ডার আশফাকের রুমে বসেন। আমি একজন সেকসন কমান্ডার হিসেবে তার রুমে সরাসরি যেতে পারতাম। এই বৈঠকের এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছি কিন্তু তিনি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় দেখা করতে পারিনি। বিভিন্ন লোকের সাথে এই সময়ে আমি তাকে কথা বলতে দেখেছি। আমি তার বাসায় যাইনি।

প্র-একথা কি সত্য যে, এই মামলা চলাকালে জনৈক সামরিক অফিসার আপনার সঙ্গে দেখা করে শুনানীর অগ্রগতি সম্পর্কে আপনাকে বলতেন এবং আপনি কি বলবেন তা শিখিয়ে দিতেন?

উ–এ কথা সত্য নয়।

প্র–এই মামলায় সাক্ষ্যদানের জন্য আপনি কোন শমন পেয়েছেন?

উ–না।

প্র–আপনি কিভাবে এখানে সাক্ষ্য দিতে আসেন?

উ–বিমান বাহিনীর একখানা মাইক্রোবাসে চড়ে আমি আসি। ঐ বাস বিশেষভাবে আমাকে আনার জন্যই যায়।

প্র–এই মামলায় সাক্ষ্যদানের জন্য আপনাকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে একথা কি সত্য?

উ–সত্য নয়।

খান বাহাদুর ইসমাইল

এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন। জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমার অফিসারের নিকট আমি যে রিপোর্ট দিয়েছি তাতে 'গোপনীয়' এই কথা আমি লিখেছি। এই রিপোর্ট দানের কথা পুলিশকে আমি বলিনি। আমার অফিসারকে আমি ঐ রিপোর্টের উপর কোন নোট লিখতে বা আলাদা কোন নোট লিখতে দেখিনি। আমি এই রিপোর্ট প্রদান করতে যখন যাই তখন তার কক্ষে আড়াই ঘণ্টা ছিলাম। তিনি যখন আমার রিপোর্ট পড়ছিলেন আমি তখন বসেছিলাম। আমি এতে স্বাক্ষর দিয়েছি। মোট কত পৃষ্ঠার রিপোর্ট তা মনে নেই।

যেদিন আমি আমার অফিসারের নিকট রিপোর্ট পেশ করতে যাই তার আগের রাতে আমি তা তৈরী করেছি। আমি উপযুক্তভাবে আমার বক্তব্য প্রকাশ করতে পারিনি বলে আগে রিপোর্ট দেইনি।

সাক্ষী বলেন, আমি এই রিপোর্ট কোন খামে করে দেইনি। পুলিশ যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন উক্ত রিপোর্ট আমার সামনে পেশ করেনি।

মোল্লা জালালউদ্দিন

এরপর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী মোল্লা জালালউদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, মনিপুরপাড়ায় কোন তারিখে এবং কি বারে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে তা আমি বলতে পারব না। এই বৈঠক রাজ্জাকের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়নি। এটা রাজ্জাকের বন্ধুর বাড়ী বলে তিনি আমাকে বলেছেন।

প্র–আপনি কি পুলিশের নিকট একথা বলেছেন যে, ঐ বৈঠকে সার্জেন্ট হালিম প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন। হালিম বলেন যে, আপনি শীঘ্রই অবসর নেবেন এবং আপনার একটা চাকুরীর দরকার। রাজ্জাক বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য চাকুরী পাওয়া খুবই কষ্টের ব্যাপার।

উ–আমি পুলিশের নিকট এসব কথা বলেছি।

(এরূপ কোন রেকর্ড নেই)

এরপর জনাব বদরুল হুদা চৌধুরী সাক্ষীকে জেরা করেন। তার প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, উইং কম্যান্ডার আশফাকের সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে পুলিশের নিকট বিবৃতিদানের জন্য বলেননি।

এখানেই জাকির আহমদের জেরা সমাপ্ত হয়। এরপর সরকারপক্ষের অন্যতম সাক্ষী এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী জনাব কে জি আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ শুরু হয়।

কে জি আহমদের জবানবন্দী

সাক্ষী কে জি আহমদ বলেন, আমার নাম কাজী গিয়াসউদ্দিন আহমদ। আমার বয়স ৫৪ বছর। পিতার নাম কাজী আবদুল করিম। আমার ঠিকানা ১৩৯ রামকৃষ্ণ মিসন রোড, ঢাকা।

সাক্ষী বলেন, আমি একজন ব্যবসায়ী। ১৯৪১ সাল হতে আমি ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছি। ঢাকায় আমার ম্যাচ ফ্যাক্টরী ও অন্যান্য ব্যবসা আছে। দেশ বিভাগের পর আমি ঢাকায় একটি ও সিলেটে একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরী স্থাপন করি। আমি চট্টগ্রামে একটি কেমিক্যাল প্লান্টও স্থাপন করেছি। লায়ালপুরের নিশাত গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে সহযোগিতায়ও আমি ব্যবসা করছি।

আমার বাৎসরিক আয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

১৯৫৬ সাল হতে আমি প্রায়ই করাচী সফরে গিয়ে থাকি। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সভায় যোগদান উপলক্ষেও আমি করাচী যেতাম। উদাহরণস্বরূপ ন্যাশনাল ব্যাংক, কৃষি ব্যাঙ্ক, পিকিক ও ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের নাম বলা যেতে পারে। আমি প্রথমদিকে করাচীতে হোটেলে থাকতাম। হোটেলের খাবার আমার পক্ষে অনুপযোগী বলে মনে হয়। তখন ১৯৫৭ সালে করাচীতে আমি একটি বাড়ীভাড়া নেই। বাড়ীর ঠিকানা হচ্ছে ৩/৪৭, এমএসজিপি স্কুল টিচার্স কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি। আমি মাসে ১৫০ টাকা ভাড়া দিতাম।

১৯৫৮ সালে আমি আমার আত্মীয় কামালউদ্দিন আহমদকে তার স্ত্রীসহ থাকতে দেই। আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ী দেখাশোনা করবে এটাই ছিল তাদের থাকতে দেয়ার উদ্দেশ্য।

১৯৬৫ সালের জুন মাসে কামালউদ্দিন আহমদ এই বাড়ীর ভাড়া দিতে শুরু করেন। তখন থেকে আর আমি ভাড়া দেইনি।

আমাকে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতি মাসে অন্ততঃপক্ষে একবার করাচী যেতে হত। আমি বিমানে যেতাম। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে পাক-ভারত সংঘর্ষের ঠিক পরপরই আমি বিমানে করাচী যাচ্ছিলাম। বিমানে জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের সাথে আমার দেখা হয়। তিনিও করাচী যাচ্ছিলেন। তাকে আমি আগেই চিনতাম। এই সফরকালে বিমানে তার সাথে আমার পরিচয় আরও গাঢ় হয়। বিমান করাচীতে অধিক রাত্রে পৌঁছে। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান আমাকে করাচীতে তার বাসায় থাকবার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন যে, তার স্ত্রী ঢাকায় আছেন। আমি তার প্রস্তাবে রাজী হই। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। আমি তার সাথে 'ইলাকো' হাউসে গিয়ে উঠি। এই বাড়ী শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। আমার পক্ষেও এই বাড়ীতে থেকে বিভিন্ন কাজ সমাধা করা খুবই সুবিধাজনক হয়। এরপর উক্ত সালে আমি অক্টোবর-নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসেও করাচী গিয়েছি এবং তার সঙ্গে থেকেছি।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি করাচী গিয়ে জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের বাসায় উঠি। একদিন বিকেলে দিনের কাজকর্ম সেরে বাসায় ফিরে আমি জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, আমির হোসেন, নূর মোহাম্মদ ও অন্যান্যদের আলোচনা করতে দেখতে পাই। আমাকে দেখে তারা চুপ হয়ে যান। আমি হাত মুখ ধোয়ার পর উক্ত কামরায় এসে তাদের সাথে বসি। আহমদ ফজলুর রহমান পুনরায় আলোচনা শুরু করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের ইজ্জত রক্ষার জন্য সংগ্রামে শেখ মুজিবের দৃঢ়তা ও সাহসিকতায় তিনি সমর্থন করেন। তিনি সরকারের অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানীদের আহমদ ফজলুর রহমান, লেঃ কমা-মোয়াজ্জেম সরকারের নীতির সমালোচনা করেন। তার আলোচনায় সেনাবাহিনীতে বৈষম্যের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। এছাড়া আর কিছু আলোচনা হয়েছে কিনা আমার মনে নেই।

সাক্ষী বলেন, চলে যাবার সময় লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে অনুরোধ করেন যে, আমি যেন তাকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলী করার ব্যাপারে নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ করি।

গ্রামের বাড়ীতে তার বাবা অসুস্থ। তার পারিবারিক অনেক সমস্যা রয়েছে তাই সহানুভূতির সাথে তার বিষয়টি বিবেচনা করার কথা বলতে বলেন।

তিনি আমাকে আরও জানান যে, তিনি অন্যসূত্রেও বদলীর জন্য চেষ্টা করছেন।

আমি তাকে বলি যে, আমার সঙ্গে এরপর যখন নৌবাহিনীর সি-ইন-সি'র দেখা হবে তখন আমি তাকে এ বিষয়টি বলব।

এরপর সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আহমদ ফজলুর রহমান, লেঃ মোয়াজ্জেম ও শেখ মুজিবকে সনাক্ত করেন। নূর মোহাম্মদকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি বলেন, আমি যখন তাকে দেখেছি তখন তার পরিষ্কারভাবে দাঁড়ি কামানো ছিল। এখন আমি তাকে সনাক্ত করতে পারব না।

এরপর আদালত নূর মোহাম্মদকে দাঁড়াতে বললে তিনি দাঁড়ান।

সাক্ষী বলেন, সুলতানউদ্দিন আহমদ কামালউদ্দিনের শ্যালক। তিনিও কামালের বাসায় যেতেন। আমি তাকে ২/৩ বার দেখেছি। কোন সালে কোন তারিখে দেখেছি তা মনে নেই। তাকে যখন দেখেছি তখন তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কামালের বাসায় আসতেন। এক এক সময়ে ২/১ জনকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এদের মধ্যে রয়েছেন আমির হোসেন, নূর মোহাম্মদ, সামাদ ও অন্যান্যরা।

এরপর সাক্ষী সুলতানউদ্দিনও সামাদকে সনাক্ত করেন।

এরপর ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের এক বৈঠকে নৌবাহিনীর সি-ইন-সি'র সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাকে লেঃ মোয়াজ্জেমের পূর্ব পাকিস্তানে বদলীর কথা বলি। তিনি এতে অসামর্থ্যতা জ্ঞাপন করেন।

করাচী হতে ফিরে আসার পর কামালুদ্দিন আহমদ ঢাকায় ঢাকা হোটেলে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে তিনি আমার ঢাকাস্থ বাসভবনে একদিন এসে বলেন যে, তিনি একখানা জীপ কিনেছেন। তার জীপ ও ড্রাইভারকে আমার গ্যারেজে রাখতে চান। আমি তাকে অনুমতি দেই। তখন আমার কোন গাড়ী ছিল না।

১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে সুলতানউদ্দিন একদিন আমার বাসায় এসে জীপ ও ড্রাইভারকে নিয়ে চলে যান। তিনি আমাকে বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম ও আমির হোসেন করাচী হতে আসতেছেন।

অন্য কোন উপলক্ষে কেউ জীপ নিয়েছে কিনা তা আমার মনে নেই।উক্ত জীপের ড্রাইভারের নাম হচ্ছে নওয়াব আলী। ঢাকায় আমার বাড়ীতে টেলিফোন আছে। বাড়ীতে আমি কামালের নিকট হতে টেলিফোন পেয়েছি। তিনি আমাকে জীপ ঢাকা হোটেলে পাঠাতে বলেছেন। কোন কোন সময় ঢাকা হোটেলের কর্মচারীরাও জীপ গাড়ী নিতে আসতেন।

আমার বাসার ফোন নম্বর হচ্ছে ৪৫০৩৬ আগের নম্বর ছিল ৫০৩৬।

হাবিলদার দলিলউদ্দিন ও স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কিনা তা আমার মনে নেই। আমি তাদের চিনি না।

আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিয়েছি।

সালাম খানের জেরা

এরপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষী জনাব কে জি আহমদকে জেরা শুরু করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি পিকিক ও ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের একজন ডিরেক্টর। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নই। আমার শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক হতে নগদ ঋণ ও সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ঋণ পেয়েছি। চট্টগ্রামের কেমিক্যাল প্ল্যান্টের জন্য পিকিক-এর কাছ হতে ৬৭ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছি। ১৯৬১ সালে পিকিক এ ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৬৪ সালে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। পিকিক এলসি খুলেছিল। পিকিক এর এই ঋণ পুরাপুরি ব্যয় করা হয়েছে।

সাক্ষী বলেন, এই কেমিক্যাল প্ল্যান্টে আমার শতকরা ৩০ ভাগ শেয়ার আছে,আমি ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছি। স্পেশালাইজড টেক্সটাইলের জন্য আমি পিকিকের নিকট দুটি স্কীম পেশ করেছি। এর একটি পূর্ব পাকিস্তানে এবং একটি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে। এই প্রকল্পের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানী কারুর সাথে আমি সহযোগিতায় যাইনি।

সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বড় বড় প্রকল্পে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আই ডি বি পি ও পিকিক। এর জন্য সরকারের মঞ্জুরী দরকার হয় না।

অনুমোদিত তফসিলের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প হলে অর্থ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট প্রকল্প অনুমোদন করেন। তফসিল সরকার আগেই অনুমোদন করেন।

সাক্ষী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি শিল্প স্থাপন করতে চান তবে তাকে অর্থ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট স্কীম পেশ করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দ করেন। পিকিকের নিজস্ব মূলধন আছে।তাতে সরকারের কোন অর্থ নেই। এর শতকরা ৪০ ভাগ মূলধন হচ্ছে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের। পাকিস্তানী শেয়ার-হোল্ডাররা বাকী শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ারের মালিক। আমি এর একজন ডিরেক্টর। বর্তমানে পিকিকের ১৮ জন ডিরেক্টর আছেন। আগের কোন অফিসিয়াল ডিরেক্টর ছিল না। বর্তমানে ২ জন অফিসিয়াল ডিরেক্টর আছেন। একজন হচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প দফতরের সেক্রেটারী অপরজন হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিল্প দফতরের সেক্রেটারী।

পূর্ব পাকিস্তানী অপর বেসরকারী ডিরেক্টর হচ্ছেন জনাব আলিম।

প্র–আপনি কি চেম্বারের সদস্য?

উ–আগে আমি পূর্ব পাকিস্তানের চেম্বারের সদস্য ছিলাম।

প্র–পূর্ব পাকিস্তানে কয়টি চেম্বার অব কমার্স আছে?

উ-মোট ৫টি।

প্র–এইসব চেম্বার অব কমার্স পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করা এবং শিল্পায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রস্তাব পাস করতেন একথা কি আপনি জানেন?

উ–আমি সংবাদপত্রে তা দেখেছি।

প্র–এই সমস্ত চেম্বার ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের ইংরেজী এবং বাংলা পত্রিকাসমূহে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে বৈষম্য দূর করার প্রতি জোর দেয়া হত তা আপনি অবগত আছেন?

উ–হ্যাঁ।

প্র–জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিষদেও বৈষম্যের প্রশ্ন আলোচিত হয় তা আপনি জানেন কি?

উ–হ্যাঁ।

সাক্ষী বলেন, আমি ডাঃ খালেককে চিনি না। এবং করাচীতে সাক্ষাতের আগে লেঃ মোয়াজ্জেমকেও আমি চিনতাম না।

প্র–একথা কি সত্য যে, ১৯৫৯ সালে মিসেস মোয়াজ্জেম তার স্বামীর নিকট লন্ডনে যাওয়ার সময় ঢাকা হতে করাচী পর্যন্ত তার সাথে আপনি ছিলেন?

উ–একথা সত্য নয়।

সাক্ষী বলেন, আমি জনাব বাহাউদ্দিনকে চিনি। তিনি আমার আত্মীয়। তিনি এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোতে আছেন।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, আপনি আহমদ ফজলুর রহমান ও বাহাউদ্দিনকে আপনার বাসায় আমন্ত্রণ করেছিলেন?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব হাসিমুদ্দিন আহমদকে আপনার বাসায় দাওয়াত করেছেন?

উ–সত্য নয়। আমি তাকে করাচীতে আহমদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে দাওয়াত করেছি একথাও সত্য নয়।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, ১৯৬৫ সালের জুলাই মাস হতে আমি করাচীর বাসার ভাড়া দেওয়া বন্ধ করি। এর আগে কামালউদ্দীন মাসে ৫০ টাকা করে দিতেন।

আমার নামেই বাড়ী ভাড়ার রশিদ দেওয়া হত। কামালের নামে দেওয়া হত না। এই বাড়ী ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাখা হয়।

এ কথা ঠিক নয় যে, এই বাড়ী ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার নামে ছিল।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি আহমদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে এ সময়ে করাচীতে বসবাস করেননি?

উ–সত্য নয়।

সাক্ষী বলেন, আমি আমির হোসেনকে আহমদ ফজলুর রহমানের বাসায় দেখেছি। আমি তার আগেই তাকে চিনতাম। তিনি সুলতানের সাথে কামালউদ্দিনের বাসায় আসতেন।
প্র–আমির হোসেন আপনাকে কখনও তার টিএ বিল পাশ করবার ব্যাপারে আহমদ ফজলুর রহমানকে অনুরোধ করতে বলেছিলেন কি?
উ–আমার মনে পড়ে না। তার সাথে আমার কখনও কথাবার্তা হয়নি।
প্র–কামালউদ্দিনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনার কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে?
উ–কামালউদ্দিন ঢাকা আসার পর তার পাকিস্তান স্যালভেজ কর্পোরেশনের সাথে আমার নাম ব্যবহার করতে চান। আমি তাতে রাজী হই। পরে আমি আমার নাম প্রত্যাহার করি।
প্র–আপনার নাম প্রত্যাহারের পর আপনার ছেলের নাম দিয়েছিলেন কি?
উ–না।
প্র–কামালউদ্দীন কোন ব্যাঙ্ক হতে ঋণ নিয়েছিল?
উ–ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হতে নিয়েছিল। তিনি যখন ঋণ নেন তখন আমি ঐ ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর ছিলাম। তখন চেয়ারম্যান ছিলাম না। আমি ১৯৬৬ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই।
কামালউদ্দীনকে ব্যাঙ্ক হতে ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয় তার যন্ত্রপাতি দেখিয়ে তিনি ঋণ নেন। কি কি যন্ত্রপাতি আছে তা আমি জানি না।
প্র–তার এই ঋণের জন্য গ্রান্টার কে ছিলেন?
উ–আমি।

সাক্ষী বলেন, কামাল ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে জীপগাড়ী কেনেন। তিনি ঋণ নেন ১৯৬৪ সালে। এই জীপ স্যালভেজ কর্পোরেশনের নামে কেনা হয়।

সুলতানউদ্দিন মাত্র একদিনই জীপ নিতে এসেছিলেন। কামাল তাকে জীপ নিতে অনুমতি দিয়েছিল কিনা তা কামালকে আমি জিজ্ঞেস করিনি।

আমার বাড়ীতে আমার ছেলেমেয়েরা থাকে। আমার কর্মচারীরা থাকে না, গ্যারেজ বাড়ীর কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত।
প্র–সুলতান কখন জীপ নিতে এসেছিল?
উ–বিকেল ৫টায়।
প্র-ড্রাইভার কোথায় থাকত?
উ–ড্রাইভার বাড়ীর বাইরের একটি কক্ষে থাকত।
সুলতান আমার বাড়ীতে অন্যান্য সময়ও আসতো। আমার অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে আসতেন।

আমি হোটেলে কখনও কামালের সঙ্গে দেখা করতে যাইনি।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, জীপের ড্রাইভার আমাকে না জিজ্ঞেস করেই ইচ্ছেমত জীপ নিয়ে বাইরে যেতে পারত।
কামালও আমার বাসায় আসতেন এবং জীপ নিয়ে যেতেন।
প্র–সুলতান যখন জীপ নিতে আসে তখন আপনি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ–না।
প্র–অন্যান্যদের জবানবন্দীর সাথে সঙ্গতি রাখার জন্যই আপনি বলছেন যে, আমির হোসেন ও মোয়াজ্জেমকে আনবার জন্য জীপের দরকার বলে সুলতান আপনাকে জানিয়েছে তাই নয় কি?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–কামালউদ্দিনের জীপটি কখন এবং কার থেকে কেনা হয়েছিল?
উ–আমি তা জানি না।
পরে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে জীপটি কেনা হয়েছিল।
প্র–এই তারিখ আপনি কি করে মনে রাখলেন?
উ-জীপটি আমার গ্যারেজে রাখার অনুমতি দিয়েছিলাম বলে তারিখ আমার মনে আছে।
প্র–আপনার নিজস্ব গাড়ী কেনার তারিখ আপনার মনে আছে কি?
উ–হ্যাঁ। ১৯৫৭ সালে জনাব আবদুস সাত্তারের নিকট থেকে আমি একটি গাড়ী কিনি। তবে মাস আমি সঠিক বলতে পাচ্ছি না।
প্র–সুলতানউদ্দিন জীপ নিয়েছিলেন–একথা আপনি পুলিশ ছাড়া অন্য কাউকে বলেছিলেন কি?
উ–না।
প্র–এই ঘটনা সম্পর্কে আপনি লিখিত কোন নোট রেখেছিলেন কি?
উ–তা আমার মনে নেই।
প্র–১৯৬৫ সালের জুলাই মাসের কোন তারিখে আপনি ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের সভায় যোগদান করেছিলেন?
উ–তারিখ আমার মনে নেই।
প্র–এই সভায় যোগদানের জন্যে আপনি কোন তারিখে করাচী পৌঁছেছিলেন?
উ–তাও আমার মনে নেই।
প্র- কোন দিন এবং কোন তারিখে সুলতানউদ্দিন জীপ নিয়েছিলেন?
উ–দিন-তারিখ আমি জানি না।
প্র–সুলতানউদ্দিন আপনাকে কি বলেছিলেন?
উ–সুলতানউদ্দিন বলেছিলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম করাচী থেকে আসছেন।

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম করাচী থেকে আসছেন?
উ–তা আমার স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তাই আছে)
প্র–পুলিশের নিকট কি আপনি বলেছিলেন যে, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম করাচী থেকে আসছেন?
উ-আমার তা মনে নেই। (রেকর্ডে তাই আছে)
জেরার এই পর্যায়ে এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেমের সাথে কারসে নাজ-এ তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।
ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান তখন সাক্ষীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই আদালতে সাক্ষ্যদান কালেই তিনি বলেছিলেন যে, জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের বাসায় তাঁর সাথে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জমের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।
প্র–আহমদ ফজলুর রহমানের বাসায় কোন তারিখে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে।
প্র-কোন বছর কামালউদ্দিনের বাসায় সামাদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ–তা আমার মনে নেই।
এক প্রশ্নের জবাবে জনাব কে জি আহমদ বলেনঃ ১৯৫৭ সাল থেকে কামালউদ্দিন আমার করাচীর বাড়ীতে থাকতেন। সুলতানউদ্দিন তাঁর বোনকে দেখাশুনা করার জন্যে ১৯৫৮ সাল থেকে সে বাড়ীতে আসতেন। কাজেই কোন সালে সামাদের সাথে আমার কামালউদ্দিনের বাড়ীতে সাক্ষাৎ হয়েছিল তা আমি বলতে পাচ্ছি না।
প্র–একথা কি সত্য যে, ১৯৬১ সালে সামাদ চাকুরী থেকে অব্যাহতি লাভ করেন এবং ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সময় তাঁকে পুনরায় সেনাবাহিনীতে ডাকা হয়। সেসময়ে তিনি করাচী ছিলেন না?
উ–আমি তা জানি না।
প্র–এজন্যেই কি আপনি সামাদের সাথে সাক্ষাতের সন তারিখ এড়িয়ে যাচ্ছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র–আহমদ ফজলুর রহমানের বাসায় বসে ও কারসেনাজে আপনার সাথে সাক্ষাতের সময় লেঃ মোয়াজ্জম সামরিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন কি?
উ-তিনি সাধারণ পোশাকে ছিলেন।
প্র-পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কোন সংগঠনের আপনি সদস্য ছিলেন কি?
উ–জী না।

প্র-এই ধরনের কোন সংগঠনকে সাহায্য ও আর্থিক চাঁদা দিতে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি?
উ–কখনও না।
প্র–একথা বললে কি ঠিক হবে যে, অনুরূপ সংগঠনের জন্যে আমীর হোসেন মিয়া আপনার কাছ হতে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন?
উ–একথা ঠিক নয়।
প্র-এই আদালতে আমীর হোসেন মিয়ার জবানবন্দীর বিবরণ আপনি সংবাদপত্রে পাঠ করেছিলেন কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–আপনার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ সংক্রান্ত এই আদালতে প্রদত্ত আমীর হোসেন মিয়ার জবানবন্দী সত্য কি?
উ–সত্য নয়।
প্র–ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনে আপনি কি সরকার মনোনীত সদস্য?
উ–না। আমি নির্বাচিত সদস্য।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেনঃ আমি একজন মুসলিম লীগার।
গত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের টিকেটে আমি জাতীয় পরিষদের সদস্য পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। কিন্তু নির্বাচনে আমি জয়ী হতে পারিনি।
জনাব আবদুস সালাম খানঃ আপনি কি আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন?
সাক্ষী–আপনার পরামর্শে আমি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলাম। তখন জনাব আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন। সময় ১৯৫৭ কি ১৯৫৮ সাল হবে।
প্র–আপনি কি কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য ছিলেন?
উ–কখনও না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারী করা হলে তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। এছাড়া সামরিক শাসন জারীর সময়ও তিনি একে অভিনন্দন জানান।

প্র–একথা কি সত্য যে, ব্যবসায়ী হিসাবে আপনি সবসময় ক্ষমতাসীন সরকারকে সমর্থন করেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–বিপ্লবী আন্দোলনের কোন সদস্যকে চাকুরী দেবার প্রতিশ্রুতি আপনি করেছিলেন কি?
উ–না।

মোহাম্মদ মহসীনের সাক্ষ্য

অতঃপর মামলার সরকার পক্ষীয় সাক্ষী জনাব মোহাম্মদ মহসীনের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

জনাব মোহাম্মদ মহসীন খুলনার মিউনিসিপ্যাল টেক রোডের বাসিন্দা। তাঁর বর্তমান বয়স ৪৮ বছর।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শপথ গ্রহণ করে জনাব মহসীন বলেনঃ আমি একজন কনট্রাক্টর ও ব্যবসায়ী। আমার বার্ষিক আয় আনুমানিক প্রায় এক লাখ টাকা। আমি শেখ মজিবুর রহমানকে চিনি।

এই পর্যায়ে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় তিনি শেখ মজিবুর রহমানকে সনাক্ত করেন।

অতঃপর জনাব মহসীন বলেনঃ ১৯৪৩ সালে কোলকাতা বেকার হোস্টেলে জনাব রুহুল কুদ্দুসের রুমে শেখ মজিবুর রহমানকে আমি প্রথম দেখি। জনাব রুহুল কুদ্দুস আমার চাচাতো ভাই। আমার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে শেখ মজিবর রহমানের সাথে আমি কখনও সাক্ষাত করিনি।

জনাব মহসীন বলেনঃ শেখ মজিবুর রহমানকে বেঙ্গল মিউচুয়েল ইন্সুরেন্স কোম্পানী নামে একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানী করার জন্যে আমি দশ হাজার টাকা দেই। আমি এই কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। আমি ইডেন হোটেল চিনি। ১৯৬৬ সালে ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের এক সভা হয় এবং সে সভায় ৬-দফা কর্মসূচী অনুমোদন করা হয়। সভায় ২/৩ দিন পর শেখ মজিবুর রহমানের সাথে আমার সাক্ষাত হয় এবং সে সভায় ব্যয় নির্বাহের জন্য আমি তাকে দুই হাজার টাকা প্রদান করি। তারপরও অনেক বার আমি স্বেচ্ছায় শেখ মজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করেছি।

তিনি বলেনঃ সম্ভবত ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একবার আমি শেখ মজিবুর রহমানের বাসায় যাই। আমাকে দেখেই তিনি বাড়ীর একটি পার্শ্বের রুমে নিয়ে যান এবং আওয়ামী লীগ তহবিলের জন্যে টাকা দিতে বলেন। তাকে আমি বলি যে, আমার সঙ্গে টাকা নেই পরে পাঠিয়ে দেব। তিনি রাস্তায় দাঁড়ানো দুব্যক্তির এক ব্যক্তিকে টাকা দিতে বলেন। তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার পর রাস্তায় দুজন লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। এদের কাউকেই আমি চিনি না। এরপর আমার মোটর গাড়ীতে করে আমি বাড়ী চলে আসি।

সাক্ষী বলেন, এর ২/৩ দিন পর অপরিচিত উক্ত দুজন লোকের একজন আমার নিকটে আসেন এবং দু'হাজার টাকা দেয়ার জন্যে বলেন। আমি তাকে পাঁচ শত টাকা দিয়েছি। আমি তাকে চিনি না। তবুও টাকা দিয়েছি।

কারণ এটা মাত্র পাঁচ শ টাকার ব্যাপার। আমি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করিনি। টাকা নিয়ে তিনি সেখান থেকে চলে যান।

এর দু'তিন মাস পর তিনি আমার নিকট পুনরায় আসেন। আমি তাঁকে দুশ' টাকা দিয়েছি। এবার লোকটি তাঁর নাম মুরাদ বলে আমাকে জানান।একবার গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পে আমি মুরাদকে দেখেছি। জনাব আহমদ ফজলুর রহমানও তখন সেখানে ছিলেন। তারা সেখানে কি করছিলেন তা জানি না।

অতঃপর সাক্ষী বলেনঃ ১৯৬৬ সালের মে মাসে গ্রেফতার হওয়ার ৬/৭ দিন আগে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার সাথে ৬-দফা কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তখন খুব ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। আরও বলেছিলেন যে, তিনি একটি বিপ্লবী দল গঠন করতে যাচ্ছেন। এতে একজন গ্রেফতার হলেও কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে।

এই পর্যায়ে মুরাদকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী জনাব মহসীন অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলেন যে, মুরাদকে তিনি সনাক্ত করতে পারছেন না।

অতঃপর সাক্ষী বলেনঃ মুরাদকে আমি আর অন্য কোন জায়গায় দেখিনি।

অতঃপর জনাব টি এইচ খান সাক্ষীকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাঁর প্রদত্ত জবানবন্দী থেকে প্রশ্ন করেন।

টি এইচ খান– আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন কি?

মহসীন– জী হ্যাঁ।

টি এইচ খান–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একথা বলেছিলেন যে, একদিন জনাব রহুল কুদ্দুসের অফিসে আপনি মুরাদকে দেখেছিলেন?

মহসীন–আমার তা স্মরণ নেই।

টি এইচ খান–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, জনাব রুহুল কুদ্দুস আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মিসেস শেখ মুজিবর রহমান বাহির থেকে দু'লাখ টাকা পেয়েছিলেন কি না?

মহসীন–আমার তা মনে নেই।

এই পর্যায়ে জনাব সালাম খান ও খান বাহাদুর ইসমাইল আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, স্বাক্ষীকে জেরা করার ও বিরোধমূলক বক্তব্য বের করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বাদীপক্ষের জন্যে কোন ভিত্তি স্থাপন করা হয়নি। আদালত এই আপত্তি নোট করে রাখেন।

জনাব টি এইচ খানের কতিপয় প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী মহসীন বলেনঃ এরপর শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীতে গিয়েছিলাম কিনা আমার তা স্মরণ নেই। দু'তিন দিন পর আমি শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীতে যাই এবং এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি–একথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলাম কিনা আমার মনে পড়ছে না।

এরপক্ষ সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে মুরাদ আমার নিকট আসেন। আমি তাঁকে দু'হাজার টাকা দেই। এবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ভারত থেকে ২/৩ লাখ টাকা পাওয়া যাবে। এছাড়া ভারত ও ইন্দোনেশিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া যাবে। একথার পর আমি তাকে বের করে দেই। আমার ড্রাইভার আবদুল হালিম তখন সেখানে ছিল। মুরাদ আমাকে কখনও তার আসল নাম বলেনি।

এই পর্যায়ে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় জনাব রুহুল কুদ্দুস ও আহমদ ফজলুর রহমানকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

এখানেই সাক্ষী জনাব মহসীনের জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত হয়।

আজ বৃহস্পতিবার পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ তাঁকে জেরা করবেন।

Pakistan Observer

1st November 1968

Prosecution witness Mohsin says
Revolutionary party was to act constitutionally

(By A Staff Correspondent)

Prosecution witness Mohammad Mohsin in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and others told the Special Tribunal in Dacca Cantonment on Wednesday that Sheikh Mujibur Rahman had told the witness before his (Mujib's) arrest in May 1966 that he would form a revolutionary party of the Awami League so that if one man goes to the jail, another will take his place.

The witness further said Sheikh Mujib had also told him that the revolutionary party would resort to constitutional movement.

The witness said this in reply to a question by Defence Counsel Mr. Abdus Salam Khan. The counsel wanted to know whether Sheikh Mujibur Rahman had told him (witness) about the function of the revolutionary party.

In reply to another question the witness said that he knew some other Awami League leaders, of them he said, three had been arrested subsequent to the arrest of Sheikh Mujibur Rahman. They were: Mr. Tajuddin, General Secretary of the East Pakistan

Awami League; Mr. Mizanur Rahman and Mr. Mustaque Ahmed, the witness said.

The cross-examination of Mohammad Mohsin concluded on Thrusday. The evidence of witness Corporal A. K. M. A. Hai, witness Md. Abdul Hashem Sub-Inspector of Police, was also recorded. The examination-in-chief of witness Momtazuddin, Assistant Manager of Dacca Hotel, was recorded. He will be examined by the defence today.

The witness was asked whether he was arrested in connection with this case. To this he answered in the negative. Later in the process of examination by the defence counsel he twice said that he was arrested in connection with this case. On one occasion when his attention was drawn by the court to his earlier statement about arrest he said that he was not actually arrested. He said he was at present staying at the 14th Division Mess in the Dacca Cantonment. He can go out from that place with permission from the military authority, he said. In reply to a question he said that he had visited Khulna thrice with Permission. On two occasions LT. Sharif accompanied him and on the third occasion another officer went with him, the witness....

Morning News

1st November 1968

Mujib wanted to form a revolutionary party, deposes witness Mohsin

(By Our Staff Reporter)

The Special Tribunal hearing Agartala conspiracy case yesterday concluded the recording of the evidence of the prosecution witnesses, ex-Warrant Officer Zaker Ahmed and businessman industrialist, Mr.K, G, Ahmed.

The examination-in-chief of the next prosecution witness Mr. Mohammad Mohsin, a businessman and contractor by profession, was also concluded. The Court rose for the day immediately after the examination-in-chief of Mr. Mohammad Mohsin was recorded. He will be cross-examined by the defence counsels today.

The three-member Special Tribunal, headed by former Chief Justice of Pakistan, Mr. Justice S.A. Rahman, is trying Awami League leader, Shiekh Mujibur Rahman, three senior civil servants, a Naval Commander and 30 others for conspiring to separate East Pakistan from the Centre by armed revolt with arms and funds to be supplied by India.

The chief prosecution counsel, Mr. Manzur Quader, in the very beginning of the session told the Tribunal that out of the 230 listed witnesses about 150 might be examined and 70 to 80 witnesses would be tendered. The Tribunal has so far recorded the evidence of 20 witnesses including 11 approvers.

Mr. Mohammad Mohsin in his examination-in-chief said that 6 or 7 days before his arrest in May 1966 Sheikh Mujibur Rahman had told him that he might be arrested and added that he will form a revolutionary party making it such that if one person was arrested, the others would carry on the programme.

The prosecution witness said that in October 1966, one Mr. Murad, who was connected with the group, had asked him to contribute Rs. 2 to 3 lakhs for the purchase of arms and ammunition from India or Indonesia. He said he had turned out the man from his house because of his "absurd word". He said on earlier occasion he had contributed to the Awami League party fund.

সংবাদ

১লা নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আরও ৩ জন সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। এই ৩ জন সরকারী সাক্ষী হইতেছেনঃ কর্পোরাল এ, কে, এম, এ,হাই; ঢাকার কোতয়ালী থানার পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর জনাব আবুল হাশেম এবং ঢাকা হোটেলের এ্যাসিষ্টান্ট ম্যানেজার জনাব মমতাজুদ্দীন সিকদার। সরকারী সাক্ষী ব্যবসায়ী ও কন্ট্রাক্টর জনাব মোহাম্মদ মোহসিন গত বুধবার তাঁহার জবানবন্দী সমাপ্ত করার পর বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলিগণ গতকল্য তাঁহাকে জেরা করেন। সরকারী সাক্ষী মমতাজুদ্দীন সিকদারের জবানবন্দী শেষ হইবার আগেই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন গতকল্যকার মত মূলতবী ঘোষণা করা হয়।

গতকল্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী প্রদানকালে সরকারী সাক্ষী কর্পোরাল হাই এক পর্যায়ে বলেন যে, তিনি স্যালভেজ ষ্টোর হইতে একটি নকল হাতবোমা তাঁহার বাসায় লইয়া গিয়াছিলেন। সাক্ষী জানান যে, উক্ত নকল হাতবোমাটি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যান। জেরাকালে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি নকল হাতবোমা স্যালভেজ ষ্টোরে রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি উহা জানেন না।

সংবাদ

১লা নভেম্বর ১৯৬৮

বিবাদীপক্ষীয় কৌঁসুলিগণ কর্তৃক সরকারী সাক্ষী মোঃ মোহসীনের জেরা

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিশেষ আদালতে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে ২১নং সরকারী সাক্ষী মোঃ মোহসীন বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতার হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে সাক্ষী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে শেখ মুজিবর রহমান তাঁহাকে বলেন যে, তিনি একটি বিপ্লবী দল গঠন করিবেন। যাহাতে একজন জেলে গেলে অপর জন তাহার স্থান অধিকার করিতে পারেন।

প্রঃ পুলিস কি আপনাকে এ মামলায় গ্রেফতার করেছে?

উঃ জী না।

প্রঃ পুলিস আপনাকে কোথায় নিয়ে যায়?

উঃ পুলিস আমাকে রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে এবং সেখান হতে সামরিক বাহিনীর লোকেরা সিগন্যালস মেসে নিয়ে যায়।

প্রঃ রাজারবাগ কেন্দ্রে আপনাকে কবে নেয়া হয়?

উঃ ১৯৬৮ সনের ২৭শে জানুয়ারী।

প্রঃ সিগন্যালস মেসে কবে নেয়া হয়?

উঃ ২৮শে জানুয়ারী।

প্রঃ বিবৃতি রেকর্ড করার জন্যে আপনাকে কবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নেয়া হয়?

উঃ সিগন্যালস মেসে নেয়ার ১৫ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে।

প্রঃ এরপর থেকে আপনি কোথায় থাকেন?

উঃ সিগন্যালস মেসে।

প্রঃ আপনাকে কি জোর করে সেখানে রাখা হয়?

উঃ জী না, আমার নিজের নিরাপত্তার জন্যে আমার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে সেখানে আটক রাখা হয়।

প্রঃ এরপর থেকে আপনি কি ইচ্ছামত বাইরে আসা-যাওয়া করতে পারেন?

উঃ এরপর থেকে বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে অনুমতি নিয়ে আমি বাইরে যাই এবং ফিরে আসি।

প্রঃ এখন আপনি কোথায় কি অবস্থায় থাকেন?

উঃ ক্যান্টনমেন্টে একই অবস্থায় আছি।

প্রঃ আপনি কার গাড়ী ব্যবহার করেন?

উঃ আমার নিজের গাড়ী। সেটা ঢাকায় আমার নিজের বাড়ীতে থাকে।

প্রঃ আপনি কি করে গাড়ী পান?

উঃ আমি টেলিফোন করে দেই এবং গাড়ী চলে আসে।

প্রঃ আপনি কি যে কোন সময় বাইরে যেতে পারেন?
উঃ বাইরে যেতে চাই বলে কর্তৃপক্ষের কাছে একটা চিরকুট পাঠিয়ে আমি যে কোন সময় বাইরে যেতে পারি।
প্রঃ এভাবে সপ্তাহে কয়বার বাইরে যান?
উঃ কোন সময় দু'বার, তিনবার এবং কোন কোন সময় চারবার বাইরে যাই।
প্রঃ সামরিক অফিসারগণ আপনার সাথে দেখা করেছিলেন?
উঃ জী, করেছিলেন।
প্রঃ তাঁদের নাম জানেন?
উঃ জী না।
প্রঃ তাঁরা কি সত্যিই সামরিক অফিসার ছিলেন?
উঃ না, তাঁরা গোয়েন্দা অফিসার ছিলেন।
প্রঃ খুলনায় ক'বার গেছেন?
উঃ তিন বার।
প্রঃ আপনার সাথে কে কে গেছেন?
উঃ প্রথম দু'বার লেঃ শরিফ। তৃতীয়বার অপর একজন অফিসার; কিন্তু তাঁর নাম জানি না।
প্রঃ চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ খুলনায় কেন গেলেন?
উঃ খুলনায় আমার একটা হিমাগার আছে।
প্রঃ ওটা চালু হয়েছে ?
উঃ এখনও সেটা চালু হয়নি,কারণ সেটার নির্মাণ কাজ চলছে। কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, খুলনায় সরকারের একটি কয়লার ডিপো আছে। প্রাদেশিক সরকারের সহিত তাঁহার নৌপথে ও সড়ক পথে কেরিং কন্ট্রাক্ট আছে।
প্রঃ আপনি কি একটি গাড়ী আমদানী করেন না?
উঃ জী, ধার্লি না কার ।
প্রঃ পূর্ব পাকিস্তানে ঐ কার আমদানীর জন্যে কি আপনার সোল-এজেন্সী রয়েছে?
উঃ জী।
প্রঃ আপনার নিজের কোন গাড়ী আছে?
উঃ একটা মার্সিডেজ বেঞ্চ কার আছে।
প্রঃ আসলে কি ওটা আপনার গাড়ী ?
উঃ সেটা আসলে আমার এক বন্ধুর গাড়ী। আমি ব্যবহার করে থাকি।

প্রঃ আপনার বন্ধু ওটা কোথেকে পেলেন?
উঃ আমি জানি না। আমার বন্ধু কিছুদিন আমেরিকায় ছিলেন।
প্রঃ আপনাকে এখন কোথায় রাখা হচ্ছে?
উঃ একটা রুমে একা রাখা হচ্ছে।
প্রঃ আপনার খাবার ব্যবস্থা হয় কিভাবে?
উঃ সামরিক কর্তৃপক্ষ খাবার সরবরাহ করেন।
কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি যে দালানে থাকেন সে আর দালানে এই মামলায় আরও কয়েকজন সাক্ষীকে দেখিতে পান। তাঁহাদের রুমের জানালা খোলা হইলে অথবা তাঁহারা বাহিরে আসিলে তাঁহাদের দেখা যায়।
প্রঃ আপনি এখন কোন খানে অবস্থান করেন?
উঃ ১৪ ডিভিশন মেসে।
প্রঃ আপনি কাকে কাকে দেখেছেন?
উঃ জনাব রমিজ, ডাঃ সাঈদুর রহমান, আমীর হোসেন, শামসুদ্দিন ও সিরাজকে।
কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, গ্রেফতার হওয়ার আগে তিনি বীমা কোম্পানীটি চালু দেখিয়াছেন। ঐ কোম্পানীতে তিনি ১০ হাজার টাকা দান করেন (সাক্ষী গ্রেফতার হইয়া ছিলেন কিনা, আদালত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেকে সংশোধন করিয়া বলেন, "আমি আসলে গ্রেফতার হই নাই")।
প্রঃ একটা হোটেলে কোন রাজনীতিক দলের সভা করতে কত ব্যয় হয়?
উঃ শামিয়ানা প্রভৃতির জন্যে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার মত।
প্রঃ আপনি আওয়ামী লীগের সভায় যোগ দিয়াছেন?
উঃ জী না। (অসমাপ্ত)

দৈনিক পয়গাম

১লা নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আরও ৩জন বাদী সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা শেষ হয়। এছাড়া মোহাম্মদ মোহসীনের পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরাও শেষ হয়।

যে তিনজন নতুন সাক্ষীকে গতকল্য ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় তাঁহারা হইতেছেনঃ পাকিস্তান বিমান বাহিনীর কর্পোরাল আবদুল হাই, ঢাকা কোতয়ালী থানার সাব ইন্সপেক্টর আবুল হাশেম ও ঢাকা হোটেলের সহকারী ম্যানেজার মমতাজউদ্দিন সিকদার।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হওয়ার পর হইতে গতকল্য প্রথমবারের মত বিবাদী কৌসুলীগণ একজন বাদীসাক্ষীকে জেরা করেন নাই। এদিকে অন্যতম সরকারী কৌসুলী জনাব আবদুল আলীমও গতকালই প্রথমবারের মত আদালতকক্ষে সক্রিয়া ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং জনাব মঞ্জুর কাদির ও জনাব টি, এইচ, খানের উপস্থিতিতে বাদীসাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

গতকল্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদী কৌসুলিগণ বাদীসাক্ষী মোহাম্মদ মোহসীনের পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরা শেষ করেন। এই পর্যায়ে তাঁহাকে জেরা করেন জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, আতাউর রহমান খান ও জুলমত আলী।

অতঃপর অন্যতম সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান পাকিস্তান বিমান বাহিনীর কর্পোরাল মোঃ আবদুল হাই-এর জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

জবানবন্দী দান প্রসঙ্গে কর্পোরাল হাই বলেন যে,তিনি ডামি হ্যাণ্ড গ্রেনেডটি তাঁহার নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন এবং পরে ইহা সার্জেন্ট মফিজুল্লাহর নিকট অর্পণ করেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি কোন একসময় সৌজন্য সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ হোসেনের বাসভবনে গমন করেন এবং সেখানে সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ ও সার্জেন্ট জহুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

সাক্ষী বলেন যে, আলাপ-আলোচনার মাঝখানে সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্যের প্রশ্নে তাহার (সাক্ষীর) মতামত জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি (সাক্ষী) বলেন যে, তাঁহার (সাক্ষীর) এই ব্যাপারে কোন মতামত নাই; কেননা তিনি (সাক্ষী) এখন চাকুরীরত রহিয়াছেন।

কর্পোরাল হাই বলেন যে, ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ হোসেনের বাসা হইতে চলিয়া আসার সময় সার্জেন্ট জহুর তাহাকে (সাক্ষীকে) জিজ্ঞাসা করেন যে, মাতৃভূমির প্রতি তাহার (সাক্ষীর) ভালবাসা আছে কিনা। জবাবে তিনি (সাক্ষী) বলেন যে, তিনি (সাক্ষী) সমগ্র পাকিস্তানকেই তাহার মাতৃভূমি মনে করেন এবং ইহার প্রতি তাহার (সাক্ষীর) ভালবাসা রহিয়াছে।

কর্পোরাল হাই-এর সংক্ষিপ্ত জবানবন্দীর পর বিবাদীপক্ষের জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল ও বদরুল হায়দর চৌধুরী তাহাকে জেরা করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার জন্য তিনি ঢাকা পি, এ, এফ, হইতে নির্দেশ পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি এখন ডিউটিরত রহিয়াছেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে কর্পোরাল হাই বলেন যে, তিনি ইউনিফর্ম পরিধান করেন নাই; কেননা, তিনি চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণের প্রস্তুতিপর্বের ছুটিতে রহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বর্তমানে তিনি পিএএফ ঢাকাতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যেহেতু তিনি (সাক্ষী) ছুটিতে আছেন, সেহেতু ইচ্ছা করিলে বাহিরেও থাকিতে পারেন। সাক্ষী বলেন যে, কর্তৃপক্ষীয় কোন মহল আগামী মাসে অবসরগ্রহণের পর তাহাকে চাকুরী দানের প্রস্তাব দেয় নাই। তিনি বলেন যে, তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যক্তিগত কারণে আগামী মাসে তিনি অবসরগ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিমান বাহিনীতে তাহার ১৩ বৎসর চাকুরী করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব সালাম খান এই পর্যায়ে সাক্ষীকে সামরিক স্যালভেজ ষ্টোর সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করেন। এই স্যালভেজ ষ্টোরে সশস্ত্র বাহিনীর অব্যবহারযোগ্য ছোটখাট অস্ত্র রাখা হয়।

প্রশ্নের জবাবে কর্পোরাল হাই বলেন যে, যখন কোন অস্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়, তখন রেজিষ্ট্রার হইতে ইহার নাম কাটিয়া ফেলা হয় ও ইহাকে স্যালভেজ ষ্টোরে গুদামজাত করা হয়।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, স্যালভেজ ষ্টোরে রক্ষিত সকল অস্ত্রশস্ত্র তিনি দেখেন নাই; কিংবা এইগুলির সংরক্ষণের দায়িত্বও তাহার নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, তিনি মাঝে মাঝে স্যালভেজ ষ্টোরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেন। তবে সেখানে কি কি অস্ত্র রাখা হয়, তাহা তিনি জানেন না। জীবন্ত হ্যান্ড গ্রেনেড ডামি হ্যান্ড গ্রেনেডের মধ্যে কি পার্থক্য রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, জীবন্তটিতে বিস্ফোরক পদার্থ থাকে কিন্তু ডামিতে তাহা থাকে না।

তিনি বলেন যে, জীবন্ত ও ডামি হ্যান্ড গ্রেনেড বাছিয়া বাহির করিতে পারেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, হ্যান্ড গ্রেনেডের কর্মক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য একটি পরিদর্শক টিম রহিয়াছে।

কর্পোরাল হাই-এর জেরা শেষ হইলে ঢাকা কোতোয়ালী থানার সাব ইন্সপেক্টর আবুল হাশেমের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। জনাব আবদুল আলীম এইবার সর্বপ্রথম তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করেন। প্রথম পর্যায়ে বিবাদী কৌসুলিগণ এই সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের প্রশ্নে আপত্তি করেন। অবশ্য ট্রাইব্যুনাল তাহা নাকচ করিয়া দেন।

আবুল হাশেমের জবানবন্দীর সম্পূর্ণটুকুই আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কিত। জবানবন্দী শেষে বিবাদী কৌসুলীগণ তাহাকে জেরা করেন নাই।

ঢাকা হোটেলের সহকারী ম্যানেজার মমতাজউদ্দিন সিকদারের জবানবন্দী গ্রহণ ও জেরার পর গতকল্যকার মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। অদ্য (শুক্রবার) সকালে আবার শুনানী শুরু হইবে।

জনাব আব্দুল আলীম জবানবন্দী গ্রহণকালে সাক্ষীকে বাংলায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং সাক্ষীও বাংলায় তাহার জবাব দেন। সহকারী রেজিষ্ট্রার দোভাষী হিসাবে কাজ করেন।

সাক্ষী মমতাজউদ্দিন বলেন যে, পুলিশ তল্লাসী চালাইয়া ঢাকা হোটেল হইতে ১২টি রেজিষ্ট্রার তাহার উপস্থিতিতে আটক করে ও ইহার সিজার লিষ্টও প্রস্তুত করে।

দৈনিক পাকিস্তান

১লা নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সরকারী সাক্ষী মহসীন, কর্পোরাল আবদুল হাই ও

আবুল হাসিমের জেরা সমাপ্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একুশ নম্বর সরকারী সাক্ষী জনাব মহসীনের জেরা এবং মামলার বাইশ নম্বর সরকারী সাক্ষী কর্পোরাল আবদুল হাই ও তেইশ নম্বর সাক্ষী কোতোয়ালী থানার এস আই জনাব আবুল হাশিম হাওলাদারের সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত হয়। কর্পোরাল আবদুল হাই-এর জেরা শেষ হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জনাব আবদুল হাশিম হাওলাদারকে জেরা করার জন্যে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তাঁকে কেউলের সহকারী ম্যানেজার জনাব মমতাজউদ্দিন শিকদারের জবানবন্দী গ্রহণ শেষে আদালতের কার্যকাল আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।

আজ শুক্রবার পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ জনাব মমতাজউদ্দিন সিকদারকে জেরা করবেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব আতাউর রহমান খান ও জনাব বদরুল হায়দার গতকাল সরকারী সাক্ষীদের জেরা করেন।

গতকাল মামলার শুনানী শুরু হলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সরকারপক্ষের ২৯নং সাক্ষী মোহাম্মদ মোহসীনকে জেরা শুরু করেন।

প্র-আপনাকে কি গ্রেফতার করা হয়েছিল?

উ-এই মামলার ব্যাপারে আমি গ্রেফতার হইনি। আমাকে পুলিশ রাজারবাগে নিয়ে যান। সেখান থেকে সামরিক বাহিনীর লোক আমাকে সিগন্যাল মেসে নিয়ে আসেন।

প্র-আপনি রাজারবাগে কতদিন ছিলেন?

উ-১৯৬৮ সালের ২৭ শে জানুয়ারী আমাকে রাজারবাগে নিয়ে আসা হয়। ২৮শে জানুয়ারী সেখান হতে সিগন্যাল মেসে আনয়ন করা হয়।

সাক্ষী বলেন, এর ১৫ দিন পর আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। তখন হতেই আমি ক্যান্টনমেন্টে আছি। আমি স্বেচ্ছায় নিজের নিরাপত্তার জন্যই এখানে থাকছি।

সাক্ষী বলেন, এরপর যখনই আমি বাইরে যেতে চেয়েছি আমাকে যেতে দেয়া হয়েছে। আমি এখনও ক্যান্টনমেন্টে আগের মত বাস করছি। সাক্ষী বলেন, আমার গাড়ী এখানে আসে। আমি টেলিফোন করলেই গাড়ী চলে আসে।

প্র-আপনি যখন খুশী বাইরে যেতে পারেন?

উ-আমি যে কোন সময়ই বাইরে যেতে পারি। যাবার আগে একটা নোট দিয়ে আমি যেখানে খুশী যেতে পারি।

প্র-এভাবে আপনি দিনে কতবার বাইরে গেছেন?

উ-দিনে তিনবার-চারবার পাঁচবারও গিয়েছি।

প্র-এখানে থাকাকালে সামরিক অফিসাররা আপনার সাথে দেখা করতেন?

উ-হ্যাঁ।

প্র-আপনি এখানে থাকাকালে খুলনা গিয়েছিলেন কি?

উ-আমি মোট তিনবার খুলনা গিয়েছি।

প্র-আপনার সাথে সামরিক বাহিনীর কোন অফিসার ছিলেন?

উ-দু'বার লেঃ শরীফ আমার সঙ্গে গেছেন এবং একবার অন্য একজন অফিসার গেছেন। আমি তার নাম জানি না।

প্র-আপনি কি চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?

উ-না।

প্র-খুলনায় আপনার কোল্ডস্টোরেজ আছে তাই না?

উ-হ্যাঁ–তবে তা এখনও চালু হয়নি। এটা বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে।

প্র-কোন তারিখে এই কোল্ডস্টোরেজ স্থাপনের অনুমোদন পেয়েছেন?

উ-১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে। সাক্ষী বলেন, খুলনায় আমার কয়লার ডিপো আছে। এছাড়া আমার প্রভিন্সিয়াল বোট কেরিং কন্ট্রাক্ট ও রোড কেরিং কন্ট্রাক্ট আছে। আমি বার্লিনা কারও আমদানী করি।

প্র-আপনার একখানা মারফিডিস বেঞ্জ গাড়ী আছে?
উ-হ্যাঁ আছে। প্রকৃতপক্ষে এটা আমার এক বন্ধুর গাড়ী। আমি তা ব্যবহার করছি। তিনি কোথা হতে এই গাড়ী আমদানী করেছেন তা আমি জানি না। তিনি আমেরিকায় ছিলেন।
প্র-এখানে হেফাজতে থাকাকালীন আপনাকে কি একা রাখা হয়েছে?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনাকে সামরিক কর্তৃপক্ষ খাবার সরবরাহ করতেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনি কি জানেন যে, এখানে এই মামলার অন্যান্য সাক্ষীদেরও রাখা হয়েছে?
উ-ঐ ভবনের অন্যান্য কক্ষে এই মামলার কতিপয় সাক্ষীকে আমি দেখেছি। আমি বর্তমানে ১৪শ ডিভিশন মেসে থাকি।
প্র-যেসব সাক্ষীকে দেখেছেন তাদের কয়েকজনের নাম বলুন।
উ-এসএম রশিদ। ডাঃ সাইদুর রহমান, আমির হোসেন, শামসুদ্দিন ও সিরাজ।
প্র-আপনি একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানী স্থাপনের জন্য দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। সেই কোম্পানী কি এখন চালু আছে?
উ-আমার গ্রেফতারের পূর্বে আমি এই কোম্পানী চালু থাকতে দেখেছি।
এই সময় আদালত সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কি গ্রেফতার হয়েছিলেন। সাক্ষী বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমি গ্রেফতার হইনি।
প্র-হোটেলের প্রাঙ্গণে একটি রাজনৈতিক দলের সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য শামিয়ানা নির্মাণ ইত্যাদি বাবদ ১৫ হতে ২০ হাজার টাকার দরকার এটা ঠিক কি না?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনি আওয়ামী লীগের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন?
উ-না।
প্র-আপনি জনৈক ব্যক্তিকে ৫শ টাকা দিয়েছেন বলে আদালতে বলেছেন। উক্ত ব্যক্তি কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন?
উ-না।
প্র-আপনি বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আপনার একবার দেখা হয়েছে তারপর শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেফতার হওয়ার কয়েকদিন আগে সে মাসে আবার দেখা হয়েছে। ফেব্রুয়ারী ও মে মাসের এই দুটি সাক্ষাৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর সাথে আপনার দেখা হয়েছিল কি?
উ-না।

প্র-উক্ত সময়ে আওয়ামী লীগের অন্য কোন সদস্যের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি?
উ-কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, শেখ মুজিবর রহমান আমাকে বলেন যে, বিপ্লবী দল নিয়মতান্ত্রিক কর্মপন্থা গ্রহণ করবে।
প্র-আপনি কি জানেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেফতারের পর দলের অন্যান্য সদস্য যেমন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন, খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও বর্তমান অস্থায়ী সম্পাদক মীজানুর রহমান চৌধুরী গ্রেফতার হয়েছিলেন।
উ-হ্যাঁ, জানি।
প্র-বাচ্চু নামে আপনার কি কোন ভ্রাতুষ্পত্র আছে?
উ-হ্যাঁ আছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, বাচ্চুর বিয়ের ব্যাপারে আমি জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক প্রদান করি এবং যদি সম্ভব হয় করাচী হতে গয়না আনার ব্যবস্থা করার জন্য তাকে অনুরোধ করি। তিনি গয়না আনার ব্যবস্থা করে দেন। তবে কিভাবে আনিয়েছেন তা আমি জানি না। সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে আমি তাকে এই চেক দিয়েছি।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে জনাব আহমদ ফজলুর রহমান ছুটি উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। তার বাসায় টেলিফোন আছে।
প্র-আপনি কি জানেন যে, মীরপুর ও গ্রীন রোডের মোড়ের পেট্রোল পাম্পটি মিসেস আহমদ ফজলুর রহমান ব্যাঙ্ক হতে ঋণ নিয়ে স্থাপন করেছেন এবং ঐ ঋণের অর্থ দিয়ে তা চালাচ্ছিলেন?
উ-হ্যাঁ, আমি তা জানি। মিসেস ফজলুর রহমান আমাকে একথা বলেছেন। তার সাথে আমার হৃদ্যতা ছিল। এই পেট্রোল পাম্পের জন্য আমিও তাকে কর্জ দিয়েছি।
প্র-একথা কি সত্য যে, পুলিশের নির্দেশে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিয়েছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-ভারত ও ইন্দোনেশিয়া হতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর যে কথা আপনি বলেছেন তা আপনাকে পুলিশ শিখিয়ে দিয়েছে একথা কি সত্য?
উ-সত্য নয়।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, মুরাদ বলে আমার নিকট যে লোক পরিচয় দিয়েছিলেন তার সাথে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে আমার কোন কথাবার্তা

হয়নি। তিনি আওয়ামী লীগের লোক বলে নিজকে পরিচয় দিয়েছেন এবং আমি প্রথম তাকে ৫শ টাকা দিয়েছি।
প্র-আপনার ড্রাইভারের নাম কি?
উ-আবদুল হাসেম।
প্র-সে কি তখন আপনার চাকুরী করে?
উ-না। আমার নিকট হতে সে চলে গেছে। পুলিশ তার সাথে দেখা করেছে কিনা তা আমি জানি না। আমার নিকট হতে চলে যাবার পর তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাস হতে জনাব আহমদ ফজলুর রহমান তার গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন।

খান বাহাদুর ইসমাইল

এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন। জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, জনাব রুহুল কুদ্দুস একসময়ে ঢাকায় ইপিএডিসির ফাইন্যান্স ডিরেক্টর ছিলেন। তখন তিনি ধানমন্ডি ২৫১/বি, ২২নং রোডে থাকতেন। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর হতে ১৯৬৭ সালের জুন পর্যন্ত তিনি ঐ বাড়ীতে ছিলেন।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে জনাব রুহুল কুদ্দুস লাহোর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন।
এই সময়ে আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, খুব সম্ভব ১৯৬৭ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে জনাব রুহুল কুদ্দুস লাহোর গমন করেন।
আদালত তখন প্রশ্ন করেন যে, জনাব রুহুল কুদ্দুস ১৯৬৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত এখানে ছিলেন এ কথা আপনি কেন বলেছেন? সাক্ষী বলেন, আমি ভুল করেছি। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লাহোর গেছেন।
খান বাহাদুর ইসমাইলঃ আপনি এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন মিয়াকে চেনেন?
উ-না।

আতাউর রহমান খান

এরপর জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-আপনি কি মেজর নাসেরকে চেনেন?
উ-হ্যাঁ, তিনি সামরিক হাজতের অফিসার ইন-চার্জ।
প্র-আপনি কর্নেল শের আলী খান বাজকে চেনেন?
উ-আমি শের আলী বাজ খানকে চিনি। সিগন্যাল মেসে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। আমাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তিনি তখন সেখানে হাজির ছিলেন না। তিনি বারান্দায় ছিলেন।

সাক্ষী বলেন, আমি লেঃ শরীফের সঙ্গে বিমানযোগে দুবার খুলনা গিয়েছি। তার এবং আমার বিমান ভাড়া আমিই দিয়েছি।
আমি কর্তৃপক্ষকে খুলনা যাবার কথা জানালে তারা লেঃ শরীফকে আমার সঙ্গে যাবার জন্য মনোনীত করেন।
প্র-আপনি কি চট্টগ্রাম যেতে চেয়েছিলেন?
উ-না।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, চট্টগ্রামে একটি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের ব্যাপারে মেসার্স ইবলিক লিঃ-এর সাথে আমার একটি কন্ট্রাক্ট হয়েছে। তবে একথা সত্য নয় যে, ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে এই দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে। চট্টগ্রাম গমনের জন্য মেজর নাসেরের নিকট আমি আবেদন করেছি বলে আমার মনে পড়ে না।
প্র-আপনার কি এখন আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দরকার আছে?
উ-আর দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। এখন আমি আমার ইচ্ছামত কোনপ্রকার অনুমতি ব্যতীতই এই স্থান ত্যাগ করতে পারি।
এরপর সাক্ষী জাকির আহমদ ও জনাব কে জি আহমদ তাদের বিবৃতি পাঠ করে তাতে স্বাক্ষরদান করেন।
স্বাক্ষরদানের পর বাদীপক্ষের ২২নং সাক্ষী আবদুল হাইয়ের জবানবন্দী শুরু হয়।

আবদুল হাই-এর জবানবন্দী

সাক্ষী বলেন, আমার নাম এ কে এম আবদুল হাই, বয়স অনুমান ২৯ বছর। পিতার নাম মনোয়ার উল্লা ভূঁইয়া। নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া থানায় আমার বাড়ী।
শপথ গ্রহণের পর সাক্ষী তার জবানবন্দী দিতে শুরু করেন। বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান তাঁর জবানবন্দী গ্রহণ করেন।
সাক্ষী বলেন, ১৯৫৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী আমি প্রি এপ্রেন্টিস হিসেবে আরপিএএফ-এ যোগদান করি। কোহাটে আমি এক বছর প্রাথমিক ট্রেনিং গ্রহণ করি। তারপর আমাকে করাচীতে কোরাঙ্গী এপ্রেন্টিস স্কুলে পাঠান হয়। ১৯৫৯ সালে আমার ট্রেনিং শেষ করার পর আমাকে কোহাটে নিযুক্ত করা হয়। তারপর ১৯৬২ সালে পুনরায় কোরাঙ্গী ক্রিকে বদলী করা হয়। আমি কোরাঙ্গীতে আর্মস স্টোরের ইনচার্জ ছিলাম। আমার রুমের পাশে ছিল সলভেজ স্টোর আমি সেখানে মাঝে মাঝে যেতাম।
১৯৬৬ সালের শেষ কোয়ার্টারে আমি সলভেজ স্টোরে একদিন গমন করি। সেখানে আমি একটি ভুয়া হাতবোমা দেখতে পাই। আমি সেটা আমার কোয়ার্টারে নিয়ে আসি। কারণ ঐ স্টোরে এটার আর কোন প্রয়োজন ছিল

না। আমি উপহারসামগ্রী হিসেবে এটা নিয়ে আসি। যে কেউ ইচ্ছে করলে তা আনতে পারে না। আমি এই স্টোরের ইনচার্জ ছিলাম।

সাক্ষী পুনরায় বলেন, আমি তার ইন-চার্জ ছিলাম না। তবে সেটা আমার কাজের অঙ্গীভূত বিষয় ছিল।

এই সময় বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর হাতে একটা ভূয়া হাতবোমা প্রদান করেন। সাক্ষী বলেন, এই রকমই একটা আমি নিয়েছিলাম।

সাক্ষী বলেন, আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাকে চিনি। আমার বেতন ও এলাউন্সের ব্যাপারে খবরাখবরের জন্য মাঝে মাঝে আমি তার কাছে যেতাম। তিনি একাউন্টস সেকশনে কাজ করতেন। আমাদের একজনের পরিবারও অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন।

১৯৬৭ সালে মফিজুল্লা আমার কোয়ার্টারে আসেন। আমার টেবিলে ঐ ভূয়া হাতবোমাটি পড়েছিল। তিনি আমার নিকট ঐ হাত বোমাটি চান। কি জন্য তা জানতে চাইলে মফিজুল্লা জানান যে, তিনি তার ছেলেমেয়েদের এটা দেখাবেন। তিনি এরপর হাত বোমাটি নিয়ে যান।

আদালত সাক্ষীকে এই পর্যায়ে বারবার প্রশ্ন করেন যে, তিনি এই হাতবোমাটি প্রদান করতে রাজী হয়েছিলেন কিনা। সাক্ষী একবার বলেন, আমার মনে নেই, আবার বলেন আমি বলেছিলাম–ঠিক আছে আবার বলেন, আমি রাজী হই।

সাক্ষী বলেন, আমি ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ হোসেনেকে চিনি । তিনি এ্যারোনটিক্যাল কলেজের লাইব্রেরীর ইন-চার্জ ছিলেন।

আমি লাইব্রেরীতে বইয়ের জন্য যেতাম। তার পরিবার যখন সেখানে আনা হয়, তখন আমরা একে অপরের বাড়ীতে পরিবার নিয়ে যেতাম।

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি আমি একদিন আমার পরিবার নিয়ে তার কোয়ার্টারে যাই। আমরা যখন কথাবার্তা বলছিলাম তখন বাইরের দরজায় কে একজন ধাক্কা দেন। মোশাররফ দরজা খুলে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাকে দেখতে পান। মোশাররফ তাকে নিয়ে অন্য রুমে বসেন। আমি ও আমার স্ত্রী ভেতরের কক্ষে মোশাররফের স্ত্রীর সাথে আলাপ করতে থাকি। তারা ঐ কক্ষে কি আলাপ-আলোচনা করেছেন তা আমি শুনতে পাইনি। তারপর মফিজুল্লা আমাকে পাশের কক্ষে যাওয়ার জন্য ডাকেন। আমি সেখানে যাই। পারিবারিক কথাবার্তার পর তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের ব্যাপারে আমার অভিমত জানতে চান। আমি তাকে বলি যে, আমি চাকুরীতে নিযুক্ত আছি। এ ব্যাপারে আমার কোন মতামত নেই। আমি তারপর আমার স্ত্রী ও মেয়েসহ ঐ বাড়ী ত্যাগ করি।

সাক্ষী এরপর বলেন, মোশাররফ যখন দরজা খোলেন তিনি দু'ব্যক্তিকে দেখতে পান। একজন মফিজুল্লা, অপরজন সার্জেন্ট জহুর। এরা দুজনেই

পাশের কক্ষে মোশাররফের সাথে বসেন। আমার ও মফিজুল্লার মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা সার্জেন্ট জহুরের উপস্থিতিতেই হয়েছিল। আমি যখন বিদায় নেই জহুর আমাকে বলেন, আপনি যাচ্ছেন? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি বলেন, মাতৃভূমির জন্য আপনার কোন দরদ নেই। আমি বলি সমগ্র পাকিস্তানই আমার মাতৃভূমি।

সাক্ষী ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাকে সনাক্ত করেন কিন্তু জহুরকে সনাক্ত করতে বলা হলে অনেকক্ষণ কাঠগড়ার নিকট কাটাবার পরে বলেন, আমি তাকে খুঁজে বের করতে পারব না।

সাক্ষীর জেরা

সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হলে জনাব সালাম খান তাকে জেরা করতে শুরু করেন।

প্র-আপনি ছাগলনাইয়া যাবার অভিলাষী?

উ-হ্যাঁ।

প্র-এই থানা কোন মহকুমার অন্তর্গত?

উ-ফেনী মহকুমা।

প্র-আপনি এখন কোথায় নিযুক্ত আছেন?

উ-কোরাঙ্গীতে।

প্র-এখানে কবে এসেছেন?

উ-বর্তমান মাসের ১৬ তারিখে।

প্র-আপনি কোথায় উঠেছেন?

উ-ঢাকার পিএএফ স্টেশনে।

প্র-এখানে আসার জন্য আপনাকে কোন শমন পাঠান হয়েছিল কি?

উ-ঢাকা হেডকোয়ার্টার হতে আমাকে এখানে আসার জন্য সিগনাল দেওয়া হয়। আমি বর্তমানে ডিউটিতে আছি। ডিউটিতে থাকাকালীন আমি দাঁড়িয়ে দুঃখীত হইলাম। বৃটিশ ইউনিফর্ম পরিধান করি না।

সাক্ষী বলেন, আমার ইউনিফর্ম আছে। তবে আমি চাকুরী হতে অব্যাহতিপূর্ব ছুটিতে আছি বলে তা পরিধান করি না। আগামী ৬ই নবেম্বর আমার এই ছুটি শেষ হবে। ঐদিনই আমার চাকুরী হতে অব্যাহতি লাভের দিন।

আমাকে চাকুরীতে থাকার জন্য অপশন দেয়া হয়েছিল তবে আমি তাতে অসম্মতি জানিয়েছি।

প্র-কেন?

উ-ব্যক্তিগত কারণে।

প্র-অব্যাহতিপূর্ব ছুটিকালীন সময়ে আপনি বাইরেও থাকতে পারতেন কি?

উ-ইচ্ছে করলে আমি থাকতে পারতাম।

প্র-কোরাঙ্গী হতে ঢাকায় আসার সময় আপনার সাথে কোন অফিসার এসেছেন?
উ-না।

সাক্ষী বলেন, পিএএফ ঢাকা হেডকোয়ার্টার আমাকে এখানে আসতে বলেছে। আমি ১৩ বছর চাকুরী করেছি। ১৯৬৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর হতে আমার অব্যাহতিপূর্ব ছুটি শুরু হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে ৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নেই চলে যেতে পারতাম।

প্র-এই মামলার ব্যাপারে আপনি কোন পুলিশ অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি?
উ-১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি বিমান বাহিনীর পুলিশের সাথে সাক্ষাৎ করি।
প্র-তিনি আপনার কোন জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছিলেন কি?
উ-না। তিনি আমাকে কতিপয় প্রশ্ন করেছিল।
প্র-তদন্ত কেন্দ্রে আপনি কতক্ষণ ছিলেন?
উ-এক ঘণ্টা।
প্র-ফেব্রুয়ারী মাসের কোন তারিখে আপনি বিমান বাহিনীর তদন্ত কেন্দ্রে গিয়েছিলেন?
উ-মাসের প্রথম দিকে।

জেরার জবাবে সরকারী সাক্ষী জনাব আবদুল হাই বলেন যে, বিমান বাহিনীর তদন্ত কেন্দ্রে যাওয়ার পর তাঁকে বেসামরিক পুলিশের নিকট হাজির হওয়ার জন্য ডাকা হয়। তখন তিনি সাময়িকভাবে ঢাকাতে মোতায়েন ছিলেন। করাচী থেকে তিনি একাই ঢাকা আসেন। তাঁর সাথে অন্য কেউ আসেনি।

প্র-ঢাকায় আপনি কোথায় ছিলেন?
উ-পিএএফ হেডকোয়ার্টারে।
প্র-আপনাকে রাজারবাগ এস বি অফিসে নেয়া হয়েছিল কি?
উ-না।
প্র-কোন মাসে আপনি ঢাকা এসেছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের এপ্রিল/মে মাসে।
প্র-এই দুজন অফিসার ছাড়া অন্য কারও কাছে আপনি মোশাররফ হোসেনের বাড়ীর বৈঠকের কথা বলেছিলেন কি?
উ-না।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই ভূয়া হাতবোমাটি অকেজো। সেজন্যে এটাকে 'সালভেজ স্টোরে' রাখা হয়েছিল।

প্র-'সালভেজ স্টোরে' আর কি কি জিনিস রাখা হয়েছিল?
উ-আমি তা জানি না।

প্র-এই 'সালভেজ স্টোর'টি কোথায় অবস্থিত?
উ-এটা সুরক্ষিত এলাকায় অবস্থিত। পরে সাক্ষী বলেন যে, সুরক্ষিত বলতে তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে সেখানকার কর্মচারী ছাড়া 'সালভেজ স্টোরে' অন্য কেউ যেতে পারেন না।
প্র-'সালভেজ' রুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেহ তল্লাসী করা হয় কি?
উ-না। কেননা সেখানে অন্য কাউকে ঢুকতে দেয়া হলে তাকে গাইড করার বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।
প্র-অকেজো অস্ত্রশস্ত্র 'সালভেজ রুমে' রাখা আপনার কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল কি?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনি সবসময়ে 'সালভেজ স্টোরে' অকেজো অস্ত্রশস্ত্র রাখতেন কি?
উ-কোন কোন সময় আমি রাখতাম। আবার অন্য সময়ে যাঁরা ডিউটিতে থাকতেন তারা রাখতেন। কারণ আমাদের সিফটিং ডিউটি করতে হত।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ব্যবহারযোগ্য জিনিস রাখার জন্যে আলাদা স্টোর আছে। অস্ত্রসস্ত্র অকেজো হয়ে গেলেই তা 'সালভেজ' স্টোরে পাঠান হয়।

প্র-ভুয়া হাতবোমাটি সালভেজ স্টোরে রাখার সময় আপনি সেখানে ছিলেন কি?
উ-না।
প্র-'সালভেজ' স্টোরে আপনার পদমর্যাদা কি ছিল?
উ-ক্ষুদ্র ও ব্যবহারযোগ্য অস্ত্রের ইন-চার্জ ছিলাম।
প্র-ব্যবহারযোগ্য অস্ত্রের কোন রেজিস্টার বুক ছিল কি?
উ-হ্যাঁ।
প্র-অকেজো জিনিস কিভাবে নষ্ট, বুক আছে কি?
উ-না। কোন জিনিস অকেজো হয়ে গেলে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের স্টক রেজিস্টার থেকে তার নাম কেটে দেয়া হয়।
প্র-অকেজো জিনিস কিভাবে নষ্ঠ করা হয়?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-ভুয়া হাতবোমাটি অকেজো ঘোষণা করেছিলেন কে?
উ-সেন্ট্রাল কোয়ালিটি ইনসপেকশন টিম।

জেরার জবাবে সরকারী সাক্ষী আরও বলেন যে, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের স্টক রেজিস্টার থেকে ভূয়া হাতবোমাটির নাম কেটে দেয়ার পর সে জায়গায় কোয়ালিটি ইন্সপেকশন টিমের প্রেসিডেন্ট দস্তখত করেছেন।

প্র-এই হাতবোমাটিতে কোন চিহ্ন আছে কি?
উ-একটি চিহ্ন আছে।

প্র-ভূয়া হাতবোমাটির নাম স্টক রেজিস্টার থেকে কেটে দেওয়ার পর এর গায়ে এই নম্বর দেয়া হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-লেজার চার্ট কাকে বলে?
উ-এটা রেজিস্টারের ব্যবহারিক নাম।
প্র-সালভেজ স্টোরে লেজার চার্ট আছে কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-কোন জিনিস ব্যবহারযোগ্য কি ব্যবহারযোগ্য নয় তা যাচাই করার জন্য কোন পদ্ধতি চালু আছে কি?
উ-কোয়ালিটি ইনস্পেকশন টিমই এটা যাচাই করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।
প্র-অকেজো জিনিস সালভেজ স্টোরে রাখা হয় কেন?
উ-অকেজো হওয়ার পর এখানে এনে জমা করা হয়। বেশ জমে উঠলে পরে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

Pakistan Observer
2nd November 1968
Witness says he was not given any warrant to arrest Ali Reza
(By A Staff Correspondent)

Police Sub-Inspector Hashmat Ali, a prosecution witness in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and others, told the Special Tribunal in Dacca Cantonment on Friday that he was not given any warrant of arrest for arresting Mr. Ali Reza, an accused in the case, at the time of the search of the Dhanmandi House of Mr. Ali Reza on December 9, 1967.

The witness said this in reply to a question by the Defence Counsel Mr. Zahiruddin. To a suggestion of the counsel, the witness who is attached to Tejgaon Thana said that it was not correct that he did not observe all formalities during the search of the house and a lot of unauthorised persons entered the house. The witness said in this examination-in-chief that he had searched Mr. Ali Reza's House No. 821, Road No. 18 of Dhanmandi Residential area and seized a number of articles.

The tribunal recorded evidences of in all nine witnesses who were described as formal witnesses on Friday.

The witness Hashmat Ali said in reply to a question that in ordinary cases of seizure, the seized articles are sent to the S. D. M. (Subdivisional Magistrate). He said he sent these articles seized to the SDM. Dacca through the DSP, Special Branch. He however, admitted that the warrant of search did not come through the

special branch. The witness also said that he had received order from the SDM to send the seized articles to him (SDM) forthwith. He received no order from the SDM to send these articles through the Special Branch.

The Defence Counsel asked who then superseded the order of the SDM. To that question the witness said that he had sent the articles to the Special Branch as they were dealing with the case.

The witness said that there was no mention of any case number in the search warrant. The witness said that he had mentioned in his report submitted after execution of the search that he had observed all the formalities. The witness said that during the search operation he was accompanied by Mr.R.A. Chowdhury who is an Inspector of the Special Branch, one head constable, two naiks and 10 constables.

To another question of Mr. Zahiruddin, the witness said only the Special Branch Inspector was in plain dress during the search. He said that two witness who were brought from the nearby houses were also present at the time of the seizure of articles. When asked whether any Air Force officer went with the witness to the house, the witness replied in the negative.

Of the nine witnesses who deposed on Friday, two were police officers two bank accountants, two hotel employees one a mason and one salesman.

While being examined by Mr. Ataur Rahman Khan, S. I. Mr. Hashmat Ali (listed witness No. 41, and in the serial Witness No. 34), the withness said that the search warrant on the basis of which House No. 821, on Road No. 18, Dhanmandi, was searched was first addressed to O. C. Lalbagh Thana and later it was cut out and addressed to the O. C. Tejgaon.

The witness was given the search warrant and asked by Mr. Ataur Rahman Khan (A. R. K.) Do you see any initials on the search warrant after the address was changed?
Hashmat Ali (H. A.) I do not see any initials there.
A. R. K.– Do you know who has done it?
H. A.– I do not konw.
A. R. K. – Who else went with you to that house?
H. A. – S. I. Khairat Ali of Lalbagh Thana and a Head Consatble of the Special Ahmed Forces were also with me.
A. R. K.– Who deputed Khairat Ali to go with you?
H. A.– Circle Inspector of Lalbagh deputed Mr. Khairat Ali to go with me.

A. R. K.– Has that been endorsed in the search warrant?
H. A.– No.
A. R. K.– When did you search the house?
H. A.– Between 5 a. m and 7 a .m.

The witness was also asked where he had actually found a diary, a letter and some other articles, which were entered in the seizure list. The witness said that he could not recollect where he found all these articles. He said that he got these in different places of two rooms of that house. The house, he said had three or four rooms. The articles, were recovered from an almirah and a box he said. The witness said in reply to another question that he did not see any female members in that house.

To a question of Khan Bahadur Ismail, the witness said that the Inspector of the Special Branch was in plain dress. Earlier, witness Momtazuddin Sikdar, Assistant Manager of the Dacca Hotel was examined by the Defence Counsel Mr. Abdus Salam Khan. The witness said in reply to a question that nobody could stay in the hotel without entering his name in the hotel register and that must be done by the own hand of the guest himself. He also said that two persons were not given accommodation in a single-seated room, nor three persons were allowed to stay in the double seated room.

Witness Mohammad Zahir who was also present at the time of seizure of the Dacca Hotel register was also produced in the court. The defence counsels declined to ask any question.

Then Md. Abul Bashar an Accountant of the National Bank of Pakistan, Jinnah Avenue Branch, a witness during the seizure of some bank register and other documents gave his evidence. He testified the seizure list which he had signed. The articles, he said, were seized on January 15, 1968. The witness said that the police that seized, among others things a bank draft application form. He said this during his examination-in-chief by Prosecution counsel Mr. Abdul Alim.

The witness identified the entry in the name of Lt. Moazzam Hussain in a register of the bank.

In reply to question by Mr. Zahiruddin the witness said that he was in the National Bank of Pakistan since August 16, 1951. He was posted in the Jinnah Avenue branch from February 1966. He said that none of the documents seized bore his signature and none was written by him. The documents seized in his presence were maintained by different persons at different times, he further said.

The witness said that Mr. Azharul Islam, another Accountant of the Jinnah Avenue branch of the National Bank of Pakistan, signed the seizure list.

Mr. Aftab Hussain Munshi, a mason, who had signed the seizure list in the house of Mr. Ali Reza in his evidence said he was a resident at a house on Road No 18, Dhanmandi Residential Area. He was residing in the house of one Mr. Asheque. Two other labourers were residing in that house. He said that the house was located on the other side of the House No. 821 across the road.

To a question of Mr. Ataur Rahman Khan the witness said that the seizure list was prepared in the house which was searched.

To a question by Khan Bahadur Ismail, the witness said that he could read only the Bengali writings in the seizure list.

Replying to a question by Mr.Zahiruddin, the witness said that there was only one member of the public besides the police. The witness was examined through an interpreter because he knew only Bengali.

Witness Sub-Inspector Mr. Mujibur Rahman, of the Reserve Police, Dacca, in his deposition said that he had conducted the search in Hotel Arzoo on January 8, 1968. He said he had seized a hotel register from that hotel and prepared a seizure list which was signed by the hotel Manager Omar Fateh Khan and one Anwarul Islam.

The defence declined to question the witness.

Omar Fateh Khan, the Manager of Hotel Arzoo, during his deposition indentified the seized register. He said that he had signed the seizure list.

He said that he saw the Serial No. 198 at Page 11 in the seized register and said it was the name of Mr. M. M. Rahman in that serial. And in the column in this entry for signature it was the signature of Mr. M. M. Rahman by his own hand. He said that he could not say whether it was signed in his presence.

Mr. Zahiruddin, Defence Counsel, examined that witness showing the Page No. 11 of the register, he asked the witness.– Do you find overwritings over the serial numbers beginning from 191 to 1967.
Omar Fateh Khan (O. F. K.) : Yes, I see over-writings.
Zahiruddin.– Do you see over writings in any other page?
O. F. K.– Yes, There is also over-writing on the serial numbers 209, 210 and 211 on the next page.

Zahiruddin– Do you know as to who has done these over-writings?
O. F. K.– I cannot say that, Zahiruddin– What is the date of arrival of the boarder shown in the serial No. 1967.
O. F. K.– July 8, 1967.
The witness said that nobody including himself could stay in the hotel without entering his name and particulars in the hotel register.

The last witness who gave his evidence in the day was Anwarul Islam, a salesman in a paint shop at Nawabpur Road. He said he was present at the time of search of Hotel Arzoo and signed the seizure list. The witness was asked by Mr. Zahiruddin some questions in Urdu as he was unable to understand English. The chairman of the tribunal also translated some of the questions in Urdu for the witness. At one point when Mr. Zahiruddin was asking a question in Urdu. Mr. Justice M. R. Khan, a member of the tribunal, said I do not understand Urdu.

Mr. Justice M. R. Khan told the prosecution on Friday that they were very fond of Mujibur Rahman. He said so when S. I. of Police Mr. Mujibur Rahman was produced for examination. The Chairman of the tribunal at that point said smilingly it seems Mujibur Rahman is very popular here.

It may be mentioned here that the Number One Accused in the case is Sheikh Mujibur Rahman No. 3 accused is Steward Mujibur Rahman. An other accused is Mr. Mujibur Rahman an ex-clerk of the EPRTC. And above all there is Mr. Justice Mujibur Rahman Khan who made the comment.

The tribunal will resume hearing on Monday.

সংবাদ

২রা নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আরও নয়জন সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (শুক্রবার) কুর্মিটোলা সিগন্যাল মেসে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরারম্ভ হইলে সরকারী পক্ষের মোট ৯ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

ইতিপূর্বে একদিনে এতজন সাক্ষীকে আর কখনও আদালতে হাজির করিয়া জবানবন্দী লওয়া হয় নাই। এই সকল সাক্ষীর অধিকাংশই সাধারণ সাক্ষী এবং আলোচ্য ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহারা তল্লাশী ও আলামত 'সীজ' করার ব্যাপারে জড়িত মাত্র। ট্রাইব্যুনালে গতকল্যকার অধিবেশনে যাঁহাদের সাক্ষী হিসাবে উত্থাপিত করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে ২ জন পুলিস অফিসার, ২ জন ব্যাঙ্কের একাউন্ট্যান্ট ও ২ জন হোটেল কর্মচারী রহিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত গতকল্য পুলিস সাব ইন্সপেক্টর মজিবর রহমান, এ্যাসিষ্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর মোঃ হাসমত আলী, ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের একাউন্টটেন্ট জনাব আবুল বাসার ও জনাব আজাহারুল ইসলাম, হোটেল আরজুর ম্যানেজার জনাব ওমর ফতেহ খান, ঢাকা হোটেলের সহকারী ম্যানেজার জনাব মমতাজুদ্দীন সিকদার, রাজমিস্ত্রী আফতাব হোসেন মুন্সী এবং একটি রংয়ের দোকানের সেলসম্যান আনোয়ারুল ইসলামকেও এইদিন আদালতে হাজির করা হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনকে বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ জেরা করেন।

মুন্সীর জবানবন্দী

গতকাল (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার ২৮নং সরকারী সাক্ষী আফতাব হোসেন মুন্সী তাহার জবানবন্দীতে বলেনঃ আমার নাম আফতাব হোসেন মুন্সী, পিতা জহিরুদ্দিন আহমেদ, বয়স ৪৩, বৎসর, গ্রাম ইমামকাটি, থানা নলছিঠি, জেলা বরিশাল। বর্তমানে আমি ঢাকায় ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার ১৮নং রোড, ঈদগাঁয় বসবাস করিতেছি।

সরকারী কৌসুলি টি, এইচ খান কর্তৃক জেরা

প্রঃ গৃহ তল্লাসীর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?
উঃ ছিলাম।
প্রঃ বাড়ীর নম্বর কত এবং কোথায় অবস্থিত?
উঃ ঘরের নম্বর ৮২১। ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় ১৮নং রোডে অবস্থিত।
কৌসুলীর অপর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেনঃ বাড়ী তল্লাসীর পর পুলিস আটক জিনিসপত্রের একটি তালিকা প্রণয়ন করে। আমি এতে স্বাক্ষর করি। যেসব জিনিস আটক করা হয় তার সবকিছুই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
প্রঃ কী কী জিনিস আটক করা হয়েছিল?
উঃ আমার মনে নেই।

বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলী আতাউর রহমান খানের জেরা

জনাব আতাউর রহমান খানের কতিপয় প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ আমিও ১৮নং রোডে থাকি। এটা আমার নিজের বাড়ী নয়। একজন লাইসেন্সধারী হিসাবে আমি সেখানে বসবাস করি। ৮/১০ বছর যাবৎ আমি এখানে আছি।

আমি যে ঘরটিতে থাকি তার বিপরীত পার্শ্বে রাস্তার অপরপাশে ৮২১নং বাড়ীটি অবস্থিত। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই এলাকায় বাস করেন। গৃহ তল্লাসী প্রত্যক্ষ করার জন্য পুলিস আমাকে ডেকে নিয়ে যায়।

প্রঃ কতটার সময় পুলিস ঘরে তল্লাসী চালায়?

উঃ ভোর প্রায় ৫ টায়।

প্রঃ কে তল্লাসীর কাজ পরিচালনা করেছিলেন?

উঃ তেজগাঁও থানার পুলিস অফিসার।

প্রঃ তাদের পরনে কী ছিল?

উঃ সকলেই ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন।

প্রঃ পুলিস অফিসারদের কেউ সাধারণ পোশাকে ছিলেন কি?

উঃ কেউই নন।

কৌসুলির কতিপয় প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ পুলিস কনষ্টেবলরা সশস্ত্র ছিল । যেখানে মালপত্র আটক করা হয়। সেখানেই আমি আটক মালপত্রের তালিকায় স্বাক্ষর করি। ভবনটির সবগুলো কামরায় তল্লাসী চালানো হয়েছিল। সেই সময় ঘরে কোন মহিলা ছিলেন না। বাড়ীটি যখন তৈরী করা হচ্ছিল তখন আমি সেখানে কাজ করেছি। বাড়ীভাড়া দেবার পর আমি কখনো আর সেখানে যাইনি।

মোহাম্মদ ইসমাইল কর্তৃক জেরা

প্রঃ আটক দ্রব্য তালিকায় বাংলা লেখা কি আপনি পড়তে পারেন?

উঃ হ্যাঁ, পারি ।

প্রঃ তালিকাটি কখন তৈরী করা হয়?

উঃ সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে।

প্রঃ আপনি কী দিয়ে তালিকায় স্বাক্ষর করেছিলেন?

উঃ পুলিসের কলম দিয়ে।

জহিরুদ্দিন কর্তৃক জেরা

প্রঃ তল্লাসী দেখার জন্যে আপনি যখন সেখানে যান তখন সেখানে কে কে ছিল?

উঃ পুলিস ছাড়া সেখানে আর মাত্র একজন লোক ছিলেন।

প্রঃ সেখানে কতজন পুলিস ছিল?

উঃ প্রায় ২৫/২৬ জন।

প্রঃ সেখানে আর কী কী ছিল?

উঃ মাত্র একটি জীপ ও কয়েকটি বেবীটেক্সী ছিল।

প্রঃ আপনি সেখানে কতক্ষণ ছিলেন?

উঃ প্রায় ২ ঘণ্টা।

অতঃপর অন্য কোন কৌসুলি সাক্ষীকে আর জেরা করেন নাই।

সংবাদ

২রা নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

[গত বৃহস্পতিবার ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের শুনানীতে সরকারী সাক্ষী মোহাম্মদ মহসীনের জেরার কিয়দংশ গতকালের 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য (শনিবার) অবশিষ্ঠাংশ প্রকাশ করা হইল।]

কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, তিনি লোকটিকে ৫ শত টাকা দিলে সে কিছু বলে নাই। পরে জানায় তাহার নাম 'মুরাদ'।

প্রঃ আওয়ামী লীগের আর কোন লোককে চেনেন?

উঃ আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্যকে চিনি। তবে তাদের সংখ্যা খুব কম।

প্রঃ তাদের সাথে এসব ব্যাপার আলাপ করেছেন?

উঃ জী না।

প্রঃ শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেফতারের পর আওয়ামী লীগের আর কোন নেতা গ্রেফতার হয়েছেন?

উঃ কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম জানি– তাঁরা হলেন সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন, অস্থায়ী সম্পাদক মিজানুর রহমান ও খোন্দকার মোস্তাক আহমদ।

সাক্ষী বলেন যে, তাহার একজন ভ্রাতুষ্পুত্র আছে– নাম বাচ্চু । তাহার বিবাহের ব্যাপারে তিনি করাচী হইতে কিছু অলঙ্কার ক্রয় করার জন্য জনাব এ, এফ, রহমানকে ৫ হাজার টাকার একটি চেক দেন।

প্রঃ চেকটা কবে দিয়েছিলেন?

উঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সনের মার্চ মাসে।

প্রঃ ১৯৬৬ সনের জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী মাসে জনাব এ, এফ, রহমান কোথায় ছিলেন?

উঃ ছুটিতে ঢাকায় ছিলেন।

প্রঃ পুলিসের কথামত আপনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দিয়েছেন না?

উঃ এটা ঠিক নয়।

প্রঃ ভারত অথবা ইন্দোনেশিয়া হতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়ের জন্যে মুরাদ আপনার কাছে টাকা চেয়েছে–ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এটা বলতে পুলিস আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছিল না?

উঃ না, এটা ঠিক নয়।

প্রঃ মুরাদ নামক লোকটার সাথে ষড়যন্ত্র বা বিপ্লবী সংস্থা সম্পর্কে আপনার আলাপ হয়েছিল?

উঃ না, কোন আলাপ হয় নাই।

প্রঃ আপনার ড্রাইভার আবুল হাশেম কি এখনো আপনার চাকুরীতে আছে?
উঃ না, আমার গ্রেফতারের কিছুদিন পর সে চাকুরী ছেড়ে চলে গেছে।

মোঃ ইসমাইল কর্তৃক জেরা

কৌঁসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব রহুল কুদ্দুস একসময়ে ঢাকায় কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের ডিরেক্টর ছিলেন। তখন তিনি ধানমণ্ডী এরিয়ার ২২নং রোডের ২৫১নং বাড়ীতে বাস করিতেন। ঐ বাড়ীতে তিনি ১৯৬৪ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৬৭ সনের জুন পর্যন্ত ছিলেন। ১৯৬৭ সনের এপ্রিলে তিনি লাহোর এডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন।

আদালতের কাছে

সাক্ষী বলেন, ঐ চাকুরীতে যোগদানের জন্য জনাব রুহুল কুদ্দুস সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সনের এপ্রিল অথবা মে মাসে লাহোর যাত্রা করেন। (সাক্ষীকে যখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, একটু আগে কৌঁসুলির প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছেন জনাব রুহুল কুদ্দুস ১৯৬৭ সনের জুন পর্যন্ত ছিলেন। সাক্ষী বলেন,"আমার এই মাত্র একটু ভুল হয়ে গেছে। আসলে আমার মনে হয় তিনি ১৯৫৭ সনের সেপ্টেম্বরে লাহোর যাত্রা করেন)।

আতাউর রহমান খান কর্তৃক জেরা

প্রঃ মেজর নাসেরকে চিনেন?
উঃ চিনি। তিনি মিলিটারী কাষ্টডির অফিসার ইন-চার্জ।
প্রঃ কর্ণেল শের আলী বাজ খানকে চিনেন?
উঃ চিনি। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় এবং সিগন্যালস মেসে তাকে দেখেছি।
প্রঃ সিগন্যালস মেসে তিনি আপনাকে দেখেছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ লেঃ শরিফসহ দু'বার খুলনায় গিয়েছিলেন কিভাবে?
উঃ বিমানে।
প্রঃ টিকিটের ব্যবস্থা করলো কে?
উঃ আমি আমাদের দু'জনের টিকিটের ব্যবস্থা করেছি।
প্রঃ চট্টগ্রাম যেতে চেয়েছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ চট্টগ্রাম যাবার অনুমতির জন্যে মেজর নাসেরের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন না?
উঃ আমার মনে নেই।

প্রঃ আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থার আর কোন প্রয়োজন আছে?
উঃ জী না।
প্রঃ আপনি এখন অনুমতি ছাড়াই ইচ্ছামত যেতে পারেন?
উঃ জী পারি।

দৈনিক পয়গাম

২রা নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গতকল্য (শুক্রবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আরও ৮জন বাদী সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এছাড়া ঢাকা হোটেলের সহকারী ম্যানেজার মমতাজউদ্দিন সিকদারের জেরাও শেষ হয়।

এই ৮ জন নূতন সাক্ষীর মধ্যে জনৈক মোহাম্মদ জহিরকে বাদীপক্ষ শুধু ট্রাইব্যুনালে হাজির করেন। বিবাদী কৌঁসুলিগণও তাহাকে জেরা করেন নাই।

গতকল্য যে আটজন নূতন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় তাহারা হইতেছেন ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের মোহাম্মদ আবুল বাশার, তেজগাও থানার এ, এস, আই, মোঃ হাশমত আলী, রাজমিস্ত্রী আফতাব হোসেন মুন্সী, ঢাকা রিজার্ভ অফিসের সাব-ইন্সপেক্টর মুজীবুর রহমান, হোটেল আরজুর ম্যানেজার ওমর ফতেহ খান, দোকান কর্মচারী আনোয়ারুল ইসলাম ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের লোকাল অফিসের ম্যানেজার মোঃ আজহারুল ইসলাম।

গতকল্যকার সাক্ষীদের সাক্ষ্য-প্রমাণের অধিকাংশই আনুষ্ঠানিকতা সংক্রান্ত। অতএব, জবানবন্দী ও জেরা উভয় বিষয়ই সংক্ষেপে সমাপ্ত হয়। সাক্ষীদের মধ্যে কেবলমাত্র মোহাম্মদ হাশমত আলী বিবাদী কৌঁসুলীদের পূর্ণাঙ্গ জেরার সম্মুখীন হন।

২ নম্বর বাদীসাক্ষী তেজগাঁও থানার সহকারী সাব ইন্সপেক্টর জনাব হাশমত আলী জবানবন্দীদানকালে বলেন যে, তিনি ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর ধানমণ্ডীর ১৮ নম্বর রোডের ৮২১ নম্বর বাড়ীতে তল্লাশী চালান। সাক্ষীর হাতে একটি সিজারলিষ্ট, একখানি ডায়রী, ক্যাম্পে মোতালিব কর্তৃক আলী রেজার নিকট বাংলায় লিখিত একখানি পত্র, কয়েক ব্যক্তির নামের একটি তালিকা ও অন্যান্য কিছু দলিলপত্র দিয়া সরকারী কৌঁসুলী জিজ্ঞাসা করেন যে, উল্লিখিত গৃহটি তলাশী করিয়া তিনি কি এইগুলি উদ্ধার করিয়াছেন?

উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি উল্লিখিত বাড়ী হইতেই এইগুলি আটক করিয়াছেন এবং তিনি নিজ হস্তে ইহার তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তালিকার নীচের স্বাক্ষরও তাহার স্বহস্তে লিখিত। সংশ্লিষ্ট বাড়ী হইতে উদ্ধারকৃত জিনিসপত্রের মধ্যে "আমাদের স্বাধীনতা দিবস" শীর্ষক একখানি পুস্তিকাও রহিয়াছে। জবানবন্দীকালে আরও জানা যায় যে, সিজারলিষ্টে উল্লিখিত গৃহের বাসিন্দা ও বর্তমান মামলার অন্যতম আসামী আলী রেজারও স্বাক্ষর রহিয়াছে।

সাক্ষী বলেন যে, আলী রেজা তল্লাশীর সময় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইয়াছে।

জনাব হাশমত আলীর জবানবন্দী শেষ হইলে জনাব আতাউর রহমান খান প্রথমে তাঁহাকে জেরা করেন। বিবাদী কৌসুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ৮২১ নম্বর বাড়ীটি লালবাগ থানার অন্তর্গত নয়। এই পর্যায়ে জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীর হাতে একখানি তল্লাশী পরোয়ানা অর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, এখানে সংশ্লিষ্ট বাড়ীটিকে লালবাগ থানায় দেখান হইয়াছে কিনা। সাক্ষী বলেন যে, হ্যাঁ, লালবাগ থানার এলাকা বলিয়াই উহাতে দেখান হইয়াছে। অতঃপর বিবাদী কৌসুলী জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রথমে পরোয়ানায় লালবাগ থানার অফিসার-ইন-চার্জের উল্লেখ রহিয়াছে কিনা এবং পরে তাহা কাটিয়া তেজগাঁও থানা করা হইয়াছে কিনা। জবাবে সাক্ষী হ্যাঁ বোধক জবাব দেন। লালবাগ থানার নাম কাটিয়া কে তেজগাঁও থানার নাম বসাইয়াছে, সাক্ষী তাহা জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জানেন না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সাব-ইন্সপেক্টর খয়রাত আলী তল্লাশীর সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। খয়রাত আলী পদমর্যাদার দিক দিয়া তাঁহার উপরে এবং তিনি লালবাগ থানার সহিত জড়িত। তিনি বলেন যে, বিশেষ সেনাবাহিনীর একজন হেড কনষ্টেবলও তল্লাসীর সময় সঙ্গে ছিলেন।

লালবাগ থানার সাব-ইন্সপেক্টর খয়রাত আলীকে কে তাহার সহিত যাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এই মর্মে জিজ্ঞাসিত এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, লালবাগের সি, আই এই নির্দেশ দেন।

সাক্ষী বলেন যে, আফতাব হোসেন মুন্সী নামক জনৈক রাজমিস্ত্রী তল্লাসী ও সিজার লিষ্টের অন্যতম সাক্ষী রহিয়াছেন। পরে আফতাব হোসেনেরও সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

ঢাকা পুলিশ লাইনের সাব-ইন্সপেক্টর মুজীবুর রহমান জবানবন্দী দানকালে বলেন যে, সূত্রাপুর থানার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাকালে তিনি হোটেল

আরজুতে তল্লাসী চালান এবং সেখান হইতে কতিপয় হোটেল রেজিষ্টার আটক করেন। তিনি বলেন যে, এই রেজিষ্টারসমূহের সিজারলিষ্ট ওমর ফতেহ খান ও আনোয়ারুল ইসলাম নামে দুই ব্যক্তি সাক্ষী রহিয়াছেন।

গতকল্য উল্লিখিত ওমর ফতেহ খান ও আনোয়ারুল ইসলামেরও সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের একাউনটেন্ট আবুল বাসার ও আজহারুল ইসলামও ব্যাঙ্ক হইতে কিছু কাগজপত্র আটক করার ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করেন। অতঃপর গতকল্যকার মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। আগামী সোমবার সকালে আবার শুনানী শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২রা নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

শুক্রবার সরকার পক্ষের ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সরকারপক্ষের ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। একদিনে এই মামলার এত বেশী সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা করা এটাই প্রথম।

গতকাল শুনানীর শুরুতে চব্বিশ নম্বর সরকারী সাক্ষী ঢাকা হোটেলের সহকারী ম্যানেজার জনাব মমতাজউদ্দিন শিকদারের জেরা সমাপ্ত হয়।

এছাড়া ট্রাইব্যুনালের মামলার আরও আটজন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়। এই আটজন সরকারী সাক্ষী হচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ জহীর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের একাউন্ট্যান্ট, জনাব আবুল বাশার ও জনাব আজাহারুল ইসলাম তেজগাঁও থানার এ এস আই জনাব হাশমত আলী, জনাব আফতাব হোসেন মুন্সী, সুত্রাপুর থানার সাবেক এস আই জনাব মজিবুর রহমান, আরজু হোটেলের ম্যানেজার জনাব ওমর ফতেহ খান ও জনাব আনোয়ারুল ইসলাম।

গতকাল পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোট ৩২ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে এগারজন একরারী সাক্ষী রয়েছেন।

গতকাল বিবাদীপক্ষের জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল,জনাব জহীরুদ্দিন ও জনাব আতাউর রহমান খান সরকারী সাক্ষীদের জেরা করেন।সপ্তাহ প্রান্তিক বিরতির পর আগামী সোমবার পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার শুনানী শুরু হবে।

গতকাল শুক্রবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীর শুরুতে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান বাদীপক্ষের সাক্ষী মমতাজউদ্দিন শিকদারকে জেরা শুরু করেন।

আদালতের সহকারী রেজিস্টার জনাব আতাউর রহমান দোভাষীর কাজ করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, হোটেল রেজিস্টার রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে বোর্ডারদের নামধাম, ঠিকানা তাতে লিপিবদ্ধ করা। অন্যান্য বিবরণও এতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

বোর্ডারদের খাওয়া-দাওয়ার যে বিল তৈরী করা হয় তার এক কপি বোর্ডারদের দেয়া হয় এবং এক কপি হোটেলে রাখা হয়।

প্র-আপনার হোটেলে সিঙ্গল সীট এবং ডবল সীটের রুম আছে, তাই না?

উ-হ্যাঁ।

প্র-যদি কোন ক্ষেত্রে সিঙ্গেল সীটের রুমে একজনের বেশী এবং ডবল সিটের রুমে দুজনের বেশী থাকে তবে রেজিস্ট্রারে তা লিপিবদ্ধ করা হয় কি না?

উ-কোন ক্ষেত্রেই সিঙ্গেল সিটের রুমে একজনের বেশী এবং ডবল সিটের রুমে দু'জনের বেশী বোর্ডার রাখা হয় না।

এখানে মমতাজউদ্দিনের জেরা শেষ হয়। এরপর ঢাকা হোটেলের রেজিস্টার আটকের তালিকায় অপর সাক্ষী মোহাম্মদ জহিরকে আদালতে হাজির করে বিবাদীপক্ষকে জেরা করতে বলা হলে বিবাদীপক্ষ তাকে জেরা করবেন না বলে জানান।

আবুল বাশার

তারপর বাদীপক্ষের অপর সাক্ষী আবুল বাশারকে হাজির করা হয়। তিনি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জিন্নাহ এ্যাভিনিউ ব্রাঞ্চের একাউন্ট্যান্ট।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী জনৈক পুলিশ অফিসার ক্ষমতাপত্র নিয়ে আমাদের সেকশনে এসে কিছু দলিলপত্র আটক করেন।

সাক্ষীর হাতে একটা দলিল দেয়া হলে সাক্ষী বলেন, পুলিশ অফিসার ব্যাঙ্ক ড্রাফটের আবেদনপত্রের এই ফরম আটক করেছেন। আটক বন্ডের তালিকায় এই ড্রাফটের উল্লেখ আছে এবং আমি এই তালিকায় সই করেছি। সাক্ষী একখানা ব্যাঙ্ক ড্রাফট, ২টি রেজিস্টার বই শনাক্ত করেন এবং এগুলো তাদের ব্যাঙ্ক হতে তার উপস্থিতিতে আটক করা হয়েছে বলে জানান।

সাক্ষী একখানা ভাউচার শনাক্ত করে বলেন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের একাউন্টে কোন ব্যক্তি টাকা জমা করেছেন তা এই ভাউচার হতে বুঝা যাচ্ছে। এই ভাউচার ১৯৬৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পুলিশ আটক করেন।

জহিরুদ্দিনের জেরা

জনাব জহিরুদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-আপনি কতদিন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কাজ করছেন?

উ-১৯৫১ সালের ১৬ই আগস্ট হতে। আমি বিভিন্ন শাখা অফিসে কাজ করেছি।

প্র-আপনি জিন্নাহ এ্যাভিনিউ শাখায় কবে যোগদান করেছেন?

উ-১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। আমাকে বিল ও রিমিটেন্স বিভাগে নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্র-এই দলিলগুলো কি আপনার হাতের লেখা?

উ-না। এই সমস্ত বই যা আমি সনাক্ত করেছি তা ভিন্ন ভিন্ন কেরানীরা লিখে থাকেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ভাউচারে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রথম ১৯৬৬ সালের ৩১শে ফেব্রুয়ারী লেখা হয় তারপর তা কেটে উক্ত স্থানে ১৯৬৬ সালের মার্চ লেখা হয়।

এই দলিল আটক করার সময় আমাদের ব্যাঙ্কের একাউন্ট্যান্ট জনাব আজহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিও আটক দ্রব্যের তালিকায় সই করেন।

এ এস আই হাসমত আলীর জবানবন্দী

এরপর তেজগাঁও থানার এ এস আই হাসমত আলী আদালতে জবানবন্দী দেন।

হাসমত আলী বলেন, আমি ঢাকায় তেজগাঁও থানায় নিযুক্ত আছি। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমি এই থানায় নিযুক্ত ছিলাম। তখন হতে এখন পর্যন্ত উক্ত থানায় নিযুক্ত রয়েছি।

এরপর সাক্ষীর হাতে একটা দলিল দেয়া হলে সাক্ষী তা দেখে বলেন, ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর আমি ধানমন্ডির ১৮নং রোডের ৮২১নং বাড়ী তল্লাশী করি। সেখান হতে আমি "আমাদের স্বাধীনতা দিবস", "পাকিস্তান আন্দোলনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা" নামক পুস্তক আটক করি। উক্ত বাড়ী হতে আমি একটি ডায়েরীও আটক করি। জনাব আলী রেজার ব্যক্তিগত নোট ইংরেজীতে লেখা আছে। ১৯৬৭ সালের একটি ছোট ডায়েরীও আটক করি। মোতালেব কর্তৃক আলী রেজাকে লিখিত একখানা বাংলায় লেখা চিঠিও আমি আটক করি। এই চিঠির তারিখ হচ্ছে ৩-৮-৬৭নং। এম, এ, কাদের, বি, এ, এল এল বি এবং আরও ৭ ব্যক্তি নামের একটি তালিকাও আটক করি। এছাড়া আরও কতিপয় নোটিশ বিল এবং কাগজপত্র আটক করি।

এই সময় সাক্ষীর হাতে একটা বড় ডায়েরী দেয়া হলে সাক্ষী তা দেখে বলেন, আটক বস্তুর তালিকায় এই ডায়েরীও রয়েছে।

সাক্ষীর হাতে আরেকটি দলিল দেয়া হলে তিনি তা দেখে বলেন, আটক বস্তুর তালিকার এই দলিলটিও আছে। সাক্ষী বলেন, আটক বস্তুর তালিকায় ৯-১২-৬৭নং লেখা আছে আমি আটক বস্তুর তালিকায় দস্তখত করেছি এবং দুজন সাক্ষীও এতে দস্তখত করেছেন। এই সাক্ষী দুজন হচ্ছেন, আবুল বাশার এবং আলতাফ হোসেন মুনসী।

এরপর সাক্ষীর হাতে আরেকটি দলিল দেয়া হলে সাক্ষী তা দেখে বলেন, এটা হচ্ছে থানা তল্লাশীর ওয়ারেন্ট। তল্লাসীর সময় জনাব আলী রেজাও উপস্থিত ছিলেন।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরা

জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ধানমন্ডির ১৮নং রোডের ৮২১নং বাড়ী লালবাগ থানার অধীন নয়।এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, থানা তল্লাশী ওয়ারেন্ট জনাব এম এ রেজা, ৮২১ আর এ রোডনং ১৮ থানা লালবাগ, ঢাকা লেখা রয়েছে আমি তা দেখতে পাচ্ছি। এই ওয়ারেন্ট প্রথমে লালবাগ থানার ওসিকে সম্বোধন করে লেখা হয়।তারপর তা কেটে তেজগাঁও থানা লেখা হয়। কে এটা কেটেছেন তা আমি জানি না। এই সংশোধনের স্থানে কারুর কোন দস্তখত নেই।

প্র-আপনি এস আই খয়রাত আলীর সঙ্গে তল্লাশীতে গিয়েছিলেন?

উ-হ্যাঁ। তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন।

প্র-তিনি আপনার চেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসার?

উ-হ্যাঁ। তিনি লালবাগ থানার এস, আই।

প্র-এই তল্লাশীতে আপনার সঙ্গে আর কে ছিলেন?

উ-স্পেশাল আর্মফোর্সের জনৈক হেড কনস্টবল ছিলেন।

সাক্ষী বলেন, লালবাগের সার্টাল ইনসপেক্টের খয়রাত আলীকে তল্লাশীর জন্য পাঠান। ওয়ারেন্টে এটা কোথাও লেখা হয়নি।

প্র-কোন সময় আপনি বাড়ী তল্লাসী করেছেন?

উ-ভোর ৫টা হতে ৭টার মধ্যে।

প্র-এই ডায়েরী আপনি বাড়ীর কোন স্থানে পেয়েছেন?

উ-আমার মনে পড়ছে না।

প্র-চিঠি কোথায় পেয়েছেন তা বলতে পারবেন?

উ-আটক দ্রব্যের তালিকায় তা লেখা নেই। আমারও মনে নেই।

প্র-চিঠির সাথে তার উপরের খাম পেয়েছেন কি?

উ-আমার মনে নেই।

প্র-জর্নিস হোটেলের যে বিল আটক করেছেন তা কি কোন খামের মধ্যে ছিল?

উ-আমার মনে নেই।

প্র-এই তিনটি দ্রব্য বাড়ীতে একই জায়গায় পেয়েছেন না ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পেয়েছেন?

উ-ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়।

প্র-আলমারী না বাক্স কোথা হতে উদ্ধার করেছেন?

উ-আমি বলতে পারব না।

প্র-বাড়ীতে আলী রেজা ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন?

উ-আরও ৭জন ছিলেন।

প্র-বাড়ীতে কয়টা কামরা আছে?

উ-৩/৪টা।

প্র-বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক ছিলেন কি?

উ-আমি কোন স্ত্রীলোক দেখিনি। আমি প্রত্যেকটি কক্ষ তল্লাশী করেছি।

প্র-আপনি যখন তল্লাশী করেন তখন খয়রাত আলী কোথায় ছিলেন?

উ-তিনি দালানের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

প্র-হেড কনস্টেবল কোথায় ছিলেন?

উ-তিনিও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

প্র-আপনি একাই কক্ষের ভেতরে যান?

উ-স্পেশাল ব্যাঞ্চের আর এস চৌধুরী আমার সঙ্গে ভেতরে যান।

প্র-আপনার রিপোর্টে আপনি কারও নাম উল্লেখ করেছেন?

উ-না। আরও দুজন ব্যক্তি আমার সঙ্গে ভেতরে তল্লাশীর সময় ছিলেন। পাশের বাড়ী হতে এই দুজনকে সঙ্গে নেয়া হয়। আমি ৯/১২/৬৭ তারিখে সকাল ১০টায় রিপোর্ট প্রদান করি।

প্র-আপনি কি আলী রেজাকে গ্রেফতার করেছিলেন?

উ-হ্যাঁ।

প্র-কখন?

উ-সকাল ৭টায়।

প্র-তাকে গ্রেফতারের পর কোথায় নেন?

উ-শান্তিনগরে ডি এস পি'র সামনে হাজির করি।

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইলের একটিমাত্র প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনসপেক্টর সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন।

জহীরুদ্দীন

অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহীরুদ্দিন তেজগাঁও থানার এ এস আই জনাব হাসমত আলীকে জেরা করেন।

প্র-ধানমন্ডির ১৯ নম্বর রোডের কোন বাড়ীতে আপনি তল্লাশী চালিয়েছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-আলী রেজাকে গ্রেফতার করার জন্যে আপনাকে কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা দেয়া হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-সাধারণত বাড়ী তল্লাশী করে কোন মালামাল আটক করা হলে তা সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা হাকিমের নিকট জমা দেয়ার নিয়ম আছে কি?
উ-নিয়ম তাই।
প্র-আপনি আলী রেজার বাড়ী থেকে আটককৃত মালামাল মহকুমা হাকিমের নিকট জমা দিচ্ছিলেন কি?
উ-আটককৃত মালামাল আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি এস পি'র মাধ্যমে এস ডি ও'র নিকট পাঠিয়েছি।
প্র-বাড়ী তল্লাশীর পরোয়ানা আপনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের মাধ্যমে পেয়েছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আটককৃত মালামাল স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠানোর জন্যে আপনি এ ডি এম-এর নিকট থেকে কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনার উপর কি নির্দেশ ছিল?
উ-আটককৃত মালামাল অনতিবিলম্বে এ ডি এম-এর নিকট পাঠানোর নির্দেশ ছিল।
প্র-তাহলে আপনি কেন মালামালগুলি স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠিয়েছিলেন?
উ-স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আমাকে অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কারণ স্পেশাল ব্রাঞ্চ মামলাটি তদন্ত করছিলেন।
প্র-তল্লাশী পরোয়ানায় মামলা সম্পর্কে কোন উল্লেখ ছিল কি?
উ-জী না।
প্র- তল্লাশী পরোয়ানায় ওসির 'এনডোরসমেন্ট' ছিল কি?
উ- জী না।
প্র-এ ব্যাপারে আপনি সকল 'ফরমালিটিজ' মেনে ছিলেন কি?
উ-আমার রিপোর্টে সকল নিয়মকানুন মানা হয়েছে বলে আমি উল্লেখ করেছি।
প্র-আপনাকে তল্লাশী করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলে তল্লাশী পরোয়ানায় আপনার নাম উল্লেখ ছিল কি?
উ-জী হ্যাঁ। ছিল।
প্র-স্পেশাল আর্ম ফোর্সের লোকটিকে আপনি কোথায় পেলেন?
উ-তিনি আমার অফিসে এসেছিলেন এবং আমার সাথে গিয়েছিলেন।

প্র-আপনি কি তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন?
উ-জী না।
প্র-তল্লাশী চালানোর সময় আপনার সাথে বিমান বাহিনীর কোন অফিসার ছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনার সাথে কে কে ছিলেন?
উ-ইন্সপেক্টর আর এ চৌধুরী হেড কনস্টেবল, দুজন নায়েক, স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার ও দশজন কনেস্টেবল ছিলেন।
প্র-এর মধ্যে কতজন লোক সাদা পোশাকে ছিলেন?
উ-শুধু ইন্সপেক্টর।
প্র-আপনারা কিসে করে সেখানে গিয়েছিলেন?
উ-থানার একটি জীপযোগে ।
প্র-জীপের সাথে অন্য লোকজন ছিল কি?
উ-জী না।
এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশ....
ঘেরাও করার পর তিনি সাক্ষীদের আনার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, আপনি তল্লাশী পরোয়ানা প্রচলিত নিয়ম-কানুন পালন করেননি এবং অবৈধ উপায়ে বাড়ীতে ঢুকিয়েছিলেন?
উ-এ কথা সত্য নয়।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, আলী রেজা সে বাড়ীতে বসবাস করতেন না?
উ-এ কথা সত্য নয়। তিনি সে বাড়ীতেই বসবাস করতেন।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, 'সিজার লিস্ট'-এর সাক্ষীরা ১৮ নম্বর রোডে থাকিতেন না?
উ-এ কথা সত্য নয়। বস্তুতঃ তারা ১৮ নম্বর রোডেই থাকিতেন।

আলতাব হোসেন মুন্সির সাক্ষ্য

এরপর মামলার ২৮ নম্বর সরকারী সাক্ষী জনাব আখতার হোসেন মুন্সীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বরিশাল জেলায়। তিনি ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডের বাশিন্দা।

তাঁর সাক্ষ্যে জনাব আখতার হোসেন মুন্সী বলেন ঃ ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডের ৮২১ নম্বর বাড়ী তল্লাশীর সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি 'সিজার লিস্ট'-এ দস্তখত করেছি। বাড়ী থেকে যেসব মালামাল উদ্ধার ও আটক করা হয়েছে এই 'সিজার লিস্ট'-এ সেসবের উল্লেখ রয়েছে। মালামালের নাম আমার মনে নেই।

আতাউর রহমান খান

অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-আপনি ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডে থাকেন কি?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-উক্ত বাড়ীটি কি আপনার?

উ-জী না। বাড়ীর মালিক জনাব আশেক। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি সে বাড়ীতে থাকি। গত ৮/১০ বছর ধরে আমি সেখানে বসবাস করছি।

প্র-আপনার পরিবার সেখানে থাকে কি?

উ-জী না। আমি একা থাকি।

প্র-সেখানে অন্য কোন লোক থাকে কি?

উ-অপর দু'জন শ্রমিক থাকতেন।

প্র-আপনি কি কাজ করেন?

উ-আমি ওস্তাগার।

প্র-আপনার বাড়ীটি পুলিশের তল্লাশী করা বাড়ীর কোন দিকে?

উ-ঐ বাড়ীর বিপরীত দিকে।

প্র-সে রোডে বহু ভদ্রলোক বসবাস করেন কি?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-আপনাকে পুলিশ ডেকে নিয়েছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ। সকাল পাঁচটায়।

জেরার জবাবে সরকারী সাক্ষী বলেন যে, তেজগাঁও থানার পুলিশ বাড়ী তল্লাশী করেছিলেন। সবারই পরনে পুলিশের পোশাক ছিল। তাঁদের সকলের সাথে রাইফেল ছিল। কতটা রাইফেল ছিল তিনি বলতে পারবে না। সেখানে সাদা পোশাকে কোন অফিসার ছিলেন না।

প্র-আপনি কোথায় বসে 'সিজারলিস্ট'-এ দস্তখত করেছিলেন?

উ-যে বাড়ীতে তল্লাসী করা হয়েছিল সেখানে বসে।

প্র-বাড়ীর সব কামরায় তল্লাশী করা হয়েছিল কি?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-বাড়ীতে তখন কোন মহিলা ছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-সে বাড়ীতে আপনি কখনও বসবাস করেছিলেন কি?

উ-আমি বাড়ীটির নির্মাণে কাজ করেছি। তারপর সেখানে আর যাইনি।

খান বাহাদুর ইসমাইল

এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-'সিজার লিস্ট'-এর বাংলা লেখা আপনি পড়তে পারেন কি?

উ-জী হ্যাঁ। পারি।

প্র-'সিজার লিষ্ট' কখন তৈরী করা হয়েছিল?

উ-সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে।

প্র-কোথায় বসে 'সিজার লিষ্ট' তৈরী করা হয়েছিল?

উ-সে বাড়ীর ড্রইং রুমে বসে।

প্র-আপনি কি আপনার কলম দিয়ে দস্তখত করেছিলেন?

উ-জী না। পুলিশের কলম দিয়ে।

জহীরুদ্দীন

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা করা হলে জনাব জহীরুদ্দীন সকল সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-বাড়ী তল্লাসী করার সময় সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল কি?

উ-জী না। আমি ছাড়া আর একজন আগন্তুক ছিলেন।

প্র-সেখানে কতজন পুলিশ ছিল?

উ-সেখানে আনুমানিক ২০/২৫ জন পুলিশ ছিল।

প্র-কতটা গাড়ী ছিল?

উ-একটা জীপ ও কয়েকটি বেবীট্যাক্সি।

প্র-আপনি কতক্ষণ সেখানে ছিলেন?

উ-ঘণ্টা দুয়েক।

এস আই মুজিবর রহমানের সাক্ষ্য

অতঃপর মামলার ২৯ নম্বর সাক্ষী ও ঢাকার রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর এস আই জনাব মুজিবর রহমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

তাঁর সাক্ষ্যে জনাব মুজিবর রহমান বলেনঃ ১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারী আমি সূত্রাপুর থানার এস আই ছিলাম। এই তল্লাশী পরোয়ানা থানার ওসি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি এই তল্লাশী পরোয়ানা মোতাবেক কাজ করেছি এবং হোটেল আরজু থেকে পাঁচটি হোটেল রেজিস্ট্রার আটক করেছি। এছাড়া এই সিজার লিষ্টটি আমি তৈরী করেছি এবং এতে আমার দস্তখত আছে। সাক্ষী জনাব ওমর ফতেহ খান ও জনাব আনোয়ার ইসলামের সামনে আমি 'সিজার লিষ্ট' তৈরী করেছি এবং এতে তাঁদের দস্তখত নিয়েছি।

বিবাদীপক্ষের কোন কৌসুলীই জনাব মুযিবর রহমানকে জেরা করেননি।

ওমর ফতেহ খানের সাক্ষ্য

এরপর বিশিষ্ট ট্রাইব্যুনালে মামলার ৩০ নম্বর সাক্ষী জনাব ওমর ফাতেহ খানের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

জনাব ওমর ফতেহ খান তাঁর সাক্ষ্যে বলেনঃ আমি হোটেল আরজু'র ম্যানেজার। এই রেজিস্ট্রারটি আমাদের হোটেলের। আমার সামনে পুলিশ এই রেজিস্টারটি আটক করেছে। পুলিশ আমার সামনেই 'সিজার লিষ্ট' তৈরী করেছে এবং এতে আমার দস্তখত রয়েছে।

এই হোটেল রেজিস্ট্রারটির ১১ নম্বর পাতার ১৯৮ ক্রমিক নম্বরে এম এম রহমানের নাম লেখা আছে। এম এম রহমান এতে দস্তখত করেছেন। আমার সামনে এই দস্তখত করা হয়েছে কি না আমি বলতে পারছি না।

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দীন তাঁকে জেরা করেন।

জনাব জহীরুদ্দীনের জেরা

জেরার জবাবে সরকারী সাক্ষী আরজু হোটেলের ম্যানেজার বলেন যে, হোটেল রেজিস্ট্রারটি ১৯১ থেকে ১৯৬ ক্রমিক নম্বরের উপর 'ওভার রাইটিং' রয়েছে। এছাড়া ক্রমিক নম্বর ২০৯, ২১০ ও ২১১ এর উপরও ওভার রাইটিং রয়েছে। এই 'ওভার রাইটিং' কে লিখেছিলেন তিনি তা জানেন না।

প্র-সংশ্লিষ্ট ক্রমিক নম্বরে হোটেলে যিনি ছিলেন তিনি কত তারিখে হোটেলে এসেছিলেন?

উ-১৯৬৭ সালের ৮ই জুলাই।

প্র-আপনার হোটেলে থাকলে রেজিস্ট্রারে তার নাম-ধান লিখতে হয় কি?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-রেজিস্ট্রারে নাম-ধান না লিখলে হোটেলে কাউকে থাকতে দেয়া হয় কি?

উ-জী না।

৩১নং সাক্ষী আনোয়ারুল ইসলাম

সরকারী সাক্ষী জনাব ওমর ফতেহ খানের জেরা শেষ হলে মামলার ৩১ নম্বর সাক্ষী জনাব আনোয়ারুল ইসলামের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।জনাব আনোয়ারুল ইসলাম তার জবানবন্দীতে বলেনঃ পুলিশ আরজু হোটেলের রেজিস্ট্রার আটক করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার সামনেই পুলিশ এই সিজার লিষ্ট তৈরী করেছেন এবং এতে আমি দস্তখত করেছি। পুলিশ হোটেল থেকে কয়েকটি রেজিস্ট্রার আটক করেছে।

জেরা

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি আরজু হোটেলের কর্মচারী নন। হাসি স্টোরের বিপরীত দিকে তাঁর বাড়ী। তার বাড়ী ও আরজু

হোটেলের মধ্যে ৩টি দোকান আছে। আরজু হোটেলের নিকটস্থ মেসার্স ইস্ট পাকিস্তান পেইন্ট সাপ্লাইতে তিনি সেলসম্যানের চাকুরী করেন।

ব্যাঙ্ক একাউন্ট্যান্টের সাক্ষ্য

এরপর মামলার ৩২ নম্বর সাক্ষী ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জিন্নাহ এভিন্যু ব্রাঞ্চের একাউন্ট্যান্ট জনাব আজহারুল ইসলামের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

আদালতে তাঁর সাক্ষ্যে জনাব আজহারুল ইসলাম বলেনঃ আমি ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাস থেকে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের জিন্নাহ এভিন্যু ব্রাঞ্চে চাকুরী করছি। ১৯৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী আমাদের ব্যাঙ্কে পুলিশ তল্লাশী করে। আমার সামনেই তল্লাশী করা হয় এবং সিজার লিস্ট তৈরী করা হয়। আটককৃত দলিলগুলোর নাম সিজার লিস্টে আছে। আমি সিজার লিস্ট-এ দস্তখত করেছি।

বিবাদীপক্ষের কোন কৌসুলী সরকারী সাক্ষী আজহারুল ইসলামকে জেরা করেননি। তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হলেই গতকালকের মত ট্রাইব্যুনালের কার্যকাল শেষ হয়।

আগামী সোমবার পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

দৈনিক পাকিস্তান

৫ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

৪ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও ৩ জন সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার চারজন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও তিনজন সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত হয়। চতুর্থ সাক্ষীর জেরা অব্যাহত থাকা অবস্থায় গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়। আজ মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন বসলে তাঁর অসমাপ্ত জেরা শুরু হবে।

গতকাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৩ নম্বর সরকারী সাক্ষী ডিএসপি মান্নাফ, ৩৪ নম্বর সাক্ষী কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের সার্ভেয়ার জনাব আশরাফউদ্দিন আহমদ, ৩৫ নম্বর সাক্ষী কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটার জনাব এম এ করীম ও সে অফিসের চৌকিদার জনাব রহমত আলীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহীরুদ্দিন, খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন, জনাব আতাউর রহমান খান ও জনাব আবদুল্লাহ গতকাল সাক্ষীদের জেরা করেন।

ডিএসপি'র সাক্ষ্য

গতকাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীর শুরুতে বাদীপক্ষের সাক্ষী স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি জনাব এম এ মান্নাফের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষী বলেন, আমি ১৯৬৪ সাল হতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের সঙ্গে ডিএসপি হিসেবে যুক্ত আছি। বিগত ১৯৬৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি আমাকে জানান যে, আমাকে একটি জিজ্ঞাসাবাদকারী টিমের সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। এই দলে আরও ৫ ব্যক্তি আছেন।

এই দলের একজন সদস্য হিসেবে আমাকে বিশেষভাবে আমির হোসেন মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলা হয়। আমি ঐদিন বিকেল ৪টায় সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে গমন করি। সেখানে আমি টিমের অন্যান্য সদস্যদের দেখতে পাই। পি এ এফ এর একজন অফিসার এই টিমের ইন-চার্জ ছিলেন।

আমিসহ ২/৩ জন টিমের সদস্য আমির হোসেন মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমির হোসেন মিয়ার বিবৃতির সূত্র ধরে আমরা তার শান্তিনগরের বাড়ী তল্লাশী করি। রমনা পুলিশ এই তল্লাশীর ব্যবস্থা করে। আমি তাদের সাথে ছিলাম।

আমার যতদূর মনে পড়ে সেখানে আমি কতিপয় দলিল পেয়েছি।

পরদিন সকাল ৮টায় আমি পুনরায় আমির হোসেন মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। তিনি দুটি ডায়েরীর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ঐগুলো তার অফিস ২৮নং নয়া পল্টনে চৌকিদারের কাছে আছে। ডায়েরী দুটি একটি ব্যাগে আছে। আমির হোসেন চৌকিদার রহমত আলীর নিকট একখানা চিরকুট পাঠান এবং তাতে উক্ত ডায়েরী আমাদের নিকট প্রদান করার নির্দেশ দেন। এই চিরকুট নিয়ে আমি ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গমন করি এবং তার নিকট হতে একটা তল্লাশী ওয়ারেন্ট নিয়ে আসি।

এই সময় সাক্ষীর হাতে একখানা দলিল দেয়া হলে তিনি বলেন, এটাই সেই তল্লাশী ওয়ারেন্ট। রমনা থানার এএসআই, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর ও কতিপয় কনস্টেবলসহ আমি ২৮নং নয়া পল্টনে সকাল ১০টায় গমন করি। সেখানে গিয়ে সি এস ও অফিসের প্রধান জনাব আশরাফউদ্দিনের সাথে আমাদের দেখা হয়। আমি তার অফিস তল্লাশী করার কথা বলি এবং রহমত আলীকে লিখিত উক্ত চিরকুট দেখাই। তিনি রহমত আলীকে উক্ত ডায়েরী দুটি আমাদের প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। তিনি আমাদের স্টোর রুমে নিয়ে যান। সেখানে আমরা ব্যাগ দেখতে পাই। চৌকিদার ব্যাগটি সেখানে রেখেছিল। ব্যাগ তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। চৌকিদারের নিকট কোন চাবি ছিল না। আমি তখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টরকে চাবি আনতে পাঠাই। ১৫ মিনিট বাদে চাবি নিয়ে আসার পর আমি ব্যাগ খুলি। ব্যাগে

অনেক কাগজপত্র দেখতে পাই। আমি তখন আটককৃত দ্রব্যাদির একটি তালিকা প্রস্তুত করি। তাতে ব্যাগ চাবি, তালা ও চিরকুটও তালিকাভুক্ত করি।

এই সময় সাক্ষীর হাতে উক্ত আটককৃত দ্রব্যাদির তালিকা দেওয়া হলে তিনি বলেন যে, এটাই সেই তালিকা।তিনি বলেন, অফিস ইনচার্জ সার্ভে অফিসার আশরাফউদ্দিন আহমদ, জনাব করিম, জনাব আহমদ হোসেন ও এ এস আই আবদুল লতিফ এই আটককৃত দ্রব্যাদির তালিকার সাক্ষী। তাদের সম্মুখে এই তালিকা তৈরী করা হয়।

এরপর সাক্ষী উক্ত ব্যাগ ও চিরকুট সনাক্ত করেন। তারপর এই আটককৃত তালিকার সমস্ত দ্রব্যাদি (ইতিপূর্বে আদালতে প্রমাণের জন্য পেশ করা হয়েছে তা সনাক্ত করেন এবং যা ইতিপূর্বে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়নি। উক্ত তালিকাভুক্ত এরূপ কতিপয় দলিল) সনাক্ত করেন। সাক্ষী বলেন, এই সমস্ত দলিলই উক্ত ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেছে।

সাক্ষী বলেন, আটককৃত দ্রব্যাদির তালিকা প্রণয়নে যাদের নাম আমি সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করেছি তারা সকলেই এই তালিকায় দস্তখত করেছেন। তারা আটককৃত এই সমস্ত দলিলেও দস্তখত করেছেন। সাক্ষী বলেন, এ এস আই আবদুল লতিফ দ্রব্যাদি আটক করেছেন এবং তালিকা প্রস্তুত করেছেন বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তিনি ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমিই এগুলো আটক করেছি ও তালিকা প্রস্তুত করেছি।

পরদিন আমি এই সমস্ত দলিল এস ডি এম (সাউথ) এর নিকট পেশ করি। তিনি তালিকার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দস্তখত প্রদান করেন।

এখানেই সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হয়।

জনাব সালাম খানের জেরা

এরপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-আটককৃত দ্রব্যাদির তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, সব দলিলই ব্যাগ হতে উদ্ধার করা হয়েছে। সকল দলিলই কি ব্যাগে পাওয়া গিয়েছিল?

সাক্ষী প্রথমে বলেন যে, তালিকার সকল দলিল ব্যাগে পাওয়া যায়নি। পরে আবার বলেন যে, তালিকার সকল দলিল ব্যাগে পাওয়া গেছে। তালা, চাবি ও চিরকুট ব্যাগের মধ্যে ছিল না।

আদালতে এইদিন যে আট কপি ও ২৪ কপি বাংলা পুস্তিকা প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয় সেগুলোও ব্যাগে পাওয়া গেছে বলে সাক্ষী জানান।

প্র-কোন তল্লাশীর ব্যাপারে আপনার কি তল্লাশী ওয়ারেন্টের দরকার হয়?

উ-তদন্তাধীন কোন মামলার ব্যাপারে এর জন্য পুলিশ অফিসারের তল্লাশী ওয়ারেন্টের দরকার হয় না।

প্র-আমির হোসেনের বাড়ী তল্লাশীর জন্য কোন খানাতল্লাশী ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছিল কি?
উ-আমার যতদূর মনে পড়ে হয়েছিল।
প্র-উক্ত ওয়ারেন্ট এখন কোথায়?
উ-রমনা পুলিশের নিকট আছে।
প্র-এই মামলার ব্যাপারে আপনি আর কোন কোন জায়গায় খানাতল্লাশী চালিয়েছিলেন?
উ-সিএসও অফিস ছাড়া আর কোথাও খানাতল্লাশী চালাইনি।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমির হোসেন জিজ্ঞাসাবাদের সময় যা বলেছিল তা আমি নোট করিনি। এই মামলার ব্যাপারে তদন্তকারী অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।
প্র-উক্ত অফিসারের নাম কি?
উ-জনাব আহসান উল্লাহ। তিনি একজন ইন্সপেক্টর। তিনি এর কোন নোট রাখেননি।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, একটি মামলার তদন্তের ব্যাপারে যদি কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় তখন সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।
প্র-আপনি যে সমস্ত দলিল উদ্ধার করেছেন তাকে কি এই মামলার আলামত বলে মনে করেছিলেন?
উ-ডায়েরী দুটিকে আমি আলামত বলে মনে করেছি।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, খানাতল্লাশী ওয়ারেন্ট ব্যতীত এই ডায়েরী আটক করা যেত কিনা সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম না। আমি খানাতল্লাশী ওয়ারেন্টের জন্য একটি আবেদনপত্র পেশ করেছি।
প্র-আপনি কি তাতে একথা উল্লেখ করেছিলেন যে, আপনি নির্দিষ্ট কোন কিছু আটক করতে চান বা তল্লাশী করতে চান?
উ-আমার যতদূর মনে পড়ে আমি ২টি ডায়েরী ও অন্যান্য কতিপয় কাগজপত্র আটক করার উদ্দেশ্যে ২৮নং নয়া পল্টনস্থ সিএস অফিস তল্লাশী করার কথা উল্লেখ করেছি।
প্র-অন্যান্য দলিলপত্রের কথা কি আমির হোসেন মিয়া আপনাকে বলেছিলেন?
উ- না। আমি নিজেই তা সেখানে পেয়েছি। সেখানে অন্য কোন দলিলপত্র আছে কিনা সে সম্পর্কে আমি আমির হোসেনকে কোন প্রশ্ন করিনি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, যখন আমির হোসেন মিয়ার নিকট হতে চাবি নেয়া হয় তখন তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের সিটি অফিসে ছিলেন।

১৪-১২-৬৭নং তারিখে সকাল সোয়া দশটায় আমরা তার নিকট হতে চাবি নেই। তালার মাত্র একটিই চাবি ছিল। ইন্সপেক্টর আহমদ হোসেন চাবি নিয়ে যান।

সাক্ষী বলেন, সিএসও একটি ছোট রাস্তার পাশে অবস্থিত। এই অফিস ভবনের উভয় পাশে বা নিকটে অন্যান্য অফিস আছে কিনা তা আমি জানি না। স্টোর রুম দোতলায় অবস্থিত। আমি অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই স্বীয় ক্ষমতাবলে স্টোর রুমে গিয়ে তা তল্লাশী করতে পারতাম।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমির হোসেন একথা বলেননি যে, স্টোর রুমে ব্যাগ আছে। তিনি বলেছেন যে, চৌকিদারের নিকট ব্যাগ আছে। এই ব্যাগ আমাদের সম্মুখে হাজির করার পূর্বে আমরা উক্ত রুমে প্রবেশ করেছি। চৌকিদার একগাদা কাগজপত্রের উপর ব্যাগটি রেখেছিল। আমরা যখন স্টোর রুমে যাই তখন এটা তালাবদ্ধ ছিল না। উক্ত রুমে আমরা কাউকে কাজ করতে দেখিনি। আমি এ ব্যাগ ব্যতীত অন্য কোন কিছু দেখিনি যা কোন কিছু তল্লাশও করিনি। জনাব আশরাফউদ্দিনের অফিসে চৌকিদারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমরা যাওয়ার পূর্বে কাউকে উক্ত অফিসে আমি পাঠাইনি।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি পূর্ববর্তী দিবসে সিএসও ভবনে গিয়েছিলেন?
উ-সত্য নয়।
প্র-এই তালিকার কয়টি ডায়েরী তালিকাভুক্ত করেছেন?
উ-৩টি ডায়েরী ও একটি ডায়েরীর কতিপয় খোলা পৃষ্ঠা আটক করেছি।
প্র-রাজারবাগে আমির হোসেন মিয়াকে কয়দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?
উ-আমি সিদ্ধেশ্বরীতে এস বি অফিসে ২ অথবা ৩ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।
প্র-আপনার উপস্থিতিতে আর কতজন অফিসার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?
উ-২/৩ জন অফিসার। তারা একত্রে বসে তাকে প্রশ্ন করেছেন।
প্র-কত মিনিট জিজ্ঞাসাবাদের পর আমির হোসেন মিয়া আপনার নিকট ডায়েরীর কথা উল্লেখ করেন?
উ-প্রথমদিন তাকে ২/৩ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করি। দ্বিতীয় দিন আধ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি ডায়েরীর কথা প্রকাশ করেন।
প্র-তিনি কি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিলেন?
উ-না, তার বিবৃতি ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠার মত হবে।
প্র-একথা কি সত্য যে, আমির হোসেন মিয়াকে হুমকি দেয়া হয়েছে ও চাপ দেয়া হয়েছে?
উ-এ কথা সত্য নয়।

প্র-এ কথা কি সত্য যে, আমির হোসেন মিয়া পুলিশ অফিসারের সাথে যোগসাজসে এসব কথা বলেছেন?
উ-এ কথা সত্য নয়।
প্র-জিজ্ঞাসাবাদের পর আমির হোসেন মিয়াকে কি করা হয়?
উ-আমার মনে পড়ে যে, ৬/৭ দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। ঐ ৭ দিন অফিসাররা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।
প্র-ঐ সকল অফিসারদের নাম বলুন?
উ-তাঁরা হচ্ছেন পি এ এফ এর জনাব রহমান, এস বি ইন্সপেক্টর জনাব জাবান উল্লা, জনাব কামালুদ্দিন আহমদ, এস বি ইন্সপেক্টর জনাব শামসুল আলম ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের জনাব আহমদ হোসেন। তারা জিজ্ঞাসাবাদের কোন নোট রেখেছেন কিনা তা আমি জানি না।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন যে, বাংলা পুস্তিকা আটক করেছি তা অন্য কোথাও আগে আমি দেখে থাকতে পারি। আমি যা আটক করেছি এগুলোও দেখতে অনেকটা আমার আগে দেখা পুস্তিকার মত।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, পুস্তিকা চিঠিপত্র ও অন্যান্য যে দলিলপত্র আপনি আটক করেছেন তা আগেই পুলিশ সেখানে নিয়ে রেখেছিল?
উ-এ কথা সত্য নয়।
প্র-লেঃ শরীফকে আপনি চেনেন?
উ-না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি যে সমস্ত দ্রব্য উদ্ধার করেছি সে সম্পর্কে এস ডি এম-এর নিকট কোন রিপোর্ট পেশ করিনি। সাক্ষী পুনরায় বলেন, আমি আলাদা কোন রিপোর্ট পেশ করিনি। ব্যাগ ও আটককৃত দ্রব্যাদির তালিকা পেশ করেছি মাত্র।
আমাকে যে অফিসার এই টিমের সদস্য মনোনীত করেছেন তার নিকট এব্যাপারে কোন রিপোর্ট প্রদান করিনি।

খান বাহাদুর ইসমাইল

এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন। জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি আমির হোসেনের বিবৃতি কোন বড় ডায়েরীতে রেকর্ড করিনি।
প্র-প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবের পর আপনি কি তা নোট করেছিলেন?
উ-না। আমার উপস্থিতিতে অন্যান্য যারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তাদেরকেও কোন নোট নিতে আমি দেখিনি।

আতাউর রহমান খান

এরপর জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, খানাতল্লাশীর ওয়ারেন্ট আমার হাতের লেখা। ম্যাজিস্ট্রেট এতে স্বাক্ষর করেন। এতে একস্থানে যে সংশোধনী রয়েছে তা আমার হাতের লেখা। আমি ভুল করে নয়া পল্টনের পরিবর্তে পুরানা পল্টন লিখেছিলাম। সংশোধনের পর আমি তাতে কোন স্বাক্ষর দেইনি।
প্র-এস ডি এম কে ছিলেন?
উ-আমার যতদূর মনে পড়ে জনাব জালালউদ্দিন এস ডি এম ছিলেন এবং তিনিই এতে সই করেন।
প্র-এস, ডি, এম-এর নাম কি?
উ-আমার যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম জালালউদ্দিন।
প্র-খানাতল্লাশীর পরোয়ানা কখন পেয়েছিলেন?
উ-সকাল ৯টা/সোয়া ৯টায়।
প্র-ক'টায় খানাতল্লাশী করতে গিয়েছিলেন?
উ-সকাল ১০ টায়।
প্র-আমীর হোসেন মিয়ার চিরকুট ক'টায় পেয়েছিলেন?
উ-সকাল সোয়া ৮টায়।
প্র-খানাতল্লাশীর পরোয়ানা এস, বি অফিসে দেয়ার পর আপনার কর্তব্য কি শেষ হয়ে যায়নি?
উ-আমি তা মনে করি না।
এখানেই জনাব আতাউর রহমান খানের জেরা শেষ হয়। অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব এম, আবদুল্লাহ সাক্ষীকে জেরা করেন।

জনাব আবদুল্লাহ

প্র-ডি, আই,জি আপনাকে দায়িত্ব দেয়ার আগে এই মামলা সম্পর্কে আপনার জানা ছিল কি?
উ-জী না।
প্র-আপনাকে কি দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল?
উ-জিজ্ঞাসাবাদ ও খুঁটিনাটি তদন্ত করার।
প্র-একই সঙ্গে খানাতল্লাশীর দায়িত্ব আপনার ছিল কি?
উ-জী হ্যাঁ, ছিল।
প্র-আপনি কি মামলার তদন্ত করেছিলেন?
উ-জী না। আমি তা করতে পারি না।
প্র-মামলার তদন্তকারী অফিসার জড়িত ছিলেন কি?
উ-জী না।

প্র-এই মামলার তদন্তভার পুলিশের ওপর অথবা কি সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত ছিল?
উ-পুলিশের উপর।
প্র-কোন থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-মামলার তদন্তকারী অফিসার কে ছিলেন?
উ-তিন-চারজনের একদল তদন্তকারী অফিসার ছিলেন। তারা পর্যায়ক্রমে তদন্ত করেছেন।
প্র-শুরুতে কার উপর তদন্তভার ছিল?
উ-স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসপি জনাব মজিদের উপর ছিল বলে আমি জানি।
প্র-তারপর কে ছিলেন?
উ-আমি তাঁর নাম জানি না।
প্র-বর্তমানে তদন্তকারী অফিসার কে আছেন?
উ-জনাব খালেক।
প্র-আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসপি কে ছিলেন?
উ-জনাব মজিদ।
প্র-এই মামলার খবরাখবর কোথায় রাখা হত?
উ-কনফিডেন্সিয়াল ডিপার্টমেন্টে।
প্র-আপনি একটি ব্যাগ ছাড়া অন্য কোন জিনিসের তল্লাশী করেননি কেন?
উ-এই ব্যাগে অনেকগুলো দলিলপত্র পেয়েছি বলে।
প্র-খানাতল্লাশীর সময় এ, এস, আই আবদুল লতিফ কি করছিলেন?
উ-দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।
প্র-মামলার তদন্ত করার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে এসপি মজিদ কিছু করেছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
এখানেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৩ নম্বর সরকারী সাক্ষী ডি,এস,পি মন্নাফের জেরা শেষ হয়।

সিএসও অফিস প্রধানের সাক্ষ্য

এরপর বাদীপক্ষের ৩৪নং সাক্ষী ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের জনাব আশরাফউদ্দিন আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

জনাব আশরাফউদ্দিন আহমদ বলেনঃ ১৯৬৭ সাল থেকে আমি ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে চাকুরী করছি। আমি আমীর হোসেন মিয়াকে চিনি। তিনি আমাদের অফিসের ইনভেস্টিগেটার ছিলেন। ১৯৬৭ সালের

১৪ই ডিসেম্বর আমাদের অফিসে পুলিশ খানাতল্লাশী করে। আমার সামনেই সিজার লিস্ট তৈরী করা হয় এবং আমি তাতে দস্তখত করি। পুলিশ যেসব কাগজপত্র আটক করেছিল সিজার লিস্টে সেসবের নাম লেখা হয়েছে।

এখানেই জনাব আশরাফউদ্দিন আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয় এবং বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁকে জেরা শুরু করেন।

সালাম খানের জেরা

প্র-অফিস তল্লাশীর সময় আপনি কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন?
উ-আমি অফিস প্রধান ছিলাম।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, অফিস দোতলায়। গ্রাউন্ড ফ্লোরে পেটেন্ট অফিস আর তেতলায় বাড়ীর মালিক বসবাস করেন। তাঁর অফিসে ৮টি রুম আছে। অফিসের একটি স্টোর রুম আছে এবং এখানে মূল্যবান জিনিসপত্র রাখা হয়। সে রুমে তালা চাবি লাগানো থাকে এবং অফিস এসিস্ট্যান্ট জনাব আবদুল লতিফের নিকট চাবি থাকে। কোন জিনিসের দরকার হলে আবদুল লতিফ গিয়ে তা নিয়ে আসে। এছাড়া অফিস প্রধান হিসাবে তার নিকট চাবির ডুপ্লিকেট আছে। একমাত্র তিনি ও জনাব আবদুল লতিফই স্টোর রুম খুলতে পারেন।
প্র-আপনার অফিসে অফিস কর্মচারীদের বাসার ঠিকানা রাখা হয় কি?
উ-সাধারণতঃ রাখা হয় না।
প্র-কোন সময় অফিসারদের দরকার হলে কি করে যোগাযোগ করেন?
উ-অফিস চৌকিদার তাঁদের বাড়ীর ঠিকানা জানে। তার মাধ্যমে যোগাযোগ করি।
প্র-অফিসে তাঁদের কোন ঠিকানা আছে কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-আপনার অফিস কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ফাইল আছে কি?
উ-জী হ্যাঁ, আছে।
প্র-ইনভেস্টিগেটারের ব্যক্তিগত ফাইল আছে কি?
উ-জী না।
প্র-ইনভেস্টিগেটারের দায়িত্ব কি?
উ-সার্ভেয়ারকে সাহায্য করা।
প্র-ইনভেস্টিগেটার কি বাড়ী ভাড়ার ভাতা পেয়ে থাকেন?
উ-জী হ্যাঁ। বেতনের শতকরা হারের একটি অংশ বাড়ীভাড়া ভাতা পান।
প্র-বাড়ী ভাড়ার বিলে বাড়ীর নাম-ঠিকানা উল্লেখ করতে হয় কি?
উ-জী হ্যাঁ।

প্র-চৌকিদার রহমত আলী কি কোন অফিসারের সাথে সংশ্লিষ্ট?
উ-জী না। সেই-ই গোটা অফিসের একমাত্র চৌকিদার।
প্র-অফিসে কি চৌকিদার ছাড়া পিয়ন আছে?
উ-জী হ্যাঁ, আছে।
প্র-চৌকিদারের কাজ কি?
উ-অফিস ভবন ও আসবাবপত্র পাহারা দেওয়া।
প্র-অফিসে আপনার জন্যে আলাদা কামরা আছে কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-অফিস কেরানীরা কোথায় বসে কাজ করেন?
উ-অফিসের একাধিক কামরায়।
প্র-প্রত্যেকের জন্যে আলাদা রুম আছে কি?
উ-জী না, এক রুমে অনেক জন কাজ করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ইনভেস্টিগেটারের জন্যে আলাদা রুম আছে। তবে সে রুমটি 'হাফ দেয়াল' দিয়ে পার্টিশন করা। অন্যদিকে টাইপিস্ট বসেন। ইনভেস্টিগেটারের রুমটি ১০X১২ ফুট। টাইপিস্ট, ইনভেস্টিগেটার ও অন্যান্য অফিসারদের রিপোর্ট টাইপ করেন।

প্র-আপনার অফিসে চাকুরী নেয়ার পর আমির হোসেন মিয়া কখনো করাচী গিয়েছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ, একবার গিয়েছিলেন।
প্র-আপনি কোন মাস থেকে সে অফিসে চাকুরী করছেন?
উ-১৯৬৭ সালের জুলাই মাস থেকে।
প্র-আপনি কি এখনও সে অফিসে বহাল আছেন?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-আমির হোসেন মিয়া চলে যাবার পর অফিসে কোন নতুন ইনভেস্টিগেটার নিয়োগ করা হয়েছে কি?
উ-জী না।
প্র-আমীর হোসেন মিয়া কোন মাস পর্যন্ত বেতন নিয়েছিলেন?
উ-আমি ১৯৬৮ সালের মে মাস পর্যন্ত তাঁকে বেতন দিয়েছি। এরপর আমি ছুটিতে যাই এবং কিছুদিন আগে পুনরায় অফিসে যোগদান করেছি।
প্র-আপনি ছুটিতে যাবার পর অফিস থেকে আমীর হোসেন মিয়া বেতন নিয়েছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-আমীর হোসেন মিয়াকে কি করাচী অফিস থেকে টেলিগ্রামে ডাকা হয়েছিল?
উ-জী হ্যাঁ।

প্র-করাচীতে কি আপনার অফিসের হেড অফিস অবস্থিত?
উ-জী হ্যাঁ।
সাক্ষী বলেন যে, হেড অফিস থেকে টেলিগ্রাম পেলে তাঁরা সেটাকে জরুরী বলে মনে করেন।
প্র-টেলিগ্রাম পেয়ে আপনি কি করেছিলেন?
উ-অবিলম্বে করাচী যাত্রার জন্যে তাঁকে একখানা চিঠি ইস্যু করেছিলাম।
প্র-অফিস তল্লাশী করার আগে পুলিশ আমীর হোসেন মিয়ার কোন খোঁজ করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ। তল্লাশীর দিন সকালে চৌকিদার রহমত আলীর নিকট কেউ একজন এসে কিছু জিজ্ঞাসা করেছে। চৌকিদার রহমত আলী আমাকে একথা বলেছে।
প্র-কতক্ষণ যাবৎ তল্লাশী করা হয়েছিল?
উ-সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। অর্থাৎ পুলিশ ৪টায় অফিস ত্যাগ করেছে।
প্র-তল্লাশীর সময় অন্য অফিসের কোন লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনার অফিসের অন্য কোন কর্মচারী অফিসে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-আমীর হোসেন মিয়া করাচী গেলে তাঁর খবরাখবর জানার জন্যে কেউ অফিসে এসেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-তাঁর পরিবারের কেউ এসেছিলেন কি?
উ-জী না।
এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা শেষ হয়।

খান বাহাদুর নাজির উদ্দীন

এরপর খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-স্টোর রুমটি কোথায় অবস্থিত?
উ-অফিসের একদিকে।
প্র-সে রুমে কোন জানালা আছে কি?
উ-একটি জানালা আছে।
প্র-আপনার বিনা অনুমতিতে স্টোর রুমে কোন জিনিস রাখা যায় কি?
উ-জী না।
প্র-ব্যক্তিগত জিনিস রাখার জন্যে আপনার কাছ থেকে কোন অনুমতি নেয়া হয়েছিল কি?
উ-জী না।

প্র-স্টোর রুমের তালা কি দামী না সাধারণ তালা?
উ-দামী তালা।
প্র-আমীর হোসেন মিয়া করাচী যাওয়ার সময় তিনি কি ছুটি নিয়েছিলেন?
উ-অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ায় তাকে কার্যরত দেখানো হয়েছে।
প্র-অফিসে আমীর হোসেন মিয়ার কোন পার্টিকুলার্স আছে কি?
উ-জী না।
জেরার জবাবে সরকারী সাক্ষী বলেন যে, আমীর হোসেন মিয়াকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং হেড অফিসের অনুমতিক্রমে তিনি বেতন পাচ্ছেন। নিয়ম অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় তিনি বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পাচ্ছেন।

সিএস ও কো-অর্ডিনেটরের সাক্ষ্য

এখানেই সরকারী সাক্ষী জনাব আশরাফউদ্দিন আহমদের জেরা শেষ হয়। অতঃপর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার ৩৫ নম্বর সাক্ষী কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের কো-অর্ডিনেটার জনাব এম, এ, করীমের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

জনাব করীম তাঁর সাক্ষ্যে বলেনঃ ১৯৬৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী হতে আমি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে চাকুরী করছি। আমাদের অফিসের ইনভেস্টিগেটার জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে আমি চিনি। ১৯৬৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর আমাদের অফিসে পুলিশ খানাতল্লাশী করে। আমি এ সম্পর্কে জানি। আমি সেদিন দেরীতে অফিসে এসেছিলাম। সময় সকাল ১০টা হবে বলে আমার অনুমান। তখন আমাকে সার্ভে অফিসারের কামরায় ডাকা হয়। আমি সেখানে একটি ব্যাগ ও কিছু কাগজপত্র দেখতে পেয়েছি। আমাকে সেসব কাগজপত্র এনডোর্স করতে বলা হলে আমি তাতে দস্তখত করি। এইসব কাগজপত্র আমাদের অফিস থেকে উদ্ধার করা হয় এবং সিজার লিস্টে তা লেখা হয়। আমি প্রত্যেক পাতায় দস্তখত করেছি।

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরা

জবানবন্দী গ্রহণ শেষে জনাব জহীরুদ্দিন তাঁকে জেরা করেন।
প্র-আপনি তল্লাশীর দিন ক'টায় অফিসে এসেছিলেন?
উ-আমি সেদিন দেরীতে অফিসে আসি। সময় সঠিক মনে নেই। তবে ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা হবে।
প্র-অফিসে আসার পর আপনি কি দেখলেন?
উ-একজন পিয়ন এসে খবর দিয়েছে যে, সার্ভে অফিসার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

প্র-সার্ভে অফিসারের কামরায় গিয়ে আপনি কি দেখলেন?
উ-সার্ভে অফিসার ছাড়া আরও ৩জন লোককে দেখেছি। এদের একজন ইউনিফরম পরা ছিলেন আর অপর দু'জন সাদা পোশাকে ছিলেন। এরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে এসেছেন বলে সার্ভে অফিসার আমাকে বলেছেন।
প্র-সিজার লিস্ট ক'টায় তৈরী করা হয়েছিল?
উ-বিকেল ৫টায়।
প্র-সেদিন আপনি কাজ করতে পেরেছিলেন কি?
উ-জী না। কারণ আমি সার্ভে অফিসারের রুমে ছিলাম।
প্র-সার্ভে অফিসার ছাড়া সেখানে অন্য কোন অফিসার ছিলেন কি?
উ- জী না।

চৌকিদার রহমত আলীর সাক্ষ্য

এরপর মামলার ৩৬ নম্বর সরকারী সাক্ষী কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের চৌকিদার রহমত আলীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

রহমত আলী বলেনঃ প্রায় আড়াই বছর ধরে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে চৌকিদারীর চাকুরী করছি। আমাদের অফিস নয়া পল্টনে।আমাদের অফিসার আমীর হোসেন মিয়াকে আমি চিনি। চাকুরী করা অবস্থায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে গিয়েছিলেন কিনা আমি তা জানি না। আমাদের হেড অফিস করাচীতে। তিনি একবার করাচী গিয়েছিলেন। করাচী যাওয়ার আগে তিনি আমার নিকট একটি ব্যাগ রেখে গিয়েছিলেন।

এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে একটি এয়ার ব্যাগ তুলে দিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমীর হোসেন মিয়া আমাকে যে ব্যাগটি দিয়েছিলেন সেটা এই ব্যাগটির মত। ব্যাগটিতে তালা,চাবি লাগানো ছিল এবং একই তালা,চাবি আমি এখানে দেখছি। অফিসে স্টেশনারী জিনিসপত্র ও কাগজপত্র যেখানে রাখা হয় আমি ব্যাগটি সেখানে রেখেছিলাম।

একদিন আমাদের অফিসে ৩ জন লোক এসেছিলেন। এদের দু'জন সাদা পোশাক ও অপরজন ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় ছিলেন। আমাদের অফিসে কোন তল্লাশী করা হয়নি।

তিনি বলেনঃ আমি লেখাপড়া জানি না। অফিসে আমি নাম দস্তখত করতে শিখেছি। এই চিরকুটের অপর পিঠে আমার দস্তখত আছে।

অফিসার ইনচার্জ আমাকে আমীর হোসেন মিয়ার ব্যাগ ও ডায়েরী এনে দিতে বলেছিলেন। আমি তখন তাঁকে বলেছি যে, তাঁর কোন ডায়েরী আমার কাছে নেই। মাত্র একটি ব্যাগ আছে। সেখানে কাগজপত্র রাখা হয় ব্যাগটি সেখানে আছে। আমি ব্যাগটি এনে তখন অফিসারের টেবিলের উপর রাখি। তখন পুলিশ অফিসার আমাকে ব্যাগের চাবি কোথায় জিজ্ঞেস করলে আমি

বলেছি, চাবি আমার কাছে নেই। তারপর সাদা পোশাক পরা একজন লোককে চাবির জন্যে পাঠানো হলে তিনি চাবি নিয়ে আসেন। তখন ব্যাগটি খোলা হয় এবং ব্যাগের ভেতর থেকে কিছু কাগজপত্র বাহির করা হয়। তারপর আমি সেখান থেকে চলে যাই। সিজার লিস্টে আমি আমার দস্তখত দেখছি। পুলিশ অফিসার আমাকে দস্তখত করতে বললে আমি তাতে দস্তখত করি। সিজার লিস্ট তৈরী করার সময় আমি দরজায় দাঁড়ানো ছিলাম।

জনাব সালাম খানের জেরা

এখানেই চৌকিদার রহমত আলীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। এরপর জনাব আবদুস সালাম খান তাকে জেরা করেন।

প্র-আমীর হোসেন মিয়া আপনাকে ব্যাগটি দেবার পর আপনি ব্যাগটি দেখেছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-পুলিশ আসার কতদিন আগে আমীর হোসেন মিয়া আপনাকে ব্যাগটি দিয়েছিলেন?

উ-১৫/১৬ দিন আগে।

প্র-আমীর হোসেন মিয়া অফিসে কোথায় বসতেন?

উ-তাঁর রুমে একলাই বসতেন।

প্র-রুমটি কত বড়?

উ-দুটি চেয়ার ও একটি টেবিল রাখার মত জায়গা ছিল।

প্র-তাঁর পাশের রুমে লোক বসতেন কি?

উ-কয়েকজন কেরানী কাজ করতেন।

প্র-এই দুটি রুমের মাঝখানে দেয়াল আছে কি?

উ-জী, আছে।

এখানেই জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা অসমাপ্ত থাকে।

আজ মঙ্গলবার পুনরায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হলে জনাব আবদুস সালাম খান তাঁকে তাঁর অসমাপ্ত জেরা করবেন।

Pakistan Observer

6th November 1968

Mohsin's driver declared hostile witness

(By A Staff Correspondent)

The prosecution in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and Others Tuesday declared their witness Abul Hussain hostile, before the Special Tribunal trying the case. Abul Hussain a former driver of Mr. Mohammad Mohsin, another witness in this case was declared hostile when he was replying to the questions during his

examination-in-chief by prosecution counsel Mr. T. H. Khan. The questions were relating to Sheikh Mujibur Rahman accused number 1, in this case.

When asked whether he knew the residence of Sheikh Mujibur Rahman the witness replied in the negative. In reply to a question by the prosecution counsel, the witness said that in 1965 once he saw Sheikh Mujibur Rahman addressing a meeting at Paltan Maidan.

Earlier, the witness said that he did not see Mr. Mohammad Mohsin going to others houses. In the morning, the witness said, Mr. Mohsin used to go to his office and in the evening to the Dacca Club, by car, Mr. Mohsin sometime used to go to his Khulna house and also he visited some houses but, the witness said that he did not know whose houses those were.

After declaration of the witness hostile, the prosecution counsel suggested that the witness did not tell the truth when he (witness) said he did not know the residence of Sheikh Mujibur Rahman. The witness said that the suggestion was not correct.

T. H. Khan : (T. H. K)– I put to you, you accompanied Mr. Mohsin to the house of Sheikh Mujibur Rahman in February, 1966 is not it correct?

Abul Hussain (A. H.)– It is not correct.

T. H. K.– I put to you you are not stating the truth at the instance of Mr. Mohsin, a relative of whom is implicated in the case. Is not it correct?

A. H. – it is not correct.

T.H.K–is it not correct that somebody has threatened your life and as such you are not deposing the truth?

A. H.– It is not correct to say so, Nobody threatened me. The witness who was examined through an interpreter ....

সংবাদ

৬ই নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

আরও একজন সাক্ষীকে 'বৈরী' ঘোষণাঃ

মঙ্গলবার ১১ জন সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (মঙ্গলবার) ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শুনানী চলাকালে আর একজন সরকারী সাক্ষীকে 'বৈরী' (হষ্টাইল) সাক্ষী বলিয়া

ঘোষণা করা হয়। ইতিপূর্বে রাজসাক্ষী এ,বি,এম,ইউসুফ ও সরকারী সাক্ষী কামালুদ্দীনকে সরকারী আবেদনক্রমে 'বৈরী' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। গতকাল জনাব মোহাম্মদ মহসিনের প্রাক্তন ড্রাইভার জনাব আবুল হোসেন জবানবন্দী প্রদানকালে বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে চিনেন না এবং কখনো তাঁহার বাড়ী যান নাই।

সাক্ষীর এইরূপ জবানবন্দীর পর সরকারপক্ষের কৌসুলি জনাব টি, এইচ, খান আদালতের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে 'বৈরী' বলিয়া ঘোষণা করেন। গতকাল সর্বমোট ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

বৈরী ঘোষিত সাক্ষী আবুল হোসেন জানান যে, তাহার পিতার ম জমশের মিস্ত্রী, গ্রাম কামারগাও, থানা শ্রীনগর, জেলা ঢাকা। জবানবন্দী প্রদানকালে আবুল হোসেন জানান যে, তিনি ব্লক ও ভেচ কোম্পানীতে ড্রাইভারের চাকুরী করেন। ধানমণ্ডির ১৯ নম্বর রোডের মোহাম্মদ মোহসিনের অধীনে তিনি ১৯৬৪ হইতে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত চাকুরী করিতেন। জনাব মোহসিন সাধারণতঃ গাড়ীতে করিয়া অফিসে যাইতেন এবং বাড়ীতে ফিরিয়া আবার ঢাকা যাইতেন। তিনি মাঝে মাঝে তাঁহার খুলনার বাড়ীতে ও আমার অচেনা কয়েকজন লোকের বাসায়ও যাইতেন।

সাক্ষী জানান যে, তিনি ১৯৬৫ সালে পলটন ময়দানে শেখ মুজিবরকে একবার বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছেন। অন্য কোন সময় তাঁহাকে আর দেখেন নাই। তিনি বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবরকে জানেন না। বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি,এইচ,খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবের বাসা চেনেন না এবং তাঁহার বাসায় কখনও যান নাই।

এই সময় সরকারপক্ষের কৌসুলী জনাব টি,এইচ,খান সাক্ষী আবুল হোসেনকে কতিপয় প্রশ্ন করার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান প্রশ্ন করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনাব টি, এইচ, খান জানান যে, সাক্ষী পুলিসের নিকট ইতিপূর্বে যে বিবৃতি দিয়াছেন, সাক্ষীর বর্তমান জবানবন্দী উহার পরিপন্থী।

এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জানান যে, তাঁহাদের নিকট সাক্ষীর উল্লিখিত বিবৃতির কোন কপি প্রদান করা হয় নাই।

চেয়ারম্যান সরকারীপক্ষের কৌসুলির নিকট হইতে উক্ত বিবৃতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া সরকারী কৌসুলীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহারা সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করিতে চাহেন কিনা।

জনাব টি,এইচ,খান সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করিতে চাহিলে তদনুসারে তাঁহাকে বৈরী ঘোষণা করা হয়। জনাব টি,এইচ, খান অতঃপর বৈরী ঘোষিত

সাক্ষী জনাব আবুল হোসেনকে জেরা করার অনুমতি চাহিলে ট্রাইব্যুনাল অনুমতি প্রদান করেন।

জেরা

টি এইচ খানঃ যদি বলি শেখ মুজিবের বাড়ী চিনেন না বলে আপনি যা বলছেন তা' সত্য নয়?

আবুল হোসেনঃ সেটা বলা ভুল হবে।

প্রঃ এটা কি ঠিক, আপনি ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মোহাম্মদ মোহসিনকে নিয়ে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?

উঃ না, ঠিক নয়।

প্রঃ মোহাম্মদ মোহসিনের একজন আত্মীয় এ মামলায় অভিযুক্ত। তাই তার কথামত আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। এটা কি ঠিক?

উঃ না, ঠিক নয়।

প্রঃ আমি যদি বলি, কেউ আপনাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে বলে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন?

উঃ না, সেটা ঠিক নয়। কেউ আমাকে হুমকি দেয়নি।

সাক্ষী বলেন, "আমি আদালতে যা বলছি তা সবই সত্য। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গোপন করিনি।"

বিবাদীপক্ষের কোন কৌসুলি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই।

দৈনিক পাকিস্তান

৬ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

৯জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ : আর একজন বৈরী ঘোষিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বাদীপক্ষ আরেকজন সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করে। ব্লাক এ্যান্ড ভীচ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানীর ড্রাইভার আবুল হোসেনকে বৈরী ঘোষণার জন্য বাদীপক্ষের সহকারী কৌসুলী জনাব টি এইচ খান ট্রাইব্যুনালে প্রার্থনা জানালে তা মঞ্জুর করা হয়।

এইদিন মোট নয়জন সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হয়। এর মধ্যে বিবাদীপক্ষ তিনজন সাক্ষীকে জেরা হতে অব্যাহতি দেন। পিআইএ'র মোটর ড্রাইভার আলী আহমদের জবানবন্দী গ্রহণের পর জেরা বুধবার পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

পুলিশের নিকট প্রদত্ত তার বিবৃতির কপি বাদীপক্ষকে সরবরাহ করা হয়নি বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সময়মত বাদীপক্ষকে সরবরাহ না করার কারণে রমনা থানার এসআই, রঘুনন্দন সাহার জেরাও গতকাল আংশিকভাবে স্থগিত রাখা হয়। আজ তারও বাকী জেরা হবে।

গতকাল মামলার শুনানীর শুরুতে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সিএস, ও'র চৌকিদার রহমত আলীকে পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরা শুরু করেন।

প্র-আমির হোসেন যখন আপনাকে ব্যাগ প্রদান করে তখন কিছু বলেছিল?
উ-কিছুই বলেননি।
প্র-ব্যাগ আটক করার আগে পুলিশের সঙ্গে এই ব্যাগ সম্পর্কে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-যেদিন তল্লাসী হয় সেদিন সকালে কোন পুলিশ অফিসার আপনার সঙ্গে কথা বলেছে একথা কি আপনি আপনার অফিসারের নিকট বলেছেন?
উ-আমার সঙ্গে পুলিশের কোন কথা হয়নি।
প্র-ব্যাগ আটকের পর পুলিশের সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-ঐদিন হতে কারুর সঙ্গে আপনার এ ব্যাপারে কোন কথা হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি ভয়ে পুলিশের নির্দেশে তাদের কথামত সাক্ষী দিচ্ছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, পুলিশ আপনার হাতে ব্যাগ দিয়েছিল?
উ-একথা সত্য নয়।
এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন।

ইসমাইলের জেরা

প্র-আপনি বলছেন, পুলিশের লোকেরা আপনাকে সই করতে বলেছিল আপনি কি তাদের কথায় সই করেছেন?
উ- অফিসের বড় সাহেব আমাকে বলেছেন যে, তারা এতে সই করেছেন এবং তিনি আমাকেও সই করতে বলেছেন।
প্র-আপনি অফিসার এবং পুলিশের হুকুম মত সই করেছেন কি?
উ-পুলিশ আমাকে স্বাক্ষর করতে নির্দেশ দেয়।

এম আবদুল্লার জেরা

এরপর জনাব এম আবদুল্লা সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-আপনি আমির হোসেনের ব্যক্তিগত কোন কাজ করতেন কি?
উ-জী না।
প্র-এই ব্যাগ ব্যতীত অফিসের স্টোররুমে আপনি আমির হোসেন মিয়ার অন্য কোন জিনিস রেখেছিলেন কি?
উ-জী না।

আলী আহমদের জবানবন্দী

এরপর বাদীপক্ষের ২৬নং সাক্ষী আলী আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। আলী আহমদ নোয়াখালী জেলায় রামগঞ্জ থানার মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা, তার পিতার নাম মোহাম্মদ ইয়াসিন মিয়া। সাক্ষী বলেন, তার বয়স ২২ বছর। শপথ গ্রহণের পর সাক্ষী বলেন, আমি ১৯৬৬ সাল হতে পিআইএ'র ডিস্টিক্ট ম্যানেজার জনাব রমিজকে চিনি। আমি পিআইএ'র মটর ড্রাইভার। আমি পিআইএ'র যাত্রীবহনকারী কোচ এবং স্টাফ কার চালাতাম। ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি আমি পিআইএ'র ফোক্স ওয়াগন চালাতাম। এই গাড়ী মিঃ রমিজের হাওলায় ছিল।

১৯৬৬-৬৭ সালে জনাব রমিজ চট্টগ্রামের ৬০নং পাঁচলাইশে থাকতেন। আমি তার ঐ বাড়ীতে নৌবাহিনীর মুজিবর রহমান ও খুরশীদ আলম, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে দেখিছি। চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথারিটির চেয়ারম্যান জনাব শামসুর রহমানকেও ঐ বাসায় দেখেছি।

এই সময় সাক্ষীকে নৌ-বাহিনীর মুজিবর রহমানকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট হাত ঘুরে এসে বলেন, আমি তাকে শনাক্ত করতে পারব না। তিনি এখন দাঁড়ি রেখেছেন, এরপর সাক্ষী সঠিকভাবে লেঃ মোয়াজ্জেম জনাব শামসুর রহমান এবং খুরশীদকে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, আমি এদের সকলকে ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি জনাব রমিজের বাড়ীতে একত্রে দেখেছি। ৬৭ সালের মাঝামাঝি আমি রমিজের গাড়ী চট্টগ্রাম হতে ঢাকা চালিয়ে নিয়ে আসি। ঢাকায় রমিজ ১২নং মোহাম্মদপুরের ৮নং রুমে ছিলেন। আমিও সেখানে ছিলাম। ঐ বাড়ীতে লেঃ মোয়াজ্জেম, সামাদ, নৌবাহিনীর মুজিবর রহমান, খুরশীদ, লুৎফুর রহমান তাকে বাবু বলে ডাকা হয়, এবং ক্যাপ্টেন মোতালেবকে দেখেছি। তারা সেখানে বসে কথা বলতেন। আমি ঘরের বাইরে থাকতাম। ঐ গাড়ী করে আমি রমিজের সাথে মোহাম্মদপুর হতে ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে গিয়েছি। সাক্ষী এই সময় নিউ ইস্কাটন বললে আদালত সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সাক্ষী বলেন, আমি গ্রীন স্কোয়ার বলতে গিয়ে নিউ ইস্কাটন বলেছি। আমি বলেছি, ১৩ গ্রীন স্কোয়ার নিউ ইস্কাটনে।

যে গাড়ী করে রমিজকে আমি চট্টগ্রাম হতে ঢাকা নিয়ে আসি তা হচ্ছে ফিয়াট গাড়ী। ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে লুৎফুর রহমান, মুজিবর রহমান (নেভী), খুরশীদ আলম, লেঃ মোয়াজ্জেম, সি ডি এ'র চেয়ারম্যান জনাব শামসুর রহমানকে দেখেছি। আমি দলিল উদ্দিন নামে একজনকেও দেখেছি।

সামাদকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী কাঠগড়ার নিকট গিয়ে ফিরে এসে বলে, তাকে সনাক্ত করতে পারব না। তিনি এখন দাঁড়ি রেখেছেন। সাক্ষী মোতালেবকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, আমি গ্রীনভিউ পেট্রোল পাম্প চিনি। সেখান হতে পেট্রোল কিনতাম।

আমার মনে হয় গ্রীন স্কোয়ারে আরও কতিপয় লোককে দেখেছি। তাদের একজন হচ্ছেন আলী রেজা। নৌবাহিনীর কতিপয় লোক রমিজের চট্টগ্রামের বাসায় আসতেন। তারা বেসামরিক পোশাকে আসতেন। তারা সামরিক বাহিনী না বেসামরিক ব্যক্তি তা বলতে পারব না। তারা নৌ-বাহিনীর লোক বলে আমাকে বলেছেন।

আমি চট্টগ্রাম সামরিক ক্যাম্প চিনি। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমি একজন লোককে রমিজের ফোকস ওয়াগান গাড়ী করে পৌঁছিয়ে দেই।আমি উক্ত ব্যক্তিকে চিনি না। তবে তার বয়স বেশী এবং বড় বড় গোঁফ আছে। রমিজের নির্দেশে আমি ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে যাই। ৬৭ সালের ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম মাসে আমি চট্টগ্রামে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় যাই। আমি রমিজকে সেখানে গাড়ী করে নিয়ে গেছি। মোয়াজ্জেম হোসেনের ঐ বাড়ী পিআইএ অফিসের সন্নিকটে অবস্থিত। চট্টগ্রামের নৌবাহিনীর কম্যান্ডিং অফিসারের বাসাও তার নিকট অবস্থিত।

১৯৬৭ সালের ১১ই জুন বা জুলাই আমি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ী যাই।

এইখানেই সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হয়। তাকে জেরা করতে বলা হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান বলেন যে, পুলিশের নিকট সাক্ষী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার কপি এখনও সরবরাহ করা হয়নি। এমতাবস্থায় তিনি পরদিন তাকে জেরা করবেন বলে জানান

ইফতেখার আহমদের জবানবন্দী

এরপর বাদীপক্ষের ২৭ নম্বর সাক্ষী মোটর কর্পোরেশন অব পাকিস্তানের চট্টগ্রামস্থ ম্যানেজার ইফতেখার আহমদের জবানবন্দী নেয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, আমি পাকিস্তান মোটর কর্পোরেশনের চট্টগ্রামের ম্যানেজার। এই কোম্পানী গাড়ীর ব্যবসা করে। কোম্পানী পাকিস্তানে ফিয়াট গাড়ীর সেল ডিস্ট্রিবিউটর।

আমি পি আই এ'র চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার রমিজকে চিনি। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের কোন একসময়ে রমিজ আমাদের প্রতিষ্ঠান হতে একখানা ফিয়াট গাড়ী ক্রয় করেন। তখন তিনি পি আই এ'র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ছিলেন। রমিজ জনৈক ভদ্রলোককে নিয়ে আমার কাছে আসেন। পরে ঐ ভদ্রলোককে নৌ-বাহিনীর লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম বলে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। রমিজ একখানা গাড়ী ক্রয় করার মানসে আমার নিকট আসেন। তিনি নগদ ৫ হাজার টাকা দিয়ে বাকী টাকা চেকে কিস্তিতে দেবার প্রস্তাব করেন। আমি তাতে সম্মত হই। রমিজ আমাকে বলেন যে, ৫ হাজার টাকা লেঃ মোয়াজ্জেম প্রদান করবেন। কিন্তু রসিদ তার (রমিজের) নামে দিতে হবে। মোয়াজ্জেম নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। রমিজের নামে রসিদ প্রদান করা হয়।

এই সময় সাক্ষীর নিকট কিছু দলিল উপস্থিত করা হলে সাক্ষী বলেন, এটা সেই ৫ হাজার টাকার সাময়িক রসিদ তার সাথে মূল রসিদও আছে যা পরে ইস্যু করা হয়।

এক সপ্তাহ পর রমিজ বাকী ১১ হাজার টাকা চেক মারফত শোধ করেন। তিনি হাবিব ব্যাঙ্কের চেক প্রদান করেন।

সাক্ষী এই পর্যায়ে ঐ এগার হাজার টাকার রশিদ সনাক্ত করেন।

এই রশিদ পুলিশ আমার অফিস হতে আটক করেছে। আমার সম্মুখে আটককৃত দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন করা হয় এবং আমি তাতে সই করেছি। সাক্ষী তারপর লেঃ মোয়াজ্জেমকে কাঠগড়ায় সনাক্ত করেন।

সালাম খানের জেরা

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ঐ গাড়ী ক্রয় করার পর পুলিশ কাগজপত্র আটক করার জন্য আমার অফিসে এসেছিল। পুলিশ মাত্র একবারই এসেছিল। কাগজপত্র আটক করার পর আমার অফিসে কেউ আসেননি এবং কোন প্রশ্ন করেননি।

সাক্ষী বলেন, যেদিন আমি ৫ হাজার টাকা নগদ পেয়েছি সেদিনই গাড়ী রমিজকে দেওয়া হয়েছে কিনা ডেলিভারী অর্ডার না দেখে তা আমি বলতে পারব না। ডেলিভারী অর্ডার আমার অফিসে আছে। সাধারণতঃ পুরো টাকা শোধ না করা পর্যন্ত আমরা কোন গাড়ী ডেলিভারী দেই না। রমিজের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তিনি বাকী টাকার চেক দিয়ে থাকবেন।

প্র-আপনি চেক কখন পেয়েছেন?

উ-১১ হাজার টাকার চেক কবে পেয়েছি তা না দেখে বলতে পারব না।

প্র-যদি বলা হয় যে, যেদিন ৫ হাজার টাকা নগদ দেওয়া হয়েছিল ঐদিনই বাকী ১১ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়েছে তবে কি আপনি অবাক হবেন?

উ-জি না।

সাক্ষী বলেন, কাগজপত্র না দেখে আমি বলতে পারব না যে, ঐদিনই গাড়ী ডেলিভারী দেওয়া হয়েছে কিনা।

প্র-আপনাকে কোন প্রকার নির্দেশ না দিলে কি আপনি রমিজের নামে ঐ ৫ হাজার টাকার রসিদ লিখতেন?

উ-হ্যাঁ।

স্বাক্ষী বলেন, আমি ১৯৫৩ সাল হতে রমিজকে চিনি। এক সময়ে আমিও পিএএফ-এ ছিলাম। যখন গাড়ীর জন্য টাকা-পয়সা লেনদেন হয় তখন আমি রমিজকে চিনতাম তবে তার সাথে তখন আমার খুব বেশী অন্তরঙ্গতা ছিল না।

একথা সত্য নয় যে, আমি রমিজকে ড্যাড বলে সম্বোধন করতাম। আমি মদ্যপান করি না কখনও বীয়ারও পান করিনি।

আমি চট্টগ্রাম ক্লাবের একজন সদস্য। আমি মাঝে মাঝে ক্লাবে যাই। রমিজও এই ক্লাবের একজন সদস্য। এই ক্লাবে একটি বার আছে।

রমিজ মদ্যপানের জন্য অত্যন্ত খ্যাত। তিনি সুরা পান করার সময় আমি তাকে সঙ্গদান করতাম একথা সত্য নয়।

বাড়ী ক্রয় করার ১৫ দিন বা একমাস আগে এব্যাপারে রমিজের সাথে আমার কথা হয়েছিল। আমি নিশ্চয়ই তাকে বলেছি যে, গাড়ী নিতে হলে পুরো টাকা শোধ করতে হবে।

আমরা চেক মারফত আগাম টাকা নিয়ে থাকি। যদি কোন গ্রাহক গাড়ী কেনে তখন তা রেজিস্ট্রী করা তার দায়িত্ব। গাড়ী রেজিস্ট্রী করার আগে তা ব্যবহারের জন্য গ্যারেজ নম্বর দেওয়া হয়। রমিজকে গ্যারেজ নম্বর দিয়েছি কিনা তা আমার মনে নেই।

প্র-'পেয়ি অব দি কার' বলতে আপনি কি বুঝাতে চান?

উ-যিনি গাড়ীর জন্য টাকা দেন তাকে বুঝান হয়।

সাক্ষী বলেন, ১১ হাজার টাকার চেক মোয়াজ্জেম দেননি। এই চেক ৬৬ সালের ২৪শে আগস্ট প্রদান করা হয়। ঐদিনই আমি ৫ হাজার টাকা নগদ পেয়েছি। এখন আমার মনে পড়ছে যে, গাড়ী ঐদিনই ডেলিভারী দেওয়া হয়েছে। ঐ চেক ৩রা সেপ্টেম্বর আদায় হয়ে আসে। এর অর্থ এই নয় যে, টাকা আদায় হওয়ার পর গাড়ী ডেলিভারী দেওয়া হয়েছে।

আমি রমিজের সাথে ১১ হাজার টাকার চেক ভাঙ্গাইবার জন্য হাবিব ব্যাঙ্কে গিয়েছি। একথা সত্য নয় যে, আমি রমিজকে ঐ এগার হাজার টাকা ওভার ড্রাফট দানের জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছি।

আমি বাকী টিকেট নিয়ে পিআই এ'তে ভ্রমণ করেছি। রমিজের সুপারিশে এই টিকিট ইস্যু হয়।

যদি কোন গ্রাহক অনুরোধ করে তবে আমি তার চেক ভাঙ্গাবার সময় তার সাথে ব্যাঙ্কে যাই। এক্ষেত্রে রমিজ আমাকে তার সাথে যেতে বলেছিলেন।

প্র-এ কথা কি সত্য যে, রমিজের বিবৃতির সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য আপনি মোয়াজ্জেম কর্তৃক গাড়ী কেনার টাকা দেওয়ার কাহিনী পুলিশের নির্দেশে আদালতে বলেছেন?

উ-এ কথা সত্য নয়।

আমাদের কোম্পানীর কোন একাউন্ট বইতে মোয়াজ্জেম গাড়ী কেনার জন্য ৫ হাজার টাকা দিয়েছে এরূপ রেকর্ড পাওয়া যাবে না।

প্র-রমিজকে আপনাদের শোরুম হতে গাড়ী নিয়ে গিয়ে গ্যারেজ নম্বর না নিয়ে তা ব্যবহার করতে আপনি অনুমতি দেবেন কি?

উ-না, পরীক্ষার জন্য কোন গ্রাহককে আমি এক ঘণ্টার জন্য ড্রাইভ করতে দিতে পারি। তার জন্য আমাদের লোক সঙ্গে থাকার দরকার নেই। কিন্তু যদি এই গাড়ী আমাদের আঙ্গিনার বাইরে নেয়া হয় তবে আমাদের একজন লোক সঙ্গে থাকবেই।

জুলমত আলীর জেরা

জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি অন্যের সুরাপানের বিল পরিশোধ করে থাকতে পারি। কারণ সেলসম্যান হিসেবে আমি অন্যদের আপ্যায়ন করি।

আবুল হোসেনের সাক্ষ্য

এরপর বাদীপক্ষের ২৫ (ক)নং সাক্ষী আবুল হোসেনকে জবানবন্দীর জন্য হাজির করা হয়। আবুল হোসেনের বাড়ী ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানার কামারগাঁও গ্রামে।

সাক্ষী বলেন, আমি ব্ল্যাক এ্যান্ড ভীচ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানীর ড্রাইভার। আমি জনাব মোহসিনকে চিনি। তার অধীনে ড্রাইভার ছিলাম। ১৯৬৪ সাল হতে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আমি তার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। জনাব মোহসিন ধানমন্ডিতে ১৯নং রোডে থাকতেন, শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় যেতে আমি দেখিনি। তিনি অফিস হতে বাড়ী আসতেন রাতে ঢাকা ক্লাবে যেতেন, তিনি মাঝে মাঝে তার ঢাকাস্থ খুলনা হাউসে যেতেন।

প্র-আপনি শেখ মুজিবরকে চেনেন?

উ-১৯৬৫ সালে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তাঁকে বক্তৃতারত দেখেছি। তাঁকে আমি একবারই দেখেছি।

প্র-আপনি তাঁর বাসা চেনেন?

উ-আমি তাঁর বাসা চিনি না, আমি কখনও তাঁর বাসায় যাইনি।

এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের সহকারী কৌসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষীকে বিরূপ ঘোষণা করে জেরা করার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আদালত তখন জানতে চান যে, সাক্ষী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন বিবৃতি দিয়েছিল কিনা। জনাব টি এইচ খান বলেন, তিনি পুলিশের নিকট বিবৃতি দিয়েছেন।

আদালত জানতে চান যে, তাতে কি সাক্ষী বলেছেন যে তিনি শেখ মুজিবের বাড়ী গেছেন?

টি এইচ খান–হ্যাঁ।

টি এইচ খান তখন সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করে জেরা করার অনুমতি চাইলে আদালত তা মঞ্জুর করেন।

জেরা

প্র-আপনি যখন বলেছেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী যাননি তখন কি সত্যি বলছেন?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-আপনি জনাব মোহসীনের সাথে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ী গিয়েছেন?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-জনাব মোহসীনের একজন আত্মীয় এই মামলায় জড়িত আছেন বলে আপনি তাঁর কথামত সত্য কথা বলছেন না, তাই নয় কি?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-আপনাকে কতিপয় লোক জীবনের ভয় দেখিয়ে বলেছে যে, সত্য সাক্ষী দিলে আপনার জীবন বিপন্ন করা হবে একথা কি সত্য?

উ-একথা সত্য নয়, কেউ আমাকে ভয় দেখায়নি।

প্র-আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে বিবাদীপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সত্য গোপন করছেন?

উ-আমি যা বলছি তা সত্য, ইচ্ছা করে কোন সত্য গোপন করছি না।

এরপর রমনা থানার পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ জালালউদ্দীন সরকারপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খানের প্রশ্নোত্তরে জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি হোটেল গ্রীনের রেজিস্টার বই আটক করেন এবং আলী আশরাফ মালিক ও মোহাম্মদ নজরুল ইসলামকে সাক্ষী রেখে আটক তালিকা তৈরী করেন।

হোটেল গ্রীনের মালিকের পুত্র আলী আশরাফ মালিককে এরপর সাক্ষ্য দিতে আনা হলে সে বলে যে, চলতি সালের ৮ই জানুয়ারী পুলিশ তার উপস্থিতিতে তাদের হোটেল তল্লাশী করে হোটেল রেজিস্টার আটক করে।

তিনি আটক তালিকায় স্বাক্ষর করেছেন। আটক তালিকার অপর সাক্ষী নজরুল ইসলামকেও ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করা হয় তবে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ এ তিনজনকে জেরা করেননি।

এরপর রমনা থানার অপর এস আই রঘুনন্দ সাহা ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, চলতি সালের ৯ই জানুয়ারী তিনি অভিযুক্ত সুলতানউদ্দীন ও জনাব সামাদের গৃহ তল্লাশী করেন। সকাল ৫টায় অভিযুক্ত সুলতানউদ্দীনের গৃহ তল্লাশী করে একটি নোটবই, একটি কলেজ ফাইল ও অন্যান্য দ্রব্য আটক করেন। জনাব কামালউদ্দীনও ঐ গৃহে থাকত। সাক্ষী আবদুস সালাম ও মুশতাক আহমদের উপস্থিতিতে আটক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। একই দিনে বেলা সাড়ে দশটায় তিনি মোহাম্মদ সালামত উল্লাহ ও মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লার উপস্থিতিতে অভিযুক্ত সামাদের গৃহ তল্লাশী করেন এবং একটি ডাইরী ও অন্যান্য দ্রব্য আটক করা হয়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই মামলায় তিনি কাহাকেও গ্রেফতার করেননি।

তার জেরা পরবর্তী দিনের জন্য মুলতবী রাখা হয়।

অপর সাক্ষী আবদুস সালাম ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দীতে বলেন, আমি কামালউদ্দিন ও সুলতানউদ্দীনকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পাচ্ছি না। তবে তাদের বাড়ী চিনি। আমার উপস্থিতিতে পুলিশ একটি নোটবই ও একটি খাতা আটক করেন। আটক তালিকায় আমি দস্তখত করি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, গৃহ তল্লাশীর সময় জনাব সুলতানউদ্দীন ও জনাব কামালউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। তবে ঐ তারিখেই তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল কিনা তা বলতে পারি না। পুলিশ ঐ বাড়ীতে যতক্ষণ ছিল আমিও ততক্ষণ ছিলাম এবং জনাব কামালউদ্দীন ও জনাব সুলতানউদ্দীনকে কাপড়-চোপড় নিয়ে সঙ্গে যেতে পুলিশ বলেছে বলে শুনেছি। পুলিশ আসার আগেই আমি তাদের গৃহে যাইনি। আমি গিয়ে দেখি পুলিশ আগেই সেখানে এসেছে। কোন রুম থেকে কোন দ্রব্য আটক করা হয়েছিল তা আমি সঠিক বলতে পারব না। বাড়ীতে তিনটি রুম আছে। আমি সেসময় জনাব সুলতানউদ্দীনকে অসুস্থ দেখিনি। তার পরনে তখন একটি জাম্পার ছিল। আমি রুমে প্রবেশের আগে পুলিশ আমার দেহ তল্লাশী করেনি। যে গৃহ তল্লাশী করা হয়েছে আমার গৃহ সেখান থেকে তিন মাইল দূরে। তথায় পুলিশ আমাকে 'কাফে রাজ' নামে এক রেস্তোরাঁ থেকে ডেকে নিয়েছিল। আমি চলচ্চিত্র শিল্পী। আমি তখন আমার স্টুডিও ম্যানেজারের ইস্টার্ন থিয়েটার হতে গৃহে ফিরছিলাম। তখন সেখানে একটি শুটিং চলছিল। 'রুপকুমারীর' শুটিং ছিল সেদিন। রেস্তোরাঁয় আমি একা

ছিলাম, অন্যান্যরা আগেই চলে গিয়েছিল। যে গৃহ তল্লাশী হয়েছিল তার প্রতিবেশী আরো অন্যান্যরা ছিল। সম্মানিত ব্যক্তিরা সেখানে প্রতিবেশী আছেন। যে গৃহ তল্লাশী হয়েছিল তা দালানের দোতলায় অবস্থিত। তবে নীচতলায় কেহ ছিল কিনা তা জানি না কারণ দরজা বন্ধ ছিল।

সংবাদ

৭ই নভেম্বর ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা সংক্রান্ত রীট
৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুনানীর দিন ধার্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের মামলা'র বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া শেখ মুজিবের কৌঁসুলি মিঃ টমাস উইলিয়ামস ঢাকা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যে রীট আবেদন পেশ করেন উহার শুনানীর তারিখ পরিবর্তন করিয়া আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ধার্য করা হইয়াছে। ঢাকা হইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি,এ,সিদ্দিকী এবং বিচারপতি জনাব সালাউদ্দিন আহমদ ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে এই ডিভিশন বেঞ্চ গঠিত।

ডেপুটি এটর্নী জেনারেল জনাব কামালউদ্দীন হোসেন উক্ত রীট আবেদনের শুনানী পিছাইয়া দেওয়ার জন্য ডিভিশন বেঞ্চে একটি আবেদন পেশ করেন। পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেল জনাব শরীফুদ্দিন পীরজাদা বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন মামলার ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় শুনানীকালে উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তারিখ পরিবর্তনের আবেদন জানান। ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিয়া শুনানীর তারিখ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ধার্য করেন।

Pakistan Observer

8th November 1968

Witness questioned on recovery of Mia's diaries

(By A Staff Correspondent)

Prosecution witness Mr. Ashrafuddin Ahmed of the Central Statistical Office (CSO) Dacca oh Monday told the Special Tribunal trying the case State Versis Sheikh Mujibur Rahman and Others that some police officers had enquired from the chowkidar of the office about something in the morning of December 14, 1967, the day the police searched the office for recovery of certain articles on the basis of alleged statement by approver Amir Hussain Mia, who worked in that office as an investigator.

The witness said that he was told about coming of the police by the chowkidar Rahmat Ali, another witness in the case. The police had come at about 8.30 am, he said.

Mr. Ashrafuddin said this in reply to a question by the defence counsel Mr. Abdus Salam Khan.

The witness said that the search was made from 10 am. to 4 pm. By that the witness meant that the police party had left the CSO office at 4 pm.

Three witnesses including, Mr. Ashrafuddin Ahmed, recorded their evidence and the cross-examination of the fourth witness of the day was continuing when the court rose for the day.

Those who gave the evidences were Mr. M. A. Mannaf, a DSP of the Special Branch and a co-ordinator in the CSO office, Dacca. The fourth witness was the chowkidar Rahmat Ali. All these witnesses were relating to the search of the CSO office on December 14, 1967.

In reply to a question of the defence councel. Mr. Abdus Salam Khan the witness Ashrafuddin said that the CSO office was housed in the first floor of a building at Naya Paltan. The ground floor was occupted by the patent office of the (Central Government) and the second floor by the owner of the building.

Earlier, witness Mr. Ashrafuddin, in his examination-in-chief said that the office was searched in his presence and the seizure list was also preparted before him. He said all the articles seized were entered in the seizure list which he had signed. He said that he was in the CSO office from January, 1967.

The witness later said in reply to a question by the defence counsel Mr. Abdus Salam Khan that he was the officer-in-charge of the CSO office at the time the office was searched.

He said that there was a store room to keep the stationeries, schedules and also valuable articles of the office. It was kept under lock and key and the key remained with an assistant of that office.

দৈনিক পাকিস্তান

৮ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী একদিন বিরতির আজ শুক্রবার পুনরায় শুরু হবে। পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষে গতকাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী বন্ধ ছিল।

গত বুধবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে পূর্ববর্তী দিনের ২ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয় এবং আরো ৯জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করা হয়। এই ৯ জনের মধ্যে তিনজনকে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জেরা করেননি। এদের দুজনকে শুধুমাত্র শপথ গ্রহণ করিয়ে রেহাই দেয়া হয়।

বুধবার পিআইএ'র ড্রাইভার আলী আহমদ ও রমনা থানার এস আই রঘুনন্দন সাহার জেরা হয়। প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের অভাবে পূর্ববর্তী দিন প্রথমোক্ত সাক্ষীর জেরা হয়নি। দ্বিতীয় সাক্ষীর জেরাও একই কারণে আংশিকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল।

এইদিন যে সমস্ত নতুন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করা হয় তারা হচ্ছেন রমনা এলাকার বাশিন্দা মোশতাক আহমদ, তেজগাঁও বিমান বন্দরের কেয়ারটেকার অলিউল্লা, নয়াটোলার সালামত উল্লা, সেকশন অফিসার ইউসুফ উদ্দিন আহমদ, সাভার থানার এস আই এ হোসেন, কাকরাইলের বাবলু মিয়া, ও গোলাম মোস্তাফা চৌধুরী, গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পের সাবেক একাউনট্যান্ট নূরুল ইসলাম ও আই ডবলু টি এর এ খান আফ্রিদি।

শুনানীর শুরুতে পিআইএ'র ড্রাইভার আলী আহমদকে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব সালাম খান জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি পুলিশের নিকট বিবৃতি দিয়েছি। তবে কখন এই বিবৃতি দিয়েছি তারিখ মনে নেই। রশিদের গ্রেফতারের এক মাস পরে এই বিবৃতি দিয়েছি। পুলিশ আমার বিবৃতি লিখে নিয়েছে কিনা তা জানি না।

প্র-আপনাকে কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?

উ-চট্টগ্রাম পিআইএ অফিসে।

প্র-পুলিশ আপনাকে যে সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে আপনি এখন বলছেন, সেসময়ে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি–একথা কি সত্য?

উ-আমি যে সময়ের কথা বলছি তা সত্য।

প্র-পুলিশ কতবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?

উ-২/৩ বার।

প্র-শেষ কবে জিজ্ঞাসাবাদ করে?

উ-ঐ মাসেই ২/৩ বার জিজ্ঞাসাবাদ করে।

সাক্ষী বলেন, পিআইএ'র ড্রাইভার নিযুক্ত হওয়ার আগে আমি রমিজের মোহাম্মদপুরের বাসায় চাকরের কাজ করতাম। চট্টগ্রামে তার বাসায় চাকর ছিলাম একথা সত্য নয়। আমি ১৯৬৪ সাল হতে তার বাসায় চাকরের কাজ করি। আমি ড্রাইভার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরই আমাকে চট্টগ্রামে আনা হয়। রমিজের চাকর হিসেবে চট্টগ্রামে আমাকে আনা হয় একথা সত্য নয়।

পিআইএ'তে ড্রাইভারের চাকুরী আমাকে রমিজই দিয়েছেন। আমি তার বাসায় চাকরের কোয়ার্টারে থাকতাম।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, রমিজের সাথে পরিচয় হওয়ার আগে চট্টগ্রামে একটি মটর চালনা শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানে আমি ড্রাইভিং শিখেছি। রমিজের বাড়ীতে কাজ করার সময় ড্রাইভিং শিখেছি একথা পুলিশের নিকট বলেছি কিনা মনে নেই।

প্র-রমিজকে কোথা হতে গ্রেফতার করা হয়?

উ-তার চট্টগ্রামস্থ পাঁচলাইশের বাড়ী হতে। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, রমিজ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করেছেন কিনা তা আমি জানি না। এখনও সে কথা জানি না।

প্র-আপনি বাংলা পড়তে পারেন?

উ-জী না।

প্র-রমিজ এই আদালতে সাক্ষী দিয়েছেন একথা আপনি জানেন?

উ-আমি শুনেছি।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি রমিজকে সাহায্য করার জন্য এখানে এভাবে সাক্ষী দিচ্ছেন?

উ- না, একথা সত্য নয়।

প্র-রমিজের অধীনে ড্রাইভার থাকাকালে তার ব্যক্তিগত কাজ করতেন?

উ-জী না।

প্র-ড্রাইভারের চাকুরী পাওয়ার পর গৃহস্থালীর কোন কাজ করতেন?

উ-জী না।

প্র-ড্রাইভারের চাকুরী পাওয়ার পর রমিজের বাড়ীতে কোন কোন লোককে যেতে দেখেছেন?

উ-প্রথমে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, নৌবাহিনীর খুরশীদ আলম, সিডিএ'র চেয়ারম্যান জনাব শামসুর রহমান ও অন্যান্য অনেককে যেতে দেখেছি।

প্র-এই তিনজন ছাড়া আর কারুর নাম বলতে পারেন?

উ-জী না।

প্র-চট্টগ্রামের কত লোক ঐ সময় রমিজের বাড়ী যাতায়াত করতেন?

উ-পিআইএ'র লোক, স্থানীয় ব্যক্তি, তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব আসতেন।

প্র-যে ফিয়াট গাড়ী চালিয়ে আপনারা ঢাকা এসেছেন তা কোথা হতে নেয়া হয়েছিল?

উ-ফিয়াট কোম্পানী হতে নেয়া হয়েছে। আমি তখন তার সঙ্গে ছিলাম যখন এই গাড়ী নেয়া হয়।

এই সময় আদালত সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করেন যে, এই গাড়ী ফিয়াট কোম্পানী হতে আনা হয়েছে বলে আপনি শুনেছেন এরূপ কথা বললেন কেন? উত্তরে সাক্ষী বলেন, রমিজ গাড়ী নিয়ে বাড়ী এসে আমাকে বলেন যে, তিনি কোম্পানী হতে এনেছেন।

প্র-তখন গাড়ীতে কোন নম্বর ছিল?

উ-ঢাকা আসার আগে নম্বর ছিল।

প্র-এই নম্বর কোথা হতে নেয়া হয়েছে?

উ-তা বলতে পারব না।

প্র-পিআইএ হতে রমিজকে কোন গাড়ী দেয়া হয়েছিল কি?

উ-আমরা যখন ফিয়াট গাড়ী চড়ে ঢাকা আসি তখন পিআইএ হতে একটা ফেক্স ওয়াগন তার অধীনে ছিল।

প্র-চট্টগ্রাম হতে ফিয়াটে এসে মোহাম্মদপুরে কতদিন ছিলেন?

উ-একদিন-দুদিন ছিলাম।

প্র-তখন মোহাম্মদপুর হতে গ্রীন স্কোয়ারে গমন ছাড়া অন্য কোথাও গিয়েছিলেন কি?

উ-মতিঝিলে রমিজের অফিসে ও হোটেল শাহবাগে গিয়েছি। এই দু'জায়গায় কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়নি।

প্র-আপনি এই সময় মীরপুরে রমিজের শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ঐ বাসায় গিয়েছি ।

প্র-ঐ সময় রমিজের স্ত্রী কোথায় থাকতেন?

উ-তার স্ত্রীও ফিয়াট গাড়ী করে আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম হতে ঢাকা এসেছিলেন। তিনিও মোহাম্মদপুরে ছিলেন।

প্র-রমিজের কোন সন্তানসন্ততি আছে?

উ-২টি ছেলে আছে। ছোট ছেলেটি ঐ সময় আমাদের সঙ্গে এসেছিল।

সাক্ষী বলেন, আমি ঐ সময় মিসেস রমিজকে তার বাপের বাড়ী মীরপুরে নিয়ে যেতাম। মীরপুরের বাড়ীতে রমিজের শ্বশুরও থাকেন। ঐ বাড়ীতে বাড়ীর বাশিন্দা ছাড়া আমরা অন্য কোন লোক দেখিনি।

প্র-লুৎফর রহমান ওরফে বাবুর সঙ্গে আপনার কতবার দেখা হয়েছে?

উ-বহুবার।

এই সময় সাক্ষী বলেন, লুৎফর রহমান হচ্ছেন লুৎফুল হুদা।

প্র-একথা কি করে জানলেন?

উ-পরে জেনেছি।

সাক্ষী বলেন, গতকাল আমার মুখ দিয়ে লুৎফুল হুদা আসেনি।

আমি হুদাকে চট্টগ্রামে ১০/২০ বার দেখেছি। তিনি পিআইএ'র কন্ট্রাক্টর। তার সাথে আমার সাধারণ কথাবার্তা হত।

প্র-এই কথাবার্তা রমিজের বাড়ী ও পিআইএ অফিসে হত কি?

উ-বাড়ীতে নয়। পিআইএ অফিসে হত।

প্র-লুৎফুল হুদা চট্টগ্রামে কোথায় থাকত?

উ-আবদুস সাত্তার রোডে।

প্র-ঐ দুদিন ঢাকা অবস্থানকালে হুদাকে কতবার দেখেছেন?

উ-৪/৫ বার।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, যেদিন আমি ফিয়াট গাড়ী প্রথম দেখি সেদিনই আমরা ঐ গাড়ী করে ঢাকা আসি।

প্র-গ্রীন ভিউ হতে বাকীতে পেট্রোল নিয়েছিলেন?

উ-জী না।

প্র-মোহাম্মদপুর হতে গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত রাস্তার পাশে অনেকগুলো পেট্রোল পাম্প আছে একথা কি সত্য?

উ-হ্যাঁ, সত্য।

প্র-আপনি বলেছেন যে, চট্টগ্রামের পিআইএ অফিসের নিকট লেঃ মোয়াজ্জেমের বাড়ী গেছেন। প্রকৃতপক্ষে মোয়াজ্জেম ঐ সময় চট্টগ্রামে ছিলেন না এবং আপনিও তার বাড়ী যাননি এ কথা কি সত্য?

উ-এ কথা সত্য নয়।

প্র-এ কথা কি সত্য যে, রমিজ যা বলেছেন তার সমর্থনে আপনি ১৯৬৬ সালের ১১ই জুন অথবা জুলাই-এ ছুটিতে গেছেন বলে উল্লেখ করেছেন?

উ-একথা সত্য নয়।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, পিআইএ'তে নিযুক্ত হবার পর সপ্তম অথবা অষ্টম মাসে আমি প্রথম ঢাকা আসি। চাকুরী জীবনে কতবার বাড়ী গেছি তা বলতে পারব না। একবার মাত্র বাড়ী যাওয়ার তারিখ মনে আছে। যে তারিখের উল্লেখ করেছি, তাছাড়া অন্য কোন তারিখ মনে নেই।

এরপর জনাব সালাম খান রমনা থানার এস আই রঘুনন্দন সাহাকে জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৮৭ ধারার অধীন ঘোষণাপত্র তল্লাশীকালে সামাদ ও আশরাফ আলী খানের বাড়ী হতে উদ্ধার করা হয়।

একটি দলিল সাক্ষীর হাতে দেয়া হলে সাক্ষী বলেন, এটা পুলিশের নিকট কোন ব্যক্তির রিপোর্টের কপি। এতে তেজগাঁও থানার সিল আছে। এতে জেনারেল ডাইরীর নম্বর দেয়া আছে। এটা জেনারেল ডাইরীতে এনট্রি করা হয়েছে কিনা আমি জানি না। থানায় কোন রিপোর্ট পাঠান হলে তা সবসময় রাখা হয় না। যদি অপরাধের প্রমাণাদি আছে এরূপ ঘটনা সম্পর্কে

লিখিত এফ আই আর পাঠান হয় তা থানায় রাখা হয়। শুধুমাত্র লিখিত রিপোর্ট সবসময় থানায় রাখা হয় না। অনেক সময় সংবাদদাতাকে তা ফেরত দেয়া হয়। খানাতল্লাশীর সময় পুলিশ বাড়ীতে এইসব দলিলপত্র এনেছে।

সাক্ষী বলেন, কামালউদ্দিন ও সুলতানউদ্দিনকে আমি কাপড় পরার জন্য বলিনি। অন্য কোন অফিসার বলেছেন কিনা তা জানি না।

এরপর বাদীপক্ষের ৪৬নং সাক্ষী মোশতাক আহমদের শপথ গ্রহণ করবার পর তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

বাদীপক্ষের সাক্ষী অলিউল্লা বলেন, আমি তেজগাঁও বিমান বন্দরের চৌকিদার ছিলাম। এখন কেয়ারটেকার পদে নিযুক্ত আছি। মগবাজারের নয়াটোলায় আমার বাড়ী আছে। এই বাড়ীর নম্বর হচ্ছে ৫৩৫ । এটা একটা চারচালা টিনের ঘর। চারিদিকে মাটির দেয়াল। নয়াটোলায় আমার আরেকটি বাড়ী আছে। তার নম্বর ৫৪৩। এই বাড়ী আমি মুজিবর রহমান ও আবদুস সামাদের নিকট ১৯৬৭ সালের ২রা নবেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে ভাড়া দেই। আমি যে বাড়িতে থাকি সে বাড়ী হতে ভাড়া দেওয়া বাড়ী ৬ শত হাত দূরে অন্য রাস্তায় অবস্থিত। এই বাড়ীর ভাড়া ছিল মাসে ১৪০ টাকা। বাড়ী ভাড়ার জন্য একটা দলিল তৈরী করা হয়। মুজিবরের দস্তখতের জন্য তা আমি গোলাম মোহাম্মদের নিকট প্রদান করি। সে দস্তখত নিতে পারেনি। মুজিবর, সামাদ, গোলাম মোহাম্মদ ও সামরিক বাহিনীর একজন লোক এই বাড়ীতে থাকতেন। এই ব্যক্তির নাম আমি জানি না।

এই সময় সাক্ষীকে মুজিবর রহমান এবং সামাদকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে বলেন, আমি তাদের সনাক্ত করতে পারব না।

সাক্ষী বলেন, এই চারজন লোক ঐ বাড়ীতে যখন বাস করতেন তখন সেখানে কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা আমি জানি না। ঐ বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল এবং কতিপয় কাগজপত্র আটক করে। আটক দ্রব্যের তালিকায় আমি সই করেছি। কৌসুলী জনাব আবদুল মোমেনের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, গোলাম মোহাম্মদের নিকট দলিল দানের কথা পুলিশের নিকট বলেছি কিনা মনে নেই।

জহিরুদ্দীনের জেরা

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।

পুলিশ কোনদিন খানাতল্লাশীতে এসেছিল সে তারিখ আপনার মনে আছে?

উ-মনে নেই।

সাক্ষী বলেন, পুলিশ একবারই এসেছিল।

প্র-পুলিশ ঐ বাড়ীতে ঢুকবার আগে আপনি তাদের পকেট তল্লাশী করেছিলেন কি?

উ-জী না।

সাক্ষী বলেন, তল্লাসীর জন্য ৪/৫জন পুলিশ অফিসার ও ৩/৪জন কনস্টবল এসেছিল।

প্র-পুলিশ কয়টার সময় এসেছিল?

উ-সকাল ১০/১১টায়।

প্র-ঐদিন কি বার ছিল?

উ-আমার মনে নেই।

প্র-চাকুরীতে আপনার ডিউটির সময় কখন?

উ-দুপুর একটা হতে রাত ৯টা।

সাক্ষী বলেন, আমার সুবিধা অনুযায়ী সকাল ৭টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্তও আমার ডিউটি পরিবর্তন হয়। বিমানবন্দরে ৪৭/৪৮ জন চৌকিদার আছে। এইসব চৌকিদাররা ডিউটির যে তালিকা প্রণয়ন করা হয় তা অনুসরণ করে। আমি কেয়ারটেকার হিসেবে নিজের সুবিধামত ডিউটির সময় করে নেই।

সাক্ষী বলেন, পুলিশের নিকট গোলাম মওলা না গোলাম মোহাম্মদ উল্লেখ করেছি তা মনে নেই।

বাড়ী তল্লাসীর সময় একটা বা দুইটা মিলিটারীর গাড়ী এসেছিল।

ইউনিফর্ম পুলিশ ছাড়া সাদা পোশাকে কতিপয় লোক ছিল। তারা মিলিটারী কিনা জানি না। তাদের সংখ্যা ৩/৪ জন। আমি বাড়ী ভাড়ার কোন রসিদ পুলিশকে দেইনি।

এই আদালতে আসার আগে পুলিশের নিকট কোন বিবৃতি দেইনি।

এরপর বাদীপক্ষের সাক্ষী সালামত উল্লার জবানবন্দী নেয়া হয়। সাক্ষী বলেন, আমি নয়াটোলায় বাস করি। গত ডিসেম্বরে পুলিশ আমার উপস্থিতিতে অলিউল্লার একটি বাড়ী তল্লাসী করে। পুলিশ যে সমস্ত দ্রব্য আটক করে আমি তাতে সাক্ষী হই এবং সই করি। আমার বাড়ী হতে উক্ত বাড়ী ৩শ ফুট দূরে।

জহিরুদ্দীনের জেরা

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি একজন কন্ট্রাক্টর এবং পানের দোকান আছে। আমি প্রথম শ্রেণীর রেজিস্টার্ড কন্ট্রাক্টর।

প্র-আপনি আয়কর দেন?

উ-জী না।

সাক্ষী বলেন, আমার বাড়ী এবং যে বাড়ী তল্লাসী হয় তার মধ্যখানে দুইটি বাড়ী আছে। আমি সকাল ১০/১১টায় ঐ বাড়ীতে যাই। আমি যাওয়ার পর

আটক দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। আমি যাওয়ার পরপরই তা তৈরী শুরু করা হয়।

আমি সকালে একজন পুলিশ অফিসার ও ১জন কনস্টবলকে দেখেছি। সকল লোক ইউনিফর্ম পরা ছিল না। ৮/১০ জন সাদা পোশাকে ছিলেন। ৩/৪ খানা গাড়ী সেখানে ছিল। মিলিটারী গাড়ী, জীপ ও প্রাইভেট কারও ছিল। বাড়ীর ভেতরে ১৪/১৫ জন লোক দেখেছি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পুলিশ আমাকে সই করতে বলেন। আমি সই করে চলে আসি।

ইউসুফ উদ্দিন আহমদের জবানবন্দী

বাদীপক্ষের ৬৫নং সাক্ষী ইউসুফ উদ্দিন আহমদ বলেন, আমি ঢাকায় ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর হতে সাহায্য ও পুনর্বাসন বিভাগের সহকারী কমিশনার পদে নিযুক্ত আছি। আমি পদাধিকার বলে ওয়ার্কস ও হাউজিং এর সেকশন অফিসার।

পুলিশ আমার অফিসে এসে কতিপয় দলিলপত্র আটক করেন। আমার সম্মুখে আটক দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। আমি তাতে সই করেছি। আমার হেড কেরানী এ বি বদরুদ্দিনও তাতে সই করেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আজ আর বেঁচে নেই।

এই আটক দ্রব্যের মধ্যে একটি ইস্যুরেজিস্টার, একখানা কারণ দর্শাবার নোটিশ ও এলটমেন্টের একখানা দরখাস্ত রয়েছে।

সালাম খানের জেরা

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, মোহাম্মদপুর ও মীরপুর হাউজিং এস্টেটের.... এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে আমি এই মর্মে একটি শোকজ নোটিশ ইস্যু করি যে, মোহাম্মদপুরে কতিপয় ব্যক্তি অবৈধভাবে একটি বাড়ী দখল করে আছেন। এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের রিপোর্ট আমার অফিসে আছে। স্থানীয় লোকজন এব্যাপারে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের নিকট অভিযোগ করেছিলেন কিনা আমি জানি না। উক্ত নোটিশে বলা হয় যে, বাড়ীর মালিক অন্যত্র বসবাস করছেন।

এরপর সাভার থানার এস আই এ হোসেন জবানবন্দী দেন। তিনি বলেন, ১৯৫৮ সালের জানুয়ারীর পূর্বে আমি রমনা থানায় ছিলাম। তখন আমি একদিন হোটেল ক্যাসেরিনা তল্লাশী করি ও কতিপয় দলিলপত্র আটক করি। এই আটক বস্তুর তালিকার সাক্ষী হচ্ছেন গোলাম মোস্তফা চৌধুরী ও বাবলু মিয়া।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীরা সাক্ষী এ হোসেনকে জেরা করেননি। তারপর ৬২নং সাক্ষী বাবলু মিয়াকে শপথ গ্রহণ করাবার পর অব্যাহতি দেওয়া হয়।

গোলাম মোস্তফা চৌধুরীর জবানবন্দী

সাক্ষী গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, আমি হোটেল ক্যাসরিনার ম্যানেজার। আমার সম্মুখে পুলিশ হোটেল তল্লাশী করে। তারা হোটেল রেজিস্ট্রার আটক করে। সাক্ষী উক্ত রেজিস্ট্রার আদালতে শনাক্ত করেন। সাক্ষী বলেন, আমি এই আটক দ্রব্যের তালিকায় সই করেছি।

চট্টগ্রামের মানিক চৌধুরীর হোটেলে আগমনের তারিখ এই রেজিস্টারে আছে। উক্ত তারিখ হচ্ছে ৯-৮-৬৭।

সাক্ষী মানিক চৌধুরীকে শনাক্ত করেন। সাক্ষী বলেন, খাতায় যে মানিক চৌধুরীর নাম লেখা আছে ইনি সেই মানিক চৌধুরী। বিধান চন্দ্র রায়ও মানিক চৌধুরীর কাছে হোটেলে আসতেন।

সাক্ষী বিধানকেও সনাক্ত করেন। জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, হোটেলে যত বর্ডার আসেন তাদের সকলকে আমি সনাক্ত করতে পারব না।

নুরুল ইসলামের জবানবন্দী

বাদীপক্ষের ৫১নং সাক্ষী নুরুল ইসলাম বলেন, আমি গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্প চিনি। পুলিশ এই পাম্প তল্লাশী করেছে। তল্লাশীর সময় আমি ঐ পাম্পের একাউন্ট্যান্ট ছিলাম। আমি আটক বস্তুর তালিকায় সই করেছি। আমার সমানে এই তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

আমি ধানমন্ডির ৩০নং রোডের ৭০৮নং বাড়ী চিনি। ঐ বাড়ী আমার সম্মুখে পুলিশ তল্লাশী করে। আটক বস্তুর তালিকা আমার সামনে প্রস্তুত করা হয়। আমি তাতে সই দিয়েছি।

এরপর সাক্ষী ঐসব তল্লাশীকালে আটক বস্তুর তালিকা এবং দ্রব্যাদি আদালতে সনাক্ত করেন।

এই বাড়ীর মালিক হচ্ছেন বেগম হাসিনা রহমান। তিনি জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের স্ত্রী।

সালাম খানের জেরা

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, জার্মানী, ইরান, ইন্দোনিশিয়া ইত্যাদি দেশের কনসুলেট ভবন এই এলাকায় অবস্থিত। এই পাম্প বেগম হাসিনা রহমানের ভ্রাতা আনিসুর রহমান পরিচালনা করে থাকেন। আমাকে এই পাম্পে আনিসুর রহমান নিয়োগ করেন।

প্র-ওখানে কতজন কর্মচারী কাজ করে?

উ-২৮ জন।

প্র-আনিসুর রহমান এই ফার্মের ম্যানেজার, সুপারভাইজার?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-স্টাফের বেতনের বই দেখে বলুন ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের পর সামাদ এখানে নিযুক্ত ছিল কিনা?
উ-১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সামাদকে এই পাম্প হতে বেতন দেয়া হয়েছিল। বেতনের বইতে তার রেকর্ড আছে। তারপর কোন রেকর্ড নেই।
প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের পর সামাদ এই ফার্মের কর্মচারী ছিল না?
উ-একথা সত্য।
সাক্ষী বলেন, বিদেশী কনস্যুলেটের কর্মচারীরা আমাদের এই পাম্প হতে পেট্রোল নিতেন। ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারীরাও এখান হতে পেট্রোল নিতেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালে ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারীদের আমরা পেট্রোল সরবরাহ বন্ধ করি।
প্র-ভারতীয় হাইকমিশন কর্মচারীদের পেট্রোল সরবরাহ করার জন্য বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেডের নিকট হতে কোন চিঠি পেয়েছিলেন?
উ-১৯৬৬ সালে আমাদের সরবরাহকারী বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড আমাদের এক পত্রে অনুরোধ জানান যে, আমরা যেন ভারতীয় হাইকমিশন কর্মচারীদের পেট্রোল সরবরাহ করি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সিএসপি ১৯৬৫ সালের শেষ পর্যন্ত করাচীতে ছিলেন। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহ হতে তাঁর গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন।

আহমদ ফজলুর রহমানকে এই পাম্প পরিচালনার ব্যাপারে কোনকিছু করতে দেখিনি যদিও তিনি এখান হতে পেট্রোল নিতেন। তার এখানে বসবার কোন জায়গা ছিল না। আমি তাকে এখানে বসে কারুর সঙ্গে আলাপ করতে দেখিনি।

এরপর আদালতের অনুমতি নিয়ে বাদীপক্ষের সহকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষীকে কয়েকটি রেজিস্টারে মোট ৮টি স্বাক্ষর দেখান। সাক্ষী একটি স্বাক্ষরও শনাক্ত করতে পারেননি।

টি,এইচ,খানের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, সামাদকে আমি আদৌ চিনি না এবং তাকে শনাক্ত করতেও পারব না। এরপর জনাব সালাম খান সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি এই পেট্রোল পাম্পে ৬৬ সালের এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ করিনি।

এই পাম্পে ৬ মাস শিক্ষানবিসীকালে কেউ যদি অযোগ্য বিবেচিত হয় তবে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

আদালতের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি নিযুক্ত থাকাকালে সামাদ কখনও বেতন নেয়নি। কাজেই তার দস্তখত আমি চিনি না।

এ এ খান আফ্রিদির জবানবন্দী

এরপর বাদীপক্ষের ১০৬নং সাক্ষী এ, এ, খান আফ্রিদির জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষী বলেন, আমি বর্তমানে আইডবলুটিএ-র ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারিনটেনডেন্ট। ১৯৬৫ সাল হতে আমি এখানে আছি। পুলিশ আইডবলুটিএ-র সেক্রেটারীর অফিস হতে কিছু কাগজপত্র আটক করে। আমি তখন সেখানে ছিলাম।

আটক দ্রব্যের তালিকায় আমি দস্তখত করেছি।

সাক্ষীকে একটি দলিল দেখান হলে সাক্ষী বলেন, এটি পুলিশ তখন আটক করেছিল। এতে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেমের স্বাক্ষর আছে। আমি তার স্বাক্ষর চিনি।

এরপর সাক্ষী লেঃ মোয়াজ্জেমকে শনাক্ত করেন।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম আইডবলুটিএ'তে যোগদানের পর বরিশাল চলে যান। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মোয়াজ্জেম হোসেনকে পিণ্ডিতে ডেকে পাঠান হয়। সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ডাকা হয়। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর হতে তাকে বার্তা পাঠান হয়েছিল।

শবেবরাতের ছুটি উপলক্ষে একদিন বিরতির পর আজ শুক্রবার পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

সংবাদ

৯ই নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

এ পর্যন্ত ৬৩ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) একদিন বিরতির পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে 'ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ এস, এম, রবসহ আরও ৮ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ ও জেরা করা হয়। এ পর্যন্ত এই মামলায় ৬৩ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল।

প্রফেসর রবের জবানবন্দী ও জেরা

৬৩নং সরকারী সাক্ষী অধ্যাপক এস,এম, রব তাঁহার জবানবন্দীতে বলেনঃ আমার নাম এস এম রব, পিতা সৈয়দ মুজিবুর হক, বয়স প্রায় ৩৯ বৎসর, বিশ্বাসে মুসলমান। বর্ত্তমানে আমি ১৮৮নং ধানমণ্ডিতে বসবাস করছি।

আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিনের একজন অধ্যাপক। আমি মেডিসিন সংক্রান্ত কতিপয় আন্তর্জাতিক সংস্থার একজন সদস্যও বটে। হৃদরোগের ক্ষেত্রে আমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। ১৯৫৮ সালে এসোসিয়েট প্রফেসর হিসাবে আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যোগদান করি এবং ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর থেকে তথায় আমি প্রফেসর হিসেবে কাজ করে আসছি।

অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানকে আমি চিনি। ১৯৬৫ সনে আমি তাঁকে চিকিৎসা করে থাকতে পারি। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার চিকিৎসাধীন ছিলেন।"এঙ্গিও নিউরোটিক ওডেমা" এমনি ধরনের এক রোগ যা' বহু ধরনের রোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শেখ মুজিবুর রহমানকে এই জাতীয় কোন রোগের জন্যে চিকিৎসা করেছি কিনা, আমার তা মনে নেই। (এই মামলার ব্যাপারে পুলিস তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া সাক্ষী বলেন– কয়েক মাস আগে একজন পুলিস অফিসার আমার কনসালটিং রুমে প্রবেশ করেন এবং আমি শেখ মুজিবুর রহমানের চিকিৎসক ছিলাম কিনা তা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি আমাকে এই একটি মাত্র প্রশ্নই করেন। অন্য কোন চিকিৎসক শেখ মুজিবের চিকিৎসা করছিলেন কিনা তা আমি জানি না। আমি সবসময় আমার নিজের হাতে আমার প্রেসক্রিপশন লিখি)।

মোঃ ইসমাইল কর্তৃক জেরা

খান বাহাদুর মোঃ ইসমাইলঃ ১৯৬৭ সালের মে মাসে আপনার কাছে কোন পুলিস অফিসার গিয়েছিল কী?

সাক্ষীঃ আমার মনে নেই।

হোটেল ডিনোফার সাবেক ম্যানেজারের জবানবন্দী ও জেরা

"আমার নাম রুহুল আমীন, পিতার নাম আবদুস সালাম, বয়স ২২ বছর, মুসলমান, বাড়ী নোয়াখালী জেলার জাহানপুর থানায়।

ফেনীর হোটেল ডিনোফা আমি চিনি। ৬ মাস আগে ৬ মাসের জন্য আমি এই হোটেলের ম্যানেজার ছিলাম। আমি সাবেক সুবেদার জালালুদ্দীন আহমদকে চিনি। ১৯৬৮ সালের ১০ই জুলাই তিনি হোটেলে ৪ জনের জন্য 'সীট' রিজার্ভ করেন। ইংরেজী ক্যালেণ্ডার মত এ বছর ১৯৬৮ সাল। পূর্ব অনুরোধ মত আমি তাদের জন্য 'সীট' 'এ্যালোট' করি। সত্যি সত্যি ৪ ব্যক্তি ঐ সীটে আসেন, তারা ১১ই জুলাই আসেন ও ১৪ই জুলাই চলে যান। তারা হোটেলে আসেন বেবীটেক্সীতে। তারা আসেন প্রায় দুপুর ১টার দিকে। ঐ ৪ জনের একজন হোটেল রেজিষ্টারে তাদের নাম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এখানে যে রেজিষ্টারটা দেখান হচ্ছে তা হোটেল ডিনোফার। রেজিষ্টারে যে সকল এন্ট্রিতে লালদাগ দেয়া আছে তার ক্রমিক নম্বর হল ৪৬,৪৭,৪৮ও

৪৯। সেই ৪ ব্যক্তির ১জনই এই এন্ট্রিগুলি লিপিবদ্ধ করেন। হোটেল থেকে পুলিস যখন রেজিষ্টার আটক করে তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাদের সঙ্গে অন্য কাউকে দেখা করতে আসতে আমি দেখিনি।

এই সময় আদালত হইতে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ঐ ৪ ব্যক্তি হোটেলে থাকাকালীন কেউ তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কিনা। সাক্ষী জবাবে বলেন যে, তিনি স্মরণ করতে পারছেন না।

সাক্ষী তাঁহার জবানবন্দীতে আরও বলেনঃ

"হোটেলে থাকাকালে ঐ ৪ ব্যক্তি বাইরে যেতেন এবং ফিরে আসতেন। আমি তাদের শুধু দিনের বেলায় বাইরে যেতে দেখেছি, রাতে নয়। জালালুদ্দীন এই ৪ ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, এই ৪ জন সামরিক কর্মচারী হোটেলে থাকবেন।

এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলি আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, সাক্ষীর এই বক্তব্য রেকর্ড করা উচিত হইবে না–কারণ, জালালুদ্দীন উহা বলেন নাই। এই আপত্তি সঠিক। তাই জালালুদ্দীন এই সকল লোকের যে পরিচয় প্রদান করে বলিয়া সাক্ষী উল্লেখ করিয়াছেন, উহা রেকর্ড করা হয় নাই।

জালালুদ্দীন ফেনীর একটি সিনেমা হলের পেছনে পরিবার-পরিজন নিয়ে আছেন। এখন থেকে ৯/১০ মাস আগে ফেনী থানার একজন পুলিস অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

হোটেলে অবস্থানকারী ৪ ব্যক্তিকে সনাক্ত করার জন্য আমি ১৯৬৮ সালের মে মাসে ট্রেনযোগে ঢাকায় আসি। এক সনাক্তকরণ প্যারেডে আমাকে উল্লেখিত ৪ ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে বলা হয়। তবে সেই সনাক্তকরণ প্যারেড কোথায় অনুষ্ঠিত হয় তা আমি মনে করতে পারছি না। উক্ত প্যারেডে ৪০ থেকে ৫০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্যারেডের সময় একজন ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্যারেডে ৪ জনের মধ্যে ৩ জনকে আমি সনাক্ত করি।

এই সময় উক্ত ৩ ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে সাক্ষী সনাক্ত করিতে পারেন না। সাক্ষীর মতে তাহাদের কাহারও কাহারও এখন দাঁড়ি গজাইয়াছে।

জেরা

সাক্ষীর জবানবন্দী প্রদান সমাপ্ত হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান জেরা শুরু করেন।

প্রশ্ন ঃ "কোন্ স্থানের উদ্দেশে হোটেল ত্যাগ করা হচ্ছে" এই কলমে বাংলায় যে 'ঢাকা' লেখা রয়েছে তা কার লেখা?

উত্তর ঃ আমার নিজের।

প্রঃ এই সকল এন্ট্রিতে হোটেল ত্যাগের তারিখে ওভার রাইটিং আছে না?
উঃ আমি কোন ওভার রাইটিং দেখছি না। তবে একটি তারিখ কেটে ঐ কলমে অন্য তারিখ লেখা আছে। এই কলমে আমিই তারিখ লিখেছি। প্রথমে আমি ১৪ই তারিখ লিখেছিলাম।
প্রঃ হোটেল ত্যাগের তারিখ প্রথমে ১০ই অথবা ১১ই ছিল, পরে পুলিসের কথামত পরিবর্ত্তন করে ১৪ই করেছেন, একথা ঠিক?
উঃ না, ঠিক নয়।
প্রঃ ফেনী রেল ষ্টেশনটি ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের পাশে অবস্থিত?
উঃ না, তবে হোটেল ডিনাফা প্রধান সড়কের পাশেই।
প্রঃ জালালুদ্দীনকে কখন থেকে চেনেন?
উঃ গত দেড় বছর থেকে।
প্রঃ তার ক ছেলে-মেয়ে?
উঃ তার দুই ছেলে আছে বলেই আমি জানি। তবে তার ক মেয়ে জানি না।
প্রঃ হোটেল রেজিষ্টার কিভাবে রক্ষা করা হয়?
উঃ ইংরেজী ক্যালেণ্ডার মত।
প্রঃ সিরিয়াল নম্বর লেখা কখন থেকে শুরু হয়?
উঃ জানুয়ারী মাস থেকে।
প্রঃ এই রেজিষ্টারে কবে থেকে আছে?
উঃ এখানে '৬৭ সালের ১৩ই জুন হতে আছে।
প্রঃ এই ৪ ব্যক্তি কটার সময় শেষবারের মত হোটেল ত্যাগ করেন?
উঃ সকাল ৭টা কি ৮টায়।
প্রঃ হোটেল ডিনোফা ক'তলা ভবন?
উঃ বড় দোতলা ভবন।
প্রঃ থাকার জন্য কটা রুম আছে?
উঃ ৯টা।
প্রঃ হোটেলের দু'পাশে দোকানপাট আছে?
উঃ আছে।
প্রঃ সনাক্তকরণ প্যারেডের ক'দিন আগে আপনি ঢাকায় আসেন?
উঃ একদিন আগে।
প্রঃ ঢাকায় কোথায় ছিলেন?
উঃ হোটেলে।
প্রঃ হোটেলের নাম কি?
উঃ নাম জানি না।

প্রঃ কে আপনাকে হোটেলে নিয়ে যায়?
উঃ রেলষ্টেশন থেকে এক ব্যক্তি আমাকে হোটেলে নিয়ে যায়, তবে আমি তার নাম জানি না।
প্রঃ হোটেলে কিসে চড়ে যান?
উঃ বেবীট্যাক্সী করে।
প্রঃ আপনি ঢাকা এসেছেন সেকথা পুলিস অথবা অন্য কাউকে জানিয়েছিলেন?
উঃ না। আমি কখন ঢাকা পৌঁছব তা' ফেনী থানাকে জানিয়েছিলাম।
প্রঃ প্যারেড স্থলে কেমন করে যান?
উঃ একব্যক্তি জীপে করে নিয়ে যান।
প্রঃ সনাক্তকরণ প্যারেডে উপস্থিত হওয়ার জন্য কখন হোটেল ত্যাগ করেন?
উঃ সকাল ৮ টা কি ৯টার দিকে।
প্রঃ সনাক্তকরণ প্যারেড কোথায় হয়?
উঃ একটি বিলডিংয়ের একটি রুমে।
প্রঃ সেখানে ক'বার যান?
উঃ সনাক্তকরণ প্যারেডের জন্য দুইদিন যাই।
প্রঃ কবে কবে?
উঃ পরপর দু'দিন।
সাক্ষী বলেন যে, তিন ব্যক্তিকে সনাক্তকালেই তাহাদের সকলের দাঁড়ি ছিল– এই কথা সত্য নহে। এক ব্যক্তির মাত্র দাঁড়ি ছিল।
এই সময় আদালত শেষোক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে না পারার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সাক্ষী বলেন, আমি তার চেহারা স্মরণ করতে পারছি না।
প্রঃ হোটেল কখনও বন্ধ করা হয়?
উঃ না।
প্রঃ পুলিস আপনাকে কারো ছবি দেখায়?
উঃ না।

মোঃ লোকমানের জবানবন্দী

৫৭নং সরকারী সাক্ষী মোহাম্মদ লোকমান তাঁহার জবানবন্দীতে বলেনঃ আমার নাম মোহাম্মদ লোকমান। পিতা কালা খান। বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। বিশ্বাসে মুসলমান। ঠিকানা ৪নং গ্রীন রোড, থানা লালবাগ, ঢাকা।

গ্রীন রোডে আমার একটি দর্জি দোকান আছে। আমার উপস্থিতিতে পুলিস গ্রীন স্কোয়ারের একটি বাড়ীতে তল্লাসী চালায়। পুলিস সেখান থেকে একটি নেগেটিভ, একটি ব্যাংক প্যাপার ও একটি চিঠি উদ্ধার করে। একটি আটক দ্রব্য তালিকা তৈরী করা হয়েছিল কি না তা আমার মনে নেই। আমাকে যে দলিলটি দেখানো হচ্ছে তাতে আমি আমার টিপসই দেখতে

পাচ্ছি। যে নেগেটিভটি আমাকে দেখানো হয়েছে সেই রকম একটি নেগেটেভ তখন উদ্ধার করা হয়েছিল। তবে আমার চোখ খারাপ থাকায় আমি তখন এটা কী ছিল তা স্পষ্ট করে দেখিনি।

সালাম খান কর্তৃক জেরা

প্রঃ সেই সময়ে কোন ব্যক্তি পুলিসের নিকট একটি নেগেটিভ পেশ করেছিল কী?

উঃ হ্যাঁ, করেছিল।

প্রঃ যে বাড়ীতে তল্লাশী চালানো হয়েছিল সেখান থেকে আপনার দোকান কত সময়ের পথ?

উঃ দুই-তিন মিনিটের পায়ে হাঁটার পথ।

প্রঃ সেখানে কতজন লোক ছিল?

উঃ পুলিস অফিসারসহ ২ জন অথবা ৩ জন লোক ছিল।

জেড, বি, এম, বখতের জবানবন্দী

৫৬নং সরকারী সাক্ষী জনাব জেড,বি,এম, বখত তাঁহার জবানবন্দীতে বলেনঃ আমার নাম জেড,বি,এম,বখত। পিতা জি,এম, এম,এফ, বখত। বয়স ৩০ বৎসর। বিশ্বাসে মুসলমান। ঠিকানা ২২নং রজনী বোস লেন, থানা কতোওয়ালী, ঢাকা।

এই সাক্ষীকে কোন কৌসুলিই জেরা করেন নাই।

দৈনিক পাকিস্তান

৯ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

শুক্রবার বাদীপক্ষের মোট আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

শবেবরাতের ছুটি উপলক্ষে একদিন বিরতির পর গতকাল শুক্রবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলে বাদীপক্ষের মোট ৮জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। একজন সাক্ষীকে শুধু শপথ নেওয়ার পর অব্যাহতি দেওয়া হয়।

গতকাল যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তারা হচ্ছেন, জেড বি এম বখত, লোকমান ভুইয়া, আবদুল ওহাব, রুহুল আমিন, খোকন বড়ুয়া, মোহাম্মদ ইউসুফ, দলিলউদ্দিন, প্রফেসার এস এম রব।

এই মামলায় এ পর্যন্ত বাদীপক্ষের মোট ৬৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। এই ৬৩ জন সাক্ষীর মধ্যে ১১ জন একরারী সাক্ষী রয়েছেন। একজন একরারী সাক্ষীসহ এ পর্যন্ত মোট ৩ জন সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল মামলার শুনানীর শুরুতে ১০৫নং সাক্ষী ঢাকার রজনী বোস লেনের জেড বি এম বখতকে সাক্ষ্যদানের জন্য হাজির করা হয়। শপথ গ্রহণের পর তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

লোকমানের জবানবন্দী

এরপর ৬৮নং সাক্ষী লালবাগের মোহাম্মদ লোকমান সাক্ষী দিতে আসেন। লোকমান বলেন, গ্রীন রোডে আমার দর্জি দোকান আছে। আমার উপস্থিতিতে পুলিশ গ্রীন স্কোয়ার তল্লাসী করেছিল। পুলিশ একটা নেগেটিভ ও একটা অলিখিত কাগজ ও চিঠি উদ্ধার করেছে। আটক দ্রব্যের তালিকা তৈরী করেছে কিনা আমি জানি না।

এরপর সাক্ষীর হাতে একটা দলিল দেয়া হলে সাক্ষী বলেন, এতে আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দেখছি।

সাক্ষীকে একখানা নেগেটিভ দেখান হলে তিনি বলেন, এ রকম একটা জিনিস সেখানে পাওয়া গেছে। তবে এটা কি তা আমি ঠিক বলতে পারব না। কারণ আমার দৃষ্টিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ।

সালাম খানের জেরা

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান এরপর সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–নেগেটিভ কি কেউ এনে দিয়েছিল?

উ–এক ব্যক্তি পুলিশকে নেগেটিভ এনে দেয়। ঐ ব্যক্তিকে আমি চিনি না।

প্র–যে বাড়ী তল্লাসী হয়েছিল সেখান হতে আপনার দোকান কত দূরে অবস্থিত?

উ-হেঁটে যেতে ২/৩ মিনিটের পথ।

প্র–তল্লাসীর সময় কত লোক ছিলেন?

উ– পুলিশসহ ২/৩ জন লোক ছিলেন।

আবদুল ওহাবের জবানবন্দী

এরপর ৮৫নং সাক্ষী আবদুল ওহাবের জবানবন্দী নেয়া হয়। নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার সাতার পাইয়া গ্রামের আবদুল ওহাব বলেন, আমি ফেনীর সিএন্ডবি'র ডাক বাংলোর চৌকিদার। আমি সাবেক সুবেদার জালালউদ্দিনকে চিনি। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে রাত সাড়ে বারটার সময় জনৈক ব্যক্তি বাংলোতে আসেন। তিনি একজন অফিসার বলে আমাকে জানান হয়। তিনি ডাক বাংলোর রেজিস্টারে তার নামধাম লেখেননি। উক্ত ভদ্রলোক কোথা হতে এসেছেন তা আমি জানি না। তিনি ঐদিন রাত সাড়ে বারোটা হতে দেড়টা পর্যন্ত বাংলোতে ছিলেন। আমি বাংলোর সামনে ছিলাম। তাকে আমি হেঁটে চলে যেতে দেখেছি।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৮ সালের মে মাসে আমি ঢাকা এসেছিলাম। আমি পুলিশের নিকট হতে একটা নোটিশ পেয়ে নিজ হাতে নিজে টিকিট করে ট্রেনে ঢাকা এসেছি। এখানে একটা টিআই প্যারেড হয়। কোন জায়গায় এই প্যারেড হয় তার নাম জানি না। ঢাকায় আমি শংকর বোর্ডিংয়ে ছিলাম, ২জন লোক জীপে আমাকে সেখান হতে প্যারেডে নিয়ে আসেন। আমি টিআই প্যারেডে একজন লোককে সনাক্ত করি। তিনি ঐরাতে ফেনী বাংলোতে ছিলেন। টিআই প্যারেডের সময় আরও ৩০/৩৫ জন লোক ছিলেন।

সালাম খানের জেরা

প্র–আপনি টিআই প্যারেডে যাকে সনাক্ত করেছেন তাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন?

সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে ফিরে এসে বলেন, তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

প্র–ঐ অফিসার যখন আসেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

উ–আমার কামরায় আমি ছিলাম। আমি পরিবার-পরিজনসহ সেখানে বাস করি।

প্র–ঐ অফিসারের সঙ্গে আপনি অন্য কোন লোককে আসতে দেখেছেন?

উ-মিলিটারীর বড় সাহেবের সঙ্গে জালালউদ্দিন ছাড়া আরও ২/৩ জন লোক ছিলেন।

প্র-আপনি পুলিশকে কি বলেছেন যে, আমি সকালে উঠে দেখতে পাই যে সাহেব চাবি নিয়ে চলে গেছেন?

উ–আমি বলিনি (এরূপ রেকর্ড আছে)।

প্র-এটা কি ডাক বাংলোর বিধান যে, কোন লোক সেখানে থাকলে রেজিস্টারে তার নামধাম লিখতে হয় ও ভাড়া দিতে হয়?

উ-যদি কোন লোক থাকেন তবে তাকে সই করতে হয়।

প্র–ফেনী হতে আপনারা কয়জন টিআই প্যারেডে ঢাকা এসেছিলেন?

উ-জনৈক রুহুল আমিনও আমার সঙ্গে এসেছিল। স্টেশন হতে আমরা সোজা শংকর বোর্ডিংয়ে চলে যাই।

প্র–সেখানে আপনাদের কে নিয়ে গিয়েছিল?

উ–আমি একজন বেবীট্যাক্সিওয়ালাকে ঢাকায় কোথায় থাকার ব্যবস্থা আছে জানতে চাইলে ঐ ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের শংকর বোর্ডিংয়ে নিয়ে যায়।

প্র-বোর্ডিংয়ে পৌঁছে কোথাও খবর পাঠিয়েছেন কি যে, আপনারা ঢাকা পৌঁছেছেন?

উ-আমরা এখানে ডিআইবি অফিসে খবর পাঠাই।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, সাদা পোশাক পরিহিত জনৈক ব্যক্তি শংকর বোর্ডিংয়ে এসে আমরা এসেছি কিনা জানতে চান। তিনিই ডিআইবি অফিসে আমাদের পৌঁছানোর খবর দেন। সাক্ষী বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের খবর নিয়ে যান তিনি পরে আসেননি। আমাদের জন্য জীপ পাঠান। জীপ যখন আসে তাতে ড্রাইভার ও অপর একজন লোক ছিলেন। আমাদের টিআই প্যারেডের জন্য যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় সেটা একটা বড় দালান। কয়তলা দালান তা বলতে পারব না।

সাক্ষী বলেন, এই আদালত এলাকায় আমি এই প্রথম এসেছি। এটা যে একটা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা আমি এখন জানি। আমাকে কোন ব্যক্তির ফটো দেখান হয়নি।

প্র-আপনি পুলিশের নিকট জবানবন্দী দিয়েছেন?

উ–জী হ্যাঁ। ফেনীতে সাদা পোশাক পরিহিত লোক আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমি পরে জেনেছি যে, তিনি পুলিশের লোক।

সাক্ষী বলেন, ঐ অফিসার ডাক বাংলোতে থাকার ৫/৬ মাস পর ফেনী থানায় পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন সেখানে অন্য কেউ ছিলেন না। অন্য কোন লোকের জবানবন্দী ঐদিন নেয়া হয়েছিল কিনা আমি জানি না। এই জবানবন্দীর ৩/৪মাস পর আমি ঢাকায় টিআই প্যারেডের জন্য আসি। বড় অফিসার থাকার আগের দিন এবং তার থাকার পরের দিন বাংলোতে কে ছিলেন তা আমি বলতে পারব না। টিআই প্যারেড ঘরের বারান্দায় অনুষ্ঠিত হয়।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, শংকর বোর্ডিংয়ে সাদা পোশাক পরা যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তাকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করিনি যে, তিনি কে। টিআই প্যারেডের সময় ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কোন ব্যক্তিকে চিনি কিনা।

রুহুল আমীনের জবানবন্দী

বাদীপক্ষের সাক্ষী রুহুল আমিন বলেন, আমি ফেনী শহরের ডেনোফা হোটেল চিনি। আমি ম্যানেজার হিসেবে ঐ হোটেলে ছয় মাস কাজ করি। এখন হতে ছয় মাস আমি কাজ করেছি। আমি সাবেক সুবেদার জালালউদ্দিনকে চিনি। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে সীট ভাড়ার জন্য তিনি হোটেলে আসেন। এখন ১৯৬৮ সাল।

সাক্ষী বলেন, আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে তিনি হোটেলে গিয়েছিলেন আমি তাকে চারজন লোকের জন্য সীট বরাদ্দ করি। উক্ত ৪জন লোক এসেছিলেন এবং তারা বরাদ্দকৃত সীটে ছিলেন।

তারা জুলাই মাসের ১১ তারিখে আসেন এবং ১৪ তারিখে চলে যান। তারা বেবীট্যাক্সি করে হোটেলে বেলা ১টায় আসেন। ৪জনের একজন হোটেল রেজিস্টারে নাম লিপিবদ্ধ করেন।

এরপর সাক্ষীর হাতে একটি বড় খাতা দেয়া হলে সাক্ষী বলে, এটাই সেই রেজিস্টার। রেজিস্টারে ৪ ব্যক্তির নামও সাক্ষী শনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, উক্ত ৪ ব্যক্তির সাথে কোন লোক আসতে আমি দেখিনি।

আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, এদের হোটেলে অবস্থানকালে কেউ তাদের নিকট এসেছেন কিনা আমার মনে নেই। হোটেলে অবস্থানকালে ঐ চার ব্যক্তি বাইরে আসা-যাওয়া করতেন। তাদের দিনে বাইরে যেতে দেখেছি। রাতে বাইরে যেতে দেখিনি।

সাক্ষী বলেন, জালালউদ্দিন ঐ ৪জন লোকের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন; কিন্তু তাদের নাম বলেননি। জালালউদ্দিন বলে যে, এরা হচ্ছেন ৪জন মিলিটারীর লোক।

বিবাদীপক্ষ উক্ত সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, জালালউদ্দিন তার জবানবন্দীতে মিলিটারীর লোক একথায় উল্লেখ করেননি।

সাক্ষী বলেন, জালালউদ্দিন ফেনী সিনেমা হলের পেছনে পরিবার নিয়ে থাকেন।

৯/১০ মাস আগে পুলিশ ফেনী থানায় আমার জবানবন্দী নিয়েছে। আমি ১৯৬৮ সালের মে মাসে ট্রেনে ঢাকা আসি। ঐ চার ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য। টি, আই, প্যারেড কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা বলতে পারব না। প্যারেডে ৪০/৫০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। আমি ৪জনের মধ্যে ৩জনকে শনাক্ত করেছি। তারা হোটেল ডেনোফাতে ছিলেন।

উক্ত তিন ব্যক্তিকে আদালতে শনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে ফিরে এসে বলেন, তারা এখন দাঁড়ি রেখেছেন।

সালাম খানের জেরা

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ঐ ৪ ব্যক্তির গন্তব্যস্থল রেজিস্টারে ঢাকা লেখা হয়। আমি ইংরেজীতে লিখেছি। এই লেখার ওপর অন্য কোন লেখা আমি দেখতে পাচ্ছি না।

সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, হোটেল রেজিস্টারের এই কলমে লেখা কেটে আবার তাতে লেখা হয়। আমি প্রথমে ১৪ তারিখ লিখেছি।

প্র–একথা কি সত্য যে, এখানে ১০ বা ১১ তারিখ লেখা হয়, পরে পুলিশের কথামত ১৪ লেখা হয়েছে?

উ–একথা সত্য নয়।

সাক্ষী বলেন, ফেনী রেল স্টেশন ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের ওপর অবস্থিত নয়। হোটেল ডেনোফা মেইন রোডের ওপর অবস্থিত।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি গত দেড় বছর হতে জালালউদ্দিনকে চিনি। আমাদের হোটেল হতে তার বাসা ২/৩ শত হাত দূরে অবস্থিত। আমি তার বাসায় গেছি। তার ২টি ছেলে আছে। মেয়ে কয়টি তা জানি না।

সাক্ষী বলেন, হোটেলের রেজিস্টারে বোর্ডারদের ক্রমিক নম্বর প্রতি বছর নতুন করে শুরু করা হয়। কোন মাস হতে এই নতুন নম্বর চালু করা হয় তা বলতে পারি না।

সাক্ষী বলেন, এই রেজিস্টার আমরা ইংরেজী বর্ষ অনুসারে লেখি। জানুয়ারী হতে ক্রমিক নম্বর দেয়া শুরু হয়।

প্র–রেজিস্টারে দেখা যাচ্ছে, জুন মাসের ১৬ তারিখ হতে ক্রমিক নম্বর দেয়া শুরু হয়েছে। আর আপনি বলছেন, ১লা জানুয়ারী হতে দেয়া হয়?

উ–ক্রমিক নম্বর এখানে ১৬ই জুন হতে শুরু হয়েছে।

প্র–৪জন লোক কখন এই হোটেল ত্যাগ করে চলে যান?

উ–সকাল ৭/৮ টায়।

সাক্ষী বলেন, হোটেল ডেনোফা বড় দোতলা দালান। ৯টি থাকার রুম আছে। এই দালান পশ্চিমমুখী। দালানের উভয় পাশে দোকান আছে। হোটেলের দক্ষিণ দিকের কোণায় পেট্রোল পাম্প আছে।

ঢাকায় টি,আই, প্যারেডে আসার জন্য আমি শমন পেয়েছি। আমি একদিন আগে ঢাকায় এসেছিলাম। ঢাকায় আমি যে হোটেলে ছিলাম তার নাম জানি না। রেল স্টেশন হতে জনৈক ব্যক্তি হোটেলে নিয়ে যান। তার নাম জানি না। আমাকে বেবীট্যাক্সিতে করে নিয়ে যান।

একজন লোক এসে আমাকে টি, আই, প্যারেডে নিয়ে যান। আমার জন্য জীপ আসে। জীপে ড্রাইভার ছাড়া অন্য কোন লোক ছিল না।

আমি যখন প্যারেডে যাই তখন ৮/৯ জন লোক ছিল। তারাও টি, আই, প্যারেডে যাচ্ছিলেন। এদের ২/১ জন আমার পরিচিত। দালানের ভেতরে এই প্যারেড হয়। আমি ২ দিন টি, আই, প্যারেডে গিয়েছি। পরপর দু'দিন যাই। প্রথমদিন তিনজনকে শনাক্ত করেছি। পরদিন শনাক্ত করতে পারিনি।

প্র–এখানে কাঠগড়ার নিকট গিয়ে কেন বললেন যে, অনেকে দাঁড়ি রেখেছেন?

উ–কারণ তাদের আমি দাঁড়ি রাখতে দেখেছি। টিআই প্যারেডে যখন ৩ জনকে শনাক্ত করি তখন তাদের দাঁড়ি ছিল না।

টি,আই, প্যারেডের সময় একজনের দাঁড়ি ছিল তা সত্ত্বেও কেন তাকে এখানে শনাক্ত করতে পারল না আদালতের এই প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি তার চেহারা মনে করতে পারছি না।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, উক্ত হোটেল এখনও চালু আছে।

প্র–সেপ্টেম্বরের পর হোটেল রেজিস্টারে পাতা থাকা সত্ত্বেও তা খালি কেন?

উ–আমরা এরপর নতুন রেজিস্টার চালু করি।

সাক্ষী বলেন, কোন লোকের ফটো আমাকে দেখান হয়নি। ফেনী থানায় পুলিশ আমাকে প্রশ্ন করেন। হোটেলে যে সমস্ত বোর্ডার থাকেন তাদের খাতায় সই করতে হয়। এই বোর্ডাররা থাকার ৩/৪ মাস পর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখন পুলিশ আমার নিকট রেজিস্টার চায়। ঐদিনই পুলিশ রেজিস্টার নিয়ে যায়।

খোকন বড়ুয়ার জবানবন্দী

এরপর বাদীপক্ষের ৮৯নং সাক্ষী খোকন বড়ুয়ার জবানবন্দী নেয়া হয়। সাক্ষী বলেন, আমি ১৯৬৪ সাল হতে হোটেল মিশকায় বেয়ারা পদে নিযুক্ত আছি। বেয়ারা হিসেবে হোটেলের রুম খুলতাম ও বোর্ডারদের খাবার দিতাম।

বাদীপক্ষের সহকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খানের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, হোটেল মিশকার বোর্ডার হিসেবে ছিলেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে আমি এখানে চিনতে পারছি না। সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট হতে ঘুরে এসে একথা বলেন।

সাক্ষী বলেন, আমি ১৯৬৮ সালের মে মাসে টি, আই, প্যারেডের জন্য চট্টগ্রাম হতে ঢাকা এসেছি। এই প্যারেড কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তা বলতে পারব না। তাতে ৩০/৪০ জন লোক ছিল। সেখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমি সেখানে ৩জনকে শনাক্ত করেছি। উক্ত ৩জন আমাদের হোটেলে গিয়েছিলেন। তারা ২/৩ দিন ছিলেন। কোন মাসে ছিলেন তা বলতে পারব না। আমি ২দিন টি, আই, প্যারেডে গেছি। প্রথমদিনে ২জনকে এবং পরদিন ১জনকে শনাক্ত করেছি। যে তিনজনকে শনাক্ত করেছি তাদের দেখলে চিনতে পারব। কিন্তু তাদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারব না। হোটেল মিশকাতে পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ঐ তিনজনকে আমি আদালতে কাঠগড়ায় শনাক্ত করতে পারিনি।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, হোটেল মিশকার সিঙ্গল সিট ও ডবল সীটের দৈনিক ভাড়া যথাক্রমে ১০ টাকা ও ১৭ টাকা।

ইউসুফের জবানবন্দী

এরপর বাদীপক্ষের ১৫৯নং সাক্ষী মোহাম্মদ ইউসুফের জবানবন্দী নেয়া হয়।

ইউসুফ বলেন, আমি একজন মোটর ড্রাইভার। চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল শীপ ট্রেডিং ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশনে আমি ১৯৬১ সাল হতে চাকুরী করছি। আমি ভক্স হল গাড়ী চালাই।

ইবিসি ৭৮১৮ নম্বর গাড়ী আমার কোম্পানীর গাড়ী। ১৯৬৬ সালে জুলাই মাসে আমি এই গাড়ী চালিয়েছি। আমার ম্যানেজারের নির্দেশ বলে আমি একদিন সার্কিট হাউসে যাই। সেখান মিঃ ওঝাকে দেখতে পাই। তিনি জানতে চান আমি ইস্ট বেঙ্গল শীপ ট্রেডিং কোম্পানীর ড্রাইভার কিনা। আমি হ্যাঁ বলতে তিনি আমাকে নিয়ে নিউ মার্কেটে যান। সার্কিট হাউস স্টেডিয়ামের নিকটে অবস্থিত। ওঝাকে নিউ মার্কেট হতে রেল স্টেশনে নিয়ে যাই। আর কোনদিন তাকে নিয়ে কোথাও যাইনি। ঐদিন নিউ মার্কেট হতে স্টেশনে যাওয়া ছাড়া ওঝাকে নিয়ে আর কোথাও যাইনি।

আমি চট্টগ্রামের হোটেল খৈয়াম চিনি। আমি চট্টগ্রাম শহরের লোক ডাঃ সাইদুর রহমানের নাম শুনেছি। আমি কোন সময় ডাঃ সাইদুর রহমানের বাড়ী যাইনি।

খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–আপনি বলেছেন, ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে একজন লোককে নিয়ে বাইরে গেছেন। অন্য কোন সময় অন্য কোন লোককে নিয়ে গেছেন এরূপ কোন ঘটনা মনে আছে?

উ–জী না।

দলিলউদ্দিনের জবানবন্দী

এরপর বাদীপক্ষের ১৬৪নং সাক্ষী দলিলউদ্দিন আহমদের জবানবন্দী নেয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, আমি একজন ব্যবসায়ী, আমি চট্টগ্রামের মেসার্স তালুকদার ফার্ম চিনি। আমি ৫/৭ বছর আগে সেখানে কাজ করেছি। আমি ফরিদপুরের লুৎফুল হুদাকে চিনি। চট্টগ্রামে ২ বছর আগে তার ব্যবসায় ছিল। ১৯৬৭ সালের মে মাসে হুদার সাথে আমার দেখা হয়। তার সঙ্গে তখন একজন লোক ছিলেন। মোমিন রোডে জনৈক তালুকদারের বাসায় হুদার সাথে দেখা হয়। আমি নিজেও ঐ বাড়ীতে বাস করতাম।

ঐ সময় হুদা এবং তার সঙ্গী বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। তিনি বলেন যে, ইনি হচ্ছেন রহমান এবং ঢাকা থেকে এসেছেন। রহমানকে শনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী কাঠগড়ার নিকট হতে ঘুরে এসে বলেন, পারব না।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালে তালুকদারের বাড়ীতে জনৈক ব্যক্তিকে দেখার পর ঐ বাড়ীতে আর কাউকে দেখার কথা মনে নেই। এখানে আসার আগে সরকারী কোন ব্যক্তি আমাকে কোন প্রশ্ন করেননি।

ডাঃ এস এম রব

বাদীপক্ষের সাক্ষী ডাঃ এস, এম, রব বলেন, আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের প্রফেসার। আমি কার্ডিওলজি বিশেষজ্ঞ। ১৯৫৮ সালে আমি এসোসিয়েট প্রফেসার ছিলাম। ১৯৬৪ সালে প্রফেসার হয়েছি।

আমি শেখ মুজিবর রহমানকে চিনি। ১৯৬৪-৬৫ সালে আমি তাকে চিকিৎসা করে থাকতে পারি। তিনি দীর্ঘদিন আমার রোগী ছিলেন।

সাক্ষী বলেন, এ্যানজিউ নিউরোটিক এডিমা এক ধরনের ব্যাধি। শেখ মুজিবর রহমানকে এ ব্যাধির জন্য আমি চিকিৎসা করেছি কিনা মনে নেই।

বাদীপক্ষের কৌঁসুলী যখন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কিনা–সাক্ষী বলেন, একদিন আমার কনসালটিং চেম্বারে একজন পুলিশ অফিসার গিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি শেখ মুজিবর রহমানের চিকিৎসক কিনা। আমি বলি, হ্যাঁ।

সাক্ষী বলেন, অন্য কোন চিকিৎসক শেখ মুজিবর রহমানকে চিকিৎসা করেছেন কিনা আমি বলতে পারব না। আমি ব্যবস্থাপত্র সবসময় নিজে লিখি।

আগামী সোমবার পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

Pakistan Observer

12th November 1968

Witness says he was made to give statement

(By A Staff Correspondent)

Prosecution witness A. K. Roy in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and others now being heard by a special tribunal at the Dacca Cantonment told the tribunal on Monday that Major Nasser took him to a bar room of the Dacca Cantonment and took a statement from him against his wishes.

The witness, who is a bill clerk of the Green View petrol pump, said that in January, 1968, he was examined by the police at the Special Branch office at the Central Secretariat and subsequently at the Dacca Cantonment. At the Cantonment, he said, he was taken to the room of Major Nasser and later to the adjoining bar room. He said that there he saw some people drinking on one side of the room and on another 25 whips were kept serially.

During the cross-examination by Defence Counsel Mr. Abdus Salam Khan, the witness said that a Bengali officer was also present at the time.

The prosecution produced as many as 12 witnesses before the tribunal on the day most of whom are witnesses in connection with

the search and seizure lists made in the case. Of them three witnesses were tendered for cross-examination but the defence declined to do so.

The persons brought in the witness box on the day include M. A. Qayyum a bank employee, Wajed Ali Akhand. S. I. of Police, Mr. Khairul Huda, a businessman, Makhanlal Ghose cashier of Hotel Arzoo, A. K. Roy, bill clerk of the Green View petrol pump, Mr. Ziaur Rahman, accountant of National Bank local office, Mr. Habibur Rahman and Mr. Zobair Siddique, bank employees.

The examination-in-chief of the last of the witnesses Mr. Habibur Rahmnan Khan ended when the Court rose for the day and he will be cross-examined by them.

The tribunal is headed by Mr. Justice S. A. Rahman. The two members of the tribunal are Mr. Justice M. R. Khan and Mr. Justice Maksum-ul-Hakim.

During the examination-in-chief by Mr. T. H. Khan, witness A. K. Roy said that he has been working at the Green View petrol pump for the last five years. In reply to questions by Mr. T. H. Khan, the witness said that the police seized certain papers from the patrol pump in his presence and he signed the seizure list made by the me.

Being cross-examined by Mr.Abdus Salam Khan, the witness said that Samad was employed in their petrol pump upto September, 1966. He said that he had served under Samad in all for about two to three months.

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাদীপক্ষের আরো বারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

দুদিন সাপ্তাহান্তিক বিরতির পর গতকাল সোমবার পুনরায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলে বাদীপক্ষের আরও ১২জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হয়। একজন ব্যতীত এরা সকলেই হচ্ছেন এই মামলার ব্যাপারে বিভিন স্থানে খানাতল্লাসীর সময় আটক দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুতের সাক্ষী।

গতকাল প্রথমে বাদীপক্ষের ১০১নং সাক্ষী এম এ কাইয়ুম জবানবন্দী দেন। সাক্ষী বলেন, আমি ন্যাশনাল এ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের ঢাকা ব্রাঞ্চের একজন কর্মচারী। পুলিশ ১৯৬৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্ক হতে আমার উপস্থিতিতে ১০৭নং সাক্ষী ওয়াজেদ আলী বলেন, আমি বর্তমানে জেলা

দুর্নীতি দমন বিভাগে নিযুক্ত আছি। আমি এর পূর্বে ঢাকার লালবাগ থানার এস আই ছিলাম। ১৯৬৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ধানমন্ডি ২নং রোডে ডাঃ খালেকের বাসা হতে একখানা মস্কোভিচ গাড়ী আটক করি। আমি আটক দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন করেছি এবং তা এখানে দেখতে পাচ্ছি।

সালাম খানের জেরা

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব এ সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, লালবাগ থানার ওসি আমাকে তল্লাসীর ওয়ারেন্ট দিয়ে তা কার্যকরী করতে বলেন। এটাই সেই তল্লাসী ওয়ারেন্ট।

এই সময় তল্লাসী ওয়ারেন্ট সাক্ষীর হাতে দেয়া হয়।

প্র–এই তল্লাসী ওয়ারেন্ট কার্যকরী করার জন্য কাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল?

উ–এস আই আবুল হাসেমকে।

প্র–আপনি তাকে চেনেন?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–তিনি কি তল্লাসীর সময় আপনার সাথে ছিলেন?

উ–জী হ্যাঁ। আমি নিজে এই তল্লাসী পরিচালনা করি। আমি এব্যাপারে রিপোর্টও পেশ করেছি।

প্র–আবুল হাসেম কি এই আটক দ্রব্যের তালিকার সাক্ষী?

উ–আটক দ্রব্যের তালিকা বা আমার রিপোর্টে কোথাও তার নাম নেই।

এরপর সাক্ষী বলেন, লালবাগ থানার সীমা ধানমন্ডি ২৭নং রোড পর্যন্ত বিস্তৃত।

এরপর ১০৮নং সাক্ষী ধানমন্ডির খায়রুল হুদাকে শপথ গ্রহণ করাবার পর অব্যাহতি দেয়া হয়।

১৪২নং সাক্ষী জোবের সিদ্দিকী বলেন, আমি ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী। পুলিশ আমার উপস্থিতিতে ব্যাঙ্ক হতে একখানা জীপগাড়ী আটক করে। আমার সামনে এই আটক দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। আমি তাতে সই করেছি।

এই জীপগাড়ী জনাব কামালউদ্দিন ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রেখেছিলেন। বিবাদীপক্ষের কোন কৌসুলী সাক্ষীকে জেরা করেননি।

১৪৩নং সাক্ষী ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ডেপুটি চীফ ম্যানেজার কাজী মেসবাহউদ্দীনকে শপথ গ্রহণ করাবার পর অব্যাহতি দেয়া হয়।

৯৮নং সাক্ষী মোখলেসুর রহমান বলেন, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। আমি ঢাকায় ১৩, বি অভয় দাস লেনে বাস করি। পুলিশ অফিসারকে অভয় দাস লেনে অলিউল্লার বাড়ী ১৩/বি-তে যেতে আমি দেখেছি। বাড়ীর মালিক আমাকে ডেকে নেন। আমি সেখানে উপস্থিত

হওয়ার পর দেখতে পাই একজন সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি একখণ্ড কাগজ নিয়ে বসে আছেন। পুলিশ আমার সামনে ভাড়ার রসিদের কতিপয় কাউন্টারফয়েল আটক করে। পুলিশ তালিকা প্রস্তুত করে, আমি তাতে সই দিয়েছি।

জহিরুদ্দিনের জেরা

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, পুলিশ ঐদিন ৪/৫ খানা দলিল আটক করেছে।

প্র–সবই কি একই ধরনের দলিল?

উ–আমার মনে নেই।

প্র–এই দলিলগুলো বাড়ীর কোন কক্ষ হতে উদ্ধার করা হয়েছে?

উ–দোতলা হতে।

প্র–দোতালায় কয়টি দরজা আছে?

উ–আমার মনে নেই।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি ঐ বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে পুলিশ তল্লাসী করেননি বা আমিও পুলিশকে তল্লাসী করিনি।

প্র–আটক দ্রব্যের তালিকা দেখে বলুন কতগুলো দলিল আটক করা হয়েছে?

উ–৬টি বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য আটক করেছে।

সাক্ষী বলেন, আমি আটক দ্রব্যের তালিকার সবটুকু পড়তে পারি না। সাক্ষী বলেন, জনাব অলিউল্লার বাড়ী ৪তলা।

প্র–ঐ বাড়ীতে আরও ভাড়াটিয়া আছে তা জানেন?

উ–জানি, তবে তারা কে তা বলতে পারব না।

মাখন লাল ঘোষের জবানবন্দী

বাদীপক্ষের ১৬৭নং সাক্ষী মাখনলাল ঘোষ বলেন, আমি ঢাকার আরজু হোটেলের কোষাধ্যক্ষ। গত ৪ বছর থেকে এই পদে বহাল আছি। আমি টি আই প্যারেডে গিয়েছিলাম। ক্যান্টনমেন্টের কোন এক জায়গায় এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এই প্যারেডে ২৫/৩০ জন লোক এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমাকে একজন লোককে সনাক্ত করতে বলা হয়। আমি একজন লোককে সনাক্ত করি। তিনি আরজু হোটেলে ছিলেন। তিনি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের প্রথমদিকে আমাদের হোটেলে ছিলেন। তার মাথায় টাক আছে এবং তার গাল ভাঙ্গা।

সালাম খানের জেরা

প্র–হোটেল রেজিস্টারে বোর্ডারদের নাম লেখার দায়িত্ব কার?

উ–এটা ম্যানেজারের দায়িত্ব। তখন ওমর ফতেহ খান ম্যানেজার। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মনজুর হোসেন ম্যানেজার ছিলেন। জেরার জবাবে

সাক্ষী বলেন, ম্যানেজার বিল তৈরী করতেন। আমি বিলের টাকা গ্রহণ করতাম। তখন এই হোটেলে রেস্তোরাঁ ছিল না। বিল বোর্ডারদের নিকট পাঠান হত। কেউ নিজ রুমে বসে বিল শোধ করতেন আবার কেউ কাউন্টারে এসে শোধ করতেন।

সাক্ষী বলেন, যে ব্যক্তিকে আমি সনাক্ত করেছি তিনি প্রথমবার হোটেলে এসে কতদিন ছিলেন তা মনে নেই। কবে এসেছিলেন তাও মনে নেই। পুলিশ হোটেলে এসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

প্র–টাকওয়ালা যে লোক হোটেলে ছিলেন তার নাম কি?

উ–বলতে পারব না।

প্র–এ ধরনের টাকওয়ালা কতজন লোক আপনাদের হোটেলে এসেছিলেন?

উ–বলতে পারব না।

প্র–তার গাল ভাঙ্গা এ কথা পুলিশকে বলেছিলেন?

উ–জী না।

সাক্ষী বলেন, বোর্ডারদের বিল তৈরীর সময় আমি রেজিস্টার মিলিয়ে দেখিনি। খাতায় যাদের নাম লেখা থাকে তাদের নামেই বিল তৈরী হয়। টি আই প্যারেডে যাকে সনাক্ত করেছি তার নাম মনে নেই। এখনও বলতে পারব না।

প্র–পুলিশের নিকট ঐ ব্যক্তির নাম বলেছিলেন?

উ–জী না।

প্র–বোর্ডাররা যখন বিলের টাকা দিতেন তখন তাদের নাম জিজ্ঞেস করতেন?

উ–আমার মনে নেই।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ঐ ব্যক্তি কত টাকার বিল শোধ করেছেন বা কতবার টাকা দিয়েছেন তা মনে নেই।

সাক্ষী বলেন, কোন মাসে পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তা বলতে পারব না। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের কতদিন পরে টি আই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় তাও বলতে পারব না।

প্র-ক্যান্টনমেন্টে টি আই প্যারেডে আপনাকে কে নিয়ে আসেন?

উ-পুলিশের গাড়ীতে আমাকে নিয়ে আসা হয়।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, টি আই প্যারেডে যে ২৫/৩০ জন লোক ছিলেন তারা শার্টপ্যান্ট পরিহিত ছিলেন। কেউ স্যুট পরিহিত ছিলেন কি না বা পুলওভার পরিহিত ছিলেন কিনা মনে নেই।

প্র–টি আই প্যারেডে টাক মাথাওয়ালা কতজন লোক ছিলেন?

উ–আমার মনে নেই।

প্র-টাকমাথা এরূপ অন্য কোন লোক ছিলেন কি?

উ–বলতে পারব না।

খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিনের জেরা

প্র–আজ এখানে আপনাকে কে নিয়ে এসেছে?

উ–আমি সময় পেয়ে নিজ হতে এসেছি।

সাক্ষী বলেন, আদালতে আমি কি বলব, সে সম্পর্কে আমাকে কেউ কোন কথা বলেননি।

প্র–ঐ ব্যক্তির মাথায় কোন দিকে টাক ছিল?

উ–মাথায় প্রায় সবটাই টাক।

প্র–মাথার সামনের দিকে একগুচ্ছ চুল ছিল কি?

উ–বলতে পারব না।

প্র-উনার শারীরিক গঠন কেমন ছিল?

উ-শারীরিক গঠন মাঝারি ধরনের।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমাকে টি আই প্যারেডের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হলে তিনি আমার নামধাম জিজ্ঞেস করেন । ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে কাগজে সই করেছি কিনা মনে নেই।

প্র–কি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকে সনাক্ত করবেন ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে সে কথা বলেছিলেন কি?

উ–ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বলেন যে, আমি কোন ব্যক্তিকে এখানে চিনি কি না।

এ কে রায়ের জবানবন্দী

বাদীপক্ষের ১৩৬নং সাক্ষী এ,কে রায় তার জবানবন্দীতে বলেন, আমি বর্তমানে গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পে চাকুরী করছি। আমি প্রায় ৫ বছর ধরে এখানে চাকুরী করছি। পুলিশ আমার সম্মুখে এই পাম্প হতে কিছু কাগজপত্র আটক করেছিল। এই আটক দ্রব্যের তালিকা আমার সামনে তৈরী করা হয়। আমি এতে সই করেছি।

এরপর সাক্ষী আটককৃত দ্রব্যাদি সনাক্ত করেন।

আটককৃত একটি দলিলে একটি এনট্রির উল্লেখ করে সাক্ষী বলেন, এর উপরের অংশ আমার হাতের লেখা। কিন্তু নীচে কার দস্তখত তা বলতে পারব না।

সাক্ষী বলেন, আমি একজন বিল ক্লার্ক আটক দলিলের একটি এনট্রি প্রসঙ্গে সাক্ষী বলেন, এখানে যে টাকার উল্লেখ আছে তা হয়ত একাউন্ট্যান্ট গ্রহণ করেছেন।

অপর একটি এনট্রি প্রসঙ্গে সাক্ষী বলেন, এটা কার হাতের লেখা তা আমি বলতে পারব না। তবে নীচে এ বি এম সামাদের এনডোর্সমেন্ট আছে।

সালাম খানের জেরা

জনাব সালাম খান আটককৃত রেজিস্টারের কতকগুলো এনট্রির প্রতি সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এগুলো কি তা জানতে চান।

সাক্ষী বলেন, আমরা বিভিন্ন খরিদ্দারকে বাকীতে পেট্রোল নেয়ার জন্য কুপন বই প্রদান করি। এখানে তাদের তেলের হিসেব রাখা হয়। পেট্রোল নেয়ার পর তারা যে কাউন্টারফয়েল দেন তার ভিত্তিতে এই হিসেব রাখা হয়।

প্র-টাকা-পয়সার হিসেব কোন খাতায় লেখা হয়?

উ–অন্য খাতায়।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, টাকা যিনি পাম্পে উপস্থিত থাকতেন তিনি নিতেন। তারপর ম্যানেজার নিকট দেয়া হত। জনাব আনিসুর রহমান এই পাম্পের ম্যানেজার।

প্র–সামাদ কিভাবে টাকা নিতেন?

উ–এখানে সামাদের দস্তখতের অর্থ হচ্ছে তিনি টাকা খরিদ্দারের নিকট হতে গ্রহণ করেছেন এবং ম্যানেজারকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্র–বিদেশী কনস্যুলেট ও সরকারী ফার্ম এর নামে বাকী এনট্রি আছে কি?

উ–চীন, ইরান, জার্মান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি কনসুলেট জেনারেলের নামে আছে।

প্র–খাতা দেখে বলুন পি এন ওঝার নামে কোন বিল আছে কিনা?

উ-রেজিস্টারে বাকীতে পেট্রোল বিক্রয়ের হিসেব পি এন ওঝার নামে লেখা আছে। এই বিলের টাকা আমি গ্রহণ করেছি। তখন সামাদ ছিলেন না। এটা আমার লেখা। এই বিল তৈরী ও তার অর্থ গ্রহণের সময় সামাদ উক্ত ফার্মে চাকুরীতে ছিলেন না। সামাদ ১৯৬৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিলেন।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, সামাদ যখন এই পাম্পে যোগদান করেন তখন আমি অসুস্থতার জন্য চলে গিয়েছিলাম। আমি তার অধীনে ২/৩ মাস কাজ করেছি।

মিঃ ব্রান্ডড্রেটস-এর নামে খাতায় আমি একটা এনট্রি দেখছি। তিনি কে তা বলতে পারব না।

সাক্ষী বলেন, বহু বিদেশী ও পূর্ব পাকিস্তানী এই পাম্প হতে কুপনে বাকীতে পেট্রোল কিনতেন।

প্র–নূরুল ইসলামকে চিনতেন?

উ–তিনি আমাদের পাম্পের একাউন্ট্যান্ট। সামাদ চলে যাবার পর তিনি যোগ দেন।

সাক্ষী বলেন, এই পাম্প বার্মা ইস্টার্ন লিঃ এর ডিলার। আমাদের পাম্প ১০০ অকটেন ও পেট্রোল বিক্রয় করত। ১৯৬৫ সালে ঐ এলাকায় আমাদের পাম্পই ১০০ অকটেন বিক্রয় করত। প্রথমাবস্থা অকটেন টিনে আসত।

প্র–ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন-এর অফিসে অকটেন ও পেট্রোল বন্ধ করা হয়েছিল কেন?

উ–তারা পেট্রোল বাদ দিয়ে শুধু অকটেন নিতে চাইত। শুধুমাত্র অকটেন বিক্রয় আমাদের জন্য লাভজনক নয়। বার্মা ইস্টার্ন এর অনুরোধে আমরা তাদের পেট্রোল ও অকটেন সরবরাহ শুরু করি।

সাক্ষী আরো বলেন, জনাব এ এফ রহমান এই পাম্পের জন্য কোন কিছু করতেন না। পাম্পে তার জন্য বসবার কোন জায়গা নেই।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি পুলিশের নিকট জবানবন্দী করেছি। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে পরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

প্র-ক্যান্টনমেন্টে কোন দালানে বা বারান্দায় না অন্য কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?

উ-মেজর নাসেরের রুমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পরে পার্শ্বস্থ বার রুমে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

প্র–সেখানে কি কি দেখেছেন?

উ–রুমের একপাশে কতিপয় লোক পান করছেন অন্যপাশে কতকগুলো চাবুক সাজানো রয়েছে। ২৫টি চাবুক দেখতে পেয়েছি। সেগুলো এক হতে ২৫ পর্যন্ত ক্রমিক নম্বর দেয়া ছিল।

সাক্ষী বলেন, সেখানে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার নিকট হতে বিবৃতি লিখিয়ে নেয়া হয়। মেজর নাসের এই বিবৃতি নেন। সেখানে অন্য একটি বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন।

এরপর বাদীপক্ষের সহকারী কৌসুলী আদালতের অনুমতি নিয়ে সাক্ষীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন।

প্র-মেজর নাসেরের নাম আপনি কিভাবে জানতে পারলেন?

উ–তিনি আমাকে তার নাম বলেছেন। তিনি বিবৃতিদানের জন্য আমাকে আসতে বলেন এবং তার নাম ও ঠিকানা দেন।

সাক্ষী মোকাররম হোসেন

বাদীপক্ষের ৬৩নং সাক্ষী মোকাররম হোসেন বলেন, আমি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ঢাকাস্থ এলপিও'র চীফ একাউন্ট্যান্ট। ১৯৬৭ হতে এ পদে বহাল আছি। এর আগে আমি ব্যাঙ্কের ফরিদপুর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ছিলাম। পুলিশ কতিপয় কাগজপত্র আমার সামনে আটক করেছে। তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। আমি তাতে সই করেছি। আটক খাতার একটি পৃষ্ঠা দেখিয়ে সাক্ষী বলেন, এখানে মুজিবর রহমানের নাম আছে। এটা সেভিংস একাউন্ট।

জেরা

জনাব জহিরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, যে ব্যক্তি এই একাউন্ট খোলার আবেদন করেছিল তাতে তার পেশা ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রাক্টর বলে উল্লেখ করেছেন।

এরপর বাদীপক্ষের ৭৯নং সাক্ষী জিয়াউর রহমান বলেন, আমি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখার একাউন্ট্যান্ট। এর আগে আমি ব্যাঙ্কের চট্টগ্রামস্থ লোকাল অফিসে নিযুক্ত ছিলাম। পুলিশ আমার সম্মুখে কতিপয় কাগজপত্র ও দলিল আটক করেছে। আটক বস্তুর তালিকা আমার সামনে তৈরী করা হয়। আমি তাতে সই দিয়েছি। পুলিশ মোট ৩ বার আমাদের অফিস হতে কাগজপত্র আটক করেছে। আমার সামনেই এই তিনবার আটক দ্রব্যের তালিকা প্রণীত হয়। আমি তাতে সই করি।

জনাব জহিরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, এই চেকটি কেয়া ফার্নিচার মার্ট-এর নামে ইস্যু করা হয়।

সাক্ষীকে আটক দুটি চেক দেখান হলে তিনি বলেন, এই দুটিতে একই ব্যক্তি স্বাক্ষর দেননি।

এরপর বাদীপক্ষের ১০৩নং সাক্ষী জি এম এম হাবিবুর রহমানের জবানবন্দী নেয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৪ সাল হতে আমি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ঢাকাস্থ এলপিও'তে কাজ করছি আগে সুপারভাইজার ছিলাম। এখন জুনিয়র অফিসার এ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্ট্যান্ট পদে বহাল আছি। পুলিশ আমার উপস্থিতিতে ৩বার ব্যাঙ্ক হতে কতিপয় কাগজপত্র ও দলিল আটক করেছে। আমার সামনে পুলিশ আটক দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন করেছে। আমি তাতে সই করেছি।

আজ মঙ্গলবার হাবিবুর রহমানের জেরা হবে।

Pakistan Observer

13th November1968

State vs. Mujib

11 witnesses depose on Tuesday

(By A Staff Correspondent)

Prosecution in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and Others now being heard by a Special Tribunal at the Dacca Cantonment produced before the Tribunal on Tuesday eleven new witnesses. Of them 3 persons are from Karachi. Other witnesses include Qudratullah owner of 13, Green Square and his brother Md. Fazlul Huq, Manager of the Hotel Green Mr. M. A. Saeed and Mr. Aminuddin, Supervisor, Telephone Revenue Accounts, Dacca.

Most of the witnesses who deposed on the day are witnesses in seizure lists made by the police in the case.

Prosecution counsel Mr. T. H. Khan conducted the examination-in-chief of the witnesses while Mr. Abdus Salam Khan, Mr. Zahiruddin and Mr. Zulmat Ali Khan cross-examined the witnesses.

The Tribunal is headed by Mr. Justice S. A. Rahman. Two members of it are Mr. Justice M. R. Khan and Mr. Justice Maksum-ul-Hakim.

During the examination-in-chief by prosecution counsel Mr. T. H. Khan, witness Qudratullah said that he was the owner of the house 13, Green Square which he had rented out to Lutful Huda, a witness in the case, in the first part of 1966.

In reply to a question, the witness said that a rent deed was drafted and he signed it. He said that he lived in Pabna and the deed was lying with his brother of Fazlul Huq ...

সংবাদ

১৩ই নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

দলিলের ব্যাপারে আলোচনা হইলেও সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তিকে সনাক্তকরণে সরকারী সাক্ষীর ব্যর্থতা

ঢাকা, ১২ই নভেম্বর (পিপিআই)।—আজ বিশেষ ট্রাইব্যুনালে "ষড়যন্ত্র মামলার" শুনানী শুরু হইলে নয়া আরও ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া গতকাল জবানবন্দী করা একজন সাক্ষীকেও জেরার জন্য হাজির করা হয়।

আজ যে ১১ জন নয়া সাক্ষীকে হাজির করা হয়, তাহাদের মধ্যে ৩জন করাচী হইতে আগত। অদ্য যে কয়জন সাক্ষী সাক্ষ্য দান করেন তাঁহাদের মধ্যে ২জনকে বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলী জেরা করেন নাই। গত সোমবারের সাক্ষীকে হাজির করা হইলে তাহাকেও জেরা করা হয় নাই।

১৩, গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীর মালিকের ভ্রাতা এবং উক্ত বাড়ীরই অন্যতম বাসিন্দা সরকারী সাক্ষী জনাব এ, কে, ফজলুল হককে কাঠগড়ায় ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে তিনি উহাতে অসমর্থ হন।

সরকারী সাক্ষী হোটেল গ্রীনের ইজারাদার ও ম্যানেজার জনাব এম সাঈদ কাঠগড়ায়, সঠিকভাবে মানিক চৌধুরী ও বিধান সেনকে সনাক্ত করেন।

কিছুসংখ্যক সাক্ষীকে বিভিন্ন বাড়ী তল্লাশী ও তাহাদের সম্মুখে আটক মালের তালিকা প্রস্তুত সম্পর্কে হাজির করা হয়।

আজ যে সমস্ত সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় তাঁহাদের মধ্যে ঢাকা জিন্না এভিনিউস্থ পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের একাউন্ট্যান্ট জনাব মোঃ ইউনুস, ঢাকার ৮১, লেবরেটরী রোর্ডের, ধানমণ্ডি, রেজা রব্বানী, ১৩ গ্রীন স্কোয়ার, ঢাকাস্থ বাড়ীর মালিক জনাব কুদরতুল্লা, কুদরতুল্লার ভ্রাতা জনাব এ, কে, ফজলুল হক, করাচীস্থ দেশরক্ষা দফতরের অন্যতম ষ্টেনো জনাব এ, ওয়াজিদ; হোটেল গ্রীনের ইজারাদার ও ম্যানেজার জনাব এম, সাঈদ; ঢাকার ৩১, পেয়ারী দাস রোডের মোঃ ওয়ালী আহমদ; করাচী ষ্টেট অফিসের এ্যাসিষ্ট্যান্ট ষ্টেট অফিসার (একাউন্টস) জনাব এস, এ, কাদির; করাচীর মনোর পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার গুল-ই-জওহর, মোহাম্মদপুরের আবদুস সোবহান এবং ঢাকা টেলিফোন একাউন্টস অফিসের অন্যতম সুপারভাইজর আমিনুদ্দিন।

রেজা রব্বানীর জবানবন্দী ও জেরা

সরকারী সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দী দান প্রসঙ্গে ৮১, লেবরেটরী রোডের রেজা রব্বানী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে তাঁহার ৮১, লেবরেটরী রোডের বাড়ী (পুরাতন ৮০নং) আলী রেজাকে ভাড়া দেন। পুলিস তাঁহার উপস্থিতিতেই উক্ত বাড়ী তল্লাশি করে এবং তিনি আটক মালের তালিকায় স্বাক্ষর করেন।

বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বাড়ীখানি একটি একতলা দালান এবং উহাতে ৩টি কামরা ও একটি বেষ্টনী প্রাচীর আছে।

ঢাকা-আরিচা রোড হইতে বাড়ীখানি প্রায় ৪/৫ শত গজ দূরে অবস্থিত।

তিনি জানান যে, বাড়ীতে কতজন লোক বাস করিত তাহা তিনি বলিতে পারেন না। একদিন তিনি আলী রেজার পিতাকে উক্ত বাড়ীতে দেখিয়াছেন বলিয়া জানান।

তিনি আরও জানান যে, বাড়ীতে আলী রেজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও সপরিবারে বাস করিতেন।

অতঃপর বিবাদীপক্ষীয় অন্যতম কৌসুলি জনাব জহিরুদ্দীনের এক প্রশ্নের উত্তরে সরকারী সাক্ষী বলেন যে, পুলিস বাড়ী ভাড়ার যে ৬খানি রশীদ আটক করে তাহার সবগুলিই তাহার হাতে লেখা ও উহাতে তাহারই স্বাক্ষর রহিয়াছে। একখানি রসিদ তাহার লেখা হইলেও উহাতে তাহার স্বাক্ষর কিম্বা তারিখ নাই। অপর আর একখানিতে তাহার জামাতার স্বাক্ষর থাকিলেও উহাতে কোন তারিখ নাই।

পুলিশের কথায় এই সমস্ত রসিদ তৈরী হইয়াছে বলিয়া বিবাদীপক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, উহা সত্য নহে।

কুদরতুল্লার জবানবন্দী

১৩, গ্রীন স্কোয়ারের মালিক জনাব কুদরতুল্লা ভুইয়া ট্রাইব্যুনালে তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, ১৯৬৬ সালে তিনি লুৎফুল হুদাকে দলিল করিয়া বাড়ীভাড়া দেন। দলিলখানি তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতার হেফাজতে আছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও এই বাড়ীতেই বাস করে।

দলিলে নাম পরিবর্তন সম্পর্কে সাক্ষী বলেন যে, দলিলে তাঁহার নাম স্বাক্ষরের পর এই পরিবর্তন সাধিত হয়। পরে তাহার ভ্রাতা এই বিষয়টি তাহার গোচরীভূত করেন।

কুদরতুল্লার ভ্রাতা এ, কে, ফজলুল হক সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ১৯৬৬ সালের এপ্রিল কিম্বা মে মাসে বাড়ীখানি লুৎফুল হুদা ও মুজিবুর রহমানকে ভাড়া দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান যে, বাড়ীভাড়ার প্রায় তিন মাস পরে মুজিবুর রহমানের অনুরোধে দলিলে নামের পরিবর্তন করা হয়। মুজিবুর রহমান জানান যে, জনাব লুৎফুল হুদার ইহাতে সম্মতি আছে।

বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলি জনাব জহিরুদ্দীনের এক জেরার জওয়াবে এ, কে, ফজলুল হক বলেন যে, মূল দলিল তৈরীর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না।

বিবাদীপক্ষীয় অন্যতম কৌসুলি জনাব আবদুল মোমেনের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, নাম পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি লুৎফুল হুদার নিকট হইতে কোন লিখিত নির্দেশ পান নাই। এই নাম পরিবর্তনের সময় লুৎফুল হুদা উপস্থিত ছিলেন বলিয়া তিনি জানান।

সাক্ষীকে কাঠগড়ায় মুজিবুর রহমানকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে তিনি উহাতে অক্ষম হন। (অসমাপ্ত)

দৈনিক পয়গাম

১৩ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে গতকল্য (মঙ্গলবার) বাদীপক্ষ আরও ১১ জন নূতন সাক্ষীকে হাজির করেন। ইহারা প্রায় সকলেই বিভিন্ন সার্চ ও সিজারলিষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করেন।

গতকল্য যে ১১জন সাক্ষী হাজির করা হয় তাহার মধ্যে ৩জন করাচী হইতে আসিয়াছেন। এই তিনজন হইতেছেন করাচী ষ্টেট অফিসের এস, এ, কাদির, করাচী মানোরা পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার গুল-ই-জওয়াহের ও প্রতিরক্ষা দফতরের ষ্টেনোগ্রাফার এম, এ, ওয়াজেদ। এছাড়া স্থানীয় সাক্ষীদের

মধ্যে ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারের (কথিত ষড়যন্ত্রকারীদের পার্টি হাউস বলিয়া উল্লিখিত) মালিক কুদরতুল্লাহ, তাহার ভ্রাতা এ, কে, ফজলুল হক, অপর এক বাড়ীর মালিক রেজা রব্বানী (আলী রেজা যাহার বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন), ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের একাউনট্যান্ট মোঃ ইউনুস, হোটেল গ্রীনের ম্যানেজার এম, এম, সাইদ, দোকানদার আবদুস সোবহান, টেলিফোন বিভাগের সুপারভাইজার আমিনউদ্দিন ও জনৈক ওয়ালী মোহাম্মদ রহিয়াছেন।

প্রতিরক্ষা দফতরের ষ্টেনোগ্রাফার অন্যতম সাক্ষী এম, এ, ওয়াজেদ ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, করাচীর আবিসিনিয়া লাইনস-এর কোয়াটার্স অবস্থানকালে আসামী ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ তাহার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি বলেন যে, মফিজুল্লাহ ১৯৬৬ সালের শেষভাগে তাঁহার কোয়াটার্সের সন্নিহিত বাড়ীতে আগমন করেন। তিনি বলেন যে, মফিজুল্লাহ সপরিবারে বসবাস করিতেন; তবে তাহার (সাক্ষীর) পরিবারের সহিত মফিজুল্লাহর পরিবারের যাতায়াতের সম্পর্ক ছিল না।

সাক্ষী বলেন যে, মফিজুল্লাহ ১৯৬৭ সালে আবিসিনিয়া লাইনসের বাসায় চলিয়া আসেন বলিয়া পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে তিনি যে কথা বলিয়াছেন তাহা সঠিক নয়। আসলে তিনি (মফিজুল্লাহ) ১৯৬৬ সালের শেষভাগে উক্ত বাড়ীতে আগমন করেন।

এই পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, কোর্টের সমন প্রাপ্তির পর এই ব্যাপারে তিনি (সাক্ষী) তাহার পরিবারের অন্যান্যদের সহিত আলাপ করেন এবং তখন প্রকাশ পায় যে, মফিজুল্লাহ ১৯৬৬ সালের শেষভাগে উক্ত বাসায় আগমন করেন। করাচীর মানোরা পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার সাক্ষী গুল-ই-জওয়াহের বলেন যে, ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তান হইতে নূর মোহাম্মদের নিকট প্রেরিত একটি ৫শত টাকার টেলিগ্রাফ মনি অর্ডার আসে। তিনি বলেন যে, তেজগাঁ এয়ারপোর্ট পোষ্ট অফিস হইতে এই টাকা প্রেরণ করা হয়।

বিবাদীপক্ষের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাহার নিকট মনি অর্ডার পরিশোধের স্বীকৃতিপত্র নাই; কেননা প্রথমে তাহা হেড অফিসে ও পরে একাউন্টস অফিসে প্রেরণ করা হয়।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৫ সালের জুন-জুলাই মাসে তিনি মানোরা পোষ্ট অফিসে কেরানী হিসাবে যোগদান করেন এবং পরে গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে তাহাকে পোষ্টমাষ্টার পদে উন্নীত করা হয়। সাক্ষী বলেন যে, আদালতে যে সমস্ত দলিলপত্র উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে তাহার স্বহস্তে লিখিত কোন এন্ট্রি নাই। তিনি জানান যে, পুলিশ তাহার পোষ্ট অফিস হইতে কতিপয় দলিলের সার্টিফাইড কপি গ্রহণ করে।

করাচীস্থ কেন্দ্রীয় সরকারের ষ্টেট অফিসের জনাব এস, এ, কাদির সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে ইলাকো হাউসে জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের জন্য একখানি ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হয়। ১৯৬৭ সালের ২রা মার্চ আবার আহমদ ফজলুর রহমান কর্তৃক বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার সংবাদ সম্বলিত একখানি পত্র তাহারা লাভ করেন।

বিবাদী কৌশুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী জানান যে, রেকর্ডে দেখা যায় যে জনাব ফজলুর রহমান ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের পর আর ভাড়া প্রদান করেন নাই। রেকর্ডে আরও দেখা যায় যে, তাহার নিকট (আহমদ ফজলুর রহমান) বকেয়া পাওনা রহিয়া গিয়াছে।

সাক্ষী কুদরতুল্লাহ বলেন যে, তিনি ১৩ নম্বর গ্রীণ স্কোয়ারের (কথিত ষড়যন্ত্রকারীদের পার্টি হাউস বলিয়া উল্লেখিত) মালিক। ১৯৬৬ সালের প্রথমভাগে লুৎফুল হুদার নিকট বাড়ীটি ভাড়া দেওয়া হয়। ইহার মাসিক ভাড়া ২৯০ টাকা।

সাক্ষী বলেন যে, ভাড়ার ব্যাপারে একটি দলিল প্রণয়ন করা হয় এবং তাহাতে তাহার (সাক্ষীর) সহি রহিয়াছে। সাক্ষী বলেন যে, তিনি নিজে পাবনার সিরাজগঞ্জে বসবাস করেন। ভাড়ার দলিলটি তাহার (সাক্ষীর) ভ্রাতার নিকট রাখা হয়। তাহার ভ্রাতাও ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে অবস্থান করিতেন।

ট্রাইব্যুনালের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী কুদরতুল্লাহ বলেন যে, দলিলে তাহা স্বাক্ষরদানের পর দলিলের প্রথম অনুচ্ছেদের পরিবর্তন করা হইয়াছে। তবে ইহা তাহার (সাক্ষীর) উপস্থিতিতে করা হয় নাই। সাক্ষী বলেন যে, পরে ভাই-এর নিকট হইতে তিনি এই পরিবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। তবে এই পরিবর্তন কবে করা হইয়াছে তাহা তিনি (সাক্ষী) জানেন না।

জনাব কুদরতুল্লাহর ভাই এ, কে, ফজলুল হক বলেন যে, ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীটি ১৯৬৬ সালের এপ্রিল বা মে মাসে লুৎফুল হুদা ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নিকট ভাড়া দেওয়া হয়।

তিনি বলেন যে, পুলিশ কর্তৃক ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারের ভাড়ার দলিল আটক করার সিজার লিষ্টের তিনি সাক্ষী। তিনি বলেন যে, দলিলটি ঐ বাড়ীতে ছিল এবং তিনিও (সাক্ষী) সেখানেই অবস্থান করিতেন। সাক্ষী বলেন যে, ভাড়া নেওয়ার প্রায় ৩ মাস পর তাহার উপস্থিতিতে ষ্টুয়ার্ড মুজিব দলিলে লিখিত নামের পরিবর্তন করেন। তিনি জানান যে, লুৎফুল হুদার অনুমতিক্রমে তাহাদের (মুজিবের) হিসাবের জন্য এইরূপ পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলিয়া ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাহাকে বলেন। পরে কোর্টের এক প্রশ্নের

জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই পরিবর্তনের সময় লুৎফুল হুদা উপস্থিত ছিলেন। অপর সাক্ষী হোটেল গ্রীনের ম্যানেজার এস, এম, সাইদ বলেন যে, কুর্মিটোলায় অনুষ্ঠিত টি, আই, প্যারেডে তিনি তাহার হোটেলে অবস্থানকারী আসামী মানিক চৌধুরী, বিধান সেন ও রাজসাক্ষী ডঃ সাঈদুর রহমানকে সনাক্ত করিয়াছেন।

বিবাদী কৌঁসুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ কোন সময় তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই; এমনকি টি, আই প্যারেডের পরেও না।

সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ তাহাকে টি, আই, প্যারেডে লইয়া যায়। এক সপ্তাহ পূর্বে তাহাকে এই ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয় বলিয়া তিনি জানান। জবানবন্দীকালে তিনি ডকে মানিক চৌধুরী ও বিধান সেনকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

অদ্য (বুধবার) সকাল ৯টায় সিগন্যালস মেসে পুনরায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৩ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাদীপক্ষের আরো ১১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বাদীপক্ষের মোট ১১জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হয়।

গতকাল শুনানীর শুরুতে বাদীপক্ষের সাক্ষী হাবীবুর রহমানকে জেরার জন্য হাজির করা হলে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলীগণ তাকে জেরা করবেন না বলে জানান।

এরপর ৭৮নং সাক্ষী মোহাম্মদ ইউনুসের জবানবন্দী নেয়া হয়। সাক্ষী বলেন, আমি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জিন্নাহ এভেনিউ অফিসের একাউন্ট্যান্ট। ১৯৬৬ সালের আগস্ট হতে আমি এই পদে বহাল আছি। পুলিশ আমার উপস্থিতিতে ব্যাঙ্ক হতে কিছু দলিলপত্র আটক করেছে। আমার সামনে আটক দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। আমি তাতে সই দিয়েছি। আটক দ্রব্যাদির মধ্যে একখানা চেকও আছে। সাক্ষী আটক দ্রব্যাদি সনাক্ত করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলীগণ সাক্ষীকে জেরা করেননি।

রেজা রাব্বানীর জবানবন্দী

বাদীপক্ষের ১৩৭নং সাক্ষী রেজা রাব্বানী বলেন, ধানমন্ডি এলাকায় ৮১নং ল্যাবরেটরী রোডের বাড়ী আমি ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে আলী রেজার নিকট

ভাড়া দিয়েছি। মাসিক ভাড়া হল ২৭৫ টাকা। পুলিশ আমার উপস্থিতিতে এই বাড়ী তল্লাসী করে কতিপয় দলিলপত্র আটক করে। আটক দ্রব্যের তালিকা আমার সম্মুখে তৈরী করা হয়।

সাক্ষীর হাতে আটককৃত একটি রসিদ বই দিলে সাক্ষী বলেন, বাড়ী ভাড়ার এই রসিদ বই পুলিশ আটক করে।

আতাউর রহমান খানের জেরা

বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, এই বাড়ীটি একতলা। বাড়ীতে বাথরুম ছাড়া আরও তিনটি কামরা আছে। এর মধ্যে ২টি বেডরুম এবং একটি ড্রয়িং ও ডাইনিং রুম। এই বাড়ীতে কোন গ্যারেজ নেই। বাড়ীর আলাদা বাউন্ডারী আছে। পূর্বদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঐদিকে পাশের বাড়ীতে আমি বাস করি। ঢাকা-আরিচা রাস্তা হতে ৪/৫শ গজ দূরে এই বাড়ী অবস্থিত। বাড়ীর উত্তরদিকে ল্যাবরেটরী রোড অবস্থিত। এই বাড়ীর পশ্চিম পাশে আলী হোসেন থাকেন। তিনি যে বাড়ীতে থাকেন সেটা একটা কুঁড়েঘর। এই ভাড়াটিয়া বাড়ী ও ঐ কুঁড়েঘরের মধ্যে কোন রাস্তা নেই।

প্র–আলী রেজাকে যে বাড়ী ভাড়া দিয়েছেন তাতে কতজন লোক থাকতেন?

উ–বলতে পারব না।

প্র–তার পিতাকে সেখানে থাকতে দেখেছেন কি?

উ–একবার দেখেছি।

প্র–তার ছোট ভাইকে দেখেছেন?

উ–দেখেছি।

প্র–ছোট ভাইয়ের পরিবারও সেখানে থাকতেন কি?

উ–হ্যাঁ, ছিলেন।

জহিরুদ্দীনের জেরা

এরপর জনাব জহীরুদ্দীন সাক্ষীকে জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আটককৃত বাড়ী ভাড়ার রসিদ বইয়ের ৬টি কাউন্টার ফয়েল আমার হাতের লেখা। বাকীগুলো আমার ছেলের হাতের লেখা।

সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, একটি কাউন্টার ফয়েলে কোন স্বাক্ষর নেই। তবে এই কাউন্টার ফয়েলের যে লেখা তা আমার হাতের লেখা। এতে কোন তারিখও নেই।

সাক্ষীকে আরেকটি কাউন্টার ফয়েল দেখানো হলে সাক্ষী বলেন, এতে আমি সই করিনি। আমার জামাতা সই করেছেন। এতে বাড়ীওয়ালার কোন ঠিকানা নেই।

প্র-এ কথা কি সত্য যে, এই কাউন্টার ফয়েলগুলো পুলিশের নির্দেশে আপনি তৈরী করেছেন?

উ–এ কথা সত্য নয়।

কুদরতউল্লার জবানবন্দী

বাদীপক্ষের ১১১নং সাক্ষী কুদরতউল্লা বলেন, আমি ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারের মালিক। আমি ১৯৬৬ সালে এই বাড়ী লুৎফুল হুদাকে মাসে ২৯০ টাকা হিসেবে ভাড়া দেই। এই ভাড়ার একটি দলিল তৈরী করা হয়।

সাক্ষী এই পর্যায়ে আদালতে উক্ত দলিল শনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেনঃ আমি সিরাজগঞ্জে থাকি। এই দলিল আমার ভাইয়ের নিকট ছিল। তার নাম এ কে ফজলুল হক। সে ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে থাকে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীরা সাক্ষীকে জেরা করেননি।

আদালতের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, এই দলিলের প্রথম পরিচ্ছেদে নামের বেলায় যে রদবদল করা হয়েছে তা আমি জানি। মূল দলিলে আমার স্বাক্ষরের পর এই রদবদল হয়। আমার উপস্থিতিতে করা হয়নি। আমার ভাই আমাকে একথা পরে জানায়। কোন সময় এই পরিবর্তন সাধন করা হয় তা আমি জানি না।

ফজলুল হকের জবানবন্দী

১১০নং সাক্ষী ফজলুল হক বলেন, কুদরতউল্লা আমার ভাই। তিনি ১৩ গ্রীন স্কোয়ারের মালিক। এই বাড়ী লুৎফুল হুদা ও মুজিবর রহমানের নিকট ভাড়া দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে বাড়ী ভাড়া দেয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, পুলিশ এই বাড়ীতে তল্লাসীর জন্য আসেন। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার সম্মুখে আটক দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করা হয়। আমি এই তালিকায় সই করেছি। এই দলিল বাড়ীতে ছিল। বাড়ীভাড়া দেওয়ার ৩ মাস পর দলিলের প্রথম পরিচ্ছেদে এক জায়গায় নাম পরিবর্তন করে মুজিবুর রহমানের নাম লেখা হয়। আমার উপস্থিতিতে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। মুজিবুর রহমান বলেন যে, তাদের হিসেবের জন্য নাম পরিবর্তন করতে হবে। এতে লুৎফুল হুদার সম্মতি আছে।

সাক্ষীর হাতে দলিল দিয়ে একটি স্বাক্ষরের প্রতি সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমি এই সই চিনি। এটা মুজিবুর রহমানের সই। তিনি আমার উপস্থিতিতে সই করেছেন। সাক্ষীকে মুজিবুর রহমানকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে বলেন, আমি পারব না।

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, এই দলিল যখন কার্যকরী করা হয় তখন আমি ছিলাম না।

বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী জনাব আবদুল মোমেনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, দলিলের এই পরিবর্তনের জন্য আমি লুৎফুল হুদার নিকট হতে কোন ক্ষমতাপত্র নেইনি। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন।

এম এ ওয়াজেদের জবানবন্দী

২১২নং সাক্ষী করাচীর আবিসিনিয়া লাইনস-এর এম এ ওয়াজেদ তার জবানবন্দীতে বলেন, আমি দেশরক্ষা দফতরের একজন স্টেনোগ্রাফার। ১৯৫২ সাল হতে করাচীতে আমি চাকুরীতে নিযুক্ত আছি। আমি ২৫/৪, আবিসিনিয়া লাইনসে বাস করি।

আমার ভাই এম এ জলিল সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। তিনি নায়েক সুবেদার। আমি যে বাড়ীতে আছি এই বাড়ী ১৯৬৩ সালে আমাকে বরাদ্দ করা হয়। তার পূর্বে আমার বড় ভাই জলিল এই কোয়ার্টারে ছিলেন। এই কোয়ার্টারের ডানদিকে ২৫/৩নং কোয়ার্টার। উক্ত কোয়ার্টারে ১৯৬৫ সালে পিএএফ-এর সার্জেন্ট নূর খান ছিলেন। তারপর ১৯৬৬ সালের শেষদিকে বিমান বাহিনীর ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লা এই কোয়ার্টারে বাস করতে শুরু করেন। তিনি পরিবার নিয়ে থাকতেন। ১৯৬৭ সালে তিনি এই বাড়ী ছেড়ে যান। আমি মফিজুল্লার বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতাম না। তখন মফিজুল্লার কোন দাঁড়ি ছিল না।

সালাম খানের জেরা

এরপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–আপনি পুলিশের নিকট কি একথা বলেছেন যে, জনৈক মফিজুল্লা ৬৭সালে এসে প্রায় এক বছরের জন্য উক্ত কোয়ার্টারে ছিলেন?

উ–জী হ্যাঁ, বলেছি।

প্র–পুলিশের নিকট বলেছেন ৬৭ সালের কথা আর এখন আদালতে বলছেন ৬৬ সালের কথা। আপনার বিবৃতির কোনটা সত্য?

উ-সত্য কথা হল তিনি ১৯৬৬ সালের নবেম্বর বা ডিসেম্বর এই বাড়ীতে আসেন।

প্র–১৯৬৬ সালই সদি সত্য হয় তবে পুলিশকে কেন ১৯৬৭ সালের কথা বলেছেন?

উ–তখন আমি সঠিক তারিখ জানতাম না।

এই সময় আদালত জানতে চান যে, সাক্ষী সঠিক তারিখ কিভাবে জানলেন? জবাবে সাক্ষী বলেন, আদালতের সমন পাওয়ার পর এই তারিখ সম্পর্কে আমি আমার পরিবারের লোকদের সাথে আলাপ করি।

প্র–পুলিশ আপনাকে কতবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে?
উ–একবার।
প্র–কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করে?
উ–পুলিশ আমাকে মফিজুল্লার কোয়ার্টারে ২৫/৩-এ ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে।
প্র–আপনি কোথাকার অধিবাসী?
উ–বাঙ্গালেরের।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমার কোয়ার্টারে ২টি রুম আছে। ঐ ব্লকে ৯টি কোয়ার্টার আছে।
প্র–কোয়ার্টারগুলোর মাঝখানে পথ আছে কি এবং কোয়ার্টারগুলো কি দু'সারিতে অবস্থিত?
উ–একটি মাত্র সারিতে অবস্থিত।
প্র–ছাদ কিসের তৈরী?
উ–টালির ছাদ।

মোহাম্মদ সায়িদের জবানবন্দী

১৬৬নং সাক্ষী মোহাম্মদ সায়িদ তার জবানবন্দীতে বলেন, আমি হোটেল গ্রীনের ম্যানেজার। এই হোটেল আমি লিজ নিয়েছি। আয়েশা বেগম এই হোটেলের মালিক। কুর্মিটোলা এলাকায় আমি টি আই প্যারেডে ২বার উপস্থিত হয়েছি। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমি ২০/৩০ জন লোককে সেখানে দেখেছি। দুদিনই ২০/৩০ জন লোক ছিল।

প্রথমদিন আমি মানিক চৌধুরী ও বিধান সেনকে সনাক্ত করি। তারা আমার হোটেলে থাকতেন। তারা প্রায়ই আসতেন। দ্বিতীয় দিনে আমি ডাঃ সাইদুর রহমানকে সনাক্ত করি। তিনিও আমার হোটেলে প্রায়ই এসে থাকতেন।

প্রথমদিন যে দু'জনকে সাক্ষী টিআই প্যারেডে তাদের সনাক্ত করেন, সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় মানিক চৌধুরী ও বিধান সেনকে সনাক্ত করেন।

সালাম খানের জেরা

জনাব সালাম খান এরপর সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র–পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উ–জী না, একজন পুলিস অফিসার এসে আমার হোটেল হতে আমাকে টি আই প্যারেডে নিয়ে যান। আমাকে আগে এ ব্যাপারে জানান হয়নি। আমি বোর্ডারদের রেজিস্টার রাখি। নিজের নাম রেজিস্টারে না লিখে কেউ হোটেলে থাকতে পারেন না। বোর্ডাররা নিজেরাই তাদের নাম রেজিস্টারে লেখেন।

এই পর্যায়ে কৌসুলী অভিযুক্ত মফিজুল্লাকে দাঁড়াতে বলেন। মফিজউল্লা দাঁড়ালে কৌসুলী সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করেন যে, এই ব্যক্তির কোন দাঁড়ি আছে কিনা। সাক্ষী বলেন, দাঁড়ি নেই। তিনি পরিষ্কারভাবে দাঁড়ি কামিয়েছেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, বোর্ডারদের হোটেল রেজিস্টারে সকল কলম পূরণ করতে হয়। অনেক সময় তাদের প্রস্থান সময় এবং গন্তব্য স্থান ম্যানেজার লিখে থাকেন।

এই সময় সাক্ষীর হাতে হোটেল রেজিস্টার দিয়ে একটি এনট্রির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কৌসুলী বলেন যে, ডাঃ সাইদুর রহমান এখানে সকল কলম পূরণ করেছেন কিনা?

সাক্ষী বলেন, করেননি।

রেজিস্টারে ১৯ পৃষ্ঠায় ডাঃ এম, রহমান নামে যে এনট্রি আছে এই ব্যক্তি কে জিজ্ঞেস করা হলে সাক্ষী বলেন, জানি না। তবে তার বাপের নামও এখানে লেখা আছে। এনট্রি পড়ে আমি বলতে পারব না এই ব্যক্তি কে?

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, রেজিস্টার লেখার সময় কখনও আমি কখনও সহকারী ম্যানেজার ফয়জুর রহমান উপস্থিত থাকেন।

সাক্ষী বলেন, রেজিস্টারের ১১৬ পৃষ্ঠায় ক্রমিক নম্বর ১৭৯৫-এর পর ১৭৯৬ এবং তারপর ১৭৮৭ লেখা আমি দেখতে পাচ্ছি।

জুলমত আলী খানের জেরা

এরপর জনাব জুলমত আলী খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি গত দু'বছর হতে মানিক চৌধুরীকে চিনি। রেজিস্টারের এনট্রি হতে আমি জানতে পারি যে, তিনি একজন ব্যবসায়ী।

সাক্ষী বলেন, একবার মানিক চৌধুরী চট্টগ্রাম হতে আমার ঢাকাস্থ মুসলিম ব্যাঙ্কের একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করেন। হোটেল বিল দেয়ার জন্য এই টাকা ট্রান্সফার করা হয়। এই টাকার পরিমাণ হাজারের কোঠায় কিনা মনে নেই। একবারের বেশী এভাবে টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে কিনা জানি না।

সাক্ষী বলেন, ১৯৫৪ সালে আমি এই হোটেল লীজ নিয়েছি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেনঃ হতে পারে মানিক চৌধুরী একবার ৪ হাজার এবং একবার ৩ হাজার টাকা আমার কারেন্ট একাউন্টে পেয়েছেন। আমার তা মনে নেই।

ওয়ালী আহমদের জবানবন্দী

এরপর বাদীপক্ষের ৯৯নং সাক্ষী ওয়ালী আহমদ জবানবন্দী দেন। সাক্ষী বলেন, আমি ঢাকার ৩১, প্যারীদাস রোডে থাকি। পুলিশ আমার সামনে ১০,

অভয়দাস লেন হতে তল্লাসী করে কিছু কাগজপত্র আটক করেছে। আমি আটকদ্রব্যের তালিকায় আমার সই দেখতে পাচ্ছি। ১৯৬৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী এই খানাতল্লাসী হয়। পুলিশ ৪/৫ খানা কাগজ আটক করে।

জনাব জুলমত আলী খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, অভয়দাস লেন সূত্রাপুর থানার অধীন। ১৩, অভয়দাস লেনে আমার গ্রামের লোক থাকে। তাদের সঙ্গে আমি সেখানে ঐদিন দেখা করতে যাই। বাড়ীর মালিক অলিউল্লা তখন তল্লাসীর সময় আমাকে সেখানে ডেকে নেন।

এস আবদুল কাদেরের সাক্ষ্য

২১৫নং সাক্ষী করাচীর এস আবদুল কাদের বলেন, আমি কেন্দ্রীয় সরকারের একাউন্টস এর এ্যাসিসট্যান্ট এস্টেট অফিসার। ১৯৬৭ সাল হতে এই পদে বহাল আছি। ১৯৬৪ সালে করাচীর ইলাকো হাউসের একটি ফ্ল্যাট কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরের ডেপুটি অর্থ উপদেষ্টা জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সি এস পি-কে বরাদ্দ করা হয়।

সাক্ষী তার ফাইল হতে একখানা কাগজ বের করে বলেন, এটা হচ্ছে সেই ফ্ল্যাট বরাদ্দের পত্র। ১৯৬৭ সালের ২রা মার্চ আমরা তার নিকট হতে এই মর্মে একটা পত্র পাই যে, তাতে তিনি ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন এবং তার ঢাকার শহিদুলের নিকট হতে ফ্ল্যাট দখল নিতে বলা হয়। এই পত্র হাতে লেখা পত্র। আমি তার হাতের লেখা চিনি না। আমার ফাইলে তার দস্তখত করা বলে কথিত আরেকখানা কাগজ আছে।

তারপর সাক্ষীর হাতে কিছু দলিল দেয়া হলে সাক্ষী বলেন, এগুলো রেট কার্ড। পুলিশ আমার নিকট হতে নিয়েছেন। জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের উক্ত ফ্ল্যাটে অবস্থান সম্পর্কিত আর কোন কাগজপত্র আমার ফাইলে নেই।

জহিরুদ্দীনের জেরা

জনাব জহিরুদ্দিন এরপর সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–এই চিঠি লক্ষ্য করে দেখলে দেখতে পারেন যে, তা ঢাকা হতে লেখা হয়েছে।

উ–জী হ্যাঁ। তাই উল্লেখ আছে।

সাক্ষী বলেন, আমাদের রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে যে, জনাব এ,এফ, রহমান ১৯৬৪ সালের পর ভাড়া দেননি। যদি কোন রিমাইন্ডার এপ্রিলের পর পাঠান হয়ে থাকে তবে তার কোন রেকর্ড নেই। তবে ডিমান্ড নোট পাঠান হয়। তা আমার সঙ্গে নেই। এই ডিমান্ড নোট কোন ঠিকানায় পাঠান হয়েছে তা রেকর্ডে নেই।

২০৬নং সাক্ষী

২০৬নং সাক্ষী করাচীর গুলই জওয়াহের বলেন, আমি করাচীর মনেরা ডাকঘরের পোস্টমাস্টার। ১৯৬৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর হতে এই পদে বহাল আছি।

আমার রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮-৮-৬৭ তারিখে নূর মোহাম্মদের নামে ৫০০ টাকার একটি মনিঅর্ডার এসেছে। এই টাকা এম, রহমান পূর্ব পাকিস্তানের এয়ারপোর্ট পোষ্ট অফিস হতে টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার যোগে পাঠিয়েছেন। আমার ফাইলে টেলিগ্রাফিক নির্দেশ আছে।

১৯৬৭ সালের ২০শে আগস্ট এই মনিঅর্ডার প্রাপককে দেয়া হয়েছে। এই মনিঅর্ডার বিলি সংক্রান্ত পিওনের নোটবই আমার কাছে আছে। এই নোটবই পিওন গওহর রহমানের। সে উক্ত মনিঅর্ডার বিলি করেছে।

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, প্রাপক কর্তৃক টাকার প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ আমার কাছে নেই। এটা হেড অফিসে পাঠান হয়। তারপর সেখান হতে অডিট অফিসে চলে যায়।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৫ সালে যখন আমি করাচীতে কোন একটি পোস্ট অফিসে নিযুক্ত ছিলাম। ১৯৬৫ সালে আমি কেরানী হিসেবে মনেরা পোস্ট অফিসে নিযুক্ত হই। ১২-১২-৬৭ তারিখে আমি পোস্টমাস্টার পদে উন্নীত হই। এখানে যে দলিল আমি হাজির করেছি তাতে আমার হাতের লেখা কোন দলিল নেই।

সাক্ষী বলেন, পুলিশকে দলিলের সার্টিফায়েড কপি দিয়েছি।

আবদুস সোবাহানের জবানবন্দী

এরপর ১৪৫নং সাক্ষী আবদুস সোবহান তার জবানবন্দীতে বলেন, আমি মোহাম্মদপুরে থাকি। পুলিশ নওয়াব আলী ড্রাইভারের নিকট হতে আমার উপস্থিতিতে কতিপয় কাগজপত্র আটক করে।

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, বাবুপুরা ফাঁড়িতে নওয়াব আলির নিকট হতে কাগজপত্র আটক করা হয়। আমি মোহাম্মদপুরে থাকি। বাবুপুরা ফাঁড়ি হতে আমার বাসা ৩ মাইল দূরে। ফাঁড়ির নিকট অনেক দোকানপাট আছে।

বাদীপক্ষের সহকারী কৌসুলী জনাব টি এইচ খানের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, বাবুপুরা ফাঁড়ির নিকট আমার দোকান আছে।

আমিনুদ্দিনের জবানবন্দী

এরপর ১৭৮নং সাক্ষী আমিনুদ্দিনের জবানবন্দী নেয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, আমি টেলিফোন রেভিনিউ একাউন্টস-এর সুপারভাইজার। আমি ঢাকার টি এ্যান্ড টি অফিসে নিযুক্ত আছি। পুলিশ

আমার উপস্থিতিতে ট্রাঙ্ককলের কতিপয় হিসেব আটক করেছে। আমার সামনে এই আটক দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত হয়। পুলিশ ট্রাঙ্ককলের ৭টি টিকেট আটক করে। এরপর সাক্ষী ঐ টিকেটগুলোর বিবরণ দেন। এই ট্রাঙ্ককল লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন ঢাকা হতে করাচী করেছেন।

আজ বুধবার এই সাক্ষীর জেরা হবে।

Pakistan Observer

14th November1968

State vs. Mujib

11 witnesses produced on Wednesday

(By A Staff Correspondent)

Prosecution in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and Others now being heard by a Special Tribunal at the Dacca Cantonment produced as many as eleven new witnesses on Wednesday.

The witnesses include Mr. Harun ur Rashid, who had rented out a house to Amir Hossain Mia, an approver in the case and Nawab Ali, a driver of Mr. Kamaluddin Ahmed, a witness in the case who was declared hostile by the prosecution. Among others Mr. F. H. Mirza, Assiatant Manager of PIA, Dacca, two PIA clerks Mr. Mohammad Siddique, husband of the land, lady of Mr. Ali Reza and Ali Reza khan a photographer of EPWAPDA were examined on the day. Most of these witnesses were related to the seizure lists prepared by the police in the case.

The prosecution on the day also recalled an officer of the Central Government Estate Officer in Karachi who was examined on Tuesday.

The tribunal is headed by Mr. Justice S. A. Rahman. Two other members of the tribunal are Mr. Justice M. R. Khan and Mr. Justice Maksum-ul-Hakim.

The last prosecution witness produced before the Tribunal on the day was Nawab Ali, a motor driver. During the examination-in-chief driver Nawab Ali said that he had served under Mr. Kamaluddin Ahmed, a witness who was declared hostile by the prosecution in the case, as a driver of a jeep. He said that Mr. Kamaluddin Ahmed used to reside at the house of Mr. K. G. Ahmed, at Ramkrishana Mission Road where the jeep was kept.In reply to a question by the prosecution counsel, the witness said that he only heard that Mr.K.G Ahmed, another witness in the case was

a distant maternal uncle of Mr. Kamaluddin Ahmed. The witness said that he also used to live in the house of Mr. K. G. Ahmed.

On being questioned the witness said that the knew Mr. Sultanuddin Ahmed, brother of the wife of Mr. Kamaluddin Ahmed. He said that Sultanuddin Ahmed was living at the Dacca Hotel at that time.

দৈনিক পাকিস্তান

১৪ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাদীপক্ষের আরো ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বাদীপক্ষের ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হয়।

গতকাল শুনানীর শুরুতে বাদীপক্ষের ১৭৮নং সাক্ষী টিএ্যান্ডটির আমিনুদ্দিনকে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিন জেরা করেন। পূর্ববর্তী দিন তার জবানবন্দী নেয়ার পর মামলার শুনানী ঐদিনের মত শেষ হয়।

প্র–আপনি আদালতে ট্রাঙ্ককলের যে সমস্ত টিকেট পেশ করেছেন এগুলোর টাকা আদায় হয়েছে কি?

উ–লেজার না দেখে বলতে পারব না।

প্র–এই কলগুলো কি ম্যাচিয়ুরড?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–ম্যাচিয়ুরড অর্থ এই যে, কলার পিপিকে পেয়েছেন এবং তার সাথে কথা হয়েছে?

উ–জী হ্যাঁ।

এরপর কৌসুলী সাক্ষীর হাতে ট্রাঙ্ককলের ৭টি টিকেট প্রদান করে বলেন, এগুলো বলুন যে, কোন কোন কল ম্যাচিয়ুরড হয়েছে।

সাক্ষী টিকেটগুলো দেখে বলেন যে, ১টি ম্যাচিয়ুরড হয়েছে। এই কলে প্রথম পিপিকে পাওয়া যায়নি। পরে পাওয়া গেছে। তিনটি কলে পিপিকে পাওয়া যায়নি এবং এগুলো ম্যাচিয়ুরড হয়নি। বাকী তিনটি কলে পিপিকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কল ম্যাচিয়ুরড। অন্য লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, কল করার এক সপ্তাহের মধ্যেই এগুলো আমাদের সেকশনে পাঠান হয়। যে মাসে কল করা হয় তার পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বিল পাঠাবার নিয়ম রয়েছে।

প্র–করাচীতে যে নম্বরে কল বুক করা হয়েছে ওটা চার সংখ্যাবিশিষ্ট কিনা বলতে পারেন?
উ–জী না।
এরপর ১৭৭নং সাক্ষী আবদুল কাদিরকে শপথ গ্রহণ করবার পর অব্যাহতি দেয়া হয়।

এরপর বাদীপক্ষের সহকারী কৌসুলী জনাব টি এইচ খানের আবেদন ক্রমে বাদীপক্ষের ৮৩নং সাক্ষী করাচীর এম এ কাদেরকে পুনরায় জবানবন্দীর জন্য হাজির করা হয়।

সাক্ষী বলেন, করাচীর ক্লেটন রোডের ৪/১৪নং বাড়ীর বরাদ্দ সম্পর্কিত সরকারী চিঠি আমার ফাইলে আছে। এই বাড়ী মিসেস জাহান আরার নামে বরাদ্দ করা হয়। তার স্বামীর নাম এখানে নেই। তিনি একটি বাঙলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। জাহাঙ্গীর রোডে এই বিদ্যালয় অবস্থিত। তিনি ১১-৮-৬৮ তারিখে উক্ত বাড়ীর এলোটমেন্ট পাল্টান।

সাক্ষী বলেন, আমরা সরকারী কর্মচারীদের শুধু কোয়ার্টার বরাদ্দ করে থাকি। তিনি নিশ্চয়ই সরকারী কর্মচারী হবেন। এই কোয়ার্টার পরে উক্ত ভদ্রমহিলার স্বামীর ভাইয়ের নামে পুনরায় বরাদ্দ করা হয়। তাতে এই শর্ত যোগ করা হয় যে, তিনিও ঐ বাড়ীতে থাকবেন।

জহিরুদ্দিনের জেরা

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, এই ভদ্রমহিলার সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি এবং আমি কখনও ঐ কোয়ার্টারে যাইনি। তিনি উক্ত কোয়ার্টার কখনও ছেড়ে দিয়ে যাননি। ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে তার নাম পরিবর্তন করে তার স্বামীর ভাইয়ের নামে বরাদ্দ করা হয়।

সাক্ষী বলেন, ক্লেটন রোড করাচীতে অবস্থিত। ক্লেটন কোয়ার্টার কোথায় তা আমি জানি না। আমি ১৯৬৭ সালে এই বিভাগে যোগ দিয়েছি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, পুলিশকে এই বরাদ্দের পত্রের সার্টিফাইড কপি দেয়া হয়েছে। আমাদের অফিসের সহকারী এস্টেট অফিসার মিঃ জন পুলিশকে এক কপি দিয়েছেন।

জনাব এম আবদুল্লার জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, পূর্ব পাকিস্তান সমিতির সেক্রেটারীর সুপারিশক্রমে সরকারী চাকুরিয়া নয় এরূপ ব্যক্তিকেও কোয়ার্টার দেয়া হয়।

আবদুল মান্নানের জবানবন্দী

বাদীপক্ষের ২২নং সাক্ষী পি আই এ'র ঢাকা অফিসের ট্রান্সপোর্ট সেকশনের কেরানী আবদুল মান্নান বলেন, ১৯৬৮ সালে পুলিশ আমাদের অফিস তল্লাশী

করে। পুলিশ একখানা ভজ ডার্ট কার ও একটি কার ডায়েরী আটক করে। আটক দ্রব্যের তালিকা আমার সম্মুখে তৈরী হয়। আমি তাতে সই করেছি।
আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি যে কার ডায়েরীর কথা উল্লেখ করেছি তা হচ্ছে গাড়ীর লগবুক।

জহিরুদ্দিনের জেরা

জনাব জহিরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, কে এ ই ৩১৯৪নং করাচীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর। আটক দ্রব্যের তালিকায় ঢাকা রেজিস্ট্রেশনও আছে।
প্র–পুলিশকে এই গাড়ীর চট্টগ্রামের কোন রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়েছেন?
উ–চট্টগ্রামের কোন রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই।
সাক্ষী বলেন, পি আই এ কখন এই গাড়ী ঢাকায় পেয়েছে তা বলতে পারব না। ঢাকার বাইরে কতদিন এই গাড়ী ব্যবহার করা হয়েছে তাও বলতে পারব না।

আবদুর রশীদের জবানবন্দী

বাদীপক্ষের সাক্ষী ঢাকাস্থ পিআইএ'র এনট্রি সেকশনের কেরানী আবদুর রশীদ বলেন, ৫-৬-৬৮ তারিখে পুলিশ আমাদের অফিসে এসে একখানা ডজ গাড়ী আটক করে। এই গাড়ীর নম্বর হচ্ছে ৩১৯৪।

পুলিশ আটক দ্রব্যের তালিকা আমার সামনে প্রস্তুত করেছে। এই গাড়ী কে ব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।

জনাব জহিরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, এই গাড়ীর ঢাকার রেজিস্ট্রেশন নম্বর আছে।

২৯নং সাক্ষী এ কে এম জামালউদ্দিন বলেন, আমি সি এস ও'র রিজিওনাল অফিস ঢাকার একজন ইউ ডি সি। বিগত ৮-৩-৬৮ তারিখে পুলিশ আমাদের অফিসে এসে আমির হোসেন মিয়ার জয়েনিং রিপোর্ট আটক করে। আমার সামনে আটক দ্রব্যের তালিকা তৈরী করা হয়। আমি তাতে সই করেছি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীরা সাক্ষীকে জেরা করেননি।

বাদীপক্ষের ১১৮নং সাক্ষী আবদুল খালেক বলেন, আমি ঢাকাস্থ ডাক ও তার বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলারের অফিসে চাকুরী করি। বিগত ১-৩-৬৮ তারিখে পুলিশ আমাদের অফিস হতে ২খানা টেলিগ্রামের কপি আটক করে।জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, টেলিগ্রাম প্রেরণের একমাস পর আমরা তার কপি পাই। ১১নং সাক্ষী রিয়াসত আলী বলেন, আমি ডাক,তার ও টেলিফোন বিভাগের সহকারী একাউন্টস অফিসার।১৯৬৮ সালের ১লা মার্চ মাসে পুলিশ আমার উপস্থিতিতে টেলিগ্রামের ২টি কপি আটক করে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীরা সাক্ষীকে জেরা করেননি।

নাজিরুদ্দিনের জবানবন্দী

১৪৭নং সাক্ষী নাজিরুদ্দিন তার জবানবন্দীতে বলেন, আরজেন্ট ফটোগ্রাফস পুলিশ কর্তৃক তল্লাশীর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। পুলিশ একটি খাতা আটক করে। আমার সামনে আটক দ্রব্যের লিস্ট তৈরী করা হয়। আমি তাতে বাংলায় সই করেছি। আটক দ্রব্যের তালিকায় স্বাক্ষর দেখাতে বলা হলে সেখানে সাক্ষীর কোন স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। সাক্ষী খাতাটি সনাক্ত করে বলেন, এটাই সেই খাতা।

আতাউর রহমানের জেরা

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি সাইকেল মেরামত করি। আমার নিজের দোকান আছে। উক্ত ফটোগ্রাফীর দোকান হতে ৪০ গজ দূরে আমার দোকান। সেখানে আরও বড় বড় দোকান আছে। আমি ফটোগ্রাফার নই। খাতায় কি লেখা আছে আমি জানি না। আগে এরূপ কোন খাতা আমি দেখিনি। আমি লেবেল দেখে বলছি যে, এই খাতাটিই পুলিশ উদ্ধার করেছে।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, তল্লাশীর সময় আমি ছাড়া আরও ২/৩জন লোক ছিলেন। দিনে ১১টা বা সাড়ে ১১টায় এই তল্লাশী অনুষ্ঠিত হয়।

জহিরুদ্দিনের জেরা

জনাব জহিরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি যখন এই খাতা দেখি তখন ওপরের দুটো লেবেলই ছিল। ৩ জন পুলিশ অফিসার তল্লাশীতে যান। তাদের মধ্যে একজন ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন।

আলী রেজা খানের জবানবন্দী

১৪৬নং সাক্ষী আলী রেজা খান বলেন, আমি পুলিশের খানাতল্লাশীর সময় উপস্থিত ছিলাম। পুলিশ একটা নেগেটিভ রেজিস্টার বই আমার সামনে আটক করেছে।

জহিরুদ্দিনের জেরা

জনাব জহিরুদ্দীন এরপর সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–আপনি কোথায় থাকেন?

উ–১৬নং জয়নাগ রোডে।

প্র–উক্ত এলাকা লালবাগ থানার অধীন?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–যে দোকানে পুলিশ তল্লাশী চালায় তার নাম কি?

উ–আর্টস অন ফটোগ্রাফী।

প্র–এটা কোথায়?

উ-মতিঝিলে অবস্থিত।

প্র–এই দোকান রমনা থানা অধীনে?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–এই খাতার লেবেলে লেখা আছে কিনা যে, এটা নেগেটিভ রেজিস্টার।

সাক্ষী খাতা হাতে নিয়ে দেখে বলেন, আমি লেবেল পড়তে পারছি না। নেগেটিভ রেজিস্টার লেখা নেই।

প্র–আপনার বাসা এই দোকান হতে কত দূরে?

উ–তিন মাইল দূরে।

আদালতের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, আমি ইপি ওয়াপদার পাবলিক রিলেসন্স বিভাগে কাজ করি। আমি উক্ত বিভাগের একজন ফটোগ্রাফার।

প্র–আপনার কাজের সময় বলুন?

উ–সকাল সাড়ে ৭টা হতে বেলা দেড়টা পর্যন্ত।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, তল্লাশীর সময় সাদা পোশাকে একজন পুলিশ অফিসার এসেছিলেন। আমি অফিস হতে অফিসের ফটোগ্রাফীর কাজে ঐ স্টুডিও'তে যাই। ঐদিন আমার অফিসের ফটোগ্রাফীর কাজ ছিল। আমার এই কাজের কোন রেকর্ড অফিসে নেই। তল্লাশীর আগের দিন বা পরের দিন আমি ঐ দোকানে যাইনি। অফিসের কাজে আমি প্রায় প্রতিদিনই উক্ত দোকানে যাই।

সাক্ষী বলেন, ঐদিন আমি যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর পুলিশ আসে। আমি ফটোগ্রাফারের সাথে বসে বসে কথা বলছিলাম।

প্র–এ কথা সত্য যে , তল্লাশীর সময় আপনি হাজির ছিলেন না এবং পরে আটক দ্রব্যের তালিকায় সই করেছেন?

উ–এ কথা সত্য নয়।

সিদ্দিকের জবানবন্দী

১৬২নং সাক্ষী মোহাম্মদ সিদ্দিক বলেন, আমার স্ত্রী খুরশীদ বেগম ধানমন্ডির ১৮নং রোডের ৮২১নং বাড়ীর মালিক। এই বাড়ী আলী রেজার নিকট ভাড়া দেয়া হয়। ৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে ভাড়া দেয়া হয়। সাক্ষী আদালতে ভাড়ার দলিল সনাক্ত করেন। সাক্ষী দলিল দেখে তাতে তার স্ত্রীর স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। এই দলিল পুলিশ আমার নিকট হতে আটক করে আটক দ্রব্যের তালিকা তৈরী করা হয়।

সাক্ষী বলেন, আমি আলী রেজাকে চিনি। এরপর সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আলী রেজাকে সনাক্ত করেন।

আতাউর রহমান খানের জেরা

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, এটা একতলা বাড়ী। ১০ কাঠা জমির ওপর বাড়ীটি অবস্থিত। রেজার পরিবারে লোকসংখ্যা কত আমি জানি না।

এরপর ২১০নং সাক্ষী আই এ ফারুকীকে শপথ গ্রহণ করাবার পর অব্যাহতি দেয়া হয়।

হারুণ রশীদের জবানবন্দী

২৩০নং সাক্ষী জনাব হারুনুর রশীদ বলেন, আমি সাবজজ হিসেবে অবসরগ্রহণ করেছি। আমি আমিন হোসেন মিয়াকে চিনি। ১৯৬৬ সালে তিনি আমার বাড়ীতে ছিলেন। আমার এই বাড়ীতে একটা টেলিফোন ছিল। টেলিফোনের নম্বর হচ্ছে ৮২৪৫২। এই বাড়ীর নম্বর হচ্ছে ১০৭, দীননাথ সেন রোড।

জহিরুদ্দিনের জেরা

প্র–৮২৪৫২নং ফোন কি অথরাইজড ও নিয়মিত টেলিফোন?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–আমির হোসেনকে বাড়ী ভাড়া দেওয়ার কতদিন আগে টেলিফোন আপনি নেন?

উ–৪/৫ বছর পূর্ব হতেই ছিল। সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, আমি বসবাসের জন্য তাকে এই বাড়ী ভাড়া দেই। তখন আমি ময়মনসিংহে ছিলাম।

প্র–আপনি কি এই ভাড়াটিয়াকে আপনার বাড়ীতে ব্যবসা করার কোন অনুমতি দিয়েছিলেন?

উ–জী না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, একবার আমি ঢাকায় এসে দেখি যে, আমার বাড়ীতে গম গুদামজাত করা হয়েছে। আমি তাতে আপত্তি করি। আমি তাকে এই গম অপসারণ করতে বলি।

প্র–এখানে তার গমের ব্যবসায়ে আপনি কোন আপত্তি করেছিলেন?

উ–জী হ্যাঁ।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে আমি এই বাড়ী ভাড়া দেই। ভাড়ার কোন দলিল করিনি। কারণ ভাড়ার কোন রসিদ আমার নেই। আমি নিয়মিত ভাড়া পেতাম। আমির হোসেন বাড়ীর মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, টেলিফোন বিল ইত্যাদি শোধ করতেন। এবং তা ভাড়ার টাকা হতে বাদ দিয়ে বাকী টাকা দিতেন।আমি প্রথম ৬ মাসে তার নিকট হতে মোট ১৫শ টাকা ভাড়া বাবদ পেয়েছি।

প্র–এই টাকা কয় কিস্তিতে পেয়েছেন?

উ–তিনি যখন বাড়ী ছেড়ে যান তখন পাওনা দেনা হিসেব করে বাকী টাকা শোধ করে যান। এর আগে কোন টাকা আমাকে দেননি।

সাক্ষী বলেন, আমির হোসেন মিয়া ৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে বাড়ী ছেড়ে দেন।

সাক্ষী বলেন, আমি এই বাড়ী ১৯৬১ সালে বা ৬২ সালে ক্রয় করেছি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৫ সালের মে মাসে সম্ভবতঃ আমি ময়মনসিংহে বদলী হই। আমার বদলীর পর আমার পরিবার ঢাকায় কিছুকাল ছিলেন। পরে তারা ময়মনসিংহে যান। ৩/৪ মাস পরে তারা আমার সাথে মিলিত হন। আমার ছেলেমেয়েরা ঢাকায় পড়াশুনা করত। বার্ষিক পরীক্ষার পর নবেম্বর বা ডিসেম্বরে তারা ময়মনসিংহে যায়। আমার পরিবার ঐ সময় সম্ভবতঃ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাড়ীতে ছিল। এই বাড়ীতে ৫টি প্রধান কামরা আছে। দক্ষিণ পূর্বদিকের কামরায় টেলিফোন ছিল। আমির হোসেন যে দু'টি কামরা ভাড়া নিয়েছিলেন এটি তার মধ্যে একটি। তাকে যদিও ২টি কামরা ভাড়া দেয়া হয় কিন্তু সম্পূর্ণ বাড়ীই তার দখলে ছিল। বাড়ীতে সে একা থাকত। বাড়ীর অন্যান্য কামরা তালাবদ্ধ ছিল না। সে ঐসব কামরা এবং আমার আসবাবপত্রও ব্যবহার করত। তাকে দুটি মাত্র কামরা ভাড়া দেয়া হয়েছে এরূপ কোন রেকর্ড নেই।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর আমির হোসেন বাড়ীর দখল নেন। তখন আমি ঢাকায় ছিলাম। ঐদিন রোববার ছিল।

প্র–ফোনে কথা বলার আগে আপনি আমির হোসেন মিয়াকে চিনতেন?

উ–জী না।

প্র–আপনি একজন লোককে না চিনে কোনরকম দলিল ছাড়াই আপনার বাড়ী প্রবেশ করার এবং আসবাবপত্র ও টেলিফোন ব্যবহারের অনুমতি দেন?

উ–জী হ্যাঁ।

আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমির হোসেন মিয়া ফোনে আমাকে বলেন যে, তিনি ১৭শ-১৮শ টাকা বেতন পান। তিনি সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন লোক।

জুলমত আলী খানের জেরা

জনাব জুলমত আলী খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, পুলিশ ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

প্র–পুলিশের নিকট কি একথা বলেছেন যে, আপনি আমির হোসেন মিয়াকে টেলিফোন ব্যবহার করতে বলেছিলেন?

উ-মনে নেই (এরূপ রেকর্ড নেই)।

প্র–টেলিফোন ও অন্যান্য কক্ষ আমির হোসেনকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন একথা পুলিশকে বলেছেন?

উ–মনে নেই (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।

প্র–আপনার বাড়ীতে ফোন আছে এ কথা পুলিশকে বলেছেন?

উ–মনে নেই (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, আপনার পিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকার বাসায় প্রেরণ করেন?

উ–এ কথা সত্য নয়।

সাক্ষী বলেন, আমি ৬৮ সালের ৩রা জুন অবসরগ্রহণ করেছি।

এফ এইচ মীর্জার জবানবন্দী

২২৪নং সাক্ষী এফ এইচ মীর্জা বলেন, আমি পিআইএ'র ঢাকা অফিসের এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। ১৯৬৫ সাল হতে ঢাকায় নিযুক্ত আছি।

পিআইএ'তে ছ'মাস পর্যন্ত যাত্রীদের ম্যানিফেস্টো রাখা হয়। তারপর তা বিনষ্ট করে দেয়া হয়। ঢাকায় এই নিয়ম চালু আছে। অন্যত্র স্টেশনের খবর জানি না।

এ মোমেনের জেরা

বিবাদিপক্ষের কৌসুলী জনাব এ মোমেন সাক্ষীকে জেরা করেন। সাক্ষীর হাতে একটা দলিল দেয়া হলে সাক্ষী বলেন, এটা ১৯৬৭ সালের ২৯শে অক্টোবরের। পিআইএ'র যাত্রীদের ঢাকা হতে লাহোর গমনের ম্যানফেস্টো। যাত্রীদের এই তালিকায় ক্রমিক ২০নং নাম হচ্ছে জনাব এম আর কুদ্দুস।

আরেকটি দলিল দেয়া হলে সাক্ষী বলেন, এটা হচ্ছে লাহোর হতে ঢাকা আগমনের যাত্রী তালিকা।

এটা ৬৭ সালের ২৯শে অক্টোবরের তালিকা। এই তালিকায় ৫২নং যাত্রী হচ্ছেন জনাব আর কুদ্দুস।

জহিরুদ্দিনের জেরা

জনাব জহিরুদ্দিন সাক্ষীর হাতে একটি দলিল দিলে সাক্ষী বলেন, এটা ৬৭ সালের ২৯শে অক্টোবরের যাত্রীদের তালিকা। ৬৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর আমাদের অফিস হতে এটা আনা হয়।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, এটি আমাদের এয়ারপোর্ট অফিস হতে আনায়ন করা হয়েছে। আমাদের শহরের সেলস অফিস হতে নয়। আমি এই তালিকা রাখার ব্যাপারে যে নিয়মের উল্লেখ করেছি তা আমাদের সিটি সেলস অফিসের ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

সাক্ষী বলেন, পিআইএ'র এয়ারপোর্ট অফিস ও সিটি সেলস অফিসের অধীন। সিটি অফিস হচ্ছে হেড অফিস।

সাক্ষীর হাতে আরেকটি দলিল দেওয়া হলে সাক্ষী বলেন, এটা হচ্ছে ৬৫ সালের ২৮শে আগস্ট তারিখে যাত্রীদের তালিকার ফটোস্ট্যাট কপি।

সাক্ষী বলেন, যদি একই ব্যক্তি ২ জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ২ খানা টিকেট কেনেন তবে যাত্রীদের তালিকায় তাদের একজনের পর আরেক জনের নাম বসান হবে।

কোন যাত্রী যদি তার পুরা নাম দেয় তবে আমরা তাই লিখি। পিআইএ অফিস যাত্রীদের সকল তালিকার ফটোস্ট্যাট কপি রাখে না। যাত্রীদের তালিকার ফটোস্ট্যাট কপি আদৌ রাখার কোন নিয়মই নেই।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, টিকেটের কাউন্টার ফয়েল কত বছর রাখা হয় তা জানি না।

পিআইএ'র রাজস্ব বিভাগে এগুলো কতদিন রাখা হয় সে খবর করাচীর সদর দফতর দিতে পারে বলে সাক্ষী জানান।

সাক্ষীকে যাত্রীদের তালিকায় ফটোস্ট্যাট কপি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হয় যে, এখানে মোয়াজ্জেম হোসেনের নাম আছে কিনা।

সাক্ষী তা দেখে বলেন, এতে মোয়াজ্জেম হোসেনের নাম নেই। কতিপয় নাম পড়া যায় না।

মোহাম্মদ আমির হোসেন বা আমির হোসেন মিয়া বলে কারুর নাম আছে কিনা প্রশ্ন করা হলে সাক্ষী বলেন, এতে নেই।

নওয়াব আলীর জবানবন্দী

২১০নং সাক্ষী নওয়াব আলী বলেন, আমি মটোর ড্রাইভার। ১৯৬৪ সালে এই ড্রাইভিং-এর লাইসেন্স পেয়েছি।

আমি স্যালভেজ কোম্পানীর ডিরেক্টর জনাব কামালউদ্দিন আহমদকে চিনি। তার ড্রাইভার হিসেবে আমি তার জীপগাড়ী চালিয়েছি। উক্ত গাড়ীর নম্বর হচ্ছে ইবিএ ৯১৩৯। কামাল সাহেবের চাকুরী করার সময় আমি জনাব কে জি আহমদের বাসায় থাকতাম। কে জি আহমদের বাসায় ঐ জীপগাড়ীও থাকত। আমি শুনেছি যে, কে জি আহমদ শাহেব কামাল সাহেবের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

আমি কামাল সাহেবের স্ত্রীর ভাই সুলতানউদ্দিন সাহেবকেও চিনি। আমি যখন সুলতানউদ্দিন সাহেবকে দেখি তখন তার কোন দাঁড়ি ছিল না।

এই সময় সাক্ষীকে সুলতানউদ্দিনকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী কাঠগড়ার নিকট হতে ঘুরে এসে বলেন, তাকে চিনতে পারছি না।

তখন বাদীপক্ষের কৌসুলীর অনুরোধক্রমে সুলতানউদ্দিনকে দাঁড়াতে বলা হলে সুলতানউদ্দিন দাঁড়ান।

সুলতানউদ্দিনের দাঁড়ি আছে একথা রেকর্ড করার জন্য বাদীপক্ষ আবেদন জানালে তা রেকর্ড করা হয়।

সাক্ষী বলেন, সুলতানউদ্দিন সাহেব সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতেন। কামাল সাহেবের অধিনে আমি চাকুরী করার সময় সুলতানউদ্দিন ঢাকা হোটেলে থাকতেন। কামাল সাহেব ও কে জি আহমদের কথামতও জীপগাড়ী চালাতাম। এছাড়া অন্য কারুর কথায় চালাতাম না।

১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসের এক শনিবারে জনাব কে জি আহমদ আমাকে জীপ নিয়ে ঢাকা হোটেলে গিয়ে জনাব সুলতানউদ্দিনের সাথে দেখা করতে বলেন। আমি তার কথামত ঢাকা হোটেলে গিয়ে সুলতান সাহেবের সাথে দেখা করি। রাত সাড়ে ১২টার সময় পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করি। তারপর সুলতান সাহেব ও মুজিব নামক জনৈক ব্যক্তি এসে গাড়ীতে ওঠেন এবং বিমান বন্দরে যেতে বলেন। আমার মনে হয় মুজিবের তখন কোন দাঁড়ি ছিল না।

মুজিবকে শনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী কাঠগড়া ঘুরে এসে বলেন, তাকে শনাক্ত করতে পারব না। তখন বাদীপক্ষের কৌসুলীর অনুরোধে স্টুয়ার্ড মুজিবকে দাঁড়াতে বলা হয়। এবং মুজিবের দাঁড়ি আছে তা রেকর্ড করতে বলা হয়।

সাক্ষী বলেন, বিমানবন্দরে রাত ২টার সময় বিমান হতে ২ জন ভদ্রলোক নেমে এসে গাড়ীতে ওঠেন। সুলতানউদ্দিন আমাকে ধানমন্ডির ২নং রোডে ডাঃ খালেকের বাসায় যেতে বলেন। সেখানে জীপ পৌঁছলে করাচী হতে আগতদের একজন নেমে যান। গাড়ীতে আমি তাদের কথাবার্তা হতে জেনেছি যে, যিনি ২নং রোডে নেমেছেন তিনি হচ্ছেন জনাব মোয়াজ্জেম। তাকে আমি আর অন্য কোন সময় দেখিনি। এই সময় মোয়াজ্জেম হোসেনকে শনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী কাঠগড়ার নিকট গিয়ে কিছু সময় ঘুরে ফিরে দেখার পর বলেন, পারব না।

সাক্ষী বলেন, ডাঃ খালেকের বাড়ীতে জনাব মোয়াজ্জেমকে ছেড়ে আমরা ঢাকা হোটেলে ফিরে আসি।

বিমানে আরেকজন যিনি এসেছেন তিনি আমির হোসেন বলে আমি জেনেছি। আমির হোসেনের পাতলা গড়ন এবং মাথায় টাক আছে। ঢাকা হোটেলে তাদের সবাই নেমে যান। আমি কে জি আহমদের বাড়ী জীপ নিয়ে ফিরে যাই।

পরদিন সকাল সাড়ে ৮টা ৯টায় কে জি আহমদ আমাকে জীপ নিয়ে ঢাকা হোটেলে যেতে বলেন। আমি ঢাকা হোটেলে গিয়ে সুলতানউদ্দিনের সাথে দেখা করি। সেখান হতে সুলতান সাহেব, আমির হোসেন ও মুজিবকে ডাঃ খালেকের বাড়ী জীপে নিয়ে যাই। ডাঃ খালেকের বাড়ী যাওয়ার পর জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন এসে জীপে ওঠেন। তারপর ২নং রোডের শেষপ্রান্তে যাই। সেখানে জনাব মোয়াজ্জেম মুজিবকে জনাব মুজিবর রহমানের বাড়ী যেতে বলেন। তিনি নেমে গেলে জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে ঢাকা হোটেলে জীপ নিয়ে যেতে বলেন। ঢাকা হোটেলে ফিরে এসে এরা তিনজন নেমে যান। তারপর জনাব সুলতান উদ্দিনের নির্দেশে জীপ নিয়ে আমি কে জি আহমদের বাসায় ফিরে যাই।

পুলিশ আমার নিকট হতে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেছে। তার লিস্ট তৈরী করেছে। কামাল সাহেব আমাকে যে সার্টিফিকেট দেন তা পুলিশ নিয়ে যায়।

আজ বৃহস্পতিবার সাক্ষী নওয়াব আলীকে জেরা করা হবে।

সংবাদ

১৫ই নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

আরও ১২ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ

ঢাকা, ১৪ই নভেম্বর (পি পি আই)।–অদ্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার আরও ১২ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

অদ্য ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান সরকারী সাক্ষী নওয়াব আলীকে জেরা করেন। গতকল্য সাক্ষীর জবানবন্দী সমাপ্ত হয়।

অদ্যকার ১২ জন সরকারী সাক্ষীর মধ্যে ৪ জন শুধু ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেন। ৭ জনের জবানবন্দী ও জেরা সমাপ্ত হয়। সর্বশেষ সরকারী সাক্ষী সিদ্দিকুর রহমানের জবানবন্দী সমাপ্ত হইলে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়।

যেসব সরকারী সাক্ষীকে অদ্য ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করা হয়, তাঁহারা হইলেন জনাব এম,ইউ,আহমদ (চিকিৎসক), এস,এম, আনোয়ারুল ইসলাম (শুধু হাজিরা), আবুল কাশেম ও সিদ্দিকুর রহমান (উভয়েই রোড এণ্ড হাইওয়েজ), এ, লতিফ (শুধু হাজিরা), রুস্তম আলী মোল্লা, আবদুল করিম (হোটেল বয়), মোঃ হানিফ, সিরাজুল ইসলাম, শফিউদ্দীন, মোঃ হাফিজুদ্দীন ও আমানুল্লাহ (শুধু হাজিরা)।

অদ্যকার ১২ জন সাক্ষীর সকলেরই জবানবন্দী গ্রহণ করেন সরকারীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি জনাব টি, এইচ, খান ও জেরা করেন বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি জনাব জহিরুদ্দীন।

দৈনিক পয়গাম

১৫ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রির্পোটার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হইলে গতকল্য (বুধবার) বাদীপক্ষ আরও ১১ জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করেন। ইহার

মধ্যে করাচীর কেন্দ্রীয় ষ্টেট অফিসের জনাব এস, এ, কাদিরের জবানবন্দী ও জেরা ইতিপূর্বে আর একবার গৃহীত হয়।

গতকল্য অন্য যে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়, তাহারা হইতেছেনঃ রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার বাড়ীওয়ালা অবসরপ্রাপ্ত সাব-অর্ডিনেট জজ জনাব হারুনুর রশীদ, ঢাকাস্থ পি, আই, এ'র এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার এফ, এইচ, মীর্জা, পি,আই, এ'র ২জন কেরানী, জনৈকা বাড়ীওয়ালীর স্বামী মোহাম্মদ সিদ্দিক, টেলিফোন বিভাগের একাউন্ট্যান্ট রিয়াসত আলী, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের একজন কেরানী, ওয়াপদার একজন আলোকচিত্র শিল্পী, মোটর ড্রাইভার নওয়াব আলী ও একজন সাইকেল মেরামতকারী কারিগর।

এছাড়া বাদীপক্ষ গতকল্য আরও ২জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করেন। কিন্তু বিবাদী কৌঁসুলিগণও তাঁহাদের জেরা করেন নাই।

সাক্ষী হারুনুর রশীদ জবানবন্দীদানকালে বলেন যে, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সাব-অর্ডিনেট জজ। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে তাহার গেণ্ডারিয়াস্থ একটি বাসা তিনি রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার নিকট ভাড়া দেন। তিনি বলেন যে, বাড়ীতে একটি টেলিফোন আছে, যাহা আমীর হোসেন মিয়া ব্যবহার করিতে পারিতেন। বিবাদী কৌঁসুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আমীর হোসেন ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগ পর্যন্ত এই বাড়ীতে অবস্থান করেন। তিনি বলেন যে, ভাড়ার ব্যাপারে তিনি কোন দলীল সম্পাদন করেন নাই; কেননা তিনি টেনান্সী সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। সাক্ষী বলেন যে, তিনি ভাড়াটিয়াকে কোন ভাড়ার রসিদ দেন নাই; তবে তিনি ভাড়া গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য ইহার মধ্য হইতে অংশবিশেষ মিউনিসিপাল ট্যাক্স, টেলিফোন বিল ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ঐ বাড়ীতে ৬ মাস অবস্থানের জন্য আমীর হোসেন মিয়া তাহাকে ১৫শত টাকা দিয়াছেন।

সাক্ষী বলেন যে, সম্ভবতঃ ১৯৬১ কি ১৯৬২ সালে তিনি ঐ বাড়ীটি ক্রয় করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৬৫ সালের মে মাসে তিনি মোমেনশাহীতে বদলী হন। সাক্ষী বলেন যে, ঐ বৎসর শেষভাগেই তাঁহার পরিবারের সদস্যবর্গ সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত মোমেনশাহীতে মিলিত হন। তিনি বলেন যে, তাঁহার পরিবার সম্ভবতঃ ডিসেম্বর পর্যন্ত গেণ্ডারিয়াস্থ বাড়ীতে অবস্থান করেন।

সাক্ষী বলেন যে, বাড়ীতে ৫টি কক্ষ আছে এবং ইহার একটিতে টেলিফোন রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, ইহার দুইটি কক্ষ আমীর হোসেন মিয়ার নিকট ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল। সাক্ষী বলেন যে, অন্য অংশখানি ছিল বলিয়া আমীর হোসেন মিয়াই সম্পূর্ণ বাড়ীর দখলে ছিলেন। তিনি বলেন যে, আমীর হোসেন মিয়া বাড়ীর টেলিফোন এবং আসবাবপত্রও ব্যবহার করিতেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, আমীর হোসেনের নিকট ভাড়া প্রদান সম্পর্কিত কোন রেকর্ড নাই।

সাক্ষী হারুনুর রশীদ বলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমীর হোসেন উক্ত বাড়ী দখল করেন। তিনি বলেন যে, আমীর হোসেন তাঁহার নিকট টেলিফোনে বলেন যে, তিনি (আমীর) মাসে ১৭/১৮ শত টাকা বেতন পান এবং এই কথায় তিনি (সাক্ষী) বিশ্বাস করেন। সাক্ষ্য বলেন যে, সম্ভবতঃ ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিশ তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

সাক্ষী নওয়াব আলী ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দীদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি সাক্ষী কামালউদ্দিনের জীপচালক হিসাবে চাকুরী করিতেন। তিনি বলেন যে, সাক্ষী কে, জি, আহমদ কামালউদ্দিনের সম্পর্কীয় মামা বলিয়া শুনিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি কামালউদ্দিনের শ্যালক আসামী সুলতানউদ্দিনকে চেনেন। সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসের শেষভাগে কে, জি, আহমদের নির্দেশে তিনি জীপসহ ঢাকা হোটেলে সুলতানউদ্দিনের সহিত দেখা করিতে যান। সেখান হইতে তিনি সুলতানউদ্দিন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবের নির্দেশে তাহাদের লইয়া রাত্রে বিমানবন্দরে গমন করেন। সাক্ষী বলেন যে, একটি বিমানের আগমন প্রতীক্ষায় রাত্র ২টা পর্যন্ত তাহারা সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম, সুলতানউদ্দিন, আমীর হোসেন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে লইয়া শহরে আগমন করেন এবং ধানমণ্ডীর একটি বাড়ীতে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে নামাইয়া দেন। পরে অপর ৩ জনকে ঢাকা হোটেলে নামাইয়া দেন।

করাচী ষ্টেট অফিসের এস, এ, কাদির আগরতলা মামলার দ্বিতীয়বার সাক্ষ্যদানকালে গতকল্য বলেন যে, তাহার নিকট অফিসের যে রেকর্ড রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, করাচীর ক্লেটন রোডের একটি বাড়ী বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মিসেস জাহানারা জলিলের নামে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মিসেস জলিল তাহার নাম বদলাইয়া তাহার স্বামীর ভাইয়ের নামে বাড়ীটি বরাদ্দ করান। কিন্তু আসলে মিসেস জলিল তখন উক্ত বাড়ী ছাড়িয়া দেন নাই।

পি আই এ'র দুইজন কেরানী আবদুল মান্নান ও আবদুর রশীদ পি আই এ'র একটি ডজডার্ট গাড়ী আটক প্রসঙ্গে সাক্ষ্যদান করেন। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগের সহকারী একাউন্টস অফিসার রিয়াসত আলী উক্ত বিভাগ হইতে আটককৃত দুটি টেলিগ্রাফ আটকের বিষয় সাক্ষ্য দেন।

ওয়াপদার আলোকচিত্র শিল্পী আলী রেজা খান ও সাইকেল মেরামতকারী নাজিরুদ্দিন সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় একজন আলোকচিত্র শিল্পীর নিকট হইতে কতিপয় দলিল উদ্ধার করার সময় তাহারা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন অদ্য (বৃহস্পতিবার) সিগন্যালস্ মেসে পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৫ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বাদীপক্ষের আরও ১২ জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করা হয়। এই ১২ জনের মধ্যে ৪জনকে শপথ গ্রহণ করবার পর অব্যাহতি দেয়া হয়।

গতকাল শুনানীর শুরুতেই ২০১নং সাক্ষী নওয়াব আলীর জেরা শুরু হয়। পূর্ববর্তী দিনে তার জবানবন্দী নেয়া হয়েছিল। বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাকে জেরা করেন।

সালাম খানের জেরা

প্র–১৯৬৫ সালের কতদিন পূর্ব হতে আপনি কামালুদ্দিনের চাকুরী করতেন?

উ–প্রায় ৮/১০ মাস পূর্ব হতে।

প্র– কি হিসেবে?

উ–ড্রাইভার হিসেবে।

প্র–তার নিকট হতে সার্টিফিকেট নিয়েছেন?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–সার্টিফিকেট লওয়ার আগে আপনি কামালের কোন জীপ চালান নি একথা ঠিক?

উ–জীপ তার আগেও চালাতাম।

প্র–কামালুদ্দিনকে পুলিশ কখন ঘরে নিয়ে যায়?

উ–আমি জানি না।

প্র–১৯৬৭ সালে যখন কামালউদ্দিনকে কে জি আহমদের বাড়ীর ঢাকা হোটেলে দেখেন নি তখন কি তার খোঁজ করেছিলেন?

উ–জী না।

প্র–কামালউদ্দিন ১৯৬৭ সালে গ্রেফতার হওয়ার পর তার জীপের কি হল এবং কে সেটা চালাত?

উ–আমি বলতে পারব না। '৬৭ সালের ডিসেম্বরে আমি ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর জনাব সালামের ড্রাইভার ছিলাম। কামালের জীপের কি হল তা জানি না।

প্র– '৬৭ সালের ডিসেম্বরে কি জানতে পারেননি যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার তদন্ত চলছে?

উ–জী না।

প্র–৬৭ সালের ডিসেম্বরের পর কে জি আহমদের বা কামালের পরিবারের কোন লোক বা আত্মীয়-স্বজন আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?

উ–জী না।

প্র–এরপর হতে আজ পর্যন্ত কামালের সাথে আপনার দেখা হয়েছে?

উ–জী না।

প্র–কে জি আহমদের সাথে দেখা হয়েছে?

উ–জী না।

প্র–কোন সময় কামালের জীপ ছেড়ে এবং কে জি আহমদের বাড়ী ছেড়ে যান?

উ–জনাব কামালের স্ত্রী করাচী হতে ফিরে এলে কে জি আহমদের বাড়ী ত্যাগ করি। কামালের নিকট জীপ বুঝিয়ে দিয়ে যাই।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, তখন হতে ৭/৮ মাস আগে পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কামাল সাহেব ও তার পরিবার তখন কোথায় ছিলেন বলতে পারব না।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ ব্যতীত অন্য কোন লোকের কাছে কি বলেছেন যে, আপনি কামালের জীপ চালাতেন এবং বিমানবন্দর হতে ২জন লোক নিয়ে এসেছেন?

উ–জী না বলিনি।

প্র–পুলিশের সাথে প্রথম কোথায় দেখা হয়?

উ–ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের ডাঃ নঈমুর রহমানের বাসায় কাজ করার সময় পুলিশ আমার নিকট যায়।

প্র–কামালউদ্দিনের চাকুরী ছেড়ে দেয়ার পর এবং সালামের চাকুরী গ্রহণের আগে অন্য কারুর চাকুরী করেছেন?

উ–খাজা অটোরিকশায় কাজ করেছি।

প্র–খাজা অটোরিকশায় চাকুরী করতে যাওয়ার সময় কামাল বা কে জি আহমদকে কি এ কথা বলে গেছেন?

উ–জী না। আমি কোন ঠিকানাও তাদের দিয়ে যাইনি।

প্র–ডাঃ নঈমুর রহমান কি বলেছিল যে, পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে?

উ–জী না।

প্র–ঐ প্রথমবার জিজ্ঞাসাবাদের পর আর কখনও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?

উ–একবারই জিজ্ঞাসাবাদ করে।

তারপর পুলিশ একদিন আমার সার্টিফিকেট নিয়ে যায়। এই সময় কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, বাবুপুরা ফাঁড়িতে পুলিশ সার্টিফিকেট আটক করে। পুলিশ আমাকে সেখানে যেতে বলেছিল।
প্র–পুলিশের সাথে কোথায় দেখা হয়?
উ–একজন পুলিশ ডাঃ নঈমুর রহমানের বাড়ী গিয়ে আমাকে পরদিন সার্টিফিকেট নিয়ে বাবুপুরা ফাঁড়ীতে যাবার জন্য বলে।
প্র–কামালের নিকট হতে কোন সময় এই সার্টিফিকেট নেন?
উ–যখন তার চাকুরী ত্যাগ করি।
প্র–কামাল আপনাকে সার্টিফিকেট দিয়েছে এ কথা পুলিশ ভিন্ন অন্য কোন লোককে বলেছেন?
উ-কামালের চাকুরী ছাড়ার পর আমার পরবর্তী মালিককে তা দেখিয়েছি।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, প্রথম বার পুলিশের সাথে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে সাক্ষাতের ২/৩ দিন পর সার্টিফিকেট নিয়ে যাবার জন্য খবর দেয়।
সাক্ষী বলেন, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর কামালের আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারের কোন লোকের নিকট আমি যাইনি।
প্র–কামাল ও কে জি আহমদকে রক্ষা করার জন্য আপনি তাদের কথামত পুলিশের নিকট জবানবন্দী দিয়েছেন?
উ–এ কথা সত্য নয়।
প্র–স্যালভেজ কোম্পানীতে চাকুরী করার সময় কে জি আহমদ ঐ জীপগাড়ী ব্যবহার করতেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–তিনি কি এই কোম্পানীর সাথে যুক্ত ছিলেন?
উ–আমার মনে হয় তিনি এর চেয়ারম্যান ছিলেন।
প্র–আপনি যখন কে জি আহমদের বাড়ীতে জীপ রাখতেন তখন তার কোন গাড়ী বা জীপ ছিল?
উ–জী না।
প্র–আপনি বিয়ে করেছেন?
উ–আমি অবিবাহিত।
প্র–কে জি আহমদের বাড়ীতে কোথায় থাকতেন?
উ–চাকরদের জন্য যে ভিন্ন কোয়ার্টার ছিল সেখানে।
প্র–আপনাকে রাজারবাগে নেয়া হয়েছিল?
উ–প্রথমবার পুলিশ ডাঃ নঈমুর রহমানের বাড়ী হতে রাজারবাগে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে।
প্র–সেখানে কতদিন রেখেছিল?
উ–দেড় ঘণ্টা।

প্র–সঙ্গে কোন লোক গিয়েছিল?
উ–জী না।
প্র–তারপর কি আপনাকে আটক রেখেছিল?
উ–জী না।
প্র–এ কথা কি সত্য যে, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর হতে আপনি মাসে একশ টাকা করে পান?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–এই মামলায় সাক্ষ্য দেয়ার কোন সমন পেয়েছেন, না পুলিশ আপনাকে এখানে আসতে বলেছে?
উ–সমন পেয়েছি।
প্র–বর্তমানে আপনি কোথায় থাকেন?
উ–নীলক্ষেত বস্তিতে।
প্র–এটা কি সরকারী কোয়ার্টার?
উ–সিরাজ মেম্বারের বাড়ী।
প্র–ওখানে কি পুলিশ ফাঁড়ি আছে?
উ–আমি এরূপ ফাঁড়ির খবর জানি না।
প্র–এ কথা কি ঠিক যে, আপনার ওপর যেন নজর রাখা যায় সেজন্যই পুলিশ আপনাকে এখানে রেখেছে?
উ–এ কথা সত্য নয়।
প্র–সিরাজ মেম্বার কে?
উ–সে আমার আত্মীয় নয়। সে একজন বিডি মেম্বার।
প্র–আজ হতে কদিন আগে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীর জন্য হাজির করা হয়েছিল?
উ–তারিখ মনে নেই।
প্র–এই জবানবন্দী কোথায় নেয়া হয়েছিল?
উ–ঢাকার আদালত ভবনে–সদরঘাট এলাকায়।
প্র–কোন লোক আপনাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল?
উ–সাদা পোশাকের একজন লোক সঙ্গে নিয়ে যায়। তিনি পুলিশের লোক কিনা জানি না। আমাকে সকাল ১০টায় ডাঃ নঈমুর রহমানের বাড়ী হতে নিয়ে যায়।
প্র–আগে কি একথা জানান হয়েছিল যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীর জন্য যেতে হবে?
উ–ডাঃ নঈমুর রহমান আমাকে বলেন যে, পরদিন ভোরে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যেতে হবে। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে গিয়ে তাঁকে আমার জবানবন্দী নিতে বলেন।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পুলিশ অফিসার নিয়ে গিয়েছিল?
উ–উক্ত ব্যক্তি পুলিশ অফিসার কিনা জানি না।
প্র–কোন ভাষায় জবানবন্দী দিয়েছেন?
উ–বাংলায়।
প্র–ঢাকা হোটেলে কি প্রতিদিন যেতেন না যখন বলা হত তখনই যেতেন?
উ–যখন যেতে বলা হতো তখনই যেতাম।
প্র–কামালউদ্দিন যখন হোটেলে থাকতেন তখনও কি কে জি আহমদ আপনাকে কোথায় যেতে হবে তা বলে দিতেন?
উ–কামালউদ্দিনের নিকট হতে দিনের শেষে বিদায় নেয়ার সময় তিনি পরবর্তী দিন কোথায় যেতে হবে বলে দিতেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি ঢাকা হোটেলে কামালউদ্দিনের রুমে গিয়েছি। তার রুম নম্বর মনে নেই। কতবার গেছি তাও মনে নেই। ওটা ডবল সিটের রুম। ঐ রুমের সাথে কোন অফিস ছিল কিনা মনে নেই।
প্র–জীপের ছাদে কোন বাতি ছিল?
উ–জী না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে ঐ রাতে ডাঃ খালেকের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আসার আগে তার সাথে আর কখনও দেখা হয়েছিল?
উ–জী না।
প্র–আমির হোসেনকে ঐ তারিখের আগে আর কখনও দেখেছেন?
উ–তার আগে দেখেছি।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, কামালউদ্দিন সময় সময় কে জি আহমদের রামকৃষ্ণ মিশন রোডের বাড়ীতে থাকতেন।
প্র–আপনি এই আদালতে জবানবন্দীতে বলেছেন যে, কামাল কে জি আহমদের বাড়ীতে থাকতেন। এখন কেন বলছেন যে, সময় সময় তিনি কে জি আহমদের বাড়ীতে থাকতেন?
উ–জবানবন্দীর সময় আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি যে, কামাল কোথায় থাকতেন। তাই বলেছি, তিনি কে জি আহমদের বাড়ীতে থাকতেন।
প্র–আমির হোসেনকে কখন থেকে চিনতেন?
উ–বিমানবন্দর হতে আসার সময় দেখার ৪/৫ মাস পূর্ব হতে চিনতাম।
এই সময় আদালত সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, বিমান বন্দর হতে নিয়ে আসার সময় তিনি আমির হোসেনের নাম প্রথম শুনেছেন বলে এখানে জবানবন্দী দিয়েছেন এখন কেন বলছেন যে, তাকে আগে চিনতেন। সাক্ষীর এই দুটি উক্তির কোনটা সত্য।
জবাবে সাক্ষী বলেন, ঐ ঘটনার ৪/৫ মাস পূর্ব হতেই চিনতাম এ কথা সত্য।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি বলেছেন যে, আমির হোসেনের নাম জীপে করে ঢাকা হোটেলে যাওয়ার সময় শুনেছেন?
উ–আমার মনে নেই (এরূপ রেকর্ড আছে)।
প্র–পুলিশের নিকটও কি বলেছেন যে, আমির হোসেনের নাম পরে জানতে পেরেছেন?
উ–আমার মনে নেই (এরূপ রেকর্ড আছে)।
প্র–যেদিন ঐ তিন ব্যক্তিকে ঢাকা হোটেলে রেখে আসলেন সেদিন কি বার ছিল?
উ–প্রথম দিন ছিল শনিবার।
প্র–বিমানবন্দর হতে ঢাকা হোটেলে কখন পৌঁছুলেন?
উ–রাত ২-৩০ মিনিটে বা তিনটায়।
প্র–পরদিন যেদিন হোটেলে আসতে বলা হল সেদিন কি বার ছিল?
উ–রোববার।
প্র–ঐ রাতের আগে আপনি ডাঃ খালেকের বাড়ী গেছেন?
উ–জী না।
প্র–ডাঃ খালেকের নাম এর আগে শুনেছেন?
উ–শুনেছি।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশের নিকট তার নাম বলেছেন কি?
উ–মনে নেই (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র-ডাঃ খালেকের ডিসপেনসারী কোথায়?
উ–আমি জানি না।
প্র–আপনাকে তিনি কখনও চিকিৎসা করেছেন?
উ–জী না।
প্র-তার কাছে কোন রোগী নিয়ে কখনও গেছেন?
উ-জী না।
প্র–পুলিশের নিকট হতে ডাঃ খালেকের নাম শুনেছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–পরদিন যখন জীপ নিয়ে ডাঃ খালেকের বাসায় এসে মোয়াজ্জেমকে ডাকা হল তখন জীপ হতে কেউ নেমেছিল?
উ–জীপ ডাঃ খালেকের বাড়ীর সামনে আসার পর হর্ন দেই। তখন মোয়াজ্জেম নেমে আসেন।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি বলেছেন যে, সুলতানউদ্দিন বাড়ীর সামনে গিয়ে নেমেছেন?
উ–মনে নেই (এরূপ রেকর্ড আছে)।

প্র–কোন রাস্তা দিয়ে ডাঃ খালেকের বাড়ী হতে ঢাকা হোটেলে গেছেন?
উ–তার বাড়ী হতে নিউমার্কেট গিয়ে সেখান হতে নওয়াবপুর রেলগেট হয়ে ঢাকা হোটেলে যাই।
প্র–আপনি ধানমন্ডি ৩২নং রোড চিনেন?
উ–চিনি।
প্র–ডাঃ খালেকের বাড়ী হতে ৩২নং রোড হয়ে যাওয়ার দরকার করে না-এ কথা কি ঠিক?
উ–ঠিক।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, স্টুয়ার্ড মুজিবকে মুজিবর রহমানের বাড়ী যাওয়ার জন্য যেখানে নামিয়ে দেয়া হয় সেখানে কোন রিকশা বা অটোরিকশা পাওয়া যায় কিনা মনে নেই।
প্র–সকালে কোন সময় মুজিবকে সেখানে নামিয়ে দেন?
উ–সাড়ে ৯টা অথবা পৌণে দশটায়।
প্র–তারপর ঢাকা হোটেলে পৌছার পর আপনাকে সেখানে থাকতে বলা হল না পরে এসে তাদের নিয়ে যেতে বলা হল?
উ–আমাকে চলে যেতে বলা হল। আমি কে জি আহমদের বাসায় ফিরে যাই।
প্র–ঐদিন ঢাকা হোটেলে জীপ নিয়ে আর যেতে বলা হয়নি?
উ–জী না।
প্র–এর আগে বিমানবন্দরে কোন লোককে আনতে গিয়েছেন?
উ-মনে নেই।
প্র–কে জি আহমদকে কোন সময় বিমানবন্দর হতে নিয়ে এসেছেন?
উ–কখনও আনি নি।
প্র-কামালউদ্দিনকে কখনও বিমানবন্দর হতে নিয়ে এসেছেন?
উ-মনে নেই।
প্র–সুলতানউদ্দিনকে অন্য কোন সময় বিমানবন্দর হতে নিয়ে এসেছেন?
উ–মনে নেই।
প্র–বিমানবন্দর হতে ২ ব্যক্তিকে নিয়ে আসা এবং একজনকে ডাঃ খালেকের বাড়ী নামিয়ে দেয়া। এগুলো পুলিশ, কে জি আহমদ ও কামালের পরামর্শমত বলছেন এবং এগুলো সব মিথ্যা কথা?
উ–এই উক্তি সত্য নয়।
আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি যে বাড়ীতে থাকি তা কার বাড়ী জানি না। তার জন্য আমি সিরাজ মেম্বারের নিকট ভাড়া দেই।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কর্মচারীর সাক্ষ্য

ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ঢাকাস্থ লোক্যাল অফিসে সাব-একাউন্ট্যান্ট জনাব মোহাম্মদ শফিউদ্দীন তার জবানবন্দীতে বলেন, ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী হতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত আমি এই ব্যাঙ্কের মাদারীপুর শাখা ব্যাঙ্কে নিযুক্ত ছিলাম।তখন পুলিশ আমার সামনে ব্যাঙ্কের কিছু কাগজপত্র আটক করে এবং আমার সমক্ষেই সিজার লিস্ট তৈরী করে। আদালতের এই সিজার লিস্টই সেটি এবং এতে আমার দস্তখত আছে। এগুলো একাউন্ট স্টেটমেন্ট, পে-ইন-স্লিপ ও চেকগুলির সার্টিফায়েড কপি। এসবই জনৈক মুজিবর রহমানের।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহীরুদ্দীনের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, ২৬-২-৬৮ তারিখে লেজারের এসব কপি তৈরী করা হয়। কাগজপত্র আটকের জন্য পুলিশ বেলা প্রায় একটায় যায় এবং ব্যাঙ্কে প্রায় এক ঘণ্টা থাকে। তারা লেজার বইও নিয়ে যায়। আমি ট্রাইব্যুনালে আজ সেই লেজার বই দেখছি না। সাক্ষী পরে বলেন, লেজার বইটি পুলিশ নিয়েছিল না। সেটি এখনও ব্যাঙ্কে আছে।
প্র–সিজার লিস্টের ২নং তালিকায় কি লেখা আছে?
উ-লেখা আছে যে, "ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মাদারীপুর শাখার সেভিংস একাউন্টের ২নং লেজার বই।"

এরপর সাক্ষী বলেন, চেকগুলো সবই বেয়ারার চেক। চেকগুলোর পেছনের দস্তখতগুলো প্রাপকের নিজস্ব স্বাক্ষর কিনা আমি বলতে পারি না। এগুলো সবই "সেলফ" লেখা চেক, তাই যে টাকা উঠিয়েছে তাকেও পেছনে দস্তখত দিতে হয়েছে। যে কেহ একাউন্ট নম্বর দিয়ে ঐ একাউন্টে টাকা জমা দিতে পারে।

আবুল কাসেমের সাক্ষ্য

রোড এন্ড হাইওয়েজ ডিরেক্টরেটের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের হেডক্লার্ক জনাব আবুল কাসেম তার জবানবন্দীতে ডেমরা-দাউদকান্দি সড়কে চলাচলকারী যানবাহনের উপর টোল ধার্য করা সম্পর্কে ডিরেক্টরেটের সিদ্ধান্ত ও হার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন।

গতকাল ক্যাসারিনা হোটেলের 'বয়' আবদুল করিম, চট্টগ্রামের জামাল খান লেনের আনোয়ারুল ইসলামকে শুধু কোর্টে হাজির করা হয়। তাদের কেহ কোন প্রশ্ন করেননি।

এছাড়া খুলনার হাফিজউদ্দীন, দাউদকান্দি ফেরীঘাটের আমানুল্লাহর সংক্ষিপ্ত সাক্ষ্য জেরা করা হয়। সি এন্ড বি ডিপার্টমেন্টের এসিসট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার জনাব সিদ্দিকুর রহমানের সাক্ষ্য অসমাপ্ত থাকাকালে গতকালকের অধিবেশন শেষ হয়।

সংবাদ

১৬ই নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

জেরার জবাবে সরকারী সাক্ষী এস আই আলতাফ হোসেন বলেনঃ

'২৭শে ফেব্রুয়ারীর রিকুইজিশনের প্রেক্ষিতে ৩রা ফেব্রুয়ারী হোটেল ডিনোফার রেজিষ্টার আটক করি'

ঢাকা, ১৫ই নভেম্বর (পি পি আই)।–অদ্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলায় আরও ৭ জন সরকারী সাক্ষীকে হাজির করা হয়।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অদ্যকার অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সাক্ষী সিদ্দিকুর রহমান তাঁহার গতকল্যকার অসমাপ্ত জবানবন্দী সমাপ্ত করেন।

যে ৭ জন সরকারী সাক্ষীকে অদ্য ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় তাঁহারা হইতেছেন জনাব আবদুল মান্নান (মহকুমা ইঞ্জিনীয়ার, সড়ক নির্মাণ), ঢাকা জেলার শিবালয় থানার অধিবাসী জনাব কফিলুদ্দীন মিয়া ও জনাব তসিরুদ্দীন, চট্টগ্রামের হোটেল শাহজাহানের ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান, চট্টগ্রাম সদরঘাটের ব্যবসায়ী জনাব আবদুল মালেক, চট্টগ্রাম মোটর কর্পোরেশনের একাউন্ট এ্যাসিসট্যান্ট জনাব মুখতাব হামিদ ও জনাব আলতাফ হোসেন (এস, আই, পুলিস, ফেনী)।

বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি জনাব টি,এইচ,খান সরকারী সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন । অপরপক্ষে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান ৩ জন এবং জনাব আবদুল মালেক ১ জন সরকারী সাক্ষীকে জেরা করেন।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান সরকারী সাক্ষী জনাব আলতাফ হোসেনকে জেরাকালে আজকের মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলবতী হইয়া যায়। আগামী সোমবার সকাল ৯ টায় পুনরায় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

সরকারী সাক্ষী ফেনীর এস, আই (পুলিস) জনাব আলতাফ হোসেন জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে বলেন যে, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ঢাকাস্থ ডি,এস,পি জনাব এ,কে,এম আহসানুল্লাহ কর্তৃক ১৯৬৮ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ফেনীর এস,ডি,পি,ও'র নিকট প্রেরিত রিকুইজিশনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৯৬৮ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী ফেনীস্থ হোটেল ডিনোফার রেজিষ্টার আটক করেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী রিকুইজিশন প্রেরিত হইলে কী করিয়া ৩রা ফেব্রুয়ারী হোটেল রেজিষ্টার আটক করা যায়, ট্রাইব্যুনাল উহা জানিতে চাহিলে সাক্ষী

বলেন যে, একটি সার্চ ওয়ারেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে হোটেল রেজিষ্টার আটক করা হয় এবং উহারই পরে রিকুইজিশন যায়।

পূর্বাহ্নে সাক্ষী তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ১৯৬৭ সনের জুলাই হইতে ফেনী থানার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং এখনও সেখানেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি সাক্ষীর উপস্থিতিতে ৩রা ফেব্রুয়ারী ডিনোফা হোটেলের রেজিষ্টার এবং ১৯৬৮ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী ফেনী টেলিগ্রাফ অফিস হইতে একটি টেলিফোন রিসিট বুক আটক করেন।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি শুধু দলিলগুলিই আটক করেন, কোনরূপ তদন্ত করেন নাই। দলিলগুলি আটক করার পূর্বে ফেনীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কোন তদন্তকারী অফিসারের সহিত তাহার দেখা হয় নাই। জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি ফেনীর সি এণ্ড বি ডাকবাংলোয় যান এবং উহার রেজিষ্টার আটক করেন।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ফেনী শহরস্থিত হোটেল এম্পায়ারের ম্যানেজার রহুল আমিনকে চিনেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে রুহুল আমিন ও ওয়াহাবকে থানায় লইয়া আসা হয় নাই। রহুল আমিন ও ওয়াহাব অথবা অন্য কাহাকেও ঢাকায় লইয়া আসার ব্যাপারে কোন রিকুইজিশন প্রেরণের কথা সাক্ষী জানেন না বলিয়া জানান।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীর হাতে একটি সার্চ ওয়ারেন্ট দিলে তিনি বলেন যে, উহা সেই সার্চ ওয়ারেন্ট যদ্বারা তিনি হোটেল ডিনোফার রেজিষ্টার আটক করেন। ইহার পর সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের একটি অংশ সাক্ষীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। রিপোর্টে উক্ত অংশে লিখিত আছে, "আমি যাহাদের অনুসন্ধান করিতেছি, রেজিষ্টারে তাহাদের নামের এন্ট্রি দেখিতে পাইলাম না।"

ইহার পর জনাব সালাম খান প্রশ্ন করেনঃ এই লোকগুলো কে?

জবাবে সাক্ষী বলেনঃ সুলতান উদ্দীন আহমেদ, বি, এম, আবদুস সামাদ, দলিলুদ্দীন ও আলী রেজা।

সাক্ষী বলেনঃ এই নামগুলো আমি রেজিষ্টারে দেখিনি।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ৭ই ফেব্রুয়ারী ফেনীতে টেলিফোন রিসিট বুক আটককালে কোন তদন্তকারী অফিসারের সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই।

পূর্বাহ্নে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি সরকারী সাক্ষী সিদ্দিকুর রহমান ও আবদুল মালেককে জেরা করেন। সরকারী সাক্ষী মুখতার আহমেদের জবানবন্দী সমাপ্ত হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি তাঁহাকে কোন জেরা করেন নাই।

দৈনিক পয়গাম

১৬ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রির্পোটার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বাদীপক্ষ গতকল্য (শুক্রবার) আরও ৭ জন নূতন সাক্ষী উপস্থিত করেন। এই নূতন সাক্ষিগণ হইতেছেনঃ পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর আলতাফ হোসেন, সড়ক নির্মাণ বিভাগের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মান্নান, চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী আবদুল খালেক, চট্টগ্রাম হোটেল শাহজাহানের ম্যানেজার মোঃ সোলায়মান, চট্টগ্রামের মোটর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহকারী একাউনট্যান্ট মোখতার আহমদ এবং আরিচার নিকটবর্তী শিবালয় গ্রামের দুইজন অধিবাসী। ইহার মধ্যে বাদীপক্ষ একজনকে কেবল আদালতে হাজির করেন। বিবাদীপক্ষও তাহাকে কোনরূপ জেরা করেন নাই।

প্রারম্ভে আর এন্ড এইচ বিভাগের সাব-এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিদ্দিকুর রহমানের অসমাপ্ত জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় এবং বিবাদীপক্ষ পরে তাহাকে জেরা করেন।

পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর জনাব আলতাফ হোসেন কথিত ষড়যন্ত্রকারীদের ২-সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদের আগরতলা গমন সম্পর্কিত কতিপয় দলিল আটক প্রসঙ্গে সাক্ষ্যদান করেন। তিনি জবানবন্দীতে বলেন যে, ১৯৬৭ সালের জুলাই হইতে তাঁহাকে ফেনী থানায় নিয়োগ করা হয়। তিনি বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি হোটেল ডিনোফার একটি রেজিষ্টার ও ৭ই ফেব্রুয়ারী ফেনী টেলিগ্রাফ অফিস হইতে একখানি ট্রাঙ্ককল রশিদ বহি আটক করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী আলতাফ হোসেন বলেন যে, ঢাকার স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট জনাব আহসান উল্লাহর রিকুইজিশন অনুযায়ী উক্ত দলিল আটক করেন। তিনি বলেন যে, তাহার নিকট সেই রিক্যুইজিশন রহিয়াছে। সাক্ষী বলেন যে, রিকুইজিশনপত্র ফেনী মহকুমা পুলিশ অফিসারের বরাবরে প্রেরিত এবং মহকুমা পুলিশ অফিসার তাহা তাহার (সাক্ষীর) নিকট অর্পণ করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, রিকুইজিশনে ১৯৬৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর তারিখ রহিয়াছে। এই পর্যায়ে কোর্ট জিজ্ঞাসা করেন যে, ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের রিকুইজিশন অনুযায়ী ৩রা ফেব্রুয়ারী হোটেল ডিনোফার রেজিষ্টার আটক করা সম্ভব হইল কি করিয়া। অতঃপর সাক্ষী নিজ

বক্তব্য সংশোধন করিয়া বলেন যে, একটি তল্লাশী পরোয়ানার ভিত্তিতে হোটেল ডিনোফার রেজিষ্টার আটক করা হয় এবং রিকুইজিশনপত্র পরে প্রেরণ করা হয়। এই সময় সরকারী কৌসুলী সাক্ষীর নিকট একখানি তল্লাশী পরোয়ানা অর্পণ করেন এবং সাক্ষী তাহা সনাক্ত করেন।

আলতাফ হোসেন বলেন যে, হোটেল ডিনোফার রেজিষ্টারে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এন্ট্রি খুঁজিয়া পান নাই। তিনি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ হইতেছেন সুলতানউদ্দিন, দলিলউদ্দিন আহমদ, আবদুস সামাদ ও আলী রেজা (কথিত ২ সদস্যবিশিষ্ট আগরতলা প্রতিনিধিদলের অন্যতম বলিয়া উল্লেখিত)। গতকল্যকার অন্যান্য সাক্ষীও এই মামলার সহিত জড়িত বিভিন্ন সার্চ ও সিজার সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করেন।

আগামী সোমবার ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুনানীকালে বাদীপক্ষের আরও ৮ জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করা হয়। এই ৮ জনের মধ্যে ৪জনকে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীরা কোন জেরা করেননি।

গতকাল পর্যন্ত বাদীপক্ষ মোট ১১৯ জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালের নিকট হাজির করেছে। দু'দিন বিরতির পর আগামী সোমবার পুনরায় শুনানী শুরু হবে।

গতকাল শুনানীর শুরুতে বাদীপক্ষের ১২৪নং সাক্ষী সিদ্দিকুর রহমানের অসমাপ্ত জবানবন্দী নেয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, ঢাকা হতে সড়কযোগে চট্টগ্রাম যেতে হলে প্রথম শীতলক্ষ্যা, তারপর মেঘনা নদী ও পরে গোমতী-মেঘনা পার হতে হয়।

সাক্ষী দুটি ফেরীঘাটের ৯টি সড়কের রেজিস্টার আদালতে শনাক্ত করেন এবং এই রেজিস্টারগুলোতে বিভিন্ন সময়ে গাড়ী পারাপারের এনট্রি শনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, ঢাকা হতে সড়কযোগে চট্টগ্রাম যেতে হলে এই ফেরী পার না হয়েও নারায়ণগঞ্জ দিয়ে আইডব্লু টি-এর ফেরীযোগে দাউদকান্দি ডব্লু টি-এর ফেরীযোগে দাউদকান্দি হয়ে যাওয়া যায়।

আই ডব্লু টি-এর ফেরীতে গাড়ী পারাপারের সময় গাড়ীর নম্বর রেকর্ড করা হয় কিনা আমি জানি না।

সালাম খানের জেরা

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি ১৯৬৬ সালের ৬ই এপ্রিল কাচপুর রোডস্ এ্যান্ড হাইওয়েজ অফিসে যোগদান করি। এই অফিস শীতলক্ষ্যার পাড়ে ডেমরার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ঢাকা হতে চট্টগ্রাম সড়কযোগে গমনের পথে এটা প্রথম ফেরী।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, দ্বিতীয় ফেরী মেঘনা নদীতে। এই ফেরীঘাটের নাম আমি জানি না। এই ফেরী আমি পার হয়েছি। মাইল ভিত্তিতে আমাদের টিএ দেয়া হয়। ঘাটের নাম আমি বলতে পারব না। আমাদের সাবডিভিশনাল অফিস এই ফেরীগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। সাক্ষী বলেন, দাউদকান্দি ফেরীর অপর পাড় হচ্ছে ঝাউশিয়া।

প্র–আপনি কখনও কোন ফেরীঘাটে অবস্থান করেছেন?

উ–আমি একটানা ২/৩ ঘণ্টা অবস্থান করেছি।

সাক্ষীকে ফেরী গাড়ী রেজিস্টারের একটি এনট্রি দেখান হলে সাক্ষী বলেন, এটা কার হাতের লেখা তা আমি বলতে পারব না। ফেরীম্যান রেজিস্টারে এনট্রি লেখেন। বিভিন্ন সময়ে একই ঘাটে ফেরীম্যান বদল হয়। প্রতি ফেরীতে ৬ জন খালাসী থাকে।

সাক্ষী বলেন, কোন গাড়ী যদি একটি ফেরী অতিক্রম করে এবং আবার ফিরে আসে তবে উভয় বারই তা রেজিস্টারে এনট্রি করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ হতে আই ডব্লু টি এ বড় ফেরীতে যাত্রী এবং গাড়ী পার করে। নারায়ণগঞ্জ হয়ে আই ডব্লু টিএ ফেরীযোগে কুমিল্লা যেতে শীতলক্ষ্যার কাচপুর হয়ে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগে। ঐ সময়ে সড়কযোগে এই তিনটি ফেরী পার হতে মাত্র তিন টাকা লাগত।

সাক্ষী বলেন, নারায়ণগঞ্জ হতে আই ডব্লু টিএ ফেরীযোগে দাউদকান্দি পর্যন্ত প্রতি গাড়ীর ভাড়া ২৫টাকা এবং যাত্রীভাড়া ৫ টাকা কিনা আমি জানি না।

প্র–দাউদকান্দিতে আই ডব্লু টিএ-র ফেরীঘাট ও আপনাদের ফেরীঘাটের দূরত্ব কত?

উ–আমি জানি না।

সাক্ষী পুনরায় বলেন, এই দূরত্ব ২শ ফুট। আই ডব্লু টিএ ফেরী পার করার জন্য গাড়ীর নম্বর রেকর্ড করার কোন রেজিস্টার রাখে কিনা জানি না।

সড়কের ফেরী প্রসঙ্গে সাক্ষী বলেন, গাড়ী কোন সময় পার হয়েছে তাতে সময়ের উল্লেখ নেই। গাড়ীর মালিক এবং চালকের নামও উল্লেখ নেই।

আবদুল মান্নানের সাক্ষ্য

সাক্ষী আবদুল মান্নান বলেন, আমি ভিটিকান্দি রোড ডিভিশন ৩-এর অধীনে একজন সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ার, ৬৭ সালের নবেম্বর হতে ৬৮ সালের মে

মাস পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে পুলিশ কাচপুরে আমার অফিস হতে কতিপয় রেজিস্টার আটক করে।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি কখনও সরকারী কাজে বা ব্যক্তিগত কাজে আইডব্লুটিএ ফেরীযোগে নারায়ণগঞ্জ হতে দাউদকান্দি পর্যন্ত ভ্রমণ করিনি এবং তারা গাড়ীর নম্বর লিখে কোন রেজিস্ট্রার রাখে কিনা তাও জানি না।

১২৭নং সাক্ষী ঢাকা জেলার শিবালয়ের অধিবাসী তফিজউদ্দীন মিয়া বলেন, আরিচাঘাটে পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের টার্মিনাল সুপারিনটেনডেন্ট-এর অফিস চিনি। আমার বাড়ী ঘাটের নিকটে। ৬৮সালের মার্চ মাসে আমার উপস্থিতিতে পুলিশ ঐ অফিস হতে কিছু কাগজপত্র আটক করে। আটক বইগুলোর প্রত্যেকটিতে আমি সই করেছি।

বিবাদীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেননি

১২৮নং সাক্ষী তছিরউদ্দীন মিয়া বলেন, আমি আরিচাঘাটের শিপিং কর্পোরেশন-এর টার্মিনাল সুপারের অফিস চিনি। ৬৮ সালের মার্চ মাসে পুলিশ ঐ অফিস হতে কতকগুলো কাগজপত্র আমার উপস্থিতিতে আটক করেছে। আটক বইগুলোতে আমি সই করেছি।

এই সাক্ষীকেও বিবাদীপক্ষ জেরা করেননি

৯৩নং সাক্ষী মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, আমি চট্টগ্রামের হোটেল শাহজাহানে ৬২ সাল হতে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত আছি। ৬৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ আমাদের হোটেল হতে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেছে। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম।

সাক্ষীর হাতে একটি খাতা দেয়া হলে সাক্ষী বলেন, এটি আমাদের হোটেলের বিল বহি। এতে হোটেলের কপি রয়েছে। শেখ মুজিবর রহমানের নামে এই বিল তৈরী করা হয়েছে। বিলের তারিখ হচ্ছে ২৫-৩-৬৬ সাল। এটা হোটেলের রিসেপসনিস্টের হাতের লেখা। তার লেখা আমি চিনি।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, শেখ মুজিবর রহমানকে আমি একবার দেখেছি। আমাদের হোটেলে তিনি যখন ছিলেন তখন বহুলোক সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত।

৯৪নং সাক্ষী সোমেশ্বর নাহাকে শপথ নেওয়ার পর অব্যাহতি দেয়া হয়।

১১৩নং সাক্ষী আবদুল মালেক বলেন, আমি চট্টগ্রামের সদরঘাটের একজন জেনারেল মার্চেন্ট। আমি প্রধানতঃ মোটর সাইকেল ও তার খুচরা অংশ আমদানী করি।

৬৮ সালের ১২ই মার্চ পুলিশ আমার দোকান তল্লাশী করে কতিপয় কাগজপত্র আটক করে।

সাক্ষীকে একখানা কাগজ দেখান হলে সাক্ষী বলেন, এই ক্যাশমেমো আমি লিখেছি। একটি মোটর সাইকেল বিক্রয়ের জন্য জনৈক শামসুল হকের নামে এই মেমো ইস্যু করা হয়।

জনাব আবদুল মালেকের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৪-৪-৬৭ তারিখে এই মেমো ইস্যু করা হয়। ঐ তারিখেই মোটর সাইকেল বিক্রয় হয়েছে এবং ঐদিনই টাকা পেয়েছি।

৮৬নং সাক্ষী মোখতার আহমদ বলেন, আমি চট্টগ্রাম মোটর কর্পোরেশনের একাউন্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট। পুলিশ আমার সামনে আমাদের অফিস তল্লাশী করে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেছে।

বিবাদীপক্ষ সাক্ষীকে জেরা করেননি।

এস আই আলতাফ হোসেনের জবানবন্দী

৮০নং সাক্ষী ফেনী থানার এস আই আলতাফ হোসেন বলেন, ৬৭ সালের জুলাই হতে আমি ফেনী থানায় নিযুক্ত আছি। ৩-২-৬৮ তারিখে আমি হোটেল ডেনোফার রেজিস্টার আটক করি। ৭-১০-৬৮ তারিখে আমি ফেনী ট্রাঙ্ককল অফিস হতে ট্রাঙ্ককলের রশিদ বই আটক করি।

সালাম খানের জেরা

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি ফেনী থানার ওসি নই।

প্র-কে আপনাকে তল্লাশীর নির্দেশ দেন?

উ–ঢাকার স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি এ কে এম আহসানউল্লার নিকট হতে রিকুইজিশন পেয়ে তল্লাশী করি। উভয় ক্ষেত্রেই আমি তাঁর নিকট হতে নির্দেশ পাই।

সাক্ষী বলেন, এই রিকুইজিশন ফেনীর মহকুমা পুলিশ অফিসারকে সম্বোধন করে পাঠান হয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হলে আমি এগুলো আটক করি।

প্র–আপনি রিকুইজিশন স্লিপ কখন পেয়েছেন এবং কখন তল্লাশীর পর রিপোর্ট দিয়েছেন?

উ–২৮-২-৬৮ তারিখে আমাকে নির্দেশ করা হয়। ২-৩-৬৮ তারিখে আমি আমার রিপোর্ট দিয়েছি।

সাক্ষী বলেন, আমি শুধু দলিলপত্র আটক করেছি। কোন প্রকার তদন্ত চালাইনি। আমি ডেনোফা হোটেলে গিয়ে রেজিস্টার আটক করেছি।

উক্ত হোটেলে রেজিস্টার আটক করার আগে এই মামলার তদন্তকারী কোন অফিসারের সাথে ফেনীতে আমার দেখা হয়নি।

আমি ফেনীর সি, এ্যান্ড বি'র ডাকবাংলোতে গিয়েছিলাম। আমি ঐ ডাকবাংলোর রেজিস্টার আটক করেছি।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, আমি রহুল আমিনকে চিনি। তিনি ফেনীর হোটেল আপ্যায়নের ম্যানেজার।

আবদুল ওহাব ও রুহুল আমিনকে আমার উপস্থিতিতে থানায় আনা হয়নি।

সিজার লিস্ট তৈরী করা হয়েছে ওহাবকে ঢাকা পাঠাবার জন্য। ঢাকা হতে কোন রিকুইজিশন বা শমন আমাদের থানায় পাঠান হয়নি।

আদালত সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন যে, এই কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সিজার লিস্ট তৈরী করা হয়েছে ৩-২-৬৮ তারিখে অথচ হোটেল রেজিস্টার আটকের রিকুইজিশন দেওয়া হয়েছে ২৭-২-৬৮ তারিখে কিভাবে?

জবাবে সাক্ষী বলেন, বস্তুতঃ আমি তল্লাশী ওয়ারেন্টবলে হোটেল রেজিস্টার আটক করেছি। এই রিকুইজিশন পরে পাঠান হয়েছে।

এই সময় সাক্ষীকে বাদীপক্ষের কৌশুলী জনাব টি, এইচ, খান উক্ত তল্লাশী ওয়ারেন্ট প্রদান করলে সাক্ষী বলেন, এই ওয়ারেন্ট বলে আমি আটক করেছি।

বিবাদী কৌসুলী

প্র–আপনি হোটেল রেজিস্টারে যাদের নাম খুঁজছেন তাদের নাম পেয়েছেন?

উ–তাদের নামের এনট্রি পাইনি।

প্র–কাদের খুঁজছিলেন?

উ–সুলতানউদ্দিন, দলিলউদ্দিন, এ বি এম সামাদ ও আলী রেজা। এই ধরনের নাম আমি রেজিস্টারে পাইনি। এ ব্যাপারে হোটেলের ম্যানেজারের সাথে আমি দেখা করেছি।

প্র–কি ব্যাপারে তাদের নাম বলেছিলেন?

উ–আমি এদের সম্পর্কে কোন খোঁজখবর নেইনি।

প্র– যেদিন আপনি ট্রাঙ্ককল রসিদ বই আটক করেন ঐদিন এই মামলা কোন তদন্তকারী অফিসার ফেনীতে ছিলেন?

উ– স্পেশাল ব্যাঞ্চের কোন অফিসারের সাথে ঐদিন আমার দেখা হয়নি। এই রসিদ বই আটক করতে আধঘণ্টা সময় লেগেছে।

Pakistan Observer

19th November 1968

17 witnesses examined on Monday

(By A Staff Correspondent)

The prosecution in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and Others now being heard by a Special Tribunal at the Dacca Cantonment produced as many as 17 new witnesses before the Tribunal on Monday. The overnight cross-examination of police

sub-inspector Mr. Altaf Hossain attached to the Feni police station by Defence counsel Mr. Abdus Salam Khan also concluded on the day. The cross-examination of the witness began on Friday. The court rose for the day when the deposition of 136th, prosecution witness Mr. Nasirul Islam of Goalando was over.

The Tribunal is headed by Mr.Justice S. A. Rahman. Two members of it are Mr. Justice M. R. Khan and Mr. Justice Maksum-ul-Hakim.

Mr.Justice M. R. Khan, however was not present in the court on Monday. He has been away to pindi to be sworn in as a judge of the supreme court of Pakistan. Most of the witnesses amined on the day were related to search and seizure lists prepared by the police in connection with this case.Among them were Mr. Abul Bashar witness in the seizure list of certain papers taken by the police from the residence of Mr. Ali Reza, Mr. Mokabbar Ali an employee of Eastern Mercantile Bank Agrabad Branch, Chittagong Mr. S M A Taher managar of the same branch of Eastern Mercantile Bank and Mr. Shafiqur Rahman a clerk of Chittagong collectorate Motor Vehicle Department. During the examination in chief by prosecution counsel Mr. T. H. Khan witness Mr. Abul Bashar said that the police seized some documents from the residence of Mr.Ali Reza an accused in the case from his house at road No. 18 Dhanmandi R,A in his presence. He said that the police prepared a seizure list which the witness signed. When the prosecution counsel handed over a bound book to the witness and asked him whether this was one of the papers seized by the police, the witness said that he could not any if that was one of the documents seized by the police there. He said, he saw some papers were taken by the police, but he could not say which were the papers. He said all the papers were entered into the list. He said that he could not say what were the contents of those papers. On being cross-examined by Mr. Zahiruddin, witness Mr. Abul Bashar said that his house was about 200 feet away from the residence of Mr. Ali Reza. He said that the search was made by the police at the residence of Mr. Reza at about 4 or 4.30 am. In reply to a question by the defence counsel, the witness said that at the time of search 16 to 17 persons were present. Of them eight to 10 persons were in uniform and the rest were in plain cloths. On being questioned, the witness added that he could not say whether Squadron Leader Rahman was present during the search. The witness said that he sat

at the drawing room of Mr. Ali Reza who was also there and next to Mr. Ali Reza there was another man sitting in plain clothes. He said that he did not hear Mr. Ali Reza asking that man's name not did he hear the man telling his name as Squadron Leader Rahman.

In reply to a question by Mr. Zahiruddin, the witness said that he was not asked by the police to check up the entires in the seizure list nor was he asked to compare the entries with the papers seized.

During the examination-in-chief by Mr. T. H. Khan, witness Mr. Mokabbar Ali said that the police seized certain documents from the Eastern Mercantile Bank, Agrabad Branch, Chittagong. He said that the police seized the ledger book of the bank and certain cheques in the name of Mr. M. M. Rameez, an approver in the case.

On being cross-examined by Mr. Zahiruddin, the witness said that the cheques seized by the police relate to the personal account of Mr. Rameez.

Mr. Zahiruddin then handed over the cheques (exhibits in the case) and asked the witness to read them out the witness said that the item No. 2 in the seizure list was a cheque for Rs. 1000 paid to the Chittagong club item No. 3, a cheque for RS. 6000 paid to PIAC, item No. 4, a cheque for Rs.674 paid to the Chittagong Club, item No. 5, a cheque for Rs. 268, 50 paisa paid to the E.B.R.C item No. 6, a cheque for Rs. 1000 paid to Chittagong Club and items No. 10, a cheque for Rs. 3445 paid to PIAC on 29.6.67 by Mr. Rameez. He said that the cheque mentioned at the item No. 3 is dated 14.10.67.

During the examination in chief by Mr. T. H. Khan, witness S. M. A Tahir manager of the Eastern Mercantile Bank, Agrabad Branch, said that the police went to his branch and seized certain documents from the bank and prepared a seizure list in his presence which he signed.

The Tribunal will resume hearing at 9 am on Tuesday.

সংবাদ

১৯শে নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

আরও ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ

ঢাকা, ১৮ই নভেম্বর (এপিপি)।– বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলায় অদ্য আরও ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এই লইয়া এ পর্যন্ত ১৩৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল।

আজ যেসব সাক্ষীকে জেরা করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে মামলার দলিলপত্র ইত্যাদি সার্চ ও আটক করার ব্যাপারে জড়িত ৩ জন পুলিস সাব ইন্সপেক্টর রহিয়াছেন।

অদ্য যেসব সাক্ষীকে জেরা করা হয়, তাঁহারা হইলেন লাহোরের চীফ ষ্টাটিষ্টিক্যাল অফিসার জনাব জেড, এইচ চৌধুরী, পুলিস সাব ইন্সপেক্টর জনাব মোকাব্বার আলী ও জনাব মনিরুদ্দীন আহমেদ, চট্টগ্রামের হাজী আহমেদুর রহমান, ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের আগ্রাবাদ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জনাব এম,এ,তাহের, একজন টেলিগ্রাফিষ্ট, একজন ইলেকট্রিশিয়ান,কতিপয় ব্যবসায়ী ও কেরানী।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি ৩ জন সাক্ষীকে জেরা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

দৈনিক পয়গাম

১৯শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে গতকল্য (সোমবার) বাদীপক্ষ আরও ১৫জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করেন। সাক্ষীদের সকলেই এই মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দলিলপত্র আটক ও তল্লাশীর ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করেন।

গতকল্য যাঁহাদের ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করা হয়, তাঁহারা হইতেছে লাহোরের চীফ ষ্টাটিসটিকাল অফিসার জেড, এইচ, চৌধুরী, পুলিশ সাব-ইনপেক্টর মোকাব্বর আলী ও মনিরুদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রামের হাজী আহমেদুর রহমান, ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের এস, এম, এ, তাহের এবং একজন টেলিগ্রাফিষ্ট, একজন ইলেকট্রিসিয়ান, কয়েকজন ব্যবসায়ী ও কয়েকজন কেরানী।

এছাড়া বাদীপক্ষ আরও ৩জন সাক্ষীকে আদালতে কেবল হাজির করেন। বিবাদীপক্ষও তাঁহাদের জেরা করেন নাই।

গতকল্য (সোমবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অন্যতম সদস্য বিচারপতি এম, আর, খান আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। সুপ্রিমকোর্টের সদস্যরূপে শপথ গ্রহণের জন্য তিনি রাওয়ালপিণ্ডি গমন করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মনোনীত হইয়াছেন।

শেখ মুজিবের জন্য মিষ্টি

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ, রহমান শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁহার (শেখ মুজিবের) কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কিছু মিষ্টি গ্রহণের অনুমতি

প্রদান করেন। ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষিত হইবার পর তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবকে এই মিষ্টি দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, গত রবিবার শেখ মুজিবের প্রথমা কন্যার রুসমত অনুষ্ঠিত হয়।

অদ্য (মঙ্গলবার) সকালে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৯শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সোমবারে ১৪ জনের সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

দু'দিন সাপ্তাহিক বিরতির পর গতকাল সোমবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে পুনরায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হয়।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সদস্য বিচারপতি জনাব এম আর খান গতকাল ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন না। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে শপথ গ্রহণের জন্যে তিনি পিন্ডি গমন করেছেন।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ১৪জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা শেষ হয়। বাদী ও বিবাদীপক্ষ থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা ছাড়া গতকাল ৩জন সাক্ষীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এছাড়া বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান এস আই জনাব আলতাফ হোসেনকে তার অসমাপ্ত জেরা শেষ করেন।

গতকাল বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষ্যগ্রহণ পরিচালনা করেন এবং বিবাদীপক্ষের জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহিরুদ্দীন, জনাব আবদুল্লাহ ও জনাব আবদুল মালেক সাক্ষীদের জেরা করেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হবে।

প্র–কোন তারিখে আপনি ট্রাঙ্ককলের রসিদ বই আটক করেছিলেন?

উ–১৯৬৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী।

প্র–সেদিন স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসের কোন অফিসারের সাথে আপনার সাক্ষাত হয়েছিল কি?

উ–জী না।

প্র–ট্রাঙ্ককল রসিদ বই আটক করার জন্যে কোন খানাতল্লাসী পরোয়ানা পেয়েছিলেন কি?

উ–জী না। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি'র হুকুমে আমি তা আটক করেছি।

প্র–এই নির্দেশ কোন তারিখে পেয়েছিলেন?
উ–১৯৬৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায়।
প্র–ক'টার সময় তা আটক করেছিলেন?
উ–বিকেল ৫টায়।
প্র–ট্রাঙ্ককল রসিদ-বই আটকের নির্দেশ কিভাবে পেয়েছিলেন?
উ–আমি তা জানি না।
প্র–স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি আহসান সেসময়ে ফেনী থানায় বসা ছিলেন কি?
উ–আমি তা জানি না।
জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী এস আই জনাব আলতাফ হোসেন বলেন যে, খানাতল্লাশীর পরোয়ানা নিয়ে তিনি ১৯৬৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ফেনী ডাকবাংলোর রেজিস্টার বুক আটক করেন। ম্যাজিস্ট্রেট সেই খানাতল্লাসীর পরোয়ানাটি ইস্যু করেছিলেন। সেদিনই তিনি তল্লাশী পরোয়ানাটি ফেনী থানার ওসি'র নিকট থেকে পান।
প্র–৭ই ফেব্রুয়ারী ডিএসপি আহসানউল্লাহ ডাকবাংলোর চৌকিদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ–আমি তা জানি না।
এখানেই বাদীপক্ষের সাক্ষী ফেনী থানার এস আই জনাব আলতাফ হোসেনের জেরা শেষ হয়। এরপর মামলার সরকারী সাক্ষী ও ফেনী ট্রাঙ্ককল অফিসের কর্মচারী জনাব তাজুল ইসলামের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

তাজুল ইসলাম

আদালতে প্রদর্শিত একটি ট্রাঙ্ককল রেজিস্টার বই তার হাতে দিয়ে বাদীপক্ষের কৌসুলী তাকে প্রশ্ন করলে জনাব তাজুল ইসলাম বলেনঃ ১৯৬৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ এই ট্রাঙ্ককল রেজিস্টারটি আমাদের অফিস থেকে আটক করে। পুলিশ একটি সিজার লিস্ট তৈরী করে এবং আমি তাতে দস্তখত করি। ট্রাঙ্ককল সংক্রান্ত ব্যাপারে এই রেজিস্টারে লেখা হয়। ট্রাঙ্ককলের সংশ্লিষ্ট রসিদটি আমার হাতে লেখা।

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ট্রাঙ্ককলটির তারিখ ১৯৬৭ সালের ১১ই জুলাই বিকেল সোয়া ৫টা। রসিদে সোয়া ৫টায় ট্রাঙ্ককল লাইন পাওয়ার সময় উল্লেখ আছে। কিন্তু কল-বুকের সময় এতে লেখা নেই।

এই পর্যায়ে মামলার সরকারী সাক্ষী জনাব এ কে এম শাহাবুদ্দিনকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজির করানো হয়। শপথ গ্রহণের পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাদীপক্ষ ও বিবাদীপক্ষ তাঁকে কোন প্রশ্ন করেননি।

নূর আহমদ

অতঃপর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সরকারী সাক্ষী ফেনীর ডিনোফা হোটেলের কেরানী জনাব নূর আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

তাঁর সাক্ষ্যে জনাব নূর আহমদ বলেন, পুলিশ আমাদের হোটেল থেকে এই রেজিস্টারটি (আদালতে প্রদর্শিত) আটক করেন। আমি তখন হোটেলে উপস্থিত ছিলাম। পুলিশ আটকের পর একটি সিজার লিস্ট তৈরী করে। আমি তাতে দস্তখত করি। এই সিজার লিস্টে (আদালতে প্রদর্শিত) আমার দস্তখত দেখতে পাচ্ছি।

বিবাদীপক্ষ থেকে জনাব নূর আহমদকে জেরা করা হয়নি।

নজির আহমদ

এরপর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সরকারী সাক্ষী জনাব নজির আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ তাকে জেরা করেননি।

তাঁর সাক্ষ্যে জনাব নজির আহমদ বলেনঃ আমি হোটেল ডিনোফা চিনি। পুলিশ আমার সামনে এই হোটেল রেজিস্টারটি আটক করেছিল। সিজার লিস্টে আমি দস্তখত করি।

রুহুল আমীন

অতঃপর মিসকা হোটেলের লিফটম্যান জনাব রুহুল আমীনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাঁর সাক্ষ্যে জনাব রুহুল আমীন বলেনঃ পর পর দু'দিন ঢাকাতে আমার টিআই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন আমি ৩ জনকে এবং পরের দিন একজনকে সনাক্ত করি। এদেরকে আমি ১৯৬৬ সালে হোটেল মিসকাতে দেখেছি বলে সনাক্ত করেছি। টিআই প্যারেডে ৫০ জনের মত লোক ছিলেন। এছাড়া একজন ম্যাজিস্ট্রেটও সেখানে হাজির ছিলেন।

এই পর্যায়ে তাঁর সনাক্ত করা ৪ ব্যক্তিকে অভিযুক্তদের কাঠগড়া থেকে পুনরায় সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী শুধু এক ব্যক্তিকে সনাক্ত করেন। তিনি হলেন মানিক চৌধুরী। অপর তিন ব্যক্তিকে তিনি সনাক্ত করতে পারেননি।

তিনি বলেন যে, টিআই প্যারেডে সনাক্ত চার ব্যক্তির কাহারও দাঁড়ি ছিল না। এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খানের অনুরোধে অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান ও এল এস সুলতানউদ্দিন কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালে দেখা যায় এল এস সুলতানউদ্দিনের দাঁড়ি আছে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি গত ছ'বছর ধরে চট্টগ্রাম শহরেই বাস করছেন।
প্র–চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগ অফিস মিসকা হোটেলের বিপরীত দিকের রেস্ট হাউসে অবস্থিত কি?
উ–জী হ্যাঁ।

প্র-মানিক চৌধুরী কি একজন ব্যবসায়ী?
উ–আমি তা জানি না।
প্র–আপনি কি জানেন যে, মানিক চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ?
উ–জী না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মিসকা হোটেলে অনেক লোকই 'পার্টি' দিয়ে থাকেন। আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের পার্টিও সেখানে হয়ে থাকে।
প্র–আপনি কি জহুর আহমদ চৌধুরীকে চিনেন?
উ– জী হ্যাঁ, তিনি একজন শ্রমিক নেতা।
প্র–তিনি কি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি?
উ–আমি তা জানি না।
প্র–জহুর আহমদ চৌধুরী মিসকা হোটেলে কোন অনুষ্ঠান করেছিলেন কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–মানিক চৌধুরীকে আপনি মিসকা হোটেলে কতদিন দেখে ছিলেন?
উ–এই লোকটিকে আমি মিসকা হোটেলে বহুবার দেখেছি। তবে তাঁর নাম মানিক চৌধুরী এটা আমার জানা ছিল না।
প্র–মিসকা হোটেলের ৪ নম্বর রুম কি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল?
উ-তখন তাই ছিল।
প্র–আপনি পুলিশের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন কি?
উ– জী হ্যাঁ, ছ'মাস আগে করেছিলাম।
প্র–টি, আই প্যারেডের জন্যে কখন ঢাকা এসেছিলেন?
উ–জবানবন্দী করার দু' এক মাস আগে মাস পরে।
জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ১০ই মে তিনি পুলিশের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন কিনা তা তাঁর মনে নেই। তিনি টি, আই, প্যারেডের নোটিশ পেয়েছিলেন। টি, আই, প্যারেডের লোকদের পরনে লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ছিল। এঁদের কারও মাথায় টাকপড়া অথবা কারও মুখে দাঁড়ি ছিল কিনা, তিনি তা জানেন না।

জেড, এইচ, চৌধুরী

জনাব রুহুল আমীনের জেরা শেষ হলে ট্রাইব্যুনালে জনাব জেড, এইচ, চৌধুরীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।
তিনি বলেনঃ ১৯৬৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত আমি ঢাকা রিজিওনাল অফিসে চীফ পরিসংখ্যান অফিসার ছিলাম। পুলিশ আমার সামনে অফিস থেকে এই হাজিরা বইটি (আদালতে প্রদর্শিত) আটক করে। সিজার লিস্টে আমার দস্তখত আছে।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, হাজিরা বইটি অফিস কর্মচারীদের জন্যে, অফিসারদের জন্যে নয়, এতে তাঁদের 'ইনিশিয়াল' আছে।
এরপর সরকারী সাক্ষী দৌলত খানের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

দৌলত খান

তাঁর সাক্ষ্যে জনাব দৌলত খান বলেনঃ আমি একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, পুলিশ আমার সামনে নবাব আলী ড্রাইভারের কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র আটক করেছে। আমি সিজার লিস্টে দস্তখত করি। এছাড়া আটক করা কাগজের অপর পৃষ্ঠায় আমার দস্তখত আছে।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ এসব কাগজপত্র আটক করার সময় তিনি বাবুপুরার মসজিদের পাশের একটি বাড়ীতে থাকতেন। একই গ্রামের অধিবাসী হিসাবে বহুদিন থেকে নবাব আলী ড্রাইভারকে তিনি চিনতেন। তিনি সাক্ষীর সাথে ঢাকায় একত্রে থাকতেন না। সকাল ১১টায় পুলিশ কাগজপত্র আটক করে। তিনি ছাড়াও অন্য একজন লোক তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে তিনি চিনেন না। তাঁর উপস্থিতির আগে থেকেই সে লোকটি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবাব আলী ড্রাইভার থেকে পুলিশ কাগজপত্র আটক করার ৩ মাস আগে সাক্ষীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এরপর জনাব আবদুল্লাহ তাঁকে জেরা করেন।
প্র–এর আগে আপনি কখনও পুলিশের খানাতল্লাসী করা দেখেছিলেন কি?
উ–জি না।
প্র–আপনি কি সেসময়ে বাবুপুরা ফাঁড়িতে উপস্থিত ছিলেন ?
উ–জী না।

আবুল বাসার

অতঃপর সরকারী সাক্ষী জনাব আবুল বাসারের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।
জনাব আবুল বাসার তাঁর সাক্ষ্যে বলেনঃ
আইডিবিপি'র মতিঝিল ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জনাব আনোয়ারউদ্দিন খান আমার জামাতা। ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডে থাকতাম। পুলিশ আমার উপস্থিতিতে আলী রেজার বাড়ী তল্লাসী করে কিছু কাগজপত্র আটক করে। এই ডায়েরীটি (আদালতে প্রদর্শিত) তখন আটক করা হয়েছিল কি না আমি জানি না। তবে একটি ডায়েরী আটক করা হয়েছিল। এছাড়া পুলিশ কতিপয় কাগজপত্রও আটক করেছিল। সেসব কাগজ কিসের ছিল আমি তা জানি না। আটক করা কাগজপত্র সিজার লিস্টে উল্লেখ আছে। আমি সিজার লিস্টে দস্তখত করেছি।

এরপর জনাব জহীরুদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র–আপনি যে বাড়ীতে থাকতেন সেখান থেকে আলী রেজার বাড়ীর দূরত্ব কত?
উ–দু'শ গজ।
প্র–সেখানে অন্য কোন বাড়ী আছে কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–কখন খানাতল্লাসী করা হয়েছিল?
উ–সকাল ৪টা থেকে ৫টার সময়।
প্র–খানাতল্লাসীর সময় সেখানে কত লোক উপস্থিত ছিল?
উ–১৬/১৭ জন।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এদের মধ্যে কেউ কেউ পুলিশের পোশাকে ছিলেন। আবার অনেকে সাদা পোশাকে ছিলেন।
প্র–খানাতল্লাশীর সময় আপনি কোথায় ছিলেন?
উ–আমি আলী রেজার বৈঠকখানায় ছিলাম।
প্র–বাড়ীর অন্য কোন কামরায় গিয়েছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–বাড়ীতে আলী রেজার সাথে অন্য কেউ বসবাস করতেন কি?
উ–আমি তা জানি না।
প্র–স্কোয়াড্রন লিডার রহমান তল্লাশীর সময় আলী রেজার বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন কি?
উ–আমি জানি না।
প্র–বৈঠকখানায় তখন অন্য লোক ছিলেন কি?
উ–৫/৬ জন লোক ছিলেন।
প্র–আলী রেজার পার্শ্বে পুলিশের পোশাক পরা কোন লোক ছিল কি?
উ–জী না। সাদা পোশাক পরা এক লোক তার পার্শ্বে ছিলেন।
প্র–আলী রেজা তাঁকে নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং তিনি তার উত্তর দিয়েছিলেন বলে আপনি শুনেছিলেন কি?
উ–জী না।
জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, আটক করা সকল দ্রব্যের নাম সিজার লিস্টে লেখা হয়। দস্তখত করার সময় তিনি তা চেক করে দেখেননি। অথবা তাঁকে যাচাই করে দেখার জন্যে বলাও হয়নি।

এস, আই মোকাব্বর আলী

জনাব আবুল বাসারের জেরা শেষ হলে চট্টগ্রাম ডবলমুরিং থানার সাবেক এস আই জনাব মোকাবর আলীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

তিনি বলেনঃ ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি ডবলমুরিং থানার এস আই ছিলেন। একটি খানাতল্লাশী পরোয়ানা বলে আমি ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের আগ্রাবাদ ব্রাঞ্চে তল্লাশী করি এবং কতিপয় চেক ও ব্যাঙ্কের একটি 'লেজার-বুক' আটক করি। সিজার লিস্ট তৈরী করে আমি সাক্ষীদের দস্তখত নিয়েছি।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সিজার লিস্টের ২ নম্বর আইটেমে একটি চেকে চট্টগ্রাম ক্লাবকে এক হাজার টাকা ৩ নম্বর আইটেমে পিআইএসিকে ৬ হাজার টাকা, ৪ নম্বর আইটেমে চট্টগ্রাম ক্লাবকে ৬শ ৭৪ টাকা, ৫ নম্বর আইটেমে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারকে দু'শ ১৬ টাকা ৫০ পয়সা, ৬ নম্বর আইটেমে চট্টগ্রাম ক্লাবকে এক হাজার টাকা এবং ১০ নম্বর আইটেমে পিআইএ-কে ৩ হাজার ৪শ ৪৫ টাকা দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।

এস,এম,এ,তাহের

অতঃপর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের আগ্রাবাদ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জনাব এস এম এ তাহেরের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

তিনি বলেনঃ ১৯৬৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ আগ্রাবাদ ব্যাঙ্ক থেকে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেন। পুলিশ সিজার লিস্ট তৈরী করলে তিনি তাতে দস্তখত করেন। পুলিশ চেক ও একটি লেজার বুক আটক করেছে এবং লেজার বুকটি সংশ্লিষ্ট চেক সম্পর্কিত। ব্যাঙ্ক ব্যবসায় লেজার বুক ব্যবহার করা হয়।
এরপর জনাব জহিরুদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।
একটি চেক সাক্ষীর হাতে দিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন।
প্র–এটা কি ক্রস চেক?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–এই চেকটির অপর পৃষ্ঠায় যিনি টাকা নিয়েছিলেন তাঁর দস্তখত আছে কি?
উ–জী না।
প্র–সংশ্লিষ্ট একাউন্টে যে পরিমাণ টাকা আছে তার থেকে বেশী নেয়া হয়েছিল কি?
উ–জী হ্যাঁ। লেজার বুকে তাই দেখতে পাচ্ছি।
প্র–এই একাউন্টটি কার ছিল?
উ–মীর্জা মোহাম্মদ রমীজের।
প্র–একাউন্টে কত টাকা বেশী ড্র করা হয়েছিল?
উ–দু'হাজার টাকা ২৯ পয়সা।
প্র–কত তারিখে একাউন্ট খোলা হয়েছিল?
উ–১৯৬৭ সালের মার্চ মাসের ১৪ তারিখে।

জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, লেজার বুকে মুজিবুর রহমানের নামে এক হাজার টাকার একটি চেক ইস্যু করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু মীর্জা রমীজের নির্দেশে তা স্টপ করা হয়েছে। কিন্তু স্টপ করার কোন তারিখ লেজারে উল্লেখ নেই।

অতঃপর সরকারী সাক্ষী জনাব আজহারুল হক সাক্ষ্যদানের জন্যে শপথ গ্রহণ করলে বাদী ও বিবাদীপক্ষ থেকে তাঁকে কোন প্রশ্ন করা না হলে তাঁকে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অব্যাহতি দেন।

শফিকুর রহমান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এই পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলার ডেপুটি কমিশনার অফিসের মোটর ভেহিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কেরানী জনাব শফিকুর রহমানের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

সাক্ষ্যে তিনি বলেনঃ ১৯৬৮ সালের ১৭ই এপ্রিল পুলিশ আমাদের অফিসে তল্লাশী করে এবং এই দুটি রেজিস্টার (আদালতে প্রদর্শিত) আটক করে। পুলিশ সিজার লিস্ট তৈরী করে এবং আমি তাতে দস্তখত করি। এই রেজিস্টার দুটিতে লেঃ এম হোসেনের নামে ইবিসি ৭৯৭৬ নম্বরে একটি মস্কোভিচ কার ও এ বি এম শামসুল হকের নামে ইবিসি ৮৫২৯ নম্বরে একটি মোটর সাইকেল রেজিস্টারী করা হয় বলে উল্লেখ আছে। এছাড়া ১৯৬৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল জনাব শামসুল হকের নামে এই ব্লু বুকটি (আদালতে প্রদর্শিত) ইস্যু করা হয়।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই রেজিস্টার দুটিতে সূচীপত্র নেই।কাজেই এখানে মানিক চৌধুরী ওরফে ভূপতি ভূষণ চৌধুরীর নামে কোন মোটর কারের রেজিস্টার করা হয়েছে কিনা আমি বের করতে পারব না।

অতঃপর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব আবদুল মালেকের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ৪ঠা মে মোটর সাইকেলটি রেজিস্টারী করা হয়। সে বছরের ১৪ই এপ্রিল মোটর সাইকেলটি খরিদ করা হয়েছে বলে রেজিস্টারে উল্লেখ আছে।

এই পর্যায়ে সরকারী সাক্ষী জনাব আবদুল কুদ্দুসকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হলে তাকে সাক্ষ্যদান ও জেরা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়।

এস, আই, মুনীর উদ্দিন আহমদ

অতঃপর চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার সাবেক এসআই জনাব মুনিরউদ্দিন আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

জনাব মুনিরউদ্দিন আহমদ তার সাক্ষ্যে বলেনঃ কোতোয়ালী থানার এসআই থাকাকালে আমি চট্টগ্রাম কালেক্টরেট থেকে এই দুটি রেজিস্টার

(আদালতে প্রদর্শিত) আটক করি। আমি সাক্ষীদের সামনে সেদিনই সিজার-লিস্ট তৈরী করি। এছাড়া ১৯৬৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী চট্টগ্রামের 'মিসকা' হোটেল থেকে একটি হোটেল রেজিস্টার আটক করি। তল্লাশী পরোয়ানা বলে আমি এই রেজিস্টারগুলি আটক করেছিলাম।

এসআই মুনিরউদ্দিন আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হলে বিবাদীপক্ষের কোন কৌসুলীই তাঁকে জেরা করেননি।

এবং হাজী আহমাদুর রহমানের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। বিবাদীপক্ষ তার কোন জেরা করেননি।

এই পর্যায়ে মামলার সরকারী সাক্ষী জনাব আবুল হোসেনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

তাঁর সাক্ষ্যে জনাব আবুল হোসেন বলেনঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। ১৯৬৮ সালের ৫ই মার্চ পুলিশ আমার উপস্থিতিতে গোয়ালন্দ ফেরীঘাট অফিস থেকে কিছু কাগজপত্র আটক করে।

পুলিশের তৈরী সিজার-লিস্টে আমি দস্তখত করি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরউদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষ্য বলেন যে, ঢাকা থেকে রাজবাড়ী যেতে হলে আরিচা ও গোয়ালন্দ ফেরীঘাট পার হতে হয়। তিনি ইতিপূর্বে রাজবাড়ী গিয়েছিলেন। রাজবাড়ীর ডাক্তার আরসাদকে তিনি চিনেন।

অতঃপর সরকারী সাক্ষী নাসিরউল ইসলামের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। তিনি বলেনঃ গোয়ালন্দ ফেরীঘাটের অফিস আমি চিনি। আমার উপস্থিতিতে পুলিশ উক্ত অফিস থেকে কতিপয় রশিদ বই ও কাগজপত্র আটক করেন। সিজার-লিস্টে আমার দস্তখত আছে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরউদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সকাল দশটা থেকে এগারটার মধ্যে পুলিশ গোয়ালন্দ ফেরীঘাটের অফিস তল্লাশী করেন।

এখানেই গতকাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শোনানী শেষ হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল ন'টায় পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা মামলার শুনানী শুরু হবে।

Pakistan Observer

20th November 1968

State vs. Mujib

10 officers of services produced

(By A Staff Correspondent)

The Prosecution in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and Others now being heard by a Special Tribunal at the Dacca

Cantonment produced as many as ten senior officers of the three Armed Forced before the Tribunal on Wednesday as witnesses. Of them six were Army Majors, two Squadron Leaders of the Air Force and two Lieutenant Commanders of the Navy.

One officer from Chittagong and nine others from different stations of the other wing appeared before the Court to prove some office records of service personnel who are either on trial or acting as approver in the case.

The tribunal is headed by Mr. Justice S. A. Rahman. Two other members of it are Mr. Justice M. R. Khan and Mr.Justice Maksum-ul-Hakim.

During the examination-in-chief by the prosecution counsel, witness Lt. Com. Syed Fazal Rab told the Tribunal that he was serving at the Secretariat branch of Pakistan Navy Headquarters at Karachi. The prosecution counsel then handed over certain history cards of Naval officers now on trial. The witness said that the cards shown to him were kept by the witness.

সংবাদ

২০শে নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

এ পর্যন্ত ১৪৪ জনের সাক্ষ্য গৃহীত

ঢাকা,১৯শে নভেম্বর (পিপিআই)।– বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় অদ্য আরও ৮ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এই লইয়া এ-পর্যন্ত ১৪৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল।

অদ্য যেসব সাক্ষীকে জেরা করা হয়, তাঁহারা হইলেন মাদারীপুর পুলিসের এ, এস, আই মোহাম্মদ ফয়জুর মিয়া, মাদারীপুর শহরের ব্যবসায়ী আবদুল জব্বার হাওলাদার, মাদারীপুর ন্যাশনাল ব্যাংকের ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন, খুলনার ডি এস পি এম,আর, চৌধুরী, খুলনাস্থ নেভিগেশন কোম্পানীর ম্যানেজার শেখ ইদ্রিস আলী,বরিশালের ডি এস পি গোলাম মেহেদী চৌধুরী, বরিশালের ব্যবসায়ী আবুল কালাম এবং বরিশালের কন্ট্রাক্টর ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিস জালালুদ্দিন।

সরকারী সাক্ষী বরিশালের ডি এস পি গোলাম মেহেদী আদালতে বলেন যে, তিনি বরিশাল আইডব্লিউটি-এ কলোনীতে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের গৃহে তল্লাশী চালাইয়া ছিলেন এবং ৫টি মানচিত্র, একটি রিভলভার, একটি তলোয়ার ও একটি ডায়রী আটক করিয়াছিলেন। তিনি

বলেন, এই তল্লাশী চালানোর সময় তাঁহার সঙ্গে একজন সামরিক অফিসার, দুইজন পুলিস এ, এস,আই ও ৪জন কনষ্টেবল ছিল। সামরিক অফিসারটি কমপক্ষে একজন মেজর ছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যতম সরকারী সাক্ষী আবুল কালাম যিনি গৃহ তল্লাশীর সময় উপস্থিত ছিলেন এবং আটক দ্রব্য তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেমের ঘর হইতে পুলিসকে কয়েকটি মানচিত্র আটক করিতে তিনি দেখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পুলিস আর কী কী জিনিস আটক করিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণ নাই।

সরকারী সাক্ষী জালালুদ্দিনও মোয়াজ্জেমের গৃহ তল্লাশীর সময় উপস্থিত ছিলেন এবং আটক দ্রব্য তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, পুলিস মোয়াজ্জেমের গৃহ হইতে কয়েকটি মানচিত্র আটক করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার মনে আছে। তিনি বলেন, তবে পুলিস আর কী কী জিনিস আটক করেছিল তা' আমার মনে নেই।"

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশী চালানোর পূর্বে এই মামলার ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানিতেন না। তিনি বলেন যে, উক্ত গৃহ হইতে তিনি একটি রিভলভার আটক করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তল্লাশী পরোয়ানায় রিভলভারের কথা উল্লেখ ছিল না।

জনাব সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশীর সময় একজন সামরিক অফিসারও উপস্থিত ছিলেন,তবে তিনি তাঁহার নাম জানেন না।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মোয়াজ্জেমের গৃহ হইতে তিনি একটি 'ভিজিটর বুকও' আটক করিয়াছিলেন,"তবে উহা তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল কি-না তাহা তাঁহার মনে নাই।

অতঃপর জনাব সালাম খান সাক্ষীকে একটি "নেগেটিভ ফটোগ্রাফ" দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেনঃ "এটা কী?"

"এটা একটা 'ব্যাজ"। সাক্ষী উত্তর করেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ইহা কী ব্যাজ তাহা তিনি বলিতে অক্ষম। তিনি বলেন, "আমি এটা পড়তে পারছি না।" অতঃপর আটক দ্রব্য তালিকার প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় । আদালত তালিকাটিতে দেখিতে পান যে, সাক্ষী উক্ত ব্যাজের বিবরণ উক্ত তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পরবর্তী সরকারী সাক্ষী বরিশালের ব্যবসায়ী আবুল কালাম আদালতে বলেন যে, তিনি বরিশালে আই ডব্লিউ টি এ কলোনী চিনেন এবং তাহার উপস্থিতিতেই পুলিস উক্ত কলোনীর একটি গৃহে তল্লাশী চালায়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব টি, এইচ, খানের কতিপয় প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পুলিস কী কী জিনিস আটক করিয়াছিল তাহা তাহার মনে নাই। তিনি বলেন যে, পুলিস কর্তৃক কতকগুলি মানচিত্র আটক করিতে তিনি দেখিয়াছেন।

জনাব সালাম খানের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পুলিস প্রায় রাত সাড়ে ১২টার সময় তাহাকে তাহার ঘর হইতে ডাকিয়া লইয়া যায়। তিনি বলেন, আমি যখন বাড়ী ফিরি তখন ফজরের আজান শেষ হইয়াছে।

পরবর্তী সাক্ষী জালালুদ্দিন ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, তিনি বরিশালের কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোডে বসবাস করিতেন এবং শহরের আই ডব্লিউ টি এ কলোনী চিনেন। তাহার উপস্থিতিতেই কলোনীর একটি গৃহে তল্লাশী চালানো হয় এবং কিছু জিনিসপত্র আটক করা হয়। আটক দ্রব্য তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষী জানান। তবে কয়েকটি "ম্যাপ" ছাড়া অন্য কোন জিনিস আটক করা হইয়াছিল কী-না তাহা তাঁহার মনে নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি পূর্বে পুলিস সার্ভিসে চাকুরী করিতেন এবং ১৯৬৫ সালে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি পেনশন লাভ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি বর্ত্তমানে কন্ট্রাক্টরী ব্যবসায় করেন এবং পুলিসের সহিত তাহার কয়েকটি কন্ট্রাক্ট ব্যবসায় রহিয়াছে।

কৌসুলির অপর কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৫ সালে তিনি যখন পিরোজপুরে পড়িতেন, সেই সময়ে তাহার কতিপয় সহপাঠিকে দেখার জন্য তিনি মাঝে-মধ্যে উক্ত কলোনীতে যাইতেন। এই বন্ধুরা বর্ত্তমানে আই ডব্লিউ টি এ-তে চাকুরী করিতেছেন। (অসমাপ্ত)

দৈনিক পয়গাম

২০শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সরকার পক্ষের আরও ৮জন নূতন সাক্ষী হাজির

(ষ্টাফ রির্পোটার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে সরকারপক্ষ গতকল্য (মঙ্গলবার) দুইজন ডি, এস, পি' সহ আরও ৮ জন নূতন সাক্ষী আদালতে হাজির করেন। এই সাক্ষিগণ হইতেছেনঃ বরিশালের ডি, এস, পি, গোলাম মেহদী চৌধুরী, খুলনার ডি, এস, পি, এম, আর, চৌধুরী, এ, এস, আই, ফাঙ্গুর মিয়া, মাদারীপুরের ব্যবসায়ী আবদুল জব্বার হাওলাদার, খুলনা

নেভিগেশন কোম্পানীর ম্যানেজার শেখ ইদ্রিস আলী, বরিশালের আবুল কালাম ও জালালউদ্দিন এবং ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন। ডি, এস, পি, গোলাম মেহদী চৌধুরী আদালতে বলেন যে, তিনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের গৃহে তল্লাসী চালাইয়া একটি টেলিফোন রিসিভার সেট, একখানি তরবারি, একটি রিভলবার, কিছু অস্ত্রশস্ত্র, পাকিস্তানের একখানি শাসনতন্ত্র, পূর্ব পাকিস্তানের ৫টি জেলার মানচিত্র ও আরও কিছু দলিলপত্র উদ্ধার করেন। গতকল্যকার অধিবেশন অধিকাংশ সময়ই জি, এম, চৌধুরীর জবানবন্দী ও জেরায় ব্যয়িত হয়।

তিনি বলেন যে, আই, ডব্লিউ, টি, এ'র লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের গৃহ তল্লাশীর জন্য বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ইস্যুকৃত দুইটি পৃথক পরোয়ানাই তিনি (সাক্ষী) কার্যকরী করেন। তিনি বলেন যে, একই দিনে দুইটি তল্লাশী পরোয়ানা কার্যকরী করা হয়। একজন সামরিক অফিসার তল্লাশীর সময় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া তিনি জানান।

সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খানের প্রশ্নের জবাবে জবানবন্দীদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিনি বরিশাল আই, ডব্লিউ, টি এ, কলোনীস্থ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের বাসভবনে তল্লাশী চালান। বিবাদী কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশীর পূর্বে এই মামলা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানিতেন না। তিনি বলেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের গৃহ হইতে তিনি একটি রিভলবার আটক করেন। পরোয়ানায় এই রিভলবারের কোন উল্লেখ ছিল না বলিয়া তিনি জানান। তিনি বলেন যে, বাড়ী হইতে তিনি টেপ রেকর্ডারের কিছু টেপ ও একখানি তরবারিও আটক করেন। তিনি বলেন যে, দুইটা তল্লাশী পরোয়ানাই বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জারি করেন।

প্রথমটি জারি করা হয় ১৯৬৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিবাগত মধ্যরাত্রে ও দ্বিতীয়টি ১৩ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৩টায়। জনাব সালাম খানের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশীর সময় একজন সামরিক অফিসার উপস্থিত ছিলেন। তবে তিনি (সাক্ষী) তাঁহার নাম জানেন না। তিনি বলেন যে, এই সময় দুইজন এ, এস, আই ও ৪জন কনষ্টেবলও উপস্থিত ছিলেন। জনাব চৌধুরী বলেন, তিনি বক্সগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও চাবি দিয়া আলমারীর তালা খুলিয়া ফেলেন। তিনি বলেন যে, উক্ত বাড়ীতে কয়টি আলমারী ছিল তাহা তাঁহার স্মরণ নাই।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি জোরপূর্বক শয়নকক্ষের দরজা খুলিয়া ফেলেন। উক্ত বাড়ীটি একতলা পাকা বাড়ী এবং ইহাতে ২টি স্নানাগার ও একটি রান্নাঘরসহ ৭টি কক্ষ রহিয়াছে। সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশীর পর তিনি মালপত্র

উপস্থিত সামরিক অফিসারকে দেখান এবং তিনি (সামরিক অফিসার) ঐগুলি আটক করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি একখানি পরিদর্শক বইও আটক করেন, তবে উহার কোন এন্ট্রি তাহার মনে নাই। আদালতে সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশীকালে তিনি কিছু গোলাবারুদও আটক করেন।

সাক্ষী জনাব জি, এম, চৌধুরী বলেন যে, তদন্তের ব্যাপারে প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া তিনি 'পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র' খানি আটক করিয়াছেন। সাক্ষী বলেন যে, প্রথম তল্লাশীর পর ভোর ৫টায় তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একই দিন অপরাহ্ন ৩টায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আবার তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান।

বিবাদী কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যখন রিপোর্ট পেশ করেন তখন সেখানে আর কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বলেন যে, সেই সময় এস, পি তাহার অফিসে ছিলেন। তিনি বলেন যে, এস, পি-কে ডি, এম ডাকিয়াছিলেন কিনা তাহা তিনি জানেন না।

এক পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর নিকট একটি নেগেটিভ ফটোগ্রাফ দিয়া জিজ্ঞাসা করেনঃ ইহা কি? উত্তরে সাক্ষী বলেনঃ ইহা একটি ব্যাজ। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ইহা কিসের ব্যাজ, তাহা তিনি জানেন না। তিনি বলেন যে, তিনি ইহা পড়িতে পারেন না। এই পর্যায়ে সিজার লিষ্টের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং দেখা যায় যে, সিজার লিষ্টে তিনি ব্যাজের বিবরণ দিয়াছেন।

বিবাদী কৌসুলী জনাব আবদুল্লাহর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশীকালে তাহার সঙ্গে যে সামরিক অফিসার ছিলেন তাহার পদমর্যাদা মেজরের নীচে নহে। সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশীর জন্য ডি, এম-এর নিকট কে রিকুইজিশন দিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। তিনি বলেন যে, এস, পি টেলিফোনে তাহাকে ডি, এম-এর সহিত দেখা করিতে বলেন এবং সেখানে তিনি সেই সামরিক অফিসারকে দেখিতে পান।

পরবর্তী সাক্ষী বরিশালের ব্যবসায়ী জনাব আবুল কালাম আদালতে বলেন যে, তিনি বরিশাল আই ডব্লিউ টি এ কলোনী চেনেন। তিনি বলেন যে, পুলিশ তাহার উপস্থিতিতে কলোনীর একটি কোয়ার্টারে তল্লাশী চালায়।

সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খানের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আবুল কালাম বলেন যে, পুলিশ তল্লাশীকালে কি কি জিনিস আটক করে তাহা তাহার মনে নাই। "কেননা আমিনংরাজী জানি না এবং তাঁহারা সিজার লিষ্টে কি লিখিয়াছেন তাহা আমি বলিতে পারি না।"

বিবাদী কৌসুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, রাত্র প্রায় সাড়ে ১২টার সময় পুলিশ তাহাকে তাহার বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনে। তিনি বলেন যে, তাহার ঘটনাস্থলে আগমনের পর তল্লাশী শুরু হয়। তিনি বলেন যে, যখন তিনি ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন তখন ফজরের আজান শেষ হইয়া গিয়াছে।

সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ আলমারী হইতে একটি রিভলবার ও কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করিয়াছিল কিনা তাহা তাহার সঠিক মনে নাই।

পরবর্তী সাক্ষী বরিশালের কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোডের জনাব জালালউদ্দিন বলেন যে, তিনি বরিশাল শহরের আই ডব্লিউ টিএ কলোনী চেনেন। তিনি বলেন যে, পুলিশ কলোনীর একটি গৃহে তল্লাশী চালান এবং তাঁহার (সাক্ষীর) উপস্থিতিতে কিছু মালপত্র আটক করেন।

সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ একটি সিজার লিষ্ট প্রণয়ন করে এবং তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করেন।

জবানবন্দীর পর বিবাদী কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে জালালউদ্দিন বলেন যে, তিনি পূর্বে পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিতেন এবং ১৯৫৬ সালে মেডিক্যাল কারণে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি বর্তমানে কন্ট্রাক্টরী করেন এবং পুলিশ বিভাগের সহিতও তাঁহার কিছু কন্ট্রাকটরী ব্যবসায় রহিয়াছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আই ডব্লিউ টি এ কোয়ার্টার তাঁহার বাড়ী হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। আকস্মিকভাবে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন যে, তিনি মাঝে মাঝে সেখানে তাঁহার সহপাঠির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। ১৯৪৫ সালে পিরোজপুরে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত একত্রে পড়াশুনা করিতেন। উক্ত সহপাঠী এখন আই ডব্লিউ টি-এ-তে চাকুরী করেন বলিয়া তিনি জানান। জনাব জহিরুদ্দীনের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি সেই সহপাঠী বন্ধুর নাম ভুলিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে আরও প্রশ্ন করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি তাঁহার বন্ধুর পিতার নামও ভুলিয়া গিয়াছেন; তবে এইটুকু স্মরণ আছে যে, তিনি (সহপাঠির পিতা) পিরোজপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জালালউদ্দিন বলেন যে, তাঁহার পরিচিত একজন সাব-ইন্সপেক্টর তাঁহাকে (সাক্ষীকে) তাঁহারা বাড়ী হইতে উক্ত স্থানে ডাকিয়া আনেন। তিনি বলেন যে, সাব-ইন্সপেক্টর মন্নান তাঁহাকে উক্ত তল্লাশীর ব্যাপারে তাহার (মন্নান) সহিত যাইতে বলেন। সাক্ষী আরও বলেন যে, তল্লাশীর জন্য প্রায় ৪ ঘণ্টা সেখানে ছিলেন। ডি, এস, পি একা

তল্লাশী করেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা বারান্দায় বসিয়াছিলেন কিনা তাহা তাহার মনে নাই। তিনি বলেন যে, তিনি ও কামাল ড্রইংরুমে বসিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, উক্ত বাড়ীতে কয়টি কক্ষ আছে তাহা তিনি জানেন না। তিনি বলেন যে, কোন মাসে তল্লাশী চালান হয় তাহাও তাহার মনে নাই তবে তাহা শীতকালে ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ অফিসারগণ 'ওভারকোট' পরিহিত ছিলেন এবং তিনি চাদর পরিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, উক্ত ঘর ছাড়া উহার পাশে আরও সরকারী কোয়ার্টার রহিয়াছে।

প্রারম্ভে মাদারীপুরের এ, এস, আই ফয়জুর মিয়া ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, তিনি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে গ্রেফতারের পরোয়ানা পান। কিন্তু তিনি গ্রেফতার করিতে সক্ষম হন নাই।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তিনি বলেন যে, পরোয়ানার অপর পৃষ্ঠায় তিনি তাঁহার রিপোর্টে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁহার গ্রামে পাওয়া যায় নাই।

জনাব সালাম খানের অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে গ্রেফতার করিয়া পরে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় কিনা, তাহা তিনি জানেন না।

পরবর্তী সাক্ষী মাদারীপুরের ব্যবসায়ী জনাব আবদুল জব্বার হাওলাদার জবানবন্দীদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার উপস্থিতিতে মাদারীপুর থানা হইতে কিছু দলিলপত্র আটক করা হয়। তিনি বলেন যে, এই ব্যাপারে একটি সিজার লিষ্ট প্রণয়ন করা হয় এবং তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করেন।

বিবাদী কৌসুলী জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি আগে হইতেই মুজিবর রহমানকে চেনেন। বিবাদী কৌসুলীগণ এই পর্যায়ে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের একখানি আলোকচিত্র দিয়া উহা কাহার ছবি জিজ্ঞাসা করিলে সাক্ষী বলেন যে, ফটো দেখিয়া তিনি সনাক্ত করিতে পারিতেছেন না।

অপর সাক্ষী মাদারীপুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ যখন তাহাদের অফিস হইতে কিছু দলিলপত্র আটক করে তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিবাদীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেন নাই।

পরবর্তী সাক্ষী খুলনার ডি এস পি জনাব এম, আর, চৌধুরী আদালতে বলেন যে, তিনি খুলনার তাজমহল হোটেলে তল্লাশী চালান এবং আবদুস

সামাদ ও জালালউদ্দিনের নামের এন্ট্রি-সম্বলিত একখানি বোর্ডার রেজিষ্টার আটক করেন। তিনি বলেন যে, খুলনা শহরে শাহজাহান হোটেল নামে কোন হোটেল নাই।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি খুলনার কতিপয় হোটেলের নাম বলিতে পারেন–সব হোটেলের নাম বলিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, তিনি খুলনা শহর প্রশাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

খুলনার একটি নেভিগেশন কোম্পানীর ম্যানেজার শেখ ইদ্রিস আলী ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, পুলিশ তাঁহার উপস্থিতিতে তাজমহল হোটেলের রেজিষ্টার আটক করেন।

তিনি বলেন যে, খুলনায় শাহজাহান হোটেল নামে কোন হোটেল নাই।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, খুলনা শহরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ মাইল। তিনি বলেন যে, তিনি খুলনার সব হোটেল পরিদর্শন করেন নাই। তাহা অসম্ভব কাজ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। এই ব্যাপারে আরও প্রশ্ন করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি খুলনার সব হোটেলের নাম বলিতে পারেন না, কেবল ৪টির নাম বলিতে পারেন।

৮ জন সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা শেষ হইবার পর গতকল্যকার মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। অদ্য (বুধবার) সকালে শুনানী পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

মঙ্গলবার বাদীপক্ষের ৮ জন সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাদীপক্ষের আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়।

তারা সবাই মামলার অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত কাগজপত্র আটক করার খানাতল্লাশী পুলিশ অফিসার ও সিজার-লিস্টের সাক্ষী।

গতকালও ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সদস্য সুপ্রিম কোর্টের নবনিযুক্ত বিচারপতি জনাব এম আর খানের অনুপস্থিতিতে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান ও বিচারপতি জনাব মখসুমুল হাকিম আদালতের কার্য পরিচালনা করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গতকাল মাদারীপুর থানার এএসআই ফয়জুর মিয়া, মাদারীপুরের জনাব আবদুল জব্বার হাওলাদার, জনাব আনোয়ার হোসেন, খুলনা জেলার সাবেক ডিএসপি জনাব এম আর চৌধুরী,

খুলনার সেখ ইদ্রিস, বরিশালের ডিএসপি জনাব গোলাম মেহদী চৌধুরী, বরিশালের জনাব আবুল কালাম ও জনাব জালালউদ্দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষ্যগ্রহণ পরিচালনা করেন।

অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহীরুদ্দিন ও জনাব আবদুল্লাহ সাক্ষীদের জেরা করেন।

ফয়জুর মিয়া

মাদারীপুর থানার এএসআই জনাব ফয়জুর মিয়া তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি মাদারীপুর থানার অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলাম। গত ৬ই জানুয়ারী আমি থানায় এই চিঠিটি (আদালতে প্রদর্শিত) পাই এবং থানার রেজিস্টার বুকে (আদালতে প্রদর্শিত) তা এনট্রি করি। চিঠির অপর পিঠে এই মর্মে রিপোর্ট আছে যে, আমি মুজিবুর রহমানকে (স্টুয়ার্ড) গ্রেফতার করতে সক্ষম হইনি। মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার জন্যে আমি এই গ্রেফতারী পরোয়ানাটিও (আদালতে প্রদর্শিত) পাই। গ্রেফতারী-পরোয়ানার অপর পিঠে এএসআই আবদুল লতিফের রিপোর্ট ও দস্তখত আছে। এছাড়া রিপোর্টের নীচে ফরিদপুর জেলার এসপি'র পক্ষে জনাব আফসারউদ্দিনের এনডোরসমেন্ট রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। এই গ্রেফতারী পরোয়ানা আমাদের থানায় গ্রহণ করা হয় এবং এর অপর পিঠে থানার ওসি আনোয়ার হোসেন, এএসআই আবদুল লতিফ ও আবদুর রাজ্জাকের রিপোর্ট ও দস্তখত দেখতে পাচ্ছি। আজহারউদ্দিন মোল্লা একজন দফাদার এবং আমি তাঁকে চিনি।এরপর জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই দুটি গ্রেফতারী পরোয়ানা (আদালতে প্রদর্শিত) একটি অপরটির কপি। ১৯৬৭ সালের ৮ই এপ্রিল আমরা থানাতে একটি গ্রেফতারী পরোয়ানা পাই। অপরটি পাই ১৯৬৭ সালের ১৪ই এপ্রিল।

প্র–গ্রেফতারী পরোয়ানা দুটি কি কোন মূল গ্রেফতারী পরোয়ানার নকল কপি?

উ–আমি তা বলতে পারি না।

প্র–দুটি গ্রেফতারী পরোয়ানার অপর পিঠে বিভিন্ন পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট আছে কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–এসব রিপোর্টে কি মন্তব্য লেখা আছে?

উ–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে পাওয়া যায়নি এবং তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর ইউনিটে যোগদান করতে গিয়েছেন বলে মন্তব্য লেখা আছে।

প্র–চিঠিটি কোন তারিখে ইস্যু করা হয়েছিল এবং আপনারা তা কোন তারিখে পেয়েছিলেন?

উ–১৯৬৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর ইস্যু করা হয় এবং ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী আমরা তা পাই।

প্র–গ্রেফতারী-পরোয়ানা জারী করার আগে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি?

উ–আমি তা জানি না।

আবদুল জব্বার হাওলাদার

এরপর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জনাব আবদুল জব্বার হাওলাদার তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, আমি মাদারীপুর থানা চিনি। ১৯৬৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ মাদারীপুর থানা থেকে একটি রেজিস্টার ও কিছু কাগজপত্র আটক করে। আমি তখন থানায় উপস্থিত ছিলাম এবং সিজার-লিস্টে দস্তখত করি। সিজার-লিস্টের অপর পৃষ্ঠায় আমার দস্তখত দেখতে পাচ্ছি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ তাঁকে জেরা করেননি।

আনোয়ার হোসেন

বাদীপক্ষের সাক্ষী আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের মাদারীপুর শাখার ম্যানেজার। ১৯৬৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে কিছু কাগজপত্র আটক করে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং সিজার-লিস্টে দস্তখত করেছি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের কেউ তাঁকেও জেরা করেননি।

এম আর চৌধুরী

খুলনা জেলার ডিএসপি জনাব এম আর চৌধুরী আদালতে তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, আমি এই খানাতল্লাশী পরোয়ানাটি (আদালতে প্রদর্শিত) পেয়ে খুলনার তাজমহল হোটেলে তল্লাশী চালাই এবং সেখান থেকে এই হোটেল রেজিস্টারটি (আদালতে প্রদর্শিত) আটক করি। আমি সিজার-লিস্ট তৈরী করে উপস্থিত সাক্ষীদের দস্তখত নেই। হোটেল রেজিস্টারের ৮৭৪ পৃষ্ঠায় আবদুস সামাদ ও জামালউদ্দিনের নাম আছে। আমি সে পৃষ্ঠায় দস্তখত করেছিলাম। খুলনাতে শাহজাহান হোটেল নামে কোন হোটেল নেই।

জনাব এম আর চৌধুরীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হলে জনাব আবদুস সালাম খান তাঁকে জেরা করেন।

প্র–খুলনা শহরের সকল হোটেলের নাম বলতে পারেন কি?

উ–জী না।

প্র–আপনি শাহজাহান হোটেল চিনেন কি?

উ–আমি শাহজাহান হোটেল চিনি।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, দৌলতপুর থেকে খুলনা শহরের দূরত্ব ৫ মাইল। দৌলতপুরের শেষ প্রান্তের বাইরেও খুলনা শহর প্রসারিত এবং খুলনা থেকে দৌলতপুর পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে বহু হোটেল আছে।

শেখ ইদ্রিস আলী

শেখ ইদ্রিস আলী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, খুলনার তাজমহল হোটেল আমি চিনি। ১৯৬৮ সালের ৭ই মার্চ পুলিশ তাজমহল হোটেল তল্লাশী করে এবং হোটেলের এই রেজিস্টারটি আটক করে। আমার উপস্থিতিতে সিজার-লিস্ট তৈরী হয় এবং আমি তাতে দস্তখত করি। শাহজাহান হোটেল নামে খুলনা শহরে কোন হোটেল নেই।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি খুলনা নেভিগেশন কোম্পানীর ম্যানেজার। তাজমহল হোটেলে তাঁর অফিস। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত তাঁর অফিসের সময়। অফিস থেকে তাঁর বাসা এক চতুর্থাংশ মাইল। হোটেলে তিনি আহার করেন না।

প্র–খুলনা শহর কত মাইল দীর্ঘ?

উ–সাত মাইল।

প্র–খুলনা শহরে শাহজাহান হোটেল নামে কোন হোটেল নেই কি?

উ–এ ধরনের কোন বাস করা হোটেল নেই।

প্র–খুলনা শহরের সকল হোটেলের নাম জানেন কি?

উ–জী না। মাত্র চারটি হোটেলের নাম বলতে পারি।

প্র–কতটি হোটেল শহরে আছে?

উ–আমি তা জানি না।

গোলাম মেহদী চৌধুরী

অতঃপর বরিশাল জেলার ডিএসপি জনাব গোলাম মেহদী চৌধুরীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

তাঁর সাক্ষ্যে জনাব জি এম চৌধুরী বলেনঃ এই খানাতল্লাশী পরোয়ানাটি (আদালতে প্রদর্শিত) আমাকে দেওয়া হলে আমি সে অনুযায়ী খানাতল্লাশী করে পরোয়ানাটি আমার রিপোর্টসহ ফেরত পাঠাই। এই খানাতল্লাশী পরোয়ানাবলে আমি আই ডব্লিউ টি এ'র বরিশালস্থ কোয়ার্টাস-এর ৩ নম্বর বাড়ীতে তল্লাশী করি এবং সেই বাড়ীর বাশিন্দা লেঃ কঃ মোয়াজ্জম হোসেনের হেফাজত থেকে এই টেলিফোনটি (আদালতে প্রদর্শিত) আটক করি।

এছাড়া একই দিনে অপর একটি খানাতল্লাশী পরোয়ানাবলে আমি একই বাড়ীর উক্ত মালেকের কাছ থেকে ৫টি ম্যাপ ও একটি ডায়েরীসহ কতিপয়

জিনিস আটক করি। সাক্ষীদের সামনে সিজার লিস্ট তৈরী করে আমি তাতে তাঁদের দস্তখত নেই। এই দুটি সিজার লিস্টে (আদালতে প্রদর্শিত) আমার দস্তখত ও আটককৃত জিনিসের নাম আছে।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশী পরোয়ানায় যা লেখা আছে এর বাইরে এই মামলা সম্পর্কে তিনি কিছু জানতেন না। এছাড়া খানাতল্লাশীর আগেও এই মামলার ব্যাপারে তাঁর কিছুই জানা ছিল না।

প্র–আপনি একটি পিস্তল আটক করেছিলেন কি?

উ–সিজার লিস্টে একটি পিস্তল আটক করেছি বলে উল্লেখ আছে।

প্র–খানাতল্লাশী পরোয়ানায় পিস্তল আটক করার জন্যে আপনাকে বলা হয়েছিল কি?

উ–তল্লাশী পরোয়ানায় তার উল্লেখ নেই। মামলার তদন্তের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জিনিস আটক করার নির্দেশ তল্লাশী পরোয়ানায় ছিল।

প্র–আপনি কোন টেপ রেকর্ডার আটক করেছিলেন কি?

উ–জী না। কতকগুলো টেপ আটক করেছি। এসব আমি বাজিয়ে শুনিনি।

প্র–তলোয়ার ও পিস্তল নৌবাহিনীর অফিসারের পোশাকের অঙ্গ কি?

উ–আমি তাই মনে করি।

প্র–আটককৃত ম্যাপগুলো কিসের ছিল?

উ–সব ক'টিই জেলার ম্যাপ।

প্র–এগুলি বাজারে পাওয়া যায় কি?

উ–আমি তা জানি না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, দুটি খানাতল্লাশী পরোয়ানাই বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইস্যু করেছিলেন। সাধারণতঃ বাড়ী ঘেরাও করা হয় এবং পরে খানাতল্লাশী করা হয়।

প্র–আপনার সাথে তল্লাশীর সময় কোন সামরিক অফিসার ছিলেন কি?

উ–একজন ছিলেন। তাঁর নাম আমি জানি না। তাঁকে সিজার লিস্টে দস্তখত করার জন্যে আমি অনুরোধ করিনি।

প্র–সামরিক অফিসারকে কোথেকে সঙ্গে নিয়েছিলেন?

উ–জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো থেকে তিনি আমার সঙ্গে যান।

প্র–বাড়ীর বাশিন্দাদের কারও দস্তখত সিজার-লিস্টে নিয়েছিলেন কি?

উ–জনাব নূরুল ইসলাম নামক এক ব্যক্তির দস্তখত নিয়েছি।

প্র–টেলিফোনটি কি সচল ছিল?

উ–আমি তা লক্ষ্য করিনি।

প্র–বাড়ীতে আর কোন টেলিফোন ছিল কি?
উ–আরও একটি টেলিফোন ছিল।
প্র–সে টেলিফোনটি আটক করেননি কেন?
উ–আমার সাথে দু'জন নৌবাহিনীর অফিসার ছিলেন। তারা আমাকে বলেছিলেন যে, সেটি অফিসের টেলিফোন। তাই সেটি আটক করিনি।
প্র–সেই দু'জন অফিসারের নাম কি?
উ–জনাব এম এ মাবুদ ও জনাব মোমতাজউদ্দীন আহমদ।
প্র–বরিশালে কিভাবে টেলিফোন করতে হয়?
উ–রিসিভার উঠিয়ে নম্বর বললে এক্সচেঞ্জ থেকে লাইন দেওয়া হয়।
প্র–আপনি যে টেলিফোন আটক করেছিলেন তার নম্বর কত?
উ–৬৮২৯/৬।
প্র–আপনার অফিসের টেলিফোন নম্বর কি ৩ সংখ্যার?
উ–জী হ্যাঁ। এবং এর নম্বর ৩৪৯।
প্র–টেলিফোনের সাথে আর কি জিনিস আটক করেছিলেন?
উ–একটি তলোয়ার।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, প্রথম খানাতল্লাশীর সময় তিনি হয়ত তলোয়ারটি দেখেছিলেন। তলোয়ারটি কোথা থেকে আটক করা হয়েছিল সিজার লিস্টে তিনি তা উল্লেখ করেননি। তিনি শোবার ঘর থেকে তলোয়ারটি আটক করেছিলেন বলে তাঁর মনে পড়ে।
প্র–তল্লাশীর সময় বইপত্র আটক করেছিলেন কেন?
উ–মামলার তদন্তে প্রয়োজন হতে পারে মনে করে।
প্র–এগুলো আটক করার জন্যে তল্লাসী পরোয়ানায় আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি?
উ–আমি জিনিসপত্র বের করে সামরিক অফিসারকে দেখিয়েছি এবং তাঁর নির্দেশমত জিনিসপত্র আটক করেছি।
সাক্ষী বলেন যে, দু'বার তল্লাসী করার সময়ই তিনি কিছু বন্দুকের গুলী আটক করেছিলেন।
প্র–সিজার-লিস্টের ২৪ ক্রমিক নম্বরে কি লেখা আছে?
উ-পাকিস্তানের একটি শাসনতন্ত্রের নাম উল্লেখ আছে।
প্র–এটা কি মামলার তদন্তের জন্যে প্রয়োজন ছিল?
উ–আমি তাই মনে করেছিলাম।
প্র–প্রথমবার তল্লাশী শেষে আপনি কি করেছিলেন?
উ–জিনিসপত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে আমি সকাল ৫টায় বাসায় ফিরে গিয়েছিলাম।

প্র–দ্বিতীয় তল্লাশী করে জিনিসপত্র কি করেছিলেন?
উ–আমাকে থানা মালখানায় আটককৃত জিনিসপত্র পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
প্র–সেসব জিনিসের নাম থানা মালখানায় রেজিস্ট্রারে তোলা হয়েছিল কি?
উ–সম্ভবতঃ হয়েছিল।
প্র–দুটি সিজার লিস্টেই কি তল্লাসীর সময় উল্লেখ আছে?
উ–জী না। একটাতে আছে।
প্র–এ কথা কি সত্য যে, দ্বিতীয়বার আপনাকে শুধু টেলিফোন আটক করার জন্যে বলা হয়েছিল?
উ–এ কথা সত্য নয়।
বাদীপক্ষ আদালতে দ্বিতীয়বারের খানাতল্লাসীর পরোয়ানাটি হাজির করতে পারেননি। এ ব্যাপারে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে জানান যে, এই তল্লাসী পরোয়ানাটি খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।
প্র–এ কথা কি সত্য যে. ব্যাপক তল্লাসী করা হয়েছে দেখানোর জন্যে আপনি বন্দুকের গুলী আটক করেছিলেন?
উ– এ কথা সত্য নয়।
প্র–প্রথম তল্লাসী শেষে আপনি বাড়ীটি পাহারার জন্যে কাউকে নিযুক্ত করেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–এ কথা সত্য যে, প্রথম ও দ্বিতীয় তল্লাসীর মধ্যবর্তী সময়ে কেউ টেলিফোনটি বাড়ীতে রেখে গিয়েছিল?
উ–আমি প্রথম তল্লাশীর সময় টেলিফোনটি দেখেছি।

এরপর সাক্ষীর হাতে আটককৃত দুটি ফটোর নেগেটিভ দিয়ে জেরা করা হলে তিনি প্রথমে বলেন যে, তিনি নেগেটিভের লেখা পড়তে পারছেন না। পরে আবার বলেন যে, তিনি তা পড়তে পারছেন।

জনাব আবদুল্লাহর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সামরিক অফিসারটির পদমর্যাদা তিনি জানেন না। তবে তিনি মেজর পদমর্যাদার হবেন বলে সাক্ষী অনুমান করেন।
এখানেই তাঁর জেরা শেষ হয়।

জালালউদ্দিন

জনাব জালালউদ্দিন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, আইডব্লিউটিএ'র বরিশালের কোয়ার্টার তিনি চিনেন। কোয়ার্টারের একটি বাড়ীতে পুলিশ তল্লাশী করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ ম্যাপ ও কতিপয় জিনিস আটক করেছিল। তিনি সিজার-লিস্টে দস্তখত করেন।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি আগে পুলিশে চাকুরী করতেন। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি ১৯৬৫ সালে অবসরগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি কন্ট্রাক্টারী ব্যবসা করছেন।

প্র–পুলিশ বিভাগে আপনার কোন কন্ট্রাক্ট ব্যবসা আছে কি?

উ–জী হাঁ, আছে।

প্র–তল্লাসী করা বাড়ী থেকে আপনার বাড়ীর দূরত্ব কত?

উ–এক মাইল।

প্র–আইডব্লুটিএ কলোনীতে আগে কখনও গিয়েছিলেন কি?

উ–এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে যেতাম।

প্র–তাঁর নাম বলুন?

উ–আমার মনে নেই।

প্র–বন্ধুর সাথে পরিচয় কখন থেকে?

উ–পিরোজপুর আমরা একত্রে স্কুলে পড়েছিলাম। তাঁর বাবা সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

প্র–আপনার বন্ধুর বাবার নাম কি?

উ–আমার মনে নেই।

প্র–আপনাকে তল্লাসীর সময় কে ডেকে নিয়েছিলেন?

উ–একজন পুলিশের এস, আই।

প্র–তাঁকে আপনি কি আগে থেকে চিনতেন?

উ–জী হ্যাঁ।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, রাত একটার সময় পুলিশের এস আই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে একটি জীপে করে তাকে নিয়ে যান এবং তল্লাশীর সাক্ষ্য করেন। সেখানে আবুল কালামও উপস্থিত ছিলেন।

প্র–আপনি কি কালামের আগে না পরে গিয়েছিলেন?

উ–আমার তা মনে নেই।

প্র–জীপে অন্য কোন লোক ছিল কি?

উ–আমরা ছাড়া আরও দু'জন লোক ছিলেন।

প্র–তাঁরা কি পুলিশের লোক?

উ–আমি জানি না।

প্র–তাঁদের পরনে পোশাক কি ছিল কি?

উ–আমার তা স্মরণ নেই।

প্র–কোন মাসে তল্লাসী হয়েছিল?

উ–আমি তা জানি না।

প্র–তল্লাসী করা বাড়ীর পার্শ্বে অন্য কোন সরকারী কোয়ার্টার আছে কি?

উ–জী হাঁ, আছে।

প্র–একথা কি সত্য যে, সাবেক পুলিশ কর্মচারী বলে আপনাকে তল্লাসীর সাক্ষী রাখা হয়েছিল?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–বাড়ী তল্লাসী করার আগে আপনি ডিএসপি'র শরীর তল্লাসী করেছিলেন কি?

উ–জী না।

এখানে গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শেষ হয়। আজ বুধবার সকালে পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

সংবাদ

২১শে নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

ষড়যন্ত্র মামলার সরকারী সাক্ষী জালালুদ্দীন বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি জনাব জহিরউদ্দীনের জেরার জবাবে গত মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, সাক্ষী তাঁহার বন্ধুদের নাম ভুলিয়া গিয়াছেন।

কোন মাসে এই তল্লাশী চালানো হয় তাহাও তাঁহার মনে নাই। তবে সেই সময়টি শীতকাল ছিল বলিয়া সাক্ষী উল্লেখ করেন।

পূর্বাহ্নে সাক্ষ্যদানকালে সরকারী সাক্ষী মাদারীপুরের এ, এস, আই, ফয়জুর মিয়া বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে গ্রেফতার করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া জানান।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানাটি ১৯৬৭ সালের ২২ শে ডিসেম্বর তারিখে ইস্যু করা হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে পূর্বাহ্নেই গ্রেফতার করা হইয়াছে কিনা এবং গ্রেফতারী পরোয়ানাটি পরে ইস্যু করা হইয়াছে কি-না সে সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না।

পরবর্তী সরকারী সাক্ষী মাদারীপুরের ব্যবসায়ী আবদুল জব্বার হাওলাদার আদালতে তাঁহার সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার উপস্থিতিতে মাদারীপুর থানা হইতে কিছু কাগজপত্র আটক করা হয়। আটক দ্রব্যের একটি তালিকাও প্রণয়ন করা হইয়াছিল এবং উহাতে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি পূর্ব হইতেই ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে চিনিতেন।

তাঁহাকে ষ্টুয়ার্ড মুজিবের একটি ছবি দেখানো হইলে সাক্ষী বলেন, "এই ফটোর দ্বারা এখন আমি তাঁকে সনাক্ত করতে পারব না।"

অন্যতম সরকারী সাক্ষী আনোয়ার হোসেন ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পুলিস তাঁহার অফিস হইতে যখন কিছু দলিলপত্র আটক করে তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তী সরকারী সাক্ষী খুলনার ডি-এস-পি জনাব এ, আর, চৌধুরী তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি তাজমহল হোটেলের অফিস তল্লাশী করেন এবং আবদুস সামাদ ও জালালুদ্দীনের নাম সম্বলিত বোর্ডার রেজিষ্টার আটক করেন।

তিনি বলেন যে, খুলনা শহরে শাহজাহান হোটেল নামে কোন হোটেল নাই।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি খুলনা শহর প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন।

অন্যতম সরকারী সাক্ষী শেখ ইদ্রিস আলী আদালতে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে পুলিস হোটেল তাজমহলের রেজিষ্টার বহি আটক করে। তিনি আরও বলেন যে, খুলনায় শাহজাহান হোটেল নামে কোন হোটেল নাই।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, খুলনা শহর ৭ মাইলেরও বেশী সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং তাঁহার পক্ষে সকল হোটেল পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। তিনি মাত্র ৪টি হোটেলের নাম করিতে পারেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

ট্রাইব্যুনালের শুনানী বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা হয়।

দৈনিক পয়গাম

২১শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কুর্মিটোলা সিগন্যাল্‌স মেসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বাদীপক্ষ গতকল্য (বুধবার) আরও ৭জন নূতন সাক্ষী হাজির করেন। এই সাক্ষিগণ হইতেছেন জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের একাউন্টস অফিসার এম, এ, মাবুদ, বরিশাল আই, ডব্লিউ টি এ ওয়ার্কশপের কেরানী মগফরউদ্দিন আহমদ, ঢাকা ন্যাভাল ট্রানজিট ক্যাম্পের ইন-চার্জ নাজির হোসেন খান, চট্টগ্রামের পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর আতিকুর রহমান চৌধুরী, চট্টগ্রাম পি, আই, এ'র সহকারী জেলা ম্যানেজার রওশন দীন, চট্টগ্রাম পি, আই, এ'র ষ্টেশন ম্যানেজার এস, এ, এ, রিজভী এবং চট্টগ্রামের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ফরিদ আহমদ। ইহাদের মধ্যে একজনকে

বাদীপক্ষ কেবল আদালতে হাজির করেন। বিবাদীপক্ষও তাঁহাকে কোনরূপ জেরা করেন নাই। পক্ষান্তরে, বিবাদীপক্ষের অনুরোধে আতিবুর রহমানের জেরা স্থগিত রাখা হয়।

গতকল্য যে ৭জন সাক্ষী আদালতে হাজির হন, তাঁহারা প্রধানতঃ এই মামলার সহিত জড়িত বিভিন্ন সার্চ ও সিজার লিষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করেন। গতকল্যকার প্রথম সাক্ষী এম, এ, মাবুদকে বাদীপক্ষ আদালতে পুনরায় তলব করেন এবং তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করেন। মগফরউদ্দিনকেও গতকল্য দ্বিতীয়বারের জন্য উপস্থিত করা হয়।

এম, এ, মাবুদ জবানবন্দীদানকালে বলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে ১৯৬৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর পুলিশ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের গৃহে তল্লাশী চালায়। তিনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের গৃহ হইতে একটি টেলিফোন রিসিভার সেট, একখানি তরবারি ও একটি রিভলবার আটকের কথা উল্লেখ করেন।

বিবাদীপক্ষের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশীর সময় লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম বরিশালের বাহিরে ছিলেন এবং তাঁহার পরিবারও সেখানে ছিল না। তিনি বলেন যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম রাওয়ালপিণ্ডি গমন করিয়াছেন।

মগফরউদ্দিন সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, কিছুদিনের জন্য তিনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের অধীনে চাকুরী করেন। তিনি বলেন যে, তিনি জানিতেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন নৌ-বাহিনীতে চাকুরী করিতেন এবং আই ডব্লিউ টি এ-তে তিনি ডেপুটেশনে ছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, তিনি আরও জানিতেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম নৌ-বাহিনী হইতে অকাল অবসরগ্রহণের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি বলেন যে, লেঃ কম্যাণ্ডার কেন অবসরগ্রহণের প্রয়াসী ছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন না।

চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার অফিসার-ইন-চার্জ আতিবুর রহমান বলেন যে, তিনি দুইবার চট্টগ্রাম পি আই এ অফিসে তল্লাশী চালান এবং সাবেক জেলা ম্যানেজার মীর্জা রমিজসহ কয়েকজনের ব্যক্তিগত ফাইলসহ কিছু দলিলপত্র আটক করেন। সাক্ষী বলেন যে, চট্টগ্রামে তিনি সি, ডি, এ অফিস, হাবিব ব্যাঙ্ক, ইষ্টার্ণ অটোমোবাইলস্, হোটেল শাহজাহান এবং অভিযুক্ত বিধানকৃষ্ণ সেন, বিভূতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী) ও রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমানের গৃহও তল্লাশী করেন। চট্টগ্রাম পি আই এ-র সহকারী ম্যানেজার রওশন দীন তাহার অফিস তল্লাশী ও কিছু দলিল আটকের একজন সাক্ষী।

ঢাকা নেভি ট্রানজিট ক্যাম্পের ইনচার্জ নাজির হোসেন বলেন যে, লেঃ এম, এম, রহমান ১৯৬৭ সালের জুলাই ও ডিসেম্বর মাসে দুইবার ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করেন।

অদ্য (বৃহস্পতিবার) সকালে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২১শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাদীপক্ষের মোট সাতজন সাক্ষীকে হাজির করা হয়। তন্মধ্যে ছ'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং একজন সাক্ষীকে সাক্ষ্যদান ও জেরা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। বিবাদীপক্ষ গতকাল ৪জন সাক্ষীকে জেরা করেন। বাকী দু'জন সাক্ষীকে আজ বৃহস্পতিবার জেরা করা হবে। গতকাল আইডব্লিউটি-এর সাবেক রিজিওনাল একাউন্টস অফিসার জনাব এমএ মাবুদ কেরানী জনাব মোরুফারউদ্দিন আহমদ ঢাকাস্থ পাকিস্তান নেভাল ট্রানজিট ক্যাম্পের ইনচার্জ জনাব নজির হোসেন খান, চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার ওসি জনাব আতিকুর রহমান চৌধুরী, পিআইএ'র চট্টগ্রামস্থ এসিসটেন্ট ম্যানেজার জনাব রওশন দীন ও পাইওনিয়ার ট্রেডিং কোম্পানীর পার্টনার জনাব ফরিদ আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। পিআইএ'র চট্টগ্রামস্থ স্টেশান ম্যানেজার জনাব এস এ এ রিজভীকে সাক্ষ্যদান ও জেরা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার ওসি জনাব আতিকুর রহমানের সাক্ষ্য সম্পর্কিত কাগজপত্র দেরীতে পান বলে তাঁকে গতকাল জেরা করা হয়নি। এছাড়া জনাব ফরিদ আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী রাখা হয় বলে গতকাল তাঁকে জেরা করা হয়নি।

আজ বৃহস্পতিবার পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলে এই দু'জন সাক্ষীকে জেরা করা হবে।

এম এ মাবুদ

জনাব এম এ মাবুদ তার সাক্ষ্যে বলেন, বর্তমানে আমি ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের করাচী অফিসে চাকুরী করছি। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত আমি বরিশালে আইডব্লিউটিএ'র রিজিওনাল একাউন্টস অফিসার ছিলাম। আমার উপস্থিতিতেই পুলিশ আইডব্লিউটিএ'র কলোনীস্থ লেঃ কঃ

মোয়াজ্জেমের বাড়ীতে তল্লাশী করে এবং ম্যাপ, বইপত্র, পিস্তল, তলোয়ার ও একটি টেলিফোনসহ কতিপয় জিনিস আটক করে। আমার সামনেই পুলিশ দুটি সিজার লিস্ট তৈরী করে এবং আমি সিজার-লিস্টে দস্তখত করি।

এরপর জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বাড়ীতে মোট দু'বার খানাতল্লাশী করা হয়। রাত ১২টা থেকে শুরু করে সকাল ৫টা পর্যন্ত একবার এবং বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আর একবার তল্লাশী করা হয়। দু'বারই তল্লাশীর সময় তাঁকে ডেকে আনা হয়েছিল।

প্র–প্রথম তল্লাশীর সময় বৈঠকখানা তল্লাশী করা হয়েছিল কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–বন্দুকের গুলী কখন আটক করা হয়েছিল?

উ–দ্বিতীয় বারের তল্লাশীর সময়।

প্র–প্রথমে তল্লাশীর সময় তলোয়ারটি দেখেছিলেন কি?

উ–সম্ভবত বৈঠকখানার দেয়ালে ঝুলানো দেখেছি।

প্র–প্রথম তল্লাশীর সময় বাড়ীর সকল কামরায় তল্লাশী করা হয়েছিল কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–আপনাকে কি তল্লাসী পরোয়ানা দেখানো হয়েছিল?

উ–দুটা পরোয়ানাই দেখানো হয়েছিল।

প্র–তল্লাসী পরোয়ানায় কি কি জিনিস আটক করা হবে তার উল্লেখ ছিল কি?

উ–দ্বিতীয় তল্লাসী পরোয়ানায় ছিল। কিন্তু প্রথমটিতে ছিল না।

এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে খানাতল্লাসীর প্রথম পরোয়ানাটি দেওয়া হলে তিনি তা দেখে বলেন যে, প্রথম পরোয়ানাটিতেও ম্যাপ ও অন্যান্য জিনিসপত্র আটক করার উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি।

প্র–তল্লাসীর সময় সেনাবাহিনীর কোন অফিসার উপস্থিত ছিলেন কি?

উ–সাদা পোশাকে একজন উপস্থিত ছিলেন।

প্র–আলমারী ও বাক্স থেকে বের করা জিনিসপত্র ডিএসপি ও সেনাবাহিনীর উক্ত অফিসার পরীক্ষা করেছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ। কখনও কখনও ভিন্ন ভিন্নভাবে আবার কোন সময় একত্রে তাঁরা জিনিসপত্র পরীক্ষা করেন।

প্র–প্রথম তল্লাসীর সময় তলোয়ারটি কি দেওয়ালে ঝুলানো অবস্থা থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল?

উ–জী না।

প্র–তখন পিস্তলটি পরীক্ষা করা হয়েছিল কি?

উ–পরীক্ষা করে আবার যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয়।

প্র–বইগুলো কে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন?
উ–সামরিক অফিসার।
প্র–লেঃ কঃ মোয়াজ্জম তখন বরিশালে ছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–তিনি কোথায় ছিলেন?
উ–সপ্তাহ খানেক বা এর আগে তিনি ঢাকা এসেছিলেন।
প্র–তিনি কি তখন পিন্ডিতে ছিলেন?
উ–তিনি পিন্ডি রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন বলে শুনা গেছে।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি যতদূর জানেন ঢাকা অফিস থেকে তাঁকে ডেকে পিন্ডি পাঠানো হয়েছিল এবং এজন্যে তিনি অগ্রিম টাকা নিয়েছিলেন।
প্র–লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের পরিবার তখন বরিশাল ছিল কি?
উ– জী না।
প্র–লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের অফিস সময় বলুন?
উ–সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ১২টা। আবার বিকেল দেড়টা থেকে সাড়ে ৪টা।
প্র–তিনি কি অফিস টাইমের বেশী কাজ করতেন?
উ–জী হ্যাঁ। সাড়ে ৪টার পরও এমনকি কোন কোন সময় রাত্রেও তিনি অফিসে কাজ করতেন।
প্র–তিনি খুব কর্মব্যস্ত অফিসার ছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। একই বিল্ডিংসে কাজ করতাম বলে আমি তা লক্ষ্য করেছি।
সাক্ষী আরও বলেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের বাসার পার্শ্ব দিয়ে তিনি তাঁর বাসায় আসা-যাওয়া করতেন এবং লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের ছেলেমেয়েদের তাদের বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলতো তিনি অফিসে আছেন।
প্র–আই ডব্লিউ টি এ'র কতিপয় ফ্লাট বার্জ আছে কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–এগুলি প্রাইভেট পার্টির কাছে বিক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়েছিল কি?
উ–আমি তা জানি না।
প্র–আপনার অফিসে কোন টেলিফোন আছে কি?
উ–জী হ্যাঁ আছে।
প্র–আপনার টেলিফোন কি তখন ম্যানুয়েল পদ্ধতি ছিল?
উ–জী হ্যাঁ।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ঐ বাড়ী থেকে যে টেলিফোনটি আটক করা হয়েছিল তা সক্রিয় কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। সে বাড়ীতে টেলিফোন কানেকশন ছিল এবং অপর একটি টেলিফোনও সেখানে ছিল।

প্র–টেলিফোনটি কে আটক করেছিলেন?
উ–ডিএসপি।
প্র–দ্বিতীয়বার তল্লাসীর সময় মিলিটারী অফিসার ছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–দ্বিতীয়বার তল্লাসীর সময় কি কি জিনিস আটক করা হবে সে সম্পর্কে ডিএসপি আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?
উ–জী না। তিনি আমাকে তল্লাসী পরোয়ানা দেখিয়েছিলেন।
প্র–আই ডব্লিউ টি এর নারায়ণগঞ্জ অফিসটি লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের অধীনে ছিল কি?
উ–জী হ্যাঁ। এই উপলক্ষে তিনি নারায়ণগঞ্জ আসা-যাওয়া করতেন।
এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা শেষ হলে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষীর হাতে একখানা কাগজ দিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, এটা দ্বিতীয় খানাতল্লাসীর পরোয়ানা। তল্লাসীর সময় তাঁকে এটা দেখানো হয়েছিল।

মোকফার উদ্দিন আহমদ

জনাব মোকফারউদ্দীন আহমদ তাঁর সাক্ষ্যে বলেনঃ আমি আই ডব্লিউটি-এর বরিশালস্থ ওয়ার্কশপের কেরানী। পুলিশ আমার উপস্থিতিতে অফিস থেকে কতিপয় টি এ বিল আটক করে। পুলিশ সিজার লিস্ট তৈরী করে এবং আমি তাতে দস্তখত করি। এসব টি এ বিলের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ আমি ফাইলপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করি। লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের দস্তখত আমি চিনি। এই টি এ বিলগুলোতে (আদালতে প্রদর্শিত) তাঁর দস্তখত আছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, টি এ বিলগুলো কে তৈরী করেছিলেন তিনি তা জানেন না। টি এ বিলের হাতের লেখাও তিনি চেনেন না। কোন কোন সময় অফিসার আবার কখনও কখনও কেরানীরা টি এ বিল তৈরী করেন।
প্র–লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের অধীনে আপনি কতদিন চাকুরী করেছিলেন?
উ– ৬ মাস।
প্র–আই ডব্লিউ টি এ'র কতটি জাহাজ আছে?
উ–প্রায় ৪৫টি।
প্র–এগুলো পরিদর্শনের দায়িত্ব কার ছিল?
উ–লেঃ কঃ মোয়াজ্জম হোসেনের।
প্র–নারায়ণগঞ্জে আই ডব্লিউটি এ'র রিপেয়ার ওয়ার্কশপ আছে কি?
উ–জী হ্যাঁ।

প্র–সেখানে কত লোক কাজ করেন?
উ–৪শ' থেকে ৫শ'।
প্র–লেঃ কঃ মোয়াজ্জম কি এই রিপেয়ার ওয়ার্কশপটি সুপারভাইজ করতেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের বাড়ী বরিশাল জেলায় একথা আপনার জানা ছিল কি?
উ–আমি তা জানি।
প্র–আই ডব্লিউ টি এ'র সাবেক সেক্রেটারী জনাব ফারুকের দস্তখত কি আপনি চিনেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–আপনি কি জানেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জম নৌবাহিনী থেকে তাঁর কার্যকলাপ শেষ হওয়ার আগেই অবসরগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ, আমি তা জানি।
এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে দু'টি দলিল দিয়ে প্রশ্ন করেনঃ
প্র–এখানে আপনি কি দেখছেন?
উ–জনাব ফারুকের দস্তখত দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া এর একটি দলিল লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের ডিকটেশন অনুযায়ী তিনি টাইপ করেছেন।
এখানে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা শেষ হলে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান তাঁকে পুনরায় সাক্ষ্যদানের জন্যে প্রশ্ন করেন।
প্র–১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাসে আপনি কোথায় ছিলেন?
উ–বরিশালে।
প্র–জনাব ফারুক তখন কোথায় নিযুক্ত ছিলেন?
উ–ঢাকা সদর অফিসে।
প্র–আপনি কি তাঁর অধীনে চাকুরী করেছিলেন?
উ–জী না।
প্র–লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের অবসরগ্রহণ সম্পর্কে আপনি জানলেন কি করে?
উ–এতদ সম্পর্কিত তাঁর চিঠি আমি টাইপ করেছি বলে জানি।
প্র–এই চিঠির মূল কপি কোথায় পাওয়া যেতে পারে?
উ–নেভাল হেড কোয়ার্টারে।
অতঃপর বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান এই চিঠিটির নকল আদালতে গ্রহণ সম্পর্কে আপত্তি দেখালে আদালত তা নোট করে রাখেন।

নাজির হোসেন খান

ঢাকাস্থ পাকিস্তান নেভাল ট্রানজিট ক্যাম্পের ইনচার্জ জনাব নাজির হোসেন খান তাঁর সাক্ষ্যে বলেনঃ আমি ১৯৬৮ সালের পহেলা মার্চ থেকে ঢাকাস্থ নেভাল ট্রানজিট ক্যাম্পে মোতায়েন আছি। আমার আগে জনাব ইকবাল ও জনাব আকরাম ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন। আমি ক্যাম্পের একটি রেজিস্টার ও একটি রসিদ বই নিয়ে এসেছি।

এই রেজিস্টারের (আদালতে প্রদর্শিত) ক্রমিক নম্বর চার-এ ১৯৬৭ সালের ১১ই জুলাই থেকে ১৬ই জুলাই পর্যন্ত লেঃ এম এম রহমানের ক্যাম্পে অবস্থানের উল্লেখ আছে। এছাড়া রেজিস্টারে ৩ ক্রমিক নম্বরে ১৯৬৭ সালে ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর ক্যাম্পে অবস্থান লেখা আছে। এছাড়া এই দু'বারে ক্যাম্পে অবস্থানের জন্যে তিনি যথাক্রমে ১৩.৪৫ টাকা ও ১০.৬৭ টাকা পরিশোধ করেছিলেন বলে এই রশিদ বইয়ে (আদালতে প্রদর্শিত) উল্লেখ আছে।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ট্রানজিট ক্যাম্পে একদিন থাকার জন্যে ২.৬৭ টাকা ভাড়া দিতে হয়। নেভাল অফিসারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, ছেলেমেয়েরাও এখানে অবস্থান করতে পারেন। এজন্যে এই রেজিস্টার রাখা হয়।

আতিকুর রহমান চৌধুরী

অতঃপর চট্টগ্রাম কোতয়ালী থানার ওসি জনাব আতিকুর রহমান চৌধুরী ট্রাইব্যুনালে তাঁর সাক্ষ্যে বলেনঃ আমি তল্লাশী পরোয়ানা বলে চট্টগ্রামের পিআইএ অফিসে দু'বার তল্লাসী করি এবং কতিপয় কাগজপত্র আটক করি। এছাড়া আমি ইস্টার্ন অটোমোবাইল, হাবিব ব্যাঙ্কের চট্টগ্রাম অফিস, শাহজাহান হোটেল, বিধান কৃষ্ণ সেন, বিভূতি ভূষণ চৌধুরী ও ডাঃ সাইদুর রহমানের বাড়ী, চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার অফিস তল্লাসী করি। এইসব তল্লাসীর সময় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আমি সিজার লিস্ট তৈরী করে আটককৃত দলিলপত্রের (আদালতে প্রদর্শিত) নাম তাতে লিখে তাদের দস্তখত নেই। সিজার লিস্টের চারটি কার্বন কপি এসডিওকে দিয়ে এটেস্ট করিয়ে নিয়েছি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সিজার লিস্টের কার্বন কপি আদালতে গ্রহণ সম্পর্কে আপত্তি দর্শালে আদালত তা নোট করে রাখেন।

জনাব আতিকুর রহমানের জেরা আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে।

শুনানীর এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টিএইচ খান এদিনের পূর্ববর্তী সাক্ষী জনাব এম, এ, মাবুদকে পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্যে ডেকে পাঠাতে অনুমতি প্রার্থনা করলে ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করেন।

জনাব টিএইচ খান সাক্ষীর হাতে কতগুলো টি, এ, বিল (আদালতে প্রদর্শিত) দিয়ে প্রশ্ন করলে সাক্ষী বলেন যে, এই টি, এ, বিলগুলো নিয়মিত পদ্ধতিতে তাঁর অফিসে আসে। সংশ্লিষ্ট অফিসারের দস্তখতের পর এগুলো তার অফিসে এলে তিনি তা চেক করে দেখেন এবং বিল পাশ করে দেন। তাঁর অফিস থেকে এই বিলগুলো পাস করা হয়েছে এবং এসব টিএ বিলের টাকা নেয়া হয়েছে। এই টিএ বিলগুলোতে লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের দস্তখত রয়েছে।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, এই বিলের একটি অংশে তাঁর লেখা আছে। লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের মৌখিক নির্দেশে তিনি তা লিখেছেন। লেঃ কঃ মোয়াজ্জম কোথায় বসে এতে দস্তখত করেছিলেন তা তিনি জানেন না। এছাড়া টিএ বিলে সময়ের গোলমাল আছে কিনা তা তিনি বলতে পারছেন না।

রওশন দীন

অতঃপর পিআইএ'র চট্টগ্রামস্থ এসিসটেন্ট ম্যানেজার জনাব রওশন দীন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, পুলিশ তাঁদের অফিস তল্লাসী করে কতিপয় দলিলপত্র আটক করেছিলেন। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, দলিলগুলো আটক করার তারিখ এতে লেখা নেই। এছাড়া এসব দলিলে পুলিশ বা অন্য কোন অফিসারের দস্তখতও নেই।

ফরিদ আহমদ

'জনাব ফরিদ আহমদ তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, পুলিশ তাঁর চট্টগ্রামের মোমিন রোডস্থ অফিস তল্লাসী করে একটি টোল আকারের রসিদ বই আটক করে। এই রসিদ বইতে (আদালতে প্রদর্শিত) শুভপুর পুলে টোল আদায়ের হিসাব আছে। পাইওনিয়ার ট্রেডিং কোম্পানী শুভপুর ব্রিজের টোল আদায়ের নিলাম নিয়েছে এবং তিনি এই কোম্পানীর একজন অংশীদার। তিনি চট্টগ্রামেই থাকেন এবং তাঁদের একজন কেরানী ব্রিজের টোল আদায় করেন। রসিদ বইতে তিনি কেরানী আবদুল মোতালেবের দস্তখত দেখতে পাচ্ছেন।

এখানেই গতকাল মামলার শুনানী মূলতবী রাখা হয়। আজ বৃহস্পতিবার পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

সংবাদ

২২শে নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৬২ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ

ঢাকা, ২১শে নভেম্বর (এ,পি,পি)।—অদ্য ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি চট্টগ্রাম কোতওয়ালী থানার

অফিসার ইনচার্জকে জেরা করেন। উক্ত অফিসার ইন-চার্জ এই মামলার ব্যাপারে চট্টগ্রামস্থ পিআইএ অফিস, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অফিস এবং আরও ৬টি স্থানে তল্লাশী করেন।

গতকল্য অফিসার ইন-চার্জ আতিবুর রহমান চৌধুরীর জবানবন্দী শেষ হওয়ার পর তাহার জেরা স্থগিত রাখা হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য সময় প্রার্থনা করেন।

অদ্য বাদীপক্ষ পিআইএ-র কর্মকর্তা, হাবিব ব্যাঙ্কের কর্মচারী এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন পুলিস সাব-ইন্সপেক্টরসহ আরও ১১ জন নয়া সাক্ষী হাজির করেন। এইসব সাক্ষীর মধ্যে দুইজনকে জেরার জন্য ডাকা হইলে বিবাদীপক্ষ তাহাদের জেরা করেন নাই।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জহীরুদ্দীন কর্তৃক জেরাকালে অফিসার ইন-চার্জ আতিবুর রহমান বলেন যে, কতিপয় স্থানে তল্লাশীর সময় স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর সিরাজুল ইসলাম তাঁহার সাথে ছিলেন। তিনি বলেন যে, তল্লাশীর সময় আটক দ্রব্যাদি তিনি মালখানা থানায় জমা দিয়াছেন। বিবাদীপক্ষের প্রশ্নের জবাবে আতিবুর রহমান বলেন যে, মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আটককৃত দ্রব্যাদির তালিকার চারটি কার্বন কপি জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়া এজেন্ট করাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে যে তল্লাশী চালান হয় তাহা তিনি জানিতেন।

ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস সাব ইন্সপেক্টর ১৬২ নম্বর সরকারী সাক্ষী নোমানুদ্দিন চৌধুরী বলেন যে, তিনি 'নিপা'র ডিরেক্টরের অফিসসহ ৬টির অধিক স্থানে তল্লাশী চালান।

বিবাদীপক্ষ কর্তৃক সাব-ইন্সপেক্টরের জেরা অব্যাহত থাকা অবস্থায় অদ্যকার মত আদালতের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। আগামীকাল্য পুনরায় অধিবেশন শুরু হইলে তাহাকে আরও জেরা করা হইবে।

অদ্য অপরাপর যে কয়জন সাক্ষীকে হাজির করা হয় তাঁহারা হইতেছেন চট্টগ্রামস্থ পি আই এ'র সেলস অফিস সুপারভাইজার রশিদ আলী রিজভীর চট্টগ্রাম হাবিব ব্যাঙ্কের শাখাসমূহের সিনিয়র ডেপুটি কন্ট্রোলার আতহার হারিস, হাবিব ব্যাঙ্কের অফিসার এস, এম হায়দার, নুরুদ্দিন ও মমতাজুদ্দিন এবং পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর মনিরুল হক।

দৈনিক পয়গাম

২২শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সরকার পক্ষের আরও ১১জন নূতন সাক্ষী হাজির

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যালস মেসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) সরকারপক্ষ আরও ১১জন নূতন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করেন। ২জন সাক্ষীকে বাদীপক্ষ আদালতে কেবল হাজির করেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষও তাহাদের জেরা করেন নাই। এছাড়া গত বুধবার যে দুইজন বাদীসাক্ষীর জেরা স্থগিত রাখা হইয়াছিল, বিবাদী কৌসুলীগণ গতকল্য তাঁহাদের জেরাও শেষ করেন।

গতকল্য পর্যন্ত বাদীপক্ষ ১৬২ জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করেন।

বাদীপক্ষ অন্যতম সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে, বিবাদীপক্ষের জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব জহিরউদ্দিন, জনাব জুলমত আলী খান, খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন, জনাব আবদুল মালেক ও জনাব আবদুল মোনেম সাক্ষীদের জেরা করেন।

গতকল্যকার সর্বশেষ সাক্ষী– নোমানুদ্দিন চৌধুরীর জেরা চলাকালেই দিনের মত অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়।

সাক্ষী নোমানুদ্দিন চৌধুরী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার অভয় দাস লেনের জনাব ওয়ালিউল্লাহর গৃহ হইতে তিনি কিছু দলিলপত্র আটক করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ৩রা মার্চ পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের আরিচাস্থ টার্মিনাল সুপারিনটেন্ডেন্টের অফিস হইতে তিনি কিছু দলিল আটক করেন। কর্পোরেশনের গোয়ালন্দ ঘাট হইতেও পরে তিনি কিছু দলিল আটক করেন বলিয়া আদালতে জানান। তিনি বলেন যে, ঢাকা কালেক্টরেটের মোটর যান বিভাগ ও নিপার ডাইরেক্টরের অফিস হইতেও তিনি আরও কিছু কাগজপত্র আটক করেন। ১৯৬৮ সালের ৬ই এপ্রিল ঢাকাস্থ আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস হইতেও তিনি কিছু দলিল আটক করেন।

জবানবন্দীর পর জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী নোমানুদ্দিন চৌধুরী বলেন যে, পেট্রল পাম্পে তল্লাসী চালাইবার ব্যাপারে তাহার নিকট কোন তল্লাশী পরোয়ানা ছিল না। তিনি বলেন যে,তিনি তদন্তকারী অফিসার ডি, এস, পি, আহসানউল্লার রিকুইজিশন মোতাবেক কাজ করেন।

এই ব্যাপারে আরও প্রশ্ন করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, রিকুইজিশনে মালিকানা সংক্রান্ত দলিল আটক করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে এই দলীল ধানমণ্ডীর ৭০৮ নম্বর বাড়ীর বেগম হাসিনা রহমানের গৃহ হইতে উদ্ধার করা হয়। সাক্ষী জেরার জবাবে আরও বলেন, লালবাগ পুলিস কর্তৃক তল্লাসী করার সময় ইতিপূর্বেই একবার তিনি ঐ বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ঐবার কি কি জিনিষ আটক করা হইয়াছিল– এখন তিনি তাহা বলিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, দ্বিতল বাড়ীর একতলায় তল্লাশী চালান হয়। তিনি বলেন যে, এই সময় কিছু জিনিস আটক করা হয় এবং লালবাগ থানার সাব-ইন্সপেক্টর ওয়াজেদ আলী উহার সিজারলিষ্ট প্রণয়ন করেন। তিনি বলেন যে, আটককৃত জিনিসপত্র গ্রহণের সময় তিনি সিজারলিষ্টে স্বাক্ষর করেন। তিনি বলেন যে, পরে তিনি ঐগুলি ডি, এস, পি আহসান উল্লাহর নিকট অর্পণ করেন।

প্রারম্ভে জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী ফরিদ আহমদ বলেন যে, ঢাকা হইতে গাড়ীতে চট্টগ্রাম যাওয়ার একটি মাত্র পথ রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, নির্দিষ্ট স্থানে টোল না দিয়া এই রাস্তা দিয়া কোন গাড়ী যাইতে পারে না।

সাব-ইন্সপেক্টর আতিকুর রহমান জনাব জহিরউদ্দিনের জেরার জবাবে বলেন যে, চট্টগ্রাম পি, আই, এ অফিস হইতে আটককৃত দলিলে আটকের তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। তিনি বলেন যে, আটককৃত কাগজপত্রে তিনি কোন সাক্ষীর স্বাক্ষর দেখেন নাই। সাক্ষী বলেন যে, পি, আই, এ, অফিস তল্লাশী করিতে যাইবার পূর্বে তিনি এই মামলা সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। তিনি বলেন যে, তদন্তকারী অফিসার স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর সিরাজুল ইসলাম এই দলিল আটক করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, কি কি জিনিষ আটক করিতে হইবে তাহা জানার জন্য তিনি তল্লাশীর সময় সিরাজুল ইসলামকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান। তিনি বলেন যে, সেই সময় মেজর মোস্তাফিজুর রহমান নামে কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম পি, আই, এ, অফিস হইতে যে সমস্ত দলিল আটক করা হয় তাহার সবই রাজসাক্ষী রমিজ সংক্রান্ত। সাক্ষী বলেন যে, আসলে তিনি আদৌ উক্ত অফিসে তল্লাশী চালান নাই একথা সত্য নয়।

সাক্ষী চট্টগ্রাম হোটেল শাহজাহানের বিশ্বেশ্বর সিকদার বলেন যে, তাহার উপস্থিতি ১৯৬৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী পুলিস হোটেল শাহজাহানের রেজিষ্টার আটক করে। তিনি বলেন যে, পুলিস সিজারলিষ্ট প্রণয়ন করে এবং তিনি উহাতে স্বাক্ষর করেন। বিবাদীপক্ষের কোন কৌশুলী তাঁহাকে জেরা করেন নাই। সাক্ষী বি, পি, রা' আদালতে বলেন যে, পুলিস তাঁহার উপস্থিতিতে হোটেল শাহাজাহানের রেজিষ্টার আটক করে।

বিবাদী কৌসুলী জনাব জহিরউদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, হোটেল রেজিষ্টারে মেহমানদের নাম লিখিবার জন্য বিভিন্ন কেরানী রহিয়াছেন এবং পর্যায়ক্রমে তাহারা উক্ত কাজ করেন।

অন্যান্য সকল সাক্ষী বিভিন্ন জিনিষ ও দলিলপত্র আটক সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করেন। অদ্য (শুক্রবার) সকালে শুনানী পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২২শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বাদীপক্ষের ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় এবং দু'জন সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদান হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ দু'জন সাক্ষীকে জেরা করেন এবং শেষ সাক্ষীর জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় আদালতের কার্য আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মূলতবী ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনের শুরুতে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ও জনাব জহিরুদ্দীন শুভপুর পুলের ইজারাদার জনাব ফরিদ আহমদ ও চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার ওসি জনাব আতিকুর রহমান চৌধুরীকে জেরা করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গতকাল পর্যন্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এগারজন একরারী সাক্ষীর জবানবন্দীসহ মোট ১৬৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে।

ফরিদ আহমদকে জেরা

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে বাদীপক্ষের সাক্ষী জনাব ফরিদ আহমদ বলেন যে, তিনি নিজে শুভপুর পুলের টোল আদায় করেন না। শুভপুর পুল থেকে চট্টগ্রাম শহর ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। পুলের টোল আদায়ের কাজে একজন দারোয়ানসহ মোট ৬ জন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। এর মধ্যে ৩ জন কর্মচারী রেজিস্টারে মোটর গাড়ী এনট্রি করার কাজে নিযুক্ত, এরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে এনট্রি করে থাকে। এদের রেজিস্টার এনট্রি তিনি সনাক্ত করতে পারবেন না।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে শুভপুর পুলের একটি রেজিস্টার বুক (আদালতে প্রদর্শিত) দিয়ে জেরা করলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি এই রেজিস্টারের প্রথম পৃষ্ঠায় এ খান নামে এক ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত দস্তখত দেখতে পাচ্ছেন। 'খান' নামীয় এই ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না।

প্র–পুলের উপর দিয়ে আসা ও যাওয়া উভয় বারেই মোটর গাড়ীর নম্বর এনট্রি করা হয় কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–টোল দেওয়া ছাড়া এবং এনট্রি করা ব্যতীত পুল অতিক্রম করতে দেওয়া হয় কি?

উ–জী না। কোন কোন সময় জোর করে 'কার' নিয়ে যাওয়া হয়।

প্র–এই রেজিস্টারে কোন দিক থেকে কোন দিকে গাড়ী গিয়েছে তা লেখা আছে কি?

উ–জী না।

এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে আর একটি খানাতল্লাশী পরোয়ানা (আদালতে প্রদর্শিত) দিয়ে জনাব জহিরুদ্দীন প্রশ্ন করেন।

প্র–এই তল্লাশী পরোয়ানাটি ইস্যু করার সময় জনাব সিরাজুল ইসলাম চট্টগ্রাম ছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–এবারও তিনি আপনার সাথে গিয়েছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–খানাতল্লাশীর এই পরোয়ানাটি কে ইস্যু করেছিলেন?

উ–চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার।

প্র–মীর্জা রমীজকে মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল এ কথা আপনি তল্লাশীর সময় জানতেন কি?

উ–সংবাদপত্র ও রেডিও'র সংবাদ থেকে আমি তা জেনেছি।

প্র–খানাতল্লাশী পরোয়ানায় রমিজ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ আছে কি?

উ–জী না।

প্র–মীর্জা রমীজের সকল ব্যক্তিগত ফাইল আটক করা হয়েছিল কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, পিআইএ'র চট্টগ্রাম অফিসে আপনি কোন খানাতল্লাশী করেননি এবং আপনার নামে তল্লাশী পরোয়ানা ইস্যু করে জনাব সিরাজুল ইসলাম তল্লাশী করে আছে কি?

উ– জী না।

প্র–সিজার লিস্টের কার্বন কপি এটেস্ট করিয়েছিলেন কেন?

উ–মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে।

প্র–এই চারটি সিজার লিস্টের কপি কোন কোর্টে জমা দিয়েছিলেন?

উ–এস ডি ও অফিসে।

প্র–তল্লাশী পরোয়ানা কে ইস্যু করেছিলেন?

উ–এসডিও।

প্র–এসব তল্লাশীর সময় জনাব সিরাজুল ইসলাম আপনার সাথে ছিলেন কি?
উ–জী না।
এই পর্যায়ে তল্লাশী পরোয়ানা সম্পর্কে বাদীপক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব আবদুল আলীম জানান যে, বিধান কৃষ্ণ সেনের বাড়ী পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশী করা হয়।
প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি এই চার জায়গায় তল্লাশী করেননি এবং জনাব সিরাজুল ইসলামের সিজার লিস্টে আপনি দস্তখত করেছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–একথা কি সত্য যে, তদন্তকারী অফিসার এই চারটি সিজার লিস্টে বানোয়াট করে করেছিলেন?
উ–একথা সত্য নয়।
খান বাহাদুর নাজির উদ্দিনের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব সিরাজুল ইসলাম কতদিন ছিলেন?
উ–এ কথা সত্য নয়।
প্র–আটককৃত কাগজপত্র জনাব সিরাজুল ইসলাম নিয়ে গিয়েছিলেন কি?
উ–জী না। থানা মালখানা জমা দেওয়া হয়েছিল।
প্র–আটকের পর কাগজপত্র সরাসরি ডেপুটি কমিশনারের নিকট জমা দেওয়ার জন্যে তল্লাশী পরোয়ানায় আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–তবে আপনি তা মালখানায় জমা দিলেন কেন?
উ–থানা মালখানা রেজিস্টারে এনট্রি করে পরে ডিসি'র অফিসে জমা দিয়েছি।
প্র–ডিসি'র অফিসে জমা দিয়েছিলেন বলে কোন দলিলী প্রমাণ আছে কি?
উ–জী না।
সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি তাঁর রিপোর্টসহ আটককৃত কাগজপত্র ডিসি'র অফিসে জমা দিয়েছিলেন এবং ডিসি'র অফিস থেকে এ সম্পর্কে জানা যেতে পারে।

সাক্ষীর হাতে অপর একটি তল্লাশী পরোয়ানা দিয়ে জেরা করা হলে সাক্ষী বলেন যে, এই তল্লাশী পরোয়ানা বলে তিনি ইস্টার্ন অটোমোবাইলের চট্টগ্রাম অফিসে তল্লাশী করেন এবং কতিপয় কাগজপত্র আটক করেন। এই তল্লাশীর সময়ও জনাব সিরাজুল ইসলাম তাঁর সাথে ছিলেন। তল্লাশী পরোয়ানায় কি কি কাগজপত্র আটক করা হবে তার উল্লেখ ছিল না। জনাব সিরাজুল ইসলামের কথামত তিনি কাগজপত্র আটক করেন। এবারও বাহিরের কোন সাক্ষীকে তল্লাশীর সময় তিনি ডেকে আনেননি।

প্র–জনাব সিরাজুল ইসলাম কতদিন চট্টগ্রামে ছিলেন?
উ–আমি তা জানি না।
প্র–আপনি বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশী করে যেসব জিনিসপত্র আটক করেছিলেন তার সবগুলোই কি থানা মালখানায় জমা দিয়েছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ।
জেরার এই পর্যায়ে কোতোয়ালী থানার ওসির হাতে চারটি সিজার লিস্টের কার্বন কপি (আদালতে প্রদর্শিত) দিয়ে জনাব জহীরুদ্দীন প্রশ্ন করলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি তল্লাশী পরোয়ানা বলে মিঃ বি কে সেন, মিঃ বিভূতি ভূষণ চৌধুরী, ডাঃ সাইদুর রহমান ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার অফিস তল্লাশী করে কাগজপত্র আটক করেন এবং তল্লাশী পরোয়ানা ও সিজার লিস্টের মূল কপি কোর্টে পাঠিয়ে দেন।
প্র–এই সব তল্লাশী পরোয়ানা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি?
উ–জী না।
প্র–সিজার লিস্টের কার্বন কপি চারটি কাকে দিয়ে এটেস্ট করিয়েছিলেন?
উ–ম্যাজিস্ট্রেট কে এম রহমানকে দিয়ে।
প্র–মূল কপি দেখিয়ে তার থেকে এটেস্ট করিয়েছিলেন কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–কে এম রহমান কি চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার?
উ–জী না।
প্র–এটেস্টেট কপির দস্তখতে কে এম রহমানের পদবী ও সীলমোহর আছে কি?
উ– জী না।
প্র–সিজার লিস্টের কার্বন কপি এটেস্ট করিয়েছিলেন কেন?
উ–মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে।
প্র–এই চারটি সিজার লিস্টের কপি কোন কোর্টে জমা দিয়েছিলেন?
উ–এস ডি ও অফিসে।
প্র–তল্লাশী পরোয়ানা কে ইস্যু করেছিলেন?
উ–এসডিও।
প্র–এসব তল্লাশীর সময় জনাব সিরাজুল ইসলাম আপনার সাথে ছিলেন কি?
উ–জী না।
এই পর্যায়ে তল্লাশী পরোয়ানা সম্পর্কে বাদীপক্ষকে জিজ্ঞেস করা হলে জনাব আবদুল আলীম জানান যে, বিধান কৃষ্ণ সেনের বাড়ী পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশী করা হয়।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি এই চার জায়গায় তল্লাশী করেননি এবং জনাব সিরাজুল ইসলামের সিজার লিস্টে আপনি দস্তখত করেছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–একথা কি সত্য যে, তদন্তকারী অফিসার এই চারটি সিজার লিস্টে বানোয়েট করে করেছিলেন?
উ–একথা সত্য নয়।
খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিনের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব সিরাজুল ইসলাম কতদিন ধরে মামলার তদন্ত করেছিলেন তা তিনি জানেন না।
এরপর জনাব জুলমত আলী সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র–আপনি যতগুলো কাগজপত্র আটক করেছিলেন তাতে আপনার বা ম্যাজিস্ট্রেটের দস্তখত আছে কি?
উ–জী না।
প্র–আপনি বি কে সেনের বাড়ী আগে থেকেই চিনতেন কি?
উ–জী না।
প্র–তাঁর হাতের লেখা আপনার পরিচিত ছিল কি?
উ–জী না।
প্র–বি, কে সেনের বাড়ী তল্লাশীর সময় আপনার সাথে সুপারভাইজিং কোন অফিসার ছিল কি?
উ–জী না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বি, কে সেনের বাড়ী তল্লাশীর পরোয়ানায় তাঁর হাতের লেখা আছে এমন কাগজপত্র আটক করার নির্দেশ ছিল। তাঁর বাড়ী থেকে তিনি ডায়েরী আটক করে তদন্তকারী অফিসারকে দিয়েছিলেন।
প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি বি, কে সেন এবং বিভূতি ভূষণ চৌধুরীর খানাতল্লাশী করেননি এবং তাঁদের হাতের লেখা সম্পর্কিত কোন কাগজপত্র আটক করেননি?
উ–একথা সত্য নয়।

বিশ্বেশ্বর সিকদার

অতপর চট্টগ্রাম শাহজাহান হোটেলের একাউটেন্ট মিঃ বিশ্বেশ্বর সিকদারের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।
তাঁর সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, তাঁর উপস্থিতিতে পুলিশ শাহজাহান হোটেলের একটি রেজিস্টার আটক করে। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।
বিবাদীপক্ষ থেকে তাঁকে জেরা করা হয়নি।

বিষ্ণুপদ দে

শাহজাহান হোটেলের কেরানী মিঃ বিষ্ণুপদ শাহজাহান হোটেল থেকে পুলিশ একটি রেজিস্টার আটক করেছিল। তখন তিনি হোটেলে উপস্থিত ছিলেন এবং সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।
জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, হোটেলের বিভিন্ন কেরানী বিভিন্ন সময়ে রেজিস্টারে নাম এনট্রি করেন।

নূরুদ্দিন

হাবিব ব্যাঙ্কের লালদীঘি শাখার অফিসার জনাব নূরুদ্দিন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, পুলিশ তাঁদের অফিস তল্লাশী করে কতিপয় কাগজপত্র আটক করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সিজার লিস্টে দস্তখত করেন। তাঁকে বিবাদীপক্ষ জেরা করেননি।

রশীদ আলী রিজবী

অতঃপর পিআইএ'র চট্টগ্রাম জেলার সেলস অফিস সুপারভাইজার জনাব রশীদ আলী রিজভী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন।
তিনি বলেন যে, পুলিশ তাঁদের অফিস থেকে কতিপয় কাগজপত্র আটক করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।
জনাব জহীরুদ্দিন তাঁকে জেরা করেন।
প্র–পিআইএ বাকীতে টিকিট বিক্রি করে কি?
উ–জী হ্যাঁ। পারমানেন্ট ক্রেডিট ও ক্যাজুয়েল ক্রেডিট পদ্ধতিতে টিকেট বিক্রয় করা হয়।
প্র–ক্যাজুয়েল ক্রেডিট বিক্রয় কে করে থাকেন?
উ–জেলা ম্যানেজার।
প্র–তা কিভাবে করা হয়?
উ–ম্যানেজার অর্ডার দিলে বাকীতে টিকেট দেয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম-ধাম লিখে রাখা হয়। এছাড়া রেজিস্টার বুকে বাকীর হিসাব রাখা হয়।
প্র–একাউন্টস বুকে বাকীর হিসাব তোলা হয় কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–কিভাবে বাকীতে টিকিট বিক্রয় টাকা আদায় করা হয়?
উ–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেনা পরিশোধের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখা হয়। তিনি পরিশোধ না করলে ম্যানেজার থেকে তা আদায় করা হয়।
প্র–কতদিন পর্যন্ত বাকী পরিশোধ না করলে চলে?
উ–সেটা ম্যানেজারের এখতিয়ার।

জেরার জবাবে তিনি আরও বলেন যে, তাঁদের অফিসে একটি টেলিফোন বোর্ড আছে এবং সেখানে ৫জন অপারেটর কাজ করেন।

প্র–পিআইএ'র এরূপ কোন বিজ্ঞাপন ছিল যে, এখন ভ্রমণ করুন–পরে টাকা পরিশোধ করুন।

উ–জী হ্যাঁ, ছিল।

জয়নুল আবেদীন

দফাদার ক্লার্ক জয়নুল আবেদীন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি রিসালদার শামসুল হকের সাথে একত্রে চট্টগ্রামে চাকুরী করেছিলেন। পুলিশ তাঁর উপস্থিতিতে রিসালদার শামসুল হকের একটি মোটর সাইকেল (ইবিসি ৮৫২৯) আটক করেছিল। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ২৯শে এপ্রিল মোটর সাইকেলটি আটক করা হয়। তখন তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুল মালেকের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মোটর সাইকেলটি চট্টগ্রামের ২৬ নম্বর ক্যাবেলরী স্টোর থেকে আটক করা হয়েছিল। এর আগে শামসুল হকের নিকট তিনি মোটর সাইকেলটি দেখেছিলেন। তাঁকে গ্রেফতার করার সময় সাক্ষী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। গ্রেফতারের সময় রিসালদার শামসুল হক চট্টগ্রামে মোতায়েন ছিলেন। কিন্তু তাঁকে ঢাকাতে গ্রেফতার করা হয়।

মনিরুল হক

অতঃপর চট্টগ্রাম পোর্ট পুলিশ স্টেশনের এসআই জনাব মনীরুল হক তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার এএসআই থাকাকালীন সময়ে তিনি তল্লাশী পরোয়ানা বলে হাবিব ব্যাঙ্কের লালদীঘি শাখা থেকে ইবিসি ৯১০০ 'কার'টি আটক করেছিলেন। এছাড়া তিনি চট্টগ্রামের মোটর কর্পোরেশন পাকিস্তান লিমিটেডের অফিস তল্লাশী করে; কিছু কাগজপত্র আটক করেন। উভয় তল্লাশীর ক্ষেত্রে আটককৃত দ্রব্যের সিজার লিস্ট করে তিনি দস্তখত করেন এবং সাক্ষীদের দস্তখত নেন।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, হাবিব ব্যাঙ্কের কাগজপত্র দেখে তিনি জানতে পারেন যে, একটি মামলার রায়ের কারটি বাজেয়াফত করে ব্যাঙ্কের নিকট দেয়া হয়।

এস এম হায়দার

হাবিব ব্যাঙ্কের লালদীঘি শাখার ম্যানেজার জনাব এস এম হায়দার তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, পুলিশ তাদের ব্যাঙ্ক থেকে ইবিসি ৯১০০ নম্বরের কারটি আটক করে। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়। কারটি ব্যাঙ্কের নিকট দেয়া হয়।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সালে মীর্জা রমীজ আমাদের ব্যাঙ্কে এসে একটি একাউন্ট খোলেন। ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলে তিনি ও, ডি চেয়েছিলেন।

প্র–একাউন্ট খোলার দিনই তিনি ও, ডি, চেয়েছিলেন কি?

উ–আমার তা স্মরণ নেই।

প্র–কি জন্যে তিনি ও ডি চেয়েছিলেন?

উ–গাড়ী কেনার জন্যে।

আতাহার হারিস

হাবিব ব্যাঙ্কের চট্টগ্রামস্থ সিনিয়ার ডেপুটি কন্ট্রোলার অব ব্রাঞ্চেস জনাব আতাহার হারিস বলেন যে, পুলিশ তাঁদের লালদীঘি ব্রাঞ্চ অফিস থেকে একটি ফিয়াট-১১০০ মোটর গাড়ী আটক করেন। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেছিলেন।

নোমানউদ্দিন চৌধুরী

ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চের এস আই জনাব নোমানউদ্দিন চৌধুরী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি অভয় দাস লেনের জনাব উবায়েদ উল্লাহর বাড়ী ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের আরিচাঘাট ও গোয়ালন্দঘাট অফিস, ঢাকা কালেক্টরেট অফিস, মিসেস হাসিনা রহমানের ধানমন্ডীস্থ ৭০৮ নম্বর বাড়ী , আঞ্চলিক পরিসংখ্যান বিভাগের ঢাকা অফিস, ও নিপা অফিস তল্লাশী করে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেন। তিনি প্রতিটি তল্লাশীর সময় সিজার লিস্ট তৈরী করে সাক্ষীদের দস্তখত নিয়েছিলেন।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পেট্রোল পাম্প তল্লাশী করার জন্যে তিনি কোন পরোয়ানা পাননি। তদন্তকারী অফিসার ডি এস পি জনাব আহসান উল্লাহর নির্দেশে তিনি তল্লাশী করেছিলেন।

প্র–তিনি কি জিনিস আটক করার জন্যে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন?

উ–পেট্রোল পাম্পের মালিকানার দলিল।

প্র–দলিলটা আপনি কোথেকে আটক করেছিলেন?

উ–মিসেস হাসিনা রহমানের ধানমন্ডীর বাড়ী থেকে।

প্র–এব্যাপারে আপনি কতবার পেট্রোল পাম্পে গিয়েছিলেন?

উ–একবার মাত্র।

প্র–অন্য কোন সময় সেখানে গিয়েছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–মিসেস হাসিনা রহমানের বাড়ীতে কতবার গিয়েছিলেন?

উ–দলিল আটকের ব্যাপারে একবার গিয়েছিলাম এবং এর আগে একবার গিয়েছিলাম।

প্র–সেবার কেন গিয়েছিলেন?
উ-লালবাগ থানার একজন পুলিশ অফিসারের সাথে।
প্র–লালবাগ পুলিশ কেন গিয়েছিলেন?
উ–তল্লাশী করতে।
প্র–আপনাকে কেন নেয়া হয়েছিল?
উ–আটককৃত জিনিসপত্র আনার জন্যে।
প্র-তখন কি কি জিনিস আটক করা হয়েছিল?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–জিনিসগুলো আপনি কি করেছিলেন?
উ–ডিএসপি আহসান উল্লাহর নিকট জমা দিয়েছি।
প্র–তখন সে বাড়ী থেকে কোন ডায়েরী আটক করা হয়েছিল কি?
উ–আমার স্মরণ নেই।
এখানেই গতকাল জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা অসমাপ্ত থাকে। আজ শুক্রবার পুনরায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হবে।

সংবাদ

২৩শে নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

এ পর্যন্ত ১৬৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত

ঢাকা, ২২শে নভেম্বর (পিপিআই/এপিপি)।– বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের মামলায় অদ্য আরও ৭ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

অদ্য ট্রাইব্যুনালে যে সাতজন নয়া সাক্ষীকে হাজির করা হয়, তাঁহারা হইলেন ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী রোডের আবুল হাশেম; ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস সাব-ইন্সপেক্টার মোহাম্মদ রেজাউল করিম; পুলিস সার্জেন্ট মোঃ সিদ্দিক খান, বরিশাল আই ডব্লিউটি এ'র প্রশাসনিক অফিসার সৈয়দ মোমতাজউদ্দিন আহমেদ; রমনা থানার ওসি সৈয়দ তায়েব হোসেন কাজী, পিআইএ'র সৈয়দ আনিসুজ্জামান এবং ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন আহমেদ।

অদ্য সকালে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান গতকল্যকার অসমাপ্ত জেরার জের টানিয়া ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস সাব ইন্সপেক্টর নোমানুদ্দিন চৌধুরীকে পুনরায় জেরা শুরু করেন।

জনাব সালাম খান ছাড়াও বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, জনাব জুলমত আলী খান ও জনাব আবদুল্লাহ সরকারী সাক্ষী নোমানুদ্দিন চৌধুরীকে জেরা করেন।

অদ্যকার সর্বশেষ সরকারী সাক্ষী প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিনের সাক্ষ্য রেকর্ড করা কালেই ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা করা হয়। আগামী সোমবার সকালে পুনরায় তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

অদ্য যেসব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তাঁহাদের অধিকাংশই ষড়যন্ত্র মামলার সহিত সম্পর্কিত তল্লাশী ও মালপত্র আটকের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আরও ৭জন নূতন সাক্ষী হাজির

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে গতকল্য (শুক্রবার) বাদীপক্ষ একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটসহ আরও ৭জন নূতন সাক্ষী হাজির করেন। এই নূতন সাক্ষিগণ হইতেছেন সিদ্ধেশ্বরী রোডের রেজাউল করিম, স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব ইন্সপেক্টর রেজাউল করিম, পুলিশ সার্জেন্ট মোঃ সিদ্দিক, বরিশাল আই, ডব্লু, টি, এর প্রশাসনিক অফিসার সৈয়দ মমতাজউদ্দিন, রমনা থানার অফিসার-ইন-চার্জ সৈয়দ তৈয়ব হোসেন কাজী, ঢাকা পি আই এ'র রিজার্ভেশন সুপারিনটেনডেন্ট সৈয়দ আনিসুজ্জামান ও ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আফসারউদ্দিন আহমদ।

সরকারপক্ষে জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে বিবাদীপক্ষের জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব জুলমত আলী খান, জনাব আবদুল্লাহ ও জনাব জেড, আলম বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষীদের জেরা করেন। অধিকাংশ সাক্ষীই বিভিন্ন সার্চ ও সিজারলিষ্ট প্রসঙ্গে সাক্ষ্যদান করেন। গতকল্যকার সর্বশেষ সাক্ষী জনাব আফসারউদ্দিনের জবানবন্দী চলাকালেই ঐদিনের মত অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়।

গতকল্য সকালে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদী কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষী নোমানউদ্দিন চৌধুরীর অসমাপ্ত জেরা শেষ করেন। জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষীর নোমানউদ্দিন চৌধুরী

বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী জারিকৃত এক পরোয়ানার ভিত্তিতে ধানমন্ডী আবাসিক এলাকার ৭০৮ নম্বর বাড়ীটিতে তল্লাশী চালান হয়। তিনি বলেন যে, বাড়ীর কোন্ কোন্ স্থান হইতে সিজারলিষ্টে উল্লিখিত ডায়রী ও পকেট ডায়রী উদ্ধার করা হয়, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, পরোয়ানাটি লালবাগ থানার সাব ইন্সপেক্টর ওয়াজেদ আলীর বরাবরে ভার অর্পণ করা হইয়াছিল–তাহার (সাক্ষীর) বরাবরে নয়। এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে পরোয়ানা দেওয়া হইলে তিনি বলেন যে, তিনি এখানে দেখিতে পাইতেছেন যে, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি আহসানউল্লাহ লালবাগ পুলিশের সহযোগিতায় নোমানউদ্দিন চৌধুরী কর্তৃক পরোয়ানা কার্যকরী করার নির্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই ব্যাপারে আরও প্রশ্ন করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী কোর্ট লালবাগ থানার অফিসার-ইন-চার্জের বরাবরে ভার অর্পণ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি জনাব আহসানউল্লার মন্তব্য মোতাবেক সেখানে গমন করেন মাত্র।

সাক্ষী বলেন যে, আটককৃত জিনিসপত্র আদালতে হাজির করা হইয়াছে কিনা তাহা তিনি জানেন না। সাক্ষী বলেন যে, ওয়াজেদ আলী আটককৃত ডায়রীর পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা তাহা তিনি দেখেন নাই কিংবা তিনি নিজেও তাহা পরীক্ষা করেন নাই। সাক্ষী খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে বলেন যে, তিনি তাহার ব্যক্তিগত ডায়রীতে এই সার্চ সম্পর্কে এন্ট্রি করিয়াছেন কিনা তাহা তাহার স্মরণ নাই।

তিনি বলেন যে, এই মামলার তদন্ত সম্পর্কে তিনি তাহার ব্যক্তিগত ডায়রীতে কিছুই লিখিয়া রাখেন নাই।

জনাব জুলমত আলী খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি অভয় দাস লেনের জনাব ওয়ালিউল্লাহর গৃহে তল্লাশী চালান। তিনি বলেন যে, তাহাকে উক্ত গৃহ হইতে কাহাকেও গ্রেফতার করিতে বলা হয় নাই। তিনি বলেন যে, তিনি বিধানকৃষ্ণ সেনকে গ্রেফতার করেন নাই।

এডভোকেট আবদুল্লাহর জেরার জবাবে সাক্ষী নোমানউদ্দিন চৌধুরী বলেন যে, তিনি এই মামলার তদন্তকারী টীমের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি এই মামলার কোন আসামী বা কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই।

সাক্ষী আবুল হাশেম বলেন যে, ১৫ নম্বর সিদ্ধেশ্বরী রোড হইতে পুলিশ তাঁহার উপস্থিতিতে কিছু দলিল ও একখানি হিলম্যান গাড়ী (ঢাকা-খ ৫৫৯১) আটক করে।

অন্যান্য সাক্ষী বিভিন্ন তল্লাশী ও সিজারলিষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করেন।

সর্বশেষ সাক্ষী ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমদ বলেন যে, তিনি এ, বি, এম, সামাদ, আলী রেজা, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখের নমুনা স্বাক্ষর ও নমুনা হস্তাক্ষর গ্রহণ করেন। জনাব আফসারউদ্দিনের জবানবন্দীদান চলিতে থাকাকালেই গতকল্যকার মত অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়।

আগামী সোমবার সিগন্যালস মেসে আবার ট্রাইব্যুনালের শুনানী শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২৩শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
শুক্রবারের শুনানীর বিবরণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারপক্ষের মোট ১৬৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। গতকাল ৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ ৫ জন সাক্ষীকে জেরা করেন। এছাড়া গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল ও জনাব জুলমত আলী খান, ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের এসআই জনাব নোমানউদ্দিন চৌধুরীকে তাঁদের অসমাপ্ত জেরা করেন।

গতকাল ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ অসমাপ্ত অবস্থায় আদালতের অধিবেশন আগামী সোমবার পর্যন্ত মূলতবী ঘোষণা করা হয়। আগামী সোমবার সকাল ৯টায় পুনরায় আদালতের অধিবেশন শুরু হবে।

আবদুস সালাম খান

প্র–ডায়েরীটি কোথা থেকে আটক করা হয়?

উ–আমি তা জানি না।

প্র–সিজারলিস্টে সে সম্পর্কে উল্লেখ আছে কি?

উ–জী না।

প্র–তল্লাশী পরোয়ানাটি কাকে দেয়া হয়েছিল?

উ–লালবাগ থানার এসআই জনাব ওয়াজের আলীকে।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তল্লাশী পরোয়ানাটি লালবাগ থানার ওসির নামে ইস্যু করা হয়। তল্লাশী পরোয়ানায় লালবাগ পুলিশের সাহায্যে

তাঁকে খানাতল্লাশী করার কথা লেখা আছে। ১৯৬৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী লালবাগ থানার ওসি এসআই ওয়াজের আলীর নামে তল্লাশী পরোয়ানাটি এনডোর্স করে।
প্র–আপনি কার নির্দেশে উক্ত বাড়ীতে গিয়েছিলেন?
উ–তদন্তকারী অফিসার ডিএসপি জনাব আহসানউল্লাহ'র নির্দেশে।
প্র–সেখান থেকে মোট কটি ডায়েরী আটক করা হয়েছিল?
উ–আমি তা বলতে পাচ্ছি না।
প্র–সিজারলিস্টে ক'টি ডায়েরীর উল্লেখ আছে?
উ–দু'টি।
প্র–কোন কোন জিনিস আটক করা হবে তা কে বাছাই করেছিলেন?
উ–জনাব ওয়াজের আলী।
প্র–এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আপনি কোন আলোচনা করেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–উক্ত আটককৃত জিনিসগুলো কে কোর্টে জমা দিয়েছিলেন?
উ–আমি জানি না। সম্ভবতঃ জনাব আহসানউল্লাহ জমা দিয়েছিলেন।
প্র–জনাব ওয়াজের আলীকে ডায়েরী পরীক্ষা করতে আপনি দেখেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–জনাব আহসানউল্লাহকে আটক করা জিনিসগুলো আপনি দিয়েছিলেন–একথা সিজারলিস্টে লেখা আছে কি?
উ–জী না।
প্র–এ ব্যাপারে মহামান্য আদালতকে কোন রেকর্ড দেখাতে পারবেন কি?
উ–আমি তা বলতে পাচ্ছি না।

খান বাহাদুর ইসমাইল

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র–আপনি কোন ডায়েরী রাখেন কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–এই তল্লাশী সম্পর্কে আপনার ডায়েরীতে কিছু লেখা আছে কি?
উ–জী না।
প্র–মামলার তদন্ত সম্পর্কে আপনি ব্যক্তিগত ডায়েরীতে কিছু লিখে রেখেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–খানাতল্লাশী সম্পর্কে আপনার কোন 'কেস' ডায়েরী রাখেন কি?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–এই খানাতল্লাশী সম্পর্কে আপনি কোন 'কেস' ডায়েরী রেখেছিলেন কি?
উ–জী না।

জুলমত আলী

এরপর জনাব জুলমত আলী সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র–অভয়দাস লেনের বাড়ীতে খানাতল্লাশী করার জন্যে আপনি পরোয়ানা পেয়েছিলেন কি?
উ– জী হ্যাঁ।
প্র–সে বাড়ীতে আপনি আগে কখনও গিয়েছিলেন কি?
উ–আমার তা স্মরণ নেই।
প্র– সে বাড়ী থেকে এই মামলার কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি গ্রেফতার করেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র-এই মামলার অভিযুক্ত অপর কোন ব্যক্তিকে আপনি গ্রেফতার করেছিলেন?
উ-জী না।
প্র–তল্লাশীর সময় সে বাড়ীতে মানিক চৌধুরীর পরিবারের কাউকে দেখেছিলেন কি?
উ–জী না। বাড়ীর মালিক জনাব ওয়ালিউল্লাহকে দেখেছি মাত্র।
প্র–বাড়ীর কোন তলায় তল্লাশী করা হয়েছিল?
উ–ফার্স্ট ফ্লোরে।
এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে একখানা খানাতল্লাশী পরোয়ানা দেয়া হলে (আদালতে প্রদর্শিত) তিনি বলেন যে, এই পরোয়ানা বলে তিনি অভয় দাস লেনের বাড়ীটি তল্লাশী করেন।
প্র–এই তল্লাশী পরোয়ানাটি কার নামে ইস্যু করা হয়েছিল?
উ-স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টর জনাব ইসমাইলের নামে।
প্র–তল্লাশী পরোয়ানায় আপনাকে খানাতল্লাশী করার জন্যে জনাব ইসরাইল কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে কি?
উ–জী না। জনাব আহসান উল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
প্র–কোন তারিখে খানাতল্লাশী করা হয়েছিল?
উ–১৯৬৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী।
প্র–তল্লাশী পরোয়ানাটি কোন তারিখে আপনি এনডোরস করেছিলেন?
উ–১৯৬৮ সালের ৯ই আগস্ট তারিখে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুল্লাহ'র জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি এই মামলায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের তদন্তকারী টিমে ছিলেন। মামলার কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেননি।

এখানেই জনাব নোমানউদ্দীনের দু'দিনব্যাপী জেরা শেষ হয়।

আবদুল হাশেম

অতঃপর বাদীপক্ষের সাক্ষী জনাব আবুল হাশেম তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ১৮৫ নম্বর সিদ্ধেশ্বরীতে বাস করেন। পুলিশ ১৮০ নম্বর সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী খানা-তল্লাশী করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সে বাড়ী থেকে কতিপয় জিনিস আটক করে সিজারলিস্ট তৈরী করে এবং তিনি সিজারলিস্টে দস্তখত করেন। পুলিশ কি কি জিনিস আটক করেছিল তা তিনি বলতে পাচ্ছেন না। সিজারলিস্টে আটককৃত সকল জিনিসের নাম লেখা হয়। পুলিশ সে বাড়ী থেকে ঢাকাস্থ ৯৫৯১ নম্বরের একটি হিলম্যান কার আটক করেন।

জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে একটি চিঠি দিয়ে (আদালতে প্রদর্শিত) প্রশ্ন করেন।

প্র–এই চিঠিটি কোথা থেকে আটক করা হয়েছিল?

উ–আমি তা বলতে পারি না।

প্র–চিঠিটি কোথায় দেখেছিলেন?

উ–পুলিশের হাতে। তিনি আমাকে দস্তখত করতে বলায় আমি এতে দস্তখত করেছি।

প্র–সে বাড়ীতে অন্য কোন খানাতল্লাশীর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–আপনার বাড়ীটি কোথায় অবস্থিত?

উ–তল্লাশী করা বাড়ীর সামনে।

প্র–সে বাড়ীটিতে অন্য কোন তল্লাশী হয়েছিল কি?

উ–আমি জানি না।

প্র–সে বাড়ীতে কে থাকতেন?

উ–জনাব রাজ ও তাঁর বাবা।

খান বাহাদুর ইসমাইলের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, চিঠিটিতে তাঁর দস্তখতের কোন তারিখে নেই।

স্পেশাল ব্রাঞ্চে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর

এরপর ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের এস আই জনাব রেজাউল করিমের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

সাক্ষ্যে জনাব রেজাউল করিম বলেন যে, তিনি আইডব্লিউটিএ'র মতিঝিলস্থ অফিস ও মাদারীপুরস্থ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অফিস তল্লাশী করে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেন। এছাড়া মাদারীপুর থানা থেকেও কতিপয় কাগজপত্র আটক করেছিলেন। ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি

নিয়ে তিনি মাদারীপুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফিস ও থানা অফিস তল্লাশী করেন। সাক্ষীদের সামনে সিজার লিস্ট তৈরী করে তিনি দস্তখত নেন।

এই পর্যায়ে তাঁর হাতে একটি কাগজ দিয়ে (আদালতে প্রদর্শিত) বাদীপক্ষের কৌসুলী তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ৭ই এপ্রিল তিনি এই অভিযোগটি রমনা থানায় দায়ের করেছিলেন। অভিযোগটি আবদুস সালাম নামক এক ব্যক্তির। এছাড়া তিনি ইবিএ ৬১৫ নম্বরের একটি ট্রাক ও ইবিএ ৪৬৯৫ নম্বরের একটি ভেসপা মোটরসাইকেল আটক করেছিলেন। জনাব মজিবুর রহমান দস্তখত দিয়ে ট্রাকটি থানা থেকে নিয়েছিলেন।

মজিবুর রহমানকে (স্টুয়ার্ড) আসামীদের কাঠগড়ায় সনাক্ত করার জন্যে বলা হলে তিনি তাঁকে সনাক্ত করতে পারেননি।

এই পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান কোর্টের প্রসিডিং-এ নোট রাখেন যে, জনাব আবদুস সালামকে আদালতে হাজির করা না হলে রমনা থানায় দায়েরকৃত অভিযোগ সম্পর্কিত কাগজপত্র আদালতের গ্রহণযোগ্য হবে না।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই চিঠিতে (আদালতে প্রদর্শিত) কি কি জিনিস আটক করা হবে তার উল্লেখ নেই। জনাব আহসানউল্লাহ চিঠিটি তাঁকে দেয়ার সময় কি কি জিনিস আটক করা হবে তা বলে দিয়েছিলেন।

প্র–জনাব আহসান উল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে আপনি কোন নোট রেখেছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–মাদারীপুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে আপনি কি কি জিনিস আটক করেছিলেন?

উ–৬টি কাগজ।

প্র–থানা থেকে কি কি আটক করেছিলেন?

উ–২টি কাগজ।

প্র–এ ব্যাপারে আপনি কোন ডায়েরী রেখেছিলেন?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–জিনিসগুলো কোথায় জমা দিয়েছিলেন?

উ–এস বি অফিসে।

প্র–রমনা থানার অভিযোগটি কিসের ছিল?

উ–ট্রাক ও ভেসপার সংঘর্ষজনিত দুর্ঘটনার।

প্র–সে মামলার রায় প্রকাশ হয়েছে কি?

উ–জী না। আদালতে বিচারাধীন আছে।

ট্রাফিক সার্জেন্টের সাক্ষ্য

জনাব সিদ্দিক খান তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ঢাকা কালেক্টরেটের মোটর ভেহিক্যাল সেকশনের সার্জেন্ট। পুলিশ তাঁদের অফিস থেকে কতিপয় কাগজপত্র আটক করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেছিলেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ তাঁকে জেরা করেননি।

এস এম আহমদ

আই ডব্লিউ টিএ'র বরিশালের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব এস এম আহমদ তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, পুলিশ তাঁর উপস্থিতিতে তাঁদের অফিস থেকে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেছিলেন। এই টিএ বিলে (আদালতে প্রদর্শিত) লেঃ কঃ মোয়াজ্জম হোসেনের দস্তখত আছে।

এছাড়া পুলিশ তাঁর উপস্থিতিতে লেঃ কঃ মোয়াজ্জমের আইডব্লিউটিএ'র ৩ নম্বর বাড়ী থেকে কতিপয় জিনিস আটক করে। পুলিশ সেখান থেকে এই টেলিফোন (আদালতে প্রদর্শিত) আটক করছিলেন। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বিকেল ৪টায় পুলিশ খানাতল্লাশী করে। তাঁকে অফিস থেকে ডেকে আনা হয়েছিল।

প্র–এই টেলিফোনটি কোথায় পেয়েছিলেন?

উ–একটি আলমারীর মধ্যে।

প্র–আপনার সামনে আলমারী থেকে টেলিফোনটি বের করা হয়েছিল কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–সে আলমারীটি কোথায় ছিল?

উ–দ্বিতীয় বেড রুমে।

প্র-এর আগে আপনি কখনও সে বাড়ীতে গিয়েছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

রমনা থানার ওসি

রমনা থানার ওসি সৈয়দ তৈয়ব হোসেন কাজী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাস থেকে তিনি রমনা থানার ওসি পদে মোতায়েন আছেন। এই দুটি কাগজের (আদালতে প্রদর্শিত) একটি ইবিএ ৯৫৯১ নম্বর প্রাইভেট কারের দুর্ঘটনা এবং অপরটি একটি ট্রাকের দুর্ঘটনা সম্পর্কিত চার্জশিট।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই কাগজটি (আদালতে প্রদর্শিত) কোর্ট থেকে সার্জেন্ট শহীদুল্লাকে তদন্ত ও রিপোর্ট করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল।

প্র–এই এম সি (মোটর কলিশন) রিপোর্টটি কে লিখেছিলেন?

উ–আমি তা জানি না। কারণ তখন আমি রমনা থানায় মোতায়েন হইনি।

প্র–সেই দুর্ঘটনা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি?

উ–জী না।

প্র–দুর্ঘটনায় পতিত ট্রাকটি আপনি দেখেছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পুলিশ সিদ্ধেশ্বরীর কোন বাড়ী তল্লাশী করেছিলেন বলে আপনি জানেন কি?

উ–জী না।

পিআইএ'র রিজারভেশন সুপার

পিআইএ'র মতিঝিল অফিসের রিজার্ভেশন সুপারিনটেনডেন্ট সৈয়দ আনিসুজ্জামান তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি পিআইএ অফিস থেকে ১৯৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বরের প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্টো নিয়ে এসেছেন। এতে লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন নামক এক ব্যক্তির পিআইএ বিমানে ঢাকা থেকে লাহোর এবং লাহোর থেকে পিন্ডি যাওয়ার রেকর্ড আছে।

এরপর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব আলম সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–এই প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্টোটি আনার জন্যে আপনাকে কেউ বলেছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ। বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী অনুরোধ করেছিলেন।

এ ব্যাপারে আপনাকে কখন চিঠি ইস্যু করা হয়?

উ–১৯৬৮ সালের ১৯শে নবেম্বর।

প্র–আপনাদের প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্টো কি ৬ মাস পরে নষ্ট করে দেয়া হয়?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–এই ম্যানিফেস্টোটি কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়?

উ- ট্রাফিক সেকশন থেকে।

প্র–ট্রাফিক সেকশনে কতদিন যাবত প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্টো রাখা হয়?

উ–আমি তা জানি না।

এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীর হাতে পিআইএ'র অপর একটি ফটোস্টেট ম্যানিফেস্টো দিয়ে জেরা করলে সাক্ষী বলেন যে, এই ম্যানিফেস্টোতে ১৯৬৫ সালের ২৮শে আগস্ট জনাব এম হোসেন বলে এক ব্যক্তির বিমান ভ্রমণের উল্লেখ আছে।

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিন

এরপর ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়।

তিনি বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ৬ই এপ্রিল ঢাকার ডেপুটি কমিশনার জনাব এম কে আনোয়ার তাঁকে কতিপয় ব্যক্তির নমুনা হস্তলিপি রেকর্ড করার জন্যে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি এই মামলার অভিযুক্ত জনাব এ বি এম সামাদ, জনাব আলী রেজা ও লেঃ কঃ মোয়াজ্জম হোসেনের নমুনা হস্তলিপি রেকর্ড করেন।

জনাব আফসারউদ্দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ অসমাপ্ত অবস্থায় গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী রাখা হয়।

আগামী সোমবার ট্রাইব্যুনালে পুনরায় তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে।

Pakistan Observer

24th November1968

Short of witness

(By A Staff Correspondent)

The special tribunal now hearing the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and others at the Dacca cantonment adjourned its hearing 50 minutes before the schedule time on Thursday as the prosecution went short of witness for examination on the day.

After the court recorded the evidence of 203rd prosecution witness in the case at 11-55 am. Mr. T. H. Khan prosecution counsel, informed the court that no other witness was available to be examined on the day.

On being asked by the court as to why the witnesses specially those from the city had not been summoned to appear on the day Mr. T. H. Khan submitted that he expected certain witnesses to be present but they reported sick.

The chairman of the tribunal however said that all of there could not be sick. The chairman then named some of the witnesses who are yet to be examined and Mr. T. H. Khan submitted that some of the witnesses will be dropped from being examined including Dr. Khaleque, Professor of Pathology, Dacca Medical College. Their Lordships then asked Mr. T. H. Khan to submit a statement on Friday listing the witnesses to be produced in the could earlier the prosecution brought to the witness box seven new witnesses.

The tribunal rose for the day at 12-10 noon to resume its hearing at 9 am on Friday.

The tribunal is headed by Mr. Justice S. A. Rahman. Two members of it are Mr. Justice M. R. Khan and Mr. Justice Maksum-ul-Hakim.

Witnesses produced on the day included Mr. Jamaluddin, compounder of Dr. Saidur Rahman (an approver in the case); Mr. Zahurul Huq, P.A. to the Director of NIPA Dacca; 15 year old Barkatullah a first year student of T&T College; Amir Ali a compounder of .... co, Dacca and Mukul ... datta a photographer of Motijheel, Dacca.

During the examination-in-chief by the prosecution counsel witness Mr. Jamaluddin said that he had been working with Dr. Saidur Rahman for the last nine years. On being given some prescriptions to the witness Mr. Jamaluddin said that the prescriptions shown to him were written by Dr.Saidur Rahman.

During the cross-examination of the witness defence counsel Mr. Abdus Salam Khan handed over a letter to Jamaluddin and asked him whether the letter was written by Dr. Saidur Rahman to which the witness supplied in the affirmative.

On being asked by the defence counsel the witness said that he could see in line 7 of the letter the name of Major Nasser.

In reply to another question by Mr. Abdus Salam Khan the witness said that he had met Dr. Saidur Rahman at his residence at Chittagong two days back when he left for Dacca. The witness said that he was present when Dr. Saidur Rahman was arrested in connection with this case by O. C., Kotwali, Chittagong. He added that he saw no military officer then.

During the examination-in-chief by Mr. T. H. Khan prosecution witness Mr. Zahurul Huq said that he knew Mr. Ali Reza who had served in the NIPA in 1962 as a Research Associate. The witness said that he was then a steno-typist there.

On being asked by the prosecution counsel the witness said that he was not familiar with the handwriting of Mr. Ali Reza. He said that the police seized certain papers from his office, prepared a seizure list which he signed. On being shown some signature on papers the witness said that he saw in the paper the signature of Ali Reza.

Cross-examined by Mr. Ataur Rahman Khan defence counsel the witness said he had never seen Mr. Ali Reza signing his name in the presence of the witness. In reply to another question witness Mr. Zahurul Huq said that he could recognise the signature of Mr. Ali Reza seeing “Ali Reza” written there but he also saw the signature before. The witness said that he had worked at the different sections of NIPA when Mr. Ali Reza was there.

সংবাদ

২৬শে নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

আরও একজন সরকারী সাক্ষী বৈরী ঘোষিত হইল

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

গতকাল(সোমবার)ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে সরকারীপক্ষের কৌসুলির আবেদনক্রমে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আর একজন বাদীপক্ষীয় সাক্ষীকে বৈরী (হোষ্টাইল) ঘোষণা করে। বৈরী ঘোষিত সাক্ষীর নাম শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত। তিনি একজন ব্যবসায়ী। ষড়যন্ত্র মামলায় এই লইয়া ৪ জন সরকারী ও রাজসাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হইল। ইতিপূর্বে জনাব কামালউদ্দীন আহমদ, জনাব এ,বি,এম, ইউসুফ (রাজসাক্ষী) ও জনাব আবুল হোসেনকে বৈরী ঘোষণা করা হয়।

গতকাল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের" মামলার শুনানীকালে তিনজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটসহ ১২ জন নূতন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

বৈরী ঘোষিত সাক্ষী শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত অভিযুক্ত শ্রী মানিক চৌধুরী সম্পর্কিত কিছু দলিলপত্রের 'সীজার লিষ্ট' তৈরীর ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করেন।

পি পি আই জানান যে, সাক্ষী বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত আদালতে বলেন যে, চট্টগ্রামে মানিক চৌধুরীর বাড়ী তল্লাসীর ব্যাপারে তিনি একটি তৈরী 'সীজার লিষ্টে' দস্তখত করেন। সাক্ষীর এই মন্তব্যের পর বাদীপক্ষের কৌসুলির আবেদনক্রমে আদালত তাহাকে বৈরী ঘোষণা করেন।

বঙ্কিম চন্দ্র দত্তের জবানবন্দী

আমি ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরীকে চিনি। আমাদের গাঁয়ে আমি তার বাড়ীও চিনি। আমি চট্টগ্রাম শহরেও তাঁর বাসা চিনি। ও, সি প্রফুল্ল রঞ্জন চৌধুরীর ফার্মে 'সীজার লিষ্ট' তৈরী করেন। আমি যখন সেই ফার্মের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমাকে ও, সি সেখানে ডাকেন। 'সীজার লিষ্টে' দু'খানা চিঠি আটক করার বিষয় উল্লেখিত ছিল। ঐ চিঠি দুটি আমাকে প্রফুল্ল রঞ্জন চৌধুরীর গদিতে দেখান হয়। আমি জানি না, সে চিঠি দুটো কোথা হতে আনা হয়েছে। একটি 'সীজার লিষ্ট' তৈরী করা হয় এবং আমি তাতে স্বাক্ষর করি। আমি মুন্তাসির কমার্শিয়াল কোম্পানীকে চিনি না। সাক্ষী পরে বলেন, আমি মুন্তাসির কমার্শিয়াল ফার্ম চিনি। সেটা প্রফুল্ল রঞ্জন চৌধুরীর ফার্মের পার্শ্ববর্তী টিন সেডেই ঐ ফার্ম অবস্থিত।

আমি নলিনী রঞ্জন সরকারকে চিনি। তিনি প্রফুল্ল রঞ্জন চৌধুরীর 'গদি'তে কাজ করেন।

এই পর্যায়ে সরকারীপক্ষের কৌসুলি জনাব টি,এইচ,খান সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণার জন্য আদালতের নিকট আবেদন জানান। আদালত সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করেন। ইহার পর জনাব টি,এইচ, খান সাক্ষীকে জেরা করার অনুমতি প্রার্থনা করিলে আদালত উহা মঞ্জুর করে।

টি, এইচ, খান কর্তৃক জেরা

প্রঃ এ কথা কি ঠিক যে, আপনি মানিক চৌধুরীকে সাহায্য করার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছেন?

উত্তর ঃ না, ঠিক নয়। তাঁর সঙ্গে ত আমার মামলা রয়েছে।

সাক্ষী বলেন যে, 'সীজার লিষ্ট' অর্ধেক তৈরী হওয়ার পর তাঁহাকে রাস্তা হতে ডাকা হয় এবং তিনি উহাতে দস্তখত করেন।

প্রঃ সেটা কখন করা হয়?

উঃ আমি মামা বাড়ীর দিকে যাবার সময়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব জহীরউদ্দীনের এক প্রশ্নের জবাবে বৈরী সাক্ষী শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত বলেন যে, চট্টগ্রাম শহরে তাঁহার কোন বাড়ী নাই–তিনি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম শহরে যান।

জনাব জুলমত আলী খানের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, গ্রামে মানিক চৌধুরীর প্রচুর জমিজমা রহিয়াছে। তিনি সপরিবারে পাকিস্তানে বাস করেন।

প্রথম শ্রেণী ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দীনের জবানবন্দী ও জেরা

গতকাল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দীন আহমদের অসমাপ্ত জবানবন্দী গ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়।

জবানবন্দীকালে জনাব আফসার উদ্দীন বলেন যে,তিনি এ,বি,এম খুরশীদ, সুলতানউদ্দীন, দলিলউদ্দীন আহমদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, মানিক চৌধুরী, লেঃ এম, রহমান ও নূর মোহাম্মদের হাতের লেখার নমুনা গ্রহণ করেন। তিনি জানান যে, ক্যাপ্টেন মোতালিব তাঁহার হাতের লেখার নমুনা দিতে অস্বীকৃতি জানান।

জেরা

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব জহিরউদ্দীনের জেরার জবাবে জনাব আফসার উদ্দীন আহমদ বলেন যে, তাঁহাকে হস্তাক্ষরের নমুনা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

এক প্রশ্নের জবাবে জনাব আফসার উদ্দীন বলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি একটি কক্ষে বসিয়া হাতের লেখার নমুনা গ্রহণ করিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের কক্ষে গিয়া হাতের লেখার নমুনা নিয়াছেন।

সাক্ষী জানান যে, নমুনা সংগ্রহের কালে কতিপয় সামরিক অফিসার উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন মেজর নাসের, লেঃ শরীফ ও

অন্যান্য জুনিয়ার অফিসার, স্পেশাল ব্রাঞ্চের তিনজন ডি,এস,পি— জনাব হাসানুল্লা, মোঃ ইসমাইল ও জনাব সাত্তার চৌধুরী।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হস্তলিপির নমুনা তাহার কক্ষেই গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি ২ বার লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের বাড়ী গিয়াছেন। তাহার হস্তলিপি নমুনা অন্য কোথাও বসিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি মনে করেন না।

জনাব আফসার উদ্দীন আহমদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম তাহার নিকট দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের অভিযোগ করিয়াছিলেন একথা সত্য নহে।

জনাব আফসার উদ্দীন আহমেদ বলেন যে, এই হাতের লেখা ও দস্তখত তাঁহার অসাক্ষাতে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তিনি পরে উহাতে দস্তখত করিয়াছেন, একথা সত্য নহে।

তিনি আরও বলেন যে, তিনি কামালউদ্দীন, বিধান সেন ও আমীর হোসেনের জবানবন্দী রেকর্ড করিয়াছেন কিনা তা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র না দেখিয়া স্মরণ করিতে পারেন না।

এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, এই তিন ব্যক্তির কাহাকেও তাহার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল কিনা উহা তাঁহার স্মরণ নাই।

ইহার পর ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী এলাকার মোন্তাজ মিয়াকে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে হাজির করা হয়।

ইহার পর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সি ডি এ)-এর সেকশন অফিসার শাহজাহান উদ্দীনকে আদালতে হাজির করা হয়। তিনি আদালতে বলেন যে, তাঁহার সাক্ষাতেই পুলিস সি, ডি, এ, অফিস হইতে কিছু দলিল আটক করে এবং সেখানে প্রস্তুত একটি 'সীজার লিষ্টে' দস্তখত করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আতাউর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব কে, এম, শামসুর রহমান ১৯৬৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সি ডি-এ'র চেয়ারম্যান ছিলেন।

সাবেক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও বুনিয়াদী গণতন্ত্র বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর সিরাজুল ইসলাম ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটে এ, কে চৌধুরীর সাক্ষ্য গতকাল গৃহীত হয়।

সাক্ষী সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, তিনি জনৈক মোহাম্মদ নওয়াব আলীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের রেজাউল করিম তাঁহাকে আদালতে হাজির করেন।

গতকাল সি, ডি-এ'র চীফ ইঞ্জিনীয়ারের ষ্টেনোটাইপিষ্ট শ্রী মনোরঞ্জন তালুকদার, চট্টগ্রামের আবদুল কাদের, আলম খান, চট্টগ্রামের মাইকেল ধর

ও শম্ভু দাসের সাক্ষ্যও গৃহীত হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট এ, কিউ চৌধুরীর জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন ঐদিনের মধ্যে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

আজ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পয়গাম

২৬শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
আরেকজন সাক্ষী বৈরী ঘোষিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দুইদিন বিরতির পর গতকল্য (সোমবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হইলে বাদীপক্ষের আবেদনক্রমে ট্রাইব্যুনাল সাক্ষী বঙ্কিমচন্দ্র দত্তকে বৈরী ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত মানিক চৌধুরীর গৃহ তল্লাশী ও তৎসংক্রান্ত সিজারলিষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষ্যদানকালে সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা ও জেরা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ট্রাইব্যুনাল বাদীপক্ষের এই আবেদন মঞ্জুর করেন এবং সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে একজন রাজসাক্ষীসহ আরও ৩ জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনাল বৈরী ঘোষণা করেন। এই তিনজন হইতেছেনঃ কামালউদ্দিন আহমদ, এ, বি, এম, ইউসুফ (রাজসাক্ষী) ও আবুল হোসেন।

গতকল্য মামলার শুনানী শুরু হইলে বাদীপক্ষ আরও ১২ জন নূতন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করেন। ইহার মধ্যে তিনজনকে বাদীপক্ষ আদালতে কেবল হাজির করেন। বিবাদীপক্ষ ইহার মধ্যে একজনকে মাত্র জেরা করেন।

স্মরণযোগ্য যে, ইতিপূর্বে বাদীপক্ষ যে কয়জন সাক্ষীকে কেবল বিবাদীপক্ষের জেরার জন্য ট্রাইব্যুনালে হাজির করেন, বিবাদী কৌসুলিগণ তাঁহাদের কাহাকেও জেরা করেন নাই। এই প্রথমবার এই শ্রেণীর একজন সাক্ষী জেরার সম্মুখীন হইলেন। এছাড়া ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিনের সাক্ষ্যদানও গতকল্য সমাপ্ত হয়। এছাড়া যে ১২ জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ৩জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার ২জন কর্মচারী, চট্টগ্রাম কালেক্টরেটের নাজির ও চট্টগ্রাম এবং ঢাকার ৭ জন অধিবাসী।

গতকল্য সকালে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দিন আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়।

জবানবন্দীদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিনি এ, বি, এম, খুরশীদ, সুলতানউদ্দিন, দলিলউদ্দিন আহমদ, ষ্টুয়ার্ড মজিবর রহমান, মানিক চৌধুরী, লেঃ এম, রহমান ও নূর মোহাম্মদের নমুনা হস্তাক্ষর গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, ক্যাপ্টেন মোতালিব তাহার নমুনা হস্তাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

জবানবন্দীর পরে বিবাদী কৌসুলী জহিরুদ্দিনের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাহাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অফিসার মেসে গিয়া নমুনা হস্তাক্ষর গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বলেন যে, তাহাকে মৌখিকভাবে অফিসার মেসে যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সাক্ষী বলেন যে, এই ব্যাপারে তিনি দুইটি নির্দেশ লাভ করেন। দ্বিতীয় নির্দেশনামায় লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও লেঃ এম, এম, রহমানের নমুনা হস্তাক্ষর গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি একটি বিশেষ কক্ষে বসিয়া তাহাদের হস্তাক্ষর গ্রহণ করেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আসামীদের কক্ষে গিয়া তাহাদের হস্তাক্ষর গ্রহণ করেন।

সাক্ষী বলেন যে, সামরিক বাহিনীর মেজর নাসের, লেঃ শরীফ ও অন্যান্য জুনিয়ার অফিসার এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি জনাব আহসানউল্লাহ, জনাব ইসরাইল ও জনাব সাত্তার চৌধুরী নমুনা স্বাক্ষর ও নমুনা হস্তাক্ষর গ্রহণকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব আবসারউদ্দিন বলেন যে, সাধারণতঃ তিনি তাহার আদালত কক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হস্তাক্ষর গ্রহণ করেন।

এক পর্যায়ে সাক্ষীকে নমুনা হস্তাক্ষরের কতিপয় অনুমোদনপত্র (Endorsement) দেখান হইলে তিনি (সাক্ষী) বলেন যে, পূর্বোল্লেখিত তিনজন ডি, এসপি অফিসারের যে কোন একজন এই অনুমোদনপত্র দিয়াছেন এবং তিনি (সাক্ষী) এবং তিনি (সাক্ষী) সেই অনুমোদন পত্রের ভিত্তিতেই স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কক্ষে গিয়া তাহার নমুনা হস্তাক্ষর গ্রহণ করেন। সাক্ষী বলেন যে, তিনি দুইবার লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের কক্ষে গমন করেন। তবে অন্য কোন স্থানে তাহার (মোয়াজ্জেম) হস্তাক্ষর গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জনাব আফসারউদ্দিন বলেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাহার (সাক্ষীর) নিকট দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের অভিযোগে করিয়াছেন একথা সত্য নয়। সাক্ষী আরও বলেন যে, তাহার (সাক্ষীর) উপস্থিতিতে নমুনা স্বাক্ষর ও নমুনা হস্তাক্ষর গ্রহণ করা হয় নাই এবং তিনি পরে উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন একথা সত্য নয়। তিনি আরও বলেন যে, তিনি কামালউদ্দিন, বিধান সেন বা

আমীর হোসেন মিয়ার কোন বিবৃতি রেকর্ড করিয়াছেন কিনা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র না দেখিয়া তিনি তাহা বলিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, উল্লিখিত ৩জনের কাহাকেও তাঁহার সম্মুখে হাজির করা হইয়াছিল কিনা তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। তিনি এখানে একটি সিজারলিষ্টে বলেন যে, নমুনা হস্তাক্ষর গ্রহণের ব্যাপারে ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি রাজারবাগ এস, বি, অফিসে ডি, এস, পি, আহসান উল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষ্যদান শেষ হইলে ঢাকা সিদ্ধেশ্বরীর মোস্তাজ মিয়াকে আদালতে বিবাদীপক্ষের জেরার জন্য হাজির করা হয়। বিবাদী কৌসুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাহার উপস্থিতিতে তাহার (সাক্ষীর) বাড়ীর বিপরীত দিকের একটি বাড়ীতে পুলিশ তল্লাশী চালায়। তিনি বলেন যে, তিনি এখানে একটি সিজারলিষ্টে স্বাক্ষর করেন।

পরবর্তী সাক্ষী চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার সেকশন অফিসার শাহজাহানউদ্দিন জবানবন্দী দানকালে বলেন যে, পুলিশ তাহার উপস্থিতিতে সি ডি এ অফিস হইতে কিছু দলিলপত্র আটক করেন এবং তিনি সেখানে প্রণীত সিজারলিষ্টে স্বাক্ষর করেন। এক পর্যায়ে সাক্ষীকে কিছু অফিসিয়াল ফাইল দেখান হইলে সাক্ষী কতপয় স্বাক্ষর ও হস্তাক্ষরকে সি ডি এ'র সাবেক চেয়ারম্যান খান শামসুর রহমানের লেখা বলিয়া সনাক্ত করেন। বিবাদী কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খান মোঃ শামসুর রহমান সি ডি এ'র চেয়ারম্যান ছিলেন।

পরবর্তী সাক্ষী সি ডি এ'র চীফ ইঞ্জিনিয়ারের স্টেনোটাইপিষ্ট মনোরঞ্জন তালুকদার বলেন যে, পুলিশ তাহার উপস্থিতিতে সি ডি এ অফিস হইতে কিছু দলিল আটক করে। পুলিশ সেইখানে যে সিজারলিষ্ট প্রণয়ন করে তাহাতে তিনি স্বাক্ষর করেন।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বিদায়ী চেয়ারম্যান খান শামসুর রহমানের সম্মানে সি ডি এ'র কর্মচারী ও অফিসারদের পক্ষ হইতে এক বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বৈরী সাক্ষী বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত জবানবন্দীদানকালে বলেন যে, তিনি বহুদিন হইতে মানিক চৌধুরীকে চেনেন। তাহারা উভয়েই চট্টগ্রামের পটিয়া থানার একই গ্রামের বাসিন্দা।

সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ প্রফুল্ল চন্দ্র চৌধুরীর গদীতে বসিয়া একটি সিজারলিষ্ট প্রণয়ন করে। এই সময় তিনি (সাক্ষী) ঐস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বলেন যে, টেবিলের উপরে মানিক চৌধুরীর দুইটি চিঠি রক্ষিত ছিল। তবে এই বিধিদ্বয় কোথা হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে তাহা তিনি জানেন না।

তিনি বলেন যে, তিনি সিজারলিষ্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি নলিনী রঞ্জন সরকারকে চেনেন। নলিনী সরকার প্রফুল্ল চৌধুরীর গদীতে চাকুরী করেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, যখন তিনি প্রফুল্ল চন্দ্র চৌধুরীর গদীতে পৌঁছেন তখন সিজারলিষ্টের অর্দ্ধেক লেখা শেষ হইয়া গিয়াছে।

এই পর্যায়ে বাদী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা ও জেরা করার জন্য ট্রাইব্যুনালের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ট্রাইব্যুনাল এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া সাক্ষীকে জবানবন্দীর পর জেরা করার অনুমতি দেন।

বাদী কৌসুলীর জেরার জবাবে বৈরী সাক্ষী বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত বলেন যে, এক গ্রামের বাসিন্দা বলিয়া আসামী মানিক চৌধুরীকে রক্ষা করার জন্য তিনি ট্রাইব্যুনালে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন, একথা সত্য নয়।

এই পর্যায়ে সাক্ষী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বলেন যে, মানিক চৌধুরীর সহিত তাঁহার মামলা-মোকাদ্দমা রহিয়াছে।

বাদী কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, নলিনী রঞ্জন পত্র দুইখানা পুলিশের নিকট দিয়াছেন— একথা সত্য নয়।

বিবাদী কৌসুলীদের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, চট্টগ্রামে তাঁহার কোন বাড়ী নাই এবং তিনি মাঝে মাঝে চট্টগ্রামে আগমন করিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, মানিক চৌধুরী পরিবারের সকল সদস্যসহ পাকিস্তানে বসবাস করিতেছেন।

চট্টগ্রাম কালেক্টরেটের নাজির মোফাদল আহমদ চৌধুরী জবানবন্দীর সময় চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট হাউস রেজিষ্টারের একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারী মিঃ পি, এন, ওঝা ২৯-৭-৬৬ হইতে ১-৮-৬৭ মধ্যে এখানে অবস্থান করেন। বিবাদী কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, রেজিষ্টারের ৭৫৯ ক্রমিক সংখ্যার এন্ট্রিতে তিনি পি, এন, ওঝার কোন স্বাক্ষর দেখিতে পাইতেছেন না। গতকল্য সর্বশেষে দুইজন প্রথম শ্রেণীর ম্যজিষ্ট্রেটকে সাক্ষী হিসাবে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। এই দুইজন হইতেছেন মৌলিক গণতন্ত্র বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ও সাবেক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব সিরাজুল ইসলাম ও জনাব এ, কিউ চৌধুরী।

সাক্ষী সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, শপথ গ্রহণের পর তিনি জনৈক মোঃ নওয়াব আলীর বিবৃতি রেকর্ড করেন। তিনি বলেন যে, পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর রেজাউল করিম উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার (সাক্ষীর) নিকট হাজির করেন। তিনি

বলেন যে, কোন কিছু সংযোজন না করিয়া, কিছু বাদ না দিয়া তিনি সঠিকভাবে তাঁহার (নওয়াব আলীর) বিবৃতি রেকর্ড করেন।

গতকল্যকার সর্বশেষ সাক্ষী জনাব এ, কিউ চৌধুরী বলেন যে, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে তিনি তিনবার সনাক্তকরণ প্যারেড পরিচালনা করেন। জনাব চৌধুরীর সাক্ষ্যদান চলাকালেই গতকল্যকার মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। অদ্য (মঙ্গলবার) সকালে আবার শুনানী শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২৬শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে সরকারপক্ষের আর একজন সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হয়।

দু'দিন সাপ্তাহিক বিরতির পর গতকাল সোমবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মোট ১২ জন সাক্ষীকে হাজির করা হয়। এদের মধ্যে ৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় ও তিনজনকে সাক্ষ্যদান হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এছাড়া গতকাল বাদীপক্ষের অন্যতম সাক্ষী চট্টগ্রামের ফকিরহাট নিবাসী মিঃ বঙ্কিম চন্দ্র দত্তকে বিরূপ সাক্ষী ঘোষণা করা হয়।

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অধিবেশনের শুরুতে গতকাল ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দীনের গত শুক্রবারের অসমাপ্ত সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত করা হয়। ঢাকার আর একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ কিউ চৌধুরীর সাক্ষ্যগ্রহণ অসমাপ্ত অবস্থায় গতকালকের মত আদালতের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহীরউদ্দীন আহমদ, জনাব জুলমত আলী ও জনাব মোমেন গতকাল সাক্ষীদের জেরা করেন।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সদস্য বিচারপতি জনাব এম আর খান পুনরায় আদালতে যোগদান করেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে শপথ গ্রহণের জন্যে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ায় গত সপ্তাহে তিনি আদালতের অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গতকাল পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এগারজন একরারী সাক্ষীসহ মোট একশ' ৮০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। এর মধ্যে বাদীপক্ষে জনাব কামালউদ্দীন, জনাব ইউসুফ, জনাব আলী আহমদ ও মিঃ বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত নামক ৪ জন সাক্ষী বিরূপ ঘোষিত হয়েছেন।

আফসারউদ্দিন

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দীন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি অভিযুক্ত জনাব এ বি খুরশীদ,জনাব দলিলউদ্দীন আহমদ, স্টুয়ার্ড মজিবর রহমান, জনাব এ কে এম সামাদ, মিঃ মানিক চৌধুরী, লেঃ এম এম রহমান ও জনাব নূর মোহাম্মদের নমুনা হস্তলিপি ও দস্তখত রেকর্ড করেছিলেন,ক্যাপ্টেন মোতালিব নমুনা হস্তলিপি ও দস্তখত দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

জনাব জহিরউদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁকে নমুনা হস্তলিপি ও দস্তখত রেকর্ড করার জন্যে ক্যান্টনমেন্টের অফিসার্স মেসে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

প্র–অফিসার্স মেসে যাওয়ার জন্যে নির্দেশনামায় উল্লেখ ছিল কি?

উ–আমাকে মৌখিকভাবে বলা হয়েছিল।

পরে সাক্ষী আবার বলেন যে, ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে তাকে ১৪শ' ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারে যেতে বলা হয়েছে বলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

প্র–দ্বিতীয় নির্দেশনামা বলে আপনি কাদের নমুনা হস্তলিপি ও দস্তখত রেকর্ড করিয়েছিলেন?

উ–লেঃ মোয়াজ্জম ও লেঃ এম এম রহমানের।

প্র–কোথায় বসে তাদের দস্তখত নিয়েছিলেন?

উ–তাঁদের কেউ কেউ একটি রুমে আসলে আমি তাঁদের দস্তখত ও নমুনা হস্তলিপি নেই। আবার স্ব স্ব কক্ষে গিয়েও আমি কারও কারও দস্তখত নিয়েছি।

প্র–সেখানে সেনাবাহিনীর কোন অফিসার ছিলেন কি?

উ–দু'একজন ছিলেন।

প্র–আপনি নিজে তাঁদের হস্তলিপি লিখেছিলেন কি?

উ–স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার আমার উপস্থিতিতে নমুনা হস্তলিপি নিয়েছিলেন।

প্র–আপনি তাঁদের ডিকটেট করেছিলেন কি?

উ–জী না। ডিএসপি আহসানউল্লাহ, ইন্সপেক্টর ইসরাইল ও জনাব এ সাত্তার চৌধুরী ডিকটেশন দিয়েছিলেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, নমুনা হস্তলিপি ও দস্তখতের জন্যে ডায়েরী ও কাগজ স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারগণ সরবরাহ করেন। নমুনা হস্তলিপি ও দস্তখত নেওয়ার সময় সেনাবাহিনীর মেজর নাসের, লেঃ শরীফ ও কয়েকজন জুনিয়র অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দীন সাক্ষীর হাতে একটি ডায়েরী (আদালতে প্রদর্শিত) দিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, এই

ডায়েরীর হস্তলিপিতে জনাব ইসরাইল বা সাত্তার চৌধুরীর এনডোরসমেন্ট রয়েছে। তিনি তাতে দস্তখত করেছেন।

অতঃপর সাক্ষীকে অপর একটি ক্ষুদ্র ডায়েরী (আদালতে প্রদর্শিত) দিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাক্ষী বলেন যে, এই ডায়েরীটি ব্যবহৃত ছিল না বা এতে আগের কোন লেখা ছিল না। এছাড়া এই ডায়েরীটি পুলিশ আটক করেছিল বলেও এতে কোন চিহ্ন নেই।

প্র–তাঁরা কি মৌখিক না লিখিত কিছু থেকে ডিকটেশন দিয়েছিল?

উ–তা আমার মনে নেই।

প্র–ডিএসপি আহসানউল্লাহর সকল এনডোরসমেন্ট আপনি দস্তখত করেছিলেন কি ?

উ- জী হ্যাঁ।

প্র–এই টেলিগ্রামগুলোর (আদালতে প্রদর্শিত)অপর পিঠে এনডোরসমেন্ট কে করেছিলেন?

উ–স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারগণ। আমি তাতে দস্তখত করেছি।

প্র–এই ক্ষুদ্র ডায়েরিটির (আদালতে প্রদর্শিত) হস্তলিপির পাতায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আছে কি?

উ–জী না।

প্র–এসব ব্যক্তিদেরকে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কে?

উ–মেজর নাসের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বলে এনডোরসমেন্টে লেখা আছে।

প্র–লেঃ মোয়াজ্জমের নমুনা হস্তলিপি কোথায় নিয়েছিলেন?

উ–আমার যদ্দুর মনে পড়ে তার কক্ষে গিয়ে।

প্র–ক'বার আপনি তাঁর কক্ষে গিয়েছিলেন?

উ–দু'বার।

প্র–অন্য কোন জায়গায় বসে তাঁর নমুনা হস্তলিপি নেননি কি?

উ–আমার মনে পড়ে না।

এই পর্যায়ে একটি ডায়েরীর (আদালতে প্রদর্শিত) লেখার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দীন বলেন যে, এতে নমুনা হস্তলিপি ক্যান্টনমেন্টের ভিআইপি রুমে বসে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, লেঃ মোয়াজ্জম আপনার নিকট নির্যাতনের কথা বলেছিলেন?

উ–এ কথা সত্য নয়।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, আপনার সামনে কোন নমুনা হস্তলিপি নেওয়া হয়নি এবং এগুলো এনে আপনাকে দেওয়া হলে আপনি তাতে দস্তখত করেছিলেন?
উ–এ কথা সত্য নয়।
প্র–আপনি কামালউদ্দীন, বি কে সেন ও আমির হোসেনের জবানবন্দী রেকর্ড করিয়েছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–এই তিন ব্যক্তির কাউকে কি আপনার নিকট নেওয়া হয়নি?
উ–সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র না দেখে আমি তা বলতে পারছি না।
প্র–আপনার নিকট উপস্থিত করা ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে পারবেন কি?
উ–এটা সম্ভব নয়।
প্র–এই মামলার ব্যাপারে আপনি রাজারবাগ এস বি অফিসে গিয়েছিলেন কি?
উ–জী না। এসপি'র অফিসে ১৯৬৮ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে আমি ডিএসপি আহসানউল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছি।
প্র–ডেপুটি কমিশনার বা এডিসির নির্দেশে আপনি সেখানে গিয়েছিলেন কি?
উ–জী না। আমার যাতায়াতের ব্যবস্থা করার জন্যে আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

শাহজাহানউদ্দিন আহমদ

চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার সেকশন অফিসার জনাব শাহজাহানউদ্দীন আহমদ তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, খান শামসুর রহমান সিডিএ'র চেয়ারম্যান ছিলেন। সাক্ষীর উপস্থিতিতে পুলিশ সিডিএ অফিস থেকে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেছে এবং তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন। খান শামসুর রহমানের হাতের লেখা ও দস্তখত তিনি চেনেন। আদালতে প্রদর্শিত কাগজপত্রে তিনি খান শামসুর রহমানের হস্তলিপি ও দস্তখত সনাক্ত করেন।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখে খান শামসুর রহমান সিডিএ'র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি আইসিআই হিলে বাস করতেন। তখন এম এ নূর সিডিএ'র সেক্রেটারী ছিলেন।

এই পর্যায়ে সাক্ষীকে খান শামসুর রহমানের হস্তলিপি ও দস্তখত সম্পর্কিত কতিপয় কাগজ দেখালে তিনি বলেন যে, এসব তার হাতের লেখা ও দস্তখত। খান শামসুর রহমান সিডিএ'র চেয়ারম্যান পদ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সাক্ষী ছুটিতে ছিলেন।

মনোরঞ্জন তালুকদার

মিঃ মনোরঞ্জন তালুকদার তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি সিডিএ-র চীফ ইঞ্জিনিয়ারের স্টেনো-টাইপিস্ট, তাঁর উপস্থিতিতে পুলিশ সিডিএ অফিস

থেকে কিছু কাগজপত্র আটক করে এবং সিজার লিস্ট তৈরী করে। সিজার লিস্টে তিনি দস্তখত করেছিলেন।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, খান শামসুর রহমানকে চট্টগ্রামে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল কিনা তিনি জানেন না। তাঁদের অফিসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। সম্বর্ধনার তারিখ তাঁর মনে নেই।

আবদুল কাদের

জনাব আবদুল কাদের তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তাঁর উপস্থিতিতে ডঃ সাইদুর রহমানের বাড়ী তল্লাশী করে পুলিশ কতিপয় কাগজপত্র আটক করেছিল। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ তাঁকে জেরা করেননি।

মাইকেল ধর

মিঃ মাইকেল ধর তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তাঁর উপস্থিতিতে পুলিশ মিঃ বি কে সেনের খানাতল্লাশী করে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেছিল। তিনি পুলিশের তৈরী সিজার লিস্টে দস্তখত করেছিলেন।

জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, মিঃ বি, কে, সেন একজন ব্যবসায়ী।

সুখময় বিশ্বাস

মিঃ সুখময় বিশ্বাস তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, চট্টগ্রামের মানিক চৌধুরীকে তিনি চিনেন। পুলিশ তাঁর উপস্থিতিতে মানিক চৌধুরীর বাড়ী থেকে দুটি কাগজ আটক করে এবং তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। পুলিশ সিজার লিস্ট নিয়ে উক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গেলে তিনি সেখানে তাতে দস্তখত করেন।

জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মানিক চৌধুরী মোস্তানসির কমার্শিয়াল কোম্পানীর গদীর ম্যানেজার। তাঁর নিজস্ব কোন গদী নেই।

বিরূপ সাক্ষী

বঙ্কিম চন্দ্র দত্তের সাক্ষ্য

মিঃ বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী ও তাঁর বাড়ী একই গ্রামে। পুলিশ চট্টগ্রামের প্রফুল্ল চৌধুরীর দোকানে বসে একটি সিজার লিস্ট তৈরী করে। সেসময়ে আমি উক্ত পথ দিয়ে যেতে থাকলে পুলিশ আমাকে ডেকে নিয়ে সিজার লিস্টে দস্তখত নেন। এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষীকে বিরূপ ঘোষণা

করার জন্যে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি প্রার্থনা করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন। অতঃপর বাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরার জবাবে বিরূপ সাক্ষী বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, একই গ্রামের বাসিন্দা বলে মানিক চৌধুরীর পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি উক্ত পথ দিয়ে অতিক্রমকালে পুলিশকে দোকানে বসে সিজার লিস্ট তৈরী করতে দেখেছেন।

জনাব জহীরুদ্দিন ও জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি মাঝে-মধ্যে চট্টগ্রাম শহরে আসেন।

মানিক চৌধুরী হাবিলাস... ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য। তাঁর অনেক জমি ও সম্পত্তি আছে।

মফদল আহমদ চৌধুরী

চট্টগ্রাম কালেক্টরেটের নাজির জনাব মফদল আহমদ চৌধুরী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার চট্টগ্রাম গবর্নমেন্ট হাউসের তত্ত্বাবধান করেন।

এই পর্যায়ে তাঁর হাতে গবর্নমেন্ট হাউসের একটি রেজিস্টার (আদালতে প্রদর্শিত) দেয়া হলে তিনি বলেন যে, এই রেজিস্টারটি গবর্নমেন্ট হাউসে রাখা হয়। এই রেজিস্টারের ৭৫৯ ক্রমিক নম্বরে তিনি ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার অফিসের প্রথম সেক্রেটারী পি, এন, ওঝার নাম এন্ট্রি দেখছেন। এন্ট্রিতে ১৯৬৬ সালের ২৯শে জুলাই সকাল দশটায় পিএন ওঝার গবর্নমেন্ট হাউসে আগমন ও পহেলা আগস্ট সকাল ৭টায় তাঁর বিদায়ের কথা উল্লেখ আছে। এছাড়া এতে তাঁর গবর্নমেন্ট হাউসের ভাড়া পরিশোধের কথা উল্লেখ আছে। তবে কত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে তার উল্লেখ নেই। জনাব এ মোমেনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই রেজিস্টারে (আদালতে প্রদর্শিত) তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ জনাব রুহুল কুদ্দুস সিএসপি'র চট্টগ্রাম গবর্নমেন্ট হাউসে অবস্থানের এন্ট্রি দেখতে পাচ্ছেন। জনাব রুহুল কুদ্দুস চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার ছিলেন। তাঁর হস্তলিপির সাথে সাক্ষী পরিচিত নন।

জনাব জহীরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই রেজিস্টারে (আদালতে প্রদর্শিত) ৭৫৯ ক্রমিক নম্বরের উপর তিনি কাটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন।

প্র–৭৫৯ ক্রমিক নম্বর কেটে একে ৭৬০ করা হয়েছে কি?

উ–আমি তা মনে করি না। এই নম্বরটি ৭৬০। ৭৫৯ ক্রমিক নম্বর কেটে ৭৬০ করা হয়নি।

প্র–পরবর্তী ক্রমিক নম্বর ৭৬০ কে কেটে ৭৬১ করা হয়েছে কি?

উ–জী না। পরবর্তী ক্রমিক নম্বর ৭৬১।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, চট্টগ্রাম গবর্নমেন্ট হাউসের রেজিস্টার বই-এর ৭৫৯ ক্রমিক নম্বরে ১৯৬৬ সালের ২৯শে জুন উপস্থিতির তারিখ লেখা আছে। পরবর্তী ক্রমিক নম্বরে ১৯৬৬ সালের ৩০শে জুলাই উপস্থিতির তারিখ লেখা আছে। আবার ৭৬১ ক্রমিক নম্বরে উপস্থিতির তারিখ ২৯শে জুলাই লেখা রয়েছে বলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

প্র–রেজিস্টার বই-এর ৭৫৯ ক্রমিক নম্বরে দস্তখতের কলমে পিএন ওঝার দস্তখত আছে কি?

উ–জী না।

সিরাজুল ইসলাম

ঢাকা জেলার সাবেক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, তিনি জনাব নওয়াব আলীর জবানবন্দী রেকর্ড করেন। ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসআই জনাব রেজাউল করিম জনাব নওয়াব আলীকে তাঁর নিকট হাজির করেছিলেন। আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করিয়ে সাক্ষী জনাব নওয়াব আলীর জবানবন্দী সঠিকভাবে রেকর্ড করেন এবং তাঁকে জবানবন্দী পাঠ করে শুনানোর পর তিনি দস্তখত করেন। তাঁর জবানবন্দী বাংলা ভাষায় রেকর্ড করা হয়েছিল। আদালতে প্রদর্শিত জবানবন্দীর ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছে।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এসআই তাঁকে ঢাকা সদর (সাউথ) মহকুমা হাকিমের একটি নির্দেশনামা দেখিয়েছিলেন। সেই নির্দেশনামায় তাঁকে জনাব নওয়াব আলীর জবানবন্দী রেকর্ড করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

প্র–এসডিও'র অর্ডারে রেজাউল করিমের নাম উল্লেখ আছে কি?

উ–জী না। জনাব আবদুস সামাদের নাম দেখতে পাচ্ছি।

প্র–জনাব আবদুস সামাদ স্পেশাল টিমের সদস্য কি?

উ- এসডিও'র অর্ডারে তাই দেখতে পাচ্ছি।

প্র–নওয়াব আলীর ও রেজাউল করিমকে আগে চিনতেন কি?

উ–জী না।

প্র–কোন সময়ে জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়েছিল?

উ–আমার তা স্মরণ নেই।

প্র–আপনি কোন অংশ বাদ দিয়ে অথবা কিছু যোগ না করে সঠিকভাবে জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

ম্যাজিস্ট্রেট এ কিউ চৌধুরী

ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ কিউ চৌধুরী বলেন যে, তিনি জনাব আমীর হোসেন মিয়ার নমুনা হস্তলিপিও দস্তখত রেকর্ড করেছিলেন। মেজর এ, বি, নাসের আমীর হোসেন মিয়াকে তাঁর নিকট পরিচয় করিয়ে দেন।

এছাড়া ৩ দিন তিনি টি, আই প্যারেড অনুষ্ঠান করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৮ই মে ক্যান্টনমেন্টের একটি রুমে তিনি একটি টি, আই, প্যারেড অনুষ্ঠান করেন। এতে গ্রীন হোটেলের জনাব এম, এম, সাইদ ও ক্যাশারিনা হোটেলের জনাব গোলাম মোস্তফা সাক্ষী ছিলেন। সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন মিঃ মানিক চৌধুরী ও মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন। একই সামাজিক মর্যাদা ও প্রায় এক রকম পোশাকের ২০ জন লোকের মধ্য থেকে সাক্ষীগণ মিঃ মানিক চৌধুরী ও মিঃ বি কে সেনকে প্রায় ৫শ' গজ দূরে থেকে সনাক্ত করেন। এই দু'ব্যক্তি তাঁদের হোটেলে মাঝে-মধ্যে আশা-যাওয়া করতেন।

১৯৬৮ সালের ২৫শে মে তিনি আর একটি টি, আই প্যারেড অনুষ্ঠান করেন। সেই প্যারেডে সাক্ষী ছিলেন ডিনোফা হোটেলের ম্যানেজার জনাব রুহুল আমীন। তার সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন জনাব দলিলউদ্দিন, স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান, জনাব আলী রেজা ও জনাব এ, বি, এম, এ সামাদ। এক রকম পোশাক ও সমমর্যাদার ৪০ জন লোকের মধ্য থেকে সাক্ষী ৫ শত গজ দূর হতে তাঁদের সনাক্ত করেন।

এখানেই জনাব এ কিউ, চৌধুরীর সাক্ষ্য প্রদান অসমাপ্ত থাকে।

আজ মঙ্গলবার পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

সংবাদ

২৭শে নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

আরও ৫ জন সরকারী সাক্ষী আদালতে উপস্থিত

ঢাকা, ২৬শে নভেম্বর (পিপিআই)।– আজ ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে পাঁচজন সাক্ষীকে উপস্থিত করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সিনিয়র সি,এস,পি, একজন নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডারসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আনীত ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলিতেছে।

আজ যে সকল সরকারী সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করা হয় তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের এস, আই জনাব এ, কে, এম, মোসলেহ

উদ্দীন, করাচীর ওয়ারেন্ট অফিসার ইকবাল ওসমানী, পি, এ, এফ-এর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুকিম কিরমানী, করাচীর বুনিয়াদী গণতন্ত্রী জহীর বশীর আনসারী, করাচী নৌ সদর দফতরের লেঃ কঃ এ,বি,সাঈয়েদ। ইহা ছাড়া আজ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ, কিউ, চৌধুরীর গতকালের অসমাপ্ত জবানবন্দী গ্রহণ ও তাহার জেরা সমাপ্ত হয়।

আজ সরকারী সাক্ষীদের জেরা করেন বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল ও খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন।

লেঃ কঃ এ, বি, সাঈদের জবানবন্দী অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় ট্রাইব্যুনালের আজকের অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষিত হয়।

গতকালের জবানবন্দীর জের টানিয়া প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ কিউ চৌধুরী বলেন যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কাষ্টডি রুমে ২০শে, ২১শে ও ২৬শে মে সনাক্তকরণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন কর্তৃক জেরাকালে সাক্ষী বলেন যে, সনাক্তকরণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তিনি সন্দেহকৃত লোক ও সনাক্তকারী সাক্ষীদের জানিতেন না। বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব জহীরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী জানান যে, ক্যান্টনমেন্টের কাষ্টডি রুমের সঠিক অবস্থান তিনি বলিতে পারেন না। সেখানে তিনি তিনবার গিয়াছিলেন। রুমটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২০ ফুট করিয়া। সনাক্তকারী সাক্ষিগণকে কাষ্টডি রুমের ৫শত গজ দূরে রাখা হইয়াছিল। সনাক্তকরণ প্যারেড রুমের সংলগ্ন আর দুই-তিনটি ঘর রহিয়াছে। এই সকল ঘরে তিনি কাউকে দেখিতে পান নাই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, সনাক্তকরণ অনুষ্ঠানের সমস্ত সময় তিনি দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন। এই পর্ব শেষ হওয়ার পর তিনি উপবেশন করেন। তিনি বলেন যে, প্যারেডে হাজির করার পূর্বে তিনি মানিক চৌধুরীকে চিনিতেন না।

সনাক্তকরণ প্যারেড কক্ষ হইতে সাক্ষীদিগকে ৫ শত গজ দূরে রাখা হইয়াছিল একথা সত্য নয় বলিয়া কৌসুলি জনাব জহীরুদ্দীন মন্তব্য করিলে সাক্ষী কৌসুলির বক্তব্য সঠিক নয় বলিয়া জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, সনাক্তকরণ প্যারেডের পূর্বে সনাক্তকারী সাক্ষীদের সাহায্যের জন্য মিলিটারী অফিসার মেজর নাসের কেবলমাত্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্যারেডের পূর্বে সনাক্তকারী সাক্ষিগণকে অভিযুক্তদেরকে চিনাইয়া দেওয়া হইয়াছিল একথা ঠিক নয় বলিয়া সাক্ষী জানান।

সরকারী সাক্ষী গোয়েন্দা পুলিস বিভাগের এস, আই জনাব এ কে এম মোসলেহউদ্দিন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অদ্য তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ১৯৬৮ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মতিঝিলের গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক হইতে কতিপয় দলিল ৪ঠা মার্চ ঢাকার ব্লক সি এস ও হইতে জনাব আমীর হোসেনের অরিজিন্যাল জয়েনিং রিপোর্ট এবং ৬ই মার্চ কাচপুরের হাইওয়েজ বিভাগের এসডিও'র অফিস হইতে অপর কতিপয় দলিল আটক করিয়াছেন। তিনি আরও জানান, একটি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শাখা হইতেও তিনি কতিপয় দলিল আটক করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পুলিস অফিসারদের সাহায্যার্থে তিনি ইতিপূর্বে কয়েকবার আদালত কক্ষে আগমন করিয়াছেন।

সরকারী সাক্ষী করাচীর ওয়ারেন্ট অফিসার জনাব ইকবাল ওসমানী তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি সার্জেন্ট জালাল, মফিজুল্লাহ, এস, এম, বারী, জহুরুল হক এবং প্রাক্তন সার্জেন্ট শামসুল হককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, সার্জেন্ট জালালকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আসামী তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যান এবং একটি নকল হাত বোমা বাহির করিয়া দেখান। উহা অদ্যকার কোর্টে প্রদর্শিত নকল হাত বোমাটির অনুরূপ। তিনি যখন জলিলের গৃহে যান তখন ফ্লাইট লেঃ মুকিম কিরমানী ও বিমান বাহিনীর অন্য দুইজন লোক তাহার সহিত ছিলেন।

বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, গ্রেফতারের পর সার্জেন্ট জালালকে করাচীস্থ তাঁহাদের ইউনিটে একটি কক্ষে আটক রাখা হয়। তিনি জানান যে, শনিবার দিন সার্জেন্ট জালালকে গ্রেফতার করা হয় পরদিন অর্থাৎ রবিবার ভোরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

হাতবোমা উদ্ধারকালে উপস্থিত সরকারী সাক্ষী জহির বশিরকে কোর্টে হাজির করা হইলে বিবাদীপক্ষের কোন কৌঁসুলিই তাঁহাকে জেরা করেন না।

এই দিনের সর্বশেষ সরকারী সাক্ষী লেঃ কম্যাণ্ডার এ,এন সাঈদ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে কতিপয় দলিল সনাক্ত করেন। ইহার মধ্যে কোর্টে পেশকৃত এ,জি,এম খুরশিদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সুলতানউদ্দিন আহমেদ এবং নূর মোহাম্মদের সার্ভিস বুক সনাক্ত করেন। এই পর্যায় অদ্যকার ট্রাইব্যুনালের কার্যকাল সমাপ্ত হয়। আগামীকল্য সকালে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলিগণ সাক্ষীকে জেরা করিবেন।

দৈনিক পয়গাম

২৭শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাদীপক্ষের আরো চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকাল গতকল্য (মঙ্গলবার) বাদীপক্ষ নৌ-বাহিনীর একজন লেঃ কম্যাণ্ডারসহ আরও ৫জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করেন। এই সাক্ষিগণ হইতেছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর এ, কে, এম, মোসলেহউদ্দিন, পি এ এফ করাচীর ওয়ারেন্ট অফিসার ইকবাল ওসমানী, ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট মুকিম কিরমান, করাচীর মৌলিক গণতন্ত্রী জহির বশীর আনসারী ও নৌ-বাহিনীর লেঃ কম্যাণ্ডার এ,বি, সাঈদ। ইহাদের মধ্যে জহির বশীর আনসারীকে বাদীপক্ষ শুধুমাত্র আদালতে হাজির করেন।

ইহাছাড়া এইদিন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট এ, কিউ চৌধুরীর অসমাপ্ত সাক্ষ্যও সমাপ্ত করা হয়। অন্যতম সরকারী কৌঁসুলী জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণকার্য পরিচালনা করেন। বিবাদীপক্ষের জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন ও জনাব জহিরুদ্দিন বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষীদের জেরা করেন। গতকল্য অধিবেশন মুলতবী হওয়ার পূর্বে সাক্ষী লেঃ কঃ এ, বি, সাঈদের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়। অদ্য (বুধবার) বিবাদীপক্ষ তাঁহাকে জেরা করিবেন।

গত সোমবারের অসমাপ্ত জবানবন্দীর সূত্র ধরিয়া বাদীপক্ষের সাক্ষী প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এ, কিউ, চৌধুরী বিগত ২০শে মে, ২১শে মে ও ২৬শে মে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের হেফাজত-কক্ষে পরিচালিত সনাক্তকরণ প্যারেডের বর্ণনা দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে সকল সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সনাক্ত করার জন্য এই প্যারেডের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ও যাহারা সনাক্তকরণে সাক্ষ্যদান করেন তাহাদেরও নাম উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, এই সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণ হইতেছেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, এ,বি, খুরশীদউদ্দিন আহমদ, মানিক চৌধুরী, সুলতানউদ্দিন আহমেদ, আমীর হোসেন মিয়া, রমীজ, আনোয়ার হোসেন ও ডঃ সাইদুর রহমান।

তিনি বলেন যে, রুহুল আমীন, সালেহ আহমদ, খোকন বড়ুয়া, মাখন লাল ঘোষ, আবদুল ওয়াহাব ও এম, এম, সাঈদকে সনাক্তকরণে সাক্ষ্যদান করেন।

বিবাদী কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বা সনাক্তকারীদের কাহাকেও প্যারেডের পূর্বে চিনিতেন না। খান বাহাদুর ইসমাইলের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জনাব চৌধুরী বলেন যে, যে স্থান হইতে সনাক্তকারী সাক্ষিগণ আসিয়াছিলেন সেই স্থানটি তিনি (ম্যাজিস্ট্রেট) দেখিতে পাইতেন না। তিনি বলেন যে, দুইজন সাক্ষীর মধ্যে প্যারেডের পূর্ব হইতেই কোন সম্ভাব্য যোগাযোগ ছিল কিনা তাহা তিনি জানেন না। বিবাদী কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ক্যান্টনমেন্টের আটক কক্ষের সঠিক অবস্থান বলিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, আটক কক্ষটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে ২০ ফুট x ২০ ফুট। জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, সনাক্তকারী সাক্ষীদের আটক-কক্ষ হইতে প্রায় ৫ শত গজ দূরে রাখা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, যে কক্ষে সনাক্তকরণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়, তাহার পাশে আরও ২/৩টি কক্ষ আছে। তিনি বলেন যে, তিনি ঐসব কক্ষে কাহাকেও দেখিতে পান নাই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, প্যারেড চলাকালে সর্বক্ষণ তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং প্যারেড শেষ হওয়ার পরই কেবল তিনি আসনগ্রহণ করেন।

সাক্ষী বলেন যে, সনাক্তকরণ প্যারেডে আনার পূর্বে তিনি মানিক চৌধুরীকে চিনিতেন না। বিবাদী কৌসুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, সনাক্তকরণ প্যারেড অনুষ্ঠানের পূর্বেই ৫০-৬০ জন লোক (তাহাদের অধিকাংশ গ্রামের মানুষ) আটক কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত ছিল এবং তিনি (সাক্ষী) তাহাদের মধ্য হইতে ৪০ জনকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সহিত একত্র করিয়া দেন। সাক্ষী বলেন যে, সনাক্তকরণ প্যারেডের পূর্বেই সনাক্তকারী সাক্ষীদের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দেখান হয়, একথা সত্য নয়।

বাদীসাক্ষী ঢাকার স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর জনাব এ, কে, এম, মোসলেহউদ্দিন জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ১৯৬৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী গ্রীন্ডলেস ব্যাঙ্কের মতিঝিল শাখা হইতে কিছু দলিল উদ্ধার করেন। তিনি বলেন যে, ৮ই মার্চ তিনি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস হইতে আমীর হোসেনের মূল যোগদানপত্র আটক করেন। সাক্ষী বলেন যে, ৬ই মার্চ তিনি আর এন্ড এইচ বিভাগের কুচপুর সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস হইতেও কিছু দলির উদ্ধার করেন। এছাড়া তিনি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ঢাকাস্থ একটি শাখা হইতেও কিছু চেক উদ্ধার করেন বলিয়া ট্রাইব্যুনালে জানান।

বিবাদী কৌসুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনায় যে পুলিশ অফিসার সাহায্য করিতেছেন তাহাকে সাহায্য করার জন্য তিনি (সাক্ষী) কয়েকবার আদালত কক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন।

পরবর্তী সাক্ষী ওয়ারেন্ট অফিসার ইকবাল ওসমানী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রভোষ্ট মার্শালের নিকট হইতে আগরতলা ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকিতে পারে বিমান বাহিনীর এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ লাভ করেন। তিনি বলেন যে, অতঃপর তিনি সার্জেন্ট জলিল, সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, এস এস সি বারী, জহুরুল হক ও প্রাক্তন সার্জেন্ট শামসুল হককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

সাক্ষী ওসমানী বলেন যে, জিজ্ঞাসাবাদের পর সার্জেন্ট জলিল তাহাকে (সাক্ষীকে) তাহার (জলিলের) বাড়ী তল্লাশীর জন্য লইয়া যান। সেখানে তিনি (সাক্ষী) করাচীর মৌলিক গণতন্ত্রী জহির বশীর আনসারীকে দেখিতে পান। সাক্ষী বলেন যে, সার্জেন্ট জলিল আলমারী খুলিয়া একটি হাতবোমা বাহির করে এবং পরে তাহা প্রভোষ্ট মার্শালের নিকট অর্পণ করে।

পিএএফ ওয়ারেন্ট অফিসার বলেন যে, তিনি সার্জেন্ট জহিরুল হককেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি পরে পেশোওয়ার গমন করেন ও ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সাক্ষী ওসমানী বলেন যে, তিনি পরে কোহাট গমন করেন ও কর্পোরাল ফরিদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে তিনি সারগোদা গমন করেন ও কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখেন। সাক্ষী বলেন যে, পরে তিনি কর্পোরাল হাইকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

তিনি বলেন যে, জিজ্ঞাসাবাদের পরে তিনি কাহারও বিবৃতি রেকর্ড করেন নাই।

জবানবন্দী শেষে জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, গ্রেফতারের পরে সার্জেন্ট জলিলকে পি এ এফ করাচী ইউনিটের একটি কক্ষে আটক রাখা হয়। তিনি বলেন যে, শনিবার সার্জেন্ট জলিলকে গ্রেফতার করা হয় এবং রবিবার তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, হাতবোমা উদ্ধার করার পূর্বে তিনি কোনদিন জলিলের বাড়ীতে গমন করেন নাই। সাক্ষী বলেন যে, হাতবোমা উদ্ধারের ১০ দিন পূর্বে প্রভোষ্ট মার্শাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, এই ব্যাপারে তিনি তাহার দৈনন্দিন কার্যাবলীর কোন রেকর্ড রাখেন নাই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সার্জেন্ট জলিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনি একা ছিলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বিমান বাহিনীর কাহাকেও গ্রেফতার করা হইলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার বিধান রহিয়াছে।

বিবাদী কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেন, "আমি সার্জেন্ট জলিলকে বলিয়াছি যে, তাঁহার প্রতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ

আনা হইবে।" তিনি বলেন যে, তিনি অভিযোগ প্রণয়ন করিয়া তাহা অফিসার কম্যান্ডিং-এর নিকট দাখিল করেন। তিনি বলেন যে, অভিযোগে অপরাধের ধারাও উল্লেখ করেন। সাক্ষী আরও বলেন যে, লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করিতে হয়। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কখনো অভিযোগনামা দেওয়া হয় না। তিনি বলেন যে, সার্জেন্ট জলিলকে কখনও অফিসার কম্যান্ডিং-এর নিকট হাজির করা হয় নাই।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমাদের আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অফিসার কম্যান্ডিং-এর নিকট হাজির করার বিধান রহিয়াছে" ।তবে এই ক্ষেত্রে জলিলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা আনয়ন করা হয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

সাক্ষী বলেন যে, জলিলকে ২রা ফেব্রুয়ারী গ্রেফতার করিয়া ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা আনা হইয়াছে কিনা তাহা তিনি জানেন না। তিনি বলেন যে, তিনি সার্জেন্ট জলিলের সহিত ঢাকা আগমন করিয়াছিলেন; তবে এখন তাহার তারিখ মনে নাই।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৮শে মে পুলিশ তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি বলেন যে, কর্পোরাল ইব্রাহিমকে (যিনি একটি গোয়েন্দাগিরির মামলায় জড়িত ছিলেন এবং পরে মৃত্যু মুখে পতিত হন) চেনেন না— তবে এই মামলা সম্পর্কে তিনি শুনিয়াছেন।

সাক্ষী বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, তিনি জলিলকেও এই বলিয়া হুমকি দিয়াছেন যে, তাহাকেও (জলিলকে) ইব্রাহিমের পরিণতি ভোগ করিতে হইবে।

সাক্ষী বলেন যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় জলিলের উপর নির্যাতন করা হয় নাই। তিনি বলেন যে, তাহাকে ঢাকায় নিয়োগ করা হয় নাই তবে কার্যোপলক্ষে ৩ বার তিনি ঢাকা আসিয়াছেন।

খান বাহাদুর ইসমাইলের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, উদ্ধারকৃত হাতবোমার উপর তিনি কোন স্বাক্ষর করেন নাই বা কোন লেভেলও আঁকিয়া দেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহকে নির্যাতন করা হয় নাই।

পরবর্তী সাক্ষী ফ্লাইট লেঃ মুকিম কিরমানী বলেন যে, তিনি ওয়ারেন্ট অফিসার ওসমানীর সহিত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জলিলের গৃহে গমন করেন। তিনি বলেন যে, তাহারা তাহার (জলিলের) গৃহে তল্লাশী চালান ও একটি হাতবোমা উদ্ধার করেন।

সাক্ষী বলেন যে, উদ্ধারপত্রে একথার উল্লেখ নাই যে, জলিল আলমারী হইতে হাতবোমাটি বাহির করেন।

পরবর্তী সাক্ষী জহির বশীর আনসারীকে বাদীপক্ষ কেবল জেরার জন্য ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষও তাহাকে জেরা করেন নাই।

গতকল্যকার সর্বশেষ সাক্ষী নৌ-বাহিনীর লেঃ কঃ এ, এম, সাঈদ ট্রাইব্যুনালে কতিপয় দলিল সনাক্ত করেন। এ, বি, খুরশীদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সুলতানউদ্দিন আহমদ, নূর মোহাম্মদ ও গোলাম আহমদের সার্ভিস বুক সংক্রান্ত দলিলপত্র তিনি সনাক্ত করেন। গতকল্য ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শেষ হইবার প্রাক্কালে তাহার জবানবন্দী শেষ হয়। অদ্য (বুধবার) অধিবেশন পুনরায় শুরু হইলে বিবাদীপক্ষ তাঁহাকে জেরা করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৭শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বাদীপক্ষের পাঁচজন সাক্ষীকে হাজির করানো হয়। এর মধ্যে ৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয় এবং একজন সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদান ও জেরা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অপর সাক্ষী পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর লেঃ কঃ এ বি সাইদের জবানবন্দী গ্রহণ বাদীপক্ষের কৌসুলীর পরিচালনায় শেষ হলে গতকালকের মত আদালতের কার্য মুলতবী ঘোষণা করা হয়। আজ বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ তাকে জেরা করবেন।

এছাড়া গতকাল ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ কিউ চৌধুরীর গতকালকের অসমাপ্ত সাক্ষ্যদান ও জেরা সমাপ্ত হয়। গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব আবদুস সালাম খান ও জনাব জহিরুদ্দীন বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জেরা করেন।

আজ বুধবার সকালে পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার শুনানী শুরু হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট এ, কিউ চৌধুরী

জনাব এ কিউ চৌধুরী তার অসমাপ্ত জবানবন্দী প্রদান পুনরায় শুরু করে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৯শে মে তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের আটকখানায় ৭টি টি, আই প্যারেড অনুষ্ঠান করেন। এইসব প্যারেডে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন স্টুয়ার্ড মজিবর রহমান, মানিক চৌধুরী, সুলতানউদ্দীন, এ বি খুরশীদ, আমীর হোসেন মিয়া, ডাঃ সাইদুর রহমান, মীর্জা মোহাম্মদ রমীজ ও আনোয়ার হোসেন।

টি আই প্যারেডের সনাক্তকারী সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের মিসকা হোটেলের লিফটম্যান রুহুল আমিন, কেবিন বয় ভূপেন বড়ুয়া, ম্যানেজার সালেহ আহমদ, ঢাকার আরজু হোটেলের ক্যাশিয়ার মাখন লাল ঘোষ, গ্রীন হোটেলের ম্যানেজার এম এম সাঈদ, ফেনী ডাকবাংলোর চৌকিদার আবদুল ওহাব ও ডিনোফা হোটেলের ম্যানেজার রুহুল আমিন। এঁরা টি আই প্যারেডের লোকদের মধ্য থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সনাক্ত করেন। কিন্তু ডিনোফা হোটেলের ম্যানেজার রুহুল আমিন কাউকে সনাক্ত করতে পারেননি।

খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের অথবা সনাক্তকারী সাক্ষীদের কাউকেই চিনতেন না।

প্র–আপনি কি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উচ্চতা, গায়ের বর্ণ, পোশাক ইত্যাদির নোট রেখেছিলেন?

উ–জী না।

প্র–সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা মোটা কি জীর্ণশীর্ণ দেহের এটা নোট রেখেছিলেন কি?

উ–আমি তা প্রয়োজন মনে করিনি।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের অন্য লোকদের সাথে মিশিয়ে যেখানে রাখা হয়েছিল সনাক্তকারী সাক্ষীদের জায়গা থেকে তাঁদের দেখা যেত না।

প্র–আপনি কি সনাক্তকারী সাক্ষীদের নিকট ছিলেন, না টি আই প্যারেডের লোকদের নিকট ছিলেন?

উ–দুই জায়গাতেই আমি আসা-যাওয়া করেছি।

প্র–আপনার আসা-যাওয়ার অবসরে সনাক্তকারী সাক্ষীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সুযোগ ছিল কি?

উ–তা হয়ত ছিল।

প্র–টি আই প্যারেডে টাক মাথার আমীর হোসেন মিয়া নামে কেউ ছিলেন কি?

উ–আমার তা মনে নেই।

প্র–সেখানে মাথায় টাক পড়া ক'ব্যক্তি ছিলেন?

উ–আমার স্মরণ নেই।

প্র–টি আই প্যারেডের বাইরে কোন লোক জমায়েত হয়েছিল কি?

উ–গ্রামের কিছু লোক দেখেছি, তবে সংখ্যা বলতে পারছি না।

জনাব জহীরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, টি আই প্যারেড অনুষ্ঠানের জায়গার অবস্থান তিনি বলতে পারছেন না। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

তিনি ৩ বার গিয়েছিলেন। একটি একতলা দালানের খোলা কামরায় টি আই প্যারেড অনুষ্ঠান করা হয়। কামরার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছিল যথাক্রমে ৩০ ফুট ও ২০ ফুট। এই দালানটি সনাক্তকারী সাক্ষীদের থেকে ৪শ' ৮০ গজ দূরে ছিল। ট্রাইব্যুনালের কক্ষ থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত উক্ত দালানটিতে দু'তিনটি কামরা ছিল। সে রুমগুলোতে কোন লোক ছিল না।

প্র-টি আই প্যারেডের রুমটি আটকখানা বলে আপনাকে কে জানিয়েছিলেন?

উ–মেজর নাসের।

প্র–টি আই প্যারেড অনুষ্ঠানের সময় আপনি কোথায় বসে 'নোট' করেছিলেন?

উ–আমি দাঁড়িয়ে নোট করেছিলাম।

প্র–একটি টি আই প্যারেডে ৪ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ৪০ জন লোকের সাথে মেশানোর সময় কতটা সারিতে তাঁদের দাঁড় করিয়েছিলেন?

উ– দুটি সারিতে।

প্র–দু'সারির মধ্যে কত ব্যবধান ছিল?

উ–৪/৫ হাত।

প্র–টি আই প্যারেডে উপস্থাপিত করার আগে মানিক চৌধুরীকে দেখেছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–টি আই প্যারেডের জন্য অন্য লোকদের আপনি নিজে সংগ্রহ করেছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–কে সংগ্রহ করেছিলেন?

উ–আমি তা জানি না।

প্র–আপনি কোথা থেকে তাঁদের জোগাড় করেছিলেন?

উ–বাইরে দাঁড়ানো ৫০/৬০ জন লোকের মধ্য থেকে আমি তাঁদের ৪০ জনকে বেছে নিয়েছি।

প্র-ক্যান্টনমেন্ট এলাকা কি নিয়ন্ত্রিত এলাকা?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–এই ৪০ জন লোক কোথা থেকে এসেছিল?

উ-এরা গ্রামের লোক।

প্র–তাঁদের পোশাক কি রকম ছিল?

উ–তাঁরা বিভিন্ন পোশাকের ছিল।

প্র–মানিক চৌধুরীর পরনে ধূতি দেখেছিলেন কি?

উ–একবার তাঁকে ধূতি পরা এবং একবার পায়জামা পরা দেখেছি।

প্র–আপনার রিপোর্টে তা লিখেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–আপনার রিপোর্টের তৃতীয় কলামে সনাক্তকারী সাক্ষীরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কোথায় দেখেছিল এ কথা উল্লেখ করেছিলেন কি?
উ–জী না। টি আই প্যারেড শেষে আমি তা লিখেছি।
প্র–মানিক চৌধুরীর সামাজিক মর্যাদা আপনার জানা ছিল কি?
উ–জী না, তার পোশাক দেখে অনুমান করেছি। এতে আমার ২/৩ মিনিট সময় লেগেছিল।
জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, টি আই প্যারেডে লুঙ্গি, গেঞ্জি, পায়জামা পরা কত লোক ছিল তা তিনি জানেন না।
প্র–১৯৬৮ সালের ১৮ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত টি আই প্যারেডে মানিক চৌধুরীর পরনে কি ছিল?
উ–আমি তা লক্ষ্য করিনি।
প্র–মানিক চৌধুরীর উচ্চতা কত?
উ–তিনি মধ্যম 'সাইজের'। মধ্যম সাইজ বলতে আমি ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি বুঝি।
প্র–টি আই প্যারেড অনুষ্ঠানের দালানের কামরাগুলোর সংযোজক কোন দরজা ছিল কি?
উ–জী না।
প্র–এই রুমগুলো আপনি দেখেছিলেন কি?
উ–দেখেছি।
প্র–আপনার রিপোর্টে তা উল্লেখ করেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–সনাক্তকারী সাক্ষী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে ৫শ গজের ব্যবধান ছিল এ কথা রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–এ কথা কি সত্য যে, সনাক্তকারী সাক্ষী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে ৫শ' গজ ব্যবধান ছিল না?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–এ কথা কি সত্য যে, আপনি ৪০ জনকে বাছাই করে নেননি?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–এ কথা কি সত্য যে, আপনি সনাক্তকারী সাক্ষী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নিকট আসা-যাওয়া করেননি?
উ–এ কথা সত্য নয়।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, সাক্ষীদেরকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল?
উ–এ কথা সত্য নয়।
প্র–এ কথা কি সত্য যে, টাকওয়ালা মাথার আমীর হোসেন মিয়া আপনার নিকট বসা ছিল?
উ–এ কথা সত্য নয়।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ মোসলেহউদ্দিন আহমদ

ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের এস আই জনাব মোসলেহউদ্দীন আহমদ বলেন যে, তিনি মতিঝিলস্থ ন্যাশনাল এন্ড গ্রীনলেজ ব্যাঙ্ক থেকে কতিপয় কাগজপত্র, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস থেকে আমীর হোসেন মিয়ার জয়েনিং রিপোর্ট, রোডস এন্ড হাইওয়েজের কাঁচপুর অফিস থেকে কয়েকটি লগবুক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের জিন্নাহ এভিন্যু অফিস থেকে ছ'টি চেক আটক করেন। তিনি আদালতে প্রদর্শিত এসব দলিলপত্র সনাক্ত করেন। তিনি সাক্ষীদের সামনে সিজার লিস্ট তৈরী করে এতে তাঁদের দস্তখত নেন এবং নিজেও সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।

জনাব জহিরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আদালতে মামলার শুনানীর সময় তিনি এই আদালত কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ডিএসপি খালেককে বাদীপক্ষের কাজে সাহায্য করেছিলেন।

বিমান বাহিনীর ইকবাল ওসমানী

এরপর পাকিস্তান বিমান বাহনীর ওয়ারেন্ট অফিসার জনাব ইকবাল ওসমানীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। তিনি বলেন যে, ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি পিএএফ-এর করাচী স্টেশনে মোতায়েন আছেন। তাঁর প্রভোস্ট-মার্শাল গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম আর কোরেশীর নির্দেশে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়া তিনি সার্জেন্ট জলিল, সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ, মফিজুল বারী ও সার্জেন্ট জহুরুল হককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি সার্জেন্ট জলিলের সাথে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে একটি ভূয়া হাতবোমা উদ্ধার করেন। সাক্ষীদের সামনে একটি 'রিকভারী মেমো' তৈরী করে তাতে দস্তখত নেন। এই ভূয়া হাতবোমাটি (আদালতে প্রদর্শিত) তাঁর উদ্ধারকৃত হাতবোমাটির অনুরূপ। এছাড়া তিনি সার্জেন্ট জহুরুল হকসহ কয়েক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি কোন জবানবন্দী রেকর্ড করেননি এবং রিপোর্ট দাখিল করেননি।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, প্রভোস্ট মার্শাল সার্জেন্ট জলিলকে আটক করেছিলেন। হাত-বোমাটি উদ্ধার করার একদিন আগে সার্জেন্ট জলিলকে আটক করা হয়। শনিবার দিন তাঁকে আটক করা হয় আর পরদিন রোববার তাঁর বাসা থেকে হাত-বোমাটি উদ্ধার করা হয়।

প্র–ক'টার সময় সার্জেন্ট জলিলকে গ্রেফতার করা হয়?
উ–আমি তা জানি না।
প্র–তল্লাশীর আগে আপনি জলিলের বাড়ী গিয়েছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–জলিলকে কোন দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ–রোববার সকালে।
প্র–সন্দেহভাজন পিএএফ ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আপনাকে কখন বলা হয়েছিল?
উ-সার্জেন্ট জলিলের গ্রেফতারের ১০ দিন আগে।
প্র-এই আদেশ কি লিখিত না মৌখিক ছিল?
উ–মৌখিক।
প্র–জলিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আপনার সাথে অন্য কেহ ছিল কি?
উ–আমি একাই ছিলাম।
প্র–কোন কর্মচারীকে গ্রেফতার করার পর তাঁর বিরুদ্ধে 'চার্জ ফ্রেম' করার পিএএফ-এর কোন নিয়ম আছে কি?
উ–জী হ্যাঁ, আছে।
প্র–তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে আপনি তাঁকে জানিয়েছিলেন কি?
উ–রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্পর্কে আমি তাঁকে অবহিত করেছি।
সাক্ষী আরও বলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি 'চার্জ ফ্রেম' করে কমান্ডিং অফিসারকে দিয়েছেন।
প্র–অভিযোগের ধারা উল্লেখ করেছিলেন কি?
উ–করেছি। এখন মনে নেই।
প্র–সে অভিযোগ কি লিখিত ছিল?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–লিখিত অভিযোগ, অভিযুক্ত জলিলকে দিয়েছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–সার্জেন্ট জলিলকে কমান্ডিং অফিসারের নিকট হাজির করেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমান্ডিং অফিসারের নিকট হাজির করানোর পিএএফ-এর বিধি আছে কি?
উ–জী হ্যাঁ, আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জলিলকে ঢাকা পাঠানো হয়।
প্র– একথা কি সত্য যে, জলিলকে ১৯৬৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী গ্রেফতার করা হয় এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় আনা হয়?
উ–আমি তা জানি না।

প্র–আপনি কি জলিলকে নিয়ে ঢাকা এসেছিলেন?
উ–হ্যাঁ, তবে ৭ই ফেব্রুয়ারী এসেছিলাম কি না জানি না।
প্র–ঢাকায় কতদিন ছিলেন?
উ–৩/৪ সপ্তাহ।
প্র–এই সময়ের মধ্যে এই মামলা সংক্রান্ত কোন কাজ করেছিলেন কি?
উ–জী না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ৩/৪ সপ্তাহ ঢাকা অবস্থানের পর তিনি পুনরায় করাচী ফিরে যান এবং এক মাস পরে আবার ঢাকা আসেন। পুলিশ ১৯৬৮ সালের ২০শে মে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।
প্র–গুপ্তচর মামলায় জড়িত এবং পরে মৃত কর্পোরাল ইব্রাহিমকে আপনি চিনতেন কি?
উ–জী না, সে মামলা সম্পর্কে আমি শুনেছি।
প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি জলিলকে ও কর্পোরাল ইব্রাহিমের মত অবস্থা করা হবে বলে ধমক দিয়েছিলেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–সার্জেন্ট জলিলের পরিবারকে সমূলে ধ্বংস করা হবে বলে আপনি ধমক দিয়েছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–ভূয়া হাত-বোমা রেকর্ডরুম থেকে নেয়া যায় কি?
উ–জী না। কেউ নিলে তা অন্যায় হবে।
প্র–এই ভূয়া হাতবোমাটি কি সক্রিয়?
উ–একদিন সক্রিয় ছিল। পরে অকেজো করা হয়।
প্র-ভূয়া হাতবোমাকে সক্রিয় করা যায় কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র–এই হাতবোমাটি বৈঠকখানায় রাখলে তাকে অভিযুক্ত করা যায় কি?
উ–অন্যায়ভাবে হস্তগত করার অভিযোগ করা যায়।
প্র–উদ্ধার করার পরে হাতবোমাটি আর দেখেছিলেন কি?
উ–জী না।
প্র–খানাতল্লাশীর আগে জলিলকে চিনতেন কি?
উ–জী না।
খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি অথবা সাক্ষীদের কেউ উদ্ধারকৃত হাতবোমাটিকে হস্তগত করেননি।

ফ্লাইট লেঃ মকিম কিরমানী

ফ্লাইট লেঃ মকিম কিরমানী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি ওয়ারেন্ট অফিসার ইকবাল ওসমানীর সাথে সার্জেন্ট

জলিলের বাসায় যান। সার্জেন্ট জলিল তাঁদেরকে বাসায় নিয়ে আলমারী থেকে একটি ভূয়া হাতবোমা বের করে দেন। তিনি 'রিকভারী মেমো'তে দস্তখত করেন। এই হাতবোমাটি (আদালতে প্রদর্শিত) উদ্ধারকৃত হাতবোমাটির মত।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, 'রিকভারী মেমো'তে হাতবোমাটি কোথা থেকে উদ্ধার করা হয় তা লেখা আছে। মেমোতে লেখা নেই যে, সার্জেন্ট জলিল হাতবোমাটি আলমারী থেকে বের করে দিয়েছিলেন। মেমোটি পড়ে তিনি তাতে দস্তখত করেন।

নৌ-বাহিনীর লেঃ কঃ এ বি সাইদ

পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেঃ কমান্ডার এ বি সাঈদ বলেন যে, এই রেকর্ডগুলো (আদালতে প্রদর্শিত) নৌবাহিনীর কর্মচারীদের। তিনি আদালতে অভিযুক্ত এ বি খুরশীদ, স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান, এল এস সুলতানউদ্দিন, এল এস নূর মোহাম্মদ ও এ বি গোলাম আহমদের সার্ভিস রেকর্ড শনাক্ত করেন। তিনি বলেন যে, এইসব রেকর্ড নৌবাহিনীর অফিসের কাজে ব্যবহৃত হয়।

এখানেই তাঁর জবানবন্দী গ্রহণ সনাক্ত হয়।

আজ বুধবার আদালতের অধিবেশন কালে বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ তাঁকে জেরা করবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২৮শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বাদীপক্ষ মোট ১০জন সাক্ষীকে হাজির করেন। এর মধ্যে পাকিস্তান স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর নয়জন অফিসারের সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। গতকালকের দশজনের সরকারী সাক্ষী করাচীর ড্রিগ রোডস্থ হাউজিং স্টেটের অফিসার জনাব মোহাম্মদ জান সিদ্দিকীকে সাক্ষ্য প্রদান ও জেরা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এছাড়া গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর লেঃ কমান্ডার এ বি সাইদকে জেরা করেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে পুনরায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হবে। বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে লেঃ কম্যান্ডার এ বি সাঈদ বলেন যে, ১৯৬৪ সালের মে মাস থেকে ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তিনি

চট্টগ্রামে মোতায়েন ছিলেন। চট্টগ্রামে একটি নেভাল বেজ ও শোর স্টাবলিশমেন্ট রয়েছে। নৌ-বাহিনীর লোকদের ট্রেনিং করাতে দেওয়া হয়।

প্র–চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীর অবিবাহিত কর্মচারীরা কোথায় থাকেন?

উ–নেভাল স্টাবলিশমেন্টে। এছাড়া বিবাহিত কর্মচারীদের মধ্যে যাদের পরিবার সঙ্গে নেই তারাও সেখানে থাকেন।

প্র–নৌ-বাহিনীর স্টুয়ার্ডদের কাজের সময় কখন?

উ–বিভিন্ন স্টাবলিশমেন্টে ভিন্ন ভিন্ন সময়সূচী আছে।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, স্টুয়ার্ডর স্টাবলিশমেন্টের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না?

উ–একথা সত্য নয়। সাধারণতঃ স্টুয়ার্ডেরা একটানা ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে থাকেন ও পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা অফ ডিউটি থাকে।

প্র–'র‍্যাটিং'রা কি বাইরে যেতে পারেন?

উ–কম্যান্ডিং অফিসারের অনুমতি নিয়ে বাইরে যেতে পারেন।

প্র–ছুটি নিয়ে কোন র‍্যাটিং বাইরে গেলে সময়মত ফিরে না আসলে তাকে কি শাস্তি দেওয়া হয়?

উ–এটা নোট করে রাখা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্র–নৌ-বাহিনীতে এখনও সার্ভিস এমার্জেন্সী আছে কি?

উ–জী হ্যাঁ, আছে।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, সার্ভিস এমার্জেন্সী তুলে নেওয়া হয়েছে?

উ–আমি যদ্দুর জানি এ কথা সত্য নয়।

প্র–নৌ-বাহিনীর কর্মচারীদের সার্ভিস বুকে ছুটি ও কর্মচারীদের মুভমেন্ট রেকর্ড করা হয় কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–যদি রেকর্ডে কোন ভুল হয় তা পরে সংশোধন করা হয় কি?

উ–জী হ্যাঁ।

এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সার্ভিস বুক নিয়ে জনাব আবদুস সালাম খান জেরা করলে সাক্ষী বলেন যে, সার্ভিস বুকে দেখা যায় স্টুয়ার্ড মুজিব ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিএনএস হিমালয়াতে ছিলেন এবং এই বছরের ৬ই নবেম্বর তাকে চট্টগ্রাম পিএনএস বখতিয়ারে মোতায়েন করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ৩০শে মে পর্যন্ত তিনি ছুটিতে ছিলেন বলে সার্ভিস বুকে উল্লেখ আছে।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে এল এস সুলতানউদ্দীনের সার্ভিস বুক দেখে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এলএস

সুলতানউদ্দীন করাচীতে পিএনএস হিমালয়াতে ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাঁকে নৌ-বাহিনীর চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ২৩শে মে পর্যন্ত তিনি ছুটিতে ছিলেন বলে সার্ভিস বুকে রেকর্ড আছে।

জেরার জবাবে এ বি খুরশীদের সার্ভিস বুক দেখে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৩ সালের ২৮শে এপ্রিল থেকে এ বি খুরশীদ পূর্ব পাকিস্তানে পিএনএস বখতিয়ারে মোতায়েন ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর এ বি খুরশীদ করাচীতে যান। এছাড়া ১৯৬৬ সালের ৬ই জুন থেকে তিনি ষাট দিনের ছুটিতে ছিলেন।

প্র–এ কথা কি সত্য যে, র‍্যাটিংদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে যারা ছুটিতে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে মোতায়েন থাকলেও সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা নৌবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তান অফিসে যোগদান করেছিলেন?

উ–এ কথা সত্য।

প্র–আপনি নৌ-বাহিনীর লেঃ কমান্ডার এম সাঈদকে চেনেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–তাঁর দস্তখত আপনি চেনেন কি?

উ–জী না।

প্র–আপনি কক্সবাজার মোটেলে কখনও ছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র-মোটেলে থাকলে রেজিস্টারে দস্তখত করতে হয় কি?

উ–জী হ্যাঁ। আগমন ও নির্গমনের তারিখ উল্লেখ করে নাম লিখতে হয়।

প্র–১৯৬৬ সালের পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর সেক্রেটারী কমোডোর ইউ এ সাঈদকে চেনেন কি?

উ–জী হ্যাঁ, চিনি।

প্র–তাঁর হাতের লেখার সাথে আপনি পরিচিত কি?

উ–জী না।

প্র–নৌ-বাহিনীর সকল অফিসারকে টেলিফোন দেওয়া হয় কি?

উ–জী না।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি নৌ-বাহিনীর লেঃ রউফকে চেনেন। সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৬৬ সালের মে মাস পর্যন্ত লেঃ রউফ পিএনএস বখতিয়ারে ছিলেন। তিনি রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন। রিক্রুটদের সাথে লেঃ রউফ কঠোর ব্যবহার করেছিলেন কিনা তিনি জানেন না। সাধারণতঃ নৌ-বাহিনীর অফিসারকে ছুটির জন্যে যে কারণ দর্শাতে হয় তার দলিলী প্রমাণ উপস্থিত করতে হয় না।

লেঃ কমান্ডার ফজল রব

নৌ-বাহিনীর কম্যান্ডার ফজল রব বলেন যে, তিনি নেভাল সেক্রেটারীয়েট ব্রাঞ্চের স্টাফ অফিসার। এই চারটি অফিসার্স 'হিস্ট্রি কার্ড' (আদালতে প্রদর্শিত) লেঃ রউফ, লেঃ মতিউর রহমান, লেঃ মোজাম্মিল ও লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনের। তাঁর অফিসে এসব কার্ড রাখা হয়। জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এককালীন নেভাল সেক্রেটারী কমোডোর ইউ এ সাঈদের দস্তখত তিনি চেনেন। এই চিঠিতে (আদালতে প্রদর্শিত) তাঁর দস্তখত রয়েছে।

প্র–পিএনএস হিমালয়া ও কারসাজের মধ্যে দূরত্ব কত?

উ–প্রায় ১৫ মাইল।

প্র–মনোরা ও করাচীর মধ্যে নির্দিষ্ট নৌকা যাতায়াত করে কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–কম্যান্ডিং অফিসারের অনুমতি ছাড়া এসব নৌকার নির্দিষ্ট গতি পরিবর্তন করা যায় কি?

উ–জী না।

প্র–আপনি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনের সাথে পিএনএস আলমগীরে চাকুরী করেছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–১৯৬২ সালে আপনি চট্টগ্রামে ছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ, অল্প কিছু দিনের জন্যে ছিলাম।

প্র–এই সময়ে নৌ-বাহিনীর সি-ইন-সি চট্টগ্রাম নেভাল বেজ পরিদর্শন করেছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–সেসময়ে লেঃ কঃ মোয়াজ্জম পিএনএস আলমগীরে ছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

স্কোয়াড্রন লীডার মোকলেসুর রহমান

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার মোখলেসুর রহমান বলেন যে, তিনি পিএএফ-এর মৌরীপুর স্টেশনে এয়ারম্যানস্ রেকর্ডের ইনচার্জ। তিনি ট্রাইব্যুনালে প্রদর্শিত সাবেক কর্পোরাল আমির হোসেন মিয়া, কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম, সার্জেন্ট শামসুদ্দীন, সার্জেন্ট আবদুল হালিম, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল হালিম, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ, সাবেক কর্পোরাল আবদুস সামাদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এস এ সি মাফুজুল বারী, এল, এ সি শামসুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিলের সার্ভিস বুক সনাক্ত করেন। এসব রেকর্ড অফিসে রাখা হয়।

জেরা

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬১ সালের ৫ই ডিসেম্বর কর্পোরাল সামাদকে বিমান বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

প্র–তাঁকে ১৯৬৫ সালে পুনরায় নৌ-বাহিনীতে ডাকা হয়েছিল কি?

উ–সার্ভিস বইতে আমি অনুরূপ কোন এনট্রি দেখতে পাচ্ছি না। তবে ফাইলে আরেক কাগজে দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁকে ডাকা হয়েছিল।

প্র–তিনি কবে যোগদান করেছিলেন?

উ–১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তাকে ডাকা হয়েছিল এবং ২৫শে নবেম্বর তাকে বাদিনে নিযুক্ত করা হয় বলে রেকর্ডে আছে।

প্র–করাচী থেকে বাদিনের দূরত্ব কত?

উ–৫০/৬০ মাইল দূরে। আমি সেখানে যাইনি।

প্র–১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সামাদ ছুটিতে ছিলেন কি?

উ–রেকর্ডে এরূপ কোন উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি না।

প্র– একথা কি সত্য যে, কর্পোরাল র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের সার্জেন্ট মেস হতে বাইরে যেতে ও ফিরে আসতে হলে রেজিস্টারে দস্তখত করতে হয়?

উ–এ কথা সত্য –এছাড়া গার্ডনামা সময়ও উল্লেখ করতে হয়।

প্র–বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের অতিথি আসলে তাঁদের নামও রেজিস্টারে লিখতে হয় কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–বিমান বাহিনীর অন্য কর্মচারী ও সার্জেন্টমেন-এর বেলায়ও তা প্রযোজ্য কি?

উ–জী হ্যাঁ।

জেরার জবাবে সাক্ষী আরো বলেন যে, বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীকে ট্রেনিং কোর্সে যোগদানের জন্যে ঢাকা থেকে কোহাট যেতে হলে মুভমেন্ট অর্ডার নিতে হবে। তাকে টিকেট কিনতে হবে। এবং আগাম ভাতা ও অগ্রিম টিকিটের ব্যবস্থাও পেতে পারেন। মুভমেন্ট অর্ডারে ট্রেনিং-এ যোগদানের তারিখ নির্দিষ্ট থাকে। ফেরার পথে আবার তাঁকে সেখান থেকে মুভমেন্ট অর্ডার নিতে হবে। ফেরার পথে বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারী করাচী সফর করতে হলে কম্যান্ডিং অফিসারের অনুমতি নিতে হবে।

প্র–ছুটিতে গেলে মুভমেন্ট অর্ডার দেয়া হয় কি?

উ–ট্রেনের জন্যে কনসেশন ভাউচার দেয়া হয়।

প্র–১৯৬৫ সালের ৫ই জানুয়ারী থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ ছুটিতে ছিলেন কি?

উ–সার্ভিস বুকে তা দেখতে পাচ্ছি না।

প্র–১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে সার্জেন্ট শামসুদ্দিন ছুটিতে ছিলেন কি?

উ–রেকর্ডে তা নেই। ১৯৬৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর এবং ১৯৬৭ সালের ২রা জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত তিনি ছুটিতে ছিলেন বলে রেকর্ডে উল্লেখ আছে।

প্র–পিএএফ-এর মৌরীপুর স্টেশনে রেকর্ড সেকশন নিষিদ্ধ এলাকা কি?

উ–জী হ্যাঁ।

বিমান বাহিনীর হাসান রাজা

পেশোয়ার পিএএফ হেড কোয়ার্টারের এসিসট্যান্ট এয়ার সেক্রেটারী সৈয়দ হাসান রাজা বলেন যে,এই বইটি (আদালতে প্রদর্শিত) প্রাক্তন ফ্লাইট লেঃ মীর্জা এম রমিজের পারসনাল ফাইল। এটি অফিসিয়াল রেকর্ড এবং ইহা আমাদের অফিসে রাখা হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরার জবাবে তিনি বলেন, বাদিন করাচী হতে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত।

মেজর নেওয়াজ

চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিনিয়র রেকর্ড অফিসার মেজর মোহাম্মদ নওয়াজ ট্রাইব্যুনালে প্রদর্শিত সাবেক সুবেদার তাজুল ইসলাম, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক ও হাবিলদার আজিজুল হকের শিট রেকর্ডস সনাক্ত করেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব নূরুল আলমের জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে মাত্র একটি অফিসার্স মেস আছে এবং এর নাম ইবিআরসি মেস। সাধারণতঃ অবিবাহিত অফিসারগণ এখানে থাকেন এবং কোন সময় বিবাহিত অফিসারও থাকতে পারেন। অবিবাহিত অফিসাররা বিশেষ অনুমতি ছাড়া মেসের বাইরে যেতে পারেন না।

মেজর এম আজম

মেজর এম আজম তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি নওসেরাতে সিনিয়র রেকর্ড অফিসার। তিনি হাবিলদার দলিলউদ্দীনের সার্ভিস রেকর্ড সনাক্ত করেন। অফিসে এই রেকর্ড রাখা হয়।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সার্ভিস রেকর্ডে হাবিলদার দলিলউদ্দীনের ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে কোথায় ছিলেন তার উল্লেখ নেই। এ সম্পর্কিত তথ্য তিনি ট্রাইব্যুনালে পাঠাবেন বলে জানান।

মেজর খোদা বখ্‌শ ভাট্টি

আদালতে সাক্ষ্যে এবোটাবাদ সেনানিবাসের রেকর্ডে অফিসার মেজর খোদা বখশ ভাট্টি এ বি এম ইউসুফের সার্ভিস রেকর্ড সনাক্ত করেন।

এছাড়া মালির ক্যান্টনমেন্টের সিনিয়র রেকর্ড অফিসার মেজর সৈয়দ কারার হোসেন মেজর রহমানের সার্ভিস রেকর্ড সনাক্ত করেন। এই রেকর্ড (আদালতে প্রদর্শিত) অফিসে রাখা হয়।

মেজর আজাইব হোসেন

রাওয়ালপিন্ডি জেনারেল হেড কোয়ার্টারের রেকর্ড অফিসের ইনচার্জ মেজর আজাইব হোসেন আদালতে মেজর শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন খুরশীদউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া, ক্যাপ্টেন খোন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন আবদুল আলিম ভূঁইয়া ও ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানের সার্ভিস বুক সনাক্ত করেন। এসব সার্ভিস বুক অফিসে রাখা হয়।

মেজর শেখ আবদুল মজিদ

নওশেরার আর্মড কোর-এর সিনিয়র রেকর্ড অফিসার মেজর শেখ আবদুল মজিদ আদালতে রিসালদার শামসুল হকের সার্ভিস বুক সনাক্ত করেন।

এখানেই গতকাল আদালতের কার্যকাল মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ

২৯ শে নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

২০৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত

ঢাকা, ২৮শে নভেম্বর (পিপিআই)।– ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে অদ্য সরকার পক্ষের আর ৭ জন নূতন সাক্ষী সাক্ষ্যদান করেন। সরকার পক্ষ হইতে অধিক সাক্ষী হাজির না করার জন্য কোর্টের কার্যকাল নির্ধারিত সময়ের প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পূর্বেই শেষ হয়। যে সকল সরকারী সাক্ষীকে আজ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে হাজির করা হয় তাঁহারা হইলেন ঢাকার জিন্না এভিন্যুস্থ ভাম এণ্ড কোং (কেমিষ্ট)-এর কম্পাউণ্ডার জনাব আমির আলী, মতিঝিলস্থ আর্টস ইন ফটোগ্রাফার শ্রী মুকুল চন্দ্র দত্ত, টি এণ্ড টি কলেজের প্রথম বর্ষের ১৫ বৎসর বয়স্ক ছাত্র বরকাতউল্লাহ, মুন্সীগঞ্জের জনাব আমজাদ আলী, ডাঃ সাঈদুর রহমানের কম্পাউণ্ডার জনাব জামালউদ্দিন, ঢাকার সেক্রেটারীয়েটের অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগের ইউ ডি সি, নিপার ডিরেক্টরের পারসোন্যাল এসিসষ্ট্যান্ট জনাব জহুরুল হক।

সরকারপক্ষের কৌসুলি জনাব টি এইচ, খান সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। অপরপক্ষে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, জনাব জহিরুদ্দীন এবং খান বাহাদুর নাজির উদ্দীন সাক্ষীদের জেরা করেন।

সরকারী সাক্ষী ভাম এণ্ড কোং এর (কেমিষ্ট)-এর কম্পাউণ্ডার জনাব আমির আলী তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তাঁহাদের যে সকল প্রেসক্রিপশনের ঔষধ তৈরী করা হয় উহার কপি রেজিষ্টারে রক্ষা করা হয়। একটি রেজিষ্টার ও কতিপয় প্রেসক্রিপশনের কপি তাঁহার হস্তে প্রদান করা হইলে উহা ভাম এন্ড কোং-এর রেজিষ্টার এবং বিভিন্ন তারিখে শেখ মুজিবর রহমানের নামে লিখিত ৫টি প্রেসক্রিপশনের কপি সনাক্ত করেন।

তিনি বলেন যে, এই সকল প্রেসক্রিপশনের কপি কে,এম,পাল, বিজন চৌধুরী এবং মোশাররফ হোসেনের হাতে করা। তাঁহাদের মধ্যে কে,এম,পাল ও বিজন চৌধুরী ইতিমধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন এবং মোশাররফ এখনও কার্যরত রহিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাহাদের ডিসপেনসারী হইতে শেখ মুজিবর রহমানের নামে লেখা অন্যান্য যে সকল প্রেসক্রিপশনের ঔষধ প্রস্তুত করা হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে তিনি কিছু বলিতে পারেন না। অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, প্রেসক্রিপশনে রোগীর ঠিকানা লেখা ছিল না।

মতিঝিলের আর্টস ইন ফটোগ্রাফীর ফটোগ্রাফার সরকারী সাক্ষী শ্রী মুকুল চন্দ্র দত্ত বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ২৭ শে মার্চ জনাব এম, রহমান একটি চিঠির ফটোষ্টেট কপি করার জন্য তাহাকে অর্ডার প্রদান করেন (ইতিমধ্যে কোর্টে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে)। তিনি বলেন যে, ১৯৬৭ সালে তিনি নেগেটিভ গ্রহণ করেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি জনাব এম, রহমানকে চেনেন না বা এখন দেখিলেও সনাক্ত করিতে পারিবেন না।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, যে ব্যক্তি অর্ডার সরবরাহ করিয়াছিলেন, তিনি অর্ডার বইয়ে তাঁহার স্বাক্ষর বা ঠিকানা রাখেন নাই। কে ডেলিভারী গ্রহণ করিল তাহার স্বাক্ষর বা পরিচয় তিনি লিখিয়া রাখেন নাই।

সরকারী সাক্ষী টি এ্যাণ্ড টি কলেজের প্রথম বর্ষের সাক্ষী বরকাতউল্লাহ কোর্টে তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, পুলিস তাঁহার সম্মুখে আর্টস ইন ফটোগ্রাফী হইতে একটি বই সীজ করে। তথায় একটি 'সীজার লিষ্ট' তৈরী করা হয় এবং তিনি উহাতে স্বাক্ষর দান করেন।

বিবাদীপক্ষের কোন কৌসুলিই তাঁহাকে জেরা করেন নাই।

সরকারপক্ষের সাক্ষী মুন্সীগঞ্জের জনাব আমজাদ আলী তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, পূর্বে তিনি ৪নং গ্রীন রোডে দর্জী কাজ করিতেন। তাঁহার সম্মুখে পুলিস ১৩নং গ্রীন স্কোয়ার হইতে একটি ব্যাঙ্কের কাগজ, একটি এনভেলপ এবং একটি নেগেটিভ ফটো আটক করেন।

ডাঃ সাঈদুর রহমানের কম্পাউণ্ডার জনাব জালালউদ্দীন ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে বলেন যে, তিনি ডাঃ সাঈদুর রহমানের সহিত ৯ বৎসর যাবৎ কাজ করিয়াছেন। সাক্ষীকে কয়েকটি প্রেসক্রিপশন দেখান হইলে (ইতিমধ্যে কোর্টে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে) তিনি ডাঃ সাঈদুর রহমানের হাতের লেখা বলিয়া সনাক্ত করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব সালাম খান একটি চিঠি দেখাইলে (চিঠিখানা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল) উহা ডাঃ সাঈদুর রহমানের হাতের লেখা বলিয়া জানান।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, চিঠিতে উল্লেখিত মেজর হাসানকে তিনি চেনেন না এবং চট্টগ্রামে তিনি তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি ডাঃ সাঈদুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য একবার মাত্র ঢাকায় আসিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, গত পরশু তিনি ডাঃ সাঈদুর রহমানের সহিত তাঁহার চট্টগ্রামের বাসভবনে দেখা করিয়াছেন।

সরকারী সাক্ষী ঢাকা সেক্রেটারীয়েটের অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগের ই,ডি,সি জনাব আলী আহমেদ দেওয়ান ট্রাইব্যুনালে তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ইতিপূর্বে ঢাকার সি,এস,ও অফিসের একজন এল, ডি, সি, ছিলেন। পুলিস তাঁহার সম্মুখে সি,এস,ও অফিস হইতে একটি নোটশীট আটক করে। সেই অফিসে থাকাকালে তিনি আমীর হোসেন মিয়াকে চিনিতেন। তিনি মিঃ মিয়ার হাতের লেখার সহিত পরিচিত বলিয়া জানান। আমীর হোসেন মিয়ার অরিজিন্যাল জয়েনিং রিপোর্ট তাহাকে দেখানো হইলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি স্বাক্ষর সনাক্ত করিতে পারেন কিন্তু পুরো লেখাটি নয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব জহিরুদ্দীন সাক্ষীকে জেরা করেন—

প্রঃ আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?
উঃ আই, এ।
প্রঃ আপনি কবে ঢাকা আসেন?
উঃ ১৯৫৮ সালে।
প্রঃ নূতন অফিসে কখন যোগদান করেন?
উঃ ১৯৫৮।
প্রঃ কাজের জন্য পুলিস কোন সময় সি এস ও অফিসে গিয়াছিল?
উঃ আমার মনে নাই।

প্রঃ আপনার অফিসে গোয়েন্দা পুলিস গিয়াছিল কি?
উঃ দুই-তিনদিন অন্তর তাহারা আমাদের অফিসে যাইত।
প্রঃ কখন?
উঃ আমীর হোসেন মিয়ার গ্রেফতারের পর।
প্রঃ তাহারা কাহার সহিত কথাবার্তা বলিত?
উঃ তাহারা অফিসারদের সহিত কথাবার্তা বলিত।
প্রঃ মামলা শুরু হওয়ার পর কি?
উঃ হ্যাঁ।

জনাব জহিরুদ্দিন একটি চিঠি সাক্ষীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করেন–ইহা কি আমীর হোসেন মিয়ার লেখা? সাক্ষী বলেন যে, হ্যাঁ তাহার লেখা।

এই দিনের সর্বশেষ সাক্ষী ছিলেন জনাব জহুরুল হক, ঢাকাস্থ নিপার ডিরেক্টরের পার্সোন্যাল এসিসষ্ট্যান্ট। তিনি বলেন যে, তিনি আলী রেজাকে চিনিতেন। আলী রেজা ১৯৬২-৬৩ সালে নিপাতে রিসার্চ এসোসিয়েট হিসাবে কাজ করিতেন। তিনি তখন নিপার ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন। তিনি আলী রেজার হাতের লেখা চেনেন না। সাক্ষী জানান যে, পুলিস তাহার সম্মুখে তাহার অফিস হইতে কিছু দলিল আটক করে।

তিনি আলী রেজার স্বাক্ষর চেনেন বলিয়া জানান।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি তাহার সাক্ষাতে মিঃ আলী রেজাকে স্বাক্ষরদান করিতে দেখেন নাই। একটি কাগজ তাহাকে দেখান হইলে (মামলার পূর্বে প্রদর্শিত) তিনি উহা মিঃ রেজার স্বাক্ষর বলিয়া সনাক্ত করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন সাক্ষীকে একটি কাগজ প্রদান করিয়া উহা মিঃ আলী রেজার স্বাক্ষর কিনা, প্রশ্ন করিলে সাক্ষী মিঃ রেজার স্বাক্ষর নয় বলিয়া জানান।

দৈনিক পয়গাম

২৯শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাদীপক্ষের আরো ৭ জন সাক্ষী হাজির

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকাল গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বাদীপক্ষ বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আরও ৭জন নূতন সাক্ষী হাজির করেন। কিন্তু শেষদিকে উপস্থিত করার মত তালিকাভুক্ত সাক্ষীর অভাব দেখা দেওয়ায় গতকল্য নির্ধারিত সময়ের ৫০ মিনিট পূর্বেই অর্থাৎ ১২টা ১০ মিনিটে অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়।

গতকল্য যাহারা ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্যদান করেন তাহারা হইতেছেন ঢাকার ভাম এন্ড কোম্পানীর কম্পাউণ্ডার আমীর আলী, মতিঝিল আর্টস-ইন-ফটোগ্রাফির আলোকচিত্রশিল্পী মুকুল চন্দ্র দত্ত, টি এন্ড টি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র বরকতুল্লাহ, মুন্সীগঞ্জের আমজাদ আলী, রাজসাক্ষী ডঃ সাঈদুর রহমানের কম্পাউণ্ডার জামালউদ্দিন, ইকনমিক এফেয়ার্স ডিভিশনের আপার ডিভিশন ক্লার্ক আলী আহমদ দেওয়ান ও নিপার ডাইরেক্টরের পিএ জহুরুল হক।

অন্যতম সরকারী কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণকার্য পরিচালনা করেন। পক্ষান্তরে বিবাদীপক্ষের জনাব আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, জহিরুদ্দিন ও খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষীদের জেরা করেন।

গতকল্য সকালে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে ভাম এন্ড কোম্পানীর কম্পাউণ্ডার আমীর আলী প্রথমে সাক্ষ্যদান করিতে উঠেন। জবানবন্দীতে তিনি বলেন যে, যে সকল ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ তাহাদের কোম্পানী হইতে প্রস্তুত করা হয় রেজিষ্টারে তাহার অনুলিপি রাখা হয়। এক পর্যায়ে সাক্ষীর নিকট ভাম এন্ড কোম্পানীর একটি রেজিষ্টার ও শেখ মুজিবর রহমানের জন্য প্রদত্ত ৫খানি ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হইলে সাক্ষী তাহা সনাক্ত করে এবং বলেন যে, কে, এম, পাল, বিজন চৌধুরী ও মোশারফ হোসেন রেজিষ্টারে ব্যবস্থাপত্রের অনুলিপি লিখিয়া রাখেন।

বিবাদী কৌসুলী জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাহাদের কোম্পানী হইতে শেখ মুজিবর রহমানের নামে অন্যান্য যেসব ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা সম্পর্কে তিনি কিছু বলিতে পারেন না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ব্যবস্থাপত্রে রোগীর ঠিকানা নাই।

পরবর্তী সাক্ষী মুকুল চন্দ্র দত্ত বলেন যে, তাহার উপস্থিতিতে তাহাদের দোকান হইতে পুলিশ একখানি নেগেটিভ বই আটক করে।

জনাব টি, এইচ, খানের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ২৭শে মার্চ এম, রহমান তাঁহার নিকট একটি চিঠির ফটোষ্ট্যাট কপি করিতে দেন এবং ২৮শে মার্চ তিনি (এম রহমান) উহার নেগেটিভটি লইয়া যান। তিনি আরও বলেন যে, তিনি এম, রহমানকে চিনেন না বা তাঁহাকে এখন সনাক্ত করিতেও পারিবেন না।

বিবাদীপক্ষের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, অর্ডার বুকে তিনি উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর কিংবা ঠিকানা রাখেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, যে ব্যক্তি নেগেটিভ ডেলিভারী নেন, তাঁহার নাম বা তাঁহার স্বাক্ষরও তিনি অর্ডার বুকে রাখেন নাই।

সাক্ষীকে আটককৃত রেজিষ্ট্রার বই দেখান হইলে সাক্ষী বলেন যে, ইহা নেগেটিভ বই নয়। এই পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, এই রেজিষ্ট্রারটি অর্ডারবুক এবং সকল অর্ডার ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

জনাব সালাম খানের অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী মুকুল দত্ত বলেন যে, অর্ডারে একটি চিঠির ফটোষ্ট্যাট কপি বা নেগেটিভের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তিনি বলেন যে, নেগেটিভটিতে এমন কোন চিহ্ন নাই যাহাতে বুঝা যায় যে, উহা তাহার (সাক্ষীর) দোকান হইতেই করা হইয়াছে।

অপর সাক্ষী টি এন্ড টি কলেজের প্রথম বর্ষের ১৫ বৎসর বয়স্ক ছাত্র বরকতউল্লাহ বলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে পুলিশ মতিঝিল আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফী হইতে একখানি বই আটক করে। তিনি বলেন যে, পুলিশ এই সময় একটি সিজারলিষ্ট প্রণয়ন উক্ত এবং তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করেন। বিবাদীপক্ষ বরকতুল্লাহকে জেরা করেন নাই।

পরবর্তী সাক্ষী মুন্সীগঞ্জের আমজাদ আলী ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, পূর্বে তিনি ৪ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে দর্জির কাজ করিতেন। তিনি বলেন যে, পুলিশ তাঁহার উপস্থিতিতে ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ার হইতে একটি ব্যাংকের কাগজ, একটি খাম ও একটি নেগেটিভ ফটো আটক করে।

জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, নেগেটিভ সনাক্ত করার মত কোন চিহ্ন নাই। তবে তিনি বলেন যে, যেহেতু পূর্বে তিনি ইহা দেখিয়াছেন, সেজন্য এখনও সনাক্ত করিতে পারেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, নেগেটিভটি আটককৃত অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত ঘরে একটি টেবিলের উপর ছিল।

পরবর্তী সাক্ষী রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমানের কম্পাউণ্ডার জামালউদ্দিন ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দীদানকালে বলেন যে, তিনি ডঃ সাইদুর রহমানের হস্তাক্ষর চিনেন। তিনি বলেন যে, তিনি ডঃ সাইদুর রহমানের সহিত ৯ বৎসর কাজ করেন। সাক্ষীকে এই পর্যায়ে কয়েকখানি ব্যবস্থাপত্র দেখান হইলে তিনি বলেন যে, ইহা ডঃ সাইদুর রহমানের হাতে লিখা। বিবাদী কৌসুলী জনাব সালাম খান সাক্ষীকে একটি চিঠি দেখাইলে তিনি বলেন যে, ইহা ডঃ সাইদুর রহমানের লেখা।

বিবাদী কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, চিঠিতে উল্লিখিত মেজর হাসানকে তিনি চিনেন না বা তাঁহাকে তিনি দেখেনও নাই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ডঃ সাইদুর রহমানকে দেখার জন্য তিনি একবার মাত্র ঢাকা আসিয়াছিলেন। সাক্ষী আবার বলেন যে, তিনি একবারও ডঃ সাইদুর রহমানকে দেখার জন্য ঢাকা আসেন নাই। কেবল গত পরশু তাঁহার (ডঃ রহমান) চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে তিনি (সাক্ষী) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ডঃ রহমানকে গ্রেফতার করার সময় তিনি তাঁহার (ডঃ রহমানের) বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, গ্রেফতারের দিনই তাঁহাকে (ডঃ রহমানকে) ঢাকা লইয়া আসা হয়।

অপর সাক্ষী আলী আহমদ দেওয়ান বলেন যে, তিনি ঢাকাস্থ সেক্রেটারিয়েটের ইকনমিক এফেয়ার্স ডিভিশনের আপার ডিভিশন ক্লার্ক। তিনি বলেন যে, আগে তিনি ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ছিলেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে পুলিশ সি এস অফিস হইতে একখানি নোটশীট আটক করে। সাক্ষী আরও বলেন যে, সি, এস অফিসে চাকুরী করার সময় হইতেই তিনি আমীর হোসেন মিয়াকে চেনেন। তিনি বলেন যে, তিনি আমীর হোসেন মিয়ার হস্তাক্ষরের সহিত পরিচিত। এক পর্যায়ে আমীর হোসেন মিয়ার মূল যোগদানপত্র তাঁহাকে দেওয়া হইলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ইহার স্বাক্ষর সনাক্ত করিতে পারেন; কিন্তু সম্পূর্ণ লেখা সনাক্ত করিতে পারেন না। জহিরুদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।

গতকল্য যিনি সর্বশেষ সাক্ষীরূপে কাঠগড়ায় উঠেন, তিনি হইতেছেন নিপার ডাইরেক্টরের পি, এ জহিরুল হক। তিনি বলেন যে, তিনি আলী রেজাকে চেনেন। আলী রেজা ১৯৬২-'৬৩ সালে নিপার রিসার্চ এসোসিয়েট হিসাবে কাজ করিতেন। সাক্ষী বলেন যে, তখন তিনি নিপার ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি আলী রেজার হস্তাক্ষরের সহিত পরিচিত নহেন। সাক্ষী আরও বলেন যে, পুলিশ তাঁহাদের অফিস হইতে তাঁহার উপস্থিতিতে কিছু কাগজপত্র আটক করে । সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি আলী রেজার স্বাক্ষর চিনেন।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আলী রেজাকে তাঁহার (সাক্ষীর) উপস্থিতিতে কখনো স্বাক্ষর করিতে দেখেন নাই। সাক্ষীকে এই পর্যায়ে একখানি কাগজ দেখান হইলে সাক্ষী বলেন যে, ইহাতে "M.A. REZA" এই কথা কয়টি লেখা রহিয়াছে দেখিয়া তিনি ইহা সনাক্ত করিতে পারিতেছেন। কেননা, অতীতেও তিনি তাঁহার (রেজার) স্বাক্ষর দেখিয়াছেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ও সাক্ষী রেজা নিপার দুইটি পৃথক বিভাগে কাজ করিতেন।

খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন এক পর্যায়ে একখানি কাগজ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহার স্বাক্ষরটি আলী রেজার কি-না। সাক্ষী ইহাতে না-বোধক জবাব দেন।

অদ্য (শুক্রবার) সকালে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পয়গাম

২৯শে নভেম্বর ১৯৬৮

রাজসাক্ষীদের হাজির করা প্রসঙ্গে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রার্থনা করেন যে, রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া, ডঃ সাঈদুর রহমান ও লেঃ মোজাম্মেল যে এখনও সামরিক হেফাজতে রহিয়াছেন তাহা প্রদর্শনের জন্য তাহাদের আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হউক। পরে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার পূর্বে বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, তিনি যে লিখিত তথ্য লাভ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, লেঃ মোজাম্মেলকে করাচীস্থ নৌ-বাহিনীর সদর দফতরের হেফাজতে বদলী করা হইয়াছে এবং ডঃ সাইদুর রহমান ও মীর্জা মোঃ রমীজকে সামরিক অফিসারগণের প্রহরায় যথাক্রমে তাহাদের অসুস্থ স্ত্রী ও পুত্রকে দেখার জন্য যাইতে দেওয়া হইয়াছে। ২৯শে নভেম্বর চট্টগ্রাম হইতে দ্বিতীয় ফ্লাইটে তাহাদের ঢাকা আনয়ন করা হইবে। আমীর হোসেন মিয়া সম্পর্কে জনাব টি, এইচ, খান বলেন যে, তিনি তাহার সম্পর্কে এখনও কোন সংবাদ পান নাই।

এই প্রসঙ্গে জনাব সালাম খান আরও জানিতে চাহেন যে, অন্য রাজসাক্ষীদেরও কি কোন স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে, না তাহারা এখনও হেফাজতে রহিয়াছেন।

এই সংক্রান্ত তথ্য অদ্য (শুক্রবার) পরিবেশন করা হইবে বলিয়া বাদীপক্ষের কৌসুলী জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

২৯শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বৃহস্পতিবারের শুনানীর বিবরণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বাদীপক্ষের ৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এঁরা সবাই মামলার কাগজপত্র সংক্রান্ত খানাতল্লাশী ও সিজার লিস্টের সাক্ষী।

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন ও জনাব জহিরুদ্দীন

বাদীপক্ষের ৬ জন সাক্ষীকে জেরা করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বয়োকনিষ্ঠ সাক্ষী ও টি এন্ড টি কলেজের প্রথম বর্ষ ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র এ কে এম বরকতউল্লাহকে (১৫) বিবাদীপক্ষ থেকে জেরা করা হয়নি।

গতকাল পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় এগারজন একরারী সাক্ষীসহ মোট ২শ' ৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়। এই মামলায় বাদীপক্ষে মোট ২শ' ৩২ জন সাক্ষী রয়েছে। কিন্তু গতকাল ৭জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর বাদীপক্ষের অন্য কোন সাক্ষী হাজির না থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে আদালতের কাজ আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

আমীর আলী

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্যদানকালে জিন্নাহ এভিন্যুস্থ ভাম ফার্মেসীর কম্পাউন্ডার জনাব আমির আলী ফার্মেসীর একটি রেজিস্টার (আদালতে প্রদর্শিত) থেকে শেখ মুজিবর রহমানের নামে ১৯৬৫ সালের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে 'এনট্রি' করা ৫টি 'প্রেসক্রিপশান' সনাক্ত করেন। ফার্মেসীর বিভিন্ন কর্মচারী রেজিস্ট্রারে এসব 'প্রেসক্রিপশান' এনট্রি করেন। এই 'প্রেসক্রিপশানের' এনট্রিগুলোতে চিকিৎসকের নাম রয়েছে। ফার্মেসীর নিয়মিত ব্যবসায়িক কাজে রেজিস্টারে 'প্রেসক্রিপশান' এনট্রি করা হয় বলে তিনি আদালতকে জানান।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই পাঁচটি 'প্রেসক্রিপশান' ছাড়া রেজিস্টারে শেখ মুজিবর রহমানের নামে অন্য কোন 'প্রেসক্রিপশান' এনট্রি আছে কিনা তিনি জানেন না। এছাড়া এনট্রিতে রোগীর ঠিকানা নেই বলে জেরার জবাবে তিনি আদালতকে জানান।

মুকুল চন্দ্র দত্ত

ময়মনসিংহের মিঃ মুকুল চন্দ্র দত্ত তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি একজন ফটোগ্রাফার ও কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। ১০৩, নম্বর মতিঝিলে তাঁর নিজস্ব দোকান আছে। পুলিশ তাঁর দোকান থেকে ফটোর একটি 'নেগেটিভ' আটক করে। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন। ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম রহমান একটি চিঠির ফটোস্টেট করাতে গেলে তিনি উক্ত 'নেগেটিভটি' করেছিলেন। আদালতে তিনি 'নেগেটিভটি' সনাক্ত করেন।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি দোকানে একটি অর্ডার বুক রাখেন এবং এতে কোন ছবির অর্ডার দেওয়া হলে তা লিখে রাখেন।

প্র–অর্ডার দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সই রাখা হয় কি?

উ-জী না।

প্র–ডেলিভারীর সময় তা লেখা হয় কি?

উ–জী না।

প্র–অর্ডার বুকে 'নেগেটিভ' কথাটা লেখা আছে কি?

উ–জী না।

প্র–অর্ডারে একটি চিঠির 'ফটোস্টেট' করার জন্যে দেওয়া হয়েছে বলে লেখা আছে কি?

উ–জী না।

প্র–এই 'নেগেটিভটিই' (আদালতে প্রদর্শিত) যে আপনি তৈরী করেছিলেন নেগেটিভ-এ তার কোন চিহ্ন বা লেখা আছে কি?

উ–জী না।

এ কে এম বরকত উল্লাহ

জনাব বরকতউল্লাহ তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তাঁর উপস্থিতিতে পুলিশ ফটোগ্রাফিক স্টুডিও থেকে একটি নেগেটিভ আটক করেছিল। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেছিলেন।

আমজাদ আলী

জনাব আমজাদ আলী বলেন যে, তের নম্বর গ্রীন স্কোয়ার থেকে পুলিশ খানা-তল্লাশী করে কিছু কাগজপত্র আটক করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেছিলেন।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি ৪নং গ্রীন রোডে লোকমানের খলিফা দোকানে কাজ করবেন।

প্র–লোকমান কি এই মামলার সাক্ষী?

উ–আমি তা জানি না।

প্র–তাঁর সাথে মামলার ব্যাপারে আপনার কোন আলোচনা হয়েছিল কি?

উ–জী না।

প্র–এই 'নেগেটিভটি' (আদালতে প্রদর্শিত) পুলিশ কোথা থেকে আটক করে?

উ–একটি টেবিলের উপরে নেগেটিভটি ছিল।

প্র–এতে সনাক্ত করার মত কোন চিহ্ন আছে কি?

উ–জী না।

জামালউদ্দিন

একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের কমপাউন্ডার জনাব জামালউদ্দিন বলেন যে, তিনি ডাঃ সাইদুর রহমানের হাতের লেখা চেনেন। এই 'প্রেসক্রিপশান'গুলো (আদালতে প্রদর্শিত) ডাঃ সাইদুর রহমানের হাতে লেখা।

সাক্ষীর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে (আদালতে প্রদর্শিত) জনাব আবদুস সালাম খান জেরা করলে সাক্ষী বলেন যে, এই চিঠিটিও ডাঃ সাইদুর রহমানের

হাতে লেখা। এই চিঠিতে লেখা মেজর হাসানকে তিনি চিনেন না এবং চট্টগ্রামেও তিনি মেজর হাসানকে দেখেননি।

প্র–গত পরশু ডাঃ সাইদুর রহমানের সাথে চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–তাঁকে গ্রেফতার করার সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–তাঁকে গ্রেফতার করার সময় কোন সামরিক অফিসার ছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–তাঁকে কে গ্রেফতার করেছিলেন?

উ–কোতোয়ালী থানার ওসি।

প্র–ডাঃ সাইদুর রহমানের বাসার পার্শ্ববর্তী মাজারে এখন থেকে ৫ মাস আগে গরু কোরবানী করা হয়েছিল কি?

উ–জী হ্যাঁ। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

আলী আহমদ দেওয়ান

সেক্রেটারিয়েটের ইকনমিক ডিভিশনের কেরানী। জনাব আলী আহমদ দেওয়ান বলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে চাকুরী করতেন। তিনি আমির হোসেন মিয়াকে চেনেন এবং তাঁর হস্তলিপির সাথে পরিচিত আছেন। তিনি দুটি কাগজে (আদালতে প্রদর্শিত) আমির হোসেন মিয়ার হস্তলিপি সনাক্ত করেন। এছাড়া অফিস থেকে পুলিশ কতিপয় কাগজপত্র আটক করার সময়ও তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।

জনাব জহিরুদ্দীনের জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, পুলিশ খানাতল্লাশী করার জন্যে ক'টায় এসেছিল তা তাঁর মনে নেই। আমির হোসেন মিয়ার গ্রেফতারের পর স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ প্রায়ই তাঁদের অফিসে আসতেন। এক বছর আগে এই মামলা শুরু হওয়া পর্যন্ত স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ অফিসে আসতো বলে তিনি জানান। এছাড়া তিনি আমির হোসেন মিয়ার হাতের লেখা অপর একটি চিঠিও (আদালতে প্রদর্শিত) সনাক্ত করেন।

জহুরুল হক

'নিপার' ডিরেক্টরের পি এ জনাব জহুরুল হক বলেন যে,জনাব আলী রেজাকে তিনি চেনেন। আলী রেজা নিপাতে চাকুরী করতেন। পুলিশ তাঁর উপস্থিতিতে 'নিপা' অফিস থেকে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেন এবং তিনি সিজার লিস্টে দস্তখত করেন।এছাড়া তিনি জনাব আলী রেজার দস্তখত সনাক্ত করেন। জনাব আলী রেজার হস্তলিপির সাথে তিনি পরিচিত নন বলে আদালতকে জানান।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব আলী রেজাকে তাঁর নাম দস্তখত করতে তিনি কখনও দেখেননি। এম এ রেজা নাম ও অফিসের কাগজপত্র দস্তখত দেখে তিনি আলী রেজার দস্তখত সনাক্ত করছেন।

এই পর্যায়ে খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন এম এ রেজা লিখিত একটি কাগজ সাক্ষীর হাতে দিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, এটা আলী রেজার দস্তখত নয়। বিচারপতি এস এ রহমান তখন উক্ত কাগজটিকে আদালতে প্রদর্শিত দলিলের তালিকাভুক্ত করেন। এখানেই গতকাল মামলার শুনানী শেষ হয়। আজ শুক্রবার পুনরায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২৯শে নভেম্বর ১৯৬৮

৪ জন একরারী সাক্ষীকে আদালতে হাজিরের আবেদন

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা মামলার শুনানীর এক পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান জেরার জবাবে বাদীপক্ষের সাক্ষী ও মামলার একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের কম্পাউন্ডার জনাব জামালউদ্দীন বলেন যে, তিনি গত পরশু ডাঃ সাইদুর রহমানের সাথে তাঁর চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে সাক্ষাৎ করেছেন।

জনাব আবদুস সালাম খান সাথে সাথে এইদিন আদালতের কাজ মুলতবী ঘোষণা করার আগেই মামলার একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান, লেঃ মোজাম্মেল, মীর্জা রমিজ ও আমির হোসেন মিয়াকে আদালতে হাজির করার আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অর্ডিন্যান্সে মামলার বিচার সাপেক্ষে একরারী সাক্ষীদের সামরিক তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খানকে আদালতের গতকালকের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার পূর্বে এই চারজন একরারী সাক্ষীকে আদালত কক্ষে হাজির করতে নির্দেশ দেন।

ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার আগে জনাব টি এইচ খান আদালতকে জানান যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ ডাঃ সাইদুর রহমান ও মীর্জা রমীজকে তাঁদের অসুস্থ স্ত্রী ও পুত্রকে দেখার জন্যে চট্টগ্রাম যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আজ শুক্রবার তাঁরা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এসে পড়বেন। এছাড়া লেঃ মোজাম্মেলকে সামরিক তত্ত্বাবধানে নৌ-বাহিনীর করাচী সদর দফতরে

রাখা হয়েছে। জনাব আমীর হোসেন মিয়ার অবস্থান সম্পর্কে আগামী সোমবার আদালতকে জানান হবে।

এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান মামলার এগারজন একরারী সাক্ষীর অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে জনাব টি এইচ খান আগামী সোমবার এ ব্যাপারে আদালতকে পূর্ণ তথ্য জানাবেন বলে বক্তব্য পেশ করেন।

সংবাদ

৩০শে নভেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

১১ জন রাজসাক্ষীর মধ্যে ৮ জন সামরিক হেফাজতে রহিয়াছে

ঢাকা, ২৯শে নভেম্বর (এপিপি)।– অদ্য ষড়যন্ত্র মামলার সরকারপক্ষের তরফ হইতে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জানান হয় যে, মামলার ১১ জন রাজসাক্ষীর মধ্যে ৮ জন বর্ত্তমানে সামরিক হেফাজতে রহিয়াছে। সংক্ষিপ্ত নোটিশে তাহাদিগকে কোর্টের সম্মুখে হাজির করা যাইবে। সরকারপক্ষ গতকল্য কোর্টে জানান যে, অন্যতম রাজসাক্ষী মোজাম্মেল হোসেনকে ঢাকা হইতে করাচী সামরিক হেফাজতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। অপরপক্ষে ডাঃ সাঈদুর রহমান এবং মীর্জা মোহাম্মদ রমিজকে সামরিক প্রহরাধীনে যথাক্রমে তাহাদের অসুস্থ পত্নী ও পুত্রকে দেখিতে যাওয়ার অনুমতি দান করা হইয়াছে। কোর্ট সামরিক হেফাজতে আটক রাজসাক্ষীদের তথ্য পেশ করার জন্য গতকল্য সরকারপক্ষের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ থাকিতে পারে,যে অর্ডিন্যান্সবলে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে উহাতে এই বিধান রহিয়াছে যে,বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজসাক্ষীদিগকে সামরিক হেফাজতে আটক রাখা হইবে।

অদ্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালে কেবলমাত্র দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্যদান করেন। তাঁহারা হইলেন পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম বিভাগের ডিরেক্টর জনাব সিদ্দিকুর রহমান এবং ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব জি,এম, কাদরী। অদ্যকার কোর্টের কার্যকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁহার জেরা চলিতেছিল।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব জি,এম,কাদরী রাজসাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ ও অন্য আরও কতিপয় রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তি রেকর্ড করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ইহা ছাড়া তিনি কতিপয় আসামীর এবং কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করেন। তিনি জানান যে, তাঁহার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবর রহমান এবং জনাব আহমেদ ফজলুর রহমান সি,এস,পিসহ আসামীদের হাতের লেখার নমুনা গ্রহণ করা হয়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির জেরার জবাবে জনাব জি,এম,কাদরী বলেন যে, ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশক্রমে তিনি রাজসাক্ষী, সাক্ষী ও অন্যান্য আসামীর স্বীকারোক্তি বা অন্যান্য জবানবন্দী রেকর্ড করিয়াছেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিআইপি কোয়ার্টারে এই সকল জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। পুলিস কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে তিনি ক্যান্টনমেন্টে জবানবন্দী রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারে তিনি ডেপুটি কমিশনারের সহিত আলোচনা করেন নাই।

জনাব জি,এম, কাদরী বলেন যে, সকল জবানবন্দীনংরাজীতে লেখা হইয়াছে কোনটাই বাংলায় লেখা হয় নাই। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি বাংলা জানেন; কিন্তু দীর্ঘ জবানবন্দী বাংলায় লেখার মত তাঁহার ক্ষমতা নাই। তিনি বলেন যে, ঢাকাতে এমন সব প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, যাঁহারা বাংলায় জবানবন্দী লিখতে সক্ষম। জি,এম,কাদরী বলেন যে, স্বীকারোক্তি লেখার পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট-পুলিসের লোক নন। সুতরাং তাঁহারা তাঁহার নিকট কোন প্রকার স্বীকারোক্তিসুলভ জবানবন্দী প্রদানে বাধ্য নয়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব জি, এম, কাদরী বলেন যে, সরকারীপক্ষের সাক্ষী আনওয়ার হোসেনের রেকর্ডকৃত জবানবন্দীতে এই মর্মে রেকর্ড করা হইয়াছে তিনি (আনওয়ার হোসেন) নিজের ইচ্ছায় বাড়ী যাইতেছেন। তখন বিবাদীপক্ষের কৌসুলি প্রশ্ন করেন–আপনি কি একথা শুনিলে কি অবাক হইবেন যে, আনওয়ার হোসেন বাড়ী যান নাই, তাহাকে ক্যান্টনমেন্টে আটক রাখা হইয়াছে। সাক্ষী বলেন যে, হ্যাঁ একথা শুনিলে তিনি অবাক হইবেন বটে।

সরকারী সাক্ষী পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম দফতরের ডিরেক্টর জনাব সিদ্দিকুর রহমান বলেন যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে তিনি ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি অভিযুক্ত কে,এম,এস রহমান সি এস পি-কে চেনেন। তবে তিনি কখনও তাঁহার অধীনে বা তাঁহার সহিত চাকুরী করেন নাই। তিনি বলেন যে, তাঁহার যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৭ সালের মার্চ বা এপ্রিল মাসে (যখন তিনি ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন) জনৈক ব্যক্তি একটি চিঠি লইয়া আসিয়াছিলেন এবং উহা জনাব শামসুর রহমান লেখা বলিয়া দাবী জানাইয়াছিলেন।

কোন লোকটি চিঠিখানা লইয়া আসিয়াছিলেন উহা তাঁহার স্মরণ নাই। চিঠিখানা তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি উহা কি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণ নাই বলিয়া জানান। যতদূর মনে পড়ে উক্ত পত্রে পত্রবাহককে সাহায্যের অনুরোধ জানান হইয়াছিল। পত্রবাহক একাই তাঁহার

নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, পত্রবাহক তাঁহার নিকট ব্যক্তিগত সমস্যার উল্লেখ করিয়াছিলেন তাঁহার ছুটির ব্যাপারে কিছু একটা। সাক্ষী বলেন যে, যতদূর তাঁহার মনে পড়ে পত্রবাহক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি দেশরক্ষা সার্ভিসে কাজ করিতেন। জনাব সিদ্দিকুর রহমান বলেন যে, পুলিস তাঁহাকে পত্রটি সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

একটি চিঠির ফটোস্টেট কপি সাক্ষীর হাতে দেওয়া হইলে জনাব সিদ্দিকুর রহমান বলেন যে, ইহাতে লেখাটির সহিত জনাব শামসুর রহমানের লেখার সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। তিনি জনাব শামসুর রহমানের স্বাক্ষরের সহিত পরিচিত নহেন। তিনি অবশ্য বলেন যে, ফটোস্টেটটির বিষয়বস্তু ও সংশ্লিষ্ট পত্রটির বিষয়বস্তু একই বলিয়া তাঁহার মনে হয়। অতঃপর কোর্টের কার্যকাল শেষ হয়। আগামী সোমবার সকালে ট্রাইব্যুনাল পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পয়গাম

৩০শে নভেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, এই মামলার ১১জন রাজসাক্ষীর মধ্যে ৮ জন বর্তমানে ঢাকায় সামরিক হেফাজতে রহিয়াছেন এবং যে-কোন সময়ে তাহাদের আদালতে হাজির করা যাইতে পারে।

গত বৃহস্পতিবার বিবাদী কৌসুলী জনাব সালাম খানের এক আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব টি, এইচ, খান ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, অন্যতম রাজসাক্ষী লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে করাচীস্থ নৌ-বাহিনীর হেফাজতে বদলী করা হইয়াছে। এছাড়া ডঃ সাঈদুর রহমান ও মীর্জা রমীজকে সামরিক প্রহরায় যথাক্রমে তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকে দেখিতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ট্রাইব্যুনাল বাদীপক্ষকে সামরিক হেফাজতে আটক রাজসাক্ষীদেরকে কোথায় আছেন তাহা জানাইবার নির্দেশ দেন। উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সে এই মর্মে বিধান রহিয়াছে যে, মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসামী ও রাজসাক্ষী সকলকেই সামরিক তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে।

গত বৃহস্পতিবার একজন সাক্ষী সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, তিনি ডঃ সাঈদুর রহমানের সহিত চট্টগ্রাম দেখা করিয়াছেন।

ইহার ভিত্তিতে জনাব সালাম খান কয়েকজন রাজসাক্ষীকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দানের প্রার্থনা জানান এবং বলেন যে, তাহারা

হেফাজতে আছেন কিনা, তাহা প্রদর্শনের জন্য তাহাদের (রাজসাক্ষীদের) আদালতে হাজির করা উচিত। অতঃপর অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে জনাব টি, এইচ, খান এ সম্পর্কিত কিছু তথ্য পরিবেশন করেন।

গতকল্য অধিবেশ শুরু হইলে বাদীপক্ষ সিভিল সার্ভিসের দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সাক্ষী হিসাবে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করেন। এই দুইজন অফিসার হইতেছেনঃ পূর্ব পাকিস্তান সরকারে শ্রম ডিরেক্টর ও সাবেক ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার জনাব সিদ্দিকুর রহমান সি এস পি ও ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব জি, এম, কাদরী। জনাব জি, এম, কাদরীর জেরা চলার মধ্যেই গতকল্যকার মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষিত হয়। জনাব জি, এম, কাদরী প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে মীর্জা মোহাম্মদ রমীজ ও আরও অর্ধডজন রাজসাক্ষীর বিবৃতি রেকর্ড করেন। তিনি বলেন যে, তিনি কয়েকজন আসামী ও সাক্ষীরও বিবৃতি রেকর্ড করেন। এছাড়া, তিনি বলেন যে, তাহার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও আহমদ ফজলুর রহমান সি, এস, পি'র নমুনা হস্তাক্ষর গ্রহণ করা হয়।

বিবাদী কৌসুলীর জেরার জবাবে জনাব কাদরী বলেন যে, ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে তিনি আসামী, রাজসাক্ষী ও সাক্ষীদের স্বীকারোক্তি ও অন্যান্য বিবৃতি রেকর্ড করেন। তিনি বলেন যে, তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভি আই পি কোর্য়ার্সে বসিয়া এইসব বিবৃতি রেকর্ড করেন। তিনি বলেন যে, পুলিশ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি ক্যান্টনমেন্টে বসিয়া বিবৃতি রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বলেন যে, এই ব্যাপারে তিনি ডেপুটি কমিশনারের সহিত আলোচনা করেন নাই।

জনাব কাদরী বলেন যে, সকলেইনংরাজীতে বিবৃতি দেন, কেহই বাংলায় বিবৃতি দেন নাই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি বাংলা জানেন, তবে বাংলায় তিনি দীর্ঘ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, ঢাকায় এমন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট রহিয়াছেন, যাঁহারা বাংলায় বিবৃতি লিখিতে পারেন। জনাব কাদরী বলেন যে, স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি রেকর্ড করার পূর্বে তিনি বিবৃতিদানকারীদের স্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন যে, তিনি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের পক্ষ হইতে তিনি আসেন নাই এবং বিবৃতিদান করার ব্যাপারে তাহাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

বিবাদী কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, আনোয়ার হোসেনের রেকর্ডকৃত বিবৃতিতে একথাও রেকর্ড করা হইয়াছে যে, সাক্ষী নিজ দায়িত্বে বাড়ী যাইতেছেন। আনোয়ার হোসেন বাড়ী যান নাই এবং তাহাকে ক্যান্টনমেন্টে আটক রাখা হইয়াছিল— এই কথা বলিলে সাক্ষী বিস্মিত হইবেন কি-না জিজ্ঞাসা করা হইলে, জনাব কাদরী হ্যাঁ বোধক জবাব দেন।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শ্রম ডিরেক্টর জনাব সিদ্দিকুর রহমান বলেন যে, ১৯৬৬-'৬৭ সালে তিনি ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি খান মোঃ শামসুর রহমানকে চিনেন কিন্তু কখনো তাঁহার সহিত কিংবা তাঁহার অধীনে চাকুরী করেন নাই। তিনি বলেন যে, যতদূর মনে পড়ে ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার থাকাকালে ১৯৬৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে এক ব্যক্তি একখানি চিঠি নিয়া তাহার নিকট আসেন। উক্ত ব্যক্তি দাবী করেন যে, চিঠিখানি খান শামসুর রহমানের লেখা। তিনি বলেন যে, পত্রবাহককে তিনি স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি বলেন যে, চিঠিখানি তাঁহার নিকট দেওয়া হয়, তবে ইহার প্রেক্ষিতে তিনি (সাক্ষী) কি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণ নাই।

তিনি বলেন যে, যতদূর মনে পড়ে চিঠিতে পত্রবাহককে সাহায্য করার অনুরোধ জানান হয়। তিনি বলেন যে, পত্রবাহক একাই তাহার নিকট গিয়াছিলেন। জনাব রহমান বলেন যে, পত্রবাহক তাঁহার কতিপয় পারিবারিক সমস্যা ও ছুটি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, যতদূর তাঁহার মনে পড়ে, উক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি সশস্ত্র বাহিনীর লোক।

জনাব সিদ্দিকুর রহমান বলেন যে, পুলিশ তাঁহাকে উক্ত পত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তিনি পত্রখানি বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হয় নাই।

এক পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে একটি ফটোস্টেট কপি দেওয়া হইলে সাক্ষী বলেন যে, একথা বলা খুব শক্ত যে, ইহাতে খান শামসুর রহমানের লিখিত চিঠির অনুলিপি রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, খান শামসুর রহমানের স্বাক্ষরের সহিত পরিচিত নহেন। অবশ্য সাক্ষী বলেন যে, ফটোস্টেট কপির লেখায় মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট পত্রে যাহা লিখিত ছিল ইহাতেও তাহা রহিয়াছে।
আগামী সোমবার ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইবে।

আজাদ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৮

তাজুল ইসলাম ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবের আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ প্রত্যাহার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কার্য্যরত পুলিশ অফিসারকে চপেটাঘাত এবং গালাগাল করার জন্য গতকাল সোমবার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত সাবেক সুবেদার তাজুল ইসলাম ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিচারপতি জনাব এস,এ, রহমান বলেন যে,গত শুক্রবার একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে। অধিবেশন শেষে ষ্টুয়ার্ড মুজিব ডিউটিরত সুবেদারকে গালাগাল করিয়াছেন এবং তাজুল ইসলাম সুবেদারকে চপেটাঘাত করেন।

এই পর্য্যায়ে শেখ মুজিবর রহমান ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, কার্য্যরত পুলিশ অফিসার ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে গালাগালি করেন এবং "শুয়ার কা বাচ্চা বলেন।" ইহা লইয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। আমি তাহাদের শান্ত করি এবং গণ্ডগোল মিটাইয়া দেই।

বিচারপতি রহমান বলেন যে,তাজুল ইসলাম ও ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। এই উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করা হইবে না। বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান এই পর্য্যায়ে বলেন যে, পুলিশ অফিসারকেও সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ তাহারা অভিযুক্তদের গালাগাল করিতে পারে না।

দৈনিক পয়গাম

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দুইদিন বিরতির পর গতকল্য (সোমবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হইলে সরকারপক্ষের কৌসুলী ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, এই মোকদ্দমার ১১জন রাজসাক্ষীই বর্তমানে সামরিক হেফাজতে রহিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, আইনানুযায়ী মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি ও রাজসাক্ষীকে সামরিক হেফাজতে থাকিতে হইবে।

বাদীপক্ষের কৌসুলী বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে আরও জানান যে, রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেনকে করাচী হইতে ঢাকায় আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকাশ, ইতিপূর্বে তাহাকে করাচীতে বদলি করা হইয়াছিল। রাজসাক্ষী ডাক্তার সাইদুর রহমান ও মীর্জা মোহাম্মদ রমিজও ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইতিপূর্বে যথাক্রমে পীড়িত স্ত্রী ও পুত্রকে দেখার জন্য তাহারা অনুমতিক্রমে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিল। সামরিক হেফাজতে অবস্থানকারী রাজসাক্ষিগণ কোথায় আছে তাহা জানাইবার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গত ২৮শে নবেম্বর বাদীপক্ষকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর আবেদনক্রমে ট্রাইব্যুনাল উক্ত নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। গতকল্য (সোমবার) বিবাদীপক্ষের কৌসুলী ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব জি, এম, কাদরীকে জেরা করেন।

জনাব জি, এম, কাদরী অভিযুক্তদের বিবৃতি ও অন্যান্য স্বীকারোক্তি রেকর্ড করিয়াছিলেন। গত শুক্রবার জনাব জি, এম, কাদরীর জেরা শুরু হয়। বিশেষ আদালত নির্দেশদান করেন যে, অভিযুক্ত প্রাক্তন সুবেদার তাজুল ইসলাম ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে কোর্টে আর তাহাদের আত্মীয়স্বজনদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয়া হইবে না। গত শুক্রবার প্রাক্তন সুবেদার তাজুল ইসলাম ডিউটিরত কনষ্টেবলকে চপেটাঘাত করায় ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান কনষ্টেবলকে গালিগালাজ করায় কোর্ট উক্ত নির্দেশ প্রদান করেন।

বিশেষ আদালতের চেয়ারম্যান বলেন যে, তিনি কোন রকম উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাশত করিবেন না। বাদীপক্ষের কৌসুলী ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, অপর একটি মামলার ব্যাপারে কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে অভিযুক্ত আহমদ ফজলুর রহমান সি, এস, পি'র উপস্থিতির প্রয়োজন।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন যে, সরকারীভাবে আবেদন করা হইলে কোর্ট এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরার জবাবে জনাব জি, এম, কাদরী বলেন যে, গত মে মাসে সরকারী কাজে তিনি লাহোর গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় "আল-ফালাহ্" সংস্থার সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, উক্ত সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য ডেপুটি কমিশনার তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। জনাব জি, এম, কাদরী লাহোরে তদন্তকারীদের সম্মেলনে যোগদান করেন নাই বলিয়া জানান। তিনি বলেন যে, তিনি (জি, এম, কাদরী) লাহোরে কেবলমাত্র ষড়যন্ত্র মামলায় বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদেরের সহিত তাহার বাসভবনে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ঢাকা হইতে লাহোর গমনকালে মেজর হাসানও একই বিমানে লাহোর গমন করিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, তিনি যখন জনাব মঞ্জুর কাদেরের বাসভবনে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তথায় মেজর হাসানসহ আরও কয়েক ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, মেজর হাসান তাঁহাকে (সাক্ষীকে) জনাব মঞ্জুর কাদেরের বাসভবনে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা ঠিক নহে। তিনি অস্বীকার করেন যে, মামলা সম্পর্কে আলোচনা ও ঢাকায় রেকর্ডকৃত বিবৃতি দেখাইবার জন্য তাঁহাকে (সাক্ষীকে) লাহোর পাঠান হইয়াছিল। জনাব জি, এম, কাদরী বলেন যে, অভিযুক্ত রাজসাক্ষী ও সরকারী সাক্ষীদের বিবৃতি রেকর্ড করার জন্য নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি জানিয়াছিলেন যে, উক্ত ব্যক্তিগণ এই ষড়যন্ত্র মামলার সহিত জড়িত। কিন্তু তিনি বলেন যে, তাহারা সকলেই বাঙ্গালী কি-না, তাহা (সাক্ষী) জানিতেন না।

বিবাদীপক্ষের প্রশ্নের জবাবে জনাব জি, এম, কাদরী বলেন যে, ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর সকল রাজনৈতিক দল

নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল কি-না তাহা তিনি (সাক্ষী) জানেন না। অদ্য (মঙ্গলবার) পুনরায় শুনানী অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৮

স্টুয়ার্ড মুজিব ও তাজুলের সাক্ষাৎকার বাতিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান ও সুবেদার তাজুল ইসলামের সাথে আদালতের অধিবেশন শেষে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান বাতিল করে এক রায় প্রদান করেন।

গত শুক্রবার ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শেষে অভিযুক্তদের সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান ট্রাইব্যুনাল কক্ষের একজন সুবেদার গার্ডকে গালাগাল করেন এবং অভিযুক্ত তাজুল ইসলাম উক্ত সুবেদারকে চপটাঘাতের অভিযোগ করে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সাথে আত্মীয়দের ট্রাইব্যুনাল কক্ষে সাক্ষাৎকার বাতিল করে দেয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতি সোমবার ও শুক্রবার ট্রাইব্যুনালের শুনানীর শেষে অভিযুক্তদের আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিয়েছেন।

এছাড়া গতকাল বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, এগারজন একরারী সাক্ষীই বর্তমানে সেনাবাহিনীর হেফাজতে আছে। লেঃ মোজাম্মেলকে নৌবাহিনীর সদর দফতর করাচী থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আনা হয়েছে বলে তিনি জানান।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একরারী সাক্ষীদেরকে সামরিক হেফাজতে রাখার জন্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অর্ডিন্যান্সের উল্লেখ আছে।

দৈনিক পাকিস্তান

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

দু'দিন সাপ্তাহিক বিরতির পর গতকাল সোমবার পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলে বাদীপক্ষের সাক্ষী ঢাকা জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব জি এম কাদরীর অসমাপ্ত জেরা শেষ হয়।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান গত শুক্রবার সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন। গতকাল জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা শেষ হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব আবদুল্লাহ, জনাব জুলমত আলী ও জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

আবদুস সালাম খান

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ১৩ই মে তিনি অফিসের কাজে লাহোর গিয়েছিলেন। প্রাদেশিক হোম সেক্রেটারী তাঁকে লাহোর যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অফিসের রেকর্ডে তা উল্লেখ আছে।

প্র-লাহোরে বাদীপক্ষের অফিসারদের বৈঠকে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-তখন মেজর হাসান লাহোরে ছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ। আমি জনাব মঞ্জুর কাদিরের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় মেজর হাসান সেখানে ছিলেন।

প্র-মেজর হাসান আপনাকে জনাব মঞ্জুর কাদিরের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন কি?

উ-জী না। পিআইএ'র যে বিমানে আমি লাহোর গিয়েছিলাম মেজর হাসান সেই একই বিমানের যাত্রী ছিলেন।

প্র-সেই একই বিমানে স্পেশাল ব্রাঞ্চের কোন অফিসার ছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-ডিএসপি ইসা সেই একই বিমানের যাত্রী ছিলেন কি?

উ-জী না। আমি তাঁকে বিমানে দেখিনি।

প্র- ইংরেজী ভাষায় জবানবন্দী করতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অথবা সাক্ষীদের কারও অসুবিধা হয়েছিল অথবা তাঁদের কেউ আপত্তি করেছিলেন কি?

উ-জী না।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূঁইয়ার জবানবন্দীর কপি (আদালতে প্রদর্শিত) দিয়ে জেরা করলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জবানবন্দীতে ইংরেজী 'প্রিমড' PRIMED শব্দটি দেখতে পাচ্ছেন; কিন্তু এই শব্দটির অর্থ তিনি জানেন না। প্রিমড শব্দটির বদলে 'পারমিয়েটেড' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। এই শব্দটি ক্যাপ্টেন আলীমের না তাঁর নিজস্ব সাক্ষী তা বলতে পারছে না। ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়ার জবানবন্দীতেও প্রিমড শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষী বলেন যে, এই দুজন অভিযুক্ত ব্যক্তির

জবানবন্দীতে এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি এই শব্দটির অর্থ জানেন না এবং তাঁদের নিকট এই শব্দটির অর্থ জিজ্ঞেসও করেননি।

প্র–একথা কি সত্য যে, জবানবন্দী পাঠ করে শোনানো হয়েছে এবং আপনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–জবানবন্দী করার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা কি থেমেছিলেন?

উ-জী হ্যাঁ। কেউ কেউ থেমেছিলেন।

প্র–তখন আপনি তাঁদেরকে কোন প্রশ্ন করেছিলেন কি?

উ–জী না।

প্র–তাঁরা ইংরেজীতে জবানবন্দী দিতে রাজী কি না তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?

উ–জিজ্ঞেস করেছি এবং তারা তাতে রাজী হয়েছেন।

প্র–আপনি কি তাদের একথা বলেছিলেন যে, ইংরেজীতে জবানবন্দী বা বলতে আপনার অসুবিধা হয়?

উ–জী না।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি বলতে জানেন না বলে তার লিপিবদ্ধ জবানবন্দী থেকে আপনাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন?

উ–একথা সত্য নয়।

প্র–জনাব মহসীনের জবানবন্দীর শেষে আপনি লিখেছিলেন যে, তিনি চলে গেলেন একথা দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?

উ–পুলিশ বা অন্য কেউ তাঁকে পাহারা দিয়ে না নেওয়ায় আমি তা লিখেছি।

প্র–জনাব মহসীনকে আপনার নিকট কে হাজির করেছিলেন?

উ–রেকর্ডে তা উল্লেখ নেই।

এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের সাক্ষী জনাব মহসীনের জবানবন্দীর রেকর্ড সাক্ষীর হাতে দিয়ে জনাব আবদুস সালাম খান প্রশ্ন করলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জনাব মহসীনের জবানবন্দীর প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁকে প্রথম অভিযুক্ত লিখেছেন। জনাব মহসীনকে জিজ্ঞাসা করার পরে যখন তিনি জানাতে পারলেন যে, জনাব মহসীন সাক্ষী তখন তাঁকে সাক্ষী বলে লিখেছেন।

প্র-জবানবন্দীতে একথা রেকর্ড করেছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-জনাব মহসীনকে কখন গ্রেফতার করা হয়?

উ-১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসের ২৭ তারিখ বিকেল আড়াইটায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে রেকর্ডে উল্লেখ আছে।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব মহসীন মিলিটারী মেস থেকে জবানবন্দী করতে এসেছিলেন। তিনি কোন পুলিশ বা মিলিটারীর পাহারায়

ছিলেন না বলে সাক্ষী মনে করেছিলেন যে, জনাব মহসীনকে গ্রেফতার করা হয়নি। অতঃপর সাক্ষী একথার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, জনাব মহসীন যখন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনি গ্রেফতার অবস্থায় ছিলেন।

প্র-জনাব লুৎফুল হুদার জবানবন্দীর প্রশ্ন ও উত্তরের পৃষ্ঠায় আপনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁকে কখন গ্রেফতার করা হয় ইত্যাদি লিখেছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীদের জবানবন্দীতে আপনি একথা লিখেছিলেন কি যে–তাঁরা মুক্ত নাগরিক হিসাবে এসেছিলেন এবং মুক্ত নাগরিক হিসাবে গিয়েছিলেন?

উ-প্রায় ক্ষেত্রেই তা লিখেছি।

প্র-তদন্তকারী অফিসারদের কথামত আপনি তা লিখেছিলেন কি?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-একথা কি সত্য যে, এই মামলার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্যে আপনি লাহোর গিয়েছিলেন।

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-একথা কি সত্য যে, এইসব জবানবন্দী লাহোরে রেকর্ড করা হয়েছিল?

উ-এসব জবানবন্দী ঢাকাতে রেকর্ড করা হয়, লাহোরে নহে।

প্র-জনাব কামালউদ্দিনের জবানবন্দীতে আপনি একথা রেকর্ড করেছিলেন কি যে, 'তিনি নিজে চলে গেলেন'।

উ-জী না।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে একরারী সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলের জবানবন্দীর রেকর্ড (আদালতে প্রদর্শিত) দিয়ে প্রশ্ন করলে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ মোজাম্মেলের জবানবন্দীতে তিনি রেকর্ড করেছেন যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

অতঃপর ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিয়ে জনাব আবদুস সালাম খান অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ করলে তিনি উঠে দাঁড়ান। তারপর তিনি সাক্ষীকে প্রশ্ন করেনঃ

প্র-আপনি লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম চেনেন কি?

উ-জী না।

প্র-আপনি তাঁর নমুনা হস্তলিপি নিয়েছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-তাঁর সাথে একবার করাচীতে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

উ-তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে মনে হয় না।

প্র-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিআইপি রুমে আপনি লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নমুনা হস্তলিপি নিয়েছিলেন কি?

উ-আমার তা স্মরণ নেই।

এই পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জনাব এস, এ রহমান বাদীপক্ষের কৌসুলীকে এই ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির নমুনা হস্তলিপি নিয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলে বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব আবদুল আলীম জানান যে, জনাব কাদরী কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির নমুনা হস্তলিপি দেননি।

তখন সাক্ষীর হাতে একটি দলিল দিয়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান প্রশ্ন করলে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের নমুনা হস্তলিপির নীচে তাঁর দস্তখত ও এনডোরসমেন্ট রয়েছে। এই নমুনা হস্তলিপি তিনি লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের রুমে নিয়েছিলেন। ভিআইপি রুমে নহে। লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নমুনা হস্তলিপি তিনি একবার না দু'বার নিয়েছিলেন তা তাঁর মনে নেই।

প্র-স্বেচ্ছায় কেউ জবানবন্দী রেকর্ড করতে চাইলে ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট নেয়ার প্রয়োজন আছে কি?

উ-জী না। তবে কোন কোন সাক্ষীর বেলায় আমি সার্টিফিকেট দিয়েছি।

প্র-জনাব কে, জি আহমদ ও জনাব লুৎফুল হুদার জবানবন্দীর সময় আপনি 'স্বেচ্ছাকৃত জবানবন্দীর' সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ, দিয়েছি।

প্র-জনাব লুৎফুল হুদার মত একজন ব্যবসায়ীর জবানবন্দী আপনার অফিসে বসে রেকর্ড করা হলে কি আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা ছিল?

উ-আমি তাই মনে করেছি।

প্র-জনাব আশরাফ আলী খানের জবানবন্দীতে আপনি একথা রেকর্ড করেছিলেন কি যে তিনি 'স্বেচ্ছায় চলে গেলেন'।

উ-জী না।

প্র-একথা শুনতে আপনার নিকট বিস্ময়বোধ হবে কি যে, জনাব আশরাফ আলী খান এখনও আটক আছেন?

উ-এটা বিস্ময়ের কথা।

প্র-একজন মুক্ত নাগরিককে বাড়ী যাবেন না কোথায় যাবেন একথা জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন আছে কি?

উ-একথা জিজ্ঞেস করার কোন দরকার নেই।

প্র-জনাব আশরাফ আলী খানকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার আপনার নিকট হাজির করা হয়েছিল বেল রেকর্ডে লিখেছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-এই মামলার সাক্ষী হিসাবে না অভিযুক্ত হিসাবে আশরাফ আলী খানের জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন?
উ-সাক্ষী হিসাবে।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, মীর্জা রমীজের জবানবন্দীর ১৫ পৃষ্ঠায় একটি সংশোধন আছে এবং এতে দস্তখত ও তারিখ লেখা আছে। এই সংশোধনীতে ১৩ই জুলাইর জায়গায় ১২/১৩ই জুলাই সংশোধন করা হয়। এটা একটি সামান্য সংশোধনী এবং এ জন্যে তিনি আগের লেখার উপরে পুনরায় লিখে সংশোধন করেছেন।
প্র-আপনি কি সংশ্লিষ্ট জায়গায় একাধিকবার সংশোধন করেছেন?
উ-জী হ্যাঁ।
সাক্ষী পরে বলেন যে, তিনি একবার সংশোধন করেছেন।
প্র-সংশোধন করার আগে সেখানে জুন মাস ছিল না জুলাই মাস ছিল?
উ-তা বলতে পারছি না।
সাক্ষী পরে বলেন যে, সম্ভবতঃ জুন মাসের উপর তিনি জুলাই মাস লিখেছেন।
এখানেই জনাব আবদুস সালাম খানের দু'দিনব্যাপী জেরা সমাপ্ত হয়। অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁকে জবানবন্দী রেকর্ড করার দায়িত্ব দেয়ার সময় তিনি জানতেন না যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীরা সবাই বাঙ্গালী।

খান বাহাদুর ইসমাইল

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, প্রশ্নের উত্তর ও সতর্কবাণী করা বাদ দেননি। রেকর্ড করার সময় তিনি অর্ডার শিট রাখেননি।
প্র-অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই ইংরেজী জানেন জবানবন্দী রেকর্ড করার আগে আপনি তা জানতেন কি?
উ-জী না।
প্র-এই মামলার ব্যাপারে আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট কিছু জেনে নিয়েছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-জনাব লুৎফুল হুদাকে অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল কি?
উ-জী না।

আবদুল্লাহ

অতঃপর বিবাদপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুল্লাহ সাক্ষীকে জেরা করেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার হিসাবে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তাকে এই মামলার স্বীকারোক্তির জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্য মনোনীত করা হয়।
প্র-আপনি এই মামলা সম্পর্কিত ১৯৬৮ সালের পহেলা জানুয়ারী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেসনোট সংবাদপত্রে দেখেছেন কি?
উ-দেখেছি তবে তারিখ মনে নেই।
প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় নৌ, বিমান ও সেনাবাহিনীর কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে আপনার জানা ছিল কি?
উ-জী না।
প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে আপনি কর্নেল শের আলী বাজকে খবর দিয়েছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি তাঁকে চেনেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-ক্যাপ্টেন শওকত আলী খানকে আপনি কখন প্রথম দেখেছিলেন?
উ-জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্যে আনা হলে তাঁকে আমি প্রথম দেখি।
প্র-একথা কি সত্য যে, ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়ার রুমে মেজর হাসানের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি আপনাকে ক্যাপ্টেন শওকতের সাথে পরিচয় করিয়েছিলেন। আপনি মেজর হাসান ও ক্যাপ্টেন শওকত সেখান থেকে ভিআইপি রুমে গিয়েছিলেন?
উ-আমার তা মনে নেই।
প্র-একথা কি সত্য যে, ক্যাপ্টেন শওকতকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হবে না সাক্ষী করা কবে এ ব্যাপারে মেজর হাসান আপনার সাথে ভিআইপি রুমে আলোচনা করেছিলেন?
উ-আমার মনে নেই।
প্র-আপনি ক্যাপ্টেন শওকতকে জুডিশিয়াল 'লকআপ'-এ পাঠাবেন বলে বলেছিলেন কি?
উ- আমার তা স্মরণ নেই।
প্র-আপনি কি ক্যাপ্টেন শওকতকে বলেছিলেন যে, আপনি পরবর্তী কোন এক সময়ে ক্যাপ্টেন শওকতের নিকট যাবেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-ক্যাপ্টেন শওকতের জবানবন্দী রেকর্ড করতে কত সময় লেগেছিল?
উ-দেড় ঘণ্টা।

প্র-তা রেকর্ডে লিখেছিলেন কি?
উ-জী না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, কর্নেল শের আলী বাজ তাঁকে ১০/১২টি জায়গা দেখান। তার মধ্যে তিনি জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্যে ভিআইপি রুমকে নির্বাচন করেন। এই মামলাটি রাজনৈতিক ধরনের বলে জনসাধারণের মনে ঔৎসুক্যের উদ্রেক হতে পারে মনে করে তিনি ক্যান্টনমেন্টের ভিআইপি রুমকে জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্যে মনোনীত করেছিলেন।
প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার আগে ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়াকে চিন্তা করার জন্যে যে সময় দিয়েছিলেন তখন তিনি কোথায় ছিলেন?
উ-ভিআইপি রুমে।
প্র-একথা কি সত্য যে, তাঁর জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় মেজর হাসান সেখানে গিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-ক্যাপ্টেন শওকত আলীর সাথে কোন দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল কি না—তা আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা রেকর্ড করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি তাঁকে জুডিশিয়াল 'লকআপ'-এ পাঠাননি কেন?
উ-তিনি সেনাবাহিনীর হেফাজতে ছিলেন বলে।

জুলমত আলী

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জুলমত আলী সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-মানিক চৌধুরীকে কে আপনার নিকট হাজির করেছিলেন?
উ-স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার।
প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্য হাইকোর্ট ফরম ব্যবহার করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-মানিক চৌধুরী সেনাবাহিনীর লোক না বেসামরিক লোক তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-আমি তা প্রয়োজন মনে করিনি।
প্র-তাঁকে কেন সেনাবাহিনীর হেফাজতে রাখা হয়েছিল তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-জী না।

প্র-যেসব অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন, তাদের সনাক্ত করতে পারবেন কি?
উ-জী না।
প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার পর মানিক চৌধুরীকে কোথায় পাঠিয়েছিলেন?
উ-সামরিক হেফাজতে।
সাক্ষী বলেন যে, মানিক চৌধুরীকে সামরিক হেফাজত থেকে তাঁর নিকট হাজির করা হয়েছিল বলে তিনি তাকে পুনরায় সামরিক হেফাজতে পাঠিয়েছিলেন।
প্র-আপনি কি জানেন যে, ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক শাসন জারীর পর দেশের সকল রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-মানিক চৌধুরীকে 'জুডিশিয়াল লকআপ'-এ পাঠানোর জন্যে তিনি আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, তিনি আপনাকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করলে আপনি আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, মানিক চৌধুরী বাংলা ভাষায় জবানবন্দী করতে চেয়েছিলেন?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, মানিক চৌধুরীকে টাইপ করা একটি কাগজ পড়ে জবানবন্দী করতে হয়েছিল?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, তার উপর নির্যাতন করা হয়েছে বলে তিনি প্রাদেশিক হোম সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করেছিলেন বলে আপনাকে বলেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে মানিক চৌধুরীকে রাজারবাগ এসবি অফিস থেকে মারাত্মক জখমসহ জেলে পাঠান হয় এবং জেল ডাক্তার সামাদ তাঁকে চিকিৎসা করেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, ভবিষ্যতের আরও নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে তিনি জবানবন্দী করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।

প্র-একথা কি সত্য যে, জবানবন্দী করার আগে মানিক চৌধুরী ও অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীদের চিন্তা করার সময় দেয়া হয়নি?
উ-একথা সত্য নয়।

এখানে জনাব জুলমত আলীর জেরা শেষ হলে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষীকে পুনরায় সাক্ষ্যদানের অনুমতি দিতে অনুরোধ করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের পহেলা মার্চ তিনি জনাব এ বি খুরশীদের নমুনা হস্তলিপি রেকর্ড করেন। লেঃ শরীফ এ বি খুরশীদকে সাক্ষীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব এ বি খুরশীদকে তিনি ডিকটেশান দেননি। জনাব খুরশীদ নিজেই লিখেছেন।

এখানেই জনাব জি এম কাদরীর জেরা সমাপ্ত হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় পুনরায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হবে।

Pakistan Observer
4th December 1968
State Vs. Mujib
Cross-examination of police inspector continues
(By a Staff correspondent)

The prosecution in the case state Versus Sheikh Mujibur Rahman and Others, now being heard by a special tribunal at the Dacca Cantonment, produced six new witnesses including a member of the investigating team of the case on Tuesday before the tribunal.

The cross-examination of witness. Police-Inspector Mr. Abdus Sattar Chowdhury, who is the first member of the investigating team to be examined was still progressing when the court rose for the day. The other witnesses examined on the day were Syed Waliullah who rented out a house to Mr. Manik Chowdhury. One of the accused at 13/B Abhoy Das Lane, Mr. Santosh Kumar Shaha of East Pakistan Co-operative Insurance Society. Mr. Emdad Ali Manager of Punjab Motor Works, Mr. M. U. Khan, Meteorologist, Mr. Nurul Huq Chowdhury Senior Observer. Met. Office Patenga, and Mr. Moniruddin, who prepared photostat copies on orders of Mr. Ashanullah DSP of Special Branch.

The Tribunal is headed by Mr. Justice S.A. Rahman. Two members of it are Mr. Justice M.R. khan and Mr. Justice Maksum-ul-Hakim.

During the examination-in-chief by prosecution counsel Mr. T.H. Khan Witness Mr. Abdus Sattar Chowdhury Inspactor of

Police in the Special Branch, told the tribunal that he was made a member of the investigating team in the case by an order of Additional Deputy Commissioner Dacca. He said that he examined three witnesses in the case and they were Lt-Com. Shahidul Huq, Mr. K. G. Ahmed and Mr. Waliullah. In reply to a question by the prosecution counsel, the witness said that he had also seized some documents from the office of the Accounts Officer, Telephone Department, Dacca.

Cross-examined by Mr. Abdus Salam Khan, the police Inspector of the Special Branch said that he made the preliminary Investigation of the case on the authority of the ADC, Dacca. In reply to a question by the court the witness said that the case had not been registered in any police station at the time. On being asked by Mr. Abdus Salam Khan, he said that uptil now the case perhaps had not been registered in any police station. He said that he did not investigate the case on his own authority.

In reply to another question by the defence counsel, the witness said that he joined the investigating team on April 1, 1968. He said that part of the investigation of the case had been assigned to him by his superior officers–Mr. Ahsanullah, Chief Investigator of the case and the S.P. of the Speeial Branch. He said that they briefed him about the fact of the case from time to time after he joined the inves used to read the report in the newspapers occasionally. When the defence counsel drew the attention of the witness to a press Note issued by the Ministry of Home Affairs on the case in an early January issue of a local daily, the inspector said that it might be that the Government had issued a press Note on the case.

Defence counsel Mr. Abdus Salam Khan then placed before the court a copy of the newspaper of January 7 in which the Press Note on the case appeared. On being asked the S.B. Inspector said that the Press Note reads that the investigation of the case had nearly been completed and is ready to come up for trial soon. He said that it further stated that most of the persons under detention had confessed the respective part they played. The court accepted this evidence subject to the production of a copy of the Press Note in question to be called from Government.

On being asked by Mr. Abdus Salam Khan, the witness said that the number of persons given in the Press Note comes to 28 and the name of Sheikh Mujibur Rahman was not there.

In reply to another question by the defence counsel, Inspector, Mr. Chowdhury said that he did not know whether the Press Note

regarding this case was ever placed in the conference of investigating officers.

He said that he did not ask for the confessions alleged to have been made by the accused persons for further investigation nor did he know whether any of his associates had asked for that.

In reply to another question by Mr. Abdus Salam Khan, the witness said that he had recorded the statement of Captain Najmul Huda at the 14 Division Headquarters on May 18 on an order by the S.P. when the Captain was produced before him by Major Nasser. He denied a defence suggestion that he had gone to coerce Captain Huda to make a statement implicating others in the case. He said that he had also examined Captain Khurshiduddin, Sgt Jalil, L.S. Nur Muhammad, Mr. Mahtabuddin Chowdhury, Subedar A Razzak, Risaldar Shamsul Huq and Sgt Shamsul Huq.

On being examined by Khan Bahadur Naziruddin, the witness Mr. A. Sattar Chowdhury said that he investigated the case from April 7 to May 18 this year. In reply to a question, he said that he did not know whether before him millitary personnel had also investigated the case. He denied that he was aware of this investigation by the millitary.

In reply to a suggestion he said that it was not correct to say that during his investigation as well as the proceedings here the millitary officers were in charge of the case. He also said that the millitary officers did not supervise the investigation nor did they supervise the conduct of the case.

As this stage the tribunal rose for the day to resume hearing at 9 A.M. Wednesday.

সংবাদ

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আরও ৭ জন সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

ঢাকা, ৩রা ডিসেম্বর (পিপিআই)।—অদ্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষ ৭জন নয়া সাক্ষী হাজির করে।

অদ্য যে সকল সাক্ষীকে হাজির করা হয়, তাঁহারা হইতেছেনঃ সৈয়দ ওয়ালীউল্লা; জনাব এমদাদ আলী, ম্যানেজার, পাঞ্জাব মোটর ওয়ার্কাস, ঢাকা; জনাব এম, ইউ, খান মেটারলজিষ্ট ঢাকা বিমানবন্দর; জনাব নূরুল হক চৌধুরী, সিনিয়র অবজারভার, চট্টগ্রাম, 'মেট' অফিস; জনাব মনিরুদ্দীন

আই বি পুলিস ইন্সপেক্টর এবং জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস ইন্সপেক্টর ও এই মামলায় তদন্তকারী দলের অন্যতম সদস্য।

সরকারপক্ষীয় কৌসুলি জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করিলে বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন, জনাব জহিরুদ্দীন, জনাব জুলমত আলী তাঁহাদিগকে জেরা করেন।

অদ্যকার সর্বশেষ সাক্ষী জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরীর জেরা চলাকালে আদালতের অদ্যকার অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। আগামীকাল সকালে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইবে।

অদ্যকার প্রথম সাক্ষী জনাব ওয়ালীউল্লা সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি মানিক চৌধুরীকে তাঁহার ১৩ বি, অভয় দাস লেনের বাড়ী ভাড়া দেন।

জনাব জুলমত আলীর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, মানিক চৌধুরী সপরিবারে উক্ত বাড়ীতে বাস করিতেন।

তিনি বলেন যে, বিধান সেন গ্রেফতার হন। পুলিস বাড়ী তল্লাশী করে কিন্তু কোন কিছু আটক করে না। সাক্ষী জানান যে, তিনি "সিজার লিষ্ট"-এ (আটক মালের তালিকা) স্বাক্ষর করেন।

পরবর্তী সাক্ষী সন্তোষ কুমার সাহা বলেন যে, তিনি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ইবিএ ৯৫৯১নং মোটরগাড়ী সম্পর্কে ক্লেম ফরম ও পাঞ্জাব মোটর ওয়ার্কসের বিল পেশ করেন।

বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলি জনাব জেড, আলমের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, ১৯৬৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ী মেরামতের ব্যয় বাবদ উক্ত সালেরই ১লা আগষ্ট তারিখে চেক ইস্যু করা হয়।

অপর আর একজন সাক্ষী পাঞ্জাব মোটর ওয়ার্কসের ম্যানেজার জনাব এমদাদ আলী তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি দুর্ঘটনায় পতিত ই বি এ ৯৫৯১নং গাড়িখানি মেরামত করেন।

বিবাদীপক্ষ হইতে তাঁহাকে কোন জেরা করা হয় না।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেটোরলজিক্যাল অফিসের যথাক্রমে জনাব এম, ইউ, খান ও জনাব নুরুল হক চৌধুরী সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও ১৯৬৭ সালের ১৭ই এপ্রিলের রিপোর্ট ও আনুষঙ্গিক বিষয় বর্ণনা করেন।

অতঃপর আই বি ফটোগ্রাফার ইন্সপেক্টর জনাব মনিরুদ্দীন সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি এস পি জনাব আহসানুল্লার নির্দেশ মোতাবেক একখানি নেগেটিভের (EXT P.W. 15/5) ফটোষ্টেট কপি প্রস্তুত করেন।

বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, চলতি সালের ২১ শে মার্চ জনাব আহসানুল্লা খোদ সহস্তে

তাঁহার হস্তে নেগেটিভখানি প্রদান করিলে, তিনি সেই দিনই উহার ফটোষ্টেট কপি প্রস্তুত করেন।

এই মামলার তদন্তকারী দলের অন্যতম সদস্য ও আই বি পুলিস ইন্সপেক্টর জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে, এডিসির চলতি সালের ৫ই মার্চের নির্দেশ মোতাবেক তিনি সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন ও ঢাকা টেলিফোন রেভিনিউ বিভাগের সিনিয়র একাউন্ট অফিসারের কাগজপত্র আটক করেন।

জনাব সালাম খানের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জনাব কে জি আহমদ, লেঃ কম্যাণ্ডার শহীদুল হক এবং জনাব ওয়ালিউল্লা প্রমুখ ৩ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন যে, তিনি এডিসি প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে এই প্রাথমিক তদন্ত হিসাবে এই মামলা তদন্ত করেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁহাকে মামলা তদন্তের ক্ষমতা অর্পণের সময় কোন থানায় এই মামলা রুজু করা হয় না এবং সম্ভবতঃ এখন পর্যন্তও কোন থানায় এই মামলা রুজু হয় নাই।

জনাব সালাম খানের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, চলতি সালের ১লা এপ্রিলের এক নির্দেশ অনুসারে তিনি এই মামলার তদন্তকারী দলে যোগ দেন। তিনি বলেন যে, মামলার একটি বিশেষ বিষয় তদন্তের জন্য তাঁহার উপর ভার দেওয়া হয়।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি তদন্তকারী দলে যোগদান করিলে তাঁহার উর্ধতন অফিসারবৃন্দ তাঁহাকে মামলা বুঝাইয়া দেন। তাঁহারাই তাঁহাকে মামলার ঘটনা বুঝাইয়া দেন বলিয়া সাক্ষী জানান।

তিনি বলেন যে, জনাব আহসানুল্লা এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের জনাব এম, এ, খালেক তাঁহাকে মামলা বুঝাইয়া দেন।

অপর আর এক প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে সাক্ষী বলেন যে, তদন্তকারী অফিসারগণ সময়ে সময়ে উর্ধ্বতন অফিসারদের সহিত বৈঠকে মিলিত হইতেন। কোন কোন সময় বৈঠকে তদন্তকারী ৭ জন অফিসারই যোগদান করিতেন এবং কোন কোন সময় চার-পাঁচজনও যোগ দিতেন। তিনি জানান যে, এই সমস্ত বৈঠকে তদন্তকারী অফিসারগণ তাঁহারা যে কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহার ফিরিস্তি দান করিতেন। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া উর্ধ্বতন অফিসারগণ আরও কাজের উপদেশ দিতেন।

বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক গত ৭ই এপ্রিল তিনি প্রথম সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি ইহা কেস ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করেন।

সাক্ষী বলেন যে, চলতি সালের ৭ই এপ্রিল তাঁহাকে জনাব ওয়ালীউল্লার জবানবন্দী ও ১৫ই এপ্রিল অপর দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তাঁহাকে প্রথমে সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার সময় তিনি এই মামলার বিষয় কিছুই জানিতেন না। তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই মামলার সংবাদ পাঠ করিয়াছেন।

জনাব সালাম খান সাক্ষীকে একখানি সংবাদপত্র দিলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি উহাতে "মামলার তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই মামলার শুনানী শুরু হওয়ার সম্ভাবনা—অধিকাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তিই তাহাদের স্ব স্ব ভূমিকা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করিয়াছে" বলিয়া একখানি প্রেসনোট দেখিতে পাইতেছেন বলিয়া জানান।

সংবাদপত্রখানি ১৯৬৮ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত এক কপি মর্নিং নিউজ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকায় শেখ মুজিবর রহমানের নামও আছে কিনা প্রশ্ন করা হইলে, সাক্ষী নেতিবাচক উত্তর দান করেন।

সাক্ষী বলেন যে, তদন্তকারী অফিসারদের বৈঠকে প্রেসনোট সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে কিনা, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই।

অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি কোন কিছু বাদ না দিয়াই ৩ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি ১৯৬৮ সালের ১৮ই মে ১৪শ ডিভিশনের সদর দফতরে ক্যাপ্টেন নজমুল হুদার জবানবন্দী গ্রহণ করেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের এস পি'র নির্দেশে তিনি সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের জন্য তথায় গমন করেন। মেজর নাসের সাক্ষীকে তাঁহার সম্মুখে হাজির করেন বলিয়া সাক্ষী জানান। জবানবন্দী গ্রহণকালে মেজর নাসের তথায় উপস্থিত ছিলেন না।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি তথায় পৌঁছিয়া জানিতে পারেন যে, নজমুল হুদা ইতিমধ্যেই একটি স্বীকারোক্তি করিয়াছেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তর সাক্ষী বলেন যে, তিনি ক্যাপ্টেন মুতালিবের জবানবন্দী গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি খুরশীদ, নুর মোহাম্মদ, মাহবুবুদ্দীন চৌধুরী, জলিল, আবদুর রাজ্জাক, রিসালদার শামসুল হক এবং সার্জেন্ট শামসুল হকের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিনের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, তিনি চলতি সালের ৭ই এপ্রিল হইতে ১৮ই মে পর্যন্ত এই মামলা তদন্ত করেন। সাক্ষী বলেন যে, তিনি মামলা সম্পর্কে তদন্ত শুরু করার পূর্বেই সামরিক কর্মচারিগণ মামলার তদন্ত শেষ করিয়াছেন কিনা, তাহা তাঁহার জানা নাই।

সাক্ষী আরও বলেন যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ মামলা তদন্ত করিয়াছে একথা ঠিক নহে। মামলার সর্বপর্যায়ে সামরিক কর্তৃত্ব ছিল বলিয়া বলা হইলে সাক্ষী বলেন যে, উহা সত্য নহে।

দৈনিক পয়গাম

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে ৭ জন নয়া সাক্ষীকে হাজির করা হয়।

এই ৭জন সাক্ষীর মধ্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরীও রহিয়াছেন। জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন তদন্তকারী অফিসার।

গতকল্য ট্রাইব্যুনালে পেশকৃত অন্যান্য সাক্ষীর মধ্যে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ফটোগ্রাফি বিভাগের ইন্সপেক্টর জনাব মনিরউদ্দিন ও ঢাকার মেটিওরোলজিষ্ট জনাব এম ইউ খান রহিয়াছেন। গতকল্য (মঙ্গলবার) ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হওয়া পর্যন্ত ইন্সপেক্টর আবদুস সাত্তার চৌধুরীর জেরা অব্যাহত থাকে।

বাদীপক্ষে কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খানের জেরার জবাবে সাক্ষী জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী বলেন যে, ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে তিনি এই মামলার তদন্তকারী টিমের একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। জনাব চৌধুরী বলেন যে, তিনি ৩জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন লেঃ কম্যাণ্ডার শহীদুল হক, কে, জি, আহমদ ও ওয়ালিউল্লাহ।

ইহা ছাড়া ঢাকা টেলিফোন বিভাগের সিনিয়র একাউন্টস অফিসারের অফিস হইতে যে তিনি কতিপয় দলিল আটক করিয়াছেন বলিয়া জনাব চৌধুরী জানান। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী আবদুস সাত্তার চৌধুরী বলেন যে, এ, ডি, এম প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিনি এই মামলার প্রাথমিক তদন্ত চালাইয়াছেন।

ইন্সপেক্টর চৌধুরী বলেন যে, চলতি সালের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে যখন তাহাকে (চৌধুরীকে) এই মামলা তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় তখন কোন থানায় এই মামলা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সম্ভবতঃ এখন পর্যন্ত এই মামলা কোন থানায় লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। সাক্ষী বলেন যে, এই মামলার

অংশবিশেষ তদন্ত করার জন্য তাহার (সাক্ষীর) উর্ধতন অফিসার স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপার অথবা মামলার প্রধান তদন্তকারী অফিসার ডি, এস, পি আহসানউল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি বলেন যে, উক্ত অফিসারদ্বয় সাক্ষীকে (ইন্সপেক্টার চৌধুরীকে) সময় সময় মৌখিকভাবে এই মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করিতেন। ইন্সপেক্টর চৌধুরী বলেন যে, তদন্তকারী দল তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৈঠকে মিলিত হইতেন। সাক্ষী আবদুস সাত্তার চৌধুরী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিল যখন তিনি মামলা তদন্তের জন্য এ, ডি, এম কর্তৃক আদিষ্ট হন সেই সময় কোন কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করিতে হইবে তাহা তিনি (সাক্ষী) জানিতেন না। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী চলতি সালের জানুয়ারীতে স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এই মামলা সম্পর্কিত সরকারী প্রেস নোটের প্রতি সাক্ষী ইন্সপেক্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ইন্সপেক্টার চৌধুরী বলেন যে, সম্ভবতঃ ইহা স্বরাষ্ট্র দফতর কর্তৃক প্রকাশিত কোন প্রেস নোট। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারীর একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে পেশ করেন। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত এক সরকারী প্রেস নোটে বলা হয় যে, ষড়যন্ত্র মামলার তদন্ত প্রায় সমাপ্তির পথে এবং বিচারের জন্য শীঘ্রই ইহা ট্রাইব্যুনালে পেশ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর কর্তৃক প্রচারিত উল্লেখিত প্রেসনোটের মূলকপি সরবরাহ করার জন্য ট্রাইব্যুনাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলীকে নির্দেশ দিয়াছেন। ইন্সপেক্টর আবদুস সাত্তার চৌধুরী বলেন যে, স্পেশাল ব্রাঞ্চের এস, পি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদার বিবৃতি রেকর্ড করিয়াছেন। সাক্ষী বলেন যে, ক্যান্টনমেন্টে মেজর নাসের অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন হুদাকে তাহার নিকট আনয়ন করেন। তবে বিবৃতি রেকর্ড করার সময় মেজর হাসান তথায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া সাক্ষী চৌধুরী জানান। বিবৃতিতে অন্যান্য ব্যক্তিকে জড়িত করার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে তিনি (ইন্সপেক্টর চৌধুরী) ক্যান্টনমেন্টে গমন করিয়াছিলেন কিনা এই মর্মে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সাক্ষী উহা অস্বীকার করেন।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন খোরশেদউদ্দিন আহমদ, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, এল, এস, মোহাম্মদ মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, রিসালদার শামসুল হক ও সার্জেন্ট শামসুল হকের বিবৃতি রেকর্ড করেন। মামলার তদন্তের ব্যাপারে সাক্ষী সামরিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা গোপন করিতেছে কিনা বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব নাজিরউদ্দিন আহমদ সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলে সাক্ষী উহা অস্বীকার করেন।

ইহাছাড়া মামলা তদন্তের সময় ইহা সামরিক বিভাগের অধীনে ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে সাক্ষী তাহাও অস্বীকার করেন। সাক্ষী বলেন যে, তাহার তদন্তের পূর্বে সামরিক অফিসারগণ এই মামলা তদন্ত করিয়াছিল কি না তাহা তিনি (সাক্ষী) জানেন না। অদ্য (মঙ্গলবার) পুনরায় শুনানী অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন তদন্তকারী অফিসারসহ বাদীপক্ষের মোট ৭জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছেন অভয়দাস লেনের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সিনিয়র এসিসটেন্ট মিঃ সন্তোষ কুমার সাহা, পাঞ্জাব মোটর ওয়ার্কস-এর ম্যানেজার জনাব ইমদাদ আলী, ঢাকা বিমান বন্দরের আবহাওয়া অফিসের জনাব এম ইউ খান ও জনাব নুরুল হক, গোয়েন্দা পুলিশের ইনসপেক্টর জনাব মনীরুদ্দিন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তকারী অফিসার ও ঢাকার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পুলিশ ইন্সপেক্টর জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী।

জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরীর জেরা অসমাপ্ত অবস্থায় গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী থাকে। আজ বুধবার সকাল ৯টায় পুনরায় শুনানী শুরু হবে।

জনাব মনীরুদ্দিন

গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর জনাব মনীরুদ্দিন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি একটি নেগেটিভ (আদালতে প্রদর্শিত) থেকে ফটোস্টেট কপি (আদালতে প্রদর্শিত) তৈরী করেছিলেন। তিনি গোয়েন্দা অফিসের ফটো সেকশনের দায়িত্বে আছেন এবং ডিএসপি জনাব আহসান উল্লাহ'র নির্দেশ মত নেগেটিভ ফটোস্টেট কপি তৈরী করেছিলেন।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি আলোর বিপরীতে রেখে দেখে নেগেটিভটি সনাক্ত করতে পারেন। নেগেটিভটিতে সনাক্তকরণের কোন বিশেষ চিহ্ন নেই। কোন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই নিজের চোখে তিনি নেগেটিভটির লেখা পড়তে পারেন। তিনি এনলার্জড কপিতে দস্তখত করেছিলেন।

এই পর্যায়ে তাঁকে নেগেটিভটি পড়তে বলা হলে জনাব মনীরুদ্দিন নেগেটিভটির কিয়দংশ পড়ে শুনান।

প্র-নেগেটিভটি কে তৈরী করেছিলেন?

উ-আমি তা জানি না।

প্র-নেগেটিভটি আপনাকে কে দিয়েছিলেন?

উ-জনাব আহসান উল্লাহ।

প্র-কোন তারিখে আপনাকে নেগেটিভটি দেয়া হয় এবং কবে আপনি এর থেকে ফটোস্টেট কপি তৈরী করেন?

উ-১৯৬৮ সালের ২১ শে মার্চ নেগেটিভটি আমাকে দেয়া হয় এবং সেদিনই আমি ফটোস্টেট কপি তৈরী করি।

প্র-ফটোস্টেট কপির সাথে সংযুক্ত এই চিরকুটটি কার?

উ-আমি তা বলতে পারি না।

তদন্তকারী জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী

জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ঢাকার এডিসির এক নির্দেশনামায় তাকে এই মামলার তদন্তকারী দলের সদস্য করা হয়। তিনি এ সম্পর্কিত ১৯৬৮ সালের ৫ই মার্চের নির্দেশনামাটি সনাক্ত করেন। তিনি বলেন যে, তিনি মামলার কয়েকজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং টেলিফোন রাজস্ব অফিস থেকে কতিপয় কাগজপত্র আটক করেন। তিনি আদালতে প্রদর্শিত এসব কাগজপত্র সনাক্ত করেন।

জনাব আবদুস সালাম খানের এই মামলার বাদীপক্ষের সাক্ষী লেঃ জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি কমান্ডার শাহীদুল হক, জনাব ওয়ালীউল্লাহ ও জনাব কে জি আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

প্র-আপনি কোন নির্দেশনামা ছাড়াই তদন্ত করতে পারেন কি?

উ-জী হ্যাঁ, পারি।

প্র-এই মামলায় নির্দেশনামা ছাড়াই তদন্ত করেছেন কি?

উ-এডিসির এক নির্দেশনামা বলে তদন্ত করেছি।

প্র-এই নির্দেশনামাটি কিসের জন্যে?

উ-প্রাথমিক তদন্তের জন্যে।

প্র-আপনাকে তদন্ত করার নির্দেশনামা দেয়ার আগে এই মামলা কোন থানায় রেজিস্টার করা হয়েছিল কি?

উ-জী না।

প্র-আজ পর্যন্ত এই মামলাটি কোন থানায় রেজিস্টার করা হয়েছে কি?

উ-সম্ভবতঃ করা হয়নি।

প্র-আপনি নিজের কর্তৃত্ববলে এই মামলা তদন্ত করেছেন কি?

উ-জী না।

প্র-আপনি কোন তারিখে তদন্তকারী দলে যোগদান করছেন?
উ-১৯৬৮ সালের পহেলা এপ্রিল।
সেদিনই এডিসির নির্দেশনামাটি পেয়েছিলাম।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি এই মামলার মাত্র একটি অংশ তদন্ত করেন। তদন্তকারী অফিসার জনাব আহসানউল্লাহ ও সুপারভাইজার জনাব আবদুল খালেকের নির্দেশমত তিনি মামলার অংশবিশেষের তদন্ত অনুষ্ঠান করেন।
প্র-তদন্তকারী দলে যোগ দেয়ার পর আপনার উর্ধ্বতন অফিসার আপনাকে মামলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কি কোন কনফারেন্স করা হয়েছিল?
উ-জী না। আমি তখন একাই ছিলাম। প্রথমদিন জনাব আহসানউল্লাহ ও জনাব আবদুল খালেক আমাকে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।
প্র-তদন্তকারী অফিসারদের কোন কনফারেন্স হয়েছিল কি?
উ-সময় সময় হয়েছিল।
প্র-এতে কারা যোগ দিয়েছিলেন?
উ-কোন কোন সময় ৭ জন তদন্তকারী অফিসার আবার কোন কোন সময় ৪/৫ জন যোগ দিয়েছিলেন।
প্র-এসব কনফারেন্সে কি আলোচনা হয়েছিল?
উ-তদন্তকারী অফিসাররা স্ব স্ব তদন্তের রিপোর্ট করতেন এবং সেগুলো আলোচনা করে নতুন দায়িত্ব দেয়া হত। কোন কোন সময় এসব কনফারেন্সে সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্বও দেয়া হত।
প্র-আপনাকে কি দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল?
উ-জনাব কে জি আহমদ, জনাব ওয়ালীউল্লাহ ও লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।
প্র-এদেরকে আপনি কতবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-মাত্র একবার করে।
প্র-প্রথম সাক্ষীকে কোন তারিখে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের ৭ই এপ্রিল।
প্র-এই তিনজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে লিখিত কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন কি?
উ-জী না। মৌখিক নির্দেশ পেয়েছি।
প্র-এ সম্পর্কে কোন দলিলী প্রমাণ আছে কি?
উ-কেস ডায়েরীতে তা পাওয়া যেতে পারে।

প্র-১৯৬৮ সালের ৭ই এপ্রিল কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়?
উ-জনাব ওয়ালীউল্লাহকে।
প্র-অপর দু'জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ কোন তারিখে পেয়েছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের ১৫ই এপ্রিল।
প্র-তদন্ত করার আগে সাক্ষীদের সম্পর্কে কিছু জানতেন কি?
উ-জী না।
প্র-এই মামলা সম্পর্কে তদন্ত করার আগে কোন সংবাদ খবরের কাগজে পড়েছিলেন কি?
উ-মাঝে মধ্যে দেখেছি।
প্র-এই মামলা সম্পর্কে সরকারের কোন প্রেসনোট সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল কি?
উ-সম্ভবতঃ হয়েছিল।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান মর্নিং নিউজ পত্রিকার ঢাকা সংস্করণের ১৯৬৮ সালের ৭ই জানুয়ারীর একটি কপি সাক্ষীর হাতে দিয়ে প্রশ্ন করলে সাক্ষী বলেন যে, এই প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে তদন্ত প্রায় শেষ হয়েছে এবং অবিলম্বে বিচার শুরু হবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, আটককৃত প্রায় সকল ব্যক্তিই মামলার স্ব স্ব ভূমিকার কথা স্বীকার করেন।
এই পর্যায়ে আদালত এই মর্মে নোট রাখেন যে, প্রেসনোটের মূল কপি দাখিল করা না হলে সাক্ষ্যের এই অংশগ্রহণ যোগ্য হবে না।
প্র-এই প্রেসনোটে কতজন লোকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
উ-২৮ জন।
প্র-এখানে শেখ মজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ আছে কি?
উ-জী না।
প্র-আপনাদের কনফারেন্সে প্রেসনোট নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-আপনারা সাক্ষীদের কাউকে স্বীকারোক্তি করার জন্যে বলেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-জনাব ওয়ালীউল্লাহর জবানবন্দীতে গোলাম মোহাম্মদের নাম উল্লেখ আছে কি?
উ- জী না।
প্র-আপনি এই তিনজন সাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন কি?
উ-জী না।

প্র-জবানবন্দীর কোন অংশ বাদ দিয়ে রেকর্ড করেছিলেন কি?
উ-জী না।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ কমান্ডার শহীদুল হক তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে, ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমদিকে স্টুয়ার্ড মজিব ও এ বি খুরশীদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন যে, আন্দোলনের একজন নেতা করাচী থেকে চট্টগ্রাম এসে মিশকা হোটেলে আছেন। তাঁদের অনুরোধে লেঃ কঃ শহীদুল হক মিশকা হোটেলে জনাব আমীর হোসেন মিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আরও বলেন যে, লেঃ কঃ শহীদুল হক হোটেল মিশকাতে গেলে তাঁকে আমীর হোসেন মিয়া ও এল, এস, সুলতানউদ্দিনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

জনাব আবদুস সালাম খানের অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ কমান্ডার শহীদুল হক তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি (শহীদুল হক) এই গ্রুপের ক্ষতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

প্র-আপনি ক্যাপ্টেন নজমুল হুদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-কোন তারিখে এবং কোথায়?
উ-১৯৬৮ সালের ১৮ই মে, চর্তুদশ ডিভিশন হেড কোয়ার্টারে।
প্র-কার নির্দেশে আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের।
প্র-ক্যাপ্টেন হুদাকে কে আপনার নিকট হাজির করেছিলেন?
উ-মেজর নাসের।
প্র-আপনি তাঁর জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-মেজর নাসের তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি মেজর নাসেরের উপস্থিতিতে ক্যাপ্টেন হুদার পিতার নাম জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন যে, এতেই যথেষ্ট হবে?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-ক্যাপ্টেন হুদা এর আগেই স্বীকারোক্তি করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-একথা কি সত্য যে, অন্যদেরকে জড়ানোর উদ্দেশ্যে আপনি ক্যাপ্টেন হুদার আরও জবানবন্দী নিতে গিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ক্যাপ্টেন মোতালেবকে জিজ্ঞসাবাদ করেননি। তিনি ক্যাপ্টেন খুরশীদ, সার্জেন্ট জলিল, এল, এস, নূর মোহাম্মদ, মাহবুবউদ্দিন, আবদুর রাজ্জাক, রিসালদার শামসুল হক ও সার্জেন্ট শামসুল হককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

তাঁর উর্ধ্বতন অফিসার এস, পি ও ডি, এসপি'র নির্দেশে তিনি এদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

এরপর খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-আপনি কতদিন যাবত এই মামলার তদন্ত করেছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের ৭ই এপ্রিল থেকে ১৮ মে পর্যন্ত।
প্র-আপনি তদন্ত করার আগেই সেনাবাহিনী এই মামলার তদন্ত করেছে একথা আপনি জানতেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনারা তদন্ত করার সময় সেনাবাহিনী তদন্তের ইনচার্জ ছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-তাঁরা কি মামলার তদন্ত সুপারভাইজ করতেন?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, বাদীপক্ষ মামলার ব্যাপারে সেনাবাহিনীর তদন্ত গোপন করছেন?
উ-একথা সত্য নয়।

এখানেই জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরীর জেরা অসমাপ্ত থাকে। আজ পুনরায় বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ তাঁকে জেরা করবেন।

Pakistan Observer
5th December 1968
State Vs. Mujib
Evidence of two officers recorded

The Additional District Magistrate of Sargoda (West Pakistan) Ejaz Mohammad Khan and Special Superintendent of police, Special Branch, Dacca, Abdul Majid, on Wednesday appeared as prosecution witnesses before the Special Tribunal hearing the case state versus Sheikh Mujibur Rahman and others, reports APP.

The tribunal completed the recording of the evidence of the two officers after the overnight cross-examination of Special Branch police Inspector, Abdus Sattar Chowdhury, had ended earlier. The only other witness who deposed on Wednesday was

Siddiqur Rahman. Survey officer, in the Central Statistical office in Karachi.

Ejaz Mohammad Khan, in his examination-in-chief by prosecution counsel said that on January 28 this year when he was A.D.M. Rawalpindi, he had recorded the confessional statements of accused army officers major Shamsul Alam and Captain Najmul Huda.

Ejaz Mohammad Khan said that the millitary authorities had approached the District Magistrate, to depute somebody to record the statements and he was asked to do the job. He said the accused officers were produced by army authorities.

Cross-examined by Defence Counsels Ejaz Mohammad Khan said that army authorities had requested him to go to army barrack in the cantonment but he had refused to comply with their request. He said he had recorded the statements in his court room. The army officers including Lt. Col Hassan, who had produced the accused before him, were not present in the court room at the time of recording the statement, he said.

The ADM said that after recording the statements of accused officers he had handed them over to the millitary authorities along with their recorded statements.

Replying to a question by a defence counsel Ejaz Mohammad Khan said that he had been informed that the case was being investigated by army authorities.

He said that normally the accused after making statements were sent to judicial custody but in this case, however, the two accused officers were sent back to military custody.

Abdul Majid Special superintendent of police, Special Branch, Dacca. In his examination-in-chief said that on January 20 this year he had been given the charge of investigation in the case and was after a day withdrawn and replaced by Special Superintendent of Police, Abdul Khaleq. He said he had done nothing about the investigation during the single day he was in charge of the investigation.

Cross examined by defence counsel S.P. Abdul Majid said that in December last year he had escorted the two accused C.S.P. officers–Ruhul Quddus and Ahmad Fazlur Rahman–from the office of the I.G. Police to the Dacca Central Jail and from there to a building in Banani area of the city where they were kept in custody.

He said that two accussed C.S.P. officers were arrested under the Defence of Pakistan Rules and were taken to the Central Jail for detention but under a subsequent order they were taken to Banani for detention there. He denied that the order for their detention in Central Jail was merely a cover to take them to Banani to interrogate them and subject them to torture.

S.P. Abdul Majid dented defence suggestions that some accused, approvers and witnesses were subjected to torture during interrogation in the Rajarbagh Police Centre. He said some millitary officers used to visit the police centre for interrogation and at one stage he had deputed a police officer to assist them in their job of interrogation.

The Court on Wednesday before proceeding with the examination of the witnesses was informed by a defence counsel that accused Azizur Huq had not been allowed to go home to see his ailing mother who ultimately died. The Chairman of the Tribunal was sorry to hear that the accused had lost his mother and had not been able to go and see her. On a prayer by the defence counsel to allow Azizur Huq to go home for a day or two the Court asked the prosecution to convey to the millitary authorities that the court also considered it a fit case (to allow the accused to go home for a day or two the court will resume hearing on Thursday.)

দৈনিক পাকিস্তান

৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাদীপক্ষের ৩জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়। এরা হলেন ঢাকা স্পেশ্যাল পুলিশের স্পেশ্যাল সুপারিনটেনডেন্ট জনাব এ মজিদ, করাচীস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের সার্ভে অফিসার জনাব সিদ্দিকুর রহমান ও সারগোদার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ইজাজ মোহাম্মদ খান।

এছাড়া গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বাদীপক্ষের সাক্ষী ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম তদন্তকারী অফিসার জনাব এ সাত্তার চৌধুরীর জেরা সমাপ্ত হয়।

এ সাত্তার চৌধুরীর জেরা

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে এ সাত্তার চৌধুরী বলেন যে, তাঁর তদন্তকার্যের সবটাই প্রাথমিক পর্যায়ের ছিল।

প্র-পাকিস্তান ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে আপনি কোন তারিখ হতে মামলার নিয়মিত তদন্ত শুরু করেছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের ৭ই এপ্রিল হতে।
প্র-প্রাথমিক তদন্ত কখন করেছিলেন?
উ-নিয়মিত ও প্রাথমিক তদন্ত একই সঙ্গে চলেছে।
পরে সাক্ষী আবার বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমার প্রাথমিক তদন্ত চলা উচিত নয়। এডিসির নির্দেশে আমি নিয়মিত তদন্তকার্যই অনুষ্ঠান করেছি।
প্র-লেঃ কম্যান্ডার শহিদুল হককে আপনি একথা জিজ্ঞেস করেছিলেন... যে, তিনি কেন দলের ক্ষতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট রিপোর্ট করেননি?
উ-জী না।

জনাব আবদুল্লাহ'র জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই মামলার প্রধানতঃ একজন তদন্তকারী অফিসার ছিলেন।

প্র-আপনি সাপ্লিমেন্টারী কেস ডায়েরী নাকি, কেস ডায়েরী দাখিল করেছিলেন?
উ-আমার যতদূর মনে পড়ে সাপ্লিমেন্টারী কেস ডায়েরী।
প্র-তদন্তকারী দলের অন্যান্য অফিসাররা কোন ডায়েরী দাখিল করেছিলেন?
উ-আমি তা জানি না।

জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২০শে মে তিনি কেস ডায়েরী 'ক্লোজ' করেন। তাঁকে তদন্তকার্যে সাহায্য করার জন্যে তিনি অন্য কোন অফিসারের সাহায্য নেননি।

এখানেই জনাব এ সাত্তার চৌধুরীর দু'দিনব্যাপী জেরা শেষ হয়। অতঃপর স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের স্পেশ্যাল পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট জনাব এ মজিদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

স্পেশ্যাল পুলিশ সুপার এ মজিদের সাক্ষ্য

জনাব এ মজিদ তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২০ শে জানুয়ারী তাঁকে এই মামলার তদন্তকার্যের ভার দেয়া হয় এবং ২১ শে জানুয়ারী তার কাছ থেকে নিয়ে মামলার তদন্তভার জনাব আবদুল খালেকের উপর অর্পণ করা হয়। এই একদিন সময়ের মধ্যে তিনি মামলার কোন তদন্ত অনুষ্ঠান করেননি।জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই মামলার ব্যাপারে তিনি কাউকে গ্রেফতার করেননি এবং তিনি কাউকে গ্রেফতার করার সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি জনাব আহমদ ফজলুর রহমান ও রুহুল কুদ্দুসের জন্যে ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্র-কখন তাঁদের জন্যে ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করেছিলেন?
উ-১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে।
প্র-ট্রান্সপোর্ট দিয়ে তাঁদের কোথা থেকে কোথায় নেয়া হয়েছিল?
উ-প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে বনানীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
প্র-তাঁদের কোন আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল?
উ-আমি যতদূর জানি পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে।
প্র-একথা কি সত্য যে, সরকার প্রথমে তাঁদের ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে এবং পরে বনানীতে আটক রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য।
প্র-এই নির্দেশনামা আপনি নিজে দেখেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-কোন আইনে সে নির্দেশনামা জারী করা হয়েছিল?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-বনানীতে তাঁদের কোথায় রাখা হয়েছিল?
উ-একই দালানের বিভিন্ন অংশে।
প্র-আপনি তাঁদের কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন?
উ-আইজি অফিস থেকে সেন্ট্রাল জেলে।
প্র-আইজি অফিসে আপনি কতক্ষণ ছিলেন?
উ-মিনিট দশেক।
প্র-তারপর কি করলেন?
উ-তাঁদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আইজি আমাকে নির্দেশ দেন।
প্র-আইজি অফিসে জনাব আহমদ ফজলুর রহমান ও জনাব রুহুল কুদ্দুস কিছু বলেছিলেন কি?
উ-জনাব আহমদ ফজলুর রহমান তাঁর গাড়ীটি বাড়ী পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন বলে মনে পড়ে।
প্র-তাঁদের সেন্ট্রাল জেল থেকে বনানী পাঠানোর জন্যে কোন লিখিত নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কি?
উ-আমার যতদূর মনে পড়ে দেয়া হয়েছিল।
প্র-তাঁদের জেলের ভেতরে নেয়া হয়েছিল কি?
উ-সম্ভবতঃ নেয়া হয়েছে। আমার মনে পড়ছে না।
প্র-জেল অফিসে নেয়া হয়েছিল কি?
উ-জী হ্যাঁ এবং পরদিন তাদের বনানী নেয়া হয়।

প্র-জেল অফিসে তাঁরা কতক্ষণ ছিলেন?
উ-আধ ঘণ্টার মত।
প্র-একথা কি সত্য যে, জেল থেকে তাঁদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার নির্দেশটির অজুহাতে তাঁদের অন্যত্র নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি নিজে এবং এই দু'জন অভিযুক্ত ব্যক্তি জেলগেটের রেজিস্টারে দস্তখত করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-বনানীতে এদের দেখাশোনার দায়িত্ব কার উপরে ছিল?
উ-ডি এস পি মোখলেসউদ্দিন ও অপর ক'জন অফিসারের উপর।
প্র-এদের হেফাজতে রাখার জন্যে আপনি মোখলেসউদ্দিনকে লিখিত কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন কি?
উ-আমি মৌখিকভাবে বলেছি।
প্র-আপনি তাঁদের জনাব মোখলেসউদ্দিনের জিম্মায় দিয়েছিলেন বলে লিখিত কোন দলিল রেখেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, তাঁদেরকে অন্যান্য অফিসাররা গ্রেফতার করে বনানীতে নিয়ে যায় এবং আপনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মাত্র?
উ-একথা সত্য নয়।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি মামলার তদন্তকার্য সুপারভাইজ করেননি। একদিনের তদন্তকার্য অনুষ্ঠানের জন্যে তিনি জনাব আবদুল খালেকের নিকট কেস ডায়েরী দাখিল করেন। তিনি জনাব রুহুল কুদ্দুসকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন বলে কেস ডায়েরীতে লেখেননি।

জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ইফতারের সময় তাঁরা জেলগেটে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানেই ইফতার করেন।

প্র-জেল কর্তৃপক্ষ এ দু'জন অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম রেজিস্টারে এনট্রি করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-আপনি তা দেখেছিলেন কি?
উ-জী না।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি এ দু'জন ব্যক্তিকে জেলের হেফাজতে রাখার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। জেল রেজিস্টারে তাঁদের নাম এনট্রি করা জেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

প্র-তাঁদের জন্যে জেল কোড তৈরী করা হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-তাঁদের পুনরায় জেল থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আপনি কোন দরখাস্ত করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-তাহলে কিভাবে তাঁদের জেল থেকে নিলেন?
উ-সরকারী নির্দেশানামা বলে। সে নির্দেশনামা জেলগেটে পাওয়া যেতে পারে।
প্র-এই নির্দেশনামা কে দিয়েছিলেন?
উ-ডি এস পি মোখলেসউদ্দিন অথবা ডি এস পি ইউনুস এ দু'জনের কেউ একজন।
প্র-নির্দেশনামাটি কাকে দেয়া হয়?
উ-জেল কর্তৃপক্ষকে।
প্র-জেল কর্তৃপক্ষকে তা কে দিয়েছিলেন?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-সেই নির্দেশনামায় অভিযুক্তদের দস্তখত আছে কি?
উ-আমি তা দেখিনি।
প্র-আপনি তখন কোথায় ছিলেন?
উ-জেলগেটের রুমের বাইরে।
প্র-জেলগেটে আপনার সাথে অন্য কোন অফিসার ছিলেন কি?
উ-অর্ধডজন অফিসার ছিলেন।
প্র-তাঁরা জেলগেটের রেজিস্টারে দস্তখত করেছিলেন কি?
উ-আমি তা দেখিনি।
প্র-অভিযুক্তদের কাউকে আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে আপনি জনাব আলী রেজাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-রাজারবাগ কেন্দ্রে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?
উ-জী না।

ইজাজ মোহাম্মদ খান

সারগোদার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ইজাজ মোহাম্মদ খান তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৯শে নবেম্বর তিনি সারগোদায় বদলী

হন। এর আগে তিনি রাওয়ালপিন্ডির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ২০শে জানুয়ারী তিনি মেজর শামসুল আলম ও ক্যাপ্টেন নজমুল হুদার স্বীকারোক্তির জবানবন্দী রেকর্ড করেন। রাওয়ালপিন্ডির ডেপুটি কমিশনার তাঁকে জবানবন্দী রেকর্ড করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কয়েকজন মিলিটারী অফিসার এই দু'ব্যক্তিকে তাঁর অফিসে নিয়ে গেলে তিনি তাঁদের আইনানুগ জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাঁদের এক ঘণ্টা চিন্তা করার সময় দেন। অতঃপর অভিযুক্ত দু'ব্যক্তির অনুমতি নিয়ে তাঁদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন। জবানবন্দী রেকর্ড করার পর তিনি তাঁদেরকে তা পাঠ করে শুনান এবং তাতে তাঁদের দস্তখত নেন।

খান বাহাদুর নাজির আহমদ

খান বাহাদুর নাজির উদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ক্যাপ্টেন নজমুল হুদা ও মেজর শামসুল আলমকে যেসব প্রশ্ন করেছেন এবং তাঁরা যেসব উত্তর দিয়েছেন তা সব রেকর্ড করেছেন। রেকর্ডে যেসব প্রশ্ন আছে এর বাইরে তিনি কোন প্রশ্ন করেননি।

প্র-আপনি তাঁদের কাছ থেকে জবানবন্দীর ঘটনা সম্পর্কে জেনে নিয়েছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-দু'জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই কি একত্রে হাজির করা হয়েছিল?

উ-একজনের পর অপরজনকে হাজির করা হয়।

প্র-কে তাদের আপনার কাছে হাজির করেছে আপনি তা দুটো রেকর্ডে উল্লেখ করেছেন কি?

উ-মিলিটারী কর্তৃপক্ষ হাজির করেছে বলে লিখেছি।

প্র-মিলিটারী অফিসারদের নাম কি?

উ-একজনের নাম লেঃ কর্নেল হাসান। অপরজনের নাম মনে নেই।

প্র-আপনি কিভাবে জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন?

উ-অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ঘটনা বর্ণনা করার সাথে সাথে আমি আমার টাইপিষ্টকে ডিকটেট করি এবং তিনি তা টাইপ করে ফেলেন।

প্র-প্রশ্ন ও উত্তরগুলোও কি টাইপ করা হয়?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-মেজর আলমকে কটার সময় হাজির করা হয়েছিল?

উ-বিকেল ২টায়।

প্র-তাঁকে সতর্ক করে দিতে আপনার কত সময় লেগেছিল?

উ-৫ মিনিট।

প্র-প্রশ্ন ও উত্তর-টাইপ করতে কত সময় লেগেছিল?

উ-প্রায় ৫ মিনিট।

প্র-অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় কি তাড়াতাড়ি বলেছিলেন না আস্তে আস্তে বলেছিলেন?

উ-স্বাভাবিক গতিতে বলেছিলেন। মাঝে-মধ্যে ঘটনা স্মরণ করার জন্যে থেমেছিলেন।

প্র-তাঁদের সাথে কি কোন নোট ছিল?

উ-জবানবন্দী করার সময় মেজর আলমের নিকট নোট ছিল এবং সেখান থেকে জবানবন্দী করার আগে তিনি ঘটনা স্মরণ করে নিয়েছেন।

প্র-লেঃ কর্নেল হাসান জবানবন্দী করার সময় কোর্ট রুমে ছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-একথা কি সত্য যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা টাইপ করা কাগজ থেকে জবানবন্দী পাঠ করেছিলেন?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-আটক রাখা সম্পর্কে মেজর আলম আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?

উ-১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী থেকে তাঁকে আটক রাখা হয়েছে বলে আমাকে বলেছিলেন।

প্র-তাঁকে সেসময় হতে কোথায় আটক রাখা হয়েছিল তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?

উ-জী না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মেজর আলমের জবানবন্দীতে কিছু সংসোধনী আছে। এসব সংসোধনীতে তিনি ইনিশিয়াল দেননি। তাঁর জবানবন্দীর ৫ নম্বর পৃষ্ঠায় একটি লাইন টাইপিস্ট উঠিয়ে ফেলেছে এবং এতে সাক্ষীর ইনিশিয়াল নেই।

প্র-জবানবন্দীর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দস্তখত নিয়েছিলেন কি?

উ-জী না। শেষের পাতায় নিয়েছি।

প্র-জবানবন্দীগুলো রেকর্ড করে কার কাছে দিয়েছিলেন?

উ-সামরিক অফিসারদের হাতে।

প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্যে কে নির্দেশনামা ইস্যু করেছিলেন?

উ-ডেপুটি কমিশনার।

প্র-সে নির্দেশনামাটি কোথায় আছে?

উ-আমার কোর্টে।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সাধারণত জবানবন্দীর পর অভিযুক্তদের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়। কিন্তু এই মামলার ব্যাপারে তাদের সামরিক অফিসারদের হাওলা করা হয়েছে।

খান বাহাদুর ইসমাইল

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জবানবন্দী বর্ণনা করার সময় তিনি শুনে প্রায় তাঁদের ভাষায় টাইপিস্টকে ডিকটেশন দিয়েছেন।তিনি বলেন যে, রেকর্ডের পর জবানবন্দী পড়ে শুনানোর পূর্বে তিনি ব্যাকরণগত সামান্য ভুলের সংসোধন করেছেন।

জহীরুদ্দীন

এরপর জনাব জহীরুদ্দীনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, প্রাথমিক প্রশ্ন ও উত্তর লিখতে তার মোট আধঘণ্টা সময় লেগেছিল। মেজর আলমের জবানবন্দী রেকর্ড করতে প্রায় এক ঘণ্টার মত সময় লেগেছিল।

প্র-কটার সময় তাঁর জবানবন্দী রেকর্ড করা শুরু করেন?

উ-বিকেল ৩টা ১০ মিনিটের সময়।

প্র-তাঁকে জবানবন্দী পড়ে শুনানো হয়েছিল কি?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-কটার সময় জবানবন্দী রেকর্ড করা শেষ হয়?

উ-৪টার আগে।

প্র-একথা কি সত্য যে, বর্ণনা শুনে ডিকটেশন দিতে এবং টাইপ করতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লেগেছিল?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-পড়ে সংশোধন করতে কত সময় লেগেছিল?

উ-৫ মিনিট।

প্র-কখন ভুল সংশোধন করেছিলেন?

উ-অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জবানবন্দী পড়ে শুনানোর সময়।

প্র-ভুল সংশোধনের পর জবানবন্দী পাঠ করে শুনিয়েছিলেন কি?

উ-জী না। পড়ে শুনানোর সময় সংশোধন করেছি।

প্র-দু'টি জবানবন্দীর প্রশ্ন ও উত্তরগুলো একই রকম কি?

উ-জী হ্যাঁ। গ্রেফতারের তারিখ ভিন্ন।

প্র-দু'টি জবানবন্দীতে জবানবন্দী করার কারণ কি একরূপ?

উ-জী হ্যাঁ।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জবানবন্দীর একটি ফরম স্বাধীনতা পূর্বকালের এবং এতে তিনি কিছু প্রশ্ন সংযোজন করেছেন। মেজর আলমের জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় ফরম পাওয়া যায়নি বলে তিনি টাইপ করে একটি ফরম তৈরী করে নিয়েছিলেন।

প্র-টাইপ করে ফরম কখন তৈরী করেছিলেন?

উ-জবানবন্দী করার আগে।

প্র-অভিযুক্তদের আপনার নিকট হাজির করা হবে বলে কখন জানলেন?

উ-সকালে আমাকে তা জানানো হয়। তখন আমার কাছে একটি ফরম ছিল এবং অপর ফরমটি আমি টাইপ করে তৈরী করেছি।

প্র-কাকে জবানবন্দী করার জন্যে প্রথম ডেকেছিলেন?

উ-মেজর আলমকে।

প্র-যে দু'ব্যক্তিকে আপনার নিকট হাজির করা হয় তাদের নাম সকালে আপনাকে জানানো হয়েছিল কি?

উ-জী না।

প্র-আপনাকে এই খবর কে দিয়েছিলেন?

উ-ডেপুটি কমিশনার।

প্র-এ সম্পর্কে কোন অফিসিয়াল রেকর্ড আছে কি?

উ-জী না।

প্র-ডেপুটি কমিশনার আপনাকে যে নির্দেশনামা দিয়েছিলেন তাতে অভিযুক্তদের নাম ছিল কি?

উ-অফিসের কাগজ দেখা ছাড়া আমি তা বলতে পারি না।

প্র-আপনি ক'টি ফরম টাইপ করে নিয়েছিলেন?

উ-কয়েকটি।

প্র-ক্যাপ্টেন হুদার জবানবন্দী প্রিন্টেড ফরমে রেকর্ড করেননি কেন?

উ-এজন্যে কোন কারণ দেখাতে পারছি না।

প্র-ক্যাপ্টেন হুদার জবানবন্দী রেকর্ড করতে কত সময় লেগেছিল?

উ-প্রায় এক ঘণ্টা।

প্র-একথা কি সত্য যে, মিলিটারী অফিসারের দেয়া তৈরী একটি জবানবন্দী থেকে আপনি ক্যাপ্টেন হুদার জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-একথা কি সত্য যে, তৈরী জবানবন্দীর কয়েক লাইন পড়ে আপনি তা টাইপ করার জন্যে আপনার টাইপিস্টকে দিয়েছিলেন?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশবলে আপনি জবানবন্দী করেছেন বলে রেকর্ডে তা 'নোট' করেছেন কি?

উ-জী না।

প্র-এজন্যে আপনি আলাদা অর্ডার শিট তৈরী করেছেন কি?

উ-জী না।

প্র-মিলিটারী অফিসার ডেপুটি কমিশনারকে জবানবন্দী করার জন্যে অনুরোধ করেছে বলে রেকর্ডে উল্লেখ আছে কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, মিলিটারী অফিসারগণ সরাসরি আপনার নিকট গেলে আপনি অভিযুক্তদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি মেজর হক নওয়াজকে চেনেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, ক্যাপ্টেন হুদার জবানবন্দী টাইপ করার সময় মেজর হক নওয়াজ ও কর্নেল হাসান আপনার রিটায়ারিং রুমে বসা ছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ক্যান্টনমেন্টের ব্যারাকে গিয়ে জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্যে মিলিটারী কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাউকেই তাদের গ্রেফতারের পর কোথায় রাখা হয়েছিল তা জিজ্ঞেস করেননি। এছাড়া তাঁদেরকে আদৌ বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়েছিল কিনা তাও তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করেননি।
প্র-গ্রেফতার করার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদেরকে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-এই মামলাটি কে তদন্ত করছে তা জানতেন কি?
উ-সেনাবাহিনী তদন্ত করছেন বলে আমাকে জানানো হয়।
প্র-চিন্তা করার জন্যে একঘণ্টা সময় কি যথেষ্ট?
উ-আমি যথেষ্ট বলে মনে করি।
প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার আগে–সত্য কথা বলার জন্যে অভিযুক্তদের বলেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, স্বেচ্ছায় তাঁরা জবানবন্দী করেননি?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জবানবন্দী করতে অস্বীকার করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।

এখানেই জনাব ইজাজ মোহাম্মদ খানের জেরা শেষ হয়। আজ বৃহস্পতিবার পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

দৈনিক পয়গাম
৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বাদীপক্ষ বিশেষ ট্রাইব্যুনালে একজন ডি, এস, পি ও ৩ জন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করেন।

পেশোয়ার স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি নৌবত খান ও লাহোরের ইন্সপেক্টর জহুর এলাহী বেগ কতিপয় দলিল আটক করার ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করেন। অপর দুইজন পুলিশ ইন্সপেক্টর জেড, এইচ, খান লোধী ও সিরাজুল হক এই মামলার তদন্তকারী অফিসার। ইন্সপেক্টর সিরাজুল হকের সাক্ষ্যদানকালেই গতকল্যকার মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। এছাড়া গতকল্য আর মাত্র ১জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এই সাক্ষী হইতেছেন চট্টগ্রামের এক কন্ট্রাক্টরের কর্মচারী অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস।

ডি, এস, পি নৌবত খান জবানবন্দীতে বলেন যে, চলতি বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পেশোয়ারের জানস হোটেলের রেজিষ্টার আটক করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী তাঁহাকে সংক্ষেপে জেরা করেন। জেরায় তাঁহাকে পেশোয়ারের জসনেখইবার উৎসব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, প্রায় ১ মাস পূর্বে তিনি জসনে-খইবার উৎসবে যোগদান করেন।

ইন্সপেক্টর জহুর এলাহী বেগ জবানবন্দীতে পি আই এ'র লাহোর অফিস হইতে কিছু 'আলামত' উদ্ধারের কথা বলেন। বিবাদীপক্ষ তাহাকে জেরা করেন নাই।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম তদন্তকারী অফিসার জেড, এইচ, খান লোধী বলেন যে, তিনি কয়েক জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন এবং কিছু 'আলামত' উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি রংপুর সামরিক ক্যাম্প হইতে একখানি স্কুটার আটক করেন। তিনি বলেন যে, তিনি ঢাকা ও কুমিল্লা কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতাল হইতে ভর্তি ও বরখাস্তের রেজিষ্টার এবং অপর কিছু দলিল আটক করেন।

বিবাদীপক্ষের জেরার জবাবে ইন্সপেক্টর জেড, এইচ, লোধী বলেন যে, তদন্তকালে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নির্দেশাদি দেন নাই।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি ৩৫জন আসামীর মধ্যে খান শামসুর রহমানসহ ৯ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কয়েকজন রাজসাক্ষীসহ এক ডজনেরও বেশী সাক্ষীকেও তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি উইং কম্যাণ্ডার আশফাক মিয়া ও জাকির আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বিবাদী কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আশফাক মিয়া ও জাকির আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি কোন দলিল আটক করার চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলেন যে, মেজর নাসেরকে অনুরোধ করা হইলে তিনি (মেজর নাসের) আশফাক মিয়া ও জাকির আহমদকে তাঁহার নিকট হাজির করেন।

ইন্সপেক্টর লোধী বলেন যে, তদন্তকালে তাঁহার সহিত মেজর নাসেরের যোগাযোগ ছিল। মেজর নাসের সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার (সাক্ষীর) যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করিতেন। সাক্ষী বলেন যে, মেজর নাসের তাঁহার নিকট কয়েকজন আসামী, রাজসাক্ষী ও সাক্ষীকে হাজির করেন। তিনি এই ব্যক্তিদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বলিয়া সাক্ষী জানান।

গতকল্য মামলা সংক্রান্ত কতিপয় দলিল আকস্মিকভাবে নিখোঁজ হইয়া গেলে কয়েক মিনিটের জন্য ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন বিঘ্নিত হয়। অবশ্য পরে একটি বাক্সের মধ্যে উক্ত দলিলের ফাইলটি পাওয়া যায়।

অদ্য (শুক্রবার) ক্যান্টনমেন্টে সিগন্যালস মেসে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাদীপক্ষের ৫জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এরা হচ্ছেন পেশোয়ার স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি এস পি জনাব নওবত খান, লাহোর স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ইনসপেক্টর জনাব জহুর ইলাহী বেগ, চট্টগ্রামের চট্টেশ্বরী রোডের বাশিন্দা মিঃ অশ্বীনী কুমার বিশ্বাস, ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ইনসপেক্টর জনাব জিয়াউল হক খান লোদী ও ইনসপেক্টর জনাব সিরাজুল ইসলাম। জনাব সিরাজুল ইসলামের সাক্ষ্যগ্রহণের শেষে গতকাল আদালতের অধিবেশন আজ শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।

নওবত খান

জনাব নওবত খান তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি পেশোয়ারের 'জানস' হোটেল থেকে ১৯৬৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী একটি হোটেল রেজিস্টার ও একটি মেমো বুক আটক করেন। সাক্ষীদের সামনে তিনি সিজার লিস্ট তৈরী

করে তাদের দস্তখত নেন। আদালতে তিনি হোটেল রেজিস্টার ও মেমে বুক শনাক্ত করেন।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জসনে খাইবারের উৎসবে এ বছর যোগদান করেছিলেন। পাকিস্তানের সকল অংশ থেকে এই উৎসবে যোগ দেয়ার জন্যে লোক এসে থাকেন কিনা তিনি জানেন না।এই উৎসবে শিল্প মেলা ও নাচগানের আসর হয়ে থাকে। উৎসব উপলক্ষে পশু প্রদর্শনী হয় না বলে তিনি আদালতে বলেন।

জহুর ইলাহী বেগ

জনাব জহুর ইলাহী বেগ তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি পিআইএ'র লাহোর অফিস থেকে পিআইএ'র একটি ম্যানিফেস্টো আটক করেন। তিনি রিকভারী মেমো তৈরী করে তাতে সাক্ষীদের দস্তখত নেন।

বিবাদীপক্ষ থেকে তাঁকে জেরা করা হয়নি।

অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস

মিঃ অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস বলেন যে, তিনি মানিক চৌধুরীর দস্তখত চেনেন। আদালতে প্রদর্শিত দুটি দলিলে তিনি মানিক চৌধুরীর দস্তখত সনাক্ত করেন। জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মানিক চৌধুরীর গ্রামের বাড়ী থেকে তাঁর বাড়ীর দূরত্ব এক মাইল। তিনি চট্টগ্রামে জনাব মোহাম্মদ ইউনুসের কনট্রাক্টরী ফার্মে চাকুরী করেন। তিনি মানিক চৌধুরীর চট্টগ্রামের বাসায় যাননি। গত তিন চার বছর ধরে মানিক চৌধুরীদের মুদি দোকানের গদি নেই। তিনি বলেন যে, মানিক চৌধুরীর বাবা ও কাকার যৌথ পারিবারিক দোকানে ২০ বছর যাবৎ তিনি ক্রেতা ছিলেন এবং মানিক চৌধুরী সে দোকানে বসতেন। মানিক চৌধুরীর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র যোগাযোগ ছিল না। মানিক চৌধুরীদের দোকানের সাথে তাঁর ব্যবসায়ী লেনদেন ছিল এধরনের কোন দলিলী প্রমাণ তাঁর কাছে নেই। তিনি পুলিশ বা অন্য কাউকে কোন কাগজপত্র দেখাননি।

জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর সনাক্ত করা কাগজপত্রে (আদালতে প্রদর্শিত) মানিক চৌধুরী সাক্ষীর সামনে দস্তখত করেননি।

প্র-আপনাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কি?

উ-চারদিন আগে চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার ওসি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

প্র-এই আদালতে হাজির হওয়ার জন্যে আপনি সমন পেয়েছেন কি?

উ-জী না।

প্র-আপনি কবে ঢাকা এসেছিলেন?
উ-গতকাল সকালের বিমানে।
প্র-আপনার বিমানের টিকেট কে কিনে দিয়েছেন?
উ-আমি নিজে কিনেছি।
প্র-আজকে কোন পুলিশের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে কি?
উ-জী না।
প্র-কালকে হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-আপনাকে কোন কাগজপত্র দেখানো হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি মানিক চৌধুরীর দস্তখত চিনেন না?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ধরে আনা হয়েছে?
উ-একথা সত্য নয়।

এই পর্যায়ে জনাব জুলমত আলী সাক্ষীর হাতে মানিক চৌধুরীর নমুনা হস্তলিপির দস্তখতের (আদালতে প্রদর্শিত) কাগজ দিয়ে দস্তখতটি কার জিজ্ঞেস করলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি দস্তখত কার তা বলতে পাচ্ছেন না।

জিয়াউল হক খান লোদী

স্পেসাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ইনপেক্টর জনাব জিয়াউল হক খান লোদী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারী ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশনামায় তাঁকে এই মামলার তদন্তকারী দলের সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

তিনি কয়েক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং মেজর নাসেরের নিকট থেকে ১৪তম সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে কিছু আলামত আটক করেন। তিনি রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে একটি স্কুটার আটক করেন। এছাড়া মেজর নাসেরের কাছ থেকে তিনি কতগুলো টিএ বিল ফরম এবং কুমিল্লা ও ঢাকা কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি ও দরখাস্তের দুটি রেজিস্টার (আদালতে প্রদর্শিত) আটক করেন।

জেরা

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই দলিলগুলো হাজির করার জন্যে তিনি মেজর নাসেরকে অনুরোধ করেছিলেন। এজন্যে কোন তল্লাশী পরোয়ানা ছিল না।
প্র-মেজর নাসের আপনাকে কেন এসব দলিলপত্র দিয়েছিলেন?
উ-আমি এই মামলার একজন তদন্তকারী অফিসার বলে তিনি জানতেন।

প্র-দলিলগুলো তিনি নিজেই দিয়েছিলেন না আপনি তাঁর কাছে চেয়েছিলেন?
উ-আমি চেয়েছিলাম।
প্র-তিনি কোথায় এসব দলিলপত্র পেয়েছিলেন?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-তাঁর কাছে এসব দলিলপত্র আছে একথা আপনি জানতেন কিভাবে?
উ-তাঁর সাথে আগে যোগাযোগ ছিল বলে।
প্র-হাসপাতালে গিয়ে আপনি রেজিস্টার আটক করতে পারতেন কি?
উ-পারতাম।
প্র-টিএ বিলের ফরমগুলো কোথায় পেলেন?
উ-মেজর নাসেরকে বলে তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি।
প্র-এজন্যে আগে তাঁকে বলেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ। মৌখিকভাবে বলেছি।
প্র-আপনার তৈরী রিকভারী বিলে একথা উল্লেখ করেছিলেন কি?
উ-জী না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর কেস ডায়েরী আছে। কেস ডায়েরীতে তিনি একথা লিখেননি।
প্র-মেজর নাসের তদন্তকারী দলের সদস্য কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-এই মামলার তদন্তকার্যে তাঁর কোন ভূমিকা আছে কি?
উ-আমি তাও জানি না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মেজর নাসেরকে তিনি মেজর বলেই জানেন। তিনি নৌবাহিনীর না সেনাবাহিনীর লোক তা সাক্ষী জানেন না। লেঃ শরীফকে তিনি চিনেন না। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর লেঃ শরীফ নির্যাতন করেছেন বলে এই মামলার বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের অভিযোগ সম্পর্কিত সংবাদ তিনি সংবাদপত্রে পাঠ করেছেন।
প্র-লেঃ শরীফ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রাজারবাগ নিয়েছিলেন–এ সংবাদ আইনি পাঠ করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি এই মামলার অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন কি?
উ-জী না।
প্র-কাউকেও গ্রেফতার করার সময় উপস্থিত ছিলেন কি?
উ-জী না।

প্র-তদন্তকারী দলের সদস্য নিযুক্ত হওয়ার পর মামলা সম্পর্কে আপনি কিছু জানতেন কি?
উ-সেনাবাহিনীর কতিপয় সাবেক ও চাকুরীরত কর্মচারী অন্যদেরকে বিপথগামী ও পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছিল বলে আমাকে বলা হয়েছে।
প্র-কে একথা আপনাকে বলেছেন?
উ-প্রথমে এসপি জনাব মজীদ–এর পর ডিএসপি জনাব আহসানউল্লাহ।
প্র-জনাব এ মজীদ এই মামলার তদন্তকার্যে জড়িত ছিলেন কি?
উ-পনর দিন যাবৎ তিনি এই মামলার তদন্তকার্যের সাথে জড়িত ছিলেন।
প্র-তাঁর কি দায়িত্ব ছিল?
উ-তিনি তদন্তকার্য তদারক করতেন।
প্র-আপনাদের কনফারেন্সে জনাব এ মজীদ যোগ দিতেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনাকে কি নির্দেশনামায় তদন্তকারী অফিসার করা হয় তাতে 'প্রাথমিক তদন্ত' একথা উল্লেখ ছিল কি?
উ-আমার মনে নেই।
প্র-প্রাথমিক তদন্তের বেলায় আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জবানবন্দী নিতে পারেন কি?
উ-জী হ্যাঁ। পারি।
প্র-আপনি অভিযুক্তদের মধ্য থেকে সাক্ষীদের পৃথক করেছিলেন কি?
উ-জী না। আমি যে নয়জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি তাঁরা এখন অভিযুক্ত।
প্র-জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তাঁরা কোথায় ছিলেন?
উ-সেনাবাহিনীর হেফাজতে।
প্র-আপনি যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তাঁরা অভিযুক্ত–একথা আপনি কি করে জানলেন?
এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী কর্তৃপক্ষ, সরকার ইত্যাদি মন্তব্য করার পরে বলেন যে, তিনি তা জানেন না।
প্র-এই ব্যাপারে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-আপনার জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যক্তিদের অভিযোগ উল্লেখ করে কোন রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কত ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে?
উ-পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১(ক) ও ১৩১ ধারায়।
প্র-এই মামলার বিচার অনুষ্ঠানের জন্যে কোন অনুমতির দরকার আছে কি?
উ-আমি তা জানি না।

প্র-একই নির্দেশনামায় আপনি ও জনাব আহসান উল্লাহকে তদন্তকারী অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-মেজর নাসের ও লেঃ কর্নেল শের আলী বাজের সাথে কখন আপনি সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উ-অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করার কোন একসময়ে।
প্র-লেঃ কর্নেল আমীর মোহাম্মদ খানকে আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-তিনি এই মামলায় অভিযুক্ত কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূঁইয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-১৯৬৮ সালের ১৫ই এপ্রিল এবং ৯ই মে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।
প্র-আপনার জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তির জবানবন্দী করেছিলেন বলে আপনার জানা ছিল কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি যে ৯জন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তাঁদের নাম বলুন?
উ-জনাব এ বি খুরশীদ, জনাব দলিলউদ্দিন, জনাব আলী রেজা, জনাব সুলতানউদ্দিন, জনাব আবদুর রাজ্জাক, খান শামসুর রহমান, মেজর শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া ও জনাব ফজলুল হক।
প্র-কার নির্দেশে আপনি এদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-এসপি'র নির্দেশে।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তদন্তকারী দলের সদস্য নিযুক্ত হওয়ার নির্দেশনামা পাওয়ার পর তিনি লেঃ কর্নেল শের আলী বাজের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে ক্যান্টনমেন্টে গেলে তিনি কর্নেল শের আলী বাজের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। কারণ, তাঁর সাথে সাক্ষী কোন আলোচনা করেননি।
প্র-কর্নেল শের আলী বাজ এই মামলার সেনাবাহিনীর তদন্তকার্যের ইনচার্জ একথা আপনার জানা ছিল কি?
উ-তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার পর আমি তা জেনেছি।
প্র-জনাব আলি রেজাকে কতবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-দু'বার এবং অন্যান্যদের একবার করে।
প্র-আপনার আদায়কৃত জবানবন্দী কারও নিকট পাঠিয়েছেন কি?
উ-জী না। সবসময়ে তা আমার নিকট ছিল।

প্র-রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে আপনি কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-জী না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জনাব মহসীনকে তাঁর রাজারবাগস্থ অফিসে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। জনাব মহসীন ঠিকমত জবানবন্দী না করলে তাঁর ব্যবসা বিনষ্ট করা হবে বলে সাক্ষী জনাব মহসীনকে হুমকি দেননি।
প্র-মেজর নাসের আপনার নিকট আলামতগুলো হাজির করেছেন একথা সিজার লিষ্টে উল্লেখ আছে কি?
উ-জী না।
প্র-কোথা থেকে এইসব জিনিস উদ্ধার করা হয়েছিল সিজার লিষ্টে সে কথা উল্লেখ আছে কি?
উ-জী না।
প্র-সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আপনি, জনাব আহসানউল্লাহ ও জনাব সিরাজুল ইসলাম একসঙ্গে গিয়েছিলেন কি?
উ-জী না। ভিন্ন ভিন্নভাবে গিয়েছি।
প্র-আপনাদের কনফারেন্সে কে কে যোগ দিতেন?
উ-জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী, জনাব ইসরাইল, জনাব আবদুস সামাদ তালুকদার।
প্র-এসব কনফারেন্সে কোন সামরিক অফিসার থাকতেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনারা কি করেছেন তা সামরিক অফিসারদের জানাতেন কি?
উ-জী না।
প্র-কোন তারিখে আপনি শেষ সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন?
উ-১৯৬৮ সালের ২০শে মে।
প্র-নয়জন অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া আপনি আর কাকে কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-জনাব মহসীন, জনাব ইনসাফ আলী, জনাব এস ইসলাম, জনাব আবদুল আলী, জনাব মোশারফ হোসেন, স্কোয়াড্রন লিডার এম এইচ চৌধুরী, জনাব জাকির আহমদ, জনাব রাজ্জব হোসেন, জনাব একেএমএ হাই, জনাব গোলাম আহমদ ও জনাব আশফাক মিয়াকে।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ১৯৬৮ সালের ৮ই মে চর্তুদশ ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে জনাব আশফাক মিয়া ও জনাব জাকির আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেজর নাসেরকে আগে অনুরোধ করলে তিনি এদেরকে হাজির করেন।

প্র-মেজর নাসেরকে অনুরোধ করেছিলেন বলে আপনার কোন ডায়েরীতে উল্লেখ করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার অনুরোধ ছাড়াই এদের হাজির করা হয়েছিল?
উ-এ কথা সত্য নয়।
প্র-এই দু'জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে মনস্থির করেছিলেন বলে ডায়েরীতে লিখেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আশফাক মিয়া পিএএফ-এর লোক একথা কেস ডায়েরীতে লেখা আছে কি?
উ-জী না।
প্র-সেসময়ে জনাব জাকির আহমদ আটক ছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না। মুক্ত নাগরিক হিসাবে তিনি আমার নিকট এসেছিলেন।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জাকির আহমদ বিমানবাহিনীর লোক এজন্যে তিনি জাকির আহমদকে হাজির করার জন্যে মেজর নাসেরকে অনুরোধ করেছিলেন। সাক্ষী পরে বলেন যে, জাকির আহমদ তখন বিমান বাহিনীতে ছিলেন না এবং সেসময়ে তিনি অবসরগ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্ল্যান্ট প্রোটেকশন বিভাগে চাকুরী করতেন।
প্র-জাকির আহমদের সাথে সাক্ষাতের আগে আপনি এটা জানতেন কি?
উ-জী না।
প্র-এ কথা কি সত্যি যে, আপনি আশফাক মিয়াকে উইং কমান্ডার বলে উল্লেখ করেছেন?
উ-একথা সত্য ।
প্র-ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্সে আপনি কোন অনুসন্ধান করেছিলেন কি?
উ-জি না।
প্র-জনাব জাকির আহমদ ও জনাব আশফাকের জবানবন্দীর পর আপনি কোন দলিলপত্র আটকের চেষ্টা করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি সেনাবাহিনীর সাহায্য করছিলেন এবং তাঁদের নির্দেশে কাজ করছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, সেনাবাহিনীর অফিসারদের নির্দেশে আপনাকে যা করতে বলা হয়েছে আপনি তাই করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।

প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় আপনি কোন অংশ বাদ অথবা সংযোজন করেছিলেন কি?
উ-জী না।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৮ সালের ১১ই মে তিনি রজ্জব হোসেনের জবানবন্দী রেকর্ড করেন।

খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ এই মামলার তদন্ত শুরু করার আগে এই মামলার কোন কাগজপত্র তিনি দেখেননি। এছাড়া এর আগে এই মামলা সম্পর্কিত কোন জবানবন্দীও তিনি দেখেননি।

জনাব আবদুল্লাহ'র জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ক্যান্টনমেন্টের যে রুমে তিনি থাকতেন সেখানেই সাক্ষী ক্যাপ্টেন শওকত আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেজর হাসান তখন তাঁর সাথে ছিলেন না। তিনি বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, সেদিন জনাব আহসানউল্লাহ, মেজর হাসান ও তিনি ক্যাপ্টেন শওকতকে কোর্টে জেরার জবাব কিভাবে দিতে হবে তার রিহার্সেল দিয়েছেন।

জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জনাব রজ্জব হোসেনকে এই বলে হুমকি দেননি যে, জবানবন্দী না করা হলে তাকে আসামী করা হবে। তিনি বলেন যে, একথাও সত্য নয় যে, তিনি ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়াকে জবানবন্দী করার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করেছিলেন। ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়াকে কে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করেছিলেন তা তিনি জানেন না।

জনাব নূরুল আলমের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি নির্দেশ নেওয়ার জন্যে ক্যান্টনমেন্টে মেজর হাসানের অফিসে যাতায়াত করেছেন একথা সত্য নয়। একথাও সত্য নয় যে, মেজর হাসান তাঁকে ধমক দিলে সাক্ষী আইজি'র কাছে নালিশ করেছিলেন এবং আইজি হোম সেক্রেটারীর মাধ্যমে জিওসিকে একথা জানিয়েছেন। সাক্ষী বলেন যে, মেজর হাসানের উপস্থিতিতে সকল জবানবন্দী রেকর্ড করা হয় একথা সত্য নয়।

সিরাজুল ইসলাম

জনাব সিরাজুল ইসলাম তাঁর সাথে বলেন যে, এক নির্দেশনামায় তাঁকে এই মামলার তদন্তকারী দলের সদস্য করা হয়। তিনি কয়েকজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং কতিপয় কাগজপত্র আটক করেন। তিনি বলেন যে, তিনি চট্টগ্রাম শাজাহান হোটেলের রেজিস্টার, একটি হিলম্যান গাড়ী ও ফিয়াট গাড়ী সম্পর্কিত কতিপয় কাগজপত্র আটক করেন।

এখানেই জনাব সিরাজুল ইসলামের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়। আজ তাঁর জেরা শুরু হবে।

Morning News

7th December 1968

Mujib's petition to be heard on Feb. 4

(By Our High Court Correspondent)

The petition of Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1 in the case of State vs. Sheikh Mujibur Rahman and others challenging the legality of the trial of the case by a Special Tribunal, came up as a listed matter before a Special Bench of the Dacca High Court yesterday.

The Special Bench consisted of Mr. Justice B. A. Siddiky, the Chief Justice, Mr. justice Salahuddin Ahmed and Mr. Justice Abdul Hakim.

It may be mentioned here that earlier this case came up before the Special bench on October 30,1968, and the Special Bench fixed the date of hearing on December 10, 1968. Yesterday Mr. Kamal Uddin Hossain, Deputy Attorney-General of Pakistan, appeared before the Special Bench and made a prayer that the hearing of the case may be fixed on February 4, 1969. The Special Bench was pleased to fix the date of hearing on February 4, 1969.

The petition was moved on behalf of Sheikh Mujibur Rahman before a Division Bench comprising the Chief Justice and Mr. Justice A. Hakim on August 5, 1968, by Mr. Thomas William a Queen's counsel. Upon that petition the Division Bench had issued a rule on the Government of Pakistan and others to show cause as to why the proceedings now pending before the Special Tribunal should not be declared to have been made without any lawful authority.

সংবাদ

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা সংক্রান্ত রীট

৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুনানীর দিন ধার্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের মামলা'র বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া শেখ মুজিবের কৌসুলি মিঃ টমাস

উইলিয়ামস ঢাকা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যে রীট আবেদন পেশ করেন উহার শুনানীর তারিখ পরিবর্তন করিয়া আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ধার্য করা হইয়াছে। ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি,এ,সিদ্দিকী এবং বিচারপতি জনাব সালাউদ্দিন আহমদ ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে এই ডিভিশন বেঞ্চ গঠিত।

ডেপুটি এটর্নী জেনারেল জনাব কামালউদ্দীন হোসেন উক্ত রীট আবেদনের শুনানী পিছাইয়া দেওয়ার জন্য ডিভিশন বেঞ্চে একটি আবেদন পেশ করেন। পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেল জনাব শরীফুদ্দিন পীরজাদা বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মামলার ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় শুনানীকালে উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তারিখ পরিবর্তনের আবেদন জানান। ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিয়া শুনানীর তারিখ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ধার্য করেন।

দৈনিক পয়গাম

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে গতকল্য (শুক্রবার) স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরসহ আরও ৩জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। দিনের মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইন্সপেক্টর আবদুস সামাদ তালুকদারের জেরা অব্যাহত ছিল। আগামী সোমবার অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষ তাহাকে আবার জেরা করিবেন। এছাড়া অধিবেশনের শুরুতে অন্যতম সাক্ষী ইন্সপেক্টর সিরাজুল ইসলামের জেরা শেষ হয়।

গতকল্য যে ৩জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়, তাহারা হইতেছেনঃ পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের সিনিয়র ট্রাফিক অফিসার সাইদুল আলম, রমনা থানার পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর আবদুল খালেক ও ইন্সপেক্টর সিরাজুল ইসলাম।

ইন্সপেক্টর আবদুস সামাদ তালুকদার সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, তিনি কয়েকজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন ও এই মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় দলিল আটক করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দলিলপত্র আটকের ব্যাপারে তিনি অপর কয়েকজন অফিসারের সাহায্য পাইয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের জেরার জবাবে জনাব তালুকদার বলেন যে, তাহার তদন্ত শুরু করার পূর্বে সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মামলা তদন্ত করিয়াছেন কিনা, তাহা তিনি (সাক্ষী) অবহিত নহেন।

ইন্সপেক্টর সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, তিনি রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমান ও মীর্জা রমিজকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

তিনি বলেন যে, তিনি আসামী মানিক চৌধুরীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু চৌধুরকে সামরিক হেফাজতে প্রেরণের পূর্বে রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতরে নির্যাতন করা হইয়াছে কিনা তাহা তিনি জানেন না।

সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, জনৈক কর্ণেল শের আলী বাজ সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের হেফাজতের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, কর্ণেল পূর্ব হইতেই ঢাকায় ছিলেন; তিনি পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আসেন নাই। সাক্ষী বলেন যে, কর্ণেল বাজ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের হেফাজতকারী সামরিক টিমের প্রধান ছিলেন।

আগামী সোমবার ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাদীপক্ষের সাক্ষী পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের সিনিয়র ট্রাফিক অফিসার জনাব সাঈদুল আলম, রমনা থানার এস আই জনাব আবদুল খালেক এবং মামলার অন্যতম তদন্তকারী অফিসার ও ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ইন্সপেক্টর জনাব আবদুস সামাদ তালুকদারের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। জনাব আবদুস সামাদ তালুকদারের জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় গতকাল আদালতের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া গতকাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম তদন্তকারী অফিসার জনাব সিরাজুল ইসলামের জেরা সমাপ্ত হয়।

আগামী সোমবার সকাল ৯টায় পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা মামলার শুনানী শুরু হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোট ২শ' ২৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এরমধ্যে এগারজন একরারী সাক্ষী রয়েছেন।

সিরাজুল ইসলামের জেরা

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি ডাঃ সাঈদুর রহমান ও মীর্জা মোহাম্মদ রমীজকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

প্র-ডাঃ সাঈদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আপনাকে কেউ বলেছিল কি?
উ-জী না। আমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।
প্র-কোন তারিখে আপনি তদন্তকারী অফিসারদের দলে যোগ দিয়েছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারী।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আবার বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর এসপি ডাঃ সাঈদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন।
প্র-ডাঃ সাঈদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আপনার নিকট আগের কোন কাগজপত্র ছিল কি?
উ-জী না।
প্র-সাধারণতঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করার আগেই আপনারা সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কি?
উ-সাধারণ নিয়ম তাই।
প্র-আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই ডাঃ সাঈদুর রহমান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তির জবানবন্দী করেছেন–এটা আপনার জানা ছিল কি?
উ-জী না। পরে আমি তা জেনেছি।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, স্বীকারোক্তির জবানবন্দীতে তিনি যা বলেননি সে ধরনের কিছু আদায় করার জন্যে এবং অন্য কাউকে জড়িত করার জন্যে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের জবানবন্দীর পরও ডাঃ সাঈদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-তদন্তকার্য অনুষ্ঠানের সময় মাঝে-মধ্যে আপনাদের কনফারেন্স হত কি?
উ-জী হ্যাঁ, হত।
প্র-ডাঃ সাঈদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেয়ার সময় আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কিনা তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনার জিজ্ঞাসাবাদের পর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আজ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত ডাঃ সাঈদুর রহমানের জবানবন্দী দেখেছেন কি?
উ-জী না।
প্র-ডাঃ সাঈদুর রহমান ও মীর্জা রমীজকে জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কিত কেস ডায়েরী আপনার ঊর্ধ্বতন অফিসারের নিকট জমা দিয়েছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।

প্র-আপনার একথা জানা ছিল কি যে, আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করার দু'মাস আগেই মীর্জা রমীজ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন?
উ-জী না। জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে ও পরে আমি তা জেনেছি।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মীর্জা রমীজের স্বীকারোক্তির জবাবে বন্দী সম্পর্কে তাঁদের কোন বৈঠকে আলোচনা হয়নি এবং আজ পর্যন্ত তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত মীর্জা রমীজের জবানবন্দী দেখেননি।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মীর্জা রমীজকে হাজির করেছিলেন কে?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-এই মামলার তদন্তকারী অফিসারদের বৈঠকে কি আলোচনা হত?
উ-সংগৃহীত তথ্য আদান-প্রদান হত।
প্র-বৈঠকে কোন অফিসার কি একথা বলেননি যে, ডাঃ সাঈদুর রহমান ও মীর্জা রমীজকে আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে?
উ-জী না।
প্র-তাঁরা আগে জবানবন্দী করেছিলেন কিনা বৈঠকে আপনি তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-ডাঃ সাঈদুর রহমানের উপর অত্যাচার করা হয়েছে–এই অভিযোগে তিনি হোম সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করেছিলেন কি?
উ-আমি তা জানিনে।
এই পর্যায়ে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় মিঃ বি কে সেনকে দাঁড়াতে অনুরোধ করে জনাব আবদুস সালাম খান প্রশ্ন করেনঃ
প্র-আপনি এই মিঃ বি কে সেনকে চেনেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-তাঁর সাথে আপনার কখন এবং কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ-১৯৬৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তিনি যখন আটক ছিলেন ।
প্র-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নেয়ার আগে তাঁকে রাজারবাগ নেয়া হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না। জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি মিঃ বি কে সেনকে ১৯৬৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মিঃ বি কে সেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সেখানে কোন সামরিক অফিসার ছিলেন না। কর্নেল শের আলী বাজের সাথে যোগাযোগ করে তিনি বি কে সেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে হাজির করিয়েছিলেন।
প্র-মিঃ মানিক চৌধুরীকে আপনি চেনেন কি?
উ-জী না।

প্র-মিঃ মানিক চৌধুরী ও মিঃ বি কে সেন কি চট্টগ্রাম শহরের বাসিন্দা?
উ-জী হ্যাঁ।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে চেনেন না। জনাব আমীর হোসেন মিয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি এই মামলায় একজন সাক্ষী এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করেছেন বলে সাক্ষী জানতেন না।

প্র-মিঃ মানিক চৌধুরী ও মিঃ বি কে সেন আওয়ামী লীগের সদস্য একথা আপনি জানেন কি?
উ-জী হ্যাঁ, জানি।
প্র-মিঃ মানিক চৌধুরী ও শেখ মুজিবুর রহমানের যোগসাজস সম্পর্কে নিরপেক্ষ সাক্ষী হওয়ার জন্যে আপনি মিঃ বি কে সেনকে প্রস্তাব করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-জনাব আমীর হোসেন মিয়ার সাক্ষ্য সমর্থন করার জন্যে আপনি মিঃ বি কে সেনকে বলেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি কি মিঃ বি কে সেনকে একথা বলেছিলেন যে, আপনার কথামত সমস্ত না হলে তাঁকে আসামী করা হবে?
উ-জী না।
প্র-কর্নেল শের আলীবাজ কি করতেন?
উ-তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটকের ইনচার্জ ছিলেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মিঃ বি কে সেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তিনি কর্নেল শের আলীবাজের সাথে সাক্ষাৎ করেননি। তিনি মেজর নাসেরের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তিনি মেজর হাসানের সাথে সাক্ষাৎ করেননি। তিনি লেঃ শরীফকে চেনে না।

প্র-আপনি জনাব আনোয়ার হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় জনাব আনোয়ার হোসেনকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-তাঁকে আপনি কখন এবং কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন?
উ-১৯৬৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে।
প্র-আপনি তাঁকে একথা বলেছিলেন কি যে, আপনার কথা শুনলে তাঁকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হবে?
উ-জী না।

প্র-তাঁকে পুনরায় চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়েছে কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-আপনি কোন ভাষায় সাক্ষীকে জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন?
উ-কারও কারও জবানবন্দী ইংরেজীতে এবং কারও কারও বাংলাতে।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জনাব আনোয়ার হোসেনের জবানবন্দী বাংলাতে এবং জামালউদ্দিনের জবানবন্দী ইংরেজীতে রেকর্ড করেছিলেন।

প্র-আপনি তাঁকে ইংরেজী ও বাংলা এর যে কোন ভাষায় জবানবন্দী করার প্রস্তাব করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-বাংলা ভাষাভাষী ব্যক্তির ইংরেজী ভাষায় জবানবন্দী করার নিয়ম আছে কি?
উ-আমি অনেক মামলাতেই এই নিয়মে কাজ করে আসছি।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি সিলেটে একজন বাঙ্গালী এডিসি'র জবানবন্দী ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

প্র-একথা কি সত্য যে, ইংরেজী ভাষায় তাঁদেরকে লিখিয়ে দেয়া হয়েছে বলে আপনি ইংরেজীতে জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-কোন তারিখে আপনি মিঃ মানিক চৌধুরীর জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের ১৫ই এপ্রিল।
প্র-আপনি জবানবন্দী নেয়ার আগে মানিক চৌধুরী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন বলে আপনি জানতেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি তাঁকে একথা বলেছিলেন কি যে, তিনি টাইপ করা জবানবন্দীর ব্যক্তির নাম বলছেন এবং এতে তাঁর ভাল হবে না?
উ-একথা বলিনি।
প্র-মিঃ মানিক চৌধুরীকে আপনি তাঁর নিজকে দোষের মধ্যে জড়িয়ে জবানবন্দী করতে বলেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, নিজকে দোষের মধ্যে জড়িয়ে জবানবন্দী করার জন্যে আপনি মানিক চৌধুরীকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি জনাব আলী আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। মিঃ মানিক চৌধুরী বাংলা ভাষায় জবানবন্দী করেছিলেন।

একথা সত্য নয় যে, তিনি ১৪তম সামরিক হেডকোয়ার্টারে মিঃ মানিক চৌধুরী ও মীর্জা রমীজকে একত্রে বসিয়ে জবানবন্দী নিয়েছিলেন। তিনি জবানবন্দী নেয়ার সময় কোন সামরিক অফিসার সেখানে ছিলেন না।

প্র-জবানবন্দীতে আপনি কিছু সংযোজন বা কিছু বাদ দিয়েছিলেন কি?

উ-জী না।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, কর্নেল শের আলীবাজ জনাব রুহুল কুদ্দুসকে জবানবন্দী করার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন কিনা তিনি জানেন না। একথা সত্য নয় যে, জনাব রুহুল কুদ্দুসকে জবানবন্দী করতে অস্বীকার করলে তাঁকে মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হয়েছে।

জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মিঃ মানিক চৌধুরীকে কখন সামরিক হেফাজতে নেয়া হয়েছিল তা তিনি মানিক চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেননি। এছাড়া সামরিক হেফাজতের আগে তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছিল তাও তিনি মানিক চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেননি।

প্র-মিঃ মানিক চৌধুরীকে কখন গ্রেফতার করা হয়েছিল তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-এই বেসামরিক ব্যক্তিটিকে কেন সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছে তা আপনার উর্ধ্বতন অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

উ-জী না।

প্র-মিঃ মানিক চৌধুরীকে সামরিক হেফাজতে নেয়ার আগে রাজারবাগে নির্যাতন করা হয়েছিল কি?

উ-আমি তা জানি না।

জনাব আবদুল মালেক-এর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, রিসালদার শামসুল হককে মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হয়েছে একথা সত্য নয়।

সাঈদুল আলম

জনাব সাঈদুল আলম তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের সিনিয়ার ট্রাফিক অফিসার। তিনি গোয়ালন্দ ও আরিচা ফেরীঘাট থেকে আটককৃত কতিপয় দলিলপত্র (আদালতে প্রদর্শিত) সনাক্ত করেন।

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৫ সালের পহেলা জানুয়ারী থেকে এসব ফেরীঘাট শিপিং কর্পোরেশনের অধীনে আনা হয়। এর আগে এইসব ফেরীঘাট আইডব্লিউটি-এর অধীনে ছিল। তিনি বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এসব ফেরীঘাট পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের অধীনে আনা হয়।

আবদুল খালেক

রমনা থানার এস আই জনাব আবদুল খালেক আদালতে প্রদর্শিত একটি জিম্মানামা সনাক্ত করে বলেন যে, এই জিম্মানামা রেখে তিনি ইবিএ ৬৯৫ নম্বরের ট্রাকটি জনাব মজিবুর রহমানকে দিয়েছিলেন। তিনি জনাব মজিবুর রহমানকে সনাক্ত করতে পারবেন না।

আবদুস সামাদ তালুকদার

ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ইনসপেক্টর জনাব আবদুস সামাদ তালুকদার তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ঢাকায় এডিএম-এর এক নির্দেশনামায় তাঁকে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার দলের সদস্য করা হয়। এই মামলার তদন্তকালে তিনি কয়েক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং কতিপয় দলিলপত্র আটক করেন। তিনি এসব দলিলপত্র আদালতে সনাক্ত করেন। এছাড়া তিনি তদন্ত কার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে এস আই মোসলেমউদ্দিন ও রিজাউল করিমকে তার সঙ্গে নিয়েছিলেন।

খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিনের জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, সামরিক অফিসারগণ মামলার তদন্ত করেছেন বলে তিনি জানেন না। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট করা জবানবন্দী দেখেননি।

এখানেই জনাব আবদুস সামাদ তালুকদারের জেরা অসমাপ্ত থাকে।

সংবাদ

৯ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আজ ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরারম্ভ

ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর (পিপিআই)।– দুইদিন বিরতির পর আগামীকল্য সকাল হইতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের মামলার শুনানী সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ বেঞ্চে শুরু হইবে।

সংবাদ

১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিস সুপারের জবানবন্দী ও জেরা শুরু

ঢাকা, ৯ই ডিসেম্বর (পিপিআই)।– রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অদ্য মামলার তদন্তকারী টিমের প্রধান স্পেসাল ব্রাঞ্চের পুলিস সুপার জনাব এম, খালেককে হাজির করা হয়।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের জনাব খালেকের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জবানবন্দীর পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব সালাম খান সাক্ষীকে জেরা করিতে শুরু করেন। কিন্তু জেরা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই আগামীকাল সকাল পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

জনাব খালেকের জবানবন্দী গ্রহণের পূর্বে সরকারী সাক্ষী জনাব আবদুস সামাদের পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরা সমাপ্ত হয়।

জনাব খালেক তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন, "আমার নাম এ খালেক, পিতা মৃত মৌলভী আবদুর রশিদ,বয়স ৫৭ বৎসর। আমি স্পেসাল ব্রাঞ্চ পুলিস, ঢাকার একজন স্পেসাল সুপার।

জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেনঃ আমাকে এখন যে চিঠিটি দেখানো হচ্ছে, তদ্বারা ঢাকার এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এম এইচ খান, জনাব এম এ মজিদের স্থলে ৩১-১-৬৮ তারিখে আমাকে এই মামলার তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করেন। আমার কাজ ছিল তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব ও তদারক করা। আমি নিজে কোন জবানবন্দী গ্রহণ করিনি বা নিজে কোন কিছু উদ্ধার করিনি। জনাব এ, মজিদের কাছ থেকে আমি গত ২-২-৬৮ তে দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং ২৮-৫-৬৮ পর্যন্ত তা চালিয়ে যাই। এই মামলায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারামতে গ্রেফতারকৃত কতিপয় ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণের জন্য একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের অনুরোধ জানিয়ে ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের কাছে আমি যে চিঠি পেশ করি, সেটি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি। এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব জি, এম, কাদরী ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক এ কাজের জন্য নিযুক্ত হন।

সাক্ষী বলেনঃ টি,আই প্যারেড অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের অনুরোধ জানিয়ে ১৫-৫-৬৮তে ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের কাছে যে চিঠি পেশ করি এখানে আমি তা দেখছি। এ ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এ, কিউ, চৌধুরীকে নিযুক্ত করা হয়।

ইহার পর সাক্ষী আরও কতিপয় দলিল সনাক্ত করেন। তারপর সাক্ষী বলেনঃ স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিস ও গোয়েন্দা ব্যুরো থেকে যে ১১ কপি পত্রিকা আমি পাই, সেগুলো এখানে দেখছি। এসবের মধ্যে আছে 'পাকিস্তান অবজারভার','মর্ণিং নিউজ', 'আজাদ', 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ', 'ডন' ও 'জং'। এটা দৈনিক 'সংবাদ'-এর একটি রিপোর্টের নির্ভুল অনুবাদ।

ইহার পর সাক্ষী 'আজাদ' ও 'ইত্তেফাক'-এর দুইটি নির্ভুল অনুবাদ সনাক্ত করেন। তারপর বলেন, এসব পত্রিকার সম্পাদক ও ম্যানেজারদের কাছে যাদের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেসব

সংবাদদাতা ও নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের নাম জানতে চাই। কিন্তু খবরগুলো অতি পুরানো বিধায় তাঁরা নামগুলো দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এই নামগুলো না পাওয়াতে এ ব্যাপারে আমি আর এগুতে পারিনি।

সালাম খান কর্তৃক জেরা

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেনঃ যেসব পত্রিকা আমি দেখিয়েছি, সেগুলোতে প্রকাশ প্রাপ্তির তারিখ আছে। এই পত্রিকাগুলো ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সনের মধ্যকার। এ বছরের ফেবরুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত সময়ে আমি এগুলো সংগ্রহ করি। এসব পত্রিকার রিপোর্টারগণকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনী কোম্পানীগুলো বেতন দেন। এসব পত্রিকার কোন অফিসে আমি যাইনি। তাদের সাথে আমি যোগাযোগ করি। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সনের রেকর্ডের ভিত্তিতে ১৯৬৭ অথবা অন্য কোন সনে আমি তাদেরকে এসব রিপোর্টারের খোঁজ দিতে বলিনি।

ইহার পর সাক্ষী এ সম্পর্কে আরও কতিপয় প্রশ্নের জবাবদান করেন এবং বলেন, অভিযুক্ত আজিজুল হকের মাতার অসুস্থতা বা মৃত্যু সম্পর্কিত কোন খবর আমি কোন পত্রিকায় পড়িনি। মাতার মৃত্যুর পর অভিযুক্ত আজিজুল হককে প্যারোলে মুক্তি প্রদান সম্পর্কিত কোন খবর 'দৈনিক সংবাদ'-এ আমি পড়িনি। এই মামলার পক্ষে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী আদালতে উপস্থিত হন বলে কোন খবর আমি পত্রিকায় দেখছি না।

ইহার পরও সাক্ষীকে আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া জেরা করা হয়। কিন্তু জেরা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়।

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

দু'দিন সাপ্তাহিক বিরতির পর গতকাল সোমবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলে মামলার তদন্তকারী অফিসার দলের প্রধান ঢাকার স্পেশাল পুলিশের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট জনাব আবদুল খালেকের সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত হয়। তাঁর জেরা অসমাপ্ত অবস্থায় গতকাল আদালতের কার্যকাল মুলতবী রাখা হয়।

এছাড়া গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার অন্যতম তদন্তকারী অফিসার জনাব আবদুস সামাদ তালুকদারের জেরা শেষ হয়।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির গতকাল তদন্তকারী দলের প্রধান জনাব আবদুল খালেকের সাক্ষ্যগ্রহণ পরিচালনা করেন এবং

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব জুলমত আলী ও জনাব আবদুল মোমেন বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জেরা করেন।

জনাব আবদুস সামাদ তালুকদার

প্র-আপনি অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফতার করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাউকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-কার নেতৃত্বে এই মামলার তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে?
উ-এস পি জনাব আবদুল খালেকের নেতৃত্বে।
প্র-তদন্তকারী অফিসারগণ কার নিকট কেস ডায়েরী দাখিল করেছিলেন?
উ-জনাব আবদুল খালেকের নিকট।
প্র-তদন্তের মূল কেস ডায়েরীগুলো কার নিকট দাখিল করা হয়?
উ-কোর্ট ডি এস পি'র নিকট।
প্র-আপনি জানেন কি যে, গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হয়?
উ-জানি।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলায় এবং কয়েকজনকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।
প্র- ইংরেজীতে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোন নির্দেশ ছিল কি?
উ-জী না। তাঁরা স্বেচ্ছায় ইংরেজীতে জবানবন্দী করেছিলেন।
প্র-জনাব এ বি এম ইউসুফ ইংরেজীতে কথাবার্তা বলেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ, তিনি ভাল ইংরেজী বলতে পারেন।
প্র- ইংরেজীতে বলার জন্যে আপনি তাদেরকে অনুরোধ করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, মাখন লাল ইংরেজী বলতে পারেন না?
উ-একথা সত্য নয় । আমি ইংরেজীতে তাঁর জবানবন্দী রেকর্ড করেছি।
প্র-তাঁদেরকে কখন গ্রেফতার করা হয়েছিল তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-অভিযুক্তদের কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-কয়েকজনকে ক্যান্টনমেন্টে আর বাকীদেরকে তাদের স্ব স্ব রুমে।
প্র-আপনাকে ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার জন্যে বলা হয়েছিল কি?
উ-জী না। এস পি আমাকে মৌখিকভাবে ক্যান্টনমেন্টে যেতে বলেছিলেন।

প্র-ক্যান্টনমেন্টে কার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?
উ-মেজর নাসেরের সাথে।
প্র-তাঁদেরকে একই জায়গায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি?
উ-জী না। বিভিন্ন জায়গায়।
প্র-সেখানে কোন সামরিক অফিসারকে দেখেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-এদের কোন স্বীকারোক্তির জবানবন্দী দেখেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-তাঁদেরকে কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তা কে বলে দিয়েছিলেন?
উ-ডি এস পি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়বস্তু বলে দিয়েছিলেন।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ১৯৬৮ সালের ১৫ই এপ্রিল লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এছাড়া ১৯৬৮ সালের ৯ই মে তিনি তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন।
প্র-তাঁকে দু'বার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কেন?
উ-প্রথমবারে কিছু বাদ পড়েছিল বলে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদ করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়।
প্র-লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেমকে ইতিপূর্বেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী করেছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়েছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-অন্যান্য মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠানো হয় কি?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-এই মামলায় অভিযুক্তদের কাউকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠানো হয়েছিল কি?
উ-জী না। আমাকে শুধু জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্যে বলা হয়েছিল।
প্র-একথা কি সত্য যে, আরও ব্যক্তিকে অপরাধে জড়ানোর জন্যে পুনরায় জবানবন্দী রেকর্ড করতে গিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-প্রথম জবানবন্দীতে লেঃ কঃ মোয়াজ্জম ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লার কথা বলেছিলেন কি?
উ-জী না।

প্র-একথা কি সত্য যে, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহকে অপরাধে জড়ানোর জন্যে আপনি দ্বিতীয়বার লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের জবানবন্দী নিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আজ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের জবানবন্দী দেখেছেন কি?
উ-জী না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত অভিযুক্তদের জবানবন্দীর কপি তারা নিয়ে থাকেন এবং কপি কেস ডায়েরীতে রাখা হয়। কিন্তু লেঃ মোয়াজ্জেমের জবানবন্দীর কপি তিনি নেননি। অথবা কেস ডায়েরীতে রাখেননি।
প্র-একথা কি সত্য যে, অভিযুক্তদের কেউ ইংরেজীতে জবানবন্দী করেননি এবং পূর্ব থেকে তৈরী জবানবন্দীর কপি আপনাকে দেয়া হয়েছে?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-ডাঃ এস এম রবের জবানবন্দীতে তাঁর ঠিকানা কি লিখেছিলেন?
উ-স্যার সলিমুল্লাহ কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর বলে লেখা আছে।
প্র-একথা কি সত্য যে, এই ঠিকানা আপনি টেলিফোন ডাইরেক্টরী থেকে নিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি তাঁর জবানবন্দী নেয়ার সময় তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের প্রফেসর ছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-আপনি কোথায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-তাঁর জিন্নাহ এভিন্যুস্থ চেম্বারে।
প্র-একথা কি সত্য যে, কোন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই মামলার ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস না করে আপনি শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই দলিলটি (আদালতে প্রদর্শিত) তিনি বাবুপুরা ফাঁড়িতে জনাব নোয়াব আলী ড্রাইভারের নিকট থেকে আটক করেন। কেস ডায়েরীতে একথা উল্লেখ আছে। কিন্তু সিজার লিষ্টে তা উল্লেখ নেই। তিনি জনাব নোয়াব আলীর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। জনাব নোয়াব আলী তখন ডাঃ নঈমুর রহমানের বাড়ীতে থাকতেন। ১৯৬৮ সালের ৩রা এপ্রিল জনাব নোয়াব আলীকে তিনি একবার রাজারবাগ এস বি অফিসে ডেকেছিলেন। এ কথাও সাক্ষী তাঁর কেস ডায়েরীতে লেখেননি।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি তাঁকে আপনার ইচ্ছামত জবানবন্দী দিতে চাপ সৃষ্টি করে বাধ্য করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি তাঁকে আগে থেকে তৈরী একটি জবানবন্দী দিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-সাক্ষী ও অভিযুক্তদের জবানবন্দী থেকে কোন অংশ বাদ দিয়ে অথবা কিছু যোগ করে জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন কি?
উ-জী না।

জনাব আবদুল মোমেনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালে জনাব রুহুল কুদ্দুসের পরিবার ১৮ নম্বর ধানমন্ডী রোডে থাকতেন কিনা তিনি জানেন না। ১৯৬৮ সালে তাঁরা সেখানে থাকতেন। এর আগে তাঁরা কোথায় থাকতেন সাক্ষী তাঁদেরকে তা জিজ্ঞেস করেননি।

১৯৬৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জনাব রুহুল কুদ্দুসকে তাঁর বাড়ী থেকে ডেকে সেক্রেটারিয়েটে নিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিনা সাক্ষী তা জানেন না।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তদন্তকারী অফিসারদের দলে যোগদানের পর এই মামলা সম্পর্কে তিনি জানতে পেরেছেন। মুন্সী আবদুর রাশেদ মামলার তদন্তকারী দলে ছিলেন। তিনি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি বলে সাক্ষী জানান।
প্র-সেনাবাহিনীর অফিসারগণ এই মামলার প্রাথমিক তদন্ত করেছিলেন বলে আপনি জানেন কি?
উ-জী না।
প্র-কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ এর আগে এই মামলা তদন্ত করেছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ডিরেক্টর জনাব রিজভী ও ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব সফদার এই মামলার তদন্তকার্যে কিছু করেছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-আপনাদের তদন্তের আগে কর্নেল শের আলীবাজ এই মামলার তদন্ত করেছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি সংবাদপত্রে এই মামলার শুনানীর বিবরণ পড়েছেন এবং অভিযুক্তদের কেউ কেউ তাঁদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন একথাও সংবাদপত্রে তিনি দেখেছেন।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনারা নয় সেনাবাহিনী মামলার তদন্তকার্য অনুষ্ঠান করেছে?

উ-একথা সত্য নয়।

জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি পুলিশের আইজি'র নিকট থেকে তাঁর তদন্তকারী সদস্যরূপে নিয়োগের পত্র পেয়েছিলেন। যে সময় তিনি মুন্সীগঞ্জে মোতায়েন ছিলেন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে টেলিফোনে তাঁকে ঢাকা আসতে বলা হয়। ঢাকা এসে তিনি আইজি'র অফিসে গিয়েছিলেন এবং সেখানে এস পি মজিদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জনাব মজিদ তাঁকে জানান যে, তিনি (সাক্ষী) এই মামলার তদন্তকারী অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন। এর একদিন পর জনাব মজিদের সাথে তাঁর আবার সাক্ষাৎ হয় এবং সেদিনই তিনিই তদন্তকারী দলের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সালের ২৯ শে এপ্রিল তিনি তাঁর কেস ডায়েরী সমাপ্ত করেন।

আবদুল খালেক

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তকারী অফিসার দলের প্রধান জনাব আবদুল খালেক তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ঢাকার এডিএম-এর এক নির্দেশনামায় জনাব এম এ মজিদের স্থলে তাঁকে এই মামলার তদন্তকারী প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তদন্তকার্যে নিযুক্ত অফিসারদের কার্য পরিচালনা ও সুপারভাইজ করাই তাঁর দায়িত্ব ছিল। তিনি কাউকে গ্রেফতার করেননি বা মামলা সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র আটক করেননি। সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি তদন্তের ভার নেন এবং ১৯৬৮ সালের ২১শে মে পর্যন্ত তদন্তকার্য পরিচালনা করেন।

তিনি বলেন যে, তিনি এই মামলার অভিযুক্তদের জবানবন্দী রেকর্ড করা টি আই প্যারেড অনুষ্ঠান ও নমুনা হস্তলিপি রেকর্ড করার জন্যে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট জনাব জি এম কাদরী, জনাব এ কিউ চৌধুরী ও জনাব আফসারউদ্দিনকে এসব কাজে নিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি অভিযুক্তদের কয়েক ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পত্র লিখলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এস খানকে নিয়োগ করেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তির জবানবন্দী নমুনা হস্তলিপি রেকর্ড, টি আই প্যারেড ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। সাক্ষী এতদসংক্রান্ত চিঠিপত্র আদালতে পেশ করেন। এছাড়া তিনি নমুনা হস্তলিপি উদ্ধার করা কাগজপত্রসহ হস্তলিপি বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রেরণ করেন।

তিনি বলেন যে, তিনি এই মামলা সংক্রান্ত তাঁর রিপোর্টের কপি (আদালতে প্রদর্শিত) ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠান।

জনাব আবদুল খালেক তাঁর পক্ষে বলেন যে, বাদীপক্ষের অনুরোধে তিনি এই মামলা সংক্রান্ত কতিপয় তথ্য জানার জন্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখেন।

এই পর্যায় জনাব আবদুল খালেক ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখের পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক আজাদ, মর্নিং নিউজ, ডন ও জং পত্রিকার কয়েকটি সংস্করণ আদালতে পেশ করতে গেলে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর ৩২ (২) ও ১১ ধারাসহ কতিপয় ধারার উল্লেখ করে বলেন যে, এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের স্টাফ রিপোর্টার ও বার্তা পরিবেশকদের পাওয়া না গেলেও রিপোর্টে বর্ণিত ঘটনা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল ও জনাব আবদুস সালাম খান এতে আপত্তি উত্থাপন করলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন যে, এই আইনগত প্রশ্নে দু'পক্ষের যুক্ততর্ক শুনানী পরে অনুষ্ঠান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কাগজগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। আদালত বিবাদীপক্ষের আপত্তি নোট করে সংবাদপত্রগুলো গ্রহণ করেন।

অতঃপর বাদীপক্ষের সাক্ষী জনাব আবদুল খালেক বলেন যে, এইসব খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টগুলোর সংশ্লিষ্ট স্টাফ রিপোর্টার ও সংবাদদাতাদের নাম-ঠিকানা সরবরাহের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট পত্রিকা সম্পাদক ও ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু পুরানো রিপোর্ট বলে এসব রিপোর্টারদের নাম-ঠিকানা পাওয়া যাবে না বলে তাঁরা সাক্ষীকে জানিয়েছেন। তিনি এতদসংক্রান্ত কাগজপত্র আদালতে পেশ করেন। সাক্ষী এসব রিপোর্টারদের বের করার জন্যে কোন চেষ্টা করেননি। এছাড়া প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট সংবাদের কোন প্রতিবাদও তিনি অন্য কোন সংবাদপত্রে দেখেননি বলে ট্রাইব্যুনালকে জানান।

আবদুস সালাম খান

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ঢাকা স্পেশাল পুলিশের অফিস ও গোয়েন্দা পুলিশের ব্যুরো থেকে এসব সংবাদপত্রের কপি সংগ্রহ করেছেন। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে তিনি এই সংবাদপত্রগুলো সংগ্রহ করেন।

প্র-এই সংবাদপত্র রিপোর্টারগণ কি কোম্পানীর বেতনভোগী?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র অফিসে আপনি নিজে গিয়েছিলেন কি?

উ-জী না। আমি তাঁদের সাথে পত্রালাপ করেছি।

প্র-সংবাদপত্রগুলো কর্মচারীদের বেতন ও আয়কর সংক্রান্ত ব্যাপারে একাউন্ট বই রাখে কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-অভিযুক্ত আজিজুল হকের মাতা রুগ্না বলে সংবাদপত্রে কোন রিপোর্ট পড়েছেন কি?
উ-জী না।
প্র-আজীজুল হকের মায়ের মৃত্যুতে তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়েছে বলে দৈনিক সংবাদে কোন রিপোর্ট দেখেছেন কি?
উ-জী না।
প্র-জনাব হামিদুল হক চৌধুরী এই মামলায় বিবাদীপক্ষের কৌসুলী হিসাবে আদালতে উপস্থিত ছিলেন– এই ধরনের কোন রিপোর্ট পত্রিকায় দেখেছেন কি?
উ-জী না।
প্র-এই মামলা সংক্রান্ত ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারীর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেসনোট সংবাদপত্রে দেখেছেন কি?
উ-এ ব্যাপারের সহিত আমি সম্পর্কিত নই। কারণ আমি ১৯৬৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মামলার তদন্তভার নিয়েছি।
প্র-মামলার তদন্তভার নিয়ে আপনি কি করেছিলেন?
উ-ইতিপূর্বেকার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।
প্র-সংশ্লিষ্ট প্রেসনোটটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি যখন তদন্তের ভার নিলেন তখন মামলার তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল কি?
উ-আমি তা স্বীকার করি না।
প্র-প্রেসনোটে কি বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষ স্বীকার করে জবানবন্দী করেছেন?
উ-আমি তাতে সংশ্লিষ্ট নই এবং তা সত্য বলেও জানি না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করা অভিযুক্তদের কোন জবানবন্দী পাননি। পুলিশের নিকট প্রদত্ত জনাব আমীর হোসেন মিয়া ও জনাব লুতফুল হুদার জবানবন্দী দু'টি তিনি পেয়েছিলেন। সাক্ষী আরো বলেন, তাঁকে তদন্তকারী প্রধান নির্বাচিত করার আগেই মামলার তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা, তা তিনি জানেন না। কারণ তিনি তখন এখানে উপস্থিত ছিলেন না।
প্র-অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কখন সামরিক হেফাজতে নেয়া হয়েছিল?
উ-১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী। তখন থেকেই দেশরক্ষা আইনের হেফাজত শেষ হয়।

প্র-কোন আইনে তাদেরকে সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছিল?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-মামলা সংক্রান্ত আটককৃত দলিলপত্র আপনি কবে পেয়েছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ।
প্র-সেনাবাহিনী মামলার কতদূর তদন্ত করেছিলেন, তা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আপনাকে মামলার তদন্তভার দেওয়ার পর সেনাবাহিনী মামলার তদন্ত অনুষ্ঠান থেকে বিরত ছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-রাজারবাগ এস বি অফিসে সেনাবাহিনীর কোন অফিসারকে কখনও দেখেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-আর্মী এ্যাক্ট কখনো পড়েছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-এই মামলার ব্যাপারে কোন সামরিক অফিসারের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি এই মামলা সংক্রান্ত কোন চার্জশীট দাখিল করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-অন্য কেউ চার্জশীট দাখিল করেছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-এই মামলার কোন এফ আই আর বা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি অভিযুক্তদের কাউকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-গ্রেফতারের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করার আইন আছে কি?
উ-জী হ্যাঁ, আছে।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সামরিক হেফাজতে ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীকারোক্তির জবানবন্দী করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমার পক্ষ থেকে সামরিক অফিসারগণ তাঁদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করেন। মেজর নাসের তাঁদের হেফাজতের প্রধান ছিলেন। তিনি বলেন যে, অভিযুক্তদের মধ্যে কোন কোন

ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে জবানবন্দী করতে চেয়েছিলেন তা জানার জন্যে সাক্ষী কোন তদন্তকারী অফিসারকে অভিযুক্তদের নিকট পাঠাননি।

এখানেই জনাব আবদুল খালেকের জেরা অসমাপ্ত থাকে।

আজ মঙ্গলবার পুনরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হবে।

দৈনিক পয়গাম

১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে গতকল্য (মঙ্গলবার) বাদীপক্ষ আরও ৪জন সাক্ষীকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে হাজির করেন। এই সাক্ষিগণ হইতেছেনঃ করাচী পিআইএ'র ট্রাফিক বিভাগের এষ্টাবলিশমেন্ট ইন-চার্জ জনাব আখলাক হোসেন, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের ট্রেড ডিভিশনের অফিসার ইন-চার্জ জনাব আবদুল হাবিব, চট্টগ্রাম আবহাওয়া অফিসের জনাব মোঃ আনোয়ারুল্লাহ ও ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি এ, কে, এম, আহসানুল্লাহ। জনাব আহসানুল্লাহর জেরা চলাকালেই গতকল্যকার মত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়। অদ্য (বুধবার) অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদী কৌসুলীগণ তাঁহাকে আরও জেরা করিবেন। প্রারম্ভে অন্যতম তদন্তকারী অফিসার আবদুল খালেককে বিবাদীপক্ষ জেরা করেন।

জবানবন্দীদানকালে পিআইএ'র জনাব আখলাক হোসেন বলেন যে,তিনি ১৯৬৫ সালের ২৮শে ও ২৯শে আগষ্টের যাত্রী ম্যানিফেষ্ট দেখিতেছেন। তিনি বলেন যে, পি আই এ'র সাধারণ বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে এই ম্যানিফেষ্ট প্রণয়ন করা হয়। এখানের কপিগুলি মূলতঃ অফিস কপি। মূল কপি একাউন্টস বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তিনি বলেন যে, সেইগুলি দিয়া কি করা হয় তাহা তিনি জানেন না।

বিবাদীপক্ষের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পি আই এ-র রেকর্ড রুম হইতে এই কার্বন কপি আনা হইয়াছে। তবে মেনিফেষ্টোর মূল কপির কি ঘটিয়াছে তাহা জানার জন্য তিনি একাউন্টস অফিসে যান নাই। তিনি বলেন যে, কিছুদিন পূর্বে একজন পুলিশ অফিসার তাহাদের অফিস হইতে এই অফিস কপি আনয়ন করেন। বিবাদীপক্ষের কোন কৌসুলী জনাব আখলাক হোসেনকে জেরা করেন নাই।

পরবর্তী সাক্ষী জনাব আবদুল হাবিব বলেন যে, ১৯৬৬ সালের জুলাই হইতে তিনি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের অফিসার ইন-চার্জ হিসাবে কাজ

করেন। তিনি বলেন যে, অন্যান্য দায়িত্বের সহিত তাহার উপর কর্মচারীদের ছুটির রেজিষ্টারও ছিল। তিনি বলেন যে, আমীর হোসেন করাচীতে তাহার অধীনে চাকুরি করিতেন। সাক্ষী এই পর্যায়ে আমীর হোসেন মিয়ার স্বাক্ষর ও কতিপয় ছুটির দরখাস্ত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন।

বিবাদী কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আমীর হোসেন মিয়া তাহার সম্মুখে ছুটির দরখাস্ত লিখেন নাই। তিনি বলেন যে, কোন কর্মচারী ষ্টেশন ত্যাগ করিতে চাহিলে তাহাকে লিখিতভাবে ডাইরেক্টর জেনারেলের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। তিনি বলেন যে, তিনি (সাক্ষী) ষ্টেশন ত্যাগের অনুমতি দিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, তিনি কখনো আমীর হোসেন মিয়াকে করাচী ত্যাগ করার অনুমতি দেন নাই। পরবর্তী সাক্ষী চট্টগ্রাম আবহাওয়া অফিসের জনাব মোঃ আনোয়ারুল্লাহ জবানবন্দীতে আবহাওয়া অফিসের একটি রিপোর্ট সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করেন। বিবাদীপক্ষের কয়েকজন কৌসুলী তাঁহাকে জেরা করেন।

গতকল্যকার সর্বশেষ সাক্ষী ডি, এস, পি জনাব এ, কে, এম, আহসানউল্লাহ জবানবন্দীতে বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারী ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এই মামলার প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনার ভার বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, ১০ই জানুয়ারী তিনি এই মামলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তাহাকে ডি, এস, পি পদে উন্নীত করা হয়। তিনি বলেন যে, তদন্তকালে তিনি সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন ও কতিপয় দলিল উদ্ধার করেন। এছাড়া মফস্বলে কতিপয় দলিল আটক করার জন্যও তিনি রিকুইজিশন প্রেরণ করেন বলিয়া সাক্ষী জানান।

বিবাদী কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মামলা তদন্ত করিয়াছেন বলিয়া তিনি জানেন না। তিনি বলেন যে, তদন্তকালে বা তাহার পরেও সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মামলা তদন্ত করিয়াছে বলিয়া তিনি (সাক্ষী) জানিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই ট্রাইব্যুনালের নিকট এই ব্যাপারে একটি অভিযোগ পেশ করিয়াছেন একথা তিনি জানেন। তিনি বলেন যে, তিনি সেই অভিযোগ পড়েন নাই। সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের মে মাসে তিনি জানিতে পারেন যে, কয়েকজন আসামী ও সাক্ষী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিয়াছেন।

জনাব আহসানউল্লাহর জেরা চলাকালেই গতকল্যকার মত অধিবেশন মুলতবী ঘোষিত হয়। অদ্য (বুধবার) সকালে আবার শুনানী পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাদীপক্ষের সাক্ষী মেজর এস, বি, রহীম, মেজর এ, এম, চৌধুরী, প্রাদেশিক হেলথ সার্ভিসের অফিসিয়েটিং ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ মোবারক হোসেন ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ইন্‌সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ ইসরাইলের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। জনাব মোহাম্মদ ইসরাইলের জেরা অসমাপ্ত অবস্থায় গতকাল আদালতের কার্যকাল মুলতবী ঘোষণা করা হয়।এছাড়া গতকাল মামলার অন্যতম তদন্তকারী অফিসার ডি,এস,পি জনাব আহসানউল্লাহ'র জেরা শেষ হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

আহসানউল্লার জেরা

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালে ১০ই জানুয়ারী থেকে ১৯ শে জানুয়ারী পর্যন্ত তিনি এই মামলার তদন্তকারী দলের প্রধান ছিলেন। তারপরে জনাব এ,মজিদ ও জনাব আবদুল খালেক মামলার তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত মামলার তদন্তের সাথে জড়িত ছিলেন এবং জনাব মজীদের অধীনে তিনি দু'একদিন মামলার তদন্ত কাজ করেছিলেন। এই দু'দিনে তদন্তকারী অফিসার দলের কোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই দু'দিনে অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিনা তিনি তা জানেন না। এছাড়া তদন্তকারী অফিসারগণ কাউকে গ্রেফতারও করেননি বলে জেরার জবাবে তিনি আদালতকে জানান।

প্র-গ্রেফতারের আগে আপনি জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি?

উ-আমার তা স্মরণ নেই।

প্র-একথা কি সত্য যে, এ দু'জন অফিসারকে আপনি গবর্নর হাউসে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-এই দু'জন অফিসারকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি?

উ-এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোন ধারণা নেই। তবে তাঁদেরকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শুনেছি।

প্র-আপনি এদেরকে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-তাঁদেরকে জেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কে?

উ-আমি তা জানি না।

প্র-জনাব মজিদের অধীনে দু'দিন মামলার তদন্তকার্য করার সময় তাঁর সাথে আপনি মামলার ব্যাপারে কোন আলোচনা করেছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-একথা কি সত্য যে, এই মামলার তদন্তকার্য আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পূরণ করার জন্যে আপনাকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে?

উ-একথা সত্য নয়।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সেনাবাহিনীর জিম্মায় থাকার সময় ১৯৬৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী তিনি জনাব আমীর হোসেন মিয়ার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেন। ঢাকার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস থেকে একটি ব্যাগ আটক করা হয়েছিল বলে তিনি জানেন। তিনি বলেন যে, জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে ১৯৬৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। জেলে সাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেননি।

প্র-আপনি জিজ্ঞাসাবাদের আগে জনাব আমীর হোসেন মিয়ার জবানবন্দী ম্যাজিস্ট্রেট রেকর্ড করেছিলেন কি?

উ-আমি তা জানি না।

প্র-আপনি কোন তারিখে তাঁর জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন?

উ-১৯৬৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী ও ৮ই মে।

প্র-দ্বিতীয়বার কেন আমীর হোসেন মিয়ার নিকট গিয়েছিলেন?

উ-জিজ্ঞাসাবাদ করার বিষয় পরিষ্কার করার জন্যে। এটা আমার কেস ডায়রীতে লেখা আছে।

প্র-জনাব আমীর হোসেন মিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী দেখেছিলেন কি?

উ-আমার সিনিয়র অফিসার জনাব খালেকের টেবিলে দেখেছি। ঘটনাচক্রে আমি তা দেখেছি।

প্র-আপনি যাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন কি?

উ-আমি তা জানি না।

প্র-আপনি জনাব লুৎফুল হুদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-আপনি জানতেন কি যে, ইতিপূর্বে লুৎফুল হুদা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করেছেন?

উ-জী না।

প্র-সেনাবাহিনী এই মামলার তদন্ত করেছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নেয়া হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-অভিযুক্তদের ফটো নেয়া হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-কেস ডায়রী ছাড়া মামলার তদন্তের রিপোর্ট আপনি উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট দাখিল করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-তদন্তের ফলে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের কাকে কাকে অভিযুক্ত করা হবে তা আপনি জানতেন কি?
উ-জী না।
প্র-এ ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-কাকে কাকে অভিযুক্ত করা হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কে নিয়েছিলেন?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-জনাব লুৎফুল হুদাকে একটি ফটোর নেগেটিভ দেয়ার জন্যে কে বলেছিলেন?
উ-আমি নিজে বলেছি।
প্র-আপনি নিজে নেগেটিভটি উদ্ধার করেননি কেন?
উ-জনাব লুৎফুল হুদা স্বেচ্ছায় আমাকে তা দিয়েছিলেন।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ফেনী গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কোন দলিলপত্র আটক করেননি। তাঁর নির্দেশে একজন এস,আই দলিলপত্র আটক করেছিলেন। ফেনী পুলিশ ক্লাবে তিনি ছিলেন এবং সেখান থেকে এস, আইকে কাগজপত্র আটক করার জন্যে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন।
প্র-এস, আই কোন তারিখে আপনাকে আটককৃত দলিলপত্র দিয়েছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী।
প্র-কি কি দলিলপত্র তিনি আপনাকে দিয়েছিলেন?
উ-ডিনোফা হোটেলের একটি রেজিস্টার ও ফেনী ডাকবাংলোর রেজিস্টার।
প্র-ডিনোফা হোটেলের রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট এনট্রিতে ওভার রাইটিং ছিল কি?
উ-আমার তা স্মরণ নেই।
প্র-একথা আপনি কেস ডায়রীতে নোট করেছিলেন কি?
উ-জী না।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান হোটেল রেজিস্টারটি সাক্ষীর হাতে দিয়ে জেরা করলে সাক্ষী বলেন যে, হোটেল রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট এনট্রিতে তিনি 'ওভাররাইটিং' দেখতে পাচ্ছেন। এই 'ওভার রাইটিং' হোটেল ত্যাগের কলামে বলে তিনি আদালতকে জানান।
প্র-ডাক বাংলোর রেজিস্টার আটক করার জন্যে কোন তল্লাশী পরোয়ানা দিয়েছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-ফেনীতে জিনিস আটক করা হবে সেজন্যে কাকে রিকুইজিশন দিয়েছিলেন?
উ-ফেনী থানার ওসিকে।
প্র-রিকুইজিশনের চিঠিতে কি কি জিনিস আটক করা হবে তা লিখেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা আপনার ডায়রীতে লেখা আছে কি?
উ-জী না।
প্র-রিকুইজিশন পাঠিয়েছিলেন বলে কেস ডায়রীতে লেখা আছে কি?
উ-জী না।
প্র-আপনি ফেনীতে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-চৌকিদার আবদুল ওহাব ও হোটেল ম্যানেজার রুহুল আমীনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।
প্র-তাঁদেরকে টি আই প্যারেডে হাজির থাকার উদ্দেশ্যে ঢাকা আসার জন্যে বলেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, জনাব রুহুল আমীনকে হোটেল রেজিস্টার নিয়ে থানায় উপস্থিত হওয়ার জন্যে আপনি বলেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের বাড়ী তল্লাসী করার জন্যে আপনি রিকুইজিশন দিয়েছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ। অস্ত্রশস্ত্র থাকলে আটক করার জন্যে রিকুইজিশন দিয়েছি।
প্র-এজন্যে তল্লাসী পরোয়ানা নিয়েছিলেন কি?
উ-লালবাগ থানার পুলিশকে তল্লাসী পরোয়ানা নিতে বলেছি।
প্র-জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের কোন ডায়রী আপনি দেখেছিলেন কি?
উ-আমার তা স্মরণ নেই।
প্র-আপনি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির নমুনা হস্তলিপি নিয়েছিলেন কি?
উ-জী না।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার উপস্থিতিতে লেঃ শরীফ ও লেঃ সামীম কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখতে বাধ্য করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য মেজর হাসানের অফিস থেকে আপনি ক্যাপ্টেন আলীমের টাইপ করা জবানবন্দী নিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনার বিরুদ্ধে জিওসি'র নিকট কেউ নালিস করেছিলেন কি?
উ- আমি তা জানি না।
প্র-আপনি যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তাঁদেরকে কে এবং কবে গ্রেফতার করেন তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনারা সেনাবাহিনীর অফিসারদের নির্দেশ ও ইচ্ছামত তদন্ত করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, আগের জবানবন্দী সংসোধন করার জন্যে আপনারা তদন্ত করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে আগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কিনা তা তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেননি। এছাড়া এ ব্যাপারে তিনি কোন চেষ্টাও করেননি। জনাব মান্নাফ আমীর হোসেন মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাঁর জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন কিনা তা তিনি জনাব মন্নাফকে জিজ্ঞেস করেননি।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার সমর্থনে জনাব আমীর হোসেন মিয়া জনাব রুহুল কুদ্দুসকে এই মামলায় মিথ্যা জড়িয়েছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, কর্ণেল শের আলী বাজের কথামত জবানবন্দী করতে অস্বীকার করায় জনাব রুহুল কুদ্দুসকে মিথ্যা এই মামলায় জড়ানো হয়েছে?
উ- এ কথা সত্য নয়।

জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব আবদুল খালেকের রিপোর্ট পেশের পরে কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিনা তিনি জানেন না। জনাব আলী রেজাকে রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছিল কিনা তিনি তা জানেন না।

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর বাড়ী বরিসালে ক্যাপ্টেন নজমুল হুদার বড় ভাই জনাব কে এম, হুদার বাড়ীর

পার্শ্বে। তিনি এই মামলার তদন্তকারী অফিসার নিযুক্ত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন হুদার পরিবারের কোন সদস্যের সাথে সাক্ষী সাক্ষাত করেননি। এছাড়া সাক্ষী এদের কাউকে তাঁর ঢাকা অফিসে ডেকে পাঠাননি।
প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৮ সালের ১৫ই এপ্রিল লেঃ শরীফের সাথে সেনাবাহিনীর হেফাজতে আপনি ক্যাপ্টেন হুদার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, পূর্বের জবানবন্দী থেকে বিচ্যুৎ না হবার জন্যে আপনি ক্যাপ্টেন হুদাকে হুমকি দিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-তাঁর পূর্বের জবানবন্দীতে অটল থাকার জন্যে আপনি ক্যাপ্টেন হুদার পরিবারের সদস্যদের দিয়ে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন কি?
উ-জী না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব লুৎফুল হুদার জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্যে তিনি মাত্র একবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ২৭ শে জানুয়ারী ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে সাক্ষী জনাব লুৎফুল হুদার জবানবন্দী রেকর্ড করেন।
প্র-আপনার আগের অন্য কোন পুলিশ অফিসার জনাব লুৎফুল হুদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-জনাব লুৎফুল হুদা গ্রীন স্কোয়ার থেকে মালীবাগে বাসা বদল করেছিলেন কি?
উ-আমি জানি না।
প্র-একথা কি সত্য যে, জনাব হুদা মালীবাগে পুলিশের নজরে ছিলেন?
উ-আমি জানি না।
প্র-পুলিশের নজরে রাখার জন্যে তাঁকে মালীবাগে আনা হয়েছিল কি?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, অন্যান্যদের কথার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্যে জনাব লুৎফুল হুদার জবানবন্দী বারবার পরিবর্তন করা হয়েছিল?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, লেঃ শরীফ মেজর হাসান ও জনাব ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে আপনি ১৪তম আর্মী হেডকোয়ার্টারে প্রায় যাতায়াত করতেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি শুধু সেনাবাহিনীর কথায় সায় দিয়েছিলেন মাত্র।
উ-একথা সত্য নয়।

জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই মামলার তদন্তকালে তিনি মিঃ মানিক চৌধুরী ও মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেনের সাথে সাক্ষাত করেননি। তদন্তকারী দলের কোন সদস্য সাক্ষাৎ করেছিলেন বলেও তাঁর স্মরণ নেই। এই দু'টি নাম সম্পর্কে তিনি শুনেছেন। কখন শুনেছিলেন তা তাঁর মনে নেই। এই মামলার তদন্ত উপলক্ষে তিনি চট্টগ্রাম যাননি।

জনাব আবদুল্লাহর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মামলার তদন্তকালে সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষ থেকে দরকারী তথ্য পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেননি। ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়ার সাথে সাক্ষী ১৪তম আর্মী ডিভিশন মেসে সাক্ষাৎ করেননি।

জনাব নূরুল আলমের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি এই মামলার কয়েকজন সাক্ষী জোগাড় করেছিলেন একথা সত্য নয়। সাক্ষী বলেন যে, একথাও সত্য নয় যে, সেনাবাহিনীর নির্দেশে এবং মেজর হাসানের উপস্থিতিতে তিনি অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেছেন।

মেজর এস বি রহিম

ঢাকা কম্বাইন্ড মিলিটার হসপিটালের মেজর এস, বি, রহীম আদালতে প্রদর্শিত একটি রেজিস্টার সনাক্ত করে বলেন যে, এই রেজিস্টারটি হাসপাতালে রোগী ভর্তি ও বের করার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

জনাব জহিরুদ্দিনের জেরার জবাবে তিনি বলেন যে, কম্বাইন্ড মিলিটারী হসপিটাল থেকে বের হয়ে যেতে হলে ওয়ার্ড অফিসারের অনুমতি নিতে হয়। রোগী যদি অফিসার হন তবে তাঁকে বাইরে যাওয়ার মৌখিক কারণ দর্শাতে হয়। স্টেশন ত্যাগ করতে হলে কমান্ডিং অফিসারের অনুমতি নিতে হয়। তিনি বলেন যে, কুমিল্লা কম্বাইন্ড মিলিটারী হসপিটাল থেকে ঢাকা কম্বাইন্ড হসপিটালে বদলী হয়ে আসতে হলে মুভমেন্ট অর্ডার নিতে হয়।

মেজর এ এম চৌধুরী

কুমিল্লা কম্বাইন্ড মিলিটারী হসপিটালের মেজর এ এম, চৌধুরী তাঁদের হাসপাতালের একটি রেজিস্টার সনাক্ত করেন এবং বলেন যে, এই রেজিস্টারটি হাসপাতালে রোগী ভর্তি ও বের হবার কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, হাসপাতাল থেকে কোন রোগী বের হয়ে যেতে হলে তাঁকে হয়ত রেজিস্টারে নাম লিখে যেতে হবে। নতুবা অফিসারকে চিরকুট দিয়ে তাতে তাঁর দস্তখত নিতে হবে। এই দু'নিয়মের একটি পালন করা ছাড়া হাসপাতাল থেকে বের হওয়া যাবে না।

ডাঃ মোবারক হোসেন

প্রাদেশিক হেলথ সার্ভিসের অফিসিয়েটিং ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ মোবারক হোসেন বলেন যে, তিনি এই ফাইলটি (আদালতে প্রদর্শিত) নিয়ে এসেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট জনাব কামালউদ্দিন ও জনাব সুলতান উদ্দিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দিলে ডাঃ গোলাম কিবরিয়াকে চেয়ারম্যান এবং ডাঃ এস এম, রব, ডাঃ এ এফ খান, ডাঃ মিসেস ফরহান হোসেন ও ডাঃ এস এম, হককে নিয়ে একটি বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ড জনাব কামালউদ্দিন ও জনাব সুলতানউদ্দিনকে পরীক্ষা করেন। বোর্ডের রিপোর্ট প্রাদেশিক হেলথ সেক্রেটারীর নিকট পাঠান হয়েছে বলে তিনি আদালতকে জানান।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ তাঁকে জেরা করেননি।

জনাব ইসরাইল

ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ইন্সপেক্টর জনাব ইসরাইল বলেন যে, তাঁকে ১৯৬৮ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারী এই মামলার তদন্তকারী অফিসার দলের সদস্য নিযুক্ত করা হয়। তিনি কতিপয় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এছাড়া জনাব জি এম, কাদরী, জনাব আফসারউদ্দিন ও জনাব এ, কিউ, চৌধুরী এই তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নমুনা হস্তলিপি গ্রহণ করে গোয়েন্দা বিভাগের সংশ্লিষ্ট এমপি'র নিকট পাঠিয়েছিলেন। জনাব এ কিউ চৌধুরী, টি আই প্যারেড অনুষ্ঠান করেন। এছাড়া জনাব খালেকও কতিপয় নমুনা হস্তলিপি বিশেষজ্ঞদের নিকট পাঠিয়েছিলেন।

খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিনের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁদের তদন্ত অনুষ্ঠানের আগে সেনাবাহিনী তদন্ত করেছিলেন কিনা জানেন না। এ ব্যাপারে তিনি কিছু শোনেননি বলে আদালতকে জানান।

এখানেই জনাব ইসরাইলের জেরা অসমাপ্ত থাকে।

সংবাদ

১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

আরও ৪জনের সাক্ষ্য গ্রহণ

ঢাকা, ১১ই ডিসেম্বর (পিপিআই)।– রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অদ্য আরও ৪ জন নূতন সরকারী সাক্ষীকে হাজির করা হয়।

যেসব সাক্ষীকে আজ হাজির করা হয় তাঁহারা হইতেছেন ঢাকা কম্বাইণ্ড সামরিক হাসপাতালের মেজর এস,বি,রহিম, কুমিল্লা কম্বাইণ্ড সামরিক হাসপাতালের মেজর এ,এম, চৌধুরী, পাকিস্তান সরকারের ডেপুটি ডাইরেক্টর অব হেল্‌থ সার্ভিস ডাক্তার মোবারক হোসেইন ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ ইসমাইল।

পূর্বাহ্নে অন্যতম সরকারী সাক্ষী স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি এস পি জনাব আহসান উল্লাহর অসমাপ্ত জেরা সমাপ্ত হয়। অদ্য বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলি জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব জহিরুদ্দীন, জনাব জুলমত আলী, জনাব আবদুল্লাহ ও জনাব নূরুল আলম প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ তাঁহাকে জেরা করেন।

সাক্ষী জনাব ইসমাইলের জেরা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই অদ্যকার অধিবেশন আগামীকল্য সকাল পর্যন্ত মুলতবী হইয়া যায়।

দৈনিক পয়গাম

১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে গতকল্য (বুধবার) বাদীপক্ষ আরও ৩জন নূতন সাক্ষীকে হাজির করেন। এই সাক্ষিগণ হইতেছেনঃ সি, এম, এইচ কুমিল্লার মেজর এ, এম, চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ মোবারক হোসেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ ইন্সপেক্টর ও এই মামলার অন্যতম তদন্তকারী অফিসার জনাব মোঃ ইসরাইল। এছাড়া ডি, এস, পি আহসানউল্লাহর পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরাও গতকল্য শেষ হয়।

ডি, এস, পি জনাব এ, কে, এম আহসানউল্লাহ জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে বলেন যে, এই মামলার তদন্তের ব্যাপারে তাঁহারা সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে চলিয়াছেন— একথা সত্য নহে। তিনি বলেন যে, তদন্তকার্যে পুলিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা মোতাবেক কাজ করিয়াছে— একথাও সত্য নহে। সাক্ষী বলেন যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মামলার তদন্ত করিয়াছেন কিনা তাহা তিনি জানেন না। বিবাদী কৌঁসুলীর প্রশ্নের জবাবে জনাব আহসানউল্লাহ বলেন যে, তিনি ১৪শ বিভাগের সদর দফতরে গমন করিয়াছেন। তবে তাহা শুধু এই মামলার তদন্তের প্রয়োজনে। তিনি বলেন যে, তিনি প্রায়ই ক্যান্টনমেন্টে গমন করেন নাই।

ডি, এস, পি বলেন যে, প্রথম পর্যায়ে এই বৎসর জানুয়ারী মাসে তিনি কিছুদিন এই মামলার তদন্তের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আবার বলেন যে, এস, পি আবদুল খালেক এই দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এস, পি আবদুল মজিদ তদন্তের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি অবশ্য তদন্তকারী দলের সদস্য হিসাবে কাজ করেন। ডি, এস, পি আহসানউল্লাহ বলেন যে, তদন্তকারী টিমের কোন অফিসার কাহাকেও গ্রেফতার করেন নাই। তিনি বলেন যে, সি, এস, পি, অফিসার জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব

আহমদ ফজলুর রহমানকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি বলেন যে, গ্রেফতারের পূর্বে তিনি উক্ত অফিসারদ্বয়ের সহিত গভর্ণমেন্ট হাউসে গমন করেন নাই।

জনাব আহসানউল্লাহ বলেন যে, তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং এই মামলার ব্যাপারে তাহাকে (আমীর হোসেন মিয়াকে) দুইবার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, স্পেশাল ব্রাঞ্চের এস, পি আবদুল খালেকের টেবিলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত আমীর হোসেন মিয়ার স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি ঘটনাক্রমে দেখার সুযোগ পাইয়াছেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ ইন্সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ ইসরাইল জবানবন্দীতে বলেন যে, ১লা ফেব্রুয়ারী তাহাকে তদন্তকারী দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি বলেন যে, তিনি কয়েকজন সাক্ষীর নমুনা হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়াছেন এবং মতামতের জন্য সি, আই, ডি এস পি'র মাধ্যমে হস্তাক্ষর বিশারদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের প্রশ্নের জবাবে ইন্সপেক্টর মোঃ ইসরাইল বলেন যে, তাহাদের তদন্তের পূর্বে সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মামলা তদন্ত করিয়াছেন কিনা তাহা তিনি জানেন না।

স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের নির্দেশক্রমে স্বাস্থ্য বিভাগ আসামী সুলতানউদ্দিন আহমদ ও কামালউদ্দিন আহমদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করেন।

ডঃ হোসেন বলেন যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ গোলাম কিবরিয়া উভয় বোর্ডেরও প্রধান ছিলেন।

তিনি বলেন যে, বোর্ডের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ঢাকা সি, এম, এইচ ও কুমিল্লা সি, এম, এইচ-এর দুইজন মেজরের সাক্ষ্যও গতকল্য গ্রহণ করা হয়।

অদ্য (বৃহস্পতিবার) সকালে আবার ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ জনাব আবদুল মন্নাফ, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের লিগ্যাল রিমেমব্র্যান্সারের অফিসের এসিস্ট্যান্ট জনাব

এম এ রেজা ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের রিট সেকশনের এসিস্ট্যান্ট জনাব আবুল আহমদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

এছাড়া গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার তদন্তকারী অফিসার দলের সদস্য জনাব মোহাম্মদ ইসরাইলের জেরা সমাপ্ত হয়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জহীরুদ্দিনের জেরার জবাবে বাদীপক্ষের সাক্ষী জনাব মোহাম্মদ ইসরাইল বলেন যে, তাঁরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের এস পি'র নেতৃত্বে এই মামলার তদন্ত করেছেন। মাঝে-মধ্যে তদন্তকারী অফিসারদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। এইসব বৈঠকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাকে কোথা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছে বলে তিনি শুনেননি। তিনি যেসব বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেসব বৈঠকে এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি বলে সাক্ষী আদালতে জানান।

প্র-রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে কোন মিলিটারী অফিসারকে দেখেছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-আপনি এই মামলায় যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তাঁদের গ্রেফতারের তারিখ জানেন কি?

উ-জী হ্যাঁ, জানি।

প্র-তাদের কোথা থেকে গ্রেফতার করা হয় তা জানেন কি?

উ-জী না।

প্র-শেখ মজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে এর আগে আপনি কোন মামলা তদন্ত করেছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-তাঁর বিরুদ্ধে আপনি কোন মামলা দায়ের করেছিলেন কি?

উ-জী হ্যাঁ, একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলাম।

প্র-সে মামলার ফলাফল কি হয়েছিল?

উ-আমি তা জানতে চেষ্টা করিনি।

প্র-সেই মামলাটি, রাজনৈতিক মামলা ছিল কি?

উ-হতে পারে, আমার তা মনে নেই। জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তদন্তকারী দলে যোগদানের পর তাঁর এস পি মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছিলেন। যাদের তখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি সেসব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে সাক্ষীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

প্র-আপনি কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?

উ-সার্জেন্ট শামসুদ্দিনকে।

প্র-কোন তারিখে?

উ-১৯৬৮ সালের ৭ই মার্চ।

প্র-তাঁকে অন্য কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?

উ-আমি তা জানি না।

প্র-আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে ১৯৬৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন কি?

উ-আমি তা জানতাম না। পরে আমি জেনেছি।

প্র-একথা আপনি কখন জেনেছিলেন?

উ-আমার তদন্ত কর্মের শেষ পর্যায়ে।

প্র-আপনি আর কাকে এবং কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?

উ-মিলিটারী হেফাজতে জনাব জালালউদ্দিন আহমদকে।

প্র-তিনি কতদিন যাবৎ সামরিক হেফাজতে ছিলেন, তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?

উ-জী না।

প্র-তিনি এখন কোথায় আছেন জানেন কি?

উ-জী না। জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি এই মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তি নন। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

প্র-আপনার এই উক্তির সমর্থনে কোন কাগজপত্র দেখাতে পারবেন কি?

উ-জী না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সার্জেন্ট শামসুদ্দিনকে তিনি সামরিক হেফাজতে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তাঁকে কতদিন যাবত সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছিল সাক্ষী তাঁকে তা জিজ্ঞেস করেননি। এই দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এটা তাঁর কেস ডায়েরীতে লেখা আছে।

প্র-কোন ম্যাজিস্ট্রেটের দরকার হলে আপনারা কিভাবে তাঁকে যোগাযোগ করেন?

উ-সাধারণত ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে।

প্র-টি আই প্যারেড অনুষ্ঠানের জন্যে সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ কিউ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলেন কেন?

উ-ডেপুটি কমিশনার তাঁকে আগেই একাজে নিয়োগ করেছিলেন।

প্র-আপনি তা কি করে জানলেন?

উ-একটি নির্দেশনামার কপিতে আমি তা দেখেছি।

প্র-সেই নির্দেশনামায় কোন তারিখ ছিল কি?

উ-জী না। সেই নির্দেশনামায় সমস্ত টি আই প্যারেড অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ ছিল।

প্র-সেই নির্দেশনামাটি আপনাকে কে দেখিয়েছিলেন?
উ-আমি তা জানি না। আমার স্মরণ আছে যে, এর আগে টি আই প্যারেডের জন্যে আমি এস বি অফিস থেকে ১০/১২ জন সাক্ষী এনেছিলাম।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সাক্ষীদের তিনি সিগন্যাল মেসে এনে সেখান থেকে টি আই প্যারেড অনুষ্ঠানের জায়গায় পাঠিয়েছিলাম।
প্র-সেই টি আই প্যারেড কোথায় হয়েছিল?
উ-ক্যান্টনমেন্টের জায়গাটি আমি তখন চিনতাম।
প্র-আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-একথা কি সত্য যে, সকল টি আই প্যারেডে আপনি উপস্থিত ছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে ,এস বি অফিসে আপনি সাক্ষীদের সব শিখিয়ে দিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি টি আই প্যারেডের সাক্ষীদের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ফটো পরিচয় করিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি এই মামলার তদন্তে সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল ছিলেন মাত্র?
উ-একথা সত্য নয়।
জনাব জুলমত আলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই মামলার তদন্তের ব্যাপারে অনেকবার তিনি ক্যান্টনমেন্টে গিয়েছিলেন। তিনি লেঃ শরীফ ও মেজর নাসেরের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।
প্র-তাঁদের এই মামলার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-তাঁরা নিজেরা কোন তথ্য আপনাকে সরবরাহ করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-এই মামলার ব্যাপারে তাঁরা তথ্য সরবরাহ করতে পারেন বলে আপনার মনে প্রশ্ন জেগেছিল কি?
উ-জী হ্যাঁ, জেগেছিল।
প্র-আপনি তাহলে তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস করেননি কেন?
সাক্ষী এবার বলেন যে, তাঁর মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি সত্য ঘটনা গোপন করছেন?
উ-একথা সত্য নয়।

প্র-টি আই প্যারেড কোথায় অনুষ্ঠিত হয়–আপনার কেস ডায়েরীতে তা লেখা আছে কি?
উ-জী না।

এম এ রেজা

জনাব এম এ রেজা তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি এই আদালতে একটি ফাইল নিয়ে এসেছেন। এই ফাইলে (আদালতে প্রদর্শিত) মিসেস হাসিনা কামালের রিট আবেদনের কপি, হাইকোর্টের রায়ের নকল, জনাব কামালউদ্দিন ও জনাব সুলতানউদ্দিনের জন্যে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড এবং বোর্ডের রিপোর্ট সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন।

আবু আহমদ

জনাব আবু আহমদ উপরোক্ত রিট আবেদন ও মেডিক্যাল বোর্ড সংক্রান্ত হাইকোর্টের দলিলপত্রের মূল কপি আদালতকে দেখান।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ এই দু'জন সাক্ষীকে জেরা করেননি।

এ মন্নাফ

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ জনাব আবদুল মন্নাফ তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, জনাব আমীর হোসেন মিয়ার নমুনা হস্তলিপির ৪ পৃষ্ঠা কাগজ ও একটি ডায়েরীর হাতের লেখা পরীক্ষা করে রিপোর্ট করার জন্যে তাঁর নিকট পাঠানো হয়েছিল। তিনি এসব পরীক্ষা করে রিপোর্ট (আদালতে প্রদর্শিত) দিয়েছেন। দু'টি আইটেমের মধ্যে প্রথমটির লেখার সাথে জনাব আমীর হোসেন মিয়ার হস্তলিপির মিল আছে । কিন্তু দ্বিতীয় আইটেমটির সাথে জনাব আমীর হোসেন মিয়ার নমুনা হস্তলিপির মিল নেই। তিনি এনলার্জ ফটো করে হস্তলিপি পরীক্ষা করেছিলেন।

খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন হস্তলিপির খুঁটিনাটি ব্যাপারে সাক্ষীকে জেরা করেন। সাক্ষী এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করেননি বলে আদালতকে জানান। এইসব গরমিল মতামত দানের ব্যাপারে মৌলিক বিষয় নয় বলে তিনি আদালতকে জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

মামলার শুনানী ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত মুলতবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আগামী ১৯৬৯ সালের ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

আগামী ২রা জানুয়ারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হলে হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ জনাব কাদেরের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে।

গতকাল পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ২শ' ৩৬জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়। এদের মধ্যে এগারোজন একরারী সাক্ষী রয়েছেন।

Pakistan Observer
13th December 1968
State vs. Majib case
Tribunal adjourned till Jan. 2
(By A Staff Correspondent)

The hearing in the case State versus Sheikh Mujib and Others in the Special Tribunal was adjourned on Thursday till January 2, 1969. Earlier, the Tribunal was expected to go into recess from today (Friday). But as the prosecution has only one listed prosecution witness to produce and recording of his evidence would take a long time, the Chairman of Tribunal announced the adjournment on Thursday. The prosecution might also produce some witnesses who belonged to the Armed Services, after the Tribunal resumes its sitting.

The Chairman of the Tribunal Mr. Justice S. A. Rahman said that examination of individual accused persons would be taken up after recording of evidences of the prosecution witnesses.

The Chairman requested the prosecution counsels to prepare the charges against each of the accused persons showing the relevant part each of them played in the case. For the purpose, the Chairman advised the prosecution to make chart which would simplify the job.

Addressing the defence counsels, the Chairman said that besides being examined by the prosecution the accused persons would be asked a general question as to what they had to state more. In such case the Chairman said that the accused persons should give the reply in writing and that would save time. He said the reply of the accused would be read out in the court.

Before going into recess at five minutes past one, the Chairman greeted all with advance Eid Mobarak and expressed the hope, "we all will meet again hale and hearty after the Eid".

So far 213 witnesses including 11 approvers recorded their evidences. Two witnesses and one approver were declared hostile by the prosecution.

On Thursday, the prosecution produced three new witnesses Mr. A.Mannaf, a handwriting expert who testified the handwriting of approver Amir Hussain, M. A. Mr. Mannaf is attached to the C.I.D. East Pakistan, Dacca. The other two witnesses were Mr. M. A. Reza. Assistant in the office of the Legal Remembrancer and Mr. Abu Ahmed, Superintendent, Writ Section, East Pakistani High Court. The former certified the copy of writ petitions, order of the High Court for setting up of medical boards for examining witness Kamaluddin and accused Sultanuddin and the latter identified the original writ petition and judgment of the High Court with regard to the cases filed on behalf of Kamaluddin and Sultanuddin.

Earlier, the overnight cross-examination of Mr. Israil, Inspector, Special Branch was over.

Replying to a question by Zahiruddin, witness Mr. Israil said that he had not investigated any other case against Sheikh Mujibur Rahman, the number one accused in the present case. He said that he was a complainant in a case against Sheikh Mujib.

However, he said that he did not know the outcome of that case. He said that he did not try to find out what happened to that case.

In reply to another question the witness said that he did not exactly remember, but he might have been a complainant in some other political cases in connection with incidents which took place in Ramna area.

The witness said that he had examined Sergeant Shamsuddin, an accused on March 7, 1968. He said that he did not know whether Shamsuddin was examined before. The witness said that he could come to know later that Shamsuddin made a statement before a Magistarate on February 17, 1968. He said that he did not find that Shamsuddin had already made a statement. But in last part of May, the witness said he could come to learn that he made one statement.

In reply to another question, the witness said that he had examined Jalaluddin it military custody. The witness said that he could later learn that Jalaluddin was not made an accused. The witness said, "he was released."

Replying to a question the witness said that he had no paper to show that Jalaluddin was released. He said, he did not make any note in his diary in this respect.

The witness said that he did not ask any of these two persons whether either of them was ever in judicial custody.

Replying to a question by defence counsel Mr. Julmat Ali Khan, the witness said that he met Major Naser and Lt. Sharif during his visits to the Dacca Cantonment, he said "I did not make any enquiry from them about this case. They did not also give me any information."

In reply to a question by the Court Handwriting Expert. A Mannaf said that he prepared some rough notes showing similarities and dissimilarities in the original and specimen handwriting of approver Amir Hussain Mia during examination.

The witness said that he did not make a detailed report on his examination of the handwriting as he did not want to make the report lengthy.

At one point Mr. Justice M. R. Khan said that the witness should have given the reasons for deriving at a conclusion on the examination of the handwriting in question. He said, "A judgment without reasoning is no judgment."

The witness was examined for a long time on Thursday by the defence counsel Khan Bahadur Naziruddin, the counsel asked the witness many technical questions with regard to the procedures and techniques in examination of a handwriting. The witness was also asked to show similarities and dissmilarities in the specimen and original handwriting of Mr. Amir Hussain Mia. The witness said that in his report he did not mention the characteristics of the handwriting in question. He said, "The sample handwriting is a bit strained."

In reply to a question by defence counsel Mr. Zahiruddin Ahmed, the witness said that Mr. Quraishi was also here in Dacca as a handwriting expert. The witness said that he could not exactly say from where Mr. Quraishi came, "probably he is from West Pakistan", the witness said.

The witness said that he did not know how many handwriting experts worked in this case.

The witness said in reply to another question that supply of standard writing was not essential in all cases. "It is necessary only in cases of conscious sample," he said.

The witness said, now here in his report he mentioned that the specimen was not a conscious writing.

The witness said it was incorrect to say that as a Government employee he gave a perfunctory report in favour of the Government. He also described a suggestion by Mr. Zahiruddin that he was dictated by Mr. Quraishi and prepared the report according.

সংবাদ

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

২রা জানুয়ারী পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী

ঢাকা, ১২ই ডিসেম্বর (পিপিআই)।– মোট ২শত ৩৫ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন অদ্য ২০ দিনের জন্য মুলতবী ঘোষণা করা হয়। আগামী ২রা জানুয়ারী ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

উল্লেখযোগ্য যে, সাক্ষ্যদানকারী মোট ২শত ৬৫ জন সরকারী সাক্ষীর মধ্যে ১ জন রাজসাক্ষীসহ ৪ জন সরকারী সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হয়। ২রা জানুয়ারী ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইলে হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ জনাব আব্দুল কাদেরসহ কতিপয় সামরিক অফিসারকে জেরা করা হইবে। অদ্য ৩ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়।

আসগর খানের আবেদন প্রত্যাখ্যান

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাতকারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে যে আবেদন করিয়াছিলেন কর্তৃপক্ষ তাহা মৌখিকভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আজ স্থানীয় হোটেল সাহবাগে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন যে, আজ বেলা তিনটায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাতকারের জন্য ইতিপূর্বে যে আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে টেলিফোন করিয়া জানান যে, শেখ মুজিবরের সহিত তাহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাতের জন্য তিনি যে আবেদন করিয়াছিলেন কর্তৃপক্ষ তাহার কোন লিখিত জওয়াব দেন নাই এবং কোন লিখিত জওয়াব তাহারা দিবে না বলিয়া জানান। কর্তৃপক্ষ টেলিফোন যোগে তাঁহাকে জানান যে, এ ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে তিনি পুলিস ইন্সপেক্টর জেনারেলের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন তবে কোন অবস্থাতেই তিনি শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইবেন না।

দৈনিক আজাদ

২রা জানুয়ারি ১৯৬৯

বিশদিন বিরতির পর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী অদ্য শুরু

(স্টাফ রিপোর্টর)

আজ বৃহস্পতিবার হইতে কুর্মিটোলার সেনানিবাসের সিগন্যাল মেসে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার শুনানী বিশদিন বিরতির পর পুনরায় আরম্ভ হইবে। এ যাবত দুই শত পঁয়ত্রিশ জন সাক্ষীর (এগারজন রাজসাক্ষী) সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের প্রথমপক্ষের মধ্যে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যদান সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশাকরা যাইতেছে। একজন রাজসাক্ষীসহ মোট চারিজন সাক্ষী এই পর্য্যন্ত বৈরী ঘোষিত হইয়াছে। ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ও অপর চৌত্রিশ ব্যক্তিকে এই মামলার রাষ্ট্রদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। সুপ্রিমকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলা চলিতেছে।

সংবাদ

৫ই জানুয়ারি ১৯৬৯

ন্যাপ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে উদ্বেগ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শনিবার) ঢাকায় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দেশব্যাপী সরকারী নির্যাতন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পূর্ব পাকিস্তানে রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট ও দেশব্যাপী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে ব্যাপক আলোচনার পর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের ষড়যন্ত্র মামলা সহ সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। পাকিস্তান ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের রিপোর্ট শ্রবণ করা হয়।

পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী সভায় পূর্ব দিন রাত্রে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত বিরোধীদলসমূহের ঐক্য প্রশ্নে তাঁহার আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন। সভার কাজ আজ (রবিবার) শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পূর্বাহ্নে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান মাহবুব

আলী, পাঞ্জাব ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক শেখ রফিক আহমদ ও পূর্ব পাক ন্যাপের পীর হাবিবুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

২৯ শে জানুয়ারি ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র মামলা : বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবর রহমানের বক্তব্য : এই মামলা কায়েমী স্বার্থের শোষণ অব্যাহত রাখার একটি ষড়যন্ত্র

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেন, যে নির্যাতন ও নিপীড়ন চলিয়া আসিতেছে, এই মামলা উহারই চরম অধ্যায়। ইহা কায়েমী স্বার্থবাদী শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য বর্ত্তমান শাসকচক্রের একটি ষড়যন্ত্রও বটে। 'পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে আলাদা করার জন্য আমি কখনও কিছু করি নাই। এবং আমি কখনও সশস্ত্র বাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমান বাহিনীর কোন বা অন্য কাহারও সহিত পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই নাই। আমি নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন: শুধুমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালানোর জন্য, আমার এবং আমার পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন ও অসম্মান করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবী অর্থাৎ ৬-দফা কর্মসুচীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে দাবাইয়া রাখার জন্য এবং সকল ক্ষেত্রে বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষা করার জন্যই এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে আমাকে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হইয়াছে।

তিনি বলেন: এই আদালতে আসার পূর্বে আমি কখনও লেঃ কামাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতানউদ্দীন আহমেদ, কামাল উদ্দীন আহমেদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ এবং সশস্ত্র, নৌ ও বিমান বাহিনীর অন্যান্য লোককে দেখি নাই। মন্ত্রী থাকাকালে আমার অফিসিয়াল কাজের মাধ্যমে মেসার্স আহমেদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও কে, এম, শামসুর রহমান-এই তিনজন সি, এস, পি অফিসারকে আমি জানিতে পারি।

ঐ সময় তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে কাজ করিতেছিলেন। তবে, আমি তাঁহাদের সহিত রাজনীতি বা কোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কখনও কোন কথা বলি নাই।

এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন: আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কখনও বিশ্বাস করি না। আমি দেশের উভয় অংশের প্রতি ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম এবং ৬-দফা কর্মসুচীতে উহা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেশের জন্য আমি যা ভাল মনে করি সর্বদাই তা নিয়মতান্ত্রিক সীমারেখার মধ্যে প্রকাশ্যে প্রকাশ করি। তৎসত্ত্বেও শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক আমাকে নির্যাতিত হইতে হয়। এই শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল আমার এবং আমার পার্টির উপর নির্যাতন চালাইয়া পাকিস্তানী জনগণকে, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের উপর তাঁহাদের শোষণ স্থায়ী করিতে চায়। মহামান্য আদালতের সম্মুখে আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন যে, এই মামলায় প্রতিশোধ মূলকভাবে তাঁহাকে জড়িত করা হইয়াছে। তিনি বলেন: ১৯৬৮ সনের ৬ই জানুয়ারী পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযুক্ত হিসাবে ২৮ জনের নামের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, উহাতে আমার নাম ছিল না। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিই স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, তদন্ত প্রায় শেষ এবং মামলাটি অবিলম্বে বিচারে উঠিবে। তিনি আরও বলেন: একটি মন্ত্রী দফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে একজন মন্ত্রী হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিব যে, সংশ্লিষ্ট দলিল ব্যক্তিগত ভাবে যাচাই ও তথ্য সম্পর্কে সন্তুষ্টির পর সংশ্লিষ্ট দফতরের সেক্রেটারী কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইস্যু হইতে পারে না। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইস্যুর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন।

'আমি তাসখন্দ ঘোষণা সমর্থন করি'

শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বক্তব্যের আর এক অংশে বলেন: আমি তাসখন্দ ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলাম, কারণ আমার পার্টি ও আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ উপায়ে হওয়া উচিত। কারণ, আমরা প্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি।

জবানবন্দীর প্রথম অংশে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে তাঁহার ভূমিকার স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ গঠন, ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পার্লামেন্টে তাঁহার সদস্য ও পরে মন্ত্রী হওয়ার কথা, এ সময় গণচীন

সফরকারী পাক-প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দান, নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠনের জন্য কয়েক বৎসর কারাবরণ, সামরিক শাসনের পর গ্রেফতার ও পরে মুক্তি লাভ, ১৯৬২ সনে পুনরায় গ্রেফতার, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন, মিস ফাতেমা জিন্নার সপক্ষে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা, ১৯৬৫ সনে ভারতীয় হামলার নিন্দা ও প্রতিরোধের আহবান, যুদ্ধকালে গভর্ণর হাউসে সর্বদলীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ, পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ঢাকা সফরকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও দেশরক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবী জ্ঞাপন, তাসখন্দ ঘোষণা সমর্থন, সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে যোগদান ও ৬-দফা কর্মসূচী পেশ, আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬-দফা গ্রহণ ও জনমত সৃষ্টি, ১৯৬৬ সনের এপ্রিলে যশোরে গ্রেফতার ও পরে জামিনে মুক্তি লাভ ও পুনরায় গ্রেফতার, সিলেটে প্রেরণ ও পরে জামিনে মুক্তিলাভ এবং জেলগেটে পুনরায় গ্রেফতার ও ময়মনসিংহে প্রেরণ ও পরে জামিনে মুক্তি লাভের পর ঢাকা আগমন, ৮ই মে দিবাগত রাত্রে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৩২ ধারায় গ্রেফতার ও তৎপরবর্তীকালে বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী গ্রেফতার, ৭ই জুনের হরতাল, কারাগারে বিভিন্ন মামলার শুনানী, কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তর ও মানসিক নির্যাতনের শিকার এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরুর পূর্বে কৌঁসুলি জনাব আবদুল সালাম খানের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা বিবৃত করেন।

সংবাদ

৩০ জানুয়ারি ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র মামলা : বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের জবানবন্দী : সহযোগিতা না করিলে শেখ মুজিবের সহিত তাঁহাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রেরণের কথা বলা হয় : স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে আদালতে ভাঙ্গা দাঁত ও কতিপয় দলিল পেশ

রাষ্ট্র বনাব শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের মামলার দুই নম্বর আসামী লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন অদ্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, তিনি নিরপরাধ এবং নির্দোষ। তিনি বলেন, তাঁহাকে প্রতিশোধমূলকভাবে এবং সম্পুর্ণ বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ও তাঁহার উপর যে বিচার করা হয়, উহার প্রতিকার লাভের প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করার জন্য এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে।

লেঃ মোয়াজ্জেম তাঁহার লিখিত জবানবন্দীতে বলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, তিনি পুর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার কোন ষড়যন্ত্রে

লিপ্ত ছিলেন। 'আমি আমার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করিতেছি। এই অভিযোগগুলি মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রণীত।'

তাঁহার জবানবন্দীর সমর্থনে লেঃ মোয়াজ্জেম মহামান্য আদালতের সম্মুখে একটি পে-বুক ও একটি দাঁতসহ কয়েকটি দলিল পেশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁহার উপর পরিচালিত নির্যাতনে দাঁতটি ভাঙ্গিয়া ১৯৬৬ সনের ডিসেম্বরে গ্রেফতারের পর হইতে সংঘটিত ঘটনাবলীর যে বর্ণনা লেঃ মোয়াজ্জেম আদালতে পেশ করেন, উহা ১২ হাজার শব্দ সম্বলিত ২২টি পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী কাগজে লিপিবদ্ধ। লেঃ মোয়াজ্জেম বলেন, রাওয়ালপিণ্ডিতে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় দুইজন কর্ণেল তাঁহাকে ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এই মর্মে একটি বিবৃতি দেওয়ার কথা বলা হয় যে, তিনি শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহাদের দেওয়া কতিপয় নামের ব্যক্তিকে জানেন। তাঁহাকে বিবৃত করিতে বলা হয়, শেখ মুজিবর রহমান আমার সহিত সম্পৃক্ত। তিনি তাঁহার পার্টির সমর্থনে সার্ভিস ও এক্স সার্ভিস ম্যানদের সংগঠিত করিতে বলেন। সংগঠনটি আমার নেতৃত্বে পরিচালিত। আমার সংগঠন ভারতের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইতেছে এবং সময়মত ভারত অস্ত্রশস্ত্রও সাহায্য দিবে।

লেঃ মোয়াজ্জেম বলেন, তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যেন তিনি শেখ মুজিবর রহমান, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এস এম মুর্শেদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী, ডঃ এ মালিক, জনাব শামসুল হক, সিএসপি অফিসার এ এফ রহমান, রুহুল কুদ্দুস, শামসুর রহমান, শফিউল আজম ও সানাউল হক এবং অন্যান্যদের যাঁহাদের নাম তাঁহার মনে নাই, চেনেন কি না।

তিনি বলেন, কর্ণেল হাসান তাঁহাকে বলিতে বলেন যে, তাঁহারা নিঃসন্দেহ যে, শেখ মুজিবর রহমানের রাজনীতি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক আনীত পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও সংহতির পরিপন্থী। যে পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমানকে যে কোন রাজনীতি হইতে নিবৃত্ত করা না হইলে পাকিস্তানের বর্তমান অগ্রগতি করা যাইবে না। এই পর্যায়ে কর্ণেল আমীর টেবিল থাপড়াইয়া বলিয়া উঠেন, 'আমরা শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহার যে কোন সমর্থককে শেষ করিয়া দিব।'

লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম বলেন, তাঁহাকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, তাঁহার অবসর গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর করা হইবে, পুরা পেনশন দেওয়া হইবে এবং অবসরকালে সরকার তাঁহাকে একটি ভাল কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। 'এইসব কিছুর বিনিময়ে আমাকে শুধু শেখ মুজিবর রহমান, তাঁহার বন্ধুবান্ধব অন্যান্য পার্টি কর্মীদের শেষ করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টার

সহযোগিতা করিতে হইবে এবং এইভাবে ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে।' তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা না করিলে অনেকেই উহা করিবে এবং তালিকায় তাঁহার নাম সংযোজিত করার জন্য ঐ লোক বা ঐসব লোককে বলিতে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইবে না। তাঁহাকে আরও বলা হয় যে, শেখ মুজিবর রহমানের সহিত তাঁহাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখীন হইতে হইবে। কর্নেলগণ আরও বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান হয়ত বেসামরিক আদালতে রেহাই পাইবেন কিন্তু সামরিক আদালতে তাঁহার কোন চান্স নাই। - পিপিআই

দৈনিক আজাদ

৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : সোমবার সওয়াল জবাব শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার সওয়াল জবাব আগামী সোমবার শুরু হইবে। গত বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনালের মামলায় অভিযুক্ত ৩৫ ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত হয়। গতকাল শুক্রবার স্বল্পকালের জন্য ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে অভিযুক্তদের জবানবন্দী সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনালের কার্য্যবিবরণী সংশোধন করা হয়। অন্যান্য দিনের ন্যায় গতকালও কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ট্রাইব্যুনালের অপর দুইজন সদস্য হইলেন বিচারপতি জনাব এম আর খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম। আগামী সোমবার বাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদের তাহার সওয়াল জবাব শুরু করিবেন। বাদী পক্ষের সওয়াল জবাব সমাপ্ত হইবার পর বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানসহ বিভিন্ন কৌসুলী সওয়াল জবাব করিবেন। আগামী সোমবার সকাল নয়টায় কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পূনরায় শুরু হইবে।

সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

কনভেনশন লীগ নেতা কর্তৃক শেখ মুজিবের আশু মুক্তি দাবী

অদ্য কনভেনশন মুসলিম লীগের বিদ্রোহী গ্রুপের অন্যতম নেতা জনাব শামসুল হুদা অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি এবং তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। পূর্ব পাকিস্তান

কনভেনশন মুসলিম লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর জনাব হুদা ছাত্রদের দাবী সমর্থন এবং অবিলম্বে তাহাদের শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানান। তিনি সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন। জনাব হুদা কনভেনশন লীগের সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান হইতে গ্রহণের দাবী জানান।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আইএসপিআরের প্রেস রিলিজ : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক গুলিতে নিহত : ফজলুল হক আহত

ইন্টার সার্ভিসেস জনসংযোগ দফতরের তরফ হতে জানান হয়েছে যে, গতকাল ভোরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গুলিবিদ্ধ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক রাত ৯-০০ মিঃ কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ..... রাজেউন)। এপিপি এ সংবাদ পরিবেশন করে। পূর্ববতী খবরে বলা হয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আহত অভিযুক্ত ব্যক্তি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও সার্জেন্ট জহুরুল হক গতকাল সকালে প্রহরীদের পরাভূত করে পালাবার চেষ্টা করলে জখম হন। খবরে প্রকাশ, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক বুকে আঘাত পেয়েছেন। তিনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত না হলেও সন্তোষজনকভাবে তার অবস্থার উন্নতি ঘটছে। চতুর্থশ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু'জন অভিযুক্ত গতকাল সকালে প্রহরীদের আঘাত করেন এবং তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা চালান।

দৈনিক পাকিস্তান

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

পল্টনের বিরাট জনসভায় মওলানা ভাসানীর ঘোষণা : শেখ মুজিবের মুক্তি ও ১১ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবেই

(স্টাফ রিপোর্টার)

ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী গতকাল পল্টন ময়দানের এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেন যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবের মুক্তি ও ছাত্র জনতার মুক্তি সনদ এগার দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সংগ্রাম চলতেই থাকবে। তাঁর এই আহ্বানের সমর্থনে জনতা হাত তুলে আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। মওলানা ভাসানী এক চরমপত্র

হিসাবে ঘোষণা করেন যে, আগামী দু'মাসের মধ্যে এগার দফা বাস্তবায়নে সরকার সম্মত না হলে খাজনা ট্যাক্স আদায় বন্ধ করা হবে। তিনি বলেন, এই দু'মাসব্যাপী সভা, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্র কৃষক শ্রমিক জনতার সক্রিয় আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

শেখ মুজিবুর রহমানের কথা উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী বলেন, মুজিবকে নিয়ে গ্রাম বাংলার সর্বত্র ঘুরেছি এবং ১৯৫৪ সালে স্বৈরাচারী মুসলিম লীগকে খতম করেছি। মুজিবসহ আগারতলা মামলার অভিযুক্তদের ছাড়াতে না পারায় আমরা জহুরুল হককে হারিয়েছি। তিনি শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে দৃঢ় শপথ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, অতীতেও বৃটিশ সরকারের সাথে গোল টেবিল বৈঠক করে দেশের আজাদী লাভ করা যায়নি।

দৈনিক আজাদে

১৯ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

সরকারী লীগ নেতা কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবী

পূর্ব্ব পাকিস্তান পরিষদের কনভেনশন লীগ সদস্য জনাব নিজামুদ্দিন আহমদ অদ্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিকট প্রেরিত এক তারবার্ত্তায় কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মুক্তি দানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রেরিত তারবার্ত্তায় জনাব আহমদ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জনগণের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি আহ্বান জানান। -পিপিআই

সংবাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

মুজিবের মুক্তি : তথাকথিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করার ফলে শেখ মুজিবর রহমানসহ অভিযুক্ত সকল ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব 'আগরতলা মামলা' সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সও বাতিল করে দিয়েছেন। শেখ মুজিবর রহমান বর্তমানে তাঁর ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে অবস্থান করছেন। বেলা দেড়টায় এই খবর পাওয়া যায়। ১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি নং এমআরও ৫৯ (আর) ৬৮ বলে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবের রহমান ও অন্যান্যদের মামলা শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী শুনানী হয়।

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল–

১। শেখ মুজিবর রহমান।
২। লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন।
৩। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান।
৪। সুলতান আহমদ।
৫। নূর মোহাম্মদ।
৬। আহমদ ফজলুর, সিএসপি।
৭। সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ
৮। প্রাক্তন কর্পোরাল আবুল বাশার।
৯। প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দীন।
১০। রুহুল কুদ্দুস, সিএসপি।
১১। সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক।
১২। মিঃ ভূপতিভূষণ চৌধুরী (মাণিক চৌধুরী)।
১৩। মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন।
১৪। সুবেদার আবদুর রাজ্জাক।
১৫। সাবেক হাবিলদার-ক্লার্ক মুজিবুর রহমান
১৬। সাবেক সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক।
১৭। সার্জেন্ট জহুরুল হক (শহীদ)
১৮। সাবেক এ বি মোহাম্মদ খূরশীদ।
১৯। খান এম শামসুর রহমান, সিএসপি।
২০। রিসালদার এ কে এম শামসুল হক।
২১। হাবিলদার আজিজুল হক।
২২। জনাব ফজলুল বারী।
২৩। সার্জেন্ট শামসুল হক।
২৪। মেজর শামসুল আলম।
২৫। ক্যাপ্টেন মোঃ আবদুল মোতালেব।
২৬। ক্যাপ্টেন এম শওকত আলী মিয়া
২৭। ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদা।
২৮। ক্যাপ্টেন এ এম এন নূরুজ্জামান।
২৯। সার্জেন্ট আবদুল জলিল।
৩০। মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী।
৩১। ফাস্ট লেফটেনান্ট এম এম এম রহমান।
৩২। সাবেক সুবেদার একে এম তাজুম ইসলাম।
৩৩। মোহাম্মদ আলী রেজা।
৩৪। ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন
৩৫। ফাস্ট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার : মুজিবসহ সকলের মুক্তিলাভ : কারাগার রাজবন্দী শূন্য

পূর্ব বাংলার মাটিতে অবশেষে বাস্তিল কারাগার ধসিয়া পড়িয়াছে। জনতার জয় হইয়াছে। গণদাবীর নিকট নতি স্বীকার করিয়া দোর্দণ্ড-প্রতাপ সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব বাংলার অগ্নি-সন্তান, দেশগৌরব আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই মামলায় অভিযুক্ত সকলকেই কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে গতকল (শনিবার) মধ্যাহ্নে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আর মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন কৃষক নেতা মণি সিং, আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান ও একমাত্র মহিলা রাজবন্দী মতিয়া চৌধুরীসহ নিরাপত্তা আইনে আটক দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আরও ৩৪ জন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে। প্রদেশের কারাগার কেবলমাত্র গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর কেইই আজ আর বিনা বিচারে আটক নাই।

ফরাসী বিপ্লবের নায়করা যেমন করিয়া একদিন বাস্তিল কারাগার ভাঙ্গিয়া বন্দীদের মুক্ত করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্র-জনতা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। ইতিহাসে নজিরবিহীন এই নিরস্ত্র অভ্যুত্থানের নায়ক ছাত্র-জনতার উদ্ধত রাজরোষ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া স্বৈরাচারী শাসকের কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ও সকল রাজবন্দীকে। অনেক বীরের রক্ত, অনেক বোনের হাহাকার আর অনেক মায়ের অনিরুদ্ধ অশ্রুপিচ্ছিল পথে, বুলেট আর বেয়নেটের উদ্ধত হুংকার আর ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের বিষাক্ত ছোবল উপেক্ষা করিয়া ছাত্র-জনতা, কৃষক-মজুর, শিক্ষক-মধ্যবিত্তের এই জীবনপণ সংগ্রাম সামনে আগাইয়া চলিয়াছে। আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের সকলেই মুক্তি পাইয়া স্ব স্ব পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিলেও ফিরিতে পারেন নাই সার্জেন্ট জহুরুল হক আর ফাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক। সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দী অবস্থায় গত শনিবার প্রহরীর হাতে গুলীবিদ্ধ হইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন এবং ফাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক গুরুতর আহত অবস্থায় কুর্মিটোলার সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, গত শনিবারে কুর্মিটোলায় সার্জেন্ট জহুরুল হক গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হওয়ার পর আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে যে প্রচণ্ড গণ-বিস্ফোরণ হয়, তাহার ধারাক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাসহ রাজশাহীতে ২ জন,

ঢাকায় ৫ জন, নোয়াখালীতে প্রাথমিক স্কুল ছাত্রসহ ৩ জন, কুষ্টিয়ায় ১ জন, খুলনায় ৮ জন ও পাবনায় ২ জন অধিকার সচেতন ছাত্র, শিক্ষক ও মেহনতী মানুষকে প্রাণ দিতে হইয়াছে।

দেশরক্ষা মন্ত্রী জনাব এ আর খান এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করেন যে, দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত জনগণের মৌলিক অধিকারের সহিত সংঘাত এড়াইবার জন্য সরকার ১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) অডিন্যান্সটি বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, এই অর্ডিন্যান্সবলেই শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলিতেছিল।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ সালের ৯ই মে ভোরে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হইয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক থাকেন। ডজন খানেক রাজনৈতিক মামলার আসামী হিসাবে কারাগারে তাঁর বিচারও চলিতে থাকে। পরে ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তাঁহাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসাবে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আটক করা হয়।

নির্ঘণ্ট

অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাঙ্ক ১৮৪, ১৮৫।
অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস ৫৩০।
আওয়ামী লীগ ৬, ৭, ৮, ১৩, ৩২, ৬৫, ১৩৯, ২০০, ২২৪, ২৩৯, ৩৮৬, ৩৮৭, ৫৭৬, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮৬, ৫৮৭।
আই এ ফারুকী ৩৫৭।
আইডব্লিউটিএ ৪০৬, ৪১১, ৪৩৫, ৪৩৭।
আহমদ হোসেন ২৮২, ২৮৪, ২৮৫।
আওলাদ হোসেন মার্কেট ৮৫।
আবদুস সালাম খান ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২১, ৩৩, ৩৭, ৪১, ৪৬, ৫৬, ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৯৬, ১০৭, ১১১, ১১৯, ১২৪, ১৩৭, ১৩৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২১৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩৩, ২৩৮, ২৪৭, ২৪৯, ২৭০, ২৭১, ২৮০, ২৮২, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৭, ২৯৯, ৩১৮, ৩২২, ৩৪৬, ৩৬২, ৩৬৫, ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৯৭, ৪০১, ৪০২, ৪১৫, ৪১৯, ৪২১, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৭০, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮২, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯২, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০৬, ৫১৪, ৫৪২, ৫৪৯, ৫৫৪, ৫৬২, ৫৬৭, ৫৮২।
আবদুস সালাম ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২১, ৩৩, ৩৭, ৪১, ৪৬, ৫৬, ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৮১, ৯৬, ১০৭, ১১১, ১১৯, ১২০, ১২৪, ১৩৭, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২১৫, ২১৭, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩৩, ২৩৮, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৯, ২৭০, ২৭১, ২৮০, ২৮২, ২৮৮, ২৯০, ২৯৩, ২৯৭, ২৯৯, ৩০৪, ৩১৭, ৩১৮, ৩২২, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৬২, ৩৬৫, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৯, ৪২১, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬২, ৪৬৬, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯২, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০৬, ৫০৯, ৫১১, ৫১২, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৪০, ৫৪২, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫৪, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬২, ৫৬৭, ৫৮২।
আবদুস সাত্তার ৩১০, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৬, ৫৩৫।
আবুল হাশেম ২২৬, ২৪৩, ২৪৬, ২৬৭, ৩৩১, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩৫।
আবদুল ওয়াহাব ৩২১, ৩২২, ৩৮০, ৪৫৮, ৪৬৩, ৫৬২।
আবদুল মান্নান ৩৫৩, ৩৬৪, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৭।

আবদুল মন্নাফ ৫৬৮, ৫৭২।
আবদুল খালেক ৩৫৪, ৩৭৫, ৫১৩, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪৬, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৭, ৫৫৯, ৫৬৭।
আবদুল মালেক ১৭, ২১, ১৩২, ১৮৭, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৮, ৩৮৪, ৪১৯, ৫৪৫।
আবুল হোসেন ২৯৫, ২৯৬, ৩০২, ৩৯২, ৪৪১, ৪৪৪।
আবুল বাসার ১২১, ১২৩, ২৬৪, ২৭০, ৩৮৮।
আবুল কালাম ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০১, ৪০৭।
আবদুস সাত্তার চৌধুরী ৫০৬, ৫০৭, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৬, ৫৩৫।
আবদুল জব্বার হাওলাদার ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৯, ৪০০, ৪০২, ৪০৮।
আনোয়ার হোসেন ১৬৫, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৯৯, ২০০, ২০৬, ২১৩, ৩৯৩, ৩৯৬, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৯, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৯০, ৫৪৩।
আবদুর রশীদ ৩৫৪, ৩৬৪।
আতাউর রহমান খান ১৩, ৫৬, ৭৩, ১৩০, ১৩৯, ১৪১, ১৪৭, ১৫৪, ১৬২, ১৬৯, ১৭২, ১৭৭, ১৮২, ২৩৮, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৩, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৭৭, ২৮০, ২৮৫, ৪৩০, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮২, ৪৯৫, ৫৪৯, ৫৬৭।
আতিকুর রহমান চৌধুরী ৪০৯, ৪১১, ৪১৬, ৪২১।
আতহার হারিস ৪১৮।
আশরাফ আলী খান ৮৮, ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০৩, ১০৯, ১২৩, ১২৮, ১৩০, ৪৯৮।
আনিসুর রহমান ৩১৪, ৩৩৫।
আলী আশরাফ মালিক ৩০৩।
আশরাফউদ্দিন আহমদ ২৮০, ২৮২, ২৮৭, ২৮৮, ২৯১।
আমির হোসেন মিয়া ১৩, ১২৮, ১৪১, ১৪৬, ১৬১, ১৬২, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ২৩৮, ২৫৩, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭, ২৯৮, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৭২, ৪৪৬, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৫১৫, ৫৩৪, ৫৪৩, ৫৫৫, ৫৫৮, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬৩, ৫৬৮, ৫৭২।
আমজাদ আলী ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮৪।
আমির আলী ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৮৩।
আমীর মোহাম্মদ খান ৫৩৪।

আহমেদ ফজলুর রহমান ৭, ৩৮, ৪৬, ৫০, ৬৫, ৭৪, ১২৩, ১৩৯, ২৩১, ২৩২, ২৩৪, ২৩৫, ২৪০, ২৪১, ২৫২, ২৫৩, ৩১৫, ৩৪২, ৩৪৯, ৪৫০, ৪৮৭, ৪৯৩, ৫১৯, ৫২০, ৫৬৮, ৫৭৮।
আহমেদুর রহমান ৩৮৩।
আলী রেজা খান ৮৯, ৯০, ৯৫, ১১০, ১১১, ১৩০, ১৯৭, ১৯৮, ২০৮, ২১০, ২১২, ২১৩, ২৬৮, ২৬৯, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৯৯, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬৪, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৮০, ৩৮৮, ৩৮৯, ৪৩২, ৪৩৯, ৪৫৫, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮৫, ৪৮৬, ৫২২, ৫৩৪, ৫৬৩, ৫৮৫।
আলী আহমদ ২৯৮, ৩০৭, ৪৪৮, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৫, ৫৪৪।
আলী অটো মোবাইলস ৮৯, ৯৪, ১১০, ১৩১।
আশরাফ আলী ৮৭, ৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৮, ১০৯, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১২২, ১২৩, ১২৮, ১৩০, ১৯০, ১৯২, ৩১০, ৪৯৮, ৪৯৯।
আহসান উল্লাহ ১৮১, ২৮৩, ৩৭৫, ৪২০, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৪৬, ৫১১, ৫১২, ৫৩৪, ৫৬৭।
আবুল বাসার মোহাম্মদ ইউসুফ ১২১, ১২৩।
আবদুল হাই ১৫৯, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৪, ২৫৭।
আসয়ারুল হোসেন ২২৪।
আফসার উদ্দিন আহমেদ ৪২৯।
আফতাব হোসেন মুন্সী ২৬৪, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০।
আর এ চৌধুরী ২৭৬।
আবদুস সোবহান ৩৩৯, ৩৪১, ৩৫০।
আমিনুদ্দিন ৩৩৯, ৩৫২।
আবিসিনিয়া লাইনস ৩৪১, ৩৪৬।
আয়েশা বেগম ৩৪৭।
আবুল কাশেম ৩৬২, ৩৭২।
আবদুল করিম ২৩০, ৩৬২, ৩৭২।
আমানুল্লাহ ৩৬২, ৩৭২।
আলতাফ হোসেন ১৮৪, ২৭৩, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৮৫।
আল-ফালাহ্ ৪৯৩।
আহসানউল্লাহ ৩৮৫, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৬, ৪৪৫, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৫১০, ৫১৩, ৫৩৩, ৫৩৫, ৫৩৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬৭, ৫৬৮।
আবদুল আলীম ভূঁইয়া ৪৯৫, ৫৩৪।

আবদুস সামাদ তালুকদার ৫৩৫, ৫৩৯, ৫৪৬, ৫৪৯।
আশফাক মিয়া ২০৫, ৫২৯, ৫৩৫, ৫৩৬।
আবদুর রাজ্জাক ২১, ১২৮, ৪৭২, ৪৭৪, ৫০৮, ৫১০, ৫১৬, ৫৩৪, ৫৮৫।
আজিজুল হক ১২৬, ৫৪৮, ৫৮৫।
আখলাক হোসেন ৫৫৭।
আবদুল হাবিব ৫৫৭।
ইন্সপেক্টর সিরাজুল ইসলাম ২৩, ৪১৮, ৪২০, ৫৪০।
ইন্দোর রোড ৫১।
ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ১২৯, ৩০৪, ৩৩১।
ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ৩৯০।
ইস্টার্ন থিয়েটার ৩০৪।
ইস্টার্ন অটোমোবাইল ৪১৬।
ইস্ট পাকিস্তান আন্ডার এলায়েন এক্সপ্লয়টেশন ১৪১।
ইস্ট বেঙ্গল শীপ ট্রেডিং কোম্পানী ৩২৮।
ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স কোম্পানী ৫১১।
ইলিয়াস চৌধুরী ১৮৩, ১৮৪।
ইফতেখার আহমদ ১৮৭।
ইলাকো হাউস ২৩১, ৩৪২, ৩৪৯।
ইউসুফ উদ্দিন আহমদ ৩০৭, ৩১৩।
ইকবাল ওসমানী ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬৬, ৪৬৮।
ইজাজ মোহাম্মদ খান ৫১৮, ৫২২।
ইনসাফ আলী ৫৩৫।
ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স ৫৩৬।
উইং কম্যান্ডার আশফাক ২০৫, ২২৮, ২৩০, ৫২৯।
একরারী স্বাক্ষী ১৭, ১৮, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৪১, ৫০, ৫৩, ৭৩, ৭৪, ৮৬, ১০৭, ১১৯, ১২০, ১২৮, ১২৯, ১৩৩, ১৪০, ১৪১, ১৪৪, ১৫৫, ২২৭, ২৭০, ৩২১, ৪২১, ৪৪৮, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯৪, ৪৯৭, ৫৪০, ৫৭৩।
এবোটাবাদ সেনানিবাস ৪৭৫।
এপিপি ৮, ৩৮২, ৪২৯, ৪৮৭, ৫৮৩।
এ মোমেন ৩৫৯।
এ লতিফ ৩৬২।
এ এস আই মোহাম্মদ ফয়জুর মিয়া ৩৯৩।
এম আর চৌধুরী ৩৯৫, ৩৯৯।

এম এ মাবুদ ৪০৫, ৪১১।
এ কে ফজলুল হক ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২।
এ বি সাঈদ ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬৯।
এ কে এম মোসলেহ উদ্দীন ৪৫৫।
এ কিউ চৌধুরী ৪৪৪, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৫৮, ৪৬২।
এল এ সি হক ৪০।
এস এ সি খান ৪০।
এস এম রব ৩১৬, ৩২৯।
এস এম এ তাহের ৩৩০, ৩৯০।
এস এম আহমদ ৪৩৭।
এল এস সুলতানউদ্দীন আহমদ ১৯, ৪৪, ৮৭, ১২৮।
এল এস নূর মোহাম্মদ ৮৭, ৪৬৯।
এস এ সি মাফুজুল বারী ৪২, ৪৭২।
এ ডি আর রহমান ৫০।
এ্যাঙ্কোরেজ ৮৮।
এ বি এম ইউসুফ ১২১, ৪৪৪।
এ টি এম সামাদ ১২১।
এ বি এম সামাদ ১২২, ১৩৪, ৩৮০, ৪৩৯।
এস এম রমিজ ১৭৫।
এস এম হায়দার ৪১৮।
এস এ এ রিজভী ৪০৯।
এম এ কাইয়ুম ৩৩০।
এম কে আনোয়ার ৪৩৯।
এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের ২৫৩।
এ এফ রহমান ২২৬, ২৬৬।
এম এ করীম ২৮০।
এম এ তাহের ৩৮৩।
এম আবদুল্লা ১৭৪, ২৯৭, ৩৫৩।
এ এ খান আফ্রিদি ৩০৭, ৩১৬।
এ ওয়াজিদ ৩৩৯
এ কে এম শাহাবুদ্দিন ৩৮৫।
এ কে এম আহসানুল্লাহ ৩৭৩, ৫৫৭।
এম এ ওয়াজেদ ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৬।
এম সাঈদ ৩৩৯, ৪৫৮, ৪৬২।

এম আর কুদ্দুস ৩৫৯, ৪৫৩, ৫২০, ৫২১, ৫৪৫, ৫৫২, ৫৫৯, ৫৬৩, ৫৬৭, ৫৭৮, ৫৮১, ৫৮৫।
এস এ কাদির ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৬৪।
এফ এইচ মীর্জা ৩৫৯।
এম এ রেজা ২৭৩, ৪৮৬, ৫৬৯, ৫৭২।
এমদাদ আলী ৫০৫, ৫০৬।
এম ইউ খান ৫০৫, ৫০৬।
এ মজীদ ৫৩৩।
এ বি খুরশীদ ১৬৯, ১৮৭, ৪৬২, ৪৬৯, ৪৭১, ৫০৩, ৫১৫, ৫৩৪।
এস ইসলাম ৫৩৫।
ওয়ারেন্ট অফিসার ওসমানী ২৮, ২৯, ১৪২, ৪৬১।
ওয়াজির আলী গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ ৮৯, ৯৪।
ওয়াপদা ১৪৫, ১৪৬, ১৬০, ১৬১, ১৭১, ১৭৪, ৩৫৬, ৩৬৩, ৩৬৪।
ওমর ফতেহ খান ২৬৪, ২৬৮, ২৭০, ২৭৮, ২৭৯, ৩৩২।
ওয়াজেদ আলী ৩৩০, ৪২০, ৪৩১।
ওয়ালী আহমদ ৩৩৯, ৩৪৮।
কামালউদ্দীন হোসেন ৩০৫, ৫৩৯।
কাফে রাজ ৩০৪।
কামাল হোসেন ২২৪।
ক্যাপ্টেন শামসুদ্দীন ১৪।
ক্যাপ্টেন খুরশীদ ৯৫, ১১০, ১৩০, ৪৭৫, ৫১৬, ৫৮৫।
ক্যাপ্টেন মোতালেব ১৬৪, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৬, ১৯৪, ১৯৯, ২০০, ২০৯, ২৯৮, ৪৪২, ৪৪৫, ৫১৬।
ক্যাপ্টেন নজমুল হুদা ১০৪, ১১৮, ৫০৮, ৫১৫, ৫২৩, ৫৬৩।
ক্যাপ্টেন শওকত আলী খান ৪৭৫, ৪৯৫, ৫০০, ৫০১, ৫৩৪, ৫৩৭, ৫৬৫, ৫৮৫, ৫৯৫।
ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া ৫৩৪।
ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়া ১৪, ৪৯৫, ৫৩৭, ৫৩৪।
কর্পোরাল জামালুদ্দীন আহমদ ১৭।
কর্পোরাল আফতাব ৪০, ৪৯, ৬০, ৭৮।
কর্পোরাল শাহাবুদ্দিন ৪০, ৪৯।
কর্পোরাল খান ৪০, ৪৯।
কর্পোরাল সামাদ ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৫, ১০৮, ১১০, ১২৩, ৪৭৩।
কর্পোরাল আবদুল হাই ১৫৯, ২৪৬, ২৪৯।

কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ১৬, ২০, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪৪, ৫০, ৫৬, ৫৯, ৬৫, ৬৯, ৭৩, ৭৪, ৮৬, ১০৭, ১৪১, ৪৭২।
কর্পোরাল আমীর হোসেন ৫৫, ১৪১।
কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতাল ৫২৮।
কোরাঙ্গী ১৬, ১৮, ১৯, ২৪, ২৫, ২৬, ৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৯, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭।
কোহাট ২১৪, ৪৬০, ৪৭৩।
ক্যাপ্টেন মতিয়র রহমান ৩৮।
কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট ৪০, ৯৯, ১৩৮, ৪১৯, ৫৭৭, ৫৮৭।
কুদরতউল্লা ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৫।
করাচী ইসলামিয়া কলেজ ৭০, ৮৪।
কে জি আহমদ ২৩০, ২৩৩, ২৩৭, ২৫৪, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭১, ৫০৭, ৫১২, ৫১৩।
কে এম পাল ৪৭৯।
কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস ৪৫৯, ৪৬৬, ৫৬০।
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ ৫৫২।
কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ২৬৭।
কামালুদ্দিন আহমদ ১২৮, ১৩৯, ১৪১, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৫, ২৩৭, ২৮৫, ৩০৪, ৩১১, ৩৩১, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৬৯, ৩৭১, ৪৪৪, ৪৪৫, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৭২।
কাজী মেসবাহউদ্দীন ৩৩১।
খন্দকার নাজমুল হুদা ১২৬, ৪৭৫, ৫১০।
খোন্দকার মোশতাক আহমদ ২৫২।
খোকন বড়ুয়া ৩২১, ৩২৭, ৪৫৮।
খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন ১৫, ৭৩, ৮১, ২৮০, ২৯০, ৩২৮, ৪১৯, ৪৫৬, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৬, ৪৯৫, ৫১৬, ৫৭২।
খান বাহাদুর ইসমাইল ১৫, ১৮, ২৯, ৫৬, ৭৩, ১০৬, ১০৭, ১২০, ১২৯, ১৪১, ১৬২, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৭, ১৮২, ১৮৯, ২০০, ২০৬, ২১৪, ২১৭, ২২৯, ২৪০, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৩, ২৭০, ২৭৮, ২৮৫, ২৯৭, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৮, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫২৫, ৫৫৪, ৫৬৭।
খান মোঃ শামসুর রহমান ৬৫, ১৩৯, ১৬৩, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫২, ৪৯১, ৫২৮, ৫৩৪।
খায়রুল হুদা ৩৩১।
খয়রাত আলী ২৬৯, ২৭৩, ২৭৪।

খুরশীদ আলম ২৯৮, ২৯৯, ৩০৮।
গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্প ৮৭, ৩১০, ৩১৪।
গ্রীন স্কোয়ার ৯০, ৯৬, ১১১, ১৮০, ২৯৮, ৩২২, ৩৩৯, ৪৭৭, ৪৮০, ৪৮৪, ৫৬৪।
গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক ৪৫৭, ৪৬৬।
গোলাম মোহাম্মদ ৩১১, ৩১২।
গোলাম মেহেদী ৩৯৩।
গোলাম মোস্তফা চৌধুরী ৩১৩, ৩১৪।
গুল-ই-জওহর ৩৩৯।
গোলাম আহমদ ৮৬, ১০৭, ১০৯, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২৪, ১২৯, ১৪১, ১৪৪, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ৫৩৫।
চৌধুরী জয়নুল আবেদিন ৩৬, ৪৫, ৫০, ৫৯, ৬০, ৪২৭।
চৌকিদার রহমত আলী ২৮১, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭।
চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ২৯৮।
চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থা ৪১৬, ৪২৪, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৫১।
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪১৮, ৪৪৩।
চট্টগ্রাম ক্লাব ৩৯০।
চট্টগ্রাম মোটর কর্পোরেশন ৩৭৩, ৩৭৯।
জাকির আহমদ ১৭, ২১, ২৮, ১৪২, ২১৮, ২১৯, ২৫৪, ৫২৯, ৫৩৫, ৫৩৬।
জালালউদ্দিন ৩১, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১১৪, ১৪১, ১৪২, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৭, ১৮৯, ২২৯, ২৮৬, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০৬, ৫৭০।
জহুরুল হক ৮, ৩৭, ৪৫, ৭২, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৮, ২১৫, ৪৫৭, ৪৬০, ৪৬৬, ৪৭২, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮৫, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬।
জেড এ চৌধুরী ৪০।
জেড এইচ চৌধুরী ৩৮৩।
জেড বি এম বখত ৩২১, ৩২২।
জে টি চৌধুরী ৪৯।
জাহাঙ্গীর রোড ৬৪।
জুলমত আলী ৫৬, ৭২, ৭৩, ১৩১, ১৩২, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৭, ১৫৮, ১৭৭, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৬, ২১৪, ২৪৭, ৩০২, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৮, ৪১৯, ৪২৫, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৪২, ৪৪৮, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৯৫, ৫০১, ৫০৩, ৫০৬, ৫১৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩৭, ৫৪৫, ৫৪৯, ৫৫৩, ৫৬৫, ৫৬৭, ৫৭১।

জহিরুদ্দীন ১৬৮, ১৬৯, ২৭০, ২৭৪, ২৭৯, ২৮০, ২৯১, ৩৫৫, ৩৬২, ৩৮৪, ৩৮৯, ৪০১, ৪২১, ৪২২, ৪২৬, ৪৪৯, ৪৫৩, ৪৬২, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৮২, ৫০৬, ৫৬৭।
জহির বশীর আনসারী ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬২।
জহির ফিসিং এজেন্সি ১৮৪।
জমাদার আখতার হোসেন ১৯৯।
জয়নুল আবেদীন ৪৫, ৬০, ৪২৭।
জমাদার আবদুল গফুর মণ্ডল ১৯৯।
জর্নিস হোটেল ২৭৩।
জাবান উল্লা ২৮৫।
জাহানারা জলিল ৩৬৪।
জহুর আহমদ চৌধুরী ৩৮৭।
জহুর ইলাহী বেগ ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০।
জি এম কাদরী ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৮, ৫০৩, ৫৪৭, ৫৫৩, ৫৬৬।
জিয়াউল হক খান লোদী ৫২৮, ৫২৯, ৫৩১।
জিন্নাহ এভিন্যু ২৮০, ৪৬৬, ৪৮৩, ৫৫১।
টি হোসেন ১৮।
টি এইচ খান ১৮, ৩২, ৩৩, ৪১, ১২৯, ১৩৪, ১৪৭, ১৬০, ১৬১, ১৭৬, ২৪০, ২৫৪, ২৯৬, ৩০৩, ৩৮৪, ৪০১, ৪০৬, ৪১৪, ৪১৫, ৪৫২, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৯৪, ৫০৩।
টমাস উইলিয়ামস ২২০, ২২৪, ৩০৫, ৫৩৯।
ডাঃ সাইদুর রহমান ১৪, ৩৮, ১৪১, ২৫১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৪২৪, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৮০, ৪৮৬, ৫৪০।
ডাঃ খুরশীদ ৯০, ১১০, ১২০।
ডাঃ খালেক ২৩৪।
ডাঃ নঈমুর রহমান ৩৬৬, ৩৬৮।
ডাঃ এস এম রব ৩১৬, ৩২১, ৩২৯।
ডাঃ মোবারক হোসেন ৫৫৯, ৫৬৫, ৫৬৬।
ডাঃ গোলাম কিবরিয়া ৫৬৬, ৫৬৮।
ডাঃ এ এফ খান ৫৬৬।
ডাঃ ফরহান হোসেন ৫৬৬।
ডাঃ এস এম, হক ৫৬৬।
ড্রিগ রোড ১৬, ১৯, ২৪, ২৫, ২৬, ৩২, ৪৫, ৭৭, ১৩৫, ২০১, ২১৫, ৪৬৯।

ডিনোফা হোটেল ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ৩১৭, ৩১৯, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮৬, ৪৫৫, ৪৬৩, ৫৬১।
ডঃ আলীম আল রাজী ৫৬।
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ১৩৪।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩১।
ঢাকা বিমানবন্দর ৫০৫।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৩১৬, ৩১৭, ৩২৯, ৫৫১, ৫৬৮।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ৯৮।
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ৫২০।
ঢাকা হোটেল ২৪৯।
ঢাকা হাইকোর্ট
তাজুল ইসলাম ১২৬, ১২৮, ৩৮৫, ৪৭৪, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪।
তাজুদ্দিন ২৫২, ২৬৬, ৪১৮।
তাজমহল হোটেল ৩৯৯, ৪০০, ৪০২, ৪০৩, ৪০৯।
দৈনিক পাকিস্তান ৮, ১৭, ৪১, ৭৩, ১০৭, ১২৮, ১৪০, ১৪৭, ১৬৮, ১৭৭, ১৮৮, ২০৫, ২০৬, ২২৭, ২৪৯, ২৭০, ২৮০, ২৯৬, ৩০৬, ৩২১, ৩৩০, ৩৪৩, ৩৫২, ৩৬৫, ৩৭৬, ৩৮৪, ৪০০, ৪১১, ৪২১, ৪৩২, ৪৪৮, ৪৬২, ৪৬৯, ৪৮২, ৪৮৬, ৪৯৪, ৫১১, ৫১৮, ৫২৯, ৫৪০, ৫৪৮, ৫৫৯, ৫৬৮, ৫৭২, ৫৮৩।
দৈনিক পয়গাম ৪, ৬, ১৩, ৩৩, ৬৪, ৯০, ১৩৮, ১৬২, ১৯৯, ২৪৬, ২৬৮, ৩৪০, ৩৬২, ৩৭৫, ৩৮৩, ৩৯৫, ৪০৯, ৪১৯, ৪৩০, ৪৪৪, ৪৫৮, ৪৭৮, ৪৮২, ৪৮৯, ৪৯২, ৫০৯, ৫২৮, ৮৩৯, ৫৫৭, ৫৬৭।
দৈনিক সংবাদ ৫৪৮, ৫৫৪।
দৈনিক আজাদ ৫৫৪, ৫৭৭, ৫৮২।
দলিলউদ্দিন আহমদ ৮৯, ৯০, ১১০, ১৯৭, ২৯৯, ৩৭৬, ৪৪২, ৪৪৫, ৪৪৯।
দৌলত খান ৩৮৮।
নাজিরুদ্দিন ৬৯, ১৪৯, ১৬৮, ১৮৯, ৩৫৫, ৩৬৪, ৪৫৮, ৪৭৮, ৪৭৯।
নাসিরউল ইসলাম ৩৯২।
নজির আহমদ ৩৮৬।
নাজির হোসেন খান ৪০৯, ৪১৬।
নওয়াব আলী ২৩২, ৩৫০, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৪৪৩, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৫৪।
নূরুল আলম ১৮, ৩১, ১০৭, ১৩২, ৫৬৭।

নূরুল হক চৌধুরী ৫০৫।
নূর মোহাম্মদ ৮৭, ৯১, ১০১, ১০৮, ১৫৩, ২৩১, ২৩২, ৪৬২, ৪৬৯, ৫১৬, ৫৮৫।
নূর আহমদ ৩৮৬।
নুরুদ্দিন ৪১৮।
নেভাল ফ্লিট ক্লাব ৮৮, ১০৯।
নোমানুদ্দিন চৌধুরী ৪১৮, ৪১৯, ৪২৯, ৪৩০।
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২৩৩, ২৬৮, ২৭০, ২৮০, ৩৭২, ৪০২, ৪৩৬, ৪৫৭, ৪৬৬।
ন্যাশনাল এ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক ১৮৪, ৩৩০।
ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন ২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৮, ৪১১, ৪২৮।
নিপা ৪১৮, ৪১৯, ৪২৮, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৫।
নওবত খান ৫২৮, ৫২৯।
নোয়াব আলী ৫৫১।
পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট ১৩, ৬৫।
পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট ৫৬৬।
পাকিস্তান স্যালভেজ কর্পোরেশন ২৩৫।
পাঞ্জাব মোটর ওয়ার্কাস ৫০৫, ৫০৬, ৫১১।
পি আই এ ১৪, ৮৮, ১৬৩, ৩০০, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৬৪, ৪১০, ৪১৮, ৪৩০, ৫২৮, ৫৫৭।
পাইলট অফিসার মীর্জা এস, এম, আলী ৩৬, ৫৯।
পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ৫১, ৮২, ৮৬।
পি এন ওঝা ৩৩৫, ৪৪৭, ৪৫৩, ৪৫৪।
পি এন এস তোঘ্রিল ৮৬, ৯১, ১০৬।
পি এন এস মুখতার ১৪৫।
পি এন এস জাহাঙ্গীর
পি এন এস আলমগীর
পি এন এস হিমালয়া ১৪৫, ১৬০।
পি এন এস বখতিয়ার
পি পি আই ৩৬২, ৩৭৩, ৪৪১।
পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহণ সংস্থা ১২২।
পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশন ৩৭৮, ৪১৯, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪৫।
পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম দফতর ৪৮৭, ৪৮৮।
পাইওনিয়ার ট্রেডিং কোম্পানী ৪১১, ৪১৭।
প্রফুল্ল রঞ্জন চৌধুরী ৪৪১।

প্রেস নোট ৫১০।
ফজলুর রশিদ ৪০।
ফজলুল হক ৮, ১৭, ২১, ৪২, ১১৮, ১২৬, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৪, ২০৪, ২১৯, ২২৮, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৫, ৪৭২, ৫৩৪, ৫৮৩, ৫৮৫, ৫৮৬।
ফজল করিম ১৮৪, ১৮৫।
ফজল রব ৪৭২।
ফরিদপুর সমিতি ৮৭, ৯১, ১০৮, ১৩১।
ফরিদ আহমদ ৪০৯, ৪১৭, ৪২০, ৪২১।
ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ৮, ১৭, ২১, ৪২, ১২৬, ১৩৬, ১৪৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৪, ৪৭২, ৫৮৩।
ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক ১৭, ২১, ৩৪, ১৩৬, ১৩৭।
ফ্লাইট লেঃ রমিজ ৯০, ৯৫, ১১০।
ফজলুল করিম ২৯, ৮৪, ২১৭।
ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ ৭, ১৬, ১৭, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪২, ৫৭, ৭১, ২৪৩, ৩১৪, ৪৬১, ৫৭৮।
বিচারপতি এস, এ, রহমান ৬, ৩৮৩।
বিচারপতি এম, আর, খান ১৩৯, ২০০, ৩৮৩।
বিচারপতি মকসুমূল হাকিম ১৩, ৬৫, ৭৪, ১৩৯, ২০০, ২১৯, ২২০, ২২৪, ৪০০, ৫৮২।
বিচারপতি মুজিবর রহমান খান ১৩।
বিচারপতি সালাউদ্দিন আহমদ ৩০৫, ৫৩৯।
বিচারপতি আবদুল হাকিম ২১৯, ২২৪, ৩০৫, ৫৩৯।
বিপ্লবী দল ১০৮, ২৪০, ২৪৪, ২৫২।
বিপ্লবী সংস্থা ৫৮, ৮৭, ২৬৬।
বিপ্লবী সংঘ ৭০।
বিপ্লবী সংগঠন ৩৪, ৮২, ৯১।
বিধান চন্দ্র রায় ৩১৪।
বিধান কৃষ্ণ সেন ৩৩৮, ৩৪৩, ৩৪৭, ৪১৬, ৪২৪, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৫১, ৪৫৫, ৫০৬, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৮৫।
বিভূতি ভূষণ চৌধুরী ৪১৬, ৪২৪, ৪২৫।
বিশ্বেশ্বর সিকদার ৪২০, ৪২৫।
বিষ্ণুপদ দে ৪২৬।
বিজন চৌধুরী ৪৭৬, ৪৭৯।

বদরুল হায়দার চৌধুরী ৫৬, ৭৩, ১৪৭, ১৫৭।
ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম ২২৪।
বেকার হোস্টেল ২৩৯।
বেগম হাসিনা রহমান ৩১৪।
বেঙ্গল মিউচুয়্যাল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ২২৫।
বড়ভাই ৭৫, ৭৬।
বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৮, ৪৫২।
বরকাতউল্লাহ ৪৭৫, ৪৭৬।
বাবলু মিয়া ৩০৭, ৩১৩।
বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড ৩১৫, ৩৩৫, ৩৩৬।
ব্লাক এ্যান্ড ভীচ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী ২৯৬, ৩০২।
ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী ১৮, ৩১, ৮৬, ১০৭।
ভারতীয় হাইকমিশন ৩১৫, ৪৪৭।
ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ৩৯১, ৪৪১, ৪৫২, ৫৮৫।
ভাম এণ্ড কোং ৪৭৫, ৪৭৬।
মঞ্জুর কাদের ১৩, ১৪, ১২৯, ২৪৭, ৫৪৭।
মনজুর হোসেন ৩৩২।
মুনিরউদ্দিন আহমদ ৩৮৩, ৩৯১, ৩৯২, ৫০৫।
মাহফুজুল বারী ১৬, ১৭, ৩২, ৩৩, ৩৫।
মাইকেল ধর ৪৪৩, ৪৫২।
মফিজুল্লাহ ৭, ১৬, ১৭, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪২, ৪৪, ৫৭, ৫৮, ৬৫, ৬৬, ৭১, ১৫৯, ২৪৩, ২৪৭, ৩৪১, ৪৫৭, ৪৬০, ৪৬১, ৫৭৮, ৫৮৫।
মাহবুবুদ্দীন চৌধুরী ১৭, ৫৮, ৫০৮।
মেজর হাসান ১০০, ১১৫, ১৩২, ১৪২, ১৮৮, ১৯৩, ৪৭৭, ৪৮০, ৪৮৫, ৪৯৩, ৪৯৫, ৫০০, ৫০১, ৫১০, ৫৩৭, ৫৬৪।
মেজর নাসের ১০০, ১১৫, ১২৫, ১৩২, ১৯০, ২১৩, ২২০, ২৫৩, ২৬৭, ৩৩৬, ৪৪২, ৪৪৫, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৬৪, ৫০৮, ৫১০, ৫১৫, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৫৬।
মেজর রহমান ১৯১।
মেজর আসলাম ১৯০, ১৯১, ১৯২।
মেজর হক নওয়াজ ৫২৭।
মেজর মোহাম্মদ নওয়াজ ৪৭৪।
মেজর এম আজম ৪৭৪।

মেজর সৈয়দ কারার হোসেন ৪৭৫।
মেজর খোদা বখশ ভাট্টি ৪৭৫।
মেজর আজাইব হোসেন ৪৭৫।
মেজর শেখ আবদুল মজিদ ৪৭৫।
মেজর শামসুল আলম ৪৭৫, ৫২৩, ৫৩৪, ৫৮৫।
মেজর এস বি রহীম ৫৫৯, ৫৬৫।
মেজর এ এম চৌধুরী ৫৫৯, ৫৬৭।
মেসার্স ইবলিক লিঃ ২৫৪।
মোল্লা জালালউদ্দিন ১৮, ৩১, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ২২৯।
মোয়াজ্জেম হোসেন ৭, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ৩৮, ৪৩, ৪৬, ৫৬, ৫৭, ৬১, ৬৪, ৭৪, ৮৮, ৮৯, ১০৯, ১১০, ১১৭, ১২৩, ১২৭, ১২৮, ১৩৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৭২, ১৭৫, ২৩১, ২৯৮, ৩০৮, ৩১৬, ৩৬১, ৩৬৯, ৪১০, ৪৩২, ৪৪৫, ৪৮৯, ৪৯৭, ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮৫।
মোফাদল আহমদ চৌধুরী ৪৪৭, ৪৫৩।
মোশাররফ হোসেন ৩৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৫, ১৫৭।
মোখলেসুর রহমান ৩৩১, ৪৭২।
মোহাম্মদ মোহসিন ২৪৩, ২৯৬।
মোহাম্মদ ইউসুফ ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৮, ৩২১।
মোহাম্মদ ইসরাইল ৫৬৮, ৫৬৯।
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ৩০৩।
মোহাম্মদ সালামত উল্লাহ ৩০৪, ৩০৭, ৩১২।
মোহাম্মদ লোকমান ৩২০, ৩২২।
মোহাম্মদ শফিউদ্দীন ৩৭২।
মোহাম্মদ সিদ্দিক ৩৫৬, ৩৬৩।
মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লা ৩০৪, ৪১৯, ৪৩১, ৪৩৪, ৫০৭, ৫০৯।
মোহাম্মদ সায়িদ ৩৪৭।
মোকাব্বার আলী ৩৮৩।
মোহাম্মদ সোলায়মান ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৮।
মোঃ হাফিজুদ্দীন ৩৬২।
মোঃ হানিফ ৩৬২।
মোখতার আহমদ ৩৭৫, ৩৭৯।
মোঃ আনোয়ারুল্লাহ ৫৫৭, ৫৫৮।
মোঃ ইউনুস ৩৩৯, ৩৪১।

মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ ১৪, ১৮৭, ১৯৭, ৪১০, ৪২২, ৪২৮, ৪৬২, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৫।
মীর্জা গোলাম হাফিজ ১৬২, ১৬৯, ১৭৪, ১৭৭, ১৮৬।
মানিক চৌধুরী ৫০, ১২৩, ১৬৭, ১৮৬, ২০৮, ২১৩, ২১৪, ৩১৪, ৩৩৮, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৯১, ৪১০, ৪৩৪, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৫, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৬, ৫৩০, ৫৩১, ৫৪০, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৬৫।
মাখনলাল ঘোষ ৩৩২, ৪৫৮, ৪৬৩, ৫৪৯।
মোহাম্মদ জালালউদ্দীন ৩০৩, ৪৭৭।
মোমতাজউদ্দীন আহমদ ৪০৫।
মমতাজুদ্দিন ৪১৮।
মমতাজুদ্দীন সিকদার ২৪৩, ২৬৪।
মনিরুল হক ৪১৮, ৪২৭।
মার্টিন কোয়ার্টার্স ৫৫, ৮৩।
মুশতাক আহমদ ৩০৪।
মুকিম কিরমানী ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৬১, ৪৬৮।
মুকুল চন্দ্র দত্ত ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮৩।
মমতাজুদ্দীন সিকদার ২৪৩, ২৬৪।
মর্নিং নিউজ ৪, ৫০৮, ৫১৪, ৫৫৪।
মগফরউদ্দিন আহমদ ৪০৯, ৪১০, ৪১৪।
মীজানুর রহমান চৌধুরী ২৫২, ২৬৬।
পাকিস্তান মোটর কর্পোরেশন ২৯৯, ৪২৭।
রুহুল কুদ্দুস ৭, ৩৮, ৪৬, ৫০, ৬৫, ৭৪, ১২৩, ১৩৯, ২২৫, ২২৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৫৩, ২৬৭, ৪৫৩, ৫২০, ৫২১, ৫৪৫, ৫৫২, ৫৫৯, ৫৬৩, ৫৬৭, ৫৭৮, ৫৮১, ৫৮৫।
রুহুল আমিন ২১১, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, ৩৭৪, ৩৮০, ৪৬৩।
রাজসাক্ষী ১৩, ১৫, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬৪, ৭৩, ৮৬, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৬, ১০৬, ১০৭, ১২০, ১২১, ১২৬, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৮৯, ২২৭, ২৯৫, ৩৪৩, ৩৬৩, ৪১০, ৪২০, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৩, ৫২৮, ৫২৯, ৫৪০, ৫৬৮, ৫৭৬, ৫৭৭।
রিসালদার শামসুল হক ৯৫, ১০৪, ১১০, ১১৮, ১৩৩, ১৬৫, ১৭৬, ১৮৭, ৪২৭, ৫০৮, ৫১০, ৫১৬, ৫৪৫।

রিয়াসত আলী ৩৫৪, ৩৬৩, ৩৬৪।
রঘুনন্দন সাহা ২৯৭, ৩০৭, ৩১০।
রেজা রব্বানী ৩৩৯, ৩৪১।
রেজাউল করিম ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৫, ৪৪৩, ৪৪৭, ৪৫৪।
রুস্তম আলী মোল্লা ৩৬২।
রওশন দীন ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১৭।
রশীদ আলী রিজভী ৪২৬।
রাজ্জব হোসেন ৫৩৫।
লেঃ মোজাম্মেল ৭, ১৩, ১০১, ১০২, ১১৬, ১৪১, ৪৮২, ৪৮৬, ৪৯২, ৪৯৪, ৫৭৮।
লেঃ রহমান ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ১৯৫।
লেঃ রউফ ৩৬, ৩৭, ৪৫, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৭১, ৭৭, ৭৯, ৮৪, ৪৭১, ৪৭২।
লেঃ শরীফ ২৯, ৬৯, ৯৮, ১০০, ১০৬, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১২৩, ১৩২, ১৩৩, ১৪২, ২০৬, ২১৩, ২১৪, ২৫০, ২৫৪, ২৮৫, ৪৪২, ৪৪৫, ৪৪৯, ৫০৩, ৫৩২, ৫৪৩, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৭১।
লেঃ মতিউর রহমান ৪৬, ৪৭২।
লেঃ মতিয়ার রহমান ১৯৫।
লেঃ এম, এম, রহমান ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৪১১।
লুৎফুল হুদা ৮৯, ৯৫, ১০৪, ১১০, ১১২, ১১৮, ১৩০, ১৬২, ১৬৩, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৭, ১৯৮, ১৯৯, ৩০৯, ৩১০, ৩২৮, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫৫৫, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬৪।
লুৎফুর রহমান ২৯৮, ২৯৯।
লুঙ্গর আলী ১১৭।
লুন্দোর আলী ১৩০।
লোকমান ভুইয়া ৩২১।
শেখ মুজিবুর রহমান ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ৫৬, ৬৫, ৭৪, ৮৬, ১২১, ১২৩, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৬, ১৭২, ২০০, ২০৫, ২১৯, ২২০, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৪৪, ২৫১, ২৫২, ২৬৩, ২৬৬, ২৯৫, ২৯৬, ৩০২, ৩০৩, ৩০৫, ৩১৭, ৩২৯, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৮, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৯৩, ৪২৯, ৪৪১, ৪৫৫, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮৩, ৪৮৭, ৪৯০, ৪৯২, ৫০৮, ৫৩৮, ৫৪৩, ৫৪৬, ৫৬৬, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭।

শেখ ইদ্রিস আলী ৩৯৩, ৩৯৬, ৪০০, ৪০৩, ৪০৯।
শের আলী বাজ ২১৩, ২৫৩, ২৬৭, ৫০০, ৫০১, ৫৩৪, ৫৪০, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৫, ৫৫২, ৫৬৩।
শামসুল আলম ২৮৫, ৪৭৫, ৫২৩, ৫৩৪, ৫৮৫।
শামসুর রহমান ৭, ৬৫, ৭৪, ১২৩, ১৩৯, ১৬৩, ২৯৮, ২৯৯, ৩০৮, ৪৪৩, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫২, ৪৮৮, ৪৯১, ৫২৮, ৫৩৪, ৫৭৮, ৫৮১, ৫৮৫।
শরীফুদ্দিন পীরজাদা ৩০৫, ৫৩৯।
শফিউদ্দীন ৩৬২, ৩৭২।
শফিকুর রহমান ৩৯১।
শহীদুল হক ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৬০, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯, ৫০৭, ৫০৯, ৫১২, ৫১৫।
শাজাহান হোটেল ৫৩৭।
সশস্ত্র বিপ্লব ১৩, ৫৪, ১০১, ১৪৬।
সংবাদ ৪, ৮, ৯, ১৩, ১৫, ৩৮, ৫০, ৫৬, ৮০, ৮৫, ৯৪, ১০৩, ১১৭, ১২০, ১২৬, ১৩৫, ১৪৫, ১৫৯, ২০০, ২০৫, ২১৬, ২১৭, ২২৪, ২২৬, ২৪৩, ২৪৪, ২৬৩, ২৬৬, ২৯৪, ৩০৫, ৩১৬, ৩৩৮, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৮২, ৩৯৩, ৪০৮, ৪১৭, ৪২২, ৪২৯, ৪৪১, ৪৫৫, ৪৭৫, ৪৮২, ৪৮৭, ৫০৫, ৫০৮, ৫১৪, ৫৩২, ৫৩৮, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫২, ৫৬৬, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪।
সরকারী সাক্ষী ১৩, ১৫, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪০, ৬৫, ১২১, ১৪৫, ১৪৬, ২০৫, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৯, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৬, ২৭০, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮৭, ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ৩১৬, ৩২০, ৩২১, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০৮, ৪০৯, ৪১৭, ৪১৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৪১, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৬৯, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৮৮, ৪৯৩, ৫০৫, ৫৪৭, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৭৬।
সার্জেন্ট শামসুল হক ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৪৩, ৫৬, ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৭১, ৭২, ৭৪, ৮১, ৮৫, ১১৮, ১২৮, ১৪৯, ২০১, ২০২, ২০৩, ২১৫, ২১৭, ৪৫৭, ৪৬০, ৫১৬, ৫৮৫।
সার্জেন্ট ফজলুল হক ৮, ১৭, ২১, ৪২, ১১৮, ১২৬, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৪, ২১৯, ৪৭২, ৫৮৩।
সার্জেন্ট আবদুল হালিম ১৪১, ৪৭২।
সার্জেন্ট হালিম ২০৩, ২০৪, ২১৮, ২১৯, ২৩০।

সুলতানউদ্দীন ৭, ১৬, ১৯, ৪৪, ৪৬, ৬২, ৭৯, ৮৭, ১০৭, ১০৮, ১৪৫, ১৬২, ৩০৪, ৪৪২, ৪৭১।
সুখময় বিশ্বাস ৪৫২।
সুবেদার আশরাফ আলী খান ৮৮, ১০৩, ১২৩, ১২৮।
সুবেদার জালালউদ্দীন আহমদ ১৪৮।
সার্জেন্ট জলিল ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪৩, ৪৫, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৯, ৫১৬।
সার্জেন্ট লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী ১৭, ২১।
সার্জেন্ট মালিক ১৭।
সার্জেন্ট কাশেম ৩৬।
সার্জেন্ট রাজ্জাক ১৭, ২১, ৩১, ৩৪, ৩৭, ১৩৬, ১৩৭, ২০৪, ২১৮, ২১৯।
সার্জেন্ট হোসেন
সার্জেন্ট শামসুদ্দীন ১৬, ২০, ২৬, ৩৪, ৩৫, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫৯, ৬০, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৯৭, ১৪১, ১৪৮, ১৫৩, ২০৩, ২১৯, ৪৭২, ৪৭৪, ৫৬৯, ৫৭০।
সার্জেন্ট জহুর ৩৬, ৪৫, ২০১, ২০২, ২০৩, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২৪৭, ২৫৫।
সার্জেন্ট রজব হোসেন ১৯৯, ২০৬, ২১৪।
সাইদুর রহমান ১৪, ৩৮, ৪৬, ১৪১, ২৫১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৪২৪, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৮০, ৪৮৬, ৪৯২, ৫৪০।
সাঈদুল আলম ৫৪০, ৫৪৫।
সালেহ আহমদ ৪৫৮, ৪৬৩।
স্যালভেজ কোম্পানী ২৫৮, ৩৬০, ৩৬৭।
সুলতান উদ্দীন আহমেদ ২৩, ২৭, ৩০, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৬, ৯১, ১০১, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৭২, ১৭৬, ১৭৭, ২৩২, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ৩১১, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৮৬, ৪৪৫, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৬৯, ৫৩৪, ৫৬৬, ৫৬৮।
সার্জেন্ট জহুরুল হক ৮, ৩৭, ৪৫, ৭২, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৮, ২১৫, ৪৬৬, ৪৭২, ৫৮৩, ৫৮৫।
ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ৩৭, ৬৩, ৬৪, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ১২৮, ১৬৫, ৩৩৮, ৪০৮, ৪৫৭।
সিরাজুল ইসলাম ১৬, ২০, ২৩, ২৬, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৫০, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬৫, ৬৯, ৭৩, ৭৪, ৮৬, ১০৭, ১৪১, ১৪৯, ১৫৩, ১৮৯, ৩৬২, ৪১৮, ৪২০, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪৪৩, ৪৪৭, ৪৫৪, ৪৭২, ৫২৯, ৫৩৫, ৫৩৭, ৫৪০।

সিদ্দিকুর রহমান ৪৫, ৬২, ৭৯, ১৬৬, ১৮৫, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৫১৮।
সাইকী ৮৭, ৯২, ৯৭, ১০১।
স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুর রহমান ১৯১।
স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ২০৪, ২২৮।
সৈয়দ মোমতাজউদ্দিন আহমেদ ৪২৯।
সৈয়দ তৈয়ব হোসেন কাজী ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৭।
সৈয়দ আনিসুজ্জামান ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৮।
সৈয়দ হাসান রাজা ৪৭৪।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লা ৩০৪, ৪১৯, ৪৩১, ৪৩৪, ৫০৫, ৫০৭, ৫০৯, ৫১১।
সিদ্দিক খান ৪২৯, ৪৩৭।
স্যার সলিমুল্লাহ কলেজ ৫৫১।
স্কোয়াড্রন লিডার এম এইচ চৌধুরী ৫৩৫।
হোটেল হানাফিয়া ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ১০৩, ১০৫।
হোটেল ক্যাসেরিনা ৩১৩, ৪৫৫।
হোটেল মিসকা ১৬১, ১৬২, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ৩২৭, ৩৮৬, ৫১৫।
হোটেল খাইয়াম
হোটেল ইডেন ২২৫।
হোটেল শাহজাহান ৪০০, ৪০২, ৪০৩, ৪০৯, ৪১০, ৪১৬, ৪২৬।
হোটেল ডেনোফা ১৮৯, ৩১৭, ৩১৯, ৩২৫, ৩২৬, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৮৬।
হোটেল আরজু ১২৩, ১২৭, ২৬৪, ২৬৮, ২৭০, ২৭৮, ২৭৯।
হাবিলদার সুন্দর আলী ১০৩।
হাবিলদার আজিজুল হক ১২৬, ৫৮৫।
হাসিমুদ্দিন আহমদ ২৩৪।
হামিদুল হক চৌধুরী ৫৪৮, ৫৫৫।
হাসমত আলী ২৬৪, ২৭২, ২৭৪।
হাবীবুর রহমান ৩৪৩।
হারুনুর রশীদ ৩৫৭, ৩৬৩, ৩৬৪।
হাবিব ব্যাঙ্ক ৪১০।
৬ দফা ৭, ৩২, ৫২, ২২৫, ২৩৯, ২৪০, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১।